বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্র: দ্বাদশ খন্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্রঃ দ্বাদশ খন্ড

বিদেশী প্রতিক্রিয়াঃ ভারত

সম্পাদকঃ হাসান হাফিজুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্র

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের নয় সদস্য বিশিষ্ট প্রামাণ্যকরণ কমিটির তরফ থেকে এই দলিল সংগ্রহের প্রকাশনা সম্পর্কে দুটি কথা নিবেদন করছি। এ প্রকল্পের উৎপত্তি ও গঠন, এর মূল উদ্দেশ্য ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব হাসান হাফিজুর রহমান বিস্তারিত বলবেন।

বিপুলায়তন ও সংগৃহীত উপাত্ত থেকে প্রকাশিতব্য দলিলসমূহ নির্বাচনে কমিটির সদস্যবৃন্দ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তাঁরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে দলিলাদির পান্ডুলিপি ধৈর্য ধরে পরীক্ষা করেছেন, বিস্তারিত আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে সংযোজন ও সংশোধনের জন্য মূল্যবান উপদেশ দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করেছেন। আমাদের কোন মন্তব্য ছাড়াই দলিলগুলো সরাসরি পাঠক ও গবেষকদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে। দলিলপত্র যথাসম্ভব মূলসূত্র থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকাশিত দলিলগুলো প্রামাণ্যকরণ কমিটি অনুমোদন করে দিয়েছেন।

প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠাব্যাপী দলিল থেকে প্রাথমিক নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রকল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন গবেষকবৃন্দ। তাঁরা জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এ দায়িত্ব যথাযথ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে পালন করেছেন।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সকল সদস্যকে এবং প্রকল্পের গবেষকবৃন্দকে তাঁদের প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই। সেই সংগে প্রকল্পের প্রধান বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে নিরলস ও অকাতর কর্মপ্রচেষ্টার জন্য জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন।

বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত ও সুবিবেচনার সাথে নির্বাচিত দলিলগুলো থেকে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি সার্বিক, প্রামাণ্য ও নিরপেক্ষ চিত্র বেরিয়ে আসবে, আমরা এ আশা পোষণ করছি। সংগৃহীত সমুদয় দলিল একটি স্থায়ী আর্কাইভস্ গঠনে সহায়তা করবে। অনুদ্ঘাটিত ও অনাবিষ্কৃত দলিলগুলো ভবিষ্যতে সংগৃহীত হলে পরিশিষ্টের মাধ্যমে সেগুলি মূল দলিলের সংগে সংযোজিত হতে পারে।

প্রকাশিত দলিলগুলো পাঠক সমাজ ও গবেষকদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

মফিজুল্লাহ কবীর

চেয়ারম্যান,
প্রামাণ্যকরণ কমিটি,
বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প।

ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়সীমা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে সম্পর্কিত সারা বিশ্বে যা কিছু ঘটেছে তার তথ্য ও দলিলপত্র সংগ্রহ এবং সেসবের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পিত হয় মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পের ওপর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর কাজ শুরু হয় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ইতিহাস রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত দলিল ও তথ্য-সমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর কারণ, সমকালীন কোন ঘটনার বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো একটি যুগান্তকারী ঘটনার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা এবং বিকৃতির সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া বস্তুত অত্যন্ত দুরূহ। এজন্যেই আমরা ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি। এর ফলে দলিল ও তথ্যাদিই কথা বলবে, ঘটনার বিকাশ ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে, ঘটনা পরম্পরার সংগতি রক্ষা করবে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখেই কয়েকটি খণ্ডে সংগৃহীত দলিলসমূহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের সামনে একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় দেখা দেয় এই যে, দলিলপত্র সংগ্রহের সময়সীমা স্বাধীনতা যুদ্ধকেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও এ সত্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের পশ্চাতে বিরাট পটভূমি রয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধকে এই পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। এই পটভূমির ঘটনাবলী—যাকে মুক্তিসংগ্রাম বলে অভিহিত করা যায়—তার অনিবার্য পরিণতিই স্বাধীনতা যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। তাই মুক্তিসংগ্রামের স্বরূপ জানা ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধকে তুলে ধরা সম্ভবই নয়। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল প্রকাশের সংগে এর পটভূমি সংক্রান্ত দু'খণ্ড দলিল সংগ্রহ প্রকাশের সিদ্ধান্তও প্রকল্প গ্রহণ করে। এর ফলে প্রকল্পের দলিল প্রকাশের পরিকল্পনা নিম্নরূপে দাঁড়ায়:

প্রথম খণ্ড : পটভূমি (১৯০৫—১৯৫৮)

দ্বিতীয় খণ্ড : পটভূমি (১৯৫৮—১৯৭১)

তৃতীয় খণ্ড : মুজিব নগর: প্রশাসন

চতুর্থ খণ্ড : মুজিব নগর: প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা

পঞ্চম খণ্ড : মুজিব নগর: বেতারমাধ্যম

ষষ্ঠ খণ্ড : মুজিব নগর: গণমাধ্যম

সপ্তম খণ্ড : পাকিস্তানী দলিলপত্র (সরকারী ও বেসরকারী)

অষ্টম খণ্ড : গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসংগিক ঘটনা

নবম খণ্ড : সশস্ত্র সংগ্রাম (১)

মূল পরিকল্পনায় ৭,২০০ পৃষ্ঠা মুদ্রণের পরিকল্পনা থাকলেও সংগ্রহের পরিমাণ বিপুল হয়ে যাওয়ায় আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি খণ্ড প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠা, সর্বমোট ১৫,০০০ পৃষ্ঠার মধ্যে সংগ্রহগুলির মুদ্রণ সম্পন্ন করার বাজেট বরাদ্দ অনুমোদিত হয়। এই ভিত্তিতে আমাদের কাজ এগিয়ে যায়।

দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে নীতিমালা আমরা ব্যাপক ও খোলামেলা রেখেছি। তবে পটভূমি সম্বন্ধে দলিল ও তথ্যাদি গ্রহণে কিছুটা সংযত দৃষ্টিভংগী অবলম্বন করি। আমরা শুধু সেই সব তথ্য ও দলিলই পটভূমি খণ্ডে সন্নিবেশিত করার সিদ্ধান্ত নিই যা বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডের বৈশিষ্ট্য ও এখানে বসবাসকারী জনগণের আশা-আকাংক্ষার সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অর্থাৎ, যেসব ঘটনা, আন্দোলন ও কার্যকারণ এই ভূখণ্ডের জনগণকে মুক্তিসংগ্রামের দিকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করেছে, প্রধানত সেসব সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যই এই খণ্ডে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বাংলাদেশের অতীত ঘাঁটিতে বহু দূর-অতীতে প্রত্যাবর্তন করিনি। ১৯০৫ সালের বংগভংগ থেকেই পটভূমি সংক্রান্ত দলিল-তথ্যাদির সন্নিবেশন শুরু করি। আমরা মনে করি বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ব্যাখ্যায় এই শুরুর সীমাটি বাহুল্যবর্জিত, প্রত্যক্ষ এবং যুক্তিগ্রাহ্য।

১৯০৫-এর বংগভংগ এবং তা রদ-এর পর ১৯৪০ সাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী এ দীর্ঘ সময়ের আর কোন দলিল এ খণ্ডে সন্নিবেশ করা হয়নি। কারণ ১৯১১ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত এই ভূখণ্ডে অনুষ্ঠিত সকল রাজনৈতিক আন্দোলন সর্বভারতীয় বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তারূপে বাংলার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিহিত ছিল। আর তা উত্থাপন করেছিলেন বাংলাদেশেরই সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠির অবিসংবাদিত নেতা এ, কে, ফজলুল হক। ১৯৪৬ সালে নিতান্ত অবৈধভাবে দিল্লী কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবের যে সংশোধনী করা হয়, তাতে বাংলার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয়রূপের প্রশ্নকে পরিহার করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ সম্পর্কে মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং যেভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়। এরই

পরিণতিতে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জনগণের সম্মুখে স্বায়ত্তশাসন তথা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে মূর্ত করে তুলেছে এমন সমস্ত দলিলই এ খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পটভূমি সংক্রান্ত দলিলপত্র দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি শেষ হয়েছে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের সময়সীমায়। এখানে কাল বিভাজন করা হয়েছে একান্তই খণ্ড পরিকল্পনার পৃষ্ঠাসংখ্যার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে—কোন বিশেষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

পটভূমির বেলায় যে ধরনের দলিল ও তথ্যাদি আমরা গ্রহণ করেছি সেগুলো হলো গেজেট বিজ্ঞপ্তি, পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী, কোর্টের মামলা সম্পর্কিত রিপোর্ট ও রায়, কমিশন রিপোর্ট, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ও প্রস্তাব, জনসভার প্রস্তাব, আন্দোলনের রিপোর্ট, ছাত্রদলের প্রস্তাব ও আন্দোলন, গণপ্রতিক্রিয়া, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রামাণ্য সমীক্ষা ও প্রবন্ধ, রাজনৈতিক পত্র, সরকারী নির্দেশ ও পদক্ষেপ ইত্যাদি। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদির বেলায় সংগ্রহের ধরন বিস্তৃততর হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। কারণ এই যুদ্ধের সংগে সারা বিশ্ব জড়িত হয়ে পড়েছিল। ফলে, কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নয়, সারা বিশ্বের বিষয়াদি যোগাড় করা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয় এবং প্রকল্প সেভাবেই অগ্রসর হয়। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত ডায়েরী, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা, সরকারী নথিপত্র, রণকৌশল ও যুদ্ধ সংক্রান্ত লিপিবদ্ধ তথ্যাদি, মুক্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক তৎপরতা, জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, কমিটি গঠন, বিবৃতি, বিশ্বজনমত, বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী প্রভৃতি নানা ধরনের তথ্য ও দলিল এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে নজর রেখেছি যাতে সর্ব-সাধারণের মনোভাব প্রতিফলনে কোন ফাঁক না থাকে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে গণ-সহযোগিতার প্রতি স্তরের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডে যতদূর সম্ভব মূল দলিল সন্নিবেশিত করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তবে যেসব দলিল ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে এবং যেগুলি বাদ দিলে ঘটনার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয় না সেগুলি আমরা প্রকাশিত সূত্র থেকে গ্রহণ করেছি।

এ-ব্যাপারে একটিই আমাদের প্রধান বিবেচ্য ছিল, সঠিক ঘটনার সঠিক দলিল যেন সঠিক পরিমাণে বিধৃত হয়। আমাদের কোন মন্তব্য নেই, অস্লান সংকেত নেই, নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও নেই। আমরা বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ মনোভাব আগাগোড়া বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। এই মূল লক্ষ্য সামনে রেখেই দলিল-তথ্যাদি বাছাই, সম্পাদনা এবং বিন্যাস করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা শুধু এটুকু সতর্কতা অটুট রেখেছি যাতে কারো প্রতিনিধিত্ব ক্ষুণ্ণ না হয়। দলিলের যথার্থতাই যার যা ভূমিকা ও গুরুত্ব তা যথাযথভাবে তুলে ধরবে। বস্তুত জনসাধারণই এ ধরনের ঘটনার প্রকৃত মহানায়ক। জনসাধারণের মধ্যে অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছা যখন পরিণত ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে, কেবল তখনই জনগণের মধ্য থেকে যোগ্যতম নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের বেলাতেও তাই ঘটেছে। আর তাই এমন সব দল বা সংগঠনের দলিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যে দল বা সংগঠন আমাদের জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়তো মুখ্য ভূমিকা বা নেতৃত্ব গ্রহণ করেনি। তবু একাত্তরের অনেক আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার চিন্তা একটা দেশের একটা জাতির নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী অন্তঃস্রোতকেই সামনে তুলে ধরবে। আসলে মহীরুহের চারপাশে জেগে ওঠা অজস্র গাছপালা নিয়েই বনের গঠন-কাঠামো। বনকে জানতে হলে এর সবটাই জানা দরকার।

তবে ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে সবটুকু হয়তো প্রতিফলিত নাও হয়ে থাকতে পারে। এর দুটো কারণ, প্রথমত গ্রন্থের সীমিত পরিসরে স্থান সঙ্কুলানের প্রশ্ন, দ্বিতীয়ত অনেক তথ্য ও দলিল হাতে না আসা যা বহু ক্ষেত্রে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি, কিছু ক্ষেত্রে যোগাযোগেরও সুযোগ ঘটেনি। সবাইকে আমরা জায়গা দিতে চেয়েছি এবং ভূমিকা অনুযায়ী গুরুত্ব বিধানের দিকেও লক্ষ্য রেখেছি—এইটেই মূল কথা। এই নীতি পটভূমি ও অন্যান্য খণ্ডে একইভাবে অনুসৃত হয়েছে।

সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার মতো দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহসংখ্যার দিক থেকে বিপুল বলতে হবে। তবু আমাদের ধারণা এই যে, বহু দলিল ও তথ্য এখনো সংগ্রহের বাইরে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি লোকই কোন না কোন ভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে জড়িত ছিলেন। গ্রামে গ্রামে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বহু ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, বহু বীরত্বগাথা, বহু ত্যাগ, বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচার, নিপীড়নের কাহিনী স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে। এর পরিমাণ অনুধাবন করা কঠিন। তাছাড়া সারা বিশ্ব জুড়েও ছিল এ-সম্পর্কে সমর্থন ও প্রতিক্রিয়া এবং প্রবাসী বাঙালীদের ব্যাপক তৎপরতা। তাই সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে, তা বলা যায় না। দেশ ও বিদেশের তথ্য সংগ্রহের কাজ তাই কেবল বাড়তে পারে। শেষ সীমায় পৌঁছানোর ঘোষণা দেয়া এখনও সম্ভব নয়। এর জন্য দীর্ঘ পরিক্রমা ও সক্রিয়তার প্রয়োজন।

সীমিত সময়ের জন্য আমাদের প্রকল্পের আয়ু; তদুপরি আমাদের লোকবলও মাত্র চারজন। এই অবস্থায় এই বিশাল কাজের কতখানি বাস্তবায়ন সম্ভব তা ভাবনার বিষয়। তবু আমরা অসাধ্য সাধনের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এবং যতদূর সফল হয়েছি, তাতে স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্য ও দলিলের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে, নির্দ্বিধায় একথা বলা যায়। এখন এর বিকাশ ও অনুধাবনের অপেক্ষা রাখে মাত্র। তথ্য ও দলিল সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে একথা বলা যায়।

দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল ব্যাপক এবং খোলামেলা। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়াও এ-উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পত্রপত্রিকার দপ্তর, গ্রন্থাগার এবং ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে প্রেরণ করেছি কয়েক হাজার প্রশ্নমালা। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। প্রতিটি রাজনৈতিক, ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠনের সাথেই যোগাযোগ করা হয়েছে—কিন্তু দলগতভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ দিয়ে গেছেন নিজস্ব সংগ্রহের দলিলপত্র। আবেদনের জবাবে আশানুরূপ সাড়া না পাবার কারণ হিসাবে আমরা দুটি বিষয় লক্ষ্য করেছি: প্রথমত, ইতিহাসের গুরুত্ব সম্পর্কে অসচেতনতা, যার ফলে খুব কম সংখ্যক মানুষই দলিলপত্র সংগ্রহ বা সংরক্ষণ করে থাকেন এবং দ্বিতীয়ত, ভিত্তিহীন সংশয়—বিশেষ করে কারো কারো প্রতিক্রিয়ায়। আমাদের মনে হয়েছে যে, ইতিহাস প্রণয়নের প্রচেষ্টাটি সরকারী হওয়ায় এর সততা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে তাঁরা যথেষ্ট সন্দিহান এবং ফলে দলিলপত্র প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পিত ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে অপূর্ণাঙ্গতার সম্ভাবনাকেই যেন তাঁরা মেনে নিয়েছেন। ব্যাপক ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এই সমস্যা আমরা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। সরকারী উদ্যোগের কারণে ইতিহাসের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যে আশংকা, তা আমাদের দলিল-খণ্ডগুলি নিরসন করবে বলে আমরা মনে করি।

এছাড়াও আমরা লক্ষ্য করেছি, এমন অনেকের কাছেই দলিল ও তথ্যাদি রয়েছে যা তাঁরা হাতছাড়া করতে রাজী নন। অনেকেই কিছু ছেড়েছেন, কিছু হাতে রেখে দিয়েছেন। আবার কারো কারো প্রত্যাশা, দলিলাদি পুরানো হলে সেগুলি অনেক বেশী লাভের উৎস হয়ে উঠতে পারে। আমরা মূল দলিলের ফটোকপি রেখে অনেককেই তাঁর মূল কপি ফেরত দিয়েছি।

এ-ক্ষেত্রেও অনেকেই ফটোকপি রাখারও সুযোগ দিতে রাজী হননি—অর্থাৎ তাঁর হাতের দলিলটি তিনি বের করেননি ভবিষ্যতের আশায়। সরকার দলিল সংগ্রহের ব্যাপারে কোন অর্ডিন্যান্স পাস করেননি। ফলে দলিল পাওয়ার জন্য আমরা ব্যক্তিগত অনুরোধ ও প্রয়াস চালাতে পারি, আইনগত চাপ সৃষ্টি করতে পারি না। অথচ একথাও সত্যি যে, স্বাধীনতা সংক্রান্ত দলিল মাত্রই জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, তাকে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিষ্ঠানগতভাবে কুক্ষিগত করে রাখা উচিত নয়।

এইসংগে আমরা দুঃখের সংগে উল্লেখ করি যে, এই প্রকল্প শুরু হবার আগেই স্বাধীনতা যুদ্ধের বিশিষ্ট নেতাদের অনেককে আমরা হারিয়েছি। ফলে তাঁদের কাছে রক্ষিত দলিলপত্র পাওয়ার কিংবা তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

এইসব বাধাবিঘ্নের মধ্যেই আমাদের এগিয়ে যেতে হয়েছে। ফলে আমাদের এতদসংক্রান্ত যে বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে তা অতীতের ত্রুটি সংশোধনে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সহায়ক হতে পারে। যে তথ্যগত ফাঁক থেকে যাচ্ছে তা পূরণ হওয়া দরকার। সম্ভব হলে অপ্রকাশিত দলিলপত্র থেকে কিংবা ভবিষ্যতে আরো দলিলপত্র সংগৃহীত হলে তা থেকে নির্বাচন করে অতিরিক্ত খণ্ড প্রকাশ করে এই ফাঁক পূরণের চেষ্টা করা যাবে। দেশ-বিদেশের দুষ্প্রাপ্য দলিল সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখা একান্ত জরুরী বলেই আমরা মনে করি। এ ধারা ক্ষুণ্ন হলে একাজ দুরূহতর হবে, এমন কি একে সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। এ ব্যাপারে স্থায়ী কর্মসূচী সুফলদায়ক হবে সন্দেহ নেই।

দলিল এবং তথ্য প্রামাণ্যকরণের জন্য সরকার নয়-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রামাণ্যকরণ কমিটি গঠন করেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রো ভাইস চ্যান্সেলর, প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীর এই প্রামাণ্যকরণ কমিটির চেয়ারম্যান।

কমিটির সদস্যরা হলেন :

ড: সালাহউদ্দীন আহমদ, প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ড: আনিসুজ্জামান, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ড: সফর আলী আকন্দ, পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী।

ড: এনামুল হক, পরিচালক, ঢাকা যাদুঘর।

ড: কে, এম, করিম, পরিচালক, জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার।

ড. কে, এম, মহসীন, সহযোগী প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ড: শামসুল হুদা হারুন, সহযোগী প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জনাব হাসান হাফিজুর রহমান, সদস্য-সচিব।

প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ নির্দিষ্ট গ্রন্থের জন্য দলিলাদি বাছাই করে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সামনে পেশ করেন। প্রামাণ্যকরণ কমিটি সেগুলি নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য কিনা তা পুংখানুপুংখরূপে যাচাই করেন। কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী যে-সকল দলিল ও তথ্য প্রামাণ্য বলে গৃহীত

হয়, কেবলমাত্র সেগুলিই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থের জন্য পেশকৃত দলিলাদির কিছু কিছু কমিটি নাকচ করেন; কিছু নতুন দলিল ও তথ্য, যা গ্রন্থের উৎকর্ষের জন্য নেহাৎ জরুরী, তা সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেন। প্রকল্পের পক্ষ থেকে তাঁদের এই নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকল্পকে বেশ দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একেই লোকবল নগণ্য, তার ওপর স্বাভাবিক কাজ সেরে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য দলিলের সন্ধানে প্রকল্পের কর্মীদের হিমসিম খেতে হয়েছে। তবুও কর্মীরা লেগে থেকেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফলও হয়েছেন। তবে সংগ্রহ যথাসময়ে হয়তো হয়নি, অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। ফলে খণ্ডবিশেষে সংযোজন অধ্যায় যোগ করতে হয়েছে। বিশেষভাবে পটভূমি খণ্ড সংকলনে এই পরিস্থিতি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯০৫ সালের মূল গেজেট বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যাচ্ছিল না। পটভূমি খণ্ডের জন্য আমরা প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে এই বিজ্ঞপ্তিটি উদ্ধৃত করি। কিন্তু প্রামাণ্যকরণ কমিটি যতদূর সম্ভব মূল দলিল সংকলনের পক্ষপাতী। তাই মূল দলিল সংগ্রহের চেষ্টা নতুনভাবে নেয়া হয়। ঢাকা গেজেটে এই বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়নি। কোলকাতা গেজেটেও নয়। ইতিমধ্যে পটভূমি খণ্ডটি প্রেসে চলে যায়। এই গেজেটের ফাইল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, হঠাৎ অন্য কাগজের স্তূপের ভেতর ধূলিধূসরিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তমিজুদ্দিন খানের রীট আবেদনের মূল দলিল খুঁজতে গিয়ে অপরিসীম পরিশ্রমের পরও তা পাওয়া যায়নি। এর মূল কপি সিন্ধু হাইকোর্টে রয়েছে। আনা সম্ভব হয়নি। সুতরাং তা উদ্ধৃতির আকারেই গিয়েছে। এ থেকে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সংকলনের কাজ নিখুঁত ও সুষ্ঠু করার জন্য অটল আগ্রহ ও আন্তরিকতাই ব্যক্ত হয়। প্রকল্পের কর্মীরাও তাঁদের এই অনুভূতির যথাসাধ্য মর্যাদা দিয়েছেন, তাঁদের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে কসুর করেননি, প্রায় ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন। পটভূমি খণ্ডে দলিলসমূহ কালানুক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। অন্যান্য খণ্ডের দলিলের বেলাতেও কমবেশী এই নীতি অনুসৃত হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডেই নির্ঘণ্ট ও কালপঞ্জী দেয়া হয়েছে। শেষ খণ্ডে গ্রথিত হচ্ছে সকল খণ্ডের নির্ঘণ্ট এবং কালপঞ্জী; ফলে পাঠকদের পক্ষে কোন্ খণ্ডে কি আছে তা এক নজরে জানা সম্ভব হবে।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল দলিলসমূহ মূল যে ভাষায় আছে তাতেই ছাপা হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এতে বিশেষ অসুবিধে দেখা দেয়। বাংলা ও ইংরেজী ভাষার মূল দলিলগুলি আমরা সংকলনে স্থান দিয়েছি, তাছাড়া উর্দু, হিন্দী, আরবী ও রুশ ভাষায় বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল অনুবাদসহ সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্বান্দেনেভীয়, ফরাসী, জার্মান, জাপানী ও ইন্দোনেশীয় প্রভৃতি ভাষার বেশকিছু দলিল ও তথ্য থাকা সত্ত্বেও তার অনুবাদ করা এবং গ্রন্থে সেসবের স্থান দেয়া এখনও সম্ভবপর হয়নি। এগুলি ভবিষ্যতের জন্যে জমা রইল। প্রাসঙ্গিকতা ও পরিসরের কথা বিবেচনা করে কোনকোন দলিল সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তবে সে ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছি যাতে মূলের বিকৃতি না ঘটে।

বর্তমানে আমাদের সংগ্রহে প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার দলিল ও তথ্যাদি জমা হয়েছে। এর ভেতর ১৫ হাজার পৃষ্ঠা ছাপা হচ্ছে। বাকি দলিল ও তথ্যাদি ছাপার বাইরে রয়ে যাবে। এছাড়া সংগ্রহের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় আরও দলিলপত্র সংগৃহীত হবে। এগুলির গুরুত্বও কম নয়। অর্থাৎ, এগুলির ওপর গবেষণা করা এবং তার ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প প্রকাশিত খণ্ডগুলির বাইরেও নতুন তথ্য সংবলিত মুক্তি সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা অবারিত থেকে যাবে। এ সুযোগ সম্প্রসারিত করা দেশ ও জাতির স্বার্থেই একান্ত অপরিহার্য। কারণ এ সম্পর্কে যত বেশী বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাদি জাতি জানতে পারবে আমাদের অগ্রযাত্রা তত বেশী নির্ভুল ও স্বচ্ছন্দ হবে। তাছাড়া এ আমাদের অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস, তাই এ সম্পর্কিত প্রতিটি ছত্র পরম যত্ন, দায়িত্ব ও আগ্রহে সংরক্ষিত করা দেশ ও সরকারের নৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত প্রায় প্রতিটি আত্মসচেতন দেশই তাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য স্থায়ী আর্কাইভস প্রতিষ্ঠা করে থাকেন এবং

এ সংগ্রহের কাজ ও এর ওপর গবেষণার কর্মসূচী অব্যাহত রাখেন। বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে এ সম্ভাবনার বাস্তবায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি সমানভাবে দরকার—বিশেষভাবে এ কারণে যে, এ সংগ্রামে এদেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। যত দিন যাবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ তত বৃদ্ধি পাবে, নতুন নতুন তথ্য আর্কাইভস-এর সংগ্রহ সমৃদ্ধতর করতে থাকবে। এ সুযোগ বিনষ্ট করা দুর্ভাগ্যজনক ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না।

প্রকল্পের বিপুল পরিমাণ দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে যাঁরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ পর্যায়ে কিছু প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ব্যক্তি ও কর্মীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা যাদুঘর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ অবজারভার লাইব্রেরী, দৈনিক বাংলা লাইব্রেরী, জাতীয় সংসদ লাইব্রেরী এবং জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘর এবং দিনাজপুর কালেকটরেট হতেও আমরা কিছু দলিল ও তথ্যাদি পেয়েছি। এছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় গ্রন্থাগার এবং সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তর (ডি,এম, আই)-এর সৌজন্যে বহুসংখ্যক দলিল-দস্তাবেজ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেকে দলিলপত্র দিয়ে প্রকল্পকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু নাম এখানে উল্লেখ করা খুবই সঙ্গত মনে করছি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কিছুসংখ্যক মূল্যবান দলিল প্রকল্পকে দিয়েছেন। বিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মার্কিন কংগ্রেসের বহু সংখ্যক দলিল এ, এম,এ, মুহিতের সৌজন্যে আমরা পেয়েছি। প্রবাসে বাংলাদেশ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত অনেকে তাঁদের দলিলপত্র প্রকল্পকে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মরহুম. বাশীদা রউফ, আজিজুল হক ভূইয়া, ডঃ এনামুল হক, আমীর আলী, সাখাওয়াত হোসেন ও জহীরউদ্দীন আহমদের নাম উল্লেখযোগ্য। বিদেশ হতে কিছু মূল্যবান দলিল পাঠিয়েছেন মাহমুদুল হক এবং খোন্দকার ইব্রাহিম মোহাম্মদ। মুজিব নগর সরকার এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে যাদের সাহায্য-সহযোগিতার কথা আমরা বিস্মৃত হব না তাঁরা হলেন হাসান তৌফিক ইমাম, মওদুদ আহমদ, সাঈদুল হাসান, আবদুস সাত্তার, দেবব্রত দত্তগুপ্ত, শামসুল হুদা চৌধুরী ও আলমগীর কবীর। পটভূমি পর্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল দিয়ে সাহায্য করেছেন বদরুদ্দীন উমর, কাজী জাফর আহমদ, অজয় রায়, ইসমাইল মোহাম্মদ, যতীন সরকার, শেখ আবদুল জলিল. ডঃ সাঈদ-উর রহমান এবং আমিনুল হক। ইসমত কাদির গামা, শামসুজ্জামান খান মিলন, উৎপল কান্তি ধর, স্বপন চৌধুরী ও রেজা মোস্তাক স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদি দিয়েছেন। উল্লিখিত সকলকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া আমাদের বিপুল সংগ্রহের বিরাট কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন আরও অনেকে। এই স্বল্প পরিসরে তাঁদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমাদের আর্কাইভস-এর দলিল সংরক্ষণ খাতায় তাঁদের সকলের নাম দলিলাদির উৎস হিসেবে লিখিত রয়েছে। তাঁদেরকেও ধন্যবাদ।

দলিল ও তথ্যাদির সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রামাণ্যকরণ কমিটির অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। কমিটির সদস্যগণ পরম ধৈর্য, যত্ন ও আগ্রহ সহকারে দলিলাদির প্রাসঙ্গিকতা ও মূল্য বিচার করেছেন। তাঁরা শুধু দলিলাদির সত্যতা যাচাই করেননি, প্রকল্পের উন্নয়ন এবং বিশেষ করে খণ্ডসমূহের তথ্যসমৃদ্ধি ও সৌকর্য বৃদ্ধির জন্য মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীরের কথা আন্তরিকতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

দলিল সংগ্রহ খণ্ডগুলোর প্রকাশনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাই। এই সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের মুদ্রণ বিভাগ এবং দি প্রিন্টার্স-এর প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

সবশেষে আরও কয়েকজনের কথা বলতে হয়—স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল-সংগ্রহ খণ্ডগুলোর পেছনে রয়েছে যাঁদের অক্লান্ত শ্রম ও নিরলস সাধনা। তাঁরা এই প্রকল্পের চারজন গবেষক—সৈয়দ আল ইমামুর রশীদ, আফসান চৌধুরী, শাহ আহমদ রেজা এবং ওয়াহিদুল হক। শুধুমাত্র চাকরির দায়িত্বে নয়—গবেষণার স্পৃহা ও প্রকল্পের কাজের সঙ্গে একাত্মতায় তাঁরা দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ হতে শুরু করে দলিলসমূহের সংগ্রহ, বাছাই, সম্পাদনার সহায়তা, প্রেসকপি তৈরীকরণ, মুদ্রণ তত্ত্বাবধান—সর্ববিধ কাজ সীমিত ও সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করেন। এছাড়া সুকুমার বিশ্বাস ও রতনলাল চক্রবর্তীর শ্রম ও নিষ্ঠার কথা উল্লেখযোগ্য। প্রশাসনিক দিক থেকে আবদুল হান্নানের গভীর দায়িত্ববোধ এবং নিরলস তৎপরতা প্রকল্পের স্বাভাবিক কাজকর্ম অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন, যাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন, যাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সর্বব্যাপী প্রতিকূল পরিবেশে যাঁরা দেশপ্রেমের দীপশিখা অমলিন রেখেছেন, যাঁরা আমাদের কর্মের পথে প্রতি মুহূর্তের প্রেরণাস্বরূপ তাঁদের সকলের উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের এই সংগ্রহ আমরা দেশের মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছি।

হাসান হাফিজুর রহমান

সম্পাদক

দলিল প্রসঙ্গঃ বিদেশী প্রতিক্রিয়া—ভারত

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন ভারতের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিক্রিয়া এবং ভূমিকা সম্পর্কিত দলিলপত্র বর্তমান খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে। 'বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতের সরকারী প্রতিক্রিয়া', 'বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও বিধান সভাসমূহ', 'বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতের বেসরকারী প্রতিক্রিয়া', 'ভারতীয় রাজ্যসভায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গ' এবং 'ভারতীয় লোকসভায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গ'—এই পাঁচটি শিরোনামে দলিলসমূহকে বিন্যাস করা হয়েছে।

বাংলাদেশে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ শুরু হবার পরদিন ২৬ মার্চেই ভারতীয় লোকসভায় প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়। ৩১ মার্চে ভারতের রাজ্য ও লোকসভার যৌথ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী উত্থাপিত এক প্রস্তাব গ্রহণের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান সরকারের তীব্র নিন্দা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ পর্যন্ত নয় মাসের বিভিন্ন সময়ে দেশে ও বিদেশে প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রীসহ সরকারী নেতৃবৃন্দের উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা, বিবৃতি ও সাক্ষাৎকারসমূহ এই খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে। যুদ্ধ চলাকালীন বিভিন্ন সময়ে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিদেশ সফরকালে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নসহ কয়েকটি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীবর্গের ভারত সফরকালে প্রকাশিত যুক্ত ইশতেহার ও বিবৃতিসমূহ বর্তমান খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। ১৬ থেকে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটোর ভারত সফর ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (পৃঃ ৯৮—১০১)। ২৩ অক্টোবর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সসহ পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সফরকালে প্রকাশিত যুক্ত ইশতেহার, বিবৃতি, সাক্ষাৎকার ও বিভিন্ন সমাবেশে তাঁর ভাষণসমূহও এখানে উদ্ধৃত হয়েছে। পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করে ১৫ নভেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে লিখিত চিঠিটি এই খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে।

সরকারীভাবে ১৯৭১-এর ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া হলেও স্বীকৃতির দাবী উত্থাপিত ও আলোচিত হয়ে আসছিলো প্রথম দিক থেকেই। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় স্বীকৃতির সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয় ৮ মে (পৃঃ ২২৭—২৮২)। রাজ্যসভায় দাবীটি উত্থাপিত হয় ২৫ মে (পৃঃ ৫৩৭—৫৪১৮)। এছাড়া শরণার্থী সমস্যা, পাকিস্তানকে দেয়া মার্কিন অস্ত্র চীনের সমর্থন, সীমান্ত পরিস্থিতি এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যসহ বাংলাদেশ সংক্রান্ত সকল প্রশ্নেই রাজ্যসভা ও লোকসভার কার্যবিবরণী এই খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে।

সরকার এবং পার্লামেন্টের বাইরে বাংলাদেশের সমর্থনে গড়ে ওঠা সকল শ্রেণীর জনগণের আন্দোলন ও তৎপরতার চিত্রও মিলবে গ্রন্থের বিভিন্ন দলিলপত্র ও সংবাদপত্রের প্রতিবেদন থেকে। 'সংগ্রামী স্বাধীন বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি', 'কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি', 'বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সমিতি', 'ইয়োথ ফর বাংলাদেশ' সহ বিভিন্ন সংস্থার তৎপরতা সম্পর্কিত দলিলপত্র এই খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে। এই

সময়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিলো ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত তিনদিন-ব্যাপী বাংলাদেশ প্রশ্নে আন্তর্জাতিক সম্মেলন (পৃঃ ৪৬৯--৪৮৩)। এই সম্মেলনে বাংলাদেশের সমর্থনে সশস্ত্র বিশ্ব বাহিনী গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিলো (পৃঃ ৪৭৩--৭৪)। এছাড়া ক্ষমতাসীন ও বিরোধী প্রতিটি রাজনৈতিক দল, শ্রমিক ও ছাত্র সংগঠনেরই বাংলাদেশ প্রশ্নে প্রস্তাব, বিবৃতি ও তৎপরতা সংক্রান্ত তথ্যসমূহ এ খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে। ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের ভূমিকারও উল্লেখ রয়েছে এই গ্রন্থে।

এই খণ্ডের দলিলপত্রসমূহের সূত্র হিসাবে ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রকাশিত 'বাংলাদেশ ডকুমেন্টস' ১ম ও ২য় খণ্ড, ভারতের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় প্রকাশিত 'ইয়ার অফ এন্ডীভার', লোকসভা ও রাজ্যসভার কার্যবিবরণী, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কার্যবিবরণী, বিভিন্ন সংগঠনের মূল দলিল, পুস্তিকা ও প্রচারপত্র এবং বিশেষতঃ ভারতের বিভিন্ন সংবাদ-পত্রের প্রতিবেদনসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে। রাজ্য ও লোকসভায় সদস্যদের ভাষণে ইংরেজী ছাড়া ব্যবহৃত হিন্দীসহ অন্যান্য ভাষা অনুবাদ করে বাংলায় মুদ্রণ করা হয়েছে। কতিপয় স্থলে কার্যবিবরণীর কম গুরুত্বপূর্ণ ও অসংশ্লিষ্ট অংশ বাদ দেয়া বা সম্পাদনা করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট

[এক]

[*The Bangladesh Gazette, Part II, September 1, 1977, Page 503*]

Ministry of Information and Broadcasting

* * *   * * *   * * *

বিজ্ঞপ্তি

নং তথ্য/৪ই-২৫/৭৭/৪১৪৮১—স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে দৈনিক বাংলার প্রাক্তন সম্পাদক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত অফিসার পদে ১৯৭৭ সনের ১লা জুলাই হইতে জনস্বার্থে এক বৎসরের জন্য চুক্তি-ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইল।

২। চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি তাঁহার বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
আবদুস সোবহান
উপ-সচিব।

পরিশিষ্ট

[দুই]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, DACCA

No. 51/2/78-Dev/231, dated 18-7-1978.

RESOLUTION

In connection with the Writing and Printing the History of Bangladesh War of Liberation, the Government have been pleased to constitute an Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberation" with the following members:

1. Dr. Mafizullah Kabir	Pro-Vice Chancellor, Dacca University.
2. Professor Salahuddin Ahmed	Chairman Department of History, Jahangir Nagar University.
3. Dr. Safar Ali Akanda	Director, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi.
4. Dr. Enamul Huq	Director, Dacca Museum.
5. Mr. K.M. Mohsin	Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University.
6. Dr. Shamsul Huda Harun	Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University.
7. Dr. Ahmed Sharif	Professor and Chairman, Deptt. of Bengali, Dacca University.
8. Dr. Anisuzzaman	Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University.
9. Mr. Hasan Hafizur Rahman	O.S.D., History of Bangladesh War of Liberation Project.

The following shall be the terms of reference of the Committee:

(a) To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

(b) To determine validity and price of documents are required for the purpose.

SYED ASGAR ALI
Section Officer.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, DACCA

No. 51/2/78-Dev/10493(25), dated 13-2-1979.

RESOLUTION

In partial modification of Resolution issued under No. 51/2/78-Dev/231, dated 18-7-78, Govt. have been pleased to reconstitute an Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberation" with the following members:

1. Dr. Mofizullah Kabir, Pro-Vice Chancellor, Dacca University. — Chairman.
2. Prof. Salahuddin Ahmed, Chairman, Deptt. of History, Jahangir Nagar University. — Member.
3. Dr. Anisuzzaman, Prof., Deptt. of Bengali, Chittagong University. — Member.
4. Dr. Safar Ali Akanda, Director, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi. — Member.
5. Dr. Enamul Huq, Director, Dacca Museum. — Member.
6. Mr. K.M. Mohsin. Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University. — Member.
7. Dr. Shamsul Huda Harun, Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University. — Member.
8. Dr. K.M. Karim, Director, National Library and Archives, Dacca. — Member.
9. Mr. Hasan Hafizur Rahman, O.S.D., History of Bangladesh War of Liberation Project. — Member-Secretary.

2. The following shall be the terms of reference of the Committee:

(a) To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

(b) To determine validity and price of documents required for the purpose.

M.A. SALAM KHAN
Section Officer.

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতের সরকারী প্রতিক্রিয়া

বিষয়		পৃষ্ঠা

	বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা
৭১।	"আমরা আমাদের জাতীয় স্বার্থে যা ভালো তাই করবো"—প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা	১৭২
৭২।	কোলকাতার জনসভায় প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতা	১৭৪
৭৩।	যুদ্ধ চলাকালে সশস্ত্র বাহিনীর উদ্দেশে প্রচারিত প্রধানমন্ত্রীর বাণী ..	১৭৮
৭৪।	দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ	১৭৯
৭৫।	'নিউইয়র্ক টাইমস'এর সাথে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার	১৯৩
৭৬।	যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিশনের সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাক্ষাৎকার	১৯৫
৭৭।	নিক্সনের প্রতি ইন্দিরা গান্ধীর চিঠি	১৯৬
৭৮।	যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিশনের সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাক্ষাৎকার .	১৯৯
৭৯।	জাতিসংঘে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলন . ..	২০২
৮০।	'সেট পাকিস্তান স্পীক ফর হারসেল্ফ'।	২০৭

সংসদীয় দলিলপত্র

৮১।	বাংলাদেশের প্রশ্নে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যসভা ও বিধানসভার প্রতিক্রিয়া	২১৯
৮২।	বাংলাদেশকে আশু স্বীকৃতি দানের জন্যে পশ্চিমবংগ মন্ত্রিসভার সদস্যের আহ্বান	২২০
৮৩।	কোলকাতার বুদ্ধিজীবী সমাবেশে বাংলাদেশের সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গের পাঁচজন মন্ত্রী	২২২
৮৪।	শরণার্থী ত্রাণে সকল রাজ্যকে এগিয়ে আসার জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকারের আহ্বান	২২৩
৮৫।	শরণার্থীদের আশ্রয়ের প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণ	২২৫
৮৬।	বাংলাদেশকে অস্ত্রসহ সকল প্রকার সাহায্যদানের দাবীর প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং বিরোধী নেতাদের ঐক্যমত	২২৬
৮৭।	পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সর্বসম্মত প্রস্তাব: "বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন" ..	২২৭
৮৮।	বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে সংগ্রামী স্বাধীন বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি গঠিত ..	২৮৩
৮৯।	পূর্বাঞ্চলের পাঁচজন মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান: 'শরণার্থী প্রশ্নকে জাতীয় সমস্যা গণ্য করা হোক'	২৮৫

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১০৭।	পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের সাহায্যে 'মুক্তিসংগ্রাম সহায়ক সমিতি' গঠিত	৩১৪
১০৮।	সাহায্যের আহ্বান জানিয়ে শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী সমিতির বিবৃতি	৩১৬
১০৯।	বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবাদে কোলকাতায় অধ্যাপকদের বিক্ষোভ মিছিল	৩১৮
১১০।	কোলকাতায় ছাত্র-যুবকদের বিক্ষোভ মিছিল	৩১৯
১১১।	বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানে ভারত সরকারের এত দ্বিধা কেন? বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় লিখিত নিবন্ধ	৩২০
১১২।	বাংলাদেশের সমর্থনে দিল্লীতে সর্বভারতীয় সাহায্য সংস্থা গঠিত	৩২৩
১১৩।	জাতিসংঘ থেকে পাকিস্তানকে বহিষ্কারের দাবী জানিয়ে বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সমিতির প্রস্তাব ..	৩২৫
১১৪।	পাকিস্তানী নৃশংসতার বিরুদ্ধে কোলকাতার শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ ..	৩২৭
১১৫।	বাংলাদেশ তহবিলে সাহায্যদানের জন্য ক্ষুদ্র শিল্প সমিতির আহ্বান .	৩২৮
১১৬।	মসজিদের উপর বোমাবর্ষণের প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায় ..	৩২৯
১১৭।	শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য বুদ্ধিজীবীদের আবেদন ..	৩৩০
১১৮।	বাংলাদেশকে স্বীকৃতির জন্য ভারতের মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের আহ্বান .	৩৩১
১১৯।	বোম্বেতে বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি গঠিত	৩৩৩
১২০।	ইয়াহিয়া খানের বর্বরতার বিরুদ্ধে ভারতের মুসলিম নেতাদের বিবৃতি .	৩৩৪
১২১।	গান্ধী শান্তি ফাউণ্ডেশন কর্তৃক বাংলাদেশের সমর্থনে জাতিসংঘ ও বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত ..	৩৩৫
১২২।	পাকসেনাদের নৃশংসতার বিরুদ্ধে কোলকাতার মুসলমান সমাজের প্রস্তাব ..	৩৩৬
১২৩।	বাংলাদেশ প্রশ্নে আচার্য বিনোবার সাক্ষাৎকার ..	৩৩৭
১২৪।	সকল দেশের প্রতি ভারত-বাংলাদেশ ফ্রেণ্ডশীপ সোসাইটির আহ্বান ..	৩৪০
১২৫।	বাংলাদেশ জাতীয় সমন্বয় কমিটির সমাবেশে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান ..	৩৪২
১২৬।	বাংলাদেশে দুর্গত মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্যে ভারতের ৪৪ জন অধ্যাপক, লেখক ও বুদ্ধিজীবীর আবেদন ..	৩৪৪

ভারতীয় রাজ্যসভায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

সংসদীয় দলিলপত্র : ভারতীয় লোকসভায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্রঃ দ্বাদশ খণ্ড

বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতের সরকারী প্রতিক্রিয়া

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের ওপর পাকিস্তানী সৈন্যের আক্রমণে উদ্বেগ প্রকাশ করে ভারতের লোকসভার প্রস্তাব*	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস-১ম খণ্ড (পররাষ্ট্র দপ্তর-প্রকাশিত)	৩১ মার্চ, ১৯৭১

TEXT OF THE RESOLUTION MOVED BY THE PRIME MINISTER OF INDIA IN THE PARLIAMENT ON MARCH 31, 1971

This House expresses its deep anguish and grave concern at the recent developments in East Bengal. A massive attack by armed forces, despatched from West Pakistan has been unleashed against the entire people of East Bengal with a view to suppressing their urges and aspirations.

Instead of respecting the will of the people so unmistakably expressed through the election in Pakistan in December 1970, the Government of Pakistan has chosen to flout the mandate of the people.

The Government of Pakistan has not only refused to transfer power to legally elected representatives but has arbitrarily prevented the National Assembly from assuming its rightful and sovereign role. The people of East Bengal are being sought to be suppressed by the naked use of force, by bayonets, machine guns, tanks, artillery and aircraft.

The Government and people of India have always desired and worked for peaceful, normal and fraternal relations with Pakistan. However, situated as India is and bound as the people of the sub-continent are by centuries old ties of history, culture and tradition, this House cannot remain indifferent to the macabre tragedy being enacted so close to our border. Throughout the length and breadth of our land, our people have condemned, in unmistakable terms the atrocities now being perpetrated on an unprecedented scale upon an unarmed and innocent people.

This House expresses its profound sympathy for and solidarity with the people of East Bengal in their struggle for a democratic way of life.

Bearing in mind the permanent interests which India has in peace, and committed as we are to uphold and defend human rights, this House demands immediate cessation of the use of force and the massacre of defenceless people. This House calls upon all peoples and Governments of the world to take urgent and constructive steps to prevail upon the Government of Pakistan to put an end immediately to the systematic decimation of people which amounts to genocide.

This House records its profound conviction that the historic upsurge of the 75 million people of East Bengal will triumph. The House wishes to assure them that their struggle and sacrifices will receive the whole hearted sympathy and support of the people of India.'

*বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে ভারতের প্রথম প্রতিক্রিয়া ২৭ মার্চের লোকসভা ও রাজ্যসভার কার্যবিবরণীতে দ্রষ্টব্য।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের নৃশংসতার প্রশ্নে রাষ্ট্রসংঘের নির্লিপ্তির সমালোচনা করে প্রেরিত ভারতের লিপি।	দৈনিক 'যুগান্তর'	২ এপ্রিল ১৯৭১।

রাষ্ট্রসংঘে ভারতের লিপি

পাকিস্তানের ব্যাপারে নিশ্চেষ্টতা অমার্জনীয়

রাষ্ট্রসংঘ, ১লা এপ্রিল (পি টি আই)—পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা বাঙলাদেশে মানুষের উপর যে-হারে নির্যাতন শুরু করেছে, তা বর্তমানে এমন এক স্তরে এসে পৌঁছেছে যে, তা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার মনে করে নিশ্চেষ্ট থাকার আর সময় নেই। আন্তর্জাতিক মানবগোষ্ঠী কর্তৃক একটি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে—ভারত গতকাল রাষ্ট্রসংঘকে এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্টের কাছে ভারতের এই অভিমত একটি পত্রাকারে পেশ করা হয়। রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রীসমর সেন পত্রটি পেশ করেন এবং পত্রটি তাঁর অনুরোধে রাষ্ট্রসংঘ-সদস্যদের নিকট প্রচার করা হয়। পরে রাষ্ট্রসংঘের একটি ইস্তাহার হিসেবে তা প্রকাশ করা হয়।

এই পত্রে শ্রীসেন বলেছেন, মানব দুর্গতির এই মুহূর্তে এই নিষ্ক্রিয়তা ও নীরবতাকে দুর্গত জনসাধারণ বহির্বিশ্বের উদাসীনতা বলে ভাববে।

শ্রীসেন সতর্ক করে দেন যে, পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীকে সংযত না করলে এবং আন্তর্জাতিক অভিমত বাংলাদেশের জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থনসূচক না হলে এই উপ-মহাদেশে উত্তেজনা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'ইয়াহিয়ার প্রতি চীনের প্রকাশ্য সমর্থন ভারতকে নিরস্ত করবে না': প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা।	দৈনিক 'অমৃতবাজার'	১৪ এপ্রিল, ১৯৭১।

CHINA'S 'OPEN SUPPORT' TO YAHYA WON'T DETER US : PM

(From Our Lucknow Office)

LUCKNOW, Apr. 13. Prime Minister Indira Gandhi today warned that India would not remain a silent spectator to the happenings in Bangladesh and declared that China's "open support" to West Pakistan's military regime against Bangladesh would not affect the country's stand on the issue.

Addressing a press conference here, Mrs. Gandhi said, "We take decisions independently and our attitude does not depend on the actions of others".

Asked whether the Government would accord recognition to the provisional Government of Bangladesh, Mrs. Gandhi said the matter would receive due consideration. Replying to another question whether the war in Bangladesh was "an imperial war" by West Pakistan, Mrs. Gandhi said use of strong words would not help.

Mrs. Gandhi felt that developments in East Bengal might have their effects in other parts of the country. People residing in East Bengal and India had blood relations and it was but natural for Indians to have their sympathies with the people of East Bengal.

Commenting over the election results in Pakistan, Mrs. Gandhi said Awami League leader Sheikh Mujibur Rahman's leadership would have paid rich dividends to both the countries, and their relations would have improved.

She said what had happened in Bangladesh had now actually changed everything and this could only be described as bad luck for both the countries.

In an obvious reference to Ceylon and other neighbouring countries, Mrs. Gandhi said what was happening there might have their indirect repercussions in this country as well.

She declined to reply any further questions on Bangladesh remarking that she would not like to add anything further than what she had said on earlier occasions.

Later, addressing a Congress (R) legislators meeting here, Mrs. Gandhi said although we should not interfere in the internal matters of other countries, what was happening in East Bengal could not be described as purely internal affairs of Pakistan.

Mrs. Gandhi was given a tumultuous reception by the people of her constituency on her first visit after the mid-term poll.

The Prime Minister had a busy day meeting local citizens, addressing a seminar on district economic problems, and also opening a State roadways bus terminal station.

Accompanied by the U.P. Chief Minister, Mr. Kamlapati Tripathi and some of his Cabinet colleagues Mrs. Gandhi arrived here by helicopter from Lucknow. The Union Minister of State for Parliamentary Affairs, Mr. Om Mehta, and Mr. Uma Shanker Dikshit, also came with her.

৫

পূর্ব পাকিস্তান নয়

(বিশেষ সংবাদদাতা)

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল—ভারত সরকারের কাছে 'পূর্ব পাকিস্তান' বলে আর কোন কথা নেই। এর স্থান নিয়েছে 'পূর্ববঙ্গ'।

আজ এই প্রথম বহির্বিষয়ক মন্ত্রক পাকিস্তানী হাই কমিশনকে দেওয়া তাঁদের সরকারী নোটে সর্বত্র 'পূর্ববঙ্গ' কথাটি ব্যবহার করেন। ভারতীয় এলাকার মধ্যে পাক সশস্ত্র বাহিনীর গুলিবর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ঐ নোট দেওয়া হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিবাদ।	দৈনিক 'যুগান্তর'।	১৭ এপ্রিল, ১৯৭১।

ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে গণহত্যার বর্বরতা ঢাকা যাবে না:

পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিবাদ

(দিল্লী অফিস থেকে)

১৬ই এপ্রিল—বাঙলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে ভারত কোনো না কোনোভাবে জড়িত আছে বলে পাকিস্তানী জঙ্গীশাহী ভারতের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে ভারত আজ তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। ভারত সরকারের এই প্রতিবাদ একটি বিবৃতির আকারে আজ পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র বিশ্বের সাংবাদিকদের কাছে পেশ করেন।

উক্ত মুখপাত্র প্রসঙ্গত বলেন যে, ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ ও প্রচার চালিয়ে পাক জঙ্গীশাহী বাঙলাদেশে যে বর্বর ও অমানুষিক গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে তা কিছুতেই ঢাকতে পারবে না।

কেউ কেউ এই প্রতিবাদকে বাঙলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার পূর্ব সূচনা বলে মনে করছেন। একজন বিদেশী সাংবাদিক এ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে সরকারী মুখপাত্রটি এর সরাসরি কোনো উত্তর না দিয়ে বলেন, যখন যে অবস্থা দেখা দেবে তখন তার সেইভাবে মোকাবিলা করা হবে, এই হলো ভারত সরকারের নীতি।

পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্রটি আরও বলেন যে, পাক জঙ্গীশাহী বাংলাদেশে যে মধ্যযুগীয় পৈশাচিক হত্যালীলা চালাচ্ছে তা থেকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেবার জনাই ভারতের বিরুদ্ধে তারা মিথ্যা প্রচারে নেমেছে। কিন্তু বিশ্বের নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকদের অনেকেই পাক বর্বরতা স্বচক্ষে দেখেছেন। কাজেই পাকিস্তান যতই চেষ্টা করুক তার পক্ষে এই নির্মম নিদারুণ সত্য চাপা দেওয়া সম্ভব হবে না। তিনি জোরের সংগে বলেন যে, ভারতের বিরুদ্ধে দেশ-বিদেশে যতই অপপ্রচার ও বিষোদ্গার করা হোক না কেন ইসলামাবাদের জঙ্গী শাসকচক্র কিছুতেই এই অকাট্য ও প্রত্যক্ষ সত্য চাপা দিতে পারবে না যে, পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ ও পীড়নের নাগপাশ ছিন্ন করার জন্য বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছেন।

স্বীকৃতি দানের প্রশ্নে

পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্রের এই বিবৃতিতে কেউ কেউ বাংলাদেশের সরকারকে স্বীকৃতি দানের পূর্ব সূচনা বলে মনে করছেন। জনৈক বিদেশী সাংবাদিক ঐ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে সরকারী মুখপাত্রটি তার সরাসরি উত্তর না দিয়ে কেবল বলেন, সরকার অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা

নেবেন। তাঁর এই মন্তব্য থেকে এই কথাই মনে হয় যে, বাংলাদেশ সরকার হয়ত এখন সরকারীভাবে স্বীকৃতির জন্য অনুরোধ জানান নি। অথবা এমনও হতে পারে যে; ভারত সরকার এখনও এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেন নি।

বাংলাদেশ সরকারের দুজন দূত য়ুরোপে রওনা হয়ে গেছেন বলে ভারত সরকার কোন খবর রাখেন কি—জনৈক সাংবাদিকের এই প্রশ্নের উত্তরে মুখপাত্রটি বলেন, 'কাগজে পড়েছি।'

সরকারী মুখপাত্রের এই ধরণের কাটা কাটা উক্তি থেকে মনে হয় সরকার ভবিষ্যতের কথা ভেবেই এখন সতর্কতা অবলম্বন করে চলেছেন।

সম্প্রতি পাকিস্তানী বাহিনী ভারত সীমান্ত এলাকা থেকে কয়েকজন সীমান্ত রক্ষী ও অসামরিক নাগরিককে ধরে নিয়ে গেছে। ভারতীয় এলাকা থেকে সীমান্ত রক্ষী ও নাগরিকদের জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়ার পেছনে পাকিস্তানের একটা গূঢ় চক্রান্ত থাকাও বিচিত্র নয়। হয়ত পাকিস্তান পরে এটাই প্রচার করতে চাইবে যে, ভারত সরকার এদের মুক্তিযোদ্ধাদের সংগে সামিল হয়ে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বাংলাদেশে পাঠিয়েছিল। কিন্তু ভারত অঙ্কুরেই পাকিস্তানের এই দুরভিসন্ধি ফাঁস করে দিতে চান এবং সেই জন্যই তার এই প্রতিবাদ। পাকিস্তানের অপপ্রচার ক্রমশ এমন একটা স্তরে পৌঁছুচ্ছে যে, এর প্রতিবাদ না করলে তা যে অংশত সত্য একথাই মনে হবে। তাই বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারত সরকারের প্রকৃত নীতি কি তা সকলকে জানানোর জন্যই ভারত পাক অপপ্রচারের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের আক্রমণ বরদাস্ত করা হবে না : প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর ঘোষণা।	দৈনিক 'যুগান্তর'	২৫ এপ্রিল, ১৯৭১।

পাক হামলা বরদাস্ত করা হবে না

—প্রতিরক্ষামন্ত্রী

শিবপুরী (মধ্যপ্রদেশ), ২৪শে এপ্রিল (পি টি আই)—কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম আজকে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যে, 'ভারতীয় এলাকায় পাকিস্তানের কোন সামরিক অভিযানই বরদাস্তকরবে না।'

পশ্চিমবঙ্গে বনগাঁর অনতিদূরে ভারতীয় সীমান্তে পাকিস্তানী গোলা বর্ষণের সংবাদ পেয়েই ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এই হুঁশিয়ারী দিয়েছেন। তিনি এখানে একটি ভাষণ দিচ্ছিলেন।

প্রসংগত শ্রীজগজীবন বলেন ভারতকে সর্বক্ষণ সজাগ সতর্ক এবং ভারতের মাটিতে যে কোন আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

ভারত তিব্বত সীমান্ত বাহিনীর শিক্ষার্থী সদস্যদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এই কথাগুলি বলেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারতের মাটিতে গোলা নিক্ষেপের জন্য পাকিস্তানের প্রতি ভারতের সতর্কবাণী।	দৈনিক 'আনন্দবাজার'	২৫ এপ্রিল ১৯৭১

ভারতের মাটিতে গোলা ফেলা বন্ধ কর নতুবা
পরিণামের জন্য দায়ী হবেঃ পাকিস্তানের প্রতি সতর্কবাণী

ভারতীয় সীমান্ত বনগাঁর কাছে শনিবার সকালে পাকিস্তানী গোলা এসে পড়েছে। তাছাড়া এক কোম্পানি পাকফৌজ নিষিদ্ধ সীমার পাঁচ কিলোমিটার ভিতরে এসে, পেটরাপোলে রেল লাইনের কাছে অবস্থান নিয়ে, শনিবার বিকাল চারটে থেকে এক ঘন্টা ধরে ভারতীয় গ্রামগুলির উপর গুলি চালায়। পরে তারা বেনাপোলে হটে যায়। নয়াদিল্লী থেকে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। দাবি করা হয়েছে যে, পাকিস্তানকে কথা দিতে হবে যে, এ ধরনের ব্যাপার আর ঘটবে না, আর না হলে সম্ভাব্য পরিণাম যা ঘটবে তার জন্য পাকিস্তান দায়ী হবে।

সকালে পাক ফৌজ ভারতীয় সীমান্তের (বনগাঁ) ওপারে মুক্তিফৌজের শিবির লক্ষ্য করে মরটার চালায়। তারই কয়েকটি গোলা ভারতীয় এলাকায় এসে পড়েছিল। দ্বিতীয় ঘটনাটি আরও গুরুতর।

বহির্বিষয়ক মন্ত্রক পাক হাইকমিশনকে ওই ঘটনাগুলির প্রতিবাদে যে নোট পাঠিয়েছেন তা রীতিমত কড়া ধাঁচের। এ ছাড়া অন্য একটি নোটে পাকিস্তানকে জানানো হয়েছে যে, ভারতের সীমান্ত রক্ষিবাহিনীর লোকেরা কখনই পাকিস্তানে প্রবেশ করেন নি। এ বিষয়ে পাকিস্তানের ১৪ এপ্রিল তারিখের অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন। অর্থাৎ আজ ভারত পাকিস্তানকে দুইটি নোট পাঠিয়েছে।

ভারত আরও বলেছে যে, অপহৃত তিনজন সীমান্ত রক্ষীকে ফেরত দিতে হবে এবং অপহরণকারীদের (যারা পাক ফৌজের লোক) উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

ভারত আরও জানিয়েছে যে, ১২ এপ্রিল রাত এগারোটায় পাকফৌজ সোনামুরার কাছে ত্রিপুরার উপমন্ত্রী শ্রীমনসুর আলীর বাড়ীর উপর গুলি চালিয়েছিল এবং ১৪/১৫ এপ্রিল রাত্রে ওই অঞ্চলে কর্তব্যরত নায়েক মণিকুমারকে গুলি চালিয়ে হত্যা করেছিল। ১৭ এপ্রিল ওই অঞ্চলে আরও কয়েকজন ভারতীয় নাগরিকের আবাসের উপর পাকিস্তানীরা গুলি চালিয়েছিল। ভারত এইসব ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং বলেছে যে, সে পাকিস্তানের কাছে এজন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে। এ ধরনের ব্যাপার বন্ধ না হলে যা পরিণাম ঘটবে পাকিস্তান সেজন্য এককভাবে ও সম্পূর্ণভাবে দায়ী হবে।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সীমা ছাড়লে গুরুতর পরিণতি হবে: পাকিস্তানকে ভারতের হুঁশিয়ারি।	দৈনিক 'আনন্দবাজার'	২৯ এপ্রিল ১৯৭১

পাকিস্তানকে ভারতের হুঁশিয়ারি—সীমা ছাড়ালে পরিণাম গুরুতর: নিহতদের জন্য ক্ষতিপূরণ দিন

(বিশেষ সংবাদদাতা)

নয়াদিল্লী, ২৮ এপ্রিল—গত ২৬শে এপ্রিলের পর থেকে ভারতীয় সীমান্তের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বুকে ঢুকে পাকিস্তানী সেনারা যে আক্রমণ চালিয়েছে, ভারত আজ তার বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় পাকিস্তানের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছে। আক্রমণের চারটি ঘটনায় গতকাল এবং তার আগের দিন তেত্রিশ জন ভারতীয় নাগরিক পাকফৌজের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। অন্ততঃ আটজন আহত হয়েছেন, দু'জন নিখোঁজ।

আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী ভারত তিনটি নোটে পাকিস্তানের কাছে আজ ক্ষতিপূরণ চেয়েছে এবং হুঁশিয়ার করে দিয়েছে যে, ভবিষ্যতে ১৯৬০ সালের ভূমি নীতি লংঘনের এরূপ ঘটনা ঘটলে গুরুতর পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। এই সব নোট পররাষ্ট্র দফতর আজ পাকিস্তান হাইকমিশন অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ইতিমধ্যে জানা যায় যে, বাংলাদেশে পাকফৌজের ইউনিটগুলি পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসাম সীমান্তে পৌঁছে সীমান্তের ঘাঁটিগুলিতে ছড়িয়ে পড়তে চেষ্টা করছে। মনে হয়, সেনাবাহিনীর নির্দেশ অনুযায়ী হত্যায় সুখী পাকফৌজ এ জন্যই সীমান্তের এপারে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে।

১৯৬০ সালে ভারত ও পাকিস্তান উভয়েব সীমান্ত থেকে সেনাবাহিনীকে অন্ততঃ এক হাজার গজ দূরে রাখার জন্য ভূমিনীতি তৈরি করেন। পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস এবং ভারতেব সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জন্য এই নীতি তৈরি হয়। এখন পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস বলে কিছু নেই। কাজেই ভারত যে এখনও পাকিস্তানের সঙ্গে আইনের কচকচিতে ব্যস্ত এটা খুবই মজার ব্যাপার।

সরকারী মহল বলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সীমান্ত থেকে এখনও অন্ততঃ এক হাজার গজ দূরে রাখা হচ্ছে। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীই সীমান্তের ভার আপাতত বইতে পারবে মনে করেই এই ব্যবস্থা।

ভারতের নোটে যে সমস্ত ঘটনার প্রতি পাকিস্তানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং প্রতিবাদ জানানো হয়েছে তা হল:

২৬ এপ্রিল: পাকিস্তানী সৈন্য জলপাইগুড়ির কাছে ভারতীয় সীমান্তের বর্ণপাড়া পর্যন্ত চলে আসে এবং ভারতীয় এলাকার মধ্যে গুলি চালিয়ে দু'জন ভারতীয় গ্রামবাসীকে নিহত করে।

২৭ এপরিলঃ বয়ড়া এলাকায় (বনগাঁর উত্তরে) পাকফৌজ ভারতের লাখিমপুর গ্রাম পর্যন্ত চলে আসে এবং গুলি চালিয়ে পাঁচ জনকে নিহত করে। নিহতদের একজন নাবালিকা। তিনজন আহত হয়।

২৫ এপরিল ঃ বনগাঁর কাছে ভারতীয় এলাকায় ঢুকে পাক সৈন্য সীমান্ত রক্ষী দলের উপর গুলি চালায়।

২৭ এপরিল ঃ পাক সেনা ধরলা নদী পেরিয়ে ভারতীয় ছিটমহল বাঁশ পাচিরে বেলা দুটো নাগাদ প্রবেশ করে। বেপরোয়া গুলি চালিয়ে হানাদাররা অন্ততঃ পাঁচশজনকে হতাহত করে।

২৬ এপরিল ঃ কাছাড় সীমান্তে প্রহরারত সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর উপর পাক সৈন্য হামলা করে। একজন কনসটেবল নিহত হন, পাঁচজন আহতদের মধ্যে একজন ইনসপেকটর। দুজন কনসটেবল নিখোঁজ।

পাক সৈন্যরা দুটি ওয়ারলেস সেট, একটি রাইফেল এবং দুটি হালকা মেশিনগান ছিনিয়ে নেয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের ঘটনাপ্রবাহ শেষ পর্যন্ত ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করবে: প্রধানমন্ত্রীর সতর্কবাণী	দৈনিক 'স্টেটসম্যান'	৭ মে, ১৯৭১

PAK DEVELOPMENTS WILL ULTIMATELY AFFECT INDIA

—Mrs. Gandhi.

(From Our Special Representative)

NEW DELHI, May 6—Mrs. Gandhi said today that India could not shut its eyes to wahatever was happening in East Pakistan "for it is bound eventually to affect this country and its economy."

The Prime Minister made a reference to the stream of refugees pouring into India from East Pakistan while inaugurating a conference of the District Congress Committee Presidents and General Secretaries.

She said a large number of evacuees—about two million—had crossed into this country.

They would go back when fighting stopped in East Pakistan. Meanwhile, she hoped that people all over the country would help them. "We have not only to look after the evacuees at present but also see that they go back to their homes after the war is over there." Mrs. Gandhi said that a central Assistance Committee headed by Mr: M. C. Setalvad, had already been established to help the evacuees.

Mrs. Gandhi said that "a new burden had come on this country" as a result of what is happening across the border. Developments in East Pakistan were bound to have great impact not only on West Bengal but on the whole country.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
এখনই ভারতের স্বীকৃতি বাংলাদেশের স্বার্থের অনুকূল হবে না—বিরোধী নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনাকালে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য।	দৈনিক 'আনন্দবাজার'	৮ মে, ১৯৭১

এখনই ভারতের স্বীকৃতি বাংলাদেশের স্বার্থের অনুকূল হবে না—তবে মুক্তি আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন দেওয়া হবে

—শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী

(বিশেষ সংবাদদাতা)

নয়াদিল্লী, ৭ মে--আজ সকালে বিরোধী নেতাদের সঙ্গে বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বৈঠকে বসেছিলেন। প্রায় সকলেই বাংলাদেশ সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানান। (ব্যতিক্রম : বিকানীরের মহারাজা ডঃ করণি সিং এবং মুসলিম লীগ নেতা মহম্মদ ইসমাইল। দুজনের বক্তব্যে অবশ্য কিছু পার্থক্য ছিল।) সকলের কথা শোনার পর প্রধানমন্ত্রী যা বলেন তার মর্ম এইরকম : বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের প্রতি ভারত পূর্ণ সমর্থন জানাবে কিন্তু বাংলাদেশকে এখনই কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়া ওই দেশেরই স্বার্থের পরিপন্থী হবে। সারা বিশ্বে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি প্রচুর সহানুভূতি থাকলেও স্বীকৃতির ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তা চলছে। তবে তাজুদ্দিন সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না এমন কথা তিনি বলেননি বা সরকার এ ব্যাপারে ঠিক কী করবেন তার কোন আভাস দেননি। শুধু স্পষ্টভাবে তিনি বলেন যে, কোন অবস্থাতেই ভারত ভীত নয়।

ভারতের স্বীকৃতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী

ইন্দিরাজী বলেন যে, পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে নানা উসকানিমূলক কাজ করছে। ভারতকে নানাভাবে বাংলাদেশের ব্যাপারে জড়াতে চাইছে। যাই হোক, ভারত যা ঠিক মনে করবে তা করতে ভীত নয়।

দুই ব্যতিক্রম। অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের দাবির বিরোধিতা করেন বিকানীরের মহারাজা ডঃ করণ সিং। তিনি লোকসভায় কয়েকটি ছোট গোষ্ঠী ও কয়েকজন নির্দল সদস্যের নেতা। সেই গোষ্ঠী ও ব্যক্তিরা অবশ্য আগেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবী জানিয়েছেন।

ডঃ করণি সিং-এর বক্তব্য : বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলন আসলে বাঙালীদের বিদ্রোহ। ভারতের এ ধরনের ব্যাপার ঘটলে সরকার কী করতেন? কাশ্মীরের কথাও ভাবা দরকার।

ইন্দিরাজী তাঁকে বলেন : কাশ্মীরে যারা হাঙ্গামা বাধাতে চায় তারা জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামীদের পিছনে বিপুল গরিষ্ঠ সমর্থন রয়েছে। বাংলাদেশে গরিষ্ঠ অভিমত পাকিস্তান দাবিয়ে রাখতে চাইছে।

মুসলিম লীগ নেতা মহম্মদ ইসমাইল যা বলেন তার মর্ম : এমন কিছু করা ঠিক হবে না যাতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ে বা কোন সঙ্কট সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে ওই ধরনের সঙ্কট দেখা দিতে পারে। তবে সরকার এ ব্যাপারে যে কোন ব্যবস্থাই নিন না কেন তার প্রতি তাঁহাদের দলের সমর্থন থাকবে।

ইন্দিরাজী বলেন যে, বাংলাদেশের ব্যাপারকে কেন্দ্র করে কিছু লোক সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে চাইছে। সকলকে এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

স্বীকৃতির স্বপক্ষে জোর দাবিঃ অধিকাংশ বিরোধী নেতা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের জন্য জোর দাবি জানান। পরিস্থিতির সম্পর্কে ইন্দিরাজীর বিশ্লেষণ তাঁরা মেনে নেননি। তাঁরা বলেন যে, বাংলাদেশ এখন একটি বাস্তব সত্য। স্বীকৃতি দিয়ে সরকার শুধু সেই সত্যটিকেই মেনে নেবেন আর তাতে সেইখানকার আন্দোলন জোরদার হবে। ভারত এ বিষয়ে জোর করলে ভারতেরই ক্ষতি হতে পারে।

এই দাবি জানান—সি পি এম সি পি আই ডি এম কে আদি কংগ্রেস, পি এস এস পি এম এস পি, ফঃ বঃ আর এস পি। শ্রীইন্দ্রজিৎ গুপ্ত (সি পি আই) তাঁর দলের পশ্চিমবঙ্গ কমিটির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে একটি স্মারকলিপি দেন। শ্রী এ কে গোপালন (সি পি এম) বলেন যে, পাকিস্তানকে ভয় না করে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সব রকমের সাহায্য দেওয়া হোক। শ্রী কে মনোহরণ (ডি এম কে) শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী (জঃ সঃ), শ্রীচিত্ত বসু (ফঃ বঃ), শ্রীত্রিদিব চৌধুরী (আর এস পি) শ্রী এন জি গোরে (পি এস পি) ও শ্রী এস এন মিশ্র (আদি কং) একই দাবি তোলেন।

ত্রাণকার্য সম্পর্কে একটি আলাদা বৈঠক বসবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে পাকিস্তানী ফৌজের অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্য এ পর্যন্ত প্রায় পনেরো লক্ষ লোক ভারতে এসেছেন। আরও আসবেন। এজন্য ত্রাণকার্য সম্পর্কে কী করা যায় সে বিষয়ে আলোচনার জন্য তিনি (প্রধানমন্ত্রী) বিরোধী নেতাদের সঙ্গে পৃথক একটি বৈঠকে বসবেন। (অর্থমন্ত্রী শ্রীচ্যবন নাকি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে এজন্য মোট ষাট কোটি টাকা দরকার।) তবে ওই বৈঠক কবে বসবে আজ তা ঠিক হয়নি। ভারত চায় যে, এই ত্রাণকার্য আন্তর্জাতিক রূপ নিক।

ইন্দিরাজী আরও বলেন যে, বাংলাদেশে আগে দুই ডিভিশন পাক ফৌজ ছিল। এখন আছে চার ডিভিশন। শহরগুলি অধিকাংশ পাক ফৌজের দখলে আছে। গ্রামাঞ্চলের বহু এলাকাই এখনও মুক্তিফৌজের নিয়ন্ত্রণে। গেরিলা তৎপরতা চালিয়ে তাঁরা পাক ফৌজের তৎপরতা সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করছেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক

নয়াদিল্লী, ৭ মে—প্রকাশ বাংলাদেশ সম্পর্কে আলোচনার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আজ এক বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠক পূর্বনির্ধারিত ছিল না।

বিরোধী দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনার পরেই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি গান্ধী স্বল্প সময়ের নোটিশে তাঁর সহকর্মীদের ঐ বৈঠকে আহ্বান করেন।

এক ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে শ্রীমতি গান্ধী বিরোধী নেতাদের সঙ্গে তাঁর আলোচনার বিষয়ে সহকর্মীদের অবহিত করেন। —পি টি আই

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘের 'সোশাল কমিটি অব দি ইকনমিক এণ্ড সোশাল কাউন্সিল' এ ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি সমর সেনের ভাষণ।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	১২ মে, ১৯৭১।

Statement by Ambassador S. Sen, Permanent Representative of India to the United Nations in the Social Committee of the Economic and Social Council on Agenda item 5(a) Report of the Commission on Human Rights on May 12, 1971.

MR. CHAIRMAN,

My delegation considers it appropriate to participate in the discussion on this important subject. The current report of the Commission indicates in a most explicit manner that the problem of adequate protection of all human rights is still a serious one. Indeed, the report reflects the concern expressed in paragraph 8 of the Commemorative Declaration adopted at the 25th Session of the General Assembly. The relevant sentence reads: "Although some progress has been achieved, serious violations of human rights are still being committed against individuals and groups in several regions of the world. We pledge ourselves to a continued and determined struggle against all violat ons of the rights and fundamental freedoms of human beings, by eliminating the basic causes of such violations, by promoting universal respect for the dignity of all people without regard to race, colour, sex, language or religion, and in particular through greater use of the facilities provided by the United Nations in accordance with the Charter".

The Charter itself in Articles 1(3), 55(c) and 56. speaks of international co-operation for ensuring greater exercise of human rights. In 1968, which was declared as the International Year for "Human Rights, the United Nations, published a booklet entitled .'Human Rights —A Compilation of International Instruments of the United Nations". In the last page of this booklet is igiven a list of 34 instruments dealing with Human Rights. Apart from this list, during the last three years various other documents, declarations and resolutions have also been adopted. For instance, I should mention the Declaration of Social Progress and Development adopted in 1969, the Declaration of the 25th session to which I have already referred, the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations—all these were adopted about only six month ago. Furthermore, the Proclamation of Teheran on Human Rights is also irrelevant. So also is the Geneva Convention of 1949 relative to the protection of civilian persons in times of war. In addition, the Genearal Assembly adopted last year four resolutions 2674, 2675, 2676 and 2677, all of them dealing with the question of human rights in armed conflicts. India has been a member of the Human Rights Commission all throughout the Commission's existence and has expressed concern to the Commission and to the other appropriate forums of the United Nations about all large-scale and organised violations of human rights. All the instruments I have cited make provisions for discussing the violations of human rights wherever

they may occur. The Proclamation of Teheran, adopted unanimously in May 1968, in paragraph 5 says:

> "The primary aim of the United Nations in the sphere of human rights is the achievements by each individual of the maximum freedom and dignity. For the realisation of this objective, the laws of every country should grant each individual, irrespective of race, language, religion or political belief, freedom of expression, of information, of conscience and of religion, as well as the right to participate in the political, economic, cultural and social life of his country."

Unless, therefore, the international community is prepared to examine violations of such obligations undertaken by States and take whatever remedial measures may be necessary, all that we have said for the protection of human rights and fundamental freedoms becomes a mockery. This view has repeatedly been expressed in different forums of the United Nations on many occasions and I am particularly glad to see that Pakistan, through its distinguished representative Ambassador Agha Shahi, while speaking on violations of human rights in colonial Africa and Palestine, stated on this way very item of the agenda at the meeting of the Social Committee held on May 20, 1970;

> "There would be and have been other situations in which massive violations of human rights take place which call for examinatin, investigation and report, if the obligatory provisions of the Charter of the United Nations in regard to human rights and fundamental freedoms are not to become a subject of mockery and purely of academic debates."

It is in this context and with the greatest anguish the Government of India wish to bring to your attention a current example of violation of human rights on an unprecedented scale in our age of many millions of people. In bringing this to your notice, the foremost consideration which my country has in mind is the need for urgent humanitarian relief measures for these millions of people—many of whom have been coming into India in ever-growing numbers as refugees The problem has assumed such proportions and the sufferings of these people have been so enormous that it cannot be a matter of internatonal concern.

In order to understand this tragic human problem it is necessary to explain its causes. This will make it possible for the world community to appreciate the consequences that have followed and to consider urgent measures in order to reduce, if not remove, the suffering of millions of people.

I

The Government of Pakistan have accepted or supported most of the Declarations, Resolutions and Conventions on Human Rights and it must be a matter of deep concern to the international community that in recent weeks these international obligations have been breached as a result of massive military actions taken in East Bengal. I do not consider it necessary, at this stage at any rate, to analyse in depth and detail, the unfortunate events that have taken place in that region. The facts are well-known, and basically it is the accumulated frustration of the East Bengalis and the inequalities which they have suffered over the years that have brought about a most tragic situation. These frustrations and injustices, which by themselves could constitute major violations of the

many documents I have cited, have led to the present chain of gruesome events in East Bengal. Until late in March this year our hope was that these man-made difficulties would be removed by taking ino account the freely expressed wishes of the East Bengalis. But this was not to be the entire democratic process was reversed and a military campaign was launched to wipe out the political consciousness and activities in East Bengal. In a broadcast statement on March 26 the President of Pakistan said, among other things:

"I have decided to ban all political activities throughout the country. As for the Awami League it is completely banned as a political party. I have also decided to impose a complete press censorship. Martial law regulations will very shortly be issued in pursuance of these decisions."

In this context I should like to draw the attention of the Committee to the main provisions of the Declaration of Human Rights, a document fully accepted by Pakistan. Article 3 of this Declaration reads: "Everyone has a right to life, liberty and security of person". The repressive measures adopted in East Bengal have denied this right. Article 5 reads: "No one shall be subjected to torture or to cruel, in human or degrading treatment or punishment". The reports which have appeared in the international press prove conclusively that this right has been flouted. Provisions of articles 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20 and 21 have-similarly been brushed aside. I could, Mr. Chairman, select any document relating to Human Rights to which Pakistan has given its support in different degrees and show without a shadow of doubt that almost all its principal provisions have been broken.

The wild destruction of life and property of the people of East Bengal who belong to different ethnic, linguistic and cultural background, by the West Pakistani army has been in contravention of Article 2 of the Convention approved and proposed for signature and ratifiction by the General Assembly on 9th December, 1948 [Resolution 260-A-(III)] Pakistan is a party to this Convention without reservations. Similarly the declaration of Martial Law, with its most stringent regulations which would inflict death penalty almost on any East Bengali who does not strictly adhere to their draconian severity, has extinguished freedom of opinion, freedom of association and other freedoms which have been considered fundamental by the United Nations.

Article 3 of the Geneva Convention of August 12, 1949 deals with protection of civilian life in conflicts not of international character. It specifically prohibits violence to life of any person in particular, murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture. It also forbids outrage of personal dignity in particular inhuman and degrading treatment. It further bans "the passing of sentences and the carrying out executions without previous judgment pronounced by a regularly constituted court, affording all the judicial guarantees which are recognised as indispensible by civilized peoples". All these provisions of the Convention have been callously violated. It is strange that the Government of Pakistan have not even paid the slightest heed to the appeal made in this regard by the International Commission of Jurists. I should like to read to the committee tests of their telegrams. The telegram of April 2, 1971 states:

"The International Commission of Jurists deeply anxious about the tragic events in East Pakistan. Request all possible steps to reduce death roll and urge moderation and the respect of lay in the treatment for political prisoners".

২—

The telegram of April 15 states:

"Further to (our) telegram of the 2nd April, the International Commission of Jurists deplores the reported intention to establish special military tribunals to try the Awami League leaders. Respectfully urge that proceedings before the normal civilian courts will alone satisfy international opinion that the rule of law is observed.

The International Commission of Jurists has always disapproved of the establishment of special tribunals to try political opponents for alleged political offences. There is nothing easier than to give a semblance of legality to the assassination of political opponents by having them condemned by special tribunals which lack the independence and respect for legal principles of a properly constituted court of legally trained judges. If Sheikh Mujibur Rahman or other Awami League leaders have committed any offence under the law of Pakistan, there is no reason why they should not be brought before the internationally respected civilian courts of the country".

In these circumstances we consider that international opinion, which has already been incensed and shoked, should be expressed in no uncertain manner through this Committee, as the Economic and Social Council is the properly constituted organ of the United Nations concerned with human rights and funda mental freedoms. The large-scale massacre, senseless killings of unarmed civilians, including women and children, brutalities and atrocities committed on a massive scale, widespread burning and destruction of property and the multitude of indignities inflicted on the people of East Bengal constitute a problem of such magnitude that international conscience must be roused and international efforts must be made to restore some semblance of civilised existence in this part of the world.

II

But there are other consequences of this massive suppression of Human Rights which also should be brought to the attention of the Committee. As a result of the military action taken in East Bengal, the number of regfugees into India has already exceeded 1·8 million people. The precise figure as reported to Delhi on May 3 by the Indian authorities near the frontier was 1,481,101. This figure has since increased considerably. By May 3, 141,588 refugees have entered Assam and Meghalaya (an Eastern State in India); 102,205 of these are in camps while 39,383 are outside camps. 1,200,962 refugees have entered West Bengal; 532,675 of these are in camps, while 668,287 are outside camps. 136,532 refugees have entered Tripura; 101,532 of these are in camps while 35,000 are outside camps. 2,019 refugees have entered Bihar. Thus the total number of refugees in camps is 738,431 and outside camps 742,670 on May 3. We have set up 156 camps and have approached the Secretary-General and other U.N. agencies such as the UNHCR, NUNICEF, World Food Programme, World Health Organisation. Apart from these, the Catholic Relief Organisation, CARITAS, is initiating action.

I am glad to say that other efforts, both national and international, are being made to help the refugees. Many of these refugees are women and children who have been forced to leave their homes and villages under severest pressure and in most difficult conditions. This large influx which continues to grow daily is as I have already pointed out, the result of Pakistan's atrocities in East Bengal; such a

large number would not leave their homes and come to India unless they have no other option but to undertake a perilous journey with little food and hardly any personal belongings. Until the return of normalcy to East Bengal, we have, purely on humanitarian grounds, given shelter to these hungry, helpless and oppressed refugees—a very few of them have even adequate clothes and many of them are suffering from disease and starvation. It is the duty of the Pakistan Government to stop their repression and create normal conditions under which the safe return of the refugees could be ensured. Until then Pakistan should be held responsible for their safe return to East Bengal. Meanwhile, we shall do our best to look after them while they are fleeing from an oppressive regime and are in need of food, shelter and medical attention. But the amount of relief needed is of such a magnitude that no Government in the world .can be expected to bear the strain. alone. A most sustand international effort becomes, therefore, necessary to look after these unfortunate people. We are most anxious that these refugees should return home as soon as possible. In order to look after them, while they are still with us, we will gladly accept such aid as may be offered by other Govenments. and national as well as international organisations. This again is a matter of direct concern of the Economic and Social Council and we hope that the Council will appreciate this problem and endorse this appeal.

III

Yet another consequence of the action taken by the Pakistan Government in East Bengal relates to the disruption of economic life there. With the expulsion of all the foreign press correspondents since the end of March—now I believe 5 or 6 selected pressmen have been allowed to go to East Bengal for escorted tours – details of the economic conditions will not be known to the outside world for many months to come. The outbreak of violence has caused complete disruption of transport and distribution systems and other essential services. Since East Bengal depends on the import of a substantial quantity of foodgrains to sustain its large population even at a purely subsistence level the disruption in economic life evident during the present cirsis has only compounded the havoc already caused a few months back by a disastrous cyclone. Since the military. action also coincided with the planting leason, the coming harvest would be. adversely affected. Under these conditions famine is a possibility and this would usually be accompanied by a further increase of epidemics and diseases. Famine, conditions in East Bengal would lead to several more millions of refugees fleeing to India. Famine and epidemic in East Bengal can have their repercussions in India as these do not respect any international boundaries. A situation where millions of refugees continue to pour into India with all the attendant problems and sufferings can only lead o tension and instability in the region. It should, therefore, be a matter of urgent international concern to put an end to the further influx of regfugees from East Bengal into India. This can be achieved only if the uncil Cocan ensure that Pakistan accepts international relief organisations to help the needy East Bengalis urg ntly and in a most effective manner. Organised international relief operations alone would be able to remove the consequences of the large scale disruptions of economic life caused by the current crisis

It is extraordinary that in these circumstances the Government of Pakistan has not only disallowed the International Red Cross team which went to Karachi from proceeding to East Bengal but has not to the best of our knowledge responded to many offers of help. As early as April 1, U. Thant said that he was "very much

concerned about the loss of life and human suffering resulting from the recent developments in East Pakistan" and added that "if the Government of Pakistan asked the Secretary-General to assist in humanitarian efforts, he would be happy to do everything in his power to help". The response to this gesture by the Secretary-General has just been released—briefly it says 'NOT YET'. In this context we agree with comments made in the New York Times editorial this morning. It says *inter alia* "Contrary to bland assurances which continue to emanate from West Pakistan spokesmen, the situation is unquestionably desperate, and will require large scale international relief effort if a tragedy of major proportions is to be averted. We also believe that many other Governments and international organisations have offered to help but without any reaction from Pakistan Government which continues to say that there is enough food in the country". Only a few months ago, a most violent cyclone devastated some parts of East Bengal. At that time, in many Committees and other forums of the United Nations, resolutions were passed for working out a machinery for emergency relief in natural disasters. Then, Pakistan appealed widely for help: many countries, including my own, generously responded to this appeal. Yet it is ironical that when tragedies have accumulated, Pakistan claims that it has enough food.

In the face of this, the first essential step would be for the Economic and Social Council to ask Pakistan to immediately indicate its consent so that concrete plans for organised and well co-ordinated action programme for relief work can be finalised under U.N. auspices. Since the Secretary-General, U. Tant, has already offered to extend all possible humanitarian help, he should have a vital responsibility in the organisation of such an international humanitarian relief effort.

We hope and trust that there would be no temptation to deny the basic necessities of life and services to the East Bengalis in order to crush their desire to achieve their legitimate aspirations. They have suffered enough and in their hour of trial they will doubtless remember who cared, and deeply cared, and who simply stood and stared.
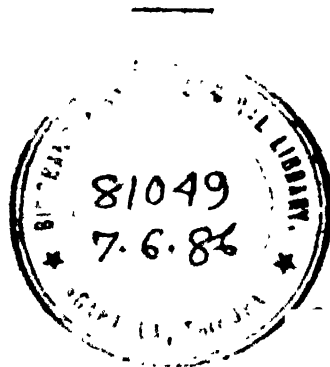
শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের আন্দোলনকে সমর্থনের জন্য বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আহ্বান।	দৈনিক 'আনন্দবাজার'	৫ মে, ১৯৭১

পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা আন্দোলন সমর্থন করুন :

বিশ্বশান্তি কংগ্রেসে ইন্দিরাজীর বার্তা

বুদাপেস্ট, ১৩ মে—আজ এখানে বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের রদেনব্যাপী অধিবেশন শুরু হয়েছে। অধিবেশনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সমর্থন জানানোর জন্য ভারতের বক্তব্য অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকেও একজন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন।

৮০টি দেশের প্রায় ৭০০ প্রতিনিধির সামনে প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর বার্তাটি পড়ে শোনানো হয়। তাতে শ্রীমতি গান্ধী বলেছেন, ভারতের অবস্থায় পূর্ববঙ্গের ঘটনাবলীতে উদাসীন থাকা কঠিন।

প্রধানমন্ত্রী ওই বার্তায় বলেছেন প্রায় ২০ লক্ষ উদ্বাস্তু ভারতে চলে এসেছেন—ফলে আমাদের উপর প্রচন্ড চাপ পড়েছে। এই উদ্বাস্তুরা যাতে নিরাপদে মর্যাদার সঙ্গে দেশে ফিরে যেতে পারেন—তেমন অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য পাকিস্তানকে অবশ্যই বাধ্য করতে হবে।

শ্রীমতি গান্ধী বলেছেন, আশা করি, বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানবসমাজ মানবিক অধিকার রক্ষার জন্য উঠে দাঁড়াবেন। পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের ন্যায্য দাবি তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই তাঁদের দেশ শাসন করবেন। বিশ্বের মানুষ, আশা করি, এই দাবি সমর্থন করবেন এবং তাঁদের ওই অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হবেন। এই গুরুত্বের পরিস্থিতি এবং লক্ষ লক্ষ নির্দোষ মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশায় আমার মন ভারাক্রান্ত।

ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য শ্রীঅমৃত নাহাতা বার্তাটি পড়ে শোনান। তাঁকে প্রবল হর্ষধ্বনি জানিয়ে সদস্যরা অভিনন্দন জানান।

ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা শ্রীকৃষ্ণ মেনন বলেন, পূর্ববঙ্গে গৃহযুদ্ধ নয়—গুলি চালিয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন করা হচ্ছে। তিনি হিটলারী অত্যাচারের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের ঘটনার তুলনা করেন।

শ্রীমেনন আরও বলেন, পূর্ববঙ্গ বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম জাতীয় এলাকা এবং হাংগারির চেয়ে তার জনসংখ্যা ১০ গুণেরও বেশি। —পি টি আই

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল হবে: প্রধান মন্ত্রীর আশা প্রকাশ।	দৈনিক স্টেটসম্যান	১৬ মে, ১৯৭১

BANGLADESH STRUGGLE WILL NOT GO IN VAIN: PM

AGARTALA, May 15 : THE Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, today expressed the hope that the struggle of the people of Bangladesh would not go in vain. They would ultimately achieve independence and form a democratic Government.

Mrs. Gandhi, who was addressing a huge gathering at Mohanpur, about 25 Km. from here, said India would welcome the formation of a democratic Government in East Bengal and would have friendly relations with it.

As in India, elections had been held in East Bengal also, but unfortunately the people there were not allowed to form their own Government, which could remove poverty from their land.

LIMITED RESOURCES

The Prime Minister expressed the hope that people both in India and East Bengal would follow the democratic way and guard themselves against the poison of communalism in the interest of their respective nations.

Mrs. Gandhi said; "We must do our best to help our brothers and sisters who have crossed into India. But we have limited resources".

The Prime Minister said that what was supposed to be Pakistan's internal affair, had now become a problem for India.

Referring to the overwhelming task of looking after millions of evacuees, she said the heavy influx of refugees would no doubt be a terrible burden on the country's economy, but it was not a concern of any particular State in India. The Centre would bear the full "responsibility of tackling the problem she said."

She expressed the hope that these people would soon be able to go back to their homeland as peace was restored there and their own Government formed.

In Tripura Mrs. Gandhi visited evacuee camps at Narsinghgarh, Mohanbari and Simna where the enquired about the food and living conditions of the displaced persons.

Earlier speaking at Udharband, a refugee camp near Silchar in Assam, Mrs. Gandhi said that the entire country shared the grief and suffering of the people of Bangla Desh and India would do everything within its means to alleviate their suffering.

Mrs. Gandhi was visibly moved by the tale of woe narrated by the evacuees.

About 25,000 evacuees are housed in the Udharband refugee camp.

Mrs. Gandhi regretted that Pakistan was attempting to foment communal trouble in India and cautioned the people to remain vigilant.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'যথাসময়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া হবে' প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শরণার্থী সমস্যার ওপর গুরুত্ব আরোপ।	দৈনিক 'স্টেটসম্যান'	১৭ মে, ১৯৭১

NO RECOGNITION AT WRONG TIME: PM STRESS ON REFUGEE RELIEF PROBLEMS

(By Our Special Representative)

The Prime Minister, Mrs Indria Gandhi, made it clear at a brief meeting with reporters at Dum Dum airport on Sunday that the much-talked-about issue of giving recognition to the Bangladesh Government was not as much an immediate problem with the Union Government as one might think.

She said the main consideration was whether such recognition by the Union Governemt would help the Bangladesh people. "I think it will not help them much and recognition should not be given at the wrong time," she added.

The Prime Minister was apparently annoid when a reporter asked her if she was waiting for some other countries to recongnize the Bangladesh Government. She said such questions had been put to her several times before. She had always maintained that India had an independent policy and did not depend on others in formulating her stand on various issues.

"We happen to be an independent country with an independent policy, with very strong views on many subjects under the sun and we are not dependent on what others say or do" she added.

Immediately on her arrival at that airport by an Air Force helicopter after her visit to two refugee camps and a hospital at Bongaon the Prime Minister held a closed-door meeting with the Chief Minister and the Deputy Chief Minister of West Bengal, Mr Ajoy Mukherji and Mr Bijay Singh Nahar Mr Siddhartha Sarkar Ray, the Union Education Minister who travelled with the Prime Minister, was also present at the meeting which lasted more than half an hour.

Mrs Gandhi flew from Assam to Haldibari in the morning and then to Dum Dum Airport where she touched down at about 2-15 p.m. Her party included Mr Ray and Miss Padmaja Naidu, who is the head of the Bangladesh Sahayak Samiti. From Dum Dum the Prime Minister and her party went to Bangaon by a helicptor. Another helicopter carried the West Bengal Ministers. They came back to Dum Dum a little after 5-30 p.m.

The Prime Minister wore a blue sari and a full-sleeve blouse and she looked tired. As she came on the first floor of the new airport lounge, she asked her attendants to arrange a groundfloor room for an immediate conference with Mr Ajoy Mukherji and Mr Nahar. Press reporters were asked to wait on the first floor lounge. After some time, Miss Padmaja Naidu was called in at the conference when it discussed relief probelems.

At her meeting with Mr Ajoy Mukherji and Mr Nahar, where Mr Siddhartha Ray was also present problems relating to West Bengal came up for discussion. Contacted later, Mr Nahar said some serious problems were discussed but he refused to disclose what transpired at the meeting.

HUGE PROBLEM

About her impression regarding the refugee problem, she told reporters: "It is a huge problem and we are finding it difficult to deal with it. We have a shortage of commodities and in the circumstances, the Government has done good work".

She was aware that many were still without shelter and "it takes time for articles to come". When asked if any help was expected from abroad, she said that one might hope for it. "But nothing much has come so far from other countries", she added. She felt that if outside assistance in relief material came India would know what was coming and from which agencies.

In reply to a question, the Prime Minister said evacuees would have to leave as soon as possible, but "how soon that will be possible, I do not know". She thought that international bodies might create conditions for the evacuees to go back to their homeland.

Commenting on Pakistan's claim that normality had returned in Bangladesh as far as the Pakistan Government was concerned, Mrs Ghandhi said that it is a very convenient way of achieving normality by removing the people and this to my mind is not normality.

The Union Government was considering proposals for dispersal of evacuees from the border areas. Such dispersal the Prime Minister said would pose a great problem for Tripura, which was a very small State. She said arrangements for giving shelter to the evacuees in other parts of the country were being considered. She was not, however, sure if that would be possible.

Asked to comment on the demands by different actions of the people as well as by many political parties for arms aid to freedom fighters in Bangladesh, Mrs Gahdhi said that she had "no comment no reaction".

Ragarding repatriation of the Indian deplomats from Dacca, she agreed with the suggestion that the issue was deadlocked because of the refusal by the Pakistan Government to accept any proposal.

Mrs Gandhi said newspapers required to be very cautious in publishing news and views. It was possible that enemy agents were around. Care should be taken so that the evacuee problem which should be treated as a national concern, might not be turned into a communal issue.

She said there had been cases of the Pakistani Army resorting to firing across the border into India. In such cases some steps were taken. "It might not always be possible, however, to take action," the Prime Minister added.

AT BONGAON

Our Staff Correspondent adds: Earlier, addressing the Bangladesh refugees at Bongaon this afternoon, the Prime Minister said it was a pity that certain elements in East Bengal were now trying to give a communal colour to the liberation war in Bangladesh. Such attempts would only weaken the cause of that country, she added.

In the afternoon Mrs Gandhi visited two refugee relief centres at Petrapole and Itkhola. She also visited the subdivisional hospital at Bongaon and talked to the evacuee patients from Bangladesh who had been shot at by Pakistani troops.

She told the refugees that the liberation war in East Bengal was a "war against all kinds of repression and wrongs. Remember, your fight is our fight".

While fighting against injustic and represeion the people of Bangladesh had been forced to take shelter in India. "We know that despite all our good wishes, you might have to face difficulties here because we are not a rich country", she said.

Mrs Gandhi expressed the hope that the refugees would not have to suffer long and they would be able to return home soon. She said India was a democratic country. Here there was no ill-feeling among the Hindus, Muslims. Christians and other communities. She hoped that the people of East Bengal would also maintain communal harmony and jointly fight their war of liberation.

At the Petrapole camp, where more than 8,000 refugees were living, Mrs Gandhi gave food to a small girl. She was reported to have lost many of her relatives. A 10-year-old boy who had been carrying his small sister on his shoulder burst into tears while narrating his story. She also talked to a woman whose husband had been shot dead by Pakistani troops.

According to a spokesman of the Bharat Sevasarm, Muslims constituted about 40% of the population at the Petrapole camp. Boys and girls below the age of eight numbered 2,200.

Demanding immediate recognition of Bangladesh, a demonstration was organized by the supporters of the Democratic Students Organisation and the Democratic Youth Organisation when Mrs Gandhi landed at Calcutta airport. The demonstrators protested against the Union Government's attitude towards Bangladesh.

Mr J. C. De, Chairman of the West Bengal branch of the Indian Red Cross Society, explained to the Prime Minister, and the Chairman of the Indian Red Cross Society, Miss Padmaja Naidu, what the State unit of the society was doing in Petrapole and many other centres.

AT HALDIBARI

Our Staff Correspondent at Haldibari adds ; Referring to repeated Pakistani intrusions into Indian territory, the Prime Minister said people living near the bo der "will have to face some risks." She said those living close to the border liberately reducing the population of East Bengal by expelling the people who had voted for Mr Mujibur Rahman in the last election.

The local units of the SUC and the Forward Bloc and another organisation submitted memoranda to Mrs Gandhi demanding immediate recognition for Bangladesh.

SUC suporters also staged demonstrations near the helipad and the PWD Bungalow where she met the party representatives.

UNI adds: Mrs Gandhi invited two West Bengal Ministers to New Delhi to discuss relief meaures. She sounded the State Health Minister, Mr Jainal Abedin and the PWD Minister, Mr Santosh Roy, about such a discussion. They are expected to leave for New Delhi on Thursday.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'যে কোন পরিণতির জন্য ভারত প্রস্তুত': পাকিস্তানের প্রতি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সতর্কবাণী।	দৈনিক স্টেটসম্যান	১৯ মে, ১৯৭১।

MRS GANDHI WARNS PAKISTAN

INDIA PREPARED FOR ANY EVENTUALITY

Big Powers Told Of Refugee Problem

Ranikhet, May 18.—The Prime Minister, Mrs Indira Gandhi, today warned Pakistan that India was not deterred by any of its threats and said: "If a situation was forced on us, we are fully prepared to fight," reports UNI.

The Prime Minister who was addressing public meeting, here, challenged the Pakistani claim that every thing was normal in East Bengal and said if that was the case, Pakistan should immediately call back the refugees fleeing to India.

The refugees pouring into Indian border States had created a major problem for India. This would severely affect the country's economic, social and political life, she said.

Mrs Gandhi appealed to the democratic nations to persuade Pakistan to stop its military atrocities in East Bengal. She wanted the international community to realize that what began as Pakistan's internal problem was gradually becoming an internal problem for India. "The burden is heavy on us, but how can we ignore the helpless refugees?"

There was practically no room to accommodate the refugees. All the hospitals, schools and other public buildings in the border areas of West Bengal, Assam, Tripura and Meghalaya were flooded with refugees. Nevertheless, Indians would look after the refugees as best as they could. She wondered why help was not forthcoming from the rich nations for the victims of Pakistani Army.

PTI adds: India is understood to have informed Western Powers that the situation in East Bengal was worsening day by day with social and economic consequences for India. Refugees bogged down on the Indian side of the border, were creating enormous problems for the country.

She told them that Pakistan had placed India in an extremely difficult position. No country had the right to behave in this way and unless the situation improved India would have to consider specific action.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের জন্য বিশ্বকে নিশ্চয়তা দিতে হবে: প্রতিরক্ষামন্ত্রীর মন্তব্য।	দৈনিক হিন্দুস্তান ষ্ট্যাণ্ডার্ড	২১ মে, ১৯৭১

WORLD WILL HAVE TO ENSURE REFUGEES' RETURN : RAM

(By A Staff Reporter)

At the end of his two-day visit to the Bangladesh refugee camps in Assam and West Bengal, the Union Defence Minister, Mr. Jagjivan Ram, told newsmen at Petrapol, near Bongaon, on Sunday afternoon that the nations of the world would have to consider what other steps could be taken to solve the problem created by the "unprecedented" influx of evacuees from Bangladesh to India.

He characterised Pakistan Government's treatment of the people of Bangladesh as "barbarous" and the manner of uprooting the millions of these people as "a stigma on the entire human history."

The Minister said : "We have already approached different nations to impress upon the Pakistan Government the need for immediately creating conditions in East Bengal for the return of the multitude of this suffering humanity to its homeland".

Even after this, he added, if Pakistan persisted in "carrying on its barbarous policy, which has been compelling millions and millions of men, women and children to make a stream towards India for safety and honour" it could be for the nations of the world to consider "what other steps they would like to make for the solution to this grave problem".

Before leaving for Delhi, the Defence Minister said at Dum Dum Airport that the Government was alert to the problem of infiltration by "undesirable" persons along with the refugees from Bangladesh. "We have taken all steps to prevent their entry," he said. He agreed with a reporter that the infiltrators would create a social problem for this country, besides being an economic burden.

Asked about the possibility of dispersal of refugees to other States, as demanded by the Eastern States, Mr. Ram said he had discussed the issue with the Union Rehabilitation Minister, Mr. Khadilkar and also with the Chief Minister, Mr. Ajoy Mukherjee, earlier on the day. Steps were being taken towards dispersing the refugees, he said, but results might not be expected "very soon".

Addressing several thousand evacuees the Defence Minister said India had told Pakistan Times without number to create feasible and tolerable conditions for the return of the uprooted humanity to their homeland.

Anyway, Mr. Ram said, "I have come here to see for myself your unfortunate existence with my own eyes and to find out what else could be done to mitigate your sufferings."

Returning to Dum Dum Airport by the helicopter at about 3 p.m. Mr. Ram left for Delhi in an IAF plane about 15 minutes afterwards.

Addressing a Press conference at Raj Bhavan, Calcutta, at noon, the Defence Minister, described the huge influx of evacuees from Bangladesh as a "great burden on us". He said that the number of evacuees had outstripped sheltering arrangements. Many were living in the open.

Pakistani troops shelled Indian territory several hours before the arrival of Mr. Jagjivan Ram, Union Defence Minister, at Petrapole, on Sunday.

An 81mm mortar shell landed close to the Indian Border Security Force outpost early in the morning. There were no casualties. The shell landed right on Jessore road. The BSF personnel took up positions, but did not return the fire.

The three BSF Personnel were injured on Thursday in Pakistani shelling are in hospital.

On Saturday night, Pakistani troops set fire to Sadipur village, close to Indian border. Some residents who had not yet crossed over to India were killed.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের জনগণকে ভারত সাহায্য দিয়ে যাবে: প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা।	দৈনিক কালান্তর	২৩ মে, ১৯৭১।

বাঙলাদেশের জনগণকে ভারত সাহায্য দিয়ে যাবে

—ইন্দিরা গান্ধী

নয়াদিল্লী, ২২ মে (ইউ-এন আই)--বাংলাদেশ থেকে বিপুল সংখ্যক শরণার্থীদের আমাদের আভ্যন্তরীণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ ইতিমধ্যেই ভারতের সীমান্ত রাজ্যগুলিতে প্রায় ৩০ লক্ষ ২০ হাজার শরণার্থী এসেছেন। এই সমস্যা সঙ্কটজনক হয়ে উঠতে পারে। শরণার্থী সমস্যাকে সমস্ত দেশগুলিরই নিজেদের সমস্যা হিসাবে গণ্য করা উচিত বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ইন্দিরা কংগ্রেস সংসদীয় দলের সাধারণ সভায় প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিচ্ছিলেন।

শ্রীমতি গান্ধী আরো বলেন, যা ছিল পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ সমস্যা তা আজ আমাদের আভ্যন্তরীণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ ইতিমধ্যেই ভারতের সীমান্ত রাজ্যগুলিতে প্রায় ৩০ লক্ষ ২০ হাজার শরণার্থী এসেছেন। এই সমস্যা সংকটজনক হয়ে উঠতে পারে। শরণার্থী সমস্যাকে সমস্ত দেশগুলিরই নিজেদের সমস্যা হিসাবে গণ্য করা উচিত বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শ্রীমতী গান্ধী বলেন, যে সমস্ত রাজ্য শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে তাদের একার পক্ষে এই ভার গ্রহণ করা সম্ভব নয়। দেশের সমস্ত মানুষ ও বিশ্বকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভংগী থেকে এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে।

তিনি বলেন, শরণার্থীরা যাতে তাঁদের ঘরে পুনরায় ফিরে যেতে পারেন পাকিস্তানকে সেই অবস্থা সৃষ্টির জন্য পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের নজর দেওয়া উচিত।

শরণার্থী শিবিরগুলি পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তিনি বলেন যে, পূর্ব-বাংলায় মানবিক অধিকারকে অবদমন করা হচ্ছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের ওপর প্রভাব খাটানোর আহ্বান জানিয়ে প্রেসিডেন্ট সাদাতের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর চিঠি।	দৈনিক 'হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড',	২৪ মে, ১৯৭১।

PM URGES SADAT TO PERSUADE YAHYA

CAIRO, MAY 23.— The Prime Minister of India has sent a personal message to the UAR President, Mr Sadat, which was understood to be primarily concerned with the grave situation in East Bengal and its consequent repercussions on the Indian sub-continent, reports PTI.

The contents of Mrs Gandhis message were not known but it was believed that the Prime Minister had appealed to Mr Sadat to use his good offices with the Pakistan President, Gen Yahya Khan, to stop the bloodshed in East Bengal and assure security to its people.

It is assumed that Mrs Gandhi may have also taken the opportunity to extend India's renewed support to Mr Sadat who last week steered through the worst political crisis in Egypt's recent history in his quest for a peaceful settlement of the West Asia problem.

Mrs Gandhi's letter was handed over to the UAR Deputy Premier and Foreign Minister, Mr Riad, by the Indian Ambassador, Mr I J Bahadur Singh, when the latter called on him yesterday afternoon.

The Ambassador's 40-minute meeting was in pursuance of India's current diplomatic offensive to impress on friendly countries about the serious implications of developments in East Bengal, especially the mass influx of refugees into India from there.

Mr Riad did not reveal UAR's attitude to the East Bengal situation but was understood to have promised to study India's appeal carefully.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ পরিস্থিতির মোকাবেলা করা হবে: কোলকাতায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হুঁশিয়ারী।	দৈনিক কালান্তর।	৬ জুন, ১৯৭১।

বাংলাদেশের ঘটনার গুরুতর পরিণতি হতে পারেঃ

প্রধানমন্ত্রীর হুঁশিয়ারী—যথাসময়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ৫ জুন—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ এখানে বলেন, পূর্ব বাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর আগমনের ফলে অতি গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে এবং এর পরিণতি দেশের পক্ষে গুরুতর হতে পারে। "কিন্তু আমরা যেন তাতে শংকিত না হই। আমাদের সুস্থিরভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে যাতে ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি।"

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের শরণার্থীরা যাতে স্বদেশে ফিরে যেতে পারেন, তার জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থার সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন।

আজ রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলাদাভাবে এবং তার পরে সামরিক অফিসারসহ বিভিন্ন অফিসার ও রাজ্যের মন্ত্রিসভার সঙ্গে বাংলাদেশের শরণার্থী সমস্যা নিয়ে আলোচনার পর সাংবাদিকদের কাছে তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের ব্যাপারে "সমস্যার বিরাটত্ব অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সমর্থন মেলে নি।"

তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থী সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশের শরণার্থীদের রাজ্যের বাইরে কেন্দ্রীয় সরকারের যে জমি আছে, সেইসব জমিতে শিবির করে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হচ্ছে কিন্তু সমস্ত ব্যবস্থাই হচ্ছে অস্থায়ী ভিত্তিতে কারণ শরণার্থীদের দেশে ফিরে যেতে হবে এবং তাদের স্বদেশে ফিরে যাবার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে।

পূর্বাহ্নে প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রী কে, সি, পন্থ জানান, রাজ্যের মন্ত্রিসভার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠককালে মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর অব্যাহত আগমনের ফলে রাজ্যের প্রশাসনের উপরে যে গুরুতর চাপ পড়েছে, তা বিস্তারিতভাবে জানিয়ে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন তার মধ্যে ছিল, (ক) ভারত সরকার কর্তৃক শরণার্থীদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা; (খ) শরণার্থীদের ক্যাম্পের মধ্যে রেখে যাতে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা। কারণ, শরণার্থীরা এই দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে গেলে অসুবিধার সৃষ্টি হবে।

তারা এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, কিছু কিছু লোক শরণার্থীদের এখানে জমি ও লোকদের বাড়ী দখল করতে প্ররোচিত করছে। এর ফলে অনাবশ্যক একটা আইন-শৃঙ্খলা সমস্যার উদ্ভব হবে এবং তা শরণার্থীদের স্বার্থানুগত হবে না।

এই বৈঠকে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব রকমের ব্যবস্থা নেবার প্রয়োজনীয়তাও বিশেষভাবে আলোচিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি গান্ধী মন্ত্রিসভাকে জানান যে, ভারত পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতায় উৎসাহী নয়। বাংলাদেশে যে অশান্তি, তা পাকিস্তানের নিজেদেরই সৃষ্ট। কিন্তু "ঐসব ঘটনা সম্পর্কে আমরা উদাসীন থাকতে পারি না। কারণ আমরা ভারতের শান্তি ও স্থায়িত্বে আগ্রহী। ভারতের শান্তি ও স্থায়িত্বকে বিঘ্নিত করে এমন যে কোনও ঘটনাই আমাদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। বস্তুত আমরা মনে করি, ভারতে শান্তি ও স্থায়িত্ব পাকিস্তানের উপরেও একটা নিয়ামক প্রভাব বিস্তার করবে।"

প্রধানমন্ত্রী কার্যকরীভাবে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মোকাবিলা করার উপরেও জোর দেন।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা সম্পর্কে কেন্দ্র যে সর্বদা রাজ্য সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে, তা জানিয়ে শ্রীপন্থ বলেন যে, শরণার্থীদের কতো দ্রুত ও কী পরিমাণে এই রাজ্য থেকে অপসারণ করা যায় সে বিষয়ে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করার জন্য আগামী সোমবার পশ্চিমবঙ্গের দুজন অফিসার দিল্লী যাচ্ছেন। শরণার্থীদের শিবিরের প্রশাসন চালাবার ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে যতোটা সম্ভব দায়িত্ব মুক্ত করার জন্যও কেন্দ্র চেষ্টা করবে।

তিনি আরো জানান, ভারতের বিভিন্ন মন্ত্রী বিদেশী রাষ্ট্রগুলিকে বাংলাদেশ থেকে উদ্ভূত সমস্যা ব্যাখ্যা করতে এবং এই সমস্যা সমাধানে কতোটা তারা সাহায্য করতে পারে তা জানবার জন্য সফরে যাচ্ছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রী ছাড়াও শিক্ষা মন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় চারটি রাষ্ট্র সফর করবেন।

মন্ত্রীসভার সঙ্গে বৈঠকের আগে প্রধানমন্ত্রী সেনাবাহিনীর ইস্টার্ণ কমাণ্ড-এর জি. ও. সি. লেঃ জেঃ জগজিৎ সিং অরোরা, পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের ইন্সপেক্টর জেনারেল শ্রীপ্রসাদ বসু, কলকাতার পুলিস কমিশনার শ্রীরঞ্জিত চ্যাটার্জির সঙ্গে আলোচনা করেন।

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার দরুন প্রধানমন্ত্রীর দিল্লী প্রত্যাবর্তন আজকের মতো স্থগিত রাখছেন। আগামীকাল তিনি ফিরে যাবেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন : ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল প্রেসক্লাবে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সরদার শরণ সিংয়ের ভাষণ।	ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রকাশিত পুস্তিকা।	১৭ জুন ১৯৭১

BANGLADESH NEEDS POLITICAL SOLUTION

Foreign Minister Sardar Swaran Singh's address to the National Press Club, Washington, June 17, 1971.

Following is the text of speech delivered by Foreign Minister Sardar Swaran Singh at the National Press Club of Washington, D.C., U.S.A., on June 17, 1971 :

I value and appreciate the invitation to address the National Press Club. There is a special reason for this. I have come here to seek, together with your leaders, a just, peaceful and enduring solution of a problem which has been reported upon so well and in such detail by your press. So, I am happy to have this opportunity to speak to this distinguished gathering of the representatives of the American Press who play such a vital role in shaping public opinion.

The tragedy of East Bengal looms large on the horizon of India today. It looms large on the horizon of Asia. It poses a grave threat to peace and progress in our region.

The facts of the situation in East Bengal are well known to you. But I wish to draw your attention to the dangerous potential of this problem for us and for our region. We should also consider the consequences that the world may have to face tomorrow, if today, due to a sense of indifference or helplessness, or outof some misplaced feeling of delicacy towards the perpetrators of the tragedy, we permit the situation to drift further.

The concern and anxiety which this situation in East Bengal causes to us in India are not ours alone. They are yours too. The character and the magnitude of the happenings in East Bengal are such that they are bound to have repercussions beyond the frontiers of Pakistan and be a source of concern to the international community.

Democracy Brutally Suppressed

Besides, our two countries have a common commitment to democratic principles and values. These same values and principles are being brutally suppressed in East Bengal.

The suppression of democratic principles by the army in East Bengal I would remind you, cannot be defended on the ground that it is an attempt to deal with a secessionist movement. The elections took place in Pakistan in December last year for an assembly to frame consitution for that country. The Awami League, led by Sheikh Mujibur Rahman, swept the polls on a programme demanding greater control over state affairs in East Bengal

within the union of Pakistan. The league's six-point programme was not a manifesto for secession or independence. The demand for independence of Bangladesh came, it should be remembered, in the wake of the bloodbath which began on March 25. The case is therefore, clearly one of a minority, equipped with gifts of money and arms from abroad, trying to undo, through the use of brute force, the verdict of popular vote.

One of the results of this reign of terror unleashed by the army is that 6 million people have fled their homes in East Bengal and have sought refugees in India. There is no end yet in sight to this mass exodus. Each day some 100,000 East Bengalis are driven by the Pakistan Army across the border of East Bengal into our country. The dimensions of this exodus will, perhaps, be better understood if I say that we are receiving one refugee every second.

We offer these refugees such seccour and relief as we can efford. In our states bordering on East Bengal, the schools of our children have had to be closed down to provide shelter for the refugees. Our health services are stretched thin, and there are shortages of transport and tentage, food and medicine and other resources needed to cope with this grim tragedy. In the Indian State of Tripura today, there is one refugee from East Bengal to every two local inhabitants. West Bengal, already heavily populated, is groaning under the weight of this endless influx.

Clearly, the humanitarian task of providing food, shelter and medicines must have high priority. The cost of relief will run into hundreds of millions of dollars. We had made a token provision of 80 million dollars in our budget for the current year, but even this token provision represents 30 per cent of the additional tax burden which our people will have to bear this year.

While we are doing the best we can within our resources, the financial burden of looking after the refugees is beyond our resources. We have welcomed such assistance as has been forthcoming from foreign governments, from voluntary organisations and agencies and from private citizens. Even though these contributions may not be very large, our Government and people appreciate the sentiment behind them.

Nevertheless, the task is a very large one and we in India have our own pressing problems of poverty and unemployment to attend to. We, therefore, hope that the United States, a prosperous country of generous humanitarian instincts and, indeed, other countries of the world, may, before long, address themselves more adequately to the problems and needs of relief.

Military Action Must Stop at Once

But necessary as relief is, it is a palliative and not a solution to the problem which lies at the root of the situation. It is immediately necessary to stop further influx of refugees from Pakistan, and that will come about only if the military action in East Bengal is ended forthwith. The international community must persuade and pressurise the Government of Pakistan to that end.

Equally, conditions must be created for the return to East Bengal of those who were forced out of their homes and had to take shelter in India. The Government of Pakistan must be made to accept its proper responsibility for

the rehabilitation of these refugees in their homes. In the meantime, their properties in East Bengal should be preserved and protected under international supervision pending their return.

The return and resettlement of refugees in their homes will obviously take a while and relief measures will be necessary and camps will have to be set up for the purpose. It seem to us that temporary relief camps should be set up in East Bengal itself and the refugees now in India should be transferred to those camps.

The Pakistan Government cliams to have set up camps or reception centres in East Bengal, but refugees are not returning there, because they apparently do not trust the Pakistan Government's declarations of amnesty. It is, therefore, necessary to restore their confidence that they will be well treated on return, that they will enjoy safety of person and property and that bonafide measures will be taken to rehabilitate them and protect their rights and interests.

International Supervision

As a measure in that direction, an area in Pakistan may have to be set aside for temporary camps, to be administered by the refugees themselves under international supervision.

The basic problem is a political one and it calls for a political solution. Without such a solution , the atmospehere of confidence and security, which is necessary for the return of refugees, will not be generated. There are two essential pre-requisites :

First, the necessary political solution must be found urgently, and

Secondly, the solution to be effective and enduring must be in accord with the wishes of the people of East Bengal and their elected leaders.

Any effort to set up a regime in East Bengal which is not truly representative will only prolong the agony, and harden attitudes and pose hazards to peace of the whole region.

Concern For Mujib

We feel great concern for the personal safety and well-being of Sheikh. Mujibur Rahman. He is a leader of very high stature and rare human qualities, who commands the affections of the entire people of East Bengal. We hope that the international community will spare no effort to persuade the rulers of Pakistan to release Sheikh Mujib, and to join with him in search of a political solution acceptable to the people of East Bengal. He symbolises the urges, aspirations and hopes of 75 million people which were expressed as late as December last. These will not be extinguished by his incarceration.

We would urge the International community as a whole, and countries friendly to Pakistan in particular, to bring their influence to bear on the Pakistan Government for a political solution on these lines.

Our views with regard to the grant of military aid to Pakistan are well-known. A situation has now arisen in which even the grant of economic aid to that country, in present circumastances, is bound to be used for the suppression of the majority of Pakistan's people. It is, therefore, not out of any ill-will for the people of Pakistan, but in the desire that the agony of strife in Pakistan should end as quickly as possible, that we urge that all countries should suspend all military and economic assistance to Pakistan till a political solution acceptable to the people of East Bengal is found.

India Threatened

I hope that the people of this country will understand and appreciate our grave anxiety over the situation in East Bengal. We in India have been at the receiving end of the results of the reigon of terror and killings that has gone on in East Bengal since March 25. The point has now been reached where the actions of Pakistan's military Government threaten to disrupt the economic, social and political fabric of our society and our state. These action threaten to engulf our region in a conflict the end of which it is not easy to predict.

We have acted with patience, forbearance and restraint. But, we cannot sit idly by if the edifice of our political stability and economic well-being is threatened.

In the 23 years since our independence, we have struggled to give economic and social meaning to our political democracy. We have not succeeded in eliminating poverty and hunger and disease from our land, but the lives of our people are a little better than they were 2½ decades ago. We have doubled our food production, we have vastly expanded the availability of education, medical care and the opportunities of work to our peoople. The rate of annual increase in our exports touched a high of 7 per cent last year, and our growth rate has moved up to 5 per cent per annum. The United States has helped us in our endeavours, and I am sure you share our pride in these achievements.

Crises of Pakistan's Making

After our General Elections in February, which gave our Prime Minister, Indira Gandhi, and our party, the Indian National Congress, a massive verdict of peoples' support for our programmes, we were getting ready for a powerful assault on our economic and social problems. And, then came this crisis of Pakistan's making, which threatens to wipe out our gains, and destroy the prospect of peace and progress for our children.

To any responsible Government, this would be an intolerable situation. Hence our anxiety that a political solution should be forged in East Bengal which is acceptable to the Bengali people and their elected representatives, so that peace may return to that troubled land, and the refugees who have come to our country should go back to their homes

We face a grave situation, but we continue to have faith and hope that concerted and determined action of the world community will help a satisfactory solution. and lift the threat to India's stability and to the peace of the region.

It was in that spirit that I undertook this tour which has brought me to Washington. I have found here understanding of our apprehensions and sympathy with out objectives.

[The above speech has been included in the U.S. Congressional Record at the request of Representative Cornelius E. Gallagher.]

FOLLOWING ARE THE QUESTIONS AND ANSWERS AFTER THE SPEECH

Question: You stated last night that you are going to take care of 6 million refugees for 6 months. What happens if Pakistan refuses to take back these refugees ?

Foreign Minister : The question is important. What hapens if there are additions to 6 million? That is the precise reason that we are doubly anxious about this issue. Our first demand is that whatever else happens or does not happen, this further movement of refugees must stop. And, in this respect, even a change in the political situation is not absolutely necessary to put a stop to the movement of refugees. If those who happen to be now in charge of the administrative and military apparatus which can systematically push out people, if they start applying that machine and that apparatus in the reverse direction and produce conditions of confidence, at any rate cease to put pressure on these various sections of the East Bengali community, this will result in stopping of movement. The conditions which are already so grave, if this does not stop, and I hinted in a portion of my speech that if this thing continues, we will not be able to watch helplessly this addition to our troubles and this increasing threat to our security and stability of not only our territory, but of the entire region.

Question: Why do you refer to East Pakistan as East Bengal? Does this indicate eventual unification of West and East Bengal ?

Foreign Minister: I call it East Bengal, because originally it was East Bengal. Bengal was divided into two parts, the East and the West. And this also to a certain extent we use in order to satisfy the ideas of the people in East Bengal who, 75 million of them, are engaged in the mighty task of ending the military domination and suppression of the Pakistan army, which is predominantly West Pakistani in its content and constitution.

The use of this expression does not mean that there is any risk of West Bengal, which is a state of the Indian Union, at any time thinking of joining East Bengal, even it becomes independent. They know the value of being equal partners in this grant great country of ours, India, where they have played a significant role in the political field, in the social and economic field and thus I do not realise that there is ever any risk of people of West Bengal, a constituent state of India, ever thinking of opting out of India, whatever is the future of East Pakistan, whether it succeeds in attaining the type of autonomy which is contained in the 6-Point Programme of the Awami League or whether it emerges in the course of time as a state mostly on account of the continued oppression by military means of the wishes and aspirations of the people of East Bengal.

Question : President Nixon has not so far publicly condemned genocide in East Bengal. Did he condemn it in your private talks with him ?

Foreign Minister : I am sure this sophisticated audience will not like me to speak on behalf of President Nixon. You have, perhaps, better means of knowing what is in the mind of President Nixon. And, it is farthest from me that I should comment upon what he should or should not do. It is my duty to put across my view point as precisely, but as forcefully, as possible to you, as I have to President nixon and other important leaders of your Government. And, it is for them to take up attitudes, public or private. I would not like to have any quarrel with them on that score.

Question : Your Excellency, what pressure, beside diplomatic protest, if any, could the United States bring to bear on the West Pakistan Government to force them toward humanitarian treatent of the Bengalis?

Foreign Minister: I have no doubt in my mind that without even making a diplomatic protest in the expression used in the question—if the disapproval of the Government and people of the United States is expressed in a forthright manner, that will have a powerful impact upon themilitary rulers, even upon the people in West Pakistan, who, on account of rigorous imposition of various types of controls on the Press, are unaware of what is happening in East Pakistan. And, a forthright and clear expression of disapproval will go a long way in not only applying the necessary solace, giving confort to the sufferers, but will be a strong deterrent against the continued military action by the perpetrators of these henious crimes against democracy and agiainst liberal traditions.

Question: By saying India "will not sit idly by" if the refugee flow contnues, do you mean India will declare war on Pakistan?

Foreign Minister: There are other ways of enforcing our wish than declaring war. And, I hope we will not be compelled to resort to those other means which perhaps you cannot expect me to spell out at this stage.

At the present moment, we are engaged in the task of mobilizing public opinion, both governmental as well as private, to focus their attention on the basic issues, the moral issues, involved. I have no doubt that by paying a very small price at this stage, of expressing this assessment in a clear manner, and also applying such levels as there may be—some of it I have entered --the situation can be retrieved. It is our earnest hope and it is our fond hope, at any rate, that this situation can be corrected only if the international community, both at the official and non-official level, wake up to their responsibility and do not by their silence connive or acquiesce in the continued military action which will surely lead to much graver and much more disastrous results.

Question: Mr. Minister, why do you think that the Foreign Offices in the Western nations have had so little to say about the massacre in East Pakistan?

Foreign Minister: I wish I could speak on their behalf. But the hard reality is that they are reticent. The day has come when this conscience should be stirred, and they should speak out and should view the situation, in view of the gravity of the situaton, in its proper perspective, and try to tackle the roots rather than touch the periphery.

Question: Should Hindu refugees also be asked to return to East Bengal? and, what do you think about a united Bengal, independent of India and Pakistan?

Foreign Minister: My reply to the first question is that no one will return merely because he is asked to return, be he a Hindu refugee, a Muslim refugee, and, I would like to add for your information, that there are, besides these two communities, Christian refugees and Buddhist refugees also. They have been quite impartial in their acts of oppression of various communities.

The refugees will not return simply because they are being asked to return. They will return only if the crisis of confidence, which has overtaken the people there, is ended, and, in its place, an atmosphere and a situation of confidence and hope is regenerated. This can come about not by asking an individual to go or not to go, but by induction to East Pakistan of an administrative set up which represents the ideals and aspirations of the people, so unmistakably demonstrated at the time of the last election giving 167 seats out of 169 to the Awami League. I think it is a record of success, by any standard in the world, in any part of the world.

So, it is really the establishment, the re-establishment, there of an administration which inspires the confidence of the people that the return of the refugees will be facilitated.

With regard to the second question, I have already touched upon it. I do not realize that in West Bengal, one of our valiant members of the great Indian community, who with their rich historical and cultural heritage have played such a significant role in the reconstruction and development of the country, and who have taken such prominent part in the mainstream of public life in India, after seeing what has happened to people in East Bengal, would ever dream of or think of, opting out of the Indian territory, and would ever dream of taking a step which, to us, appears to be borne out of a complete misunderstanding and misjudgment of the situation.

Question: Your Excellency, would you please comment on a Radio Network report that your Government is preventing or hindering press coverage of American airlifts of Pakistani refugees while allowing coverage of similar Soviet airlifts ?

Foreign Minister: We are completely non-alligned between these two super powers. And, I would like to dispel any such feeling in any quarter that we are discriminating in the matter of coverage of C-130 planes as compared to AM-12 or AM-14 planes. I have myself seen a full and complete report of the sorties undertaken by the American planes. I am sure that in India, which has traditinos of a free press which most of the time is not too charitable to us—even they have never complained that there has been any discrimination on this score.

Question : Do you feel confident that the Government of Pakistan would equitably distribute relief supplies given to it on a bilateral basis ?

Foreign Minister : I have my grave doubts about their capacity to dole out even the least in an impartial manner. And, I have grave doubts if it will reach the real needy individuals. This concern of mine is broadly shared by the international community and by the U.N. circles. It is for this reason that they have been insisting on supervision, by the international community, the U.N. Organizations, of the distribution arrangements with regard to such relief that might be made available to the Government of Pakistan.

There is no substitute for experience. By now it is well-known that even the relief that was given to the Pakistan Government for the relief of the sufferers of cyclone some months back—a good part of it has remained unutilized. And, I can say on good authority that the boats for relief work, which were given at that time to Pakistan authorities came in very handy for the Pakistan military authorities when they were dealing with the freedom fighters.

Question : Mr. Minister, do you think it at all possible that the two sections of Pakistan can be continued under one Government ?

Foreign Minister : I would not like to comment upon the future course of events. I would like to clarify our stand with regard to this issue, that we consider, and have taken the stand, that this is a matter between whatever may be the central authority of Pakistan and the people of East Bengal. It is for the people of East Bengal to work out their future. And, so far as we are concerned, we will be perfectly satisfied if the elected representatives who represent the wish of the people—almost unanimously—if they work out any arrangement. It is for them to take a view of the future course of events. And, the quantum of autonomy or the nature of the relationship, whether it is independent or semi-independent, autonomous or whatever it is, it is their future and it's for those people to decide. We have not taken any fixed stand with regard to this issue.

Question: In response to an earlier question as to whether India might act to absorb East Bengal, you said that West Bengal would not want to quit India to form a new state of both Bengals. Can you answer the original question, please ?

Foreign Minister: Can you repeat, Mr. President?

Question: Apparently someone was not content with the earlier question as to whether India might act to absorb East Bengal and would probably want you to comment further, if you will.

Foreign Minister: The East Bengal freedom fighters, who are so keen to gain their own independence—I do not think that they will readily like again to become non-independent by becoming a part of India. This does not appear to be consistent with the ideas of freedom which today are saying in such a powerful manner—almost unanimously—the people in East Bengal.

Question: Your Excellency, how much, in a specific figure, India believes it needs in international humanitarian aid for the remainder of the year?

Foreign Minister: In this connection, I would like to state one or two points. One, our view has always been, and continues to be, that in the first place, the care of the East Pakistani citizens who happened now to be temporarily in India—the entire responsibility is clearly that of the Government of Pakistan.

In the second place, it is the responsibility of the international community, and India will be prepared to contribute her share, even more than her *prorata* share, in discharging this international obligation towards the victims of oppression.

And, if that aid is given to look after these refugees, we never regard it as aid to India. It might be aid to Pakistan, because, to that extent, partially it reduces the direct responsibility of the Government of Pakistan to look after these refugees.

Now in the quantum thereof, we know that the amounts that have been indicated so far will meet only a small fraction of the entire expenditure that have to be incurred in looking after refugees. But the most important thing to be kept in mind is that the social, economic tensions that have been generated in our area, the element of instability and the long-range risk of this instability continuing, are factors which cannot be determined in terms of money. It is this aspect which has to be kept in mind.

And it is for this reason that we have always stressed and highlighted the importance of a necessary political corrective to be applied. Because, there is no use dealing with a symptom if you don't deal with the root cause.

We are conscious of the fact that even the most generous response of the international community is likely to reach only a small fraction of the total burden that we will have to carry, even in terms of money; but we still value it, because of the thought behind it, rather than the actual quantum thereof.

Question. What is your assessment of the effect of Chinese support of the Government of Pakistan's actions in East Pakistan on China's credibility and influence in the world?

Foreign Minister: Surely any support that Pakistan military rulers might get from any quarter, which gives a pat on their back, will encourage them in their intransigence. And to that extent, this support from the Government of the People's Republic of China is something which encourages them to continue in their path of repression, and to that extent is definitely a negative factor in the entire situation.

Question: Mr. Minister, what is the cholera situation among refugees and others?

Foreign Minister: There were cases of cholera. And, I think that, by and large, action taken so far has resulted in halting the spread of cholera. In our vast country, where we deal with such vast numbers, the steps that our health organizations have taken in controlling cholera have, by and large, been successful. And, we would not like the international community to feel too much concerned about the spread of cholera. We have sometimes an uneasy suspicion that highlighting cholera may have been hit upon as one of the methods of diverting attention from the core of the problem, and we would like you to concentrate on the core of the problem, rather than be too much obsessed by this risk of an epidemic spreading.

Question: Has Communist China issued any warning to India with regard to any future conflict between India and Pakistan?

Foreign Minister: For once I want to reply with one word, and that is, no.

Question: What if any, economic expenditure will India cut back to finance refugees relief?

Foreign Minister: I think it is quite obvious that the entire expenditure on refugees will be non-productive. And, it will definitely cut into our expenditure which had been earmarked for development purposes, and it is from that point of view the impact of this upon our advance on the economic front which is the source of concern.

Question: Mr. Minister, How can Indo-American relations be improved at this point?

Foreign Minister: It is difficult to answer that. But one method is that if all of you support me in this, they will be very greatly improved. (laughter)

Question: A questioneer wants to know, candidly, what percentage of your people go to bed hungry every night? Is your country making maximum use of fishmeal to provide needed protein in the diet of your people? And, do you view the population explosion as the leading problem facing the world community of nations today? And on the same subject what can you tell us about the progress of birth control in India?

Foreign Minister: Several questions have been rolled into one. Perhaps a full-dress debate on our economic planning and development will be initiated or triggered off if I deal with these matters in any great detail.

But, I will try to answer as briefly as I can. The first question is as to how many people sleep without a meal. My reply is none, because our food production last year crossed a 100 million ton mark. And in cereal, our position is fairly comfortable. We have drastically reduced our food imports. We are importing some small quantities to build up a reserve than for current consumption.

The second question is about utilisation of fishmeal, or what is it?

Question: Yes, Sir. Is your country making maximum use of fishmeal to provide needed protein in the diet of your people?

Foreign Minister: Well, we haven't got enough of fish, and we want to catch more. And, we are prepared to go even to troubled waters for that.

We have no inhibitions in consuming fish. If you have served it and have watched the Indians handling their fork in relation to fish you probably would have got the answer for this. What is next?

Question: Do you view the population explosion as the leading problem facing the world community of nations today?

Foreign Minister: I agree. And it is for this reason that we also urge in all international forums that just as peace is indivisible, it should be increasingly realized that proverty also is indivisible. And, therefore, a great burden lies in the affluent society to watch this situation very carefully and to willingly contribute their share in ameliorating the lot of the people. Otherwise an increasing number of bodies in comparatively poorer countries surely will create a problem for those countries. But those countries, who are having all the good things of life and abundance, will not remain unaffected by this increasing difference between the levels of standard of living of peoples.

And, we on our side are fully convinced of taking effective steps for controlling the population. I would like to share this thought with you that there is no resistance in India to this. It depends on the methods and the where with all that will enable us to push ahead in a more effective manner our population control programme.

Question: Your Excellency, you have been talking of political problem. The U.S. Government has been talking of relief and money and aid. Is this a dialogue of the deaf?

Foreign Minister: If it were a dialogue of the deaf, then probably nothing would be heard. And it requires two deaf people to block a dialogue. I do not think that the two attitudes are inconsistent. The United States Government have been mentioning the relief measures that they have taken. We welcome them.

We have also pointed out to them the necessity of dealing with the root problem and not touching only the symptom. I will not be reporting faithfully if I were to say that all this fell on deaf ears.

Chair: Your Excellency, before asking the final question, I would like to present you with a certificate of appreciation to commemorate your visit with us today.

Foreign Minister: Thank you very much.

Chair: As well as the official necktie of the National Press Club, which I'm afraid you'll have to wear with western dress

Foreign Minister: Thank you very much.

Question: The final question, Sir, is it true that you once presented Ambassador Ken Keating with an alarm clock?

Foreign Minister: An Alarm Clock.

Chair: I don't know the significance

Foreign Minister: This is a very pleasant subject that has been raised. First of all, I would like to thank you, Mr. President, for your thoughtfulness in screening the questions and trying to 'club' them in as presentable and palatable form as possible. And, I greatly appreciate your thoughtfulness and your consideration.

In the second place, I greatly value these souvenirs which have been presented to me. They will be a constant reminder of a very pleasant function in which I had a dialogue and I could see the Free Press in action. I was missing this for sometime, because I have been away from my Parliament and my Press for now over ten days. And this perhaps was very hospitable to what is awaiting me when I return to my own country. These will be very valuable remainders of the very excellent opportunity that I had to put across my viewpoints and the viewpoints of my country.

The last question is about presentation of an alarm clock to Ambassador Keating. I would like to say that Mr. Abmbassador Senator Keating is one of the most loved and respected ambassdors in our diplomatic corps. And, I would like to acknowledge that he has been doing excellent work for improving relations between our two countries, strengthening them, and trying to consolidate the areas in which there has been fruitful collaboration and cooperation. I would like to assure you that, as people, we are reasonably courteous, and we do not embarrass any person by presenting such ridiculous items as alarm clocks.

And, Mr. Keating is so alert that he doesn't require the chime of a clock to awaken him. He seldom sleeps on important issues, and, therefore, he need not be subjected to the agony of the ticking or the chime of the clock to wake him up. Because on all important issues he is wide awake all the time.

And, may be, perhaps, I will purchase some sleeping pills for him here. But I would like to say that Mr. Keating is coming up to the highest traditions of American life. And, it's my leasure to say that he's doing very excellent work.

But, still there is room for frivolity in framing this question or putting out a news item of that type.

Thank you very much.

Ministry of External Affairs, New Delhi

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সম্পাদকদের সাথে বৈঠককালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ঘোষণা : 'শরণার্থীদের নিরাপত্তার সাথে দেশে ফেরৎ পাঠাতে আমি	দৈনিক 'স্টেটসম্যান'	১৮ জুন, ১৯৭১

MRS GANDHI SAYS....

I Am Determind To Send Them Back

NEW DELHI, June 17—Mrs Indira Gandhi today reiterated India's determination to send back Bangladesh refugees as soon as normalcy returned there, says UNI "I am just going to send them back. I am determined to send them back", she told a meeting of economic editors.

In her hour-long meeting, Mrs Gandhi was mainly asked questions relating to the problem arising out of the influx of refugees from East Bengal which she said had become the "tremendous burden" on India—a burden on other country in the world had to bear at such a short time and on such a massive scale.

Mrs Gandhi conceded that India would have to spend a great deal on these refugees. These problems were being sorted out by the Planning Commission and other departments. It would also depend upon the scale of assistance India received from international community. So far India had received only $36 million, she said.

Mrs Gandhi was asked whether she would think of issuing an appeal for austerity by the States and seek donations in view of the meagre budgetary provision of Rs 60 crores and partly in ernational response in terms of assistance for the refugees.

Mrs Gandhi said "I have begun it with the States privately. We are working out a programme also."

She emphasized the role of the India Press in this respect.

The Prime Minister said there had been no difference in India's attitude towards Bangladesh. Right from the beginning India had been demanding a political settlement. "I am sure if all the world powers had put the requisite pressure earlier, it (settlement) could have been possible. I think the possibility now is more remote", she added.

Mrs Gandhi said so far India was concerned, a political settlement meant an agreement with Sheikh Mujibur Rahman and his Awami League colleagues who had won the recent elections. "What they wanted was for them to decide", she added.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতের ভূমিকা বিশ্বে প্রশংসিত হচ্ছে'—প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনাকালে শিল্প মন্ত্রীর অভিজ্ঞতার বর্ণনা।	দৈনিক 'স্টেটসম্যান'	১৮ই জুন, ১৯৭১

Moinul Huq Chowdhury Tells P.M.:

RESTRAINT SHOWN BY INDIA APPRECIATED ABROAD

(From Our Special Representative)

NEW DELHI June 17—Mr Moinul Huq Chowdhury, the Minister of Industrial Development, who returned here last night from a tour of some European countries as the Prime Minister's special envoy to explain the country's position on Bangladesh, is understood to have reported to Mrs Gandhi on the outcome of his visit which took him to Austria, Hungary, Sweden, Holland and Italy.

Mr Chowdhury met the Prime Minister this evening and is believed to have conveyed to her the general impression that opinion in these countries was greatly appreciative of the restraint shown by India in the face of the serious problems posed to her by the influx of six million refugees

He was also assured that in consultation with their allies, these countries would do everything possible to bring about a political solution of the Bangladesh issue.

During his whirlwind tour of these countries, Mr Chowdhury had talks with Heads of Government, Foreign Ministers and senior officials. He discussed with them the serious economic, social and political repercussions which India was confronted with as a result of the refugee influx. He tried to convince them that unless the international community acted quickly, the pace of the region would be seriously threatend. He also reminded them of the responsibility of the world community to look after the multitude of people who had crossed into India.

It was brought to the notice of these countries by Mr Chowdhury that Pakistan was trying to get rid of its population at the expense of India. This constituted a serious kind of aggression. The idea apparently was to cut down the size of the population of East Pakistan so that their majority was reduced cripling them, politically and economically and also to eliminate East Bengali intellectuals, politicians and the Hindu minority.

He urged the concerned Governments "to most emphatically" ask Pakistan to stop the military action in Bangladesh and seek solution at the political level. One of the points he made was that allegiance of a people could not be enforced at gunpoint. To that extent he reminded these countries, that genocide by itself was an international problem and therefore of concern to all.

To compel Pakistan to seek a political solution and create conditions in which the six million refugees are enabled "to return home in honour and peace" he suggested that all military and economic aid to that country should be stopped immediately. The arms given to Pakistan for defence against external aggresion were being used to murder innocent and unarmed citizens. All humanitarian aid given to Pakistan should also be supervised by the donor countries of an international agency to ensure that the relief reached the people. In this contest, he pointed out that the speedboats offered as aid after the tragic cylone in East Bengal were now being used to kill the people there.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ প্রশ্নে যে কোন শীর্ষ সম্মেলনের আগে অবশ্যই হত্যাকাণ্ড এবং নির্যাতন বন্ধ করতে হবে বলে শ্রীনগরে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা।	দৈনিক 'স্টেটসম্যান'	২১ জুন, ১৯৭১

INDIA'S TERMS FOR SUMMIT ON E. BENGAL :

BUTCHERY MUST STOP FIRST, SAYS P. M.

SRINAGAR, June 20.—Mrs. Indira Gandhi today said that before any summit conference on East Bengal was convened, the "butchery there must be stopped immediately", say UNI and PTI.

This is the first pre-requisite if India is to attend such a summit called by another country, she told a 30-minute news conference before emplaning for New Delhi at the conclusion of her two-day visit to the Kashmir valley.

Referring to the huge refugee influx due to the terror created by the West Pakistani armed forces in Bangladesh, Mrs Gandhi said the refugees could not live permanently in India.

Following the Bangladesh happenings, she said the Government had told the international community that "the situation there was fraught with danger".

About the recognition of Bangladesh she said: "Not yet". When pointed out that public opinion was in favour of such an action on the part of India she pointed out "It is for the Government to decide what is good for the country".

India, said Mrs. Gandhi, would continue to watch the situation as it developed in Bangladesh. Just now she had no specific solution to the problem. She went on: "I only know that we are not going to allow them (refugees) to stay on here—neither shall we allow them to be butchered there".

Asked what India planned to do if Pakistan failed to respond to Indian pleas, she replied: "We will see what the situation is" and went on to add in a lighter vein "as much as I love the Press. I do not think I shall tell them first".

A reporter asked whether there was a possibility of a Pakistani attack on India in the immediate future in view of preparations being made by that country in Pak-occupied Kashmir and recent border incidents.

Mrs. Gandhi: "I doubt".

Mrs. Gandhi was also asked to comment on the Sarvodaya leader, Mr. Jayaprakash Narayan's reported statement that the Indian Government was unduly inhibited by the "scarce of China" in her action on the Bangladesh issue.

The Prime Minister: "We are not scared of anyone—certainly not of China".

Plebiscite Front.

About the possibility of the Government reconsidering the question of a ban on the Plebiscite Front in view of the recent judgment of the one-man tribunal clearing the party of communal bias, Mrs. Gandhi said the question did not arise because the points about the front raised by the Government had been upheld and the ban confirmed.

A reporter asked why a similar ban had not been imposed on other parties in the State which had also been preaching secession notably the pro-Pakistani Awamy Action Committee, headed by Mirwaiz Maulana Farooq.

She said she did not quite know about that but it appeared in such cases it was not so much the question of someone saying something but what really mattered was what they were doing.

The Prime Minister was pained to note the "false propaganda" being done in Kashmir on Bangladesh by a section of the local Press. She was particularly critical of an article appearing in a local journal purporting to draw comparison between the situation in Bangladesh and Kashmir and bracketing Gen. Yahya Khan with the Chief Minister Mr. G.M. Sadiq.

She said: "It is so preposterous for anyone to compare things in this manner....there must be either something very wrong with that person or it is deliberate mischief—or both".

Describing her visit to Gurez and Tanghdar as most useful, she said Kashmir had progressed much. But the pace of progress had yet to be accelerated to gain full advantage of planned economy. Many schemes were underway which would generate employment opportunities for educated youth, she said.

Mrs. Gandhi said Kashmir could not be compared with Pakistan as it had achieved economic progress while the people in Pakistan were fed on false propaganda and denied liberties.

Asked whether the Government had been able to control the "Naxalite menace" in the country, Mrs. Gandhi answered: "Not entirely. The problem still exists".

On the progress of her Government's plans to fulfil the promise of "gharbi hatao" to the electorate, Mrs. Gandhi said several steps had been taken in that direction and many were still in hand. The process beginning with such measures as bank nationalization was continuing.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান যুদ্ধ চাপানোর চেষ্টা করছে: প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বক্তব্য।	দৈনিক 'যুগান্তর'	২১ জুন, ১৯৭১

পাক জঙ্গীশাহী যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার অবস্থা সৃষ্টি করছে

—প্রতিরক্ষামন্ত্রী

জলন্ধর, ২০ জুন—প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী জগজীবন রাম আজ সেনাবাহিনীর অফিসার ও জওয়ানদের বলেছেন, পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর বেপরোয়া কাজের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হোক তার মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

শ্রী জগজীবন রাম এখানে সেনাদলের কাছে বলেন যে, পাকিস্তান পূর্বাঞ্চলে ভারতের সীমান্ত লঙ্ঘন করছে। আমরা শান্তিকামী, যুদ্ধ চাই না। কিন্তু আমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার মত পরিস্থিতিই পাকিস্তান সৃষ্টি করছে।'

তিনি বলেন, বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক হারে শরণার্থী ভারতে আসায় বহু সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। শরণার্থীদের দেখাশোনার দায়িত্ব ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশের লোকদের ভারতে আসতে বাধ্য করে পাকিস্তান দুরভিসন্ধিমূলক আগ্রাসন' ঘটিয়ে যাচ্ছে। এর পরিণাম ভয়াবহ হতে বাধ্য।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, ভারতীয় সৈন্যরা যে কোন আগ্রাসনের মোকাবিলায় পূর্বাপেক্ষা ভালভাবে প্রস্তুত। শিল্পেও উন্নতি ঘটেছে। অস্ত্র কারখানাগুলিতে প্রয়োজনীয় প্রায় সব জিনিসই তৈরী হচ্ছে।

তিনি বলেন, সৈন্যরা যে কঠিন পরিস্থিতিতে কাজ করছেন এবং বসবাস করছেন সরকার তা জানেন। তাঁদের বেতন বাড়াতে এবং তাঁদের জন্য আরও বাড়িঘর নির্মাণ করতে সরকার সচেষ্ট। তবে প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদ দেশের নেই, একথাও মনে রাখতে হবে।

তিনি একদিনের সফরে এখানে আসেন, এখানকার সামরিক হাসপাতালটিও পরিদর্শন করেন।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানকে সাহায্য বন্ধের প্রশ্নটি কয়েকটি দেশ বিবেচনা করছে বলে লণ্ডনে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বিবৃতি।	দৈনিক 'আনন্দবাজার'	২৩ জুন, ১৯৭১

পাকিস্তানকে সাহায্য বন্ধ সম্পর্কে বিশ্ব রাষ্ট্রগুলি বিবেচনা করছে—শরন সিং

লন্ডন, ২২শে জুন-ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীস্বরণ সিং গতকাল সন্ধ্যায় এখানে বলেন যে, গত এক পক্ষকাল ধরে যে কয়েকটি দেশ তিনি সফর করেছেন সেই কয়েকটি দেশের সরকার পাকিস্তানকে সাহায্যদান বন্ধ করার কথা বিবেচনা করছেন।

শ্রীসিং বিশ্বের প্রধান যে ছয়টি রাষ্ট্র সফর করে এসেছেন সেই কয়টি রাষ্ট্র বর্তমান পরিস্থিতিতে পাকিস্তানকে সাহায্যদান বন্ধ করতে সম্মত হয়েছে কি না, সাংবাদিক সম্মেলনে এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, ঘরোয়াভাবে তাঁকে যা বলা হয়েছে সে সব কথা তিনি প্রকাশ করতে পারেন না, তবে তিনি একথা বলতে পারেন যে, দুটি কারণে কয়েকটি রাষ্ট্র পাকিস্তানকে সাহায্যদান বন্ধের কথা বিবেচনা করছে।

প্রথমতঃ পাকিস্তান নিজের দোষে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করেছে এই অবস্থায় সাহায্যদান সেখানে অকার্যকর হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয়তঃ এই রাষ্ট্রগুলি মনে করে যে বর্তমানে পাকিস্তানকে সাহায্য করলে সংখ্যালঘু প্রশাসন সেই সাহায্য সংখ্যাগুরুকে দমনের কাজে লাগাবে।

এর আগে সফরের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে শ্রীস্বরণ সিং বলেন যে, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির মূল কারণ এবং সমস্যাগুলি কি তা সংশ্লিষ্ট সরকার সমূহ, সংস্থা এবং বেসরকারী নেতৃবৃন্দ ও সংবাদপত্রসহ এইসব রাষ্ট্রের জনগণকে অবহিত করার উদ্দেশ্যেই তিনি এই সফর করছেন।

শ্রীস্বরণ সিং বলেন যে, এই সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে যে, প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত গণতান্ত্রিক নির্বাচনের রায়কে পাশবিক পদ্ধতিতে এবং অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা দমন নীতি চালিয়ে বাতিল করে দিতে চাওয়া হয়েছে। এর ফলে ব্যাপক গণহত্যা হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান ও বৌদ্ধ নিজেদের ঘরবাড়ী ছেড়ে ভারতীয় এলাকায় চলে এসেছে। শ্রীসিং বলেন যে, তাঁদের কাছে নিশ্চিত প্রমাণ আছে যে, কোন কোন এলাকায় পরিকল্পিতভাবে হত্যা ও অত্যাচার চালিয়ে সেই এলাকায় অধিবাসীদের উৎখাত করা হয়েছে।

শ্রীসিং বলেন যে, প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশ্বরাষ্ট্রগুলির কি মনোভাব হওয়া উচিত? ৬০ লক্ষ লোক শুনতে খুব বেশি নয়, কিন্তু যেখানে এই ৬০ লক্ষ লোক আসে সেখানকার অবস্থা সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ায়। যে দেশের জনসংখ্যা এমনিতেই বেশি এবং যেখানে রাজনৈতিক অস্থিরতা রয়েছে সেখানে উদ্বাস্তুদের এই রকম ব্যাপক আগমন হলে যে সমস্যার উদ্ভব হয়, অর্থের ভিত্তিতে তার সমাধান সম্ভব নয়। শ্রীসিং বলেন যে, পরিস্থিতি ক্রমেই আরও সংকটজনক হয়ে উঠছে উন্নতির কোন আভাস নেই। বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির প্রধান মনোভাব এই হওয়া উচিত যাতে পাকিস্তানে বর্তমানে বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি হয়, উদ্বাস্তু

আগমন বন্ধ হয় এবং সেখানকার অবস্থার এমন পরিবর্তন হয় যাতে উদ্বাস্তুদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা সম্পর্কে আস্থা ফিরে আসে। বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির যাতে এই বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, সেই উদ্দেশ্যেই তিনি এই সফরে বেরিয়েছেন।

শ্রীসিং বলেন যে, কেউ যদি এই সমস্যার প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি দেন তাহলে তিনি বুঝতে পারবেন যে, বর্তমান পরিস্থিতির ওপর জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই। উদ্বাস্তুদের বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে ইয়াহিয়া খান ২২শে মে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তারপরও ২০ লক্ষ উদ্বাস্তু ভারতে এসেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, যে পরিস্থিতিতে উদ্বাস্তুরা বাড়ীঘর ছেড়ে ভারতে এসেছে, সেই পরিস্থিতি এখনও বর্তমান—সেখানে এখনও আস্থার সংকট রয়েছে।

সুতরাং বর্তমান অবস্থায় বাংলাদেশে যাঁদের হাতে আইন ও শৃঙ্খলার ভার রয়েছে তাঁরা যদি জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে পারেন তাহলেই উদ্বাস্তুদের আবার স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

শ্রীসিং বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমান এবং তাঁর আওয়ামী লীগ দলের শুধু পূর্ববঙ্গেই নয়, সমগ্র পাকিস্তানেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। সুতরাং তাঁদের সঙ্গেই একটা রাজনৈতিক মীমাংসায় আসতে হবে, যাতে জনগণের প্রতিনিধিরা সরকার গঠন করতে পারেন। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে বাংলাদেশ অধিবাসীদের সঙ্গে একটা মীমাংসায় পৌঁছাতে হবে। বাংলাদেশের পক্ষে একমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই কথা বলতে পারেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্ব রাষ্ট্রগুলির কর্তব্য হচ্ছে পাকিস্তানের ওপর সম্ভাব্য সর্বপ্রকার চাপ সৃষ্টি করা এবং পাকিস্তান সরকারকে সুস্পষ্টভাবে বলা যে বাংলাদেশে অত্যাচার চালানোর অর্থই জনগণের অধিকারের ওপর অনাচার এবং এই অত্যাচার বন্ধ করতে হবে।

শ্রীসিং বলেন যে, পাকিস্তানকে সর্বপ্রকার সরকারী এবং বেসরকারী সাহায্যদান বন্ধ করতে হবে কেননা এই সাহায্য পেলে পাকিস্তান অনাচার চালিয়ে যেতে উৎসাহিত হবে এবং এই মর্মন্তুদ অবস্থা দীর্ঘায়িত হবে। পাকিস্তান যাতে রাজনৈতিক মীমাংসায় বাধ্য হয় সেজন্য চাপ সৃষ্টি করতে হবে। পিটিআই

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে ভারত সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি ডঃ করন সিংয়ের সফরশেষে প্রকাশিত ইন্দো জি, ডি, আর যুক্ত বিবৃতি।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	২৪ জুন, ১৯৭১।

Indo-G.D.R. Joint Statement at the conclusion of the visit of Dr. Karan Singh, Special Envoy of the Government of India to the German Democratic Republic June 24, 1971.

From 22nd to 24th June, 1971 Dr. Karan Singh, Minister for Tourism and Civil Aviation, paid a visit to the German Democratic Republic as a Special Envoy of the Government of India to confer with the GDR Government on the grave threat to peace and stability arising from the tragic events in East Pakistan.

During his stay in the GDR, Minister Dr. Karan Singh was received by that Chairman of the Council of Ministers of the GDR, Willi Stoph, and the Minister of Foreign Affairs, Otto Winzer.

In addition, he had a meeting with the Minister of Transport, Otto Arndt.

On behalf of India's Prime Minister, Mrs Indira Gandhi, Minister Dr Karan Singh informed the Chairman of the Council of Ministers and the Minister of Foreign Affairs of the GDR on India's attitude on the serious problems resulting from the recent developments in East Pakistan

The Indian Minister expressed sincere appreciation for the fortnight political stand as well as the humanitarian assistance rendered by the German Democratic Republic, which clearly signify sympathy and solidarity with the refugees and the staggering human problem that has arisen as the result of the military action in East Bengal The Minister recalled, in particular, Prime Minister Willi Stoph's letter of 21st May, 1971, to the Indian Prime Minister, Mrs Indira Gandhi, in which he reiterated that the GDR shared India's concern that the situation could lead to the emergence of a new focus of international tension, and that the problem can only be solved by peaceful political means

The Indian Minister explained the magnitude and urgency of the problem. There has been a continuing exodus of millions of refugees from East Bengal whose number had risen to about eight million. The problem had thus assumed a very grave dimension threatening the peace and stability of the region as well as creating serious social and economic problems for India.

The two sides, after a detailed discussion of the various aspects of the problem, expressed their firm belief that the only practical, just and enduring solution lay in urgent measures being taken in East Pakistan to stop the further influx of refugees into India and in creating conditions to ensure their safe and early return. This is possible only if a solution is found to the basic political problem in accordance with the Will of the peope of East Pakistan and in consultation with their elected representatives.

The Chairman of the Council of Ministers of the GDR supported the standpoint of the Indian Government that the influx of refugees from East Pakistan into India had become an international problem. He confirmed the solidarity of

the German Democratic Republic with the stand taken by India on this issue, and declared that the GDR was ready to make available further relief supplies to the value of about 6 million Marks (about 1 crore rupees) to ease the suffering of the people who had fled from East Pakistan to India.

Both sides agreed to remain in touch with each other on this issue in the common interest of international peace and progress.

Both sides also discussed topical international problems of mutual interest and questions of the further development of the relations between the GDR and India in an atmosphere of cordiality and mutual understanding.

The two sides hold the view that the visit of Minister Dr. Karan Singh serves the further development of friendly relations and of fruitful co-operation between the GDR and India.

The Indian Minister welcomed the opportunity to learn at first hand of the achievements of the Government and people of the German Democratic Republic in the field of economic development and social welfare, and heard with interest the analysis of the political situation in Europe made by the GDR Foreign Minister. Minister Dr. Karan Singh, who was received as the guest of the GDR Government, thanked the hosts for the warm reception and hospitality accorded to him.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য সমাধানই সংকট নিরসনের একমাত্র পথ: পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বিবৃতি।	দৈনিক 'হিন্দুস্তান স্টাণ্ডার্ড'।	২৬ জুন, ১৯৭১।

WORLD POWERS FOR POLITICAL SOLUTION ACCEPTABLE TO BENGALIS : SINGH.

(From Our Special Correspondent)

NEW DELHI, JUNE 25 –The Minister for External Affairs, Mr. Swaran Singh, told Parliament today that the Governments of the countries he had visited recently had assured that a "political solution acceptable to the people of East Bengal was the only way of ensuring a return to normality" in Bangladesh.

The other "areas of agreement" that emerged as a result of his talks were: (1) that there could be no military solution and all military action in Bangladesh must stop immediately, (2) that the flow of refugees into India from Bangladesh must immediately stop, (3) that conditions must be created enabling the refugees to return to their homes in peace and security, and that this could happen only if the refugees could be assured of a secure future in their respective homes in Bangladesh and (4) that the present situation was grave, and fraught with serious dangers for the peace and security of the region

Mr. Singh, who made a statement in both Houses of Parliament on his tour abroad, said that it was generally agreed that the burden placed upon the resources of the Government of India by this massive influx of six million refugees into this country from East Bengal was intolerable and that the international community must give assistance in this effort, both in cash and in kind.

He also found in all the capitals he had visited "great appreciation for the generosity displayed by the Government and people of India in looking after this large influx of refugees, which was recognised as an unprecedented one in human history, a man-made calamity for the people of East Bengal, and also for this country. The gravity of the situation, the enormity of the burden placed on us, for no fault of ours, and the serious repercussions on the peace and security of this entire region if the present situation was not brought under control speedily, was recognised everywhere".

The Minister had made it clear in each capital that any assistance to the refugees from East Bengal was essentially and assistance given to Pakistan for they were nationals of that country, uprooted through deliberate and wanton action on the part of their own Government.

He had also clarified, and "it was by and large accepted", that any military assistance to the military rulers of Pakistan at this juncture would have the effect of encouraging and sustaining them in their anti-people activity; and any economic assistance to them would be tantamount to condoning their deplorable action in East Bengal, so fully and so irrefutably documented by eye-witness accounts which had been appearing in the world Press all these weeks.

"I pointed out also that, in fact, any economic assistance, excepting that given on humanitarian consideration to the victims of oppression in Bangladesh under international surveillance would have the effect of maintaining in power the military machine of the minority now engaged in oppressing the majority of the people of that country, and thus would constitute an unfortunate form of interference in their internal affairs" the Minister added.

Between June 6, and 22, Mr. Singh had visited Moscow, Bonn, Paris, Ottawa, New York, Washington and London. In each of these capitals he had detailed discussions with the Head of Government and the Foreign Minister. He had discussions with the U.N. Secretary-General and his colleagues. He also met in every capital a number of other Government leaders, legislators, editors, social workers and leaders of public opinion.

In these discussions the focus of attention and emphasis was all along on the "grave and serious situation created for India by the influx of six million refugees from East Bengal and the continuing crisis caused in our region due to the massive killings by the West Pakistani military machine in East Bengal", Mr. Singh said.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ প্রশ্নে কোনো হঠকারী নীতি নয়— প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা।	দৈনিক 'যুগান্তর'	৩০ জুন, ১৯৭১

বাংলাদেশের ব্যাপারে সরকার হঠকারী নীতি নেবে না

শ্রীমতী গান্ধী

নয়াদিল্লী, ২৯ জুন (ইউ এন আই)-- বাংলাদেশের ব্যাপারে সরকার কোন হঠকারী নীতি নেবে না।" আজ কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির এক সভায় আলোচনাকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, এই রকম একটি সূক্ষ্ম সমস্যায় কোন সরকারই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না।

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক তৎপরতার নিরাশাজনক ছবি চিত্রিত করায় শ্রীমতি গান্ধী দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে পাক বাহিনীর গণহত্যা অথবা এর ফলে ভারতের নিরাপত্তা ও অর্থনীতিতে প্রশ্নটা বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কদের নিকট তোলা হয়নি বললে সদস্যরা ভুল করবেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি গান্ধী বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, সদস্যরা দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে ফিরে কেন বাংলাদেশের সমর্থনে জনমত সংগঠিত করছে না। দেশের কাজে জনসাধারণের সহযোগিতা আদায়ে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ইতিপূর্বে শ্রী নগী রেড্ডী বলেন, ভারতের বিরুদ্ধে এই শক্তিগুলো চক্রান্ত করছে। শরণার্থীদের সংখ্যা এক কোটিতে পৌঁছতে পারে। ভারতের উচিত কঠোরপন্থা অবলম্বন করা।

পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের পূর্ব বাংলা থেকে সামরিকভাবে হটিয়ে দিতে হবে, এই কথা বলেন শ্রীমহাজন।

অন্যদিকে শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র পুরোকায়স্থ অভিযোগ করেন চীন আক্রমণের জন্য ভারত সরকার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না।

তিনি বলেন, প্রতিনিধি পাঠিয়ে বিদেশী রাষ্ট্রকে প্রভাবান্বিত করা যাবে না কারণ তারা নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী নীতি নির্ধারণ করে থাকে। তিনি মন্তব্য করেন, আমরা যুদ্ধ সম্পর্কে কথাবার্তা নাও বলতে পারি কিন্তু আমাদের যুদ্ধ ভীতি থাকলে চলবে না।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘের ইকনমিক এণ্ড সোশাল কাউন্সিলে ভারতীয় পর্যবেক্ষক প্রতিনিধিদলের নেতা এন, কৃষ্ণনের ভাষণ।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৯ জুলাই, ১৯৭১

Extracts from the Statement by 'Ambassador N. Krishnan, leader of the Indian Observer Delegation to the 51st Second of the Economic and Social Council on July 9, 1971

With these promising growth trends characterising the Indian scene during the last few years the country was poised for a breakthrough in several new directions leading to sustained and substantial progress. Indeed after the General Elections which took place in February this year, my Government was getting ready of a determined attack on our economic and social problems. Our plans for continuing an accelerated tempo of development in the economic and social fields have, however, received a severe jolt due to the tragic turn of events in East Bengal which have resulted in a massive influx of regugees from there into India. The influx still continues unabated and has already reached a phenomenal figure of 6.3 million by the end of June. It is clear that the task of providing food, shelter and medicines to them must receive high priority. Even the token provision of 80 million in our budget for the current year for this purpose has meant an additional tax burden of 30 Percent on our people. We are therefore appreciative of the sympathetic response of the world community in sharing this burden with us and the efforts of the UN system to channel this assistance. However, much still remains to be done to cope with the gigantic relief needs of the ever increasing number of refugees. At the same time, relief efforts, even on an expanded and accelerated scale, could at best be only a temporary palliative. The real and truely humanitarian solution, as the international community has come to recognise and accept, lies in stopping the flow of refugees and in expenditing their return to their homeland, in conditions which would assure them full freedom and secrurity and create in them confidence and faith for the future.

My delegation is grateful for the initiative taken by Yugoslavia and New Zealand in asking for a discussion on this item during the current session of the Council and the support expressed in their statements by the delegations of the Soviet Union, U.K. Hungary, Norway, and others. We await with interest the statement which the U N. High Commissioner for Refugees is expected to make before the Council next week. We are confident that the discussion will highlight the need to mobilise further assistance on a substantial scale to meet the pressing relief needs of these unfortunate refugees and focus attention also on the urgency of their speedy and voluntary repatriation. We do hope the ECOSOC during its deliberations will consider the problem in its overall perspective and endorse a viable and lasting solution.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রতিরক্ষা বাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে হবে: প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বক্তৃতা।	দৈনিক 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড	২০ জুলাই, ১৯৭১।

"MISCHIEVOUS ATTACK" BY PINDI—says J. Ram

"The Times of India" News Service

BOMBAY, July 19.—The Defence Minister, Mr Jagjivan Ram, said here yesterday that Pakistan was committing a "mischievous aggression" by driving out millions of people from Bangla Desh.

He was addressing officers and sailors of the Western Naval Command on board the INS "Vikrant".

PTI adds: The event in Bangla Desh had added an urgency to the task of the country's defence preparedness which, of course, did not brook any let-up in view of the continuing threat to our security from Pakistan and China. The Minister said the people had full confidence in the ability of the armed forces. The country's long coast line was safe in the hands of the Navy.

Mr Jagjivan Ram pointed out that India was looking after the freedom fighters who had come from Bangla Desh. But they would go back only to a free and democratic Bangla Desh of Mujibur Rahman. He was confident that the Mukti Fauj would ultimately succeed in establishing a free Bangla Desh.

Mr Ram said our Border Security Force was dealing with Pakistani intrusions on the eastern region.

The Minister was welcomed by Vice-Admiral S. N. KOhli FOC-in-C, Western Command.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘের মহাসচিবের সহকারীকে প্রদত্ত ভারতের জবাব।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২ আগস্ট, ১৯৭১

India's Reply to U.N. Secretary-General's Aide Memoire, delivered on August 2, 1971.

Government of India share the view of the Secretary-General that the repatriation of the refugees from East Pakistan, now in India, is a matter of utmost concern and urgency. Of even greater concern and urgency is the need to stop military atrocities in East Pakistan and the consequent daily flow of refugees into India at the rate of 40,000 to 50,000 a day. The refugees already in India are unlikely to return as long as this further exodus continues. Government of India have noted with infinite dismay and grave concern that far from encouraging return of refugees or stopping or reducing the further flow of refugees from East Pakistan to India, their number has increased by nearly four million since President Yahya Khan made his statement on the 25th May that he would agree to allow these Pakistani citizens to return to their own country.

2. The root cause of the inflow of over seven million refugees into India and the daily exodus that still continues can only be explained by the total absence of such conditions in East Pakistan as would encourage or enable the refugees to return to their homes. The chaos and the systematic military repression and the decimation of the Bengali-speaking people in East Pakistan continue unabated, as indeed is clear to any objective reader of the international Press. This has been further corroborated by the recent reports of the World Bank and the public statements made by independent foreign observers who have visited East Pakistan and heard the tables of woe from refugees themselves in their camps in India.

3. The burden on the Government of India in looking after millions of refugees, whose number is still increasing every day, has been recognised by all. It has equally been recognised that in Pakistan efforts to cope with the results of two successive disasters, one of them natural and the other man-made, are increasingly hampered by the lack of substantial progress towards political reconciliation and consequent effect on law and order and public administration in East Pakistan. An improved political atmosphere in East Pakistan is an indispendable pre-requisite for the return of the refugees from India. The conflict between the pirinciples of territorial integrity of States and self determination is particularly relevant in the sitution prevailing in East Pakistan where the majority of the populaion is being suppressed by a minority military regime which has refused to recognise the results of the elections held by them only in December last year and had launched a campaign of massacre, genocide and cultural suppression of an ethnic group, comprising 75 million people. Unless this basic cause for the influx of refugees into India is removed all attempts to solve this problem by unrealistic experiments are bound to fail. Not only will they faill but they will tend to divert attention from the main issue and so encourage the continuation of military repression undertaken in so wide and horrifying a manner as in East Bengal.

4. Prince Sadruddin told the Prime Minister of India in New Delhi some time ago that the process and organisation of repartiation would be hampered posting a number of personnel drawn from different parts of the world, speak various languages with diverse backgrounds and following an assortment of techniques. UNHCR made no suggestion in the ECOSOC meeting held in Geneva on 16th July that the establishment of a limited representation of High Commissioner for Refugees on both sides of the border would in any way encourage the return of refugees to their homes in East Pakistan.

5. In these circumstances, the Government of India are unable to understand what purpose the posting of a few men on the Indian side of the border will fulfil. Our conviction is that they can in no way help or encourage the refugees to return home and face indiscriminate and deliberate massacre by the West Pakistan military authorities. By attempting to subdue, through brute force, 75 milliom people of East Pakistan and by refusing to recognise political, economic, social and administrative realities of the situation prevailing there, Pakistan Government has not only made it impossible for the refugees already in India to return, but is deliberately forcing further inflow of refugees into India.

6. India has no desire to prevent the refugees from returing to their homeland indeed we are most anxious that they should go back as soon as possible and as a first step, conditions must be created in East Pakistan to prevent the further arrival of refugees into India. In this context, the Secretary-General must have been the report and statement of 30th June by the UNHCR refuting Pakistani allegation that India is obstructing the return of refugees. Prince Sadruddin is further reported to have said there was absolutely no evidence for the host Gvovernment having obstructed the refugees if they wanted to go. Again in Paris on 10th July the Prince in reply to a question said that it would not be logical to say that India was in any way holding back their return. On July 19, at Kathmandu, two volunteers of the British organisation "Woron Want" described as "rubbish" Pakistani allegation that India was holding refugees and preventing their return. At Calcutta on July 22, Mr. Manfred Cross, an Australian MP, described as "impossible" the Pakistani propaganda that refugees are being prevented in returning to Bangla Desh. Hon'ble Mr. Cornelius E. Gallagher Member of the US House of Representatives, made a statement on the 10th of July in the House stating that "the response of the Indian Government to the crisis created by the action of the Government of Pakistan has been magnificent. They have demonstrated almost unbelievable restraint in view of the provocative effects of the army's brutal sweep, and they have shown inspiring compassion to the refugees. If it can ever be said that any Government is truly moral and humanitarin, the Government of Prime Minister Indira Gandhi has earned that distinction in the week; since the first refugee crossed her border. The sheer number of refugees is irrefutable evidence of the brutal policies pursued by the Government of Pakistan to crush the people who won the election. Based on interviews I conducted with a cross-section of the refugees, I now believe that a calculated attempt to crush the intellectual life of the Bengali community occurred because of mass killings of professors, students, and everyone of any distinction by the army. This, in my judgment, gives credence to the charge of genocide". Apart from these and many other statements of this nature, not even a single responsible and reputable report has ever indicated that the return of refugees or their continued inflow is due to any other cause except the intolerable and tragic conditions prevailing in East Bengal.

7. In this background, Government of India must express their total opposition to the suggestion for the induction of a "limited representation of the High Commissioner for Refugees on both sides" and must categorically state that they resent any insinuation that they are preventing the refugees from returning to East Bengal. They allowed them to enter India putiely on humanitarian grounds in spite of the most serious impact on her social, political and economic structure. Government of India are anxious that they return as soon as possible. The presence of the United Nations or UNHCR representatives cannot help in this. On the otherhand, it would only provide a facade of action to divert world attention from the root cause of the problem which is the continuation of military atrocities, leading to further influx of refugees and absence of political settlement acceptable to the people of East Pakistan and their already elected leaders.

8. The UNHCR has a fairly strong team of senior officers located in Delhi and they have been give every facility to visit refugee camps. In fact, Mr. Thomas Jaimcson, Director of Operations of the UNHCR who is the Chief Representative of the UNHCR's office in India has recently returned from a second tour of the refugee camps. He was allowed access to all the refugee camps and was given facilities to visit these camps including those in the border areas. Apart from this, 1,000 foreign observers have visited these refugee camps and most of them have publicly stated that the refugees have taken shelter in India from the minitary operation in Bangla Dest and are not willing to return unless suitable conditions are created ensuring their safe return through a political statement with the Sheik Mujibur Rahman, the acknowledged leader of East Pakistan and his already elected colleagues. In the light of the information available to Government of India and to the interested Government add organisation they have painfully come to the enclusion that the same is past when international community can continue to stand by, watching the situation deteriorate and merely hoping that the relief programmes, humanitarian efforts, posting of a few people here and there, and good intentions would be enough to turn the tide of human misery and potential disaster.

9. While, therefore, the Government of India have no wish to lend their support to any proposal which will deflect attention from the basic problem or diffuse concern from the fate of the unfortunate refugees, they would welcome any action by the United Nations which would ensure and guarantee, under adequate international supervision, that the refugees lands, houses and property will be returned to them in East Pakistan and that conditions are created there to ensure the sale return under credible international guarantees without threat of reprisal or other measures of represession from the military authorities of West Pakistan. It is painful to note that even the handful of refugees who ventured to return to East Bengal have not only been not allowed to go back to their homes and villages but have been subjected to endless indignities and inequities and even made to do forced labour and face many other difficulties. Government of India should like to draw the Secretary-General's attention in this context to the New York Times report and photographs published on the 27th July, 1971. In these circumstances it is unrealistic to hope that the ecircumstances will begin to be changed by the posting of any personnel on the Indian side of the border. The Government of India cannot support such a facade of action in the full knowledge that it is unrealistic, helpful and even dangerous. They find, therefore, the proposal totally unacceptable.

10. The crux of the problem is the situation inside East Bengal where an army from a distant territory is exercising control by sheer force and brutality. If the international community is serious about the need for return of refugees to East Bengal the first step that has to be taken is to restore conditions of normalcy inside East Pakistan through a political settlement acceptable to the people of East Bengal and their already elected leaders., and take such internationally credible measures as would assure the refugees their safe return without reprisals, etc.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারত এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে স্বাক্ষরিত বিশ বৎসর মেয়াদী 'শান্তি, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা' চুক্তির বিস্তারিত বিবরণ।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	৯ আগস্ট ১৯৭১।

TREATY OF PEACE, FRIENDSHIP AND CO-OPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA AND THE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS SIGNED ON AUGUST 9.

Desirous of expanding and consolidating the existing relations of sincere friendship between them.

Believing that further development of friendship and co-operation meets the basic national interests of both States as well as the interests of lasting peace in Asia and the World.

Determined to promote the consolidation of universal peace and security and to make steadfast efforts for the relaxation of international tensions and final elimination of the remnants of colonialism.

Upholding their firm faith in the principles of peaceful coexistence and co-operation between States with different political and social systems.

Convinced that in the world today international problems can only be solved by co-operation and not by conflict.

Reaffirming their determination to abide by the purposes and the principles of the United Nations Charter.

The Republic of India on one side and the Union of Soviet Socialist Republics on the other side, have decided to conclude the present Treaty, for which purpose the following plenipotentiaries have been appointed :

On behalf of the Republic of India:

Sardar Swaran Singh, Minister of External Affairs.

On behalf of the Union of Soviet Socialist Republics:

Mr. A. Gromyko, Minister of Foreign Affairs, who having each presented their credentials, which are found to be in proper form and due order, have agreed as follows:

Article 1: The High Contracting Parties solemnly declare that enduring peace and friendship shall prevail between the two countries and their peoples. Each Party shall respect the independence, sovereignty and territorial integrity of the other Party and refrain from interfering in the other's internal affairs. The High Contracting Parties shall continue to develop and consolidate relations of sincere friendship, good neighbourliness and comprehensive co-operation existing between them on the basis of the afforesaid principles as well as those of equality and mutual benefit.

Article 2: Guided by a desire to contribute in every possible way to ensure an enduring peace and security of their people, the High Contracting Parties declare their determination to continue their efforts to preserve and to strengthen peace in Asia and throughout the world, to halt the arms race and to achieve a general and complete disarmament, including both nuclear and conventional, under effective international control.

Article 3: Guided by their loyalty to the lofty ideal of equality of all peoples and nations, irrespective of race or creed, the High Contracting Parties condemn colonialism and racialism in all forms and manifestations and reaffirm their determination to strive for their final and complete elimination.

The High Contracting Parties shall co-operate with other States to achieve these aims and to support just aspirations of the peoples in their struggle against colonialism and racial domination.

Article 4: The Republic of India respects the peace-loving policy of the Union of Soviet Socialist Republics aimed at strengthening friendship and co-operation with all nations.

The Union of Soviet Socialist Republics respect Indians plolicy on non-alignment and reaffirms that this policy constitutes an important factor in the maintenance of universal peace and international security and in lessening of tensions in the world.

Article 5: Deeply interested in ensuring universal peace and security, attaching great importance to their mutual co-operation in international field for achieving these aims, the High Contracting Parties will maintain regular contacts with each other on major international problems effecting the interests of both States by means of meetings and exchanges of views between their leading statesmen, visits by official delegations and special envoys of the two Governments and through diplomatic channels.

Article 6: Attaching great importance to economic, scientific and technological co-operation between them, the High Contracting Parties will continue to consolidate and expand mutually advantageous and comprehensive co-operation in these fields as well as expand trade, transport and communications between them on the basis of the principles of equality, mutual benefit and most-faoured nation treatment subject to the existing agreements and special arrangements with contiguous countries as specified in the Indo-Soviet Trade Agreement of December 26, 1970.

Article 7: The High Contracting Parties shall promote further development of ties and contacts between them in the fields of science, art, literature, education public health, press, radio, television, cinema, tourism and sports.

Article 8: In accordance with the traditional friendship established between the two countries, each of the High Contracting Parties solemnly declares that it shall not enter into participate in any military alliance directed against the other Party.

Each High Contracting Party underakes to abstain from any aggression against other Party and to prevent the use of its territory for the commission of any act which might inflict military damage on the other High Contracting Party.

Article 9: Each High Contracting Party undertakes to abstain from providing any assistance to any third party that engages in armed conflict with other Party. In the event of either Party being subjected to an attack or a threat thereof, the High Contracting Parties shall immediately enter into mutual consultations in order to remove such a threat and to take appropriate effective measures to ensure peace and security of their countries.

Article 10: Each High Contracting Party solemnly declares that it shall not enter into any obligation secret or public with one or more States which is incompatible with this treaty. Each High Contracting Party further declares that no obligation exists nor shall any obligation be entered into between itself and any other State or States which might cause military damage to the other Party.

Aticle 11: This Treaty is concluded for a duration of twenty years and will be automatically extended for each successive period of five years unless either High Contracting Party declares its desire to terminate it by giving a notice to the other High Contracting Party twelve months prior to expiration of Treaty. The Treaty will be subject to ratification and will come into force on the date of exchange of Instruments of Ratification which will take place in Moscow within one month of the signing of this Treaty.

Article 12: Any difference of interpretation of any Article or Articles of this Treaty, which may arise between the High Contracting Parties, will be settled bilaterally by peaceful means in a spirit of mutual respect and understanding.

The said plenipotentiaries have signed the present Treaty in Hindi, Russian and English, all texts being equally authentic and have affixed thereto their seals.

DONE in New Delhi on 9th Day of August in the year 1971.

On behalf of the Republic of India signed Swaran Singh, Minister of External Affairs.

On behalf of the Union of Soviet Socialist Republics signed A. Gromyko, Minister of Foreign Affairs.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নয়াদিল্লীর ইন্ডিয়া গেটে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণ।	ভারতের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় প্রকাশিত 'দি ইয়ার্স অফ এনডীভার'।	৯ আগস্ট, ১৯৭১।

MEETING THE CRISIS

Parliament began its session on March 19 and some events, which happened on March 25 and 26 beyond our frontiers in Bangladesh shocked the world. The people of Bangladesh are fighting for the same objective for which you and I carried on a long struggle in our country.

The events in Bangladesh have created a crisis. Over 73 lakhs of people have taken shelter in India to escape massacre by the Pakistan Army. We had not invited them. How could we do that ? We have shortage of many things in our own land. So, how could we invite them to come and increase the want and sufferings of our own people. It was no fault of ours that they came. They left their land to escape from the calamity that has befallen them. Even those who had nothing to do with politics were being massacred. Their houses were set on fire and all sorts of atrocities were committed on them.

If anyone among you goes to the camps where they have been lodged and sees their plight, he would never say that the Government or the people of India do not want them to go back. No human being can stand in mud and water all day and night with a child in his lap, because there is no dry place to sit, if he can go back to his homeland and find a resting place there. The refugees are prepared to suffer all this here because on their own land they were victims of barbarous atrocities. We are trying our best to give succour to these suffering millions. We told them and we told the world as well that we can keep them only for a short period. No country can afford to absorb or keep such a large mass of people from another country. It is not possible for us also to do so and we shall never agree to it. We have clearly told the world community about it.

You are well aware that we do what we say. But there are some who believe that to raise slogans is enough. Those who always rediculed Satyagraha have come forward to offer Satyagraha on the Bangladesh issue. Their present Satyagrapha has no meaning because those offering themselves for it know that they would be released in a couple of hours. The true Satyagraha. was during the freedom stuggle when the Satyagrahis did not know if they would have to remain in prison for seven years or even ten years. That was the occasion for Satyagrapha. But those now offering Satyagrapha made a mockery of it then. The object of Satyagrapha is to secure recognition for Bangladesh. We have never said that we shall not recognise Bangladesh. But Government would take steps only after carefully studying all aspects of the question. It has to be assessed if such a step would help solve the Bangladesh crisis and strengthen our own nation. This would be the test of our

*Free translation of speech in Hindi at a public meeting at India Gate, New Delhi, August 9, 1971.

decision. Recogniston by itself would not be an act of great bravery. We know that such a decision would be greeted by our poeple. But we have to think how it will affect the people living in want and misery not only in our land but in Bangadesh as well. I can assure you that Government will carry out the promises made. Government will always take such steps as will benefit crores of our own people and those of Bangladesh.

An objection may be made why I talk of the good of the people of another country. But you must be aware how greatly the events there have affected us and will affect us in future as well.

Even the biggest and the richest country in the world today will not welcome such a huge influx of refugees and will not be prepared to give them succour. We, who are among the poorest nations of the world, have taken up this burden, fully realising its implications. We have done this because the only way to stop the influx of refugees was to shoot them when they entered our borders or to tell them that this would be done. There was no other way of stopping the influx of people in such large numbers. There is another aspect to this problem. Shall we stop people from coming to us knowing fully well that they would be massacred in their homeland ? This has not been our tradition. India has always kept its doors open for people in distress whatever the difficulties we might have to face. We gave them whatever help we could. Even today, our people are prepared to make sacrifices to save the lives of those who have sought shelter with us. But just now, we are not able to do much for them.

We certainly want help from outside and we have been receiving some. But we must all understand an important issue which I have stressed wherever I have addressed people in this country. It is that we must stand on our own legs and not rely on others. Whatever the hardships, we must bear them ourselves even if no one comes to our help. The question is not if we have friends or whether anybody will help us. Of course, we shall be grateful to those who offer us help, but we cannot rely on others.

I am consoious of the great burden on us. As I said earlier, even the biggest and the richest country would totter under such a heavy burden. We also tottered, but we are standing firm and have held our head high because we are consicious that what we are doing is in accordance with our tradition, self-respect and the ideal of good neighbourliness.

The path ahead is hard and difficult. It has been so for years and our difficulties might increase further. But I know that the greater the difficulties the greater will be our courage and strength. We shall show the world that no power on earth can cow down his country despite its poverty, economic backwardness and illiteracy. Many have threat-ned us. Many have brandished their swords. But that is not our way. We do not want to glorify these people by talking about them. But we know that there is no real strength in those who give out such threats. They will try to find an excuse to save temselves. This has been our experience with some nations and some people even in our own land. While the people of Bangladesh are undergoing terrible sufferings, there are some in this country who are attempting to make political gains on the Bangladesh issue. This is somethng very painful. The leader of an opposition party said today that if I did not consider it proper to gave recognition to Bangladesh today, this did not mean that there was unity

of opinion on the issue. I never said that there could not be two opinions. I only said that at this juncture all those who wanted Government to take strong steps must do their best to strengthen the Government. This is not the time for the different political parties to weaken the Government because this results in the world getting a strange picture of this country. One of the objects of our meeting today is to show the world that India does not care for these small political groups, whatever noise they might make. India is united and strong and the Government has the solid backing of the people who are prepared for all sacrifices and hardships. They know that if they stand united, with courage, this would impress not only our neighbours but the world as well. By our strength alone we can inspire courage among the people of Bangladesh. The greatest help we can render them is to let them know that their neighbouring country and its Government are strong and they cannot be forced to change their attitude under any pressure or threat. Our object is to help the people of Bangladesh. At the same time, we cannot ignore our own people who need help. We have to strengthen the whole country and are therefore going ahead with our programmes.

——— ———

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুজিবের বিচারের ব্যাপারে পাকিস্তানের ওপর প্রভাব খাটানোর আবেদন জানিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে প্রেরিত প্রধানমন্ত্রীর বার্তা।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	১০ আগস্ট, ১৯৭১।

PRIME MINISTER MRS. INDIRA GANDHI'S MESSAGE TO HEADS OF GOVERNMENT ON AUGUST 10, 1971

The Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, addressed the following message to Heads of Government on August 10, 1971 :

Government and people of India as well as our Press and Parliament are greatly perturbed by the reported statement of President Yahya Khan that he is going to start secret military trial of Mujibur Rahman without affording him any foreign legal assistance. We apprehend that this so-called trial will be used only as a cover to execute Sheikh Mujibur Rahman. This will aggravate the situation in East Bengal and will create a serious situation in India because of the strong feelings of our people and all political parties. Hence our grave anxiety. We appeal to you to exercise your influence with President Yahya Khan to take a realistic view in the larger interest of the peace and stability of this region.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'মুজিবের বিচার হবে' ঘোষণায় উদ্বেগ প্রকাশ করে জাতিসংঘের মহাসচিবের প্রতি পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বার্তা।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	১০ আগস্ট ১৯৭১

FOREIGN MINISTER SARDAR SWARAN SINGH'S MESSAGE TO U. N. SECRETARY-GENERAL, U. THANT, ON AUGUST 10, 1971.

The Foreign Minister, Mr. Swaran Singh, sent the following message to the UN Secretary-General, U Thant, on August 10, 1971 :

We are distressed and shocked at the announcement made in Rawalpindi that they propose to commence Sheikh Mujibur Rahman's trial from tomorrow. This announcement comes in the wake of the several categorical statements which have lately emanated from President Yahya Khan about Sheikh's culpability in waging war against Pakistan and in having indulged in treasonous activities Sheikh Mujibur Rahman is an outstanding leader of his people, much beloved and much respected. His victory at the polls in December 1970 was perhaps the most magnificent one, in any similar election anywhere in the world, in recent years. Our people, Press, Parliament and Government are all convinced that the problems which have been created for us by Pakistani action in East Bengal will be multiplied ten-fold if the Government of Pakistan do something precipitate and extreme in the context of Sheikh Mujibur Rahman's life and welfare. We would like to appeal to Your Excellency to take urgent steps to request Government of Pakistan not to take this action which is certain to make their difficulties and ours very much worse Anything they do to Mujib now will have grave and perilous consequences.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সফরশেষে প্রকাশিত ভারত-ইন্দোনেশিয়া যুক্ত ইশতেহার।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৫ আগস্ট, ১৯৭১।

India-Indonesia Joint Communique at the conclusion of Foreign Minister Sardar Swaran Singh's visit to Indonesia August 15, 1971.

At the invitation of His Excellency Adam Malik, Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, His Excellency Sardar Swaran Singh, Minister of External Affairs of the Republic of India, paid a visit to Indonesia from the 12th to 15th August, 1971. He was accopmanied by Mr. P.N. Menon, Secretary to the Government of India, Ministry of External Affairs, Mr. R.D. Sathe, Joint Secretary of the Ministry of External Affairs and Mr. E. Gonsalves, Joint Secretary of the South-East Asia Division of the Ministry of External Affairs.

During his visit, the Minister of External Affairs of India was received by His Excellency President Soeharto. He had talks with His Excellency General A.H. Nasution, Chairman of the Provisional People's Consultative Assembly, His Excellency Adam Malik, Minister for Foreign Affairs, and His Excellency Dr. Sjarif Thayeb, Deputy Speaker of Parliament. At these talks, the Minister of External Affairs of India was assisted by members of his delegation and by His Excellency N.B. Menon, Ambassador of India to Indonesia.

The Minister for Foreign Affairs of Indonesia was assisted by Mr. R.B.I.N. Djajadiningrat, Director-General for Political Affairs of the Department of Foreign Affairs, Mr. Ismael Thajeb, Director-General for External Economic Affairs of the Department of Foreign Affairs, Mr. Her Tashing, Director-General for Security and Communication of the Department of Foreign Affairs, Mr. A.B. Lubis, Director of the Foreign Minister's Cabinet, and Mr. Nurmathias, Director for Asian and Pacific Affairs of the Department of Foreign Affairs.

Discussions between the two Foreign Ministers were held in an atmosphere of cordiality and understanding, and covered a wide range of subjects of common interest and various recent developments in international affairs. Among the subjects, on which there was a mutual exchange of views, were the situation in South-East Asia, the Indian Ocean, co-operation among non-aligned nations, the recent Treaty of Peace, Friendship and Co-operation concluded between India and the Soviet Union, and regional economic co-operation.

In discussing the problems of the region, both sides re-affirmed their belief in the policy of non-alignment as an important factor in the maintenance of universal peace and international security, and in the lessening of tensions in the world. This is particularly appropriate in the present conditions prevailing in Asia where the people of each country should be left to determine their destiny free from outside interference. They recognise the need for consolidating the sovereignty and independence of all non-aligned nations in this region in the spirit of the Declaration of the Lusaka Summit. They re-affirmed their belief that recent developments in Asia had made it necessary for those countries of South and South Asia following a policy of non-alignment to strengthen their ties by mutual consultation and agreement directed towards creating a climate

for peace, security and stability. It was also desirable for all non-aligned countries to continue to meet frequent to further the policies laid down at the Lusaka Summit.

The two Foreign Ministers discuss the situation arising out of the flow of refugees into India from East Pakistan and expressed concern at the taragic event which had led to this situation. They agreed on the urgent need to work for the creation of such conditions as would be conductive to the return of the refugees to their homes.

The Minister of External Affairs of India conveyed the appreciation of the Prime Minister of India for the message received from the President of Indonesia in this connection, expressing his abiding concern over the humanitarian problem involved, and conveying that the Government of Indonesia will spare no effort to assist whenever possible in the attainment of peaceful and stable conditions in this part of the world.

They affirmed the view already expressed at previous meetings that the problems of Indo-China could only be resolved through a peaceful political settlement through negotiations which will enable the people of those States to decide their future free from foreign interference.

In reviewing the bilateral relations between the two countries, both Foreign Ministers emphasised the need to make continuous efforts to promote the existing good relations between the two countries in various fields.

The two Ministers also reviewed bilateral co-operation within the framework of the Cultural and Educational Agreement of 1955. They noted with satisfaction the increased exchanges that have taken place during the past two years, and agreed to continue efforts to expand the scope of mutually beneficial co-operation in the fields of education, science, technology and culture.

The two Foreign Ministers noted with pleasure the increasing bilateral exchanges between the leaders of the two countries in a great variety of fileds, and felt that this development should continue to grow so that the relations between the two countries would grow ever deeper and stronger. In this connection, they reviewed the programmes for economic and cultural co-operation between the two countries. The two Foreign Ministers discussed arrangements to identify areas of economic and technical co-operation, for the promotion of trade and development of joint industrial ventures.

The Foreign Ministers re-affirmed the need to intensify the concrete steps being taken towards achieving the goal of regional economic co-operation. In this connection, they paid tribute to the initiatives being taken by the Asian Council of Ministers of ECAFE.

The Foreign Ministers recognised the need to intensify co-operation in all fields of economic and social activity at international forums, on the basis of the principles and conclusions of the First and Second United Nations Conference on Trade and Development, the provisions of the Charter of Algiers, and the objectives of the Second United Nations Development Decade.

The Foreign Minister of India expressed his sincere thanks and appreciation to the warm welcome and cordial hospitality accorded to him and his party during his visit to Indonesia. He extended an invitation to the Foreign Minister of Indonesia to visit India.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বিশ্বশান্তি পরিষদের মহাসচিবের সাথে প্রধান মন্ত্রীর সাক্ষাৎকার।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	৩০ আগষ্ট, ১৯৭১।

Prime Minister Indira Gandhi's interview with the Secretary-General, World Peace Council, published on August 30, 1971

Following is the text of World Peace Council Secretary-General Ramesh Chandra's interview with Prime Minister Indira Gandhi:

Q.—Madam, the Indo-Soviet Treaty has been acclaimed by the overwhelming majority of the people of India. What would you say could be the reason for this near unanimous welcome.

A.—Friendship between India and the Soviet Union has grown in many directions over the years. In the international arena, we have both worked for peace and have opposed racialism and colonialism. The Soviet Union has helped our programmes for the achievement of self-reliance through developing heavy industry.

International relations have entered an era of rapid change, range and direction of which is not predictable. Nations are seeking new ties and are cutting across old rigidities. This is a welcome trend. But some countries are taking advantage of these changes to embark upon opportunistic adventures.

We are convinced that the present Treaty will discourage such adventurism on the part of countries which have shown a pathological hostility towards us. Our people look upon the Soviet Union as a friend. That is why the Treaty has received such widespread acclaim in our country.

Q.—What would be its impact on the climate for peace in this part of the world, particutarly with reference to the liberation struggle of the people of the Bangla Desh ?

A.—To begin with the second part of your question, the struggle in Bangla Desh is between the 75 million people on the one side and the vindictive, cruel and autocratic military regime of Islamabad on the other. The people of Bangla Desh are united in the fight for their just demands. But we know that resentment against military rule is increasing among the people of West Pakistan also, whether they belong to Baluchistan, N.W.F.P. for even the favoured provinces of Sind and Punjab.

Our people, Parliament and Government have extended full sympathy and support to the people of Bangla Desh. We have no quarrel with the people of West Pakistan. The problem is not an Indo-Pakistan one.

The military regime in Islamabad is isolated from its people and is waging war against them. That is why it seeks to divert the attention of the people of Pakistan, as well as of the rest of the world, from the agony of Bangla Desh. by attempting to give an Indo-Pakistan complexion to the problem. The threat of war might be an act of desperation, but how can we fail to take note of it?. However, we feel that the Treaty will act as a deterrent against any rash adventurism on the part of Islamabad.

But peace does not mean merely the absence of hostilities, nor can there be peace while oppression and injustice prevails. Peace must be based on the fulfilment of the just aspirations of the people.

Q.—You have rightly said that the Treaty is not a departure from the concept of non-alignment, but that it actually strengthens the forces of non-alignment all over the world. Would you kindly elaborate this statement ?

Ans.—While staying out of power blocs, we have sought the friendship of governments of different persuasions. Peaceful co-existence and conviction that war should be ruled out as a means of settling issues, have been basic guiding principles of our policy. Simultaneously, we have also opposed colonialism and racialism. Many other nations of Asia and Africa have pursued a similar policy. The Soviet Union has extended unreserved respect and support to our policy of non-alignment. This has been incorporated in the Treaty itself.

The word 'non-alignment' has been misinterpreted: that is why such doubts arise. The Treaty does not compromise our non-aligned position.

The national interest of non-aligned countries has to be safeguarded from threats of military adventurism. Security must be achieved in a manner which eschews hagemony or confrontation and ensures lasting peace. This is precisely what the Indo-Soviet Treaty of Friendship, Peace and Co-operation does

Q.—What is your estimate of the prospects for Peace in South-East Asia and West Asia ?

Ans.—Peace in South-East Asia depends on the soluton of the problem of Vietnam, Laos and Cambodia. All these three are now inter-related. However, a settlement has to be reached in South Vietnam. There is increasing recognition of the fact that there is no military solution. Recently, the Provisional Revolutionary Government of South Vietnam made certain proposals. The crucial point there is that of the withdrawal of foreign forces, and more specially of American forces. I have no doubt that if this withdrawal is made within a certain fixed time-frame, then South Vietnam could be left to work out its future without military or political interference from outside. Sooner or later, the Vietnam problem will have to be settled along these lines.

There is at present a settlemant in West Asia. However, potentially the situation is dangerous. The greater the delay in finding a solution, the more difficult the problem will become. The directions in which a solution has to be sought are laid down in the U.N. Security Council Resolution of 1967. President Anwar Sadat has made a series of proposal . In our view, they deserve careful consideration.

Q.—The Treaty refers to colonialism, racialism and disarmament. In what way do you think it makes a contribution on the anti-colonialism and anti-racial movement and to progress towards disarmament?

Ans.—The Treaty reiterates both Government's desire to continue the struggle against all forms of colonialism and racialism. Similarly, we shall continue to work for disarmament. The reiteration of the solemn determination of the two countries should strengthen the movements for peace and justice.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নেপালে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সফরশেষে প্রকাশিত ইন্দো-নেপাল যুক্ত ইশতেহার।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।

INDO-NEPAL JOINT COMMUNIQUE AT THE CONCLUSION OF FOREIGN MINISTER SARDAR SWARAN SINGH'S VISIT TO NEPAL SEPTEMBER 5, 1971

The Foreign Minister of India, Sardar Swaran Singh, paid a goodwill visit to Nepal from 3rd September to 5th September, 1971, at the invitation of His Majesty's Government of Nepal. He was accompanied by Shri P. N. Menon, Secretary, Ministry of External Affairs, Shri Thomas Abraham, Joint Secretary, Ministry of External Affairs and Shri S. Venkataraman, Under Secretary, Ministry of External Affairs.

During his visit the Minister of External Affairs of India had an audience with His Majesty the King of Nepal. He had talks with the Rt. Honourable Shri Kirti Nidhi Bista, Prime Minister and Minister for Foreign Affairs, His Majecty's Government of Nepal, and also paid a courtesy call on the Honourable Shri Gyandendra Bahadur Karki, Minister of Education, Land Reform, Food, Agriculture and Forest.

The Ambassador of India in Kathmandu, His Excellency Shri L. P. Singh, and the Royal Nepalese Ambassador in New Delhi, His Excellency Sardar Bhim Bahadur Pande, Shri B. R. Bhandary, Foreign Secretary, His Majesty's Government of Nepal, and Shri P. N. Menon, Secretary, Ministry of External Affairs, Government of India, assisted the Ministers during these talks.

The Prime Minister and Foreign Minister discussed in depth and perspective the relations between India and Nepal in various fields. They reiterated their mutual respect for, and interest in, each other's sovereignity, independence and territorial integrity, and the principle of non-interference in internal affairs. They emphasised the age-old close links between the two countries and peoples in various fields, and stressed the need to further strengthen them to their mutual benefit.

The Minister of External Affairs of India appreciated the all-round progress made by Nepal under the wise guidance of His Majesty the King.

His Excellency the Prime Minister of Neapl expressed appreciation of His Majesty's Government for the assistance given by the Government of India to Nepal and expressed the hope that this co-operation would continue. The Foreign Minister of India assured the Prime Minister of Nepal that the Government of India would continue their efforts to widen the areas of co-operation between the two countries.

The 5two Ministers expressed satisfaction over the recently concluded Treaty of Trade and Transit, and expressed the hope that this Treat would help Nepal to implement repidly its policy of industrialisation and diversification of her trade.

The Prime Minister of Nepal and the Minister of External Affairs of India discussed in international situation and reiterated their continued adherence to the policy of non-alignment as an important factor in the maintenance of universal peace and international security and the lessening to tensions in the world.

The Prime Minister of Nepal noted the social and economic implications to India as a result of facing the problem of millions of refugees from East Pakistan. The two Ministers agreed on the urgent need for the creation of conditions for their return of the refugees to their homes.

The Foreign Minister of India thanked the Prime Minister of Nepal for the hospitality and courtesies extended to him and his party during their stay in Kathmandu. On behalf of the Prime Minister of India, Shrimati Indira Gandhi, he extended a cordial invitation to His Excellency the Prime Minister of Nepal to visit India as soon as conventient, which has been accepted.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ প্রশ্নে নিরপেক্ষ দেশগুলির প্রতি ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান: রাষ্ট্রসংঘে পররাষ্ট্র সচিবের বিবৃতি।	দৈনিক আনন্দবাজার।	১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।

বাংলাদেশের ব্যাপারে নিরপেক্ষ দেশগুলিকে সোচ্চার হতে হবেঃ

রাষ্ট্রপুঞ্জে শ্রী টি এন কল

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ১৭ সেপ্টেম্বর—ভারতের পররাষ্ট্র সচিব শ্রী টি এন কল রাষ্ট্রপুঞ্জে নিরপেক্ষ গোষ্ঠীকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, বাংলাদেশে শোচনীয় মানবিক বিপর্যয় সম্পর্কে যদি এই গোষ্ঠী সুস্পষ্ট মতামত জানাতে না পারেন তাহলে ঐসব নিরপেক্ষ দেশের মন্ত্রী সম্মেলনে ভারত যোগদান করতে পারে নাও করতে পারে। আগামী সপ্তাহে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গোষ্ঠীর মন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

গতকালের সভায় এক জোরালো বক্তৃতায় শ্রী কল বলেন, নিরপেক্ষ দেশগুলি যদি বাস্তব অবস্থাকে উপেক্ষা করে এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধানের জন্য প্রস্তাব দেবারও সাহস না দেখাতে পারে তা হলে সারা বিশ্বের কাছে তারা নিন্দিত হবে ও নিরপেক্ষতার মৌল ধারণাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

আজ রাত্রে নিরপেক্ষ দেশগুলির দ্বিতীয় অধিবেশন বসার বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারতের কঠোর মনোভাব জানাবার জন্য পররাষ্ট্র সচিব এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

নিরপেক্ষ গোষ্ঠীর প্রস্তাবিত যুক্ত ইস্তাহারে বাংলাদেশ সমস্যার "রাজনৈতিক মীমাংসার" কথা বাদ দেওয়া উচিত বলে মরক্কোর প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন। এরপরই শ্রী কল বক্তৃতা প্রসঙ্গে ওই কথা বলেন। অবশ্য মরক্কোর ওই প্রতিনিধি বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের দেখাশুনা করার ব্যাপারে ভারত যে বিপুল দায় নিয়েছে তার জন্য সহানুভূতি জানান।

নাইজেরিয়া মরক্কোর এই বক্তব্য সমর্থন করে।

আলজিরিয় প্রতিনিধি ভারতের প্রতি তাঁর দেশের সৌহার্দ্য প্রকাশ করেন এবং শরণার্থী সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। এশিয়ার দুটি বিরাট দেশ পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হবে সেজন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে এর মীমাংসার জন্য নিরপেক্ষ দেশগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে।

রাষ্ট্রপুঞ্জে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রী আগা শাহী এর আগে ভারত ছাড়া অন্যান্য সব নিরপেক্ষ দেশগুলির কাছে এক পত্রে বলেছেন যে, খসড়া ইস্তাহারে বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের কথা যেন না থাকে। কেননা, তাঁর মতে এটা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার।

নিরপেক্ষ দেশগুলির আলোচনাচক্রে বাংলাদেশের বিষয়ে আলোচনার চেষ্টা হওয়ায় রাষ্ট্রপুঞ্জে পাকিস্তানের প্রাক্তন সহকারী প্রতিনিধি এবং বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতিনিধি শ্রী এস এ করিম স্বাগত জানান। শ্রী করিম তাঁর পত্রে বলেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানের

ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণ মুক্তিসংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। পরতুগালের বিরুদ্ধে এঙ্গোলা ও মোজাম্বিকের জনগণের সংগ্রাম থেকে এ সংগ্রাম পৃথক নয়। পাকিস্তানের মত তারাও আঞ্চলিক সংহতির নামে ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখার চেষ্টা করছে।

শ্রী কলের সোজা ভাষায় বক্তৃতার পর সভাপতি ও জাম্বিয়ার স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রীভারনন জনসন সোয়াংগা যুক্ত ইস্তাহারে বাংলাদেশ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে ঐকামত স্থাপনে তাঁর প্রভাব বিস্তার করেন।

বাংলাদেশ সমস্যা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার শ্রী কল এটা মানতে নারাজ। তিনি বলেন, এটা আভ্যন্তরীণ সমস্যা নয়, আন্তর্জাতিক সমস্যা। তিনি বলেন, সেক্রেটারী জেনারেল উ থানট গত ১৪ সেপ্টেম্বর তাঁর সাংবাদিক বৈঠকে বলেছিলেন যে, বাংলাদেশের মৌল সমস্যাই হল রাজনৈতিক।

শ্রী কল বলেন, নিরপেক্ষ গোষ্ঠীর একই নীতি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের জন্য ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রয়োগ করা উচিত নয়। তিনি বলেন, ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং প্যালেসটেনিয়ান শরণার্থীদের নিজেদের দেশে প্রত্যাবর্তনের অধিকার সমর্থন করে এসেছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেই একই নীতি প্রযোজ্য হওয়া উচিত। অথচ এই বাংলাদেশের ঘটনা ইতিহাসে অভূতপূর্ব। ৯ মাসে ৯০ লক্ষ শরণার্থীর আগমন ইতিহাসের কোন সময় ঘটেছে কিনা সন্দেহ।

বক্তৃতার উপসংহারে শ্রী কল বলেন, ১০ ডিভিশন পাক সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি লোককে কখনই চেপে রাখতে পারবে না।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের যুদ্ধের হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বিবৃতি।	দৈনিক 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া'	১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।

YAHYA WILL BE FORCED TO YIELD, SAYS J. RAM.

NEW DELHI, September 18.

The Defence Minister, Mr. Jagjivan Ram, today explained India's concept of a "political solution" of the Bangladesh problem as one that would have the approval of the elected representatives of the war-ravaged land.

"These elected representative have said in unmistakable terms that nothing short of complete independence will satisfy them." Mr. Jagjivan Ram observed while speaking at a discussion on "India's defence preparedness" here today.

The way the Mukti Bahini was making heavy dents into Pakistan army's strategy and morale and the way international public opinion was turning against the military regime of Pakistan, it was possible that President Yahya Khan might be forced to concede this demand.

The Defence Minister said repeated threads of a "total war" against India if the freedom fighters liberated any part of Bangladesh only showed that the Pakistan President was becoming increasingly conscious of the growing strength of Bangali freedom fighters.

These threats he said were utterances of a "much harassed General" who was facing rebellion from the people and even from the army ranks.

He chided the "prophets of doom" who thought that in the event of a war, an unprepared Indin Army would be defeated. On the contrary, "my boys in the Army, the Navy and the Air Force are ready for the orders", he added.

Amidst cheers, the Defence Minister declared that if attacked, "I will not only protect my borders but also thrust the enemy deep down into his terriotory".

Mr. Jagjivan Ram disagreed with a suggestion that in the event of an Indo-Pakistani conflict, the United Nations forces would intervene. He also chided, those who questioned the Government's wisdom in permitting the influx of refugees.—UNI.

৮০

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণের সারাংশ।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।

Extracts from Prime Minister Indira Gandhi's address at the Moscow University, September 29, 1971.

. The efforts of the Indian people are often thwarted by forces beyond our control. Earlier this year in our General Elections, the people of India gave us a mandate for progress We were about to embark upon a new programme of economic advance, when from across our frontiers we had a new kind of invasion ; not of armed men, but of a vast influx of helpless terror-stricken men, women and children from East Bengal—some wounded, some ill and all hungry. More than 9 million people have come in the last six months and they continue to pour in. Has there been a greater migration in histry?

When millions of people are pushed into another's territory, jeopardizing its normal life, its plans for the future, and its very security, it is obvious that peace is in peril. We have shown the greatest forbearance, but it is essential that the basic cause of the crisis be immediately removed by a political solution acceptable to the people concerned. Unfortunately, there is no sign that this is being attempted. It is the world's reponsibility to create without further delay conditions to enable the refugees to return to their homes in safety and dignity .

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ প্রশ্নে পাকিস্তানের সাথে কোনো আলোচনা হবে না : জাতিসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধির ঘোষণা।	দৈনিক 'স্টেটসম্যান'	৭ অক্টোবর, ১৯৭১

NO TALKS WITH PAKISTAN ON BANGLADESH, U.N. Told

U. N. H. Q., Oct. 6—India has firmly rejected any bilateral negotiations on the problem of Bangladesh on the ground that it is entirely of Pakistan's own making, says PTI.

India's permanent representative at the U. N. Mr. Samar Sen, made this clear yesterday in a rejoinder at the General Assembly to counter certain allegations made by the leader of the Pakistani delegation, Mr. Mahmud Ali, in his speech earlier.

Mr Sen said the problem of Bangladesh was one between East and West Pakistan. "We do not wish to come into it", he declared.

"We cannot come into it and we should not come into it. Those who believe that Indian cooperation in this field is necessary, should realize that while cooperation with a neighbour is always to be welcomed, no one can expect India to cooperate with Pakistan in a partnership to continue the massacre, to tolerate the extinction of human rights, to make a mockery of self-determination about which Pakistan never tires of speaking in relation to Kashmir and in perpetraiting massive brutalities".

The Indian External Affairs Minister Mr. Swaran Singh was present, but Mr Sen made the statement on behalf of India.

Mr. Sen denied as baseless the allegation made by Mr. Ali, first at a Press Conference and later in the General Assembly, that India had fired 1,000 shells across the border at Agartala on September 29 and read a telegram received from New Delhi which said that, in fact, it was West Pakistan's armed forces that has been shelling Indian territory and killing the people over the past several weeks.

India had made 400 complaints, the telegram said.

Mr. Sen said the allegation had been made by Mr. Ali in an attempt to justify Pakistan's aggressive action.

In his speech the Pakistani delegate had sought to equate the situation in Bangladesh with that in Kashmir. He alleged that a million refugees had fled Kashmir and charged that India had refused to establish conditions which would enable them to return.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সিমলায় অনুষ্ঠিত সর্ব ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর ভাষণ।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	৮ অক্টোবর, ১৯৭১।

Foreign Minister Sardar Swaran Singh's speech at the All India Congress Committee Session at Simla

October 8, 1971.

I am extremely grateful to the members of the A.I.C.C who have unanimously and whole-heartedly endorsed the Indo-U.S.S.R. Treaty. As ours is a political body, therefore, apart from the general approval and full endorsement, it is necessary for us on an occasion like this to understand clearly the contents of such a far-reaching document and also the various important ideas which have been concretised in this Treaty. I would like to consider this Treaty as comprising four important aspects and elements. First and foremost, it is agreed by the two countries that they will constantly, assiduously and energetically work for elimination of remnents of colonialism and for ending the racist regimes wherever they are. This is a very important joint declaration which is contained in the Treaty. The House is, no doubt, aware that still large portions of the world are under colonial domination and racist regimes. The protuguese colonial rule still pervades in Angola, in Mozambique and in what is called Portuguese Guinea. Racist regimes are still flourishing notwithstanding the unanimous resolution adopted by the United Nations in its various organs--in South Africa, in Namibia and also in Rhodesia. It has always been the ideal of our great Organisation—the Congress—to work for elimination of colonialism and for ending racist regimes. This posture of ours was however not adopted after Independence, but this has been our objective even before Independence, and the Congress organisation always raised their voice in a very effective manner against colonialism and, in fact, the Father of the Nation, Mahatma Ji, started his early political activity in South Africa itself. It is a matter of regret and a matter of misfortune that South Africa still continues to practice apartheid under a racist regime. Determination of two countries like Soviet Union and India to end the remnants of colonialism and racism is an important article which is contained in the Treaty.

Another important concept in the Treaty is the Soviet Union's acceptance of the policy of non-alignment which is being pursued by India. It is surprising that some people, at any rate in the initial stages, did raise a voice of criticism saying that this Treaty compromise India's policy of non-alignment. If a careful scrutiny of this criticism is made, both from inside the country or from certain quarters abroad, it will be clear that generally this criticism has come not from any non-aligned country but from countries which themselves are aligned and are members of military pacts. It is interesting that on India's signing this Treaty of Peace, Friendship and Co-operation with Soviet Union the love for non-alignment should suddenly spring in the hearts of those people who themselves and their countries are members of military pacts and defence pacts. This Treaty in actual terms specifically says that the Soviet Union respects India's policy of non-alignment. Not only that, I think, it was for the first time that in a formal document the Soviet Union accepted the validity of the policy of non-alignment as a major factor for peace and for reducing tensions throughout the

world. So, not only has India's policy of non-alignment been fully safeguarded but the validity of the concept of non-alignment in the context of international affairs is incorporated in Article IV of the Treaty.

I would also like to draw the attention of the House and the country to the relevant clause in the latest communique that was issued at the end of our Prime Minister's visit to Moscow. This concept of non-alignment and India's policy of non-alignment have again been specifically mentioned in the joint communique that was issued at the end of our Prime Minister's visit.

The third important provision of the Treaty relates to the acceptance by the two countries of the desirability of co-operation between the two countries in the scientific field, in the technological field and in various fields for them mutual benefit of two countries. It will be an important provision according to which the advance in science and technology, the advance in latest sophisticated fields of technology, advances in the field of electronics, of other sophisticated fields in which Soviet Union undoubtedly has made tremendous progress, India on the basis of this agreement can fully get the maximum benefit by mutual co-operation which no longer depends upon the exigencies of any particular situation, but is solemnly agreed in the form of Treaty between the two countries, and under these provisions it will be of mutual benefit and, I feel, very much to India's advantage that we can take full and complete advantage for advancing our economy, for advancing our industry, for advancing our scientific know-how and knowledge by drawing freely upon the U.S S R resources which are available to us in this Treaty as a result of the clauses in the Treaty

The fourth important provision about which quite naturally a great deal of popular upsurge has been expressed in the country, is that which could broadly be described as touching upon the security aspect. This provision is contained in three clauses in the Treaty and it is important for us to understand the implications of the security aspect of the Treaty. I would like to say that unlike military pacts or defence pacts, by entering into this Treaty neither of the two countries will get automatically involved if the other party is involved in a military conflict. This is the real difference between this Treaty and the conventional military pact or mutual defence pact. Under those pacts, there is automatic involvement of the other country if one of the countries might be involved in an armed conflict. There is no such provision in this Treaty. There is, however, clear provision about what could be described as non-aggression, that is, neither of the two countries will take any action which might harm the other country. More so, there is further provision that if any of the two countries is engaged in any armed conflict then the other country will not give any help of any type to the country that might be engaged in such a conflict with either of the contracting parties, that is, India and Soviet Union. Now, this is an important provision because in our country from time to time, and quite rightly for reasons of security, doubts were always expressed that if we are engaged in an armed conflict with any other country where is the guarantee that such other country will not continue to get aid not withstandingh the past declarations to the contrary that might have been made by ourselves. Again there has to be an assurance about our getting in a continuous manner whatever supplies we may require for strengthening our defence potential. I would say that both these negative and positive aspects are fully safeguarded in this Treaty. To put it in unimbiguous terms; after conclusion of this Treaty, Soviet Union is not now entitled to make any military supplies of any type of Pakistan nor give any help to Pakistan which might strengthen the military potential of Pakistan. Again, as Chavan Ji

very lucidly explained, there are very important provisions in this Treaty which are vital for our security. But the central key-note in the Treaty is not war and conflict, but to avoid war and to strengthen the forces of peace. In a nutshell, the essence of these security provisions is that when either of these two countries is either attacked or is faced with the threat of an attack, then the two countries will start negotiation with the object of avoiding that threat or to doing away with that aggression, and steps will be taken—"effective steps" are the words used in the Treaty—to ensure that the threat of attack is avoided and attack if any, is prevented or is vacated or done away with. Therefore, these are very important security provisions, in the Treaty, and if I may say the Treaty was concluded at a time when feeling in the country was fully receptive to a concrete step of this type, as it was often said that in moments of test, in moments of trial, who are our friends? It is very interesting that those voices which used to remind us: "where and who are your friends;" they themselves has started picking holes in the Treaty. I would like the country and this great organisation to be reminded of the immediate reaction even from the leaders of parties who are traditionally opposed to the Congress. Even they, as the first reaction to the conclusion of this Treaty, did not have the courage to oppose this Treaty and their spokesmen on the floor of the House did support the Treaty and did not raise any voice of dissent. They did, however, try to raise doubts, but they knew that the feeling in the country in favour of the Treaty is so strong that they would be completely isolated if they attacked the Treaty and therefore they did not have the courage even though they may have different political motivations to oppose the Treaty. Later on, however, I do not know what may be the considerations, uncharitable interpretations can perhaps point out to some wire-pulling, but they did try later on to alter their original stand of support to the Treaty and started in some form or other to offer some voice of criticism. But the more we consider the terms of the Treaty the impact produced in the country and the effect produced in the international community, there is no doubt, and there should be no doubt in the mind of any one, that the Treaty is sound in content, is practical, safeguards our independence and non-alignment, and at the same time it binds us to constructive course of mututal cooperation, safeguarding the sovereignty and indepedence of the contracting parties and at the same time providing enough of safeguards from the security angle, to preserve the sovereignty and security of the two countries, without the automatic involvement of either of the two countries.

Voices—Latest about Bangla Desh ?

As a matter of fact, I am coming to that ... To be able to speak about this important matter, was the main object of my speaking after the resolution on Treaty was adopted. Having said this much about the Treaty, I would now with the President's kind permission, like to say something about my recent visit to several capitals and the United Nations. I will give my assessment of the general feeling amongst the international community about one of the most important issues that confront us, namely the developments in Bangladesh. As you are no doubt aware, in the initial stages there was a tendency to find an easy escape in the various Chanceries and an attitude was generally taken that the question of Bangla Desh is essentially an internal question and an internal matter for Pakistan. But as the genocidal activities of the military authorities gathered in momentum, the forces of oppression were let loose and unleashed against the unarmed civilians and the democrative forces of Bangladesh, this resulted in suppression of human rights and fundamental freedoms and caused such conditions of insecurity that a large volume of forced exodus took place. The situtation which initially was sought to be brushed aside as an internal

development presented a facet which made it obviously a matter of international concern. Slowly but surely, the international community woke up to the fundamental and basic issues involved and there was a great measure of response to the reality of the situation and a growing awareness of the risks involved. In various capitals, as a result of visits of my colleagues and myself, when the situation was explained, the statements—some times joint statements, some times official statements—from a large number of those capitals were issued which pin-pointed the essentials of a situation, namely the humanitarian aspect of the problem and also the necessity, an inescapable necessity of working out a solution which creates conditions for the return of these refugees to their homes and hearths in conditions of safety and in conditions of honour.

Now, if we carefully examine even the trend of the debate in the United Nations General Assembly, it is noteworthy that the Four Big Powers who are permanent members of the Security Council with the right of veto, their spokesmen, their Foreign Ministers, with varying degrees of phraseology, which is not uncommon experience when the same concept is presented, have broadly accepted the essentials of the situation. And the essentials are a continuing forced exodus of helpless people and their being pushed on to the Indian territory, the resultant burden, not only economic but social and political tensions resulting from the presence of these large number of refugees in an area which has always been both economically and politically a sensitive area; and as a necessary corollary to these two, solution can only be found by creation of conditions, in Bangladesh which might facilitate the return of these refugees. We have made it abundantly clear, and I have a feeling that this is now growingly understood and appreciated and in certain cases endorsed by the other countries that the political solution is the solution which will be acceptable to the elected representatives of the people; a solution to be acceptable has to be acceptable to the people of Bangladesh and that people of Bangla Desh have in unmistakable terms expressed their confidence and expressed their reliance upon Sheikh Mujibur Rahman and the Awami League whom they returned with unprecedented electoral victory giving as many as 167 out of 169 seats in the National Assembly. These are the essentials of the situation and amongst the four permanent members of the Security Council -the Soviet Union, United States of America, France as well as Britain -these essentials are broadly accepted and statements to that effect have been made by their representatives in the Security Council. Foreign Ministers of several other countries, particularly those where democratic institutions are functioning, and also the socialist countries' representatives, have also openly made statements endorsing the Indian appreciation of the essentials of the situation.

In the entire world, we should also, while noting these positive factors, be careful about what could broadly be described as negative factors. Let us not forget that a fairly large number of sovereign countries, who are members of the United Nations, have in their countries regimes which are in their content and in their operation not very much different from dictatorial regime of the type that now controls the destiny of Pakistan. This has been an unfortunate experience of the post-colonial era. A large number of countries became independent and the colonial forces were on the run. As a result of this, a large number of countries became independent and free. With varying degrees, they started with democratic establishments, democratic set-ups, democratic ideologies, democratic constitutions. But it is a cruel reality that democracy was unable to take root, whether democracy be of the Presidential type or the Parliamentary type, except in a comparatively smaller number of these countries and, therefore, there

are whispers to this effect that perhaps Yahya Khan committed a mistake in ordering elections. But even they are obliged to admit that having initiated the process of holding the elections, he is now trying to run away from it, and this is a situation in which he cannot run away and the events are bound to overtake him. So, whereas these democratic ideals and our adherence to these, our love for these, and our natural abhorrence when they are violated, appear to be a very normal reaction to us, because we in our country have been fortunate in establishing the roots of democracy in a very solemn and in a very purposeful manner, there are other countries whose experience has not been of the same type as ours and this explains the reticence and reluctance of several other countries who should normally be on our side of the fence when a situation of this type arises.

About the general trend of discussions in the United Nations, I would like to take a positive view and also a negative view. Positive view in this respect is that those countries whose representatives have in their statements supported broadly our assessment of the situation are now hereafter likely to use their influence in a more purposeful manner in bringing about a change in the attitude of the military rulers of Pakistan, and also I would like to say that it is also understood even amongst some of the closest friends of Pakistan who would like to be the helpers of Pakistan that the manner in which President Yahya Khan and his military Generals have tried to tackle the situation, the military method has failed and, therefore, the military method has to be abandoned and a political approach has to be brought about in the interest of the Pakistan regime itself. We have some reliable information to this effect that countries that are traditionally close to Pakistan also have started counselling them that they should abandon, and that the military Generals should abandon their military ways and should try to find a political solution of this problem.

There are other critics here in our own country who have tried to pick holes in our policy. When we say that there should be a political settlement, they say in this respect have we in anyway compromised our stand in relation to Bangladesh ? I would like to clarify this aspect because there is some uninformed criticism on that score. Our position is clear. We say that we will accept whatever is acceptable to those who have already been elected by the people of Bangla Desh and it is for those already elected representatives to arrive at any settlement with Pakistan Military bodies. It can be a settlement on the basis of independence, or of greater autonomy—whatever is acceptable to the elected representatives, the already elected representatives of Bangladesh, is the only way by which the present deteriorating trend can be reversed and conditions can be created in Bangladesh which might facilitate the return of refugees.

I would at this stage also like to say that this is universally accepted and it is also realised—that India is determined to ensure that the refugees will return to Bangladesh and that India will not keep them. In the initial stages, some parallels were drawn to earlier occasions when soon after independence we were faced with the problem of refugees and for a variety of reasons—historical and humane—we did take an attitude based on human considerations and considerations of compassion. For historical reasons, we were prepared to subject ourselves to the strain of looking after millions and millions of refugees. Whatever may have been the earlier history, now after 20 years of independence, any person who is in Pakistan is a Pakistani citizen, is a Bangladesh citizen, or a West Pakistani citizen and that foreign national when he comes to India, if we look after him, it is on human considerations because geography has placed us in

a position where we are the first recipient of this task. But we treat them as first and foremost the responsibility of the international community and if we do anything, it is in discharge of our being responsible members of the international community. We discharge this trust on behalf of the international community and the international community has to reimburse us for all the troubles and with all the expenses and with all the strains that we are bearing. It is also of importance for us to remember that any country who might give us aid for looking after these refugees is to a very small percentage trying to discharge that obligation which is squarely that of the international community, or may be that this is a help to Pakistan because these are Pakistani and Bangladesh citizens whom we are feeding and any help that is given to look after these refugees should be help either to Pakistan, to Bangladesh or to international community. Whereas we in India appreciate this help as at any rate the immediate clear burden on us is reduced, we have made it absolutely clear that this is a situation which cannot be brought out. Who can judge in terms of money the immense socio-political tension that is generated by the presence of 9 million people in an area of our country which is already over-populated? Can anybody in terms of dollars or pounds or deutchmarks or yen determine the amount of economic, social and political tensions to which our entire country is subjected ?

I will be quite frank in saying that after this sad development, the entire administration in whatever sphere it may be—whether it is the Central Government or the State Government—our primary and principal preoccupation has been to take steps to meet the situation, to look after the refugees and also to look after our affairs so that we could continue with development and progress of our country. Is it possible by any calculation, by any statistics, to determine in terms of money, to determine in terms of pounds and dollars, the strain to which 55 crores of Indian people are being subjected ? The number of school that we have closed to house these refugees, the number of hospitals where doctors are doing nothing else except to look after the refug es, the medical students who have disrupted their education to look after these refugees, those educationists and the volunteers who have abandoned their work and are looking after the refugees? Now these are the problems which we have to highlight because there may be a tendency that this is a situation where if all the money is found, perhaps India can get reconciled. This is a very dangerous aspect and generally if you talk to the representatives of other countries, they can be very sympathetic to you saying it is quite a big burden, we realise it; we have shared it, we will share it. But that is not the correct approach. We might appreciate this sharing of burden, but our principal objective has to be to create political conditions in Bangladesh which reverses the present trend, which in the first instance stops the forced exodus of people from Bangladesh into India territory, and secondly that this flow turns backward and these people go back and we are convinced that this can happen only if there is a solution which is accepted by those who have already been elected by the people. This in essence is the entire situation in Bangladesh. I think the essentials of the situation are dawning upon the people and Governments of other countries. We have also made it clear that there is a limit to our patience and our perseverance there is a limit to our restraint and it will be a very dangerous development if the time were permitted to run out. It is, we are afraid, already running out rather fast and the limits are being reached. These are the realities of the situation, and we have, I think, to a large measure succeeded in projecting this to the world. The unity, the basic unity demonstrated by our peoples and the determination of our people to meet the challenge, are sources of our real strength.

About People's Republic of China, you must have noticed that after the second visit of Dr. Kissinger to Peking the United States of America altered their policy which have been pursuing for all these years to keep the People's Republic of China out of the United Nations, to deny to the Government of the People's Republic of China their rightful place in the United Nations. When they suddenly reversed their policy, then a large number of countries, who, mainly under United States' inspiration and persuasion, had pursued a policy of endorsing the American line, suddenly found that their original postulates and their original postures had become out-of-date and they started revising their briefs. It is not easy to revise briefs quickly, and even the latest effort that is being made is again a very interesting approach. On the one hand, the United States' effort is to ensure that the rightful place to the People's Republic of China is resorted to them not on.ly in the General Assembly but also in the Security Council, with a permanent seat and with the right of veto. Whereas they are in support of this, at the same time, they do want to retain Taiwan as representative of Taiwan. Historically, it is not an easy exercise because all these years the supporters of the United States and the United State were saying that Taiwan Government is the government not only of Formosa and Taiwan but also of the whole of China. And now suddenly to take another line again has caused a certain measure of confusion. So far as India is concerned, notwithstanding our bilateral difficulties in relation to the People's Republic of China, our brief has been straight, and this changing situation has not necessitated the alteration of even a single comma in our attitude in this respect. We have all along been strongly of the view that there is only one China, there is only one Chinese Government, and that is the People's Republic of China and its rightful place in the United Nations should be restored to it. That has been our consistent line. I am not sure whether during this sesssion the efforts to retain Formosa will succeed, but I have no doubt that the restoration of its rightful place to People's Republic of China will receive overwhelming support. We have always been of the view that in the interest of universality and also in the interest of exposing China to international pressures, the Government of People's Republic of China should take their responsibilities and should play their part in the U.N., and that this is in the long range interests of the international community; we steadfastly adhere to this view.

It has been our view that keeping out China for too long has created several complexities and tensions in the world, and it will take quite some time before the world settles down to a normal course even after the People's Republic of China is admitted into the United Nations. These are some of the important matters facing the international community.

To give a little more complete picture, I will take a few minutes to give you the latest developments in Europe. As you are, no doubt, aware, the situation in Europe is definitely taking a turn towards lessening of tensions. This is due primarily to the great courage shown by Mr. Willy Brandt, the Chancellor of Federal Republic of Germany, in reversing a policy which had been pursued by the Federal Republic of Germany ever since the second World War, and his deliberate policy to alter that course received a very good response from the Soviet Union, and the conclusion of the Moscow Treaty between Federal Republic of Germany and the U.S.S.R. has opened a new era of relaxation of tensions in the European context. This has also to a certain extent un-nerved the traditionalists on both sides, and they feel a new situation is developing and they are trying to adjust their minds. The latest four power agreement about such a difficult and complex question as that of Berlin, has generated a hope

that Europe is definitely moving towards an era of freedom from tensions and relaxation of these tensions. These are good developments and this might guarantee and strengthen the forces of peace. We ourselves are happy that these developments have taken place and a process of *detente* and of relaxation of tensions has been generated and, I have no doubt, that pursued with patience and imagination, this will usher in an era where Europe, free from the scourges of armed conflicts, might open up some hope for the developing countries to develop their economy with aid from these highly developed countries.

These are some of the aspects of the international situation. I have nothing more by way of new information to give about the situation in the Middle East or the situation in Viet Nam. These unfortunate areas in Asia—one in the West of Asia and the other in East of Asia—still continue to be gripped by war and the process of having a durable peace in these areas do not appear to be very much in sight although we have constantly been working for establishing stable peace in these areas.

———

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান যুদ্ধ বাধালে ভারতের সৈন্যরা দখল করা পাকিস্তানী এলাকা ছাড়বে না— প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর ঘোষণা	দৈনিক যুগান্তর	১৮ অক্টোবর ১৯৭১

পাকিস্তান যুদ্ধ বাধালে

ভারতের সৈন্যরা দখল করা পাক অঞ্চল ছাড়বে না

—জগজীবন

জলন্ধর, ১৭ই অক্টোবর (পি টি আই ও ইউ এন আই)—প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম আজ পাকিস্তানকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, ভারতের উপর যদি যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে যা ঘটুক না কেন, ভারতীয় সৈন্য বাহিনী পাকিস্তানের যে অঞ্চল দখল করবে সেখান থেকে তারা সরে আসবে না। 'আমরা সেখান থেকে সৈন্যবাহিনী অপসারণ করবো না।'

শিয়ালকোট ও লাহোর থেকে জনসাধারণ অন্যত্র চলে যাচ্ছে এই মর্মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের উল্লেখ করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, পাকিস্তানী সামরিক জান্তা আমাদের উপর যদি যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় তাহলে আমাদের সেনাবাহিনী এগিয়ে গিয়ে এইসব শহর দখল করবে এবং পাকিস্তানের দখলীকৃত অঞ্চল থেকে এবার আমরা সরে আসব না, তাতে যাই ঘটুক না কেন।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী আরও বলেন যে, বাংলাদেশ প্রসঙ্গ অমীমাংসিত থাকা পর্যন্ত সীমান্ত থেকে ভারত তার সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করবে না।

এখান থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে কর্পূরতলায় এক জনসভায় ভাষণ প্রসঙ্গে প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ ব্যাপারে যে কোন আন্তর্জাতিক চাপ প্রতিরোধে ভারতের দৃঢ়সংকল্প ঘোষণা করেন।

শ্রীরাম বলেন, যে ভারতের আঞ্চলিক অখন্ডতার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের যে কোন দুরভিসন্ধির উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য বর্তমান প্রস্তুতি অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের যুদ্ধ হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রস্তুতি প্রয়োজন। ইয়াহিয়া খান বলেছেন যে, বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী কোন অঞ্চল দখল করলে, পাকিস্তান ভারতের উপর তার প্রতিশোধ গ্রহণ করবে।

শ্রীরাম বলেন, সময় যত অতিবাহিত হবে মুক্তিবাহিনীর ততই অগ্রগতি হবে এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই এবং অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশে পরিণত হবে।

নাশকতামূলক কাজের জন্য ভারত পূর্ব বঙ্গে অনুপ্রবেশকারীদের পাঠিয়েছে বলে পাকিস্তান যে অভিযোগ করছে তিনি তাকে ভিত্তিহীন ও থেলো বলে বর্ণনা করেন।

শ্রীরাম বলেন যে, পাকিস্তান নিজের অপকর্মের জন্য ভারতকে দোষারোপ করতে যাচ্ছে।

জনসভায় প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে পাঞ্জাবের বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রতীক একখানি তরবারি উপহার দেওয়া হয়। শ্রীরাম উপহার গ্রহণ করে, পাকিস্তান যদি ভারত আক্রমণের সাহস করে থাকে তাহলে পাকিস্তানকে পরাভূত করার আশ্বাস দিয়ে বলেন যে তিনি চিরদিন গান্ধীজীর আদর্শে বিশ্বাসী কিন্তু দেশের অখন্ডতার সংগে কোন প্রকার আপোষ হতে পারে না।

তিনি বলেন, শরণার্থীরা একদিন তাদের নিজ গৃহে ফিরে যাবে, কিন্তু ইয়াহিয়া খানের পাকিস্তানে নয়। মুজিবের বাংলাদেশে।

শ্রীজগজীবন রাম বলেন যে, পাকিস্তানের প্রায় অর্ধাংশের বিলুপ্তি হয়েছে এবং ভারতের যুদ্ধ করতে নাও হতে পারে। ইয়াহিয়া খান এখন বুঝতে পারছেন যে, বাংলাদেশে মুক্তি-বাহিনীর শক্তি বাড়ছে এবং বিশ্বের জনমত ক্রমশঃ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য মুক্তিবাহিনী শুধু এক ঘা দেওয়া প্রয়োজন।

শ্রীরাম বলেন যে, সীমান্তের নিকটবর্তী গ্রামবাসীদের তিনি অন্যত্র সরে যেতে বলবেন না কারণ তিনি জানেন যে, তাঁদের মনোবল অটুট আছে এবং সাহসের সঙ্গেই তাঁরা যে কোন বিপদের সম্মুখীন হতে পারবেন।

শ্রীবিদ্যাচরণ শুক্লের ভাষণ

রায়পুর, ১৭ই অক্টোবর (পি টি আই) - প্রতিরক্ষা উৎপাদন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীবিদ্যাচরণ শুক্ল গতরাত্রে এখানে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তানী সৈন্য সমাবেশের সংবাদ সম্পর্কে ভারত সম্পূর্ণ অবগত।

তিনি বলেন পাক সৈন্য অথবা যে কোন শত্রুপক্ষের আক্রমণের মোকাবিলার জন্য আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং [illegible] আমাদের শত্রুপক্ষকে আমাদের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি জানিয়ে দিতে চাই।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নিউইয়র্ক টাইমস-এর প্রতিনিধি সিডনী এইচ শ্যানবার্গের সাথে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাক্ষাৎকার।	দৈনিক 'নিউইয়র্ক টাইমস'	১৯ অক্টোবর, ১৯৭১

PRIME MINISTER INDIRA GANDHI'S INTERVEW TO SYDNEY H. SCHANBERG

The New York Times of October 19, 1971, published an interview given by The Prime Minister to its correspondent, Sydney H. Schanberg. The following is the text of the despatch :

Prime Minister Indira Gandhi has declared that the military situation on the borders between India and Pakistan is "quite grave".

In an hour long interview, the Prime Minister added, "we certainly will do nothing to provoke an attack or to start any hostilities, but we have to be alive to our interests and safeguard our security".

"Unfortunately", she added, "Pakistan's record has been one of hatred and desperation. The military regime has let loose a war on its own people, and there is no knowing what it will do next".

The Prime Minister, who was interviewed in her office at the Government secretariat, seemed irritated when asked about military assistance India has been giving the Bengali insuragents in East Pakistan.

But she did not categorically deny that India was helping them. She said instead, "perhaps you know, they have many helpers, mostly their own people, all over the world. Also, many avenues are open to them." She did not elaborate.

Later in the interview, Mrs Gandhi said, "whether they have arms or not nobody can suppress the struggle".

Mrs. Gandhi cited "threatening statements from Pakistan which, we feel cannot be entirely ignored". She mentioned, in particular, the speech last week of President Agha Mohammad Yahya Khan in which he accused India of "feverish military preparations" and called on his people to meet the threat as a nation of one hundred and twenty million mujahids or preachers of Islam. "whose hearts are pulsating with love of the Holy Prophet".

The fifty-three-year-old Prime Minister firmly ruled out any peace talk at this time between India and Pakistan contending that Pakistan would first have to resovle the East Pakistan crisis by negotiating a settlement with the elected representatives.

For nearly seven months, the Pakistani army, composed almost entirely of West Pakistanis, has been trying to crush a Bengali secession movement in East Pakistan which is led by the Awami League. This paty, which won a national majority in last. December's general elections, was outlawed by the military regime when the army struck on March 25.

The military repression has sent millions of East Pakistani refugees fleeing India.

Mrs. Gandhi was asked if she left there was a breaking point to the economic and social pressures placed on India by the refugees, a point beyond which India might feel compelled to take military action against Pakistan to halt the influx.

"Well, actually, I would say, we have already reached it", she replied. "But this does not mean that we are going to crack under it".

"We certainly want a quick soliution, but we do not want to do anything which creates greater problems", she went on. "As you know, we have been extremely restrained. I cannot, even by giving deep thought to the matter, think of a single country who would have shown such restraint and patience in the face of such grave provocation".

During the last few weeks, both countries have reinforced their troops on their long eastern and western borders, and the Press on both sides has carried reports raising the spectre of another war between India and Pakistan. They last fought in 1965 over Kashmir.

Still, though Mrs. Gandhi called the situation grave, she indicated no change as yet in her plans to leave on a three week foreign tour starting next Sunday, during which she is scheduled to visit six Western capitals including London and Washington.

The Prime Minister was critical of United States' policy on the East Pakistan crisis, saying that the Americans "do not take a very long-range view".

"Propping up the Pakistani military regime in Bangladesh", she said, "is not necessarily strengthening Pakistan in any way".

Mrs. Gandhi was referring to the Nixon Administration's continuation of some arms shipments to Pakistan, and its unwillingness to criticise the Pakistani Government publicity.

"We have the greatest friendship for America and the American people", she said. "but one of the reasons (for deteriorating relations) so far as the Indian public is concerned, is this idea that the United States has of always balancing India and Pakistan".

On American arms for Pakistan, she said, "I do not know what the quantum is now, but in the past they have been supplied to Pakistan in large quantities. They have been used only against India, not at all against communism or any other of the things that had been said to us and which we had pointed out then were most unlikely".

"In this matter", she continued, "we certainly have had a far more understanding approach from the Soviet Union than we have from the United States".

Mrs. Gandhi talked at some length about differences between American and Russian relations with India.

"You see", she said, "the United States seems to have a thing about the Soviet Union which seems very strange to us. We do not support the Soviet Union any more than we support America—or we support both equally, which-ever way you like to look at it, negatively or positively.

"The point is that the Soviet Union supports us in basic things for which we have stood and for which we have fought earlier on. And it is on these issues that we have been with them at the United Nations. Now, earlier on, you said something about American help. We are very grateful to the United States and they have helped us enormously in a number of ways. But at a time when we wanted to develop the state sector, they did not help the state sector, but the Soviet Union did".

"We certainly get on far better with Americans as individuals", she added later "then, say, we would with Russians or anybody else. Language is partly the cause. But I personally greatly admire the American quest for technological and scientific advance".

———

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সীমান্তের পরিস্থিতি মারাত্মক, ভারত তথাপি যুদ্ধ এড়াতে চায়: সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ।	দৈনিক স্টেটসম্যান	২০ অক্টোবর ১৯৭১

BORDER SITUATION GRAVE, SAYS MRS. GANDHI

—But India Wants To Avoid War With Pakistan

Early Exchange of Ambassadors With China not Ruled Out.

(From Our Political Correspondent)

New Delhi, Oct. 19.—Describing the Indo-Pakistani border situation as a "grave one". Mrs. Indira Gandhi declared here today that India would do everything to avoid an armed conflict. "But you cannot shake hands with a clenched fist", she added.

However, nobody could prophesy on matters of war. As Pakistani troops had been massing all along the border, India had also taken the necessary defensive measures.

The Prime Minister told a Press Conference this morning that despite the menacing Pakistani postures, her forthcoming tour of Europe and the USA stood "as of now". She would not say whether the Government proposed to declare an emergency because of the grave situation.

Looking confident and relaxed and replying to a spate of questions in good humour, the Prime Minister rejected the Pakistani President's suggestion for talks with India on the Bangladesh question while ruling out the personality of mutual withdrawal of troops, Mrs. Gandhi also turned down the Pakistani suggestion for the appointment of a mediator on what possible subject could mediation take place ? India was involved in Bangladesh only to the extent that 13% of its population was on Indian territory following Pakistani atrocities.

She made it clear that though India desired to settle outstanding problems with Pakistan by negotiation. Bangladesh was not an Indo-Pakistan issue, Bangladesh was essentially a matter between Pakistan's military regime and the people of Bangladesh. The sooner the Bangladesh refugees returned to their homeland, the better would be the chances of avoiding a possible conflagration between India and Pakistan.

Mrs. Gandhi said there had been no specific suggestions from either the USA or the Soviet Union on how to ease the present situation. Eeverybody admired India's restraints and showered verbal praises on her. Others who were not restained however got arms as well.

Mrs. Gandhi was not inclined to comment on the conditions placed by the Bangladesh Government for a political settlement beyond stating that the problem was basically between the Pakistani Government and the people of Bangladesh. An acceptable solution had to satisfy the elected representatives of the

people—the people who had been elected not so long ago in a free and fair election conducted by the military regime itself. These representatives were elected by the biggest majority in any free election. "That election cannot be ignored".

The first gesture the Pakistani military junta ought to make towards a political settlement was to stop the atrocities in Bangladesh and create conditions acceptable to the elected representatives.

Mrs. Gandhi said she failed to understand why there should be any confusion over India's posiition regarding the posting of U. N. observers, India had provided all facilities for not only the members of the U. N. High Commission for Refugees but also to visiting parliamentarians and journalists from all over the world to see the conditions in the refugee camps. It was up to the U. N. to see that conditions were created within Bangladesh which would guarantee the return of refugees. The U. N. could make an approach to India after this was done. At that stage, India could certainly took into the matter. The solution which India had in mind for Bangladesh could not be spelt out in very precise terms. However, a puppet Government set up by the Pakistani rulers in Bangladesh would be no solution.

Mrs. Gandhi answered a number of questions on Sino-Indian relations but no new point emerged from the answers. The Chinese attitude towards India had undergone a gradual change. Mr. Chou En-lai's favourable reaction to the Indo-Soviet Treaty was not a sudden advance. No reply had been received from Mr. Chou to her letter. There was, however, no reason why India and China could not exchange ambassadors soon. Admitting that there were Chinese troops on the Tibetan border. Mrs. Gandhi said she did not think there was any great concentration. Her discussions with Marshal Tito indicated that the views of India and Yugoslavia on China were "broadly similar".

In a heated reply to a question on the Iudo-Soviet treaty, Mrs. Gandhi maintained that no foreign country could curtail any of india's options whether in regard to developing nuclear weapons or taking any other action in the country's national interest. There were no misgivings in the public mind on this score. It was only interested newspapers and political parties that sought to spread rumours. Provocations by these political parties or newspapers would not make any difference to the Government stand. The treaty has strengthened India's position and had contributed further to Indo-Soviet freindship.

Mrs. Gandhi admitted that the refugee influx had imposed a severe strain on the country's economy. Even so, the Government was trying to ensure that the Fourth Plan went through. The Finance Minister had already met the Chief Ministers to examine the possibility of raising additional resources. The question of prices was one of demand and supply, and the Government was adopting certain fiscal and other policies which she hoped will make an impact on prices.

The Prime Minister described as "one of those typical Press misstatements" that she had set a time limit of six months for the return of the Bangladesh refugees. What she had actually done was to give Parliament an assessment of the financial burden involved over a period of six months because of the refugee influx. India, she said, was facing the consequences of what had happened inside Bangladesh. Apart from the tremendous economic burden,

what caused more anxiety, was the likelihood of social and political tensions erupting in an area which was sensitive at the best of times. Besides, there was the problem of peace, security and stability of the eastern region.

It was pointless to make a distinction between governmental priorities between seeking a political solution and international assistance for refugee relief. India had sought financial assistance because of the burden involved but there was no question of the refugees staying on in the country. They were here on a temporary basis and sooner they returned, the better. The freedom struggle in Bangladesh would, however, definitely succeed. History showed that such struggles might receive setbacks but ultimately they won. Additionally, the entire people of Bangladesh supported the Mukti Bahini and this was a noteworthy point a large number of Bangladesh citizens outside were also helping the Mukti Bahini with resources.

UNI and PTI add : On West Asia and Indo-China, she said in Indo-China, the situation was changing but in the Middle East it remained the same. "While there are many steps being taken for a detenete in Europe, the conflict in Asia continues and grows"

There were peels of laughter when Mrs Gandhi remarked at her Press Conference that she did not want to deny the Press of us occupation by saying anything on what a Pressman had described as "speculation" on Cabinet reshuffle.

— ----- -

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রেসিডেন্ট টিটোর ভারত সফর শেষে প্রকাশিত ভারত-যুগোশ্লাভ যুক্ত ইস্তেহার।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	২০ অক্টোবর ১৯৭১

Indo-Yugoslav Joint Communique at the conclusion of the visit of President Tito to India.

October 20, 1971.

At the invitation of the President of India, Shri V.V. Giri, the President of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, Mrashal Josip Broz Tito accompanied by Madame Broz paid a friendly State visit to India from October 16 to 20, 1971. The visit provided an occasion for the manifestation of traditional Indian-Yugoslav friendship, and a powerful and fresh incentive for continued close relations and common dedication to the ideals of peace, freedom, independence and international co-operation based on equality of rights.

The President of the Socialist Fecderal Republic of Yugoslavia, the President of India and the Prime Minister of India, held talks on important current international issues and on bilateral relations.

Participating in the talks on the Yugoslav side were:

Mr. Rato Dugonjic, Member of the Presidency of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia;

Mr. Ilija Rajacic, Chairman of the Assembly of the Autonomous Province of Vojvodina, and Member of the Presidency of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia;

Mr. Anton Vratusa, Member of the Federal Executive Council of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia;

Mr. Marko Vrhunec, Acting Chief of Cabinet of the President of the Republic;

Mr. Milos Melovski, Counsellor for Foreign Affairs in the Cabinet of the President of the Republic;

Mr. Eduard Kljun, Head of the Department for Asia in the Federal Secretariat for Foreign Affairs; and

Mr. Andjelko Blazevic, Charge d' Affaires of the Embassy of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia in New Delhi.

On the Indian side were :

Sardar Swaran Singh, Minister of External Affair;

Dr. Karan Singh, Minister for Civil Aviation and Tourism;

Shri Surendra Pal Singh, Deputy Minister of External Affairs;

Shri T. N. Kaul, Foreign Secretary; Shri S.K. Banerji, Secretary (East); Shri P. N. Menon, Secretary (West); Shri H. Lal, Secretarv, Ministry of Foreign Trade; Shri R. Jaipal, Ambassador of India to Yugoslavia; Shri K. P. Menon, Joint Secretary, Ministry of External Affairs; Shri R.D. Sathe, Joint Secretary, Ministry of External Affairs; Shri A.P. Venkateswaran, Joint Secretary, Ministry of External Affairs.

Both sides discussed the changing configuration of the international situation and agreed to intensify and co-ordinate their efforts further in the international area in the interest of world peace and the struggle for freedom, national liberation and independence.

Identity or closeness of views on many important questions of interest to the two countries was manifested during the talks which were held in an atmosphere of sincere friendship and in a spirit of mutual confidence and understanding.

Both sides noted with satisfaction that co-operation between the two countries had been further strengthened and consolidated over the years. It was acknowledged that there exist great possibilities for the further expansion and intensification of mutual co-operation in all spheres on a long-term basis. To that end they agreed to continue the practice of regular bilateral consultations.

The two sides stressed the necessity for the appropriate economic authorities of the two countries to undertake, through the Joint Committee and other bodies all measures designed to promote the further successful development of economic co-operation, including joint projects in either country or in third countries and the sharing of scientific and technological expertise on a mutually advantageous basis.

The grave situation created as a result of the recent events in East Bengal was discussed. The Yugoslav side shared India's deep concern over the serious social and political tensions engendered in India and the strains placed on India's economy, by the presence in India of many millions of refugees, whose number is daily increasing by many thousands. Both sides agreed that the problem could only be solved by a political solution acceptable to the representatives who had been elected by the people. This would enable the normalisation of the situation in East Bengal, put an end to the exodus, and enable the refugees to return to their homeland in safety and honour, irrespective of their race or religion.

Both sides called for urgent measures to achieve this objective in accordance with the wishes, inalienable rights and lawful interests of the people of East Bengal. It was agreed that any attempt to by-pass the so clearly expressed wishes of the people would further aggravate the problem

Both sides agreed that any postponement of the solution of the problem, which is in itself a source of instability and tension, is likely to lead to a serious aggravation of the situation

The Yugoslav side expressed its concern over the fate of Sheikh Mujibur Rahman and manifold adverse consequences that the present treatment of this prominent public figure might have. President Tito expressed the conviction that a human approach to Sheikh Mujibur Rahman would be in the interest of the peaceful political solution and in the interest of peace and stability in the

sub-continent, as he had laid down in his appeal to the President of Pakistan, Mr. Yahya Khan, on August 14, 1971. The Prime Minister of India reiterated that Sheikh Mujibur Rahman, the selected leader of East Bengal, should be released unconditionally as an essential pre-requisite to a peaceful solution.

The Prime Minister of India stated that the Government of India are determined that the refugees must go back to their homeland without delay and that urgent measures need to be taken to that end. The Yugoslav side agreed with this. Pending the speedy return of the refugees, both sides agreed that the care of these millions of refugees must be concern of the entire world community and effective and prompt international action needed to be undertaken to that end.

The two sides noted that in Europe, although still divided and burdened by the vestings of the last war, conditions have improved, creating an atmosphere for strengthening security and peace and for constructive co-operation among the European countries on a basis of equality.

It was felt during the talks that--in spite of certain positive trends and serious attempts to solve some major world problems by negotiation- the policy of force, aggression and interference in internal affairs continued in international relations, constituting a danger to the independence and security of countries and an obstacle to their independent development

Both sides were firmly of the view that their policy of non-alignment was an important bond between them Yugoslavia and India dedicated to the principles and objectives of non-alignment and considering that the present international situation calls for international activities by the non-aligned countries, agreed to take resolute steps for the implementation of the programme adopted by the Conference in Lusaka.

Both sides considered the disequiting international monetary crisis and economic situation. They noted that no progress had been achieved in reducing the gap between the developed and the developing countries and in removing the discriminatory measures negatively affecting the developing countries

They reaffirmed that the developing countries, which are most affected by the present world economic crisis, should take more energetic steps collectively to improve the situation

Both sides agreed that the concrete programmes for development, co-operation and integration amongst developing countries at inter-regional, regional and sub-regional levels for accelerating economic growth agreed to at the Lusaka Conreference of nonaligned States should be implemented for more rapid development of the developing countries. In this context, they stressed the importance of the Conference of Asian Foreign Trade Ministers at Bangkok and the Ministerial Conference of the Group of 77 which will be held in Lima later this month.

They agreed that the developing countries should ensure a consensus of opinion at Lima so that a common platform is formulated for U.N.C.T.A.D. III and the UN Developent Strategy for the Second Development Decade is uccessfully implemented.

Both sides stressed the need for urgent measures for the purpose of promoting agreement on general and complete disarmament, including—in particuar—nuclear disarmament, under strict and effective international control.

The two sides discussed the activities and the role of the United Nations, and underlined the need for scrupulous respect for and observance of the provisions of the Charter by all Member-States of the United Nations. They agreed to the necessity for ensuring universality of its membership. They welcomed the admission of Bhutan, Bahrein and Qatar to the U.N. They attached particular importance to the immediate restoration of the legitimate rights of the People's Republic of China in the United Nations. They also considered that the divided and other countries outside the U.N should be enabled to take part in the activities of the U.N. and its Agencies.

Both sides declared their support for national liberation movements and the struggle against colonial domination and demanded the complete elimination of the vestings of colonialism in accordance with the U.N. Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples. They condemned racist policies and practices as a gross violation of human rights and fundamental freedoms.

The two sides expressed their concern over the continuation of the war and foreign intervention in Indo-China. Stress was laid on the indispensability of the rapid withdrawal of all foreign troops from Indo-China, in order to enable the peoples of that region to live in peace and security and to decide freely their future destiny without any interference from outside. In this connection, they noted that the seven-point proposal of the Provisional Revolutionary Government of South Vietnam constituted an important basis for a peaceful political solution of the question of Vietnam. They expressed the hope that a peaceful solution of the Vietnam, Laos and Cambodia questions would be found within the broad framework of the Geneva Agreements

The two sides expressed their serious concern over the tense situation in West Asia and the absence of concrete results in solving the crisis They agreed that any further postponement of a peaceful solution in conformity with the Security Council Resolution of 22nd November, 1967, would pose a grave danger to international peace and security. They reaffirmed the need for urgent measure to achieve a lasting, stable and just peace on the basis of implementation of the abovementioned Resolution, including the withdrawal of Israel from Arab territories and respect for the legitimate rights of the people of Palestine.

The President of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia invited the President of the Republic of India, His Excellency Shri V. V. Giri, and the Prime Minister, Madame Indira Gandhi, to visit Yugoslavia The invitations were accepted with great pleasure

— — ——— —

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'পাল্টা আঘাত হানতে দু মিনিটের বেশী সময় লাগবে না' প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও রাষ্ট্র মন্ত্রীর ঘোষণা।	দৈনিক আনন্দবাজার	২২ অক্টোবর ১৯৭১

আমরা প্রস্তুত, পাল্টা আঘাত হানতে দু'মিনিটের বেশী সময় লাগবে না

নয়াদিল্লি ২১ অক্টোবর -ভারতের সমর প্রস্তুতি পুরোদমে চলছে এবং সামরিকবাহিনী সম্পূর্ণ সজাগ। আমরা আক্রান্ত হলে পাকিস্তানকে পাল্টা আঘাত হানতে দু'মিনিটের বেশী সময় লাগবে না। প্রতিরক্ষা উৎপাদন দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীবিদ্যাচরণ শুক্লা আজ এখানে এই কথা বলেন। এ খবর ইউ এন আই এর।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামও সংসদে আজ ঘোষণা করেনঃ যতক্ষণ পাকিস্তানের দিক থেকে যুদ্ধের হুমকি থাকবে ভারতও পশ্চিম সীমান্ত থেকে সৈন্য সরাবে না। আমাদের বিশেষ সংবাদদাতার এই খবরে আরও বলা হয়েছে শ্রীরাম তাঁর দপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংসদীয় পরামর্শদাতা কমিটির সভায় বক্তৃতা করছিলেন। ভারতের সামরিক সতর্কতার ব্যাপারে ভারতের সমর প্রস্তুতির কোনরকম শিথিলতা হবে না।

পাকিস্তানের যুদ্ধের হুমকিতে সদস্যরা উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রতিরক্ষামন্ত্রী আশ্বাস দিয়ে বলেন যে পাক আক্রমণ মোকাবিলার জন্য ইতিমধ্যেই যথোপযুক্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। ভারত বিশ্বযুদ্ধ চায় না। তবে আক্রমণের মুখে নিরস্ত্র থাকবে না। পাকিস্তান সমুচিত জবাব পাবে।

তবে তিনি মন্তব্য করেন, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও পাকিস্তানের সেনা সমাবেশের জন্য পশ্চিম সীমান্তে ভারতকেই সৈন্য মোতায়েন করতে হয়েছে।

প্রতিরক্ষা উৎপাদন দফতরের মন্ত্রী শ্রীশুক্লা এক সাংবাদিক সম্মেলনে দেশের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির এক হিসাব দেন। তিনি বলেন, ১৯৬৫ সালে পাক আক্রমণের পর সমরাস্ত্র উৎপাদনের ব্যাপারে ভারতের সর্বাত্মক অগ্রগতি ঘটেছে। আমাদের সশস্ত্রবাহিনীর হাতে এখন আধুনিক ও অতি আধুনিক সমরাস্ত্র বৈজয়ন্ত ট্যাঙ্ক যুদ্ধ জাহাজ মিগ প্রভৃতি।

দেশের অস্ত্র কারখানাগুলিই প্রতিরক্ষা চাহিদার বড় অংশ মেটাচ্ছে।

— — —

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্ররোচনার মুখে ভারতের সংযমকে দূর্বলতা মনে করলে পাকিস্তান মারাত্মক পরিণতির মুখে পড়বে--রাষ্ট্রপতির সতর্কবাণী।	দৈনিক যুগান্তর	২৩ অক্টোবর ১৯৭১।

পাকিস্তানকে রাষ্ট্রপতির হুঁসিয়ারী

নয়াদিল্লি, ২২শে অক্টোবর (পি টি আই)—রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি আজ পাকিস্তানকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, গুরুতর ও ক্রমবর্ধমান প্ররোচনা সত্বেও, ভারত যে সংযম ও ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছে, তাকে যেন দূর্বলতার চিহ্ন বলে কেউ ভুল না করেন।

তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন 'আমরা আমাদের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত।'

আজ সকালে ইরাকের রাষ্ট্রদূত মিঃ আবদুল্লা সালেমুস আলসামারায়ে রাষ্ট্রপতি ভবনে যখন তাঁর পরিচয়পত্র পেশ করছিলেন তখন রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের অত্যাচারের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে ৯৫ লক্ষেরও বেশী শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নেওয়ায় ভারতের সামনে বিরাট সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এই শরণার্থী আগমন বন্ধ করতে হবে এবং এরা যাতে নিরাপদে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন তার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। রাষ্ট্রপতি বলেন যে, এ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বন্ধু দেশগুলি নীরব থাকলে শান্তি আসতে পারে না।

রাষ্ট্রপতি বলেন, সমস্যাটি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে নয়। এটা হল পূর্ববঙ্গবাসী এবং পাক জঙ্গীশাহীর পরিচালিত নির্বাচনে, জনগণের আশা-আকাঙ্খা পদদলিত হওয়ায় এর উদ্ভব। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ব্যাপকভাবে শরণার্থী আগমনের কথা উল্লেখ করে ইরাকী রাষ্ট্রদূত বলেন, ইরাক বাংলাদেশের শরণার্থী সমস্যার মানবিক দিক এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের অসুবিধা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।

তিনি বলেন, উন্নতিশীল দেশগুলির ওপর ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি থাবা বিস্তারে উদ্যত। তাদের এই অপপ্রয়াস ব্যর্থ করে দিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মধুর প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হোক, গণতন্ত্রী ইরাক সরকার তা আশা করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কয়েকটি রাষ্ট্র সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে দেশবাসীর উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর বেতার ভাষণ।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৩ অক্টোবর, ১৯৭১।

PRIME MINISTER INDIRA GANDHI'S BROADCAST TO THE NATION, OCTOBER 23, 1971

Tomorrow morning, I leave on a tour of some foreign countries. I want to tell you that, however far I might be, my thoughts will be with you here in India. One cannot leave with a light heart at such a moment Our country is facing danger Yet, after much thought, I decided to undertake the journey. The invitations were of long standing, and it seemed important in the present situation to meet leaders of other countries for an exchange of views and to put to them the reality of our situation.

The defence of our national interest, as indeed the solution of any problem, rests ultimately in our own hands But the very gravity of the situation demands that we do not speak or act in anger or in haste It is a time for alertness, not only of our defence forces, but of all our people In the last few months, the world has witnessed the courage, dignity and self-restraint with which we have faced this challenge. I am sure that you will meet all future dangers in the same spirit. We need unity and discipline. I sincerely hope that political parties of all persuasions will stand with us.

Every section of the population, every home, is bearing hardship. All efforts must be made to conserve the nation's resources, and to raise more Higher production is essential in agriculture and industry. Farmers and workers, managers and factory owners, should all bend their energy to this over-riding national duty.

In any crisis, hoarding is an anti-national crime A special responsibility rests upon businessmen not to increase prices even if there be opportunity of gain. We must work harder and save more We must guard against all that weakens our will. Rumours which create doubt must be scotched, and incitement to communalism must be resisted.

Despite the burden imposed by the influx of refugees from Bangla Desh and the crisis on our borders, we are determined that our programmes to help the landless and the unemployed do not suffer. We are going ahead with the Plan. The Indian people are hardened to difficulties and will not be deterred from building a better and stronger country.

My confidence in the solidarity and the sense of responsibility of the Indian people enables me to go on this journey. Let us sink all differences of party and religion. Let us stand united and work together, devoting all our strength to the cause, the freedom and integrity of our nation.

Jai Hind!

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘ দিবসে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বক্তৃতা	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	২৪ অক্টোবর ১৯৭১

FOREIGN MINISTER SARDAR SWARAN SINGH'S SPEECH AT A U.N. DAY FUNCTION IN NEW DELHI, OCTOBER 24, 1971.

Following is a report on the speech :

Mr. Swaran Singh said it was essential that a political solution acceptable to the already elected representatives of the people of East Bengal is brought about to enable the refugees to go back to their homes and hearths.

"The international community must realise the urgency and gravity of the problem and the human suffering involved, and discharge a great responsibility devolved on it by acting in a concerted manner", he said.

Mr. Swaran Singh said Pakistan had been unsuccessfully trying to divert the attention of the world by aggressive posturing and a build-up of forces and tensions along Indian's borders to cover up its own responsibility for the tragic happenings in East Bengal.

"However the basic issue in East Bengal, as we all know, is a political one", the Minister pointed out.

India, he said, was looking after the Bangladesh refugees as a trust, on behalf of the international community, till safety and peace were restored in East Bengal, so that they could go back to their own homeland with honour, in freedom and security.

The External Affairs Minister regretted that while the conscience of mankind as a whole had revolted against the genocide and repression by the Pakistani military regime in East Bengal, "the wheels of Government" had moved but slowly.

Mr. Swaran Singh observed that only a solution which was acceptable to the elected representatives of the people of East Bengal would create the conditions essential for the return of the refugees.

He accused Pakistan of having massed its troops across the Indian border's and indulging in provocative acts in order to cover up its ignominious record in East Bengal.

Mr. Swaran Singh, who covered a wide range of issues relating to foreign Policy also pleaded for universality of U.N. membership so that many countries, and outside its fold, could become part of the world fraternity.

Mr. Swaran Singh said the achievements of the U.N. in the social and economic fields had indeed been remarkable. But he could not say the same about the political sphere.

While not minimising the contribution made by the U.N. in staving off major conflagrations, the External Affairs Minister pointed out that many major problems still awaited solution. He referred to the deliberate and persistent refusal of the minority governments in many African countries to allow the voice of the majority to prevail.

———

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ব্রাসেলসে 'রয়াল ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স'-এ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণ।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	২৫ অক্টোবর, ১৯৭১

EXTRACTS FROM PRIME MINISTER INDIRA GANDHI'S SPEECH AT THE ROYAL INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS, BRUSSELS, OCTOBER 25, 1971.

....A new crisis which has arisen surpasses in its magnitude all the earlier crisis which have confronted us. Over nine million people of East Bengal—practically equal to the population of Belgium—have been terrorised and persecuted by the military rulers of Pakistan, and have been pushed inside our territory, jeopardising our normal life and our plans for the future. Should the world not take note of this new kind of aggression ? This is not a civil war in the conventional sense. It is a genocidal pogrom of civilians merely because they voted democratically. It is cynical use of helpless human beings as a weapon against a neighbour nation. We in India have shown the greatest self-restraint, but there is no doubt that our stability and security are gravely threatened Indeed, we feel the threat is to the peace of the entire region. The basic cause of this crisis must be remedied. A political solution must be found to this problem, and, to be effective, it must be acceptable to the elected representatives of the peoples of Bangladesh. To hold elections for seats, which are not vacant, in the present conditions of repression and chaos, has no meaning or purpose. It is the responsibility of all those who are interested in peace to create conditions to stop the further influx of refugees and to enable those who are already in India to return to their homes in safety and dignity and without further delay.. . ....

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'যুদ্ধের হুমকি থাকলে সীমান্তে সৈন্যও থাকবে' : প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর ঘোষণা।	দৈনিক আনন্দবাজার	২৬ অক্টোবর, ১৯৭১।

যুদ্ধের হুমকি থাকলে সীমান্তে সৈন্যও থাকবে

—প্রতিরক্ষামন্ত্রী

(বিশেষ সংবাদদাতা)

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর - ভারতের প্রতি পাকিস্তানের যুদ্ধের হুমকি যতদিন বজায় থাকবে, ততদিন সীমান্তে ভারতীয় সেনাদের মোতায়েন রাখা হবে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম ভারতের এই দৃঢ় সংকল্পের কথা আজ আবার ঘোষণা করেন।

এখানে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীরাম বলেন, ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এমন কোন ব্যবস্থা নেবে না যাকে আক্রমণাত্মক কাজ বলা যেতে পারে। কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে যে কোন আক্রমণ পূর্ণশক্তি নিয়ে প্রতিহত করা হবে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করেন যে আমাদের দেশ আক্রান্ত হলে, আমরা শুধুমাত্র সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা করেই তুষ্ট হব না। শত্রুকে আমরা তাদের এলাকাতেই হটিয়ে নিয়ে যাব। আমাদের দেশে নয়, লড়াই যাতে শত্রুভূমিতেই হয় আমরা সেই ব্যবস্থাও করব।

তিনি আরও বলেন: সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য আন্তর্জাতিক চাপ দেওয়া হলে, ভারত দাবি জানাবে যে এক কোটি শরণার্থীর বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার দায়িত্ব ওই সব রাষ্ট্র নিক। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে ভারতে শরণার্থী আগমন অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং ভারত থেকে শরণার্থীদের বাংলাদেশে ফেরার কাজও শুরু করতে হবে। শুধুমাত্র সেই অবস্থায় সৈন্য প্রত্যাহারের কথা ভারত বিবেচনা করবে।

শ্রীরাম বলেন পাকিস্তানী ক্যান্টনমেন্টগুলি সীমান্তের এত কাছে যে পাকিস্তান সৈন্য প্রত্যাহার করে নিলেও [illegible] মধ্যেই তাদের আবার সীমান্তে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু ভারতের ক্যান্টনমেন্টগুলি অধিকাংশই সীমান্তের ছশ থেকে নশ মাইল দূরে। কাজেই ভারতীয় সেনাদের সীমান্তে নিয়ে আসতে অনেক বেশি সময় প্রয়োজন।

তিনি বলেন ভারত সব সময়ই পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে চেয়েছে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ওদের কাছ থেকে উপযুক্ত সাড়া পাওয়া যায়নি।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারে ভারতের যে উদ্বেগ রয়েছে, সেটা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থায়িত্ব ক্ষুণ্ণ করার কুমতলবে পাক শাসকরা পূর্ব বাংলার বিপুল সংখ্যক নাগরিককে ভারতে পালিয়ে আসতে বাধ্য করেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পশ্চিম জার্মান টেলিভিশনে প্রচারিত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জগজীবন রামের সাক্ষাৎকার।	দৈনিক স্টেটসম্যান	২৭ অক্টোবর ১৯৭১।

DEFENCE MINISTER JAGJIVAN RAM'S INTERVIEW ON THE WEST GERMAN TELEVISION A.R.D. OCTOBER 26, 1971

Following is a report on the interview :

Q During the absence of the Prime Minister, how close is India to war ?

A Our intentions have been always peaceful. We do not want war. This is why the Prime Minister decided to keep up her engagements in foreign countries. If war comes the responsibility will be entirely Pakistan's.

Q.—Recently you said "If war comes it will be fought on Pakistani soil and we will go straight to Lahore and stay there whatever the consequences." Don't you think that, with this remark you put in doubt the defensive posture of your Prime Minister ?

A.—Not at all. We are always defensive but (being) defensive does not mean that if our country is attacked, we will fight only on the border or on my soil. Defence means that I will push the aggressors and, certainly when I push them I will push them in their country and I will push them to the point where they surrender. It does not mean aggression.

I have always said that we don't want war. In case we are attacked certainly we will defend our country, but defence does not mean fighting just on the border but pushing the aggressor inside (his territory).

Q.—How do you view the present build-up of troops on the border ?

A.—You know the origin of the whole dispute. I don't know how we can be held responsible for anything that is happening or that may happen. It (the crisis in East Bengal) would have been none of our business if he (Gen Yahya Khan) had not pushed nearly 9.5 million of his citizens to India with a mischievous design to break the economy of India and to create social tensions here.

Apart from that, he threatened us with a total war in case the freedom-fighters of Bangla Desh succeeded in liberating certain areas of East Bengal.

Now, if the freedom-fighters liberate certain areas, why should we be punished ? And, in order to follow up his declarations he sends his troops from cantonments to border areas. Now, any Defence Minister of any country, in order to safeguard the security of his country and borders, will certainly take measures to ward off the threat.

Q.—How do you rate the combat strength of the Pakistanis *vis-a-vis* the trength of the army under your command ?

A.—The combat strength of India is far, far superior to that of Pakistan.

Q.—In the event of war, how long do you think will it take—what is your assessment ?

A.—It is very difficult to say (anything) about these matters. In the present age, any decisive war is very difficult : war continues and the powers of the world come and try for a cease-fire.

Q.—How do you assess the border situation ?

A.—The troops of the two countries are concentrated on both sides of the border. Obviously, the border situation is grave, and I would not like to say much beacuse the massive movement of Pakistani troops has created a situation in which we had no alternative but to move our troops also. When the troops are confronting each other across the border, the situation is serious and grave

---

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অস্ট্রীয় বেতারে প্রচারিত প্রধান মন্ত্রীর সাক্ষাৎকার।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৭ অক্টোবর, ১৯৭১।

PRIME MINISTER INDIRA GANDHI'S INTERVIEW ON THE AUSTRIAN RADIO, OCTOBER 27, 1971.

Q.—What expectations do you connect with your visit of Austria and your world tour generally ?

A.—Only the expectation of understanding and friendship

Q.—India and Pakistan are virtually on the threshold of war. What would happen if your visits in Austria and in the other foreign capitals are unsuccessful ?

A.—Well, as I said that I have just come to gain a greater understanding of the European situation and to try and give an understanding to the leaders and the people of the countries I visit about the situation in India and in Asia. So, there is no question of succes or non-success on this. I will just say that I have not come with any goal or end in view

Q.—What must happen in your opinion to avoid an armed conflict on the soil of the Indian sub-continent ?

A.—Well, political settlement in East Bengal which is acceptable to the people and to the elected representatives of East Bengal.

Q.—Pakistan has accepted proposal of the United Nations to station U.N. civil personnel on Indian and Pakistani soil to observe the repatriation of refugees. Why has not India done so ?

A.—Firstly, we have got 10 people from the United Nations High Commissioner for Refugees already there in India visiting the camps and the border. Secondly, what are they going to supervise if they come to India ? They have first to stop the further influx which is taking place at the rate of anything from 30,000 a day to 42,000 a day There is no point in telling people to go back when everyday they see that 30,000 more people are coming with tales of atrocities, repression and so on. Therefore, the first task of anybody who wants to interest himself in this matter is to prevent the further influx of refugees into India. Then only you can consider the next step.

Q.—The British Sunday paper "*Observer*" has called you a dove with harp claws. What will happen if the situation worsens in East Pakistan ; there is a famine to expect ? What will happen and what will the situation be, at what point of the situation will it be unbearable for India ?

A.—The situation is very grave today because we feel that our stability and security are threatened. We do not believe in war as a solution of problems. We have done and we shall continue to do everything possible to prevent the conflict from escalating. But we have to guard our national interest and security.

Q.—About three months ago there was a treaty signed between India and the Soviet Union and one article of this treaty calls for immediate measures to be taken in case of an attack or a threat of attack. Does that mean that the traditional policy of neutrality of India has been abolished now ?

A.—We never had a policy of neutrality in the sense that you have it here in Austria. We had and we continue to have a policy of non-alignment, *i.e.*, we believe that we should have freedom of judgment and action with regard to internaitional affairs which we shall continue to judge on the merits of each particular case and in the interest of our country and what we consider to be world peace. I do not thnik that the treaty with the Soviet Union in any way impinges on this freedom of ours.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভিয়েনায় রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের সারাংশ।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	২৭ অক্টোবর, ১৯৭১।

PRIME MINISTER INDIRA GANDHI'S SPEECH AT THE STATE BANQUET IN VIENNA, OCTOBER 27, 1971.

Following are extracts from the speech :

India's journey has not been easy, but step by difficult step we have gone ahead, belying the prophets of doom Today, our other and not inconsiderable problems are overshadowed by events on our borders. In Austria, you have the experience of dealing with refugees So, you can perhaps imagine the burden of looking after an influx which is of the size of Austria's own population. But the problem of refugees is an incidental one. It can be solved only by going into the reasons which have complelled these helpless millions to leave their homes, to seek inadequate shelter and live in the greatest discomfort in over-crowded camps on our territory Many of them, even druing the heavy rains of the monsoon, were forced to sit under trees for days The Indian tradition has always been to offer shelter to the persecuted However, we cannot accept this charge as a permanent one

At this moment, our main concern is not merely looking after a large number of people but the very real threat to our security and stability which this holds, which these developents have .imposed on us The people of India value the sympathy and understanding which we have received from Austria and are greatful for the support which you have extended to us It is our sincere wish that Austro-Indian friendship will grow steadily over the coming years. Whether in international affairs or in domestic affairs, there are bound to be problems. Our own experience has been that no sooner do we solve one problem than ten new onces come to take its place But we think this is part of life and we think that solving each problem itself give us the strength to face the others.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভিয়েনায় অস্ট্রিয়ান সোসাইটি ফর ফরেন পলিসি এ্যাণ্ড ইণ্টারন্যাশনাল রিলেশনস-এ প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার সারাংশ।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	২৮ অক্টোবর, ১৯৭১।

PRIME MINISTER INDIRA GANDHI'S SPEECH AT THE AUSTRIAN SOCIETY FOR FOREIGN POLICY AND INTERNATIONAL RELATIONS, VIENNA, OCTOBER 28, 1971.

Following are extracts of the speech :

..All of you here are aware of the serious situation which has developed in the last seven months on our borders. Perhaps you know that the two parts of Pakistan are divided by a thousand miles of Indian territory. But that is no reason for the two parts not to get on. Why the situation arose was because the legitimate grienavces of the people of East Beangal were not attended to in time. When the election took place, Sheikh Mujibur Rahman who was the leader of the Awami Party, had a six point programme. It included greater autonomy for East Bengal but it did not ask for independence or session. They wanted to have beecter relations with India but not at the cost of Pakistan. All that they wanted was trade with India because the economy of East Pakistan has suffered greatly since this trade was stopped.

This programme was public and the election was fought on the basis of this programme and under the present regime. So one cannot say that anything underhanded or hidden was done. But when Sheikh Mujibur Rahman won the liections with the biggest majority that any election has given a national leader, there seems to have been some rethinking on the part of the government.

One more thing I would like to point out. This is not a question of a minority wanting something from a majority. When you take the hole of Pakistan together, the people of East Bengal are in the majority. So, instead of democracy folllowing its normal course, the period of negotiations saw the bringing over of more troops and the unleashing of a reign of terror such as has seldom been seen in the world. This is what has led to about 13 per cent of the entire population of East Bengal leaving their homes and trying to take shelter in India. The size of the refugee population is about the size of your own country here. Among the victims are Hindus, Muslims Christians and Buddhists. In the beginning the special victims of the persecution were scholars, authors and university men. We are told by people who have come from the other side that on the night of March 25, which was a Thursday, a special attack was made on Dacca University and over 300 people —students, faculty members and others—were killed.

Through the centuries India has offered refuge to the persecuted, but this time the problem is different in size and character. The tensions created in our country are political and social no less than economic, but you can imagine what the economic burden is of looking after such a vast number of people. The threat to our security and stability is also very real.

Our progress has sharpened our people's impatience. It is not true to say that the poor are poorer, because even the poor have advanced a bit. But it is true that they see their poverty with much sharper eyes. It is true that they are not prepared to wait any longer. We have taken the path of socialism because we feel there cannot be real democracy if there is a very great economic inequality. Even though the Constitution gives equal rights, if a very large part of the population is not able to benefit from what the Constitution gives them, then democracy cannot be complete. So if India cannot maintain its stability, I think it does threaten Asia and it does threaten world peace as well. Governmental and parliamentary leaders from many countries have shown understanding of the issues involved, but many others are acting, may I say, with somewhat lack of insight.

I am thankful for the understanding and sympathy which I have found in Austria. Many ordinary people, a woman who sells vegetables, children, different groups like this, have come to me to express their sympathy, and even to give small donation. I am greatful for this sympathy and appreciate the fact that people should extend a hand of friendship at this difficult time. This is the basis of peace in the world : when we can regard the trouble of others as our own and try to help.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হলে অবস্থার মোকাবিলায় ভারত প্রস্তুত'—অর্থমন্ত্রী চ্যবনের মন্তব্য।	দৈনিক আনন্দবাজার	২৮ অক্টোবর, ১৯৭১।

উদ্বাস্তুরা ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন করগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে

—চ্যবন

(দিল্লী অফিস থেকে)

২৮শে অক্টোবর—কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চ্যবন আজ এখানে প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়ায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় সুস্পষ্টভাবে জানান যে, নতুন যেসব কর ধার্য করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ সাময়িক, পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুরা স্বদেশে ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। তিনি বলেন, সত্যি কথা বলতে কি, এই নতুন কর ধার্যের উদ্দেশ্য কেবল অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করাই নয়, দেশবাসীকে সঙ্কট সম্পর্কে অবহিত করাও।

শ্রী চ্যবন বলেন, সরকারের বাজেটের হিসাব অনুযায়ী উদ্বাস্তুদের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই স্বদেশে ফিরে যাবার কথা। সেই সময় পর্যন্ত তাদের ভরণ-পোষণের জন্য মোট ৪৫০ কোটি টাকার দরকার। যদিও ভারত একটা আন্তর্জাতিক ট্রাস্ট হিসাবে উদ্বাস্তুদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিয়েছে, বাইরে থেকে যেসব সাহায্য আসছে তা অত্যন্ত কম। এমনকি, প্রতিশ্রুত ১২৫ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ৩০ কোটি টাকার মতো সরকারের হাতে এসেছে।

শ্রী চ্যবন স্বীকার করেন যে, পূর্ব বাংলা থেকে বিরাট সংখ্যক উদ্বাস্তু আগমনের ফলে ভারতের অর্থনীতির উপর প্রচন্ড চাপ পড়ছে এবং তার অর্থনৈতিক চিত্র কিছুটা বিকৃত হতে চলেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এই সমস্যার ফলে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা দেখা দিয়েছে এবং তা দ্রব্যমূল্যের উপর প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্বাস্তুরা ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ফিরে যাবে বলে কেন তিনি মনে করছেন শ্রী চ্যবন তা স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি। এবং যদি ঐ সময়ের মধ্যে উদ্বাস্তুরা ফিরে যেতে না পারে তাহলে সরকার কী করবেন তা-ও তিনি বিশদভাবে প্রকাশ করতে অস্বীকার করেন। তাঁর মতে পরিস্থিতি ক্রমশঃ দানা বাঁধছে। তবু তিনি সঙ্কট নিরসনে ভারতের তাড়াহুড়া কোন ব্যবস্থা গ্রহণের সম্ভাবনা বাতিল করে দেন।

তিনি বলেন, 'আমরা যুদ্ধ চাই না।' তিনি আরও বলেন, সশস্ত্র সংঘর্ষ এড়াতে ভারত কোন চেষ্টাই বাদ রাখবে না। তবে আমাদের উপর যদি যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয় তা আমরা সেই জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত।—সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও স্মরণ করিয়ে দেন যে, যুদ্ধ যদি বাধে তাহলে আমাদের অর্থনীতির উপর আরও চাপ পড়বে।

জাতীয় অর্থনীতির চিত্রণে শ্রী চ্যবন বলেন, উদ্বাস্তু আগমনের ফলে আমাদের অর্থনীতির উপর প্রচন্ড চাপ পড়া সত্ত্বেও সরকার সামাজিক ও বৈষয়িক উভয় প্রকার উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় অগ্রসর হতে কৃতসঙ্কল্প। এইসব ক্ষেত্রে কোনরকম ছাটাই হবে না। শিল্প ক্ষেত্রে অচলাবস্থা দেখা দেওয়ায় অর্থমন্ত্রী কিছুটা অসন্তোষ প্রকাশ করেন। শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি

মোটেই সন্তোষজনক নয়। সরকার ইতিমধ্যেই এই সমস্যা বিচার করেদেখেছেন। শিল্প ক্ষেত্রে বর্তমান অচলাবস্থার কারণ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশন সারা দেশে একটা অনুসন্ধান শুরু করেছেন। কারণ নির্ণীত হবার পর অবস্থার উন্নতির জন্য সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রী চ্যবন নিশ্চিত, এই ব্যবস্থা যদি সফল করা যায় তাহলে বর্তমান যে মূল্যরেখা ঊর্ধগতি হয়েছে, সরকার তাকে ধরে রাখতে সমর্থ হবেন। কারণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় সত্বেও কৃষি উৎপাদনের সামগ্রিক চিত্র ভালোই রয়েছে। তবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সরকারের হিসাব কিছু বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বন্যা ও খরা ত্রাণে বাজেটে মাত্র ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এ পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যকে মোট প্রায় ১৫০ কোটি টাকা দিয়েছেন। এর ফলেও আমাদের অর্থনীতির উপর কিছুটা বাড়তি চাপ পড়েছে।

যা-ই হোক, ভালোভাবে অর্থ সংগ্রহ করে এবং ব্যয় হ্রাস করে--বিশেষ করে পরিকল্পনা বহির্ভূত বিষয়ে- সরকার পরিস্থিতি সামলে নেবেন বলে আশা করছেন। এ কাজে রাজ্য সরকারগুলির সাড়াও উৎসাহব্যঞ্জক।

আবার সরকার আবশ্যিক দ্রব্যগুলির বিলিবন্টনের মূল ব্যবস্থাগুলি ঠিক করে রাখবেন যাতে প্রয়োজন হলে কোন কোন ক্ষেত্রে কন্ট্রোল প্রবর্তন করা যায়। তবে এই মুহূর্তে সরকার কন্ট্রোলের কথা ভাবছেন না।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
লণ্ডনস্থ 'ইণ্ডিয়া লীগ'-এ প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের সারাংশ।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	৩১ অক্টোবর, ১৯৭১।

PRIME MINISTER INDIRA GANDHI'S ADDRESS TO THE INDIA LEAGUE, LONDON, OCTOBER 31, 1971

Following are extracts from the speech:

......You all know that just before the elections, before the split in the Party even, India had gone through a very bad period of drought. It was a period when foreign newspapers started printing headlines such as "Will India Survive? Will Democracy Survive in India?" We in India are used to a great deal of misunderstanding and criticism. When we were fighting for freedom, the questione. raised was: "Can freedom be won with non-violence?" We stuck to our path and we proved it could be won by non-violence. Then the question was raised; "Can such a arge country with so much illiteracy be democratic?" We proved in our five elections that democracy can work and that democracy has taken deep root in India. Democracy has been an educative process, because with every election we see a greater maturity amongst the Indian people. I can't say that everybody votes wisely, but if there are people who are misled by propaganda or who consider irrelevant factors in their choice, their number is certainly not larger than similar people in countries where there is much more education and much more affluence.

So this was the situation in India when we gathered together for our new Parliament. We came with high hopes and having raised the hopes of the entire people of India, we had hardly begun thinking of all the programmes that had to be initiated when, after a week, a very big burden fell on us and a very big event took place across our borders. It has disrupted our lives, but it is something very much more than that. I find that there in England and in other countries which I had visited, this border situation tends to be considered as a very limited problem, as a problem of refugees. I do not want to say that the refugee problem is a small one--9,000,000 people can never be small, no matter where they are—and certainly to have 9,000,000 extra people at a time when you can ill afford to look after your own prople is not an easy task. But the problem of Bangla Desh is not merely the problem of the refugees in India. It is a far deeper problem and one which affects us in many ways. The refugees have highlighted the problem for us in India because they have posed not only a tremendous economic burden, they have created social problems. political problems and, above all, the question of the security, the stability and the integrity of India. We are equally concerned with the tragedy which is taking place outside of our country. Rarely has the world witnessed the sort of atrocities and barbarities which we hear described by the refugees who are daily pouring in.

At the time when I was working for the India League, our main concern was freedom for India, but we were no less concerned about what was happening in Europe, because that was the time when there was the Spanish Civil

War, it was a time when Fascism and Nazim were gaining strength in Europe and the India League was rightly concerned with all these movements and all these troubles because we believed that if man's spritits is crushed anywhere that is a defeat for all of mankind.

Today, the problem of Bangla Desh is the same. It should be of corncerton every human being who believes in freedom, who believes in basic human rights, who believes in democracy. Of course, there can be no democracy unless there are basic human rig its. I would not like any of you to think that either I mvself, or the Government of India, or even the people of India, are in any way against Pakistan or the people of Pakistan. Far from it. We have always wishes them well because we believe it is in our interests that in our neighbouring country also there should be peace, stability and progress. We know that just as our major problem is the problem of poverty and disparities, this is so the problem of Pakistan. We are deeply concerned about the welfare of the people there. But we know also that peace and stability, prosperity and progress, can only come when you pay attention to the wants of all your people. In India also, we have areas which are backward, areas which have been neglected, but we are trying our very best to see that the neglect of ages is wiped out now. We know that it cannot be done by magic and neither do the people expect us to do this, but we are taking steps in every area to see that the legitimate grievances of the people should be removed and that the people themselves should be involved in planning and in working out their development programmes. This is what democracy has meant for us—not merely that people have a vote but that they should participate in all the programmes to make democracy work—and bring a better life to the people.

Just before we had our elections, there were elections all over Pakistan. We had no contract with any potitical party there, but we had heard from many people that there was a likehood of the Awami League winni ng the elections. We had no idea that they would win with such a tremendous majority. I think it was perhaps the biggest majority that any free election has given. But, while in our country the result of the electon was an automatic one, that a party won and the leader of the party became Prime Minister, across the border the event took a very different, a very tragic and grim turn I am told that the leaders of Bangla Desh were on March 24 given the impressioin that something was coming out of the talks being held. There was a possibility of understanding. Later on, of course, it seemed that this type of negotiation was used to being more troops across the seas, and when they were ready with the troops on March 25, the great massacre began. As is perhaps usual in all such conflicts, the brunt of it was borne by the intellectuals. One of the very first attacks was on the University and a large number, I believe over 300 people, were killed on that very first day in the University area—students, professors, etc.

To India came an a balanche or a flood of people such as, I think, the world has not known. India is used to refugees. It is not a new phenomenon for us. We have had people from many different countries over the centuries and it has been our tradition to open our doors to help them to find a new life. But you just cannot keep on doing this all the time. To have millions of people in a few weeks is more than even such a big country like India can manage. We do not have the place, we do not have the money, we do not have the materials. We welcome help from outside but, as I said, if giving help means that people are going to think only of the refugees and

forget the main problem, then it will not help the refugees and it will not help India. Of course, it will not help Bangla Desh either, because we want the refugees to return, and we are fully aware that they cannot possibly return unles's more refugees stop coming. Today, they number more than 9,000,000 but every single day we have 30,000 or 40,000 new refugees coming in. The stream has not ended by any means, and each group comes with new stories of horrow which are hair-raising.

So, the first step is that conditions should be created within East Bengal so that more people do not want to leave their homes and their homeland. Then comes the second step of asking these people to go back. The question is whether this is possible in the conditions which exist today and, obviously, it is not possible, because otherwise they would have stopped. We are told in India that we should accept observers from the United Nations. It does not really make very much difference. Perhaps some of you are not aware that we already have ten of them. We have ten observers from the United Nations High Commission for Relief and they have been there since the very beginning. We have nothing to hide and the border, as well as the camps, are open to all the diplomats who are there in New Delhi, or the Consulates in Calcutta. They are open to all the foreign correspondents who visit us time and agains. You who are living in England have seen the reports being published in the British newspapers and perhaps you know that similar reports are being published by the American newspapers, by many countries in Europe and other parts of the world. So the version that is coming out is not an Indian version. It is the version of eye-witness who have seen these things for themselves. As a matter of fact, most of our information comes from these people. We hardly have any way of having our own information except from the refugees and those people who come from there.

This is a very grave problem for us. It does not concern merely India—it concerns Asia and it concerns the world. Everybody today is busy telling us that we must show restraint. I do not think that any people or any Government could have shown greater restraint than we have in the face of such tremendous provocation and threat to our safety and to our stability. But where has the restraint taken us? With all our restraint we are not getting any nearer to a solution. On the contrary, the military confrontation, as the other confrontations which I mentioned, political, economic, social, administrative, are steadily getting worse.

People have asked me how long can India manage? Actually that date has long since been passed. I feel that I am sitting on the top of a volcano and I honestly do not know when it is going to cerupt. So the question is not of how restrained we are today, but of what will happen across the border. We think this is the responsibility of the international community to see that a way out is found. Obviously, the best way, the most humane way, is to have a political settlement and that political settlement can only be with the elected leader of the people of Bangla Desh, and with the elected and accepted representatives of that country.

It seems very strange to us how the situation can be normalised by suddenly declaring that some elected people are no longer there when they are very much in the world. You suddenly say that you are going to have new elections and that new elections are going to solve the problem. They cannot possibly solve the problem. The elections were not considered illegal when they were held, the

programme put before the people was well known to the Government and the elections were presided over by the same governmental authority. They had a six-point programme on which they fought the elections and which was supported by the vast majority of the people of both sides of Pakistan. Nobody objected to it. The time to raise an objection was before the elections were fought. They could have said, "well, we don't approve of this programme, we are not going to eccept the six points and, therefore, if you want to fight the elections you will have to re-think". I do not know if it would have been proper, but certainly if any objection had to be raised, that was the time to raise it, not when the programme was accepted. The people thought it was accepted and they voted accordingly.

Today, India is faced with a very grave situation. Honestly, I cannot prophesy what will happen or how we can deal with it. I can only see that from day to day the situation is worsening. The crisis is becoming more acute. India is a country which has always stood against war. We have always believed that problems and disputes can be solved by negotiation and by discussions But there is such a thing as national interest and we cannot allow our national interest, the interest of the people, of their security and their stability, to suffer. This is the situation. But, as I have said to my people in India, which I would like to repeat to all Indians here, the grave the situation becomes, the greater the necessity to be calm and collected and think things out with a cool head. Whatever happens, we must look not only at the near future but at the distant future We in India will naturally take all those steps which are necessary to secure the sort of future which we have hoped for and worked for before Independence and after Independence

I want only to say that living at this distance, people see only our faults, our short comings, our weaknesses, our quarrels. All these things do exists We do not want to hide them. We do not hide them. But if you think this is the whole of India, you will be very sadly mistaken. we may have sixteen languages or we may have more languages, that is not important. Each one of those languages serves a population as large as any country in Europe We do not want regimentation, we do flot want uniformity. But the fact remains that under all these fissiparous tendencies. demands, divisions, agitations which are constantly taking place, there is a very strong base of Indian unity. There is also a strong base of self-confidence. Time and again we were told that we could not do something and we have shown that we could do it and we did do it. I spoke to you about our freedom struggle. I spoke to you about democracy. I see 'that' here is a question in 'India Weekly' that India will never be able to feed its growing population. Well, this year, 1971, we are fully self-sufficient in food, even though we have paid attention only to wheat and rice. We still have to do a lot of research, we still have to in ease production in all kinds of other fields. We were told that planning would not work, and planning certainly has its ups and downs, but it has given us direction. In the last elections the confidence of the prople has given a new coherence and a new strength to the country. Today, it is true that we are facing tremendous problems, tremendous burdens, but do not think that we are disheartened, do not think that we are discouraged. We are full of courage, full of self-confidence. and we know that we have the endurance to bear the burden however heavy. We welcome help, we want your support and your sympathy, but we are not dependent on anybody's help or sympathy.

There is another question asked about why we turn to Russians and not to Americans. Quite honestly, we have not truned to anybody. If help is offered, we are not going to say we do not want it. We shall take it from wherever it is offered provided that it is in our national interest. The over-riding consideration is what is in the national interest. Economic progress and growth, the lessening of poverty and disparity, are important. But, there is something which is more important, and that is our freedom. We are taking only what help does not cast any shadow on our freedom. We have always believed in being friends with countries and we shall continue to believe in that and work for it, but, as I said, the over-riding consideration must be what is in our national interest, and we shall always war for that........ .

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বি-বি-সি'তে প্রচারিত মার্ক টালীর সাথে প্রধান মন্ত্রীর সাক্ষাৎকার।	'দি ইয়ার্স অফ এন্ডীভার'।	১৬ নভেম্বর ১৯৭১

A SERIOUS SITUATION

Question: Prime Minister, it has always been India's point of view in this present crisis over the refugees, that other countries should put pressure on Pakistan to ameliorate the situation in East Pakistan so that the refugees can go back. What sort of pressure do you envisage that other countries could put on Pakistan ?

The Prime Minister: Well, Pakistan has been getting help, military and economic, from other countries and I think that had this been made clear at the beginning that they would not get support in this adventure or misadventure that they are indulging in Bangladesh, this matter would never have gone so far.

Question : But do you think there is anything now that other countries can do ?

The Peime Minister : Quite frankly, I don't really see anything very specific myself, but I one th of those people who are born optimists and therefore I feel that the most insoluble problem has some solution if people are only willing to find it.

Question : It is perhaps a little unfair to ask you this before you have been to the United States, but are you particularly worried about the attitude of the American Government in this matter ?

The Prime Minister : I wouldn't isolate the American Government because I think that many Governments are hesitating to take a positive stand on this issue and because of the large number of refugees and the very real economic and other burdens on us, people's attention is divided to the refugees. We are full of sympathy for them and we do want help from them, but it would be very unfortunate if all the attention is on looking after the refugees rather than solving, removing the cause of why this exodus is taking place. Because as long as you don't deal with the cause you simply can't do anything except provide a little bit more comfort to the refugees.

Question: What is the remeday for this cause ?

The Prime Minister: Obviously to solve the problems of East Bengal.

Question: But could you be more specific, how would you see them solved?

The Prime Minister: Well, first I think it is for the people themselves and their elected leaders to decide what they want or what settlement they want. But so far as I am able to gather, I doubt very much if they will now settle for anything except their full rights.

Interview on B. B. C. by Mark Tully, November, 2, 1971.

Question : By their full rights you mean autonomy within Pakistan or Independence.

The Prime Minister: At this moment there is lot of bitterness and hatred on both sides, but more on the side of the East Bengalis because they are the people who have been killed. They cannot forget what happened on the night of 25th March when there was this entirely unprovoked attack on the university where students and faculty members were killed in large numbers. And even now, although everybody is being killed, the concentration is on the intellectuals, on the young people and on the minorities.

Questions: I think there has been universal admiration for the the way that India has coped with the problem of looking after the refugees. But I think some people are confused as to why India will not accept a large United Nations presence in the refugee camps as Pakistan has suggested. Why won't India accept this ?

The Prime Minister: If I may deal with the admiration part first. It is a little bit of an irritant because, it is nice to be admired, but if people think you say a few flattering words and that is enough, well it is not because we are getting the verbal admiration and it seems to us the others are getting the more material help. So far as the U.N. observers are concerned we already have ten people. Ours is an open society, no censorship on newspapers, no limitation or restriction on who will visit the camps and everybody does, not only from other countries, but even people from our own country, whom we would rather wish they did not go, but anyway they go there and to the border and so on. What would be the purpose of more U.N. observers ? There are ten of them now. It is only a device, I think, of Pakistan to show that India and Pakistan are on the same level. This is what we resent. It does not matter if a hundred U.N. people come. But quite frankly they will be able to do nothing. Apart from that, what we resent is the two countries being put on par.

Question: The guerillas in East Pakistan are clearly one of the reasons why there is unrest there still and yet India is widely reported to shelter them and give them some assistance. Don't you feel that if you were to withdraw this shelter and assistance then the situation might calm down a little bit in East Pakistan ?

The Prime Minister: Certainly not. On the contrary I think it would be very much worse. So far as giving shelter and help is concerned, you know our border is such that we cannot stop people coming or going. Even British teams have gone back and forth without our knowing where they left India and where they came back. And so far as help is concerned, you know there are vast numbers of East Bengalis living in England, in the U.S. and various other countries, who are supporting this movement. Furthermore the guerillas are functioning all over East Bengal, not near the Indian border necessarily. And also the bases of them are the para-military forces which existed before —the East Pakistan Rifles, the East Bengal Rifles—and they alrdeady had quite a fair amount of weapons.

Question: You were elected Prime Minister, on a platform to, as you describe it, "Garibi Hatao"—to eradicate poverty. Now clearly the burden of the refugees must have set the Indian economy back, What exactly is the state of the Indian economy now ?

The Prime Minister: The economy is not as healthy as it should be. All the problems are more acute, but if anybody thinks we are going under with this they are mistaken, because the Indian people have learnt, or just through sheer experience, they have the endurance of bearing enormous burdens. I think the capacity of man to suffer is limitless, and when there is a cause, such as the integrity and stability of the country, this quality, this endurance comes to the force.

Question : Could we just look briefly at India's foreign policy ? The Soviet-India Peace Treaty, I think, worried some people in this country, because India, of course, has always been known as a non-aligned country and some people have felt that non-alignment and a peace treaty with Russia are not compatible.

The Prime Minister : But only those people have felt so who anyhow were against non-alignment and who did not approve of it. This Treaty has not affected non-alignment in any possible way. We retain our freedom to make our own decision and take our own action.

Question : India has said that she wants to improve relationship with China. Now surely signing a Peace Treaty with Russia is not going to help you to improve your relations with China.

The Prime Minister : Why not ? Perhaps you have seen what Mr. Chou-En-lai said. He said it would make no difference.

Question : And you are not worried about the Pakistani situation—your relationship with China either.

The Prime Minisrer : No.

Question : What about the United Nations? India has always supported China's entry into the United Nations. Do you feel that now that China is there, the United Nations is going to function more efficiently or less efficiently?

The Prime Minister : I think that is hardly a fair question. I really do not know how it is going to function. Only the future can tell. There is no reason why it should be less efficient. You can say it may take another direction.

Question : Now could we turn finally to aid and trade. President Nixon announced a package decision to protect the dollar, and only at the weekend we hear the Senate's decision on the Aid Bill. Are you concerned about these general signs of American isolationism and the possible effect of its on trade and a trade war building up ?

The Prime Minister : Naturally it will effect our economy, but these are matters for the Ameriacans to decide and we just have to adjust to whatever they do. But there is one fact, which is, that in the last year the whole nature of these loans has been such that, whatever we get, almost seven-eights of it is used in repayments, so that we don't get very much anyhow.

Question : I know that India has taken a particularly strong line on the fact that the recent discussions on the international monetary system have appeared to ignore the interests of the under-developed countries. Do you think there is any way of bringing the under-developed countries more into these discussions ?

The Prime Minister : We would only like tour interests to be guarded by these countries because if the division between the rich and the poor countries becomes sharper then I think it can only add to general tension in the world, which, in the long run will not be good for the richer countries either. And I don't think these floating currencies are very helpful. We would like to have a more stable situation.

Question : Prime Minister, lastly could I return just to the situation in India and Pakistan an ask you how seriously you view the tensions between your country and your neighbour, Pakistan ?

The Prime Minister : I think that the more serious problem is not the confrontation on the border--I have come to this view only in the last few minutes I might add -but this constant effort of people in other countries to divert attention from what is the basic question, because that never solves anything You can dive ' you can find a temporary solution, but if there is an illness and you are not treating the cause of the illness, well, it recurs—and it can recur in a more violent form.

Question: But how long do you feel then that this illness can go on without the situation sliding into something far more serious, even a war?

The Prime Ministser: Well, it is sliding into something more serious right now.

* * *

Question : Prime Minister, the mass migration of Pakistanis into India has received an enormous amount of world attention. What do you feel the choices facing India now are ?

The Prime Minister: The choices are extremely limited. The situation keeps on deteriorating, which will have very serious consequences on the Indian economy, on the stability, the security and even integrity of the country.

Question: But as a result of your visit to Western Europe, do you feel that there is a possibility that the concern which nearly all countries have expressed for India, will be translated into action of some kind?

The Prime Minister: Although people here are concerned, but Europe has always looked at the world from European eyes, whereas all the other countries of Asia and Africa, because of their own compulsion, their own problems, have to deal with them from the point of view of their own interest. Many European countries -not only European, other countries as well—have been trying to maintain what they call'a balance of power' on the sub-continent. I think this is a question not for me to answer, but for them to answer whether they think that an India which is weak, or not so stable, can serve any useful purpose for peace in Asia.

Question: Would you say then that you are disappointed with the result of your visits and your talks with the Prime Minister, that you don't feel that they understand the problems sufficient?

The Prime Minister: No, I am not disappointed. Firstly, because I never expect anything and I think they do have an understanding. Now the question is to feel the question or the difficulty sharply enough or deeply enough to want to do something about it.

Question: Given the long history of intractable disputes, like Kashmir, on the sub-continent, do you get the feeling that people somehow believe that it might be easier to subsidise this calamity, to pay for it rather than to solve it?

The Prime Minister: Which people? As you see now, other things may have remained the same, but India has not. We are not dependent upon what other countries think, or want us to do. We know what we want for ourselves and we are going to do it, whatever it costs. We welcome help from any country, but if it does not come, well, it is all right by us.

Question: But can you tell us what is the military situation on the frontiers with Pakistan today—because it does appear confused. President Yahya Khan of Pakistan last week called for the withdrawal of armoured forces and troops to peace-time positions which suggests that you are in a state of war.

The Prime Minister: We are not in a state of war. So far as the troops themselves are concerned, they are on the borders on both sides. But President Yahya Khan should have thought of this before he moved his troops, because they did move long before our troops moved. Our troops moved only when we felt there was a very serious threat to our security. I have no doubt that had we notn been prepared, he would have walked in, and I would like to remind you that we have been attached by Pakistan twice before. So far us it is not a theoretical problem at all.

Question: But last week there were reports of battalion-sized actions and aircraft being involved and casualties up in the region of something like five hundred. Is that what is happening on the border?

The Prime Minister: I doubt it very much. We have had the experience also of other statements made by leaders across the border, which they themselves have retracted afterwards in world forums. So this is not the first time that we hear all these things.

Question: But there have been artillery duels across this border for some time now, have not there—in the East?

The Prime Minister: Yes, there has been some shelling.

Question: Are they continuing?

The Prime Minister: I think so.

Question: Broadly then, how would you describe the tension on the borders? Is it.. ?

The Prime Minister: Well, it is very tense, as I said, it is extremely serious.

Question: And is the momentum towards war, do you feel, still gathering speed, or is it being slowed down ?

The Prime Minister: Let us put this in perspective. War is an evil thing. India has always stood out against war, no matter where it took place. But there are things which are more important, and today we feel that not only for the sake of the Indian people but for the peace in Asia and world peace, stability, integrity and the security of India, is of first importance. I don't think anything should divert the world's attention from this point. This is the major point.

Question: Yes, I was really putting to you that there seems an inevitability about the way things are going—a slide towards war, which —as you say— you are deeply concerned to avoid at all costs if you can, but is the situation. —is it that—is there a momentum towards war, which you feel that you cannot yet arrest ?

The Prime Minister : We have arrested it. If I had not been calm and restrained, the fighting would have been bad. What word have I uttered, or anybody from my Government for that matter, which could be constructed as a threat or as a push towards war ? But if you look at some statements on the other side, there is no doubt whatsoever, absolutely Public.

Question : Is there a risk that you will be attacked by Pakistan, in your view now, at this moment?

The Prime Minister : One just can't say, and it also depends on what you consider an aggression. In 1965, thousands of infiltrators were sent and they said they didn't commit aggression but after all it was an agression when they were obviously there to occupy the place and make way for the army.

Question : Do you believe that conditions are favourable to secure the return of the refugees by tougher action, either diplomatic or in the last resort, military? Are the conditions now favourable for that?

The Prime Minister : I don't know where conditions are ever favourable to this. Sometimes things just have to be done. We in India are determined that we are not going to be saddled with Pakistan problems. They had a problem—very large number of persons who voted against the present regime, in a free election held under the supervision of the present Government of West Pakistan, who voted democratically, have been either killed or pushed across the border. Now, why should we re ive another country's problem like this? Would this make sense to anybody?

Question : But how great is your determination to do this and do you have some time in mind within which you must do it to make it credible?

The Prime Minister : I am not interested in making anything credible. I am interested in the future and the present for that matter, of my country and my people. Now they have faith in me and I cannot betray that faith.

Question : Now you have spoken of the first steps which are necessary to do something about this inundation of refugees and you have said that first of all continuing exodus must be stopped, but what first steps can be taken to stop that?

The Prime Minister : Well, surely that the massacre there stops, the rape stops, the burning of villages stops.

Question : You have spoken of first steps needed to improve the situation, the first step being to stop the exodus of refugees. Now can it not be fairly put to you that you are contributing in a way to the exodus of the refugees by your support for the Pakistan guerillas who are operating in East Pakistan— Pakistan army takes reprisals against them, against villages which harbour the guerilla fighters and that causes the exodus, or is at least in part responsible for it. Now must not you, in effect, face the question of having to reduce your support for the guerilla armies operating in East Pakistan?

The Prime Minister : Does that mean we allow a massacre to continue? What happened first? How many people were killed acceding to your correspondents of British newspapers, of American newspapers, of French newspapers, Canadian newspapers, Arabian newspapers? The massacre began long before there was a single guerilla.

Question : But as a contribution to quietening the situtation as I say .

The Prime Minister : Now, what does quietening mean? Does it mean that we allow.... We support the genocide, and do you think it can be stopped? Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? And say that 'No, we are going to quieten the situation'. That is not quietness. That is the worst possible type of war, it is the worst possible type of violence.

Question : But how then, without something done to control the guerilla activity in return for greater discipline by the Pakistan army can you secure these first steps?

The Prime Minister : When Hitler was on the rampage, why didn't you say 'Let's keep quiet and let's have peace in Germany and let the Jews die, or let Belgium die, let France die' Would you say that was quiet?

Question : But how do you propose to bring about these first steps to control the exodus....?

The Prime Minister : It is not for us to this would never have happened if the world community had woken up to the fact when we first drew their attention to it. They knew this was happening the newspaper people were sending reports. We got most of our news from the Bistish, the American and other foreign papers.

Question : So what do you believe are the broad outlines for a settlement?

The Prime Minister : We cannot decide on a settlement for the people of Bangladesh. That is a decision which only they themselves can take. But I

can only say that to have a re-election of all seats which are already occupied to which people have been elected in a democratic and free election, is farcical to say the least.

Question : But you believe that in order to achieve a settlement and secure the return of the refugees, that the people of Bangladesh of what was East Pakistan, are going to have to settle for something rather less than full independence? Autonomy perhaps within a union but less than full independence?

The Prime Minister : Well, it depends entirely on them. This was not our show It is their show; it is their lives we are talking about. We are not talking about some game where you make a particular move or another move. We are talking about the lives of milions of people.

Question : In one of your recent speeches you have said that you are sitting on a volcano, may I also suggest to you that you appear to be sitting on the fence, that you are standing allof from this problem. You say it is a question to be settled between the two wings of Pakistan, between east and west, but how are they to be brought together?

The Prime Minister : We do not know how they are coming together. It is our concern insofar as it affects us. While the matter is basically between the military regime of West Pakistan and the people and their elected representatives of East Bengal, Pakistan troops are massed on our eastern borders also So, therefore, we are in no way sitting on the fence and saying we are not concerned. We are concerned. But we cannot decide what the people of East Bengal will do Only they can take that decision.

Question : But when you stand aside like that, can you really afford to, when India is giving sanctuary and support to those who wish to liberate East Pakistan. You are involved and you have also refused an offer off talks with the President of Pakistan Is there not a contradicttion in your position?

The Prime Minister : None at all. Do you want us to murder the peopole who come to India. The only way we could have stopped them was to kill them off. There was no other way out at all and nobody has been able to suggest that there was a way out.

Question : No, of course, I don't suggest that and I don't really see that that follows, but ...

The Prime Minister : It does follow.:

Question : But I wonder why you do refuse the offer of talks. Isn't it important to talk sooner rather than later?

The Prime Minister : Talk with whom--and about what? Up to now, President Yahya Khan is telling everybody and he may be telling it now for all I know, that the situtation in Bangladesh is absolutely normal. Now, either he does not know what is happening or he is telling a deliberate untruth. Either way, where is the foundation for a talk?

Question : More broadly do you feel therefore in the light of what you have just said that the whole idea of two nations on the sub-continent of India set up as a result of partition has failed?

The Prime Minister : We said so very clearly before this took place and mode of the Indian people I would say were against the whole thing. But our leaders and I think perhaps rightly thought that this would bring peace. It would give the opportunity for India to go forward and build a better life for its poor people. They wholly accepted this and we are in no way against Pakistan or the people of Pakistan for whom I have the friendliest of feelings. But I do feel that the Governments of the world today are not helping either Pakistan as a country, or the people of Pakistan. They are bolstering up a military regime which is not interested in the welfare of its people.

Question : Does not the whole separative tendency as shown in East Bengal, pose great dangers to you in India?

The Prime Minister : None whatsoever.

Question : Won't it excite separatist tendencies within India.

The Prime Minister: No No. Because we deal with our people and we see that their legitimate grievances are diminished and the problems solved.

Question : You don't see an increasing tendency for power to be devolved from the Centre throughout the sub-continent and the lingual division of states and so on as something which will be harder for you to control?

The Prime Minister : Well it is difficult for you people to understand We don't have any divisive tendencies we have sixteen languages, we may have twenty languages, but we are one people, India, with a strong basis of unity which is always there But in times of crisis whether it is a crisis of this nature which is across our borders, or the kind of crisis which we had three years ago which was drought the people are one and nobody is going to be able to weaken them or disrupt that unity.

Question : Well, you can make a tremendous case for what you have just said. A week or so before the deluge of refugees descended on you, you received a massive new mandate from the people of India which many saw as the revitalization of India demorcacy. You won on a programme promisiong radical change and reform in India. Now all that is in jeopardy because of the refugee problem. What are the consequences of your inability to fulfil your election pledges likely to be?

The Prime Minister : The Indian people, strange as it may sound to people of the West are quite mature in their judgment. They all have grievances they all have demands. But if it is a time of difficulty. I think we would stand together. We have tremendous capacity to suffer and to endure and if we have to do it we will do it.

Question : I was wondering whether the consequences might not be rather greater than that, I mean would you feel democracy itself is jeopardised unless you can fulfil your......?

The Prime Minister : Not in India. Democracy can go anywhere in the world but it will not be jeopardished in India. It is only foreign people who thought the democracy was in danger. I have never believed that for a single second.

Question : But you yourself, how do you personally feel having been elected on radical platform of change in India, to see it all jeopardised now rather than see it sacrificed, rather than see it continue to be jeopardised what would you ask the Indian people to do as a last resort to solve this problem for you?

The Prime Minister : Well, it is very important that we lessen our proverty, that we fight against the various social and economic injustices and inequalities but something is more important and that is the freedom of the country and I have no doubt not a shadow of doubt that every political party right left or centre, will be solidly with us in anything which they consider is threatening our freedom and our security.

Question : Very briefly, Prime Minister, finally, you've spoken of a need to reassess the relationship with this country. After all, our destinies have been interwined for something like two or three hundred years now. How would you wish to see it reassessed?

The Prime Minister : Firstly to forget the past. I think that there is too much harping on what the relationship was. That relationship snapped with independence and I think it was because in the earlier years we tried to hang on to it that we had a period when there was not such friendship but I think we can now make a friendship on a new basis with a far more rational approach to the different problems of both the countries and what each of us gains by such a friendship and I think that there is considerable ground for such mutual benefit.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট নিক্সন প্রদত্ত ভোজসভায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণ।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	৪ নভেম্বর ১৯৭১

PRIME MINISTER INDIRA GANDHI'S SPEECH AT BANQUET BY PRESIDENT NIXON IN WASHINGTON NOVEMBER 4, 1971

This room is indeed full of history, as indeed is this house in which we are today. This house has been the home of many great men whose ideas and actions have influenced events far beyond the boundaries of the United States.

I remember how thrilled I felt as a small girl, when my father first introduced me to the stirring words of Jefferson and Lincoln. Much has happended in the world since those days. There have been many ups and many downs. But certain ideas and certain ideals have held people together

I think, although there is so much difference between your country and mine although many miles of land and ocean separate us, there is also much in common between our two peoples We are both large societies, composed of diverse ethnic elements, proud of our regional diversity, resentful of imposed uniformity. Our peoples are friendly and generous, wanting to be liked, quick to give expression to their feelings, and equally ready to forgive

Naturally, there have been differences of assessment and emphasis And since our people and our legislatures live by speaking out, there have been moments of awkward candour. But let also remember that in both our societies the most forthright critics are within ourselves

I think that a functioning democracy converts this weakness into strength During our Fifth General Election last March, to which you referred so generously, Mr. President, our people demonstrated the ability of the democratic process to find answers to national problems They gave the nation a clear and coherent sense of direction, a renewed self-confidence in and a fresh impetus to our long struggle against poverty

The instability of the 1960's which had enervated our growth was overcome Our plans have benefited by the long-range capital assistance and food aid so generously given by your country Foreign aid is important because of its direct economic contribution and also as a symbol of the involvement of advanced nations, and more specially of the United States, in the developing world. But the effort in the progress of our country is overwhelmingly and increasingly that of the labour and sacrifice of our own people.

Today, we are self-sufficient in foodgrains. Net foreign credits constitute a small but useful part of our resources. All this was achieved not easily. And though we have smiled through these years, you know, Mr. President, how very difficult they were for India.

There was the drought during which many people thought we just would not survive. But it was that very time that we utilised to introduce our new agricultural strategy which today has made us self-sufficient.

You spoke of our elections. They were not easily won. I was telling Mrs Nixon just now that we had a very short time at our disposal because we decided to hold the elections a year and a quarter earlier than we need have, because we were just tried of pelople telling us: "You are the minority Government. You have no right to do this and you have no right to do that". We said, "all right, let's have elections". In 43 days I travelled 36,000 miles I had 375 meetings, all with over 100,000 people, some with 200,000 or 250, 000. This was one person's effort, but it also naturally needed the efforts of hundreds of thousands of other people. Why we won the election was not merely because of our effort, but because we were able to convince the people who are in a majority, the poor people, the smaller business men, the smaller farmers, those who had been under-privileged, the minorities, and, above all, the young people of all classes, that we had soemeting to offer which others did not.

So, the campaign became not a campaign of a political party, but a campaign of the people. I don't know what happens in the United States, but not all of our [illegible] were equally enthusiastic about all our candidates. (President Nixon: It is the same.) In some places naturally we thought we had the best candidate. In some places we sometimes didn't for various reasons. But there were many places where we thought we would not win because there was not co-operation between the candidate and those who were supposed to make him win. But this is where the people came to the fore and said, "if this is a candidate belonging to Mrs. Gandhi's party, we will make him win, whether the party wants him or not, or anybody else wants him or not". This is how we won those elections.

We had met in the new Parliament for only a week and like all politicians we were still busy patting each other on the back and congratulating one another, when suddenly our entire world changed. What seemed to be a part of sunlight, just waiting for us to go ahead and solve the problems which remained, was covered with a very large dark shadow. And without warning, a major crisis erupted across our frontier and well nigh resulted us seriously threatening our [illegible].

What has happened [illegible] part of contemporary history, I shall not dwell on it, but may I recall [illegible] mangnitude of the problem. Can you think of the entire population of Michigan State suddenly converging on to New York State? Imagine the strain on space, on the administration, on services such as health and communication, on resources such as food and money, and this not in conditions of affluence, but in a country already battling with problems of proverty and population.

We are paying the price of our traditions of an open society. Of all people surely those of the United States should understand this. Has not your own society been built of people who have fled from social and economic injustices? Have not your doors always been open?

Every nation must bear its own cross. Our people have faced this challenge with exemplary unity, self-reliance, and self-restraint. But from neighbours far and near, and from others who value and uphold democratic principles we expect understanding and, may I add, a certain measure of support.

None of our friends, and especially not those who share common ideals, would expect us to abandon our long cherished democratic principles. If today we are best with economic uncertainty and faced with the grave threat to our stability and security, it is because our democratic code and geographic proximity have made us the inevitable refuge of millions of helpless victims of medieval tyranny.

The circumstance did not allow an analysis of the consequences to our own economy and our society. Our administration, already strained to meet the rising, demands of our vast population, is stretched to the limit in looking after nine million refugees, all citizens of another country. Food stocks built against drought are being used up. Limited resources scraped together for sorely needed development works are being depleted.

The occasion is too serious for the scoring of propaganda points. Our people cannot understand how it is that we who are the victims, we who are bearing the brunt and have restrained ourselves with such fortitude, should be equated with those whose actions have caused the tragedy.

There is no foretelling how far-reaching will be its consequences. It is for the international community to try to remove the root cause of the trouble. India will not be found wanting in generous responses

In the meantime, I cannot avoid the responsibility or my duty to safeguard the furture of my people.

Mr. President, we are with you in our faith in freedom and democracy The size of my country, and the complex situations which confront us have led to many prophesies of despair. But India, like the United States, has the great resilience which is born of a free society, and out of the very crisis emerge solutions and new resources of energy.

Mr. President, you have evoked admiration all over the world for the imaginative manner in which you have taken bold decisions. I am sure that having a First Lady of such grace and charm is a source of strength to you.

This morning, you spoke of sunshine, and indeed it was a very beautiful day. I don't know whether you were responsible for it or whether I was, because, in India, I do have the reputation of bringing the weather the people want. Usually, of course, it is rain, it is not sunshine at all, because our crops need rain, and even in the driest of the drought days, when I went somewhere it always rained, not enough to make any difference to anybody, but just two or three drops to say, "well, I was there". So, perhaps, I had something to do with the sunshine!

But while that sunshine naturally added to the beauty of your very lovely garden and house and the view we have from here, you referred to another sunshine, a deeper kind, which you hoped would light our friendship and give it a greater meaning and purpose.

So, when you mentioned sunlight, something rang a bell in my mind, but I could not think of the worlds immediately. They did come back to me later on. In one of our Vedas which is the earliest existing literature in the world, found this little quotations: "As the lotus gets its radiance with the rise of the sun in the same way the thoughts of friends are auspicious and bring prosperity'.

So let us hope words of friends which have been spoken in this room will bring prosperity. Of course, your country is aloready very prosperous, but we hope that this prosperity will be shared with those who have not got it, and that you will also more to another kind of prosperity, shall I say, receptivity which enables people to enjoy prosperity. You have the material prosperity. We find in many countries there is prosperity, but somehow people are not enjoying it. They are looking for something else, but they don't know what they are looking for.

I sincerely share that wish, not only as a person, but on behalf of the Government and, indeed, the entire people of India, who have very great admiration and friendship for the people of the United States.

I have said how much our people were inspired during our freedom strugle by the words of great Americans, and afterwards also by the many deeds of your scientists and others to add to the world's knowledge and progress.

In India, although many of us think forward into the future, when we want something to say, we invariably look back into the past. There is always some word or sentence written thousands of years ago that could very well have been written today There are some timeseless parts of our history (as I am sure you have in America) and some great ideals, which we would like to keep no matter what other progress there is, what other advances mankind make.

So, it is important to have things, but just as important to know how to enjoy them, and how, through them, to share the enjoyment with others.

I would like to thank you once again for your invitation which has made pay visit possible and given me the oportunity of having very useful and interesting talks with you, Mr. President, and tomorrow, I hope to have with some others, and of being present at this very gracious function in this lovely room with so many distinguished people.

May I ask you all to join in a foast to the health of the President and the various First Lady, the future of the great people of the United States, and on friendship between our two countries?

———

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল প্রেসক্লাবে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৫ই নভেম্বর, ১৯৭১

PRIME MINISTER INDIRA GANDHI'S SPEECH AT THE NATIONAL PRESS CLUB, WASHINGTON—NOVEMBER 5, 1971

I am delighted to be here once again with you all. I have met several of you in the meantime in India or in other parts of the globe. You have been given some description of my day. But perhaps all of you, who are acquainted with the life of anybody who is in politics, know that actually no two days are ever the same. And, as much as one would like to mediate and do various, other such necessary and agreeable things, more often than not this remains in the realm of desire, rather than practice.

I find my relaxation and recreation when I am with people, and especially when I am with interesting people, such as in this hall today.

Our time is limited, so I am not going to make a long speech. I am just going to mention a few points which may help you to formulate your questions. And, of course, anything that you are interested in will crop up in the question.

I was here just five years ago and I spoke to you then of what we have been trying to do in India. Much has happened in that time, not only in India, but in all parts of the world. But naturally, just now I am more concerned with my own country.

Doubts were expressed then in 1966, in my own country and by the world Press, including the Press in the United States, about our unity, our democracy and even our ability to survive. Well all I can say is here I am again. But we have gone through a period of darkness and difficulty, which even for a people accustomed to hardship has been exceptionally severe. We are now self-sufficient in wheat and rice and other cereals, which are the staple diet of our people. With increasing expansion in irrigation facilities and fertiliser output break throughs are expected in other farm products as well. Our family Planning programmes have had some inmpact. The census held this last March showed that our population was fourteen million less than had been estimated.

Political changes in our party have taken place peacefully, giving greater coherence and sense of direction to our national life. Our confidence in our people was justified in our general election. On an average, sixty per cent of the people voted, not only in the cities but in the remote areas of the interior and in the mountains. The people gave me and my party a good majority. But what was special about the elections was the enthusiasm with which the people, and especially the young people, made it their own campaign.

The elections aroused new hope in our people and generated new energy and purpose in us. But today, your thoughts and mine are preoccupied with the crisis of Bangla Desh, that is, East Bengal. There too, elections were held. The

fact that even under a military regime the people of East Bengal so over-whelmingly voted for the Awami League showed their deep desire for democratic rights. The military rulers used the period of negotiations to amass troops. And on the very day, when the Awami League thought that settlement was to be reached, a reign of terror—such as history has rarely witnessed—was unleashed.

I have not hesitated sometimes to criticise the Press, of course, in self defence. But on this occasion, I should like to express appreciation of the manner in which the Press correspondents of many countries have tried to arouse the conscience of the world. They have shown courage and perseveragnce in lifting the veil around East Bengal and revealling the truth of the grim tragedy being enacted there. Their words have been honest and direct, but the photographs have outdone them in conveying the very essence of sorrow and misery.

What is taking place there is not a civil war in the ordinary sense of the word; it is a genocidal punishment of civilians for having voted democratically. It is a strange and cynical way of geting rid of one's opponents and of deliberately using helpless millions as a weapon against a neighbour nation. The number of the refugees is equal to the population of some of the countries of Europe, such as Austria and Belgium, where I was only recently.

We feel that this is a new kind of aggression. It certainly casts an unconscionable economic burden on us and has created political and social tensions endangering pure security. This is not a purely internal matter of one country, because the overflow of the political, economic and security consequences are affecting another country, that is, India. This is not an international dispute, certainly not an Indo-Pakistan dispute, for the traditional internatioal instruments to be invoked.

We are told that the confrontation of troops is a threat to peace. Is there no threat to peace when a whole people are massacred? Will the world be concerned only if people die because of war between two countries and not if hundreds of thousands are butchered and expelled by a military regime waging war against the people?

We cannot draw upon precedents to deal with this unprecedented variety of aggression. We have to devise new patterns of response. It is in order to impress on world leaders the nature of the crisis and the means of resolving it that I wrote to heads of governments several months ago and sent some of my colleagues to meet them. We informed them that the only way out of the mess which the military rulers of Pakistan have made for themselves is to have a political settlement with the elected representatives of East Bengal, Sheikh Mujibur Rahman, if he is alive, and his colleagues who embody the will of the people.

Had the world realised it then, much of this mounting misery and the migration of many more millions could have been avoided. The chances of such a settlement have grown more slender with each new day of neglect. But there might still be time if world leaders appreciated the reality of the situation.

In the various capitals I have visited on this tour, I have been asked what soluation India would like. The question is not what we would like, or what one or other of the big powers would like, but what the people of East Bengal will accept and what solution would be a lasting one.

I should like to plead with'the'world not to press me for a solution which leaves out the people of East Bengal. It is an illusion to think that the fate of a country can be decided without reference to its people. Once again, we see the old habit of underestimating the power of nationalism in Asia and of the demand of the people of Asia to make their own choice. Those who subscribe to the belief that democratically reached decisions are the most viable should recognise that the process of democracy admits no geographical disqualification. If democracy is good for you, it is good for us in India, and it is good for the people of East Bengal.

The suppression of democracy is the original cause of all the trouble in pakistan. The nations of the world should make up their minds who is more important to them, one man and his machine or a whole nation.

I am asked what initiatives India will take. We have taken the biggest possible initiative in remaining so self-rest trained and in keeping in check the anger within our country We have endeavour strenuoesly to see that this does not become an Indo-Pakistan issuel Any direct talks between the two countries would immediately be converted into such a dispute and make the solution more difficult. Pakistan has been trying to create conditions in which the world would think that Pakistan is threatened by a more powerful neighbourl As I have said, the threat to Pakistan has come from its own rules, not from us. When the regime there found out that its calculations will not succeed, it moved its troops to our western frontier, knowing full well that we would be forced to follow suit.

Pakistan's pleas for observers from the United Nations, for bilateral talks with India, and for mutual whithdrawal of troops, seemed very plausible at first sight. But these are only methods to divert the attention of the world from the root of the problem to' what are merely by products We cannot be side-tracked. We cannot have a dialogue with Pakistan on the future of East Bengal, because we have no right to speak for the people of East Bengal. Only Sheikh Mujib or the elected and accepted representatives of East Bengal have that right.

I have merely touched on certain points and on what I thought would interest you the most. I should like to leave the time now for questions. But I want to add only one thing, because the President of your Club said that I had come here to ask for aid, I have not asked for any aid, neither in this country nor in any of the other countries which I have visited. I believe that it is not the task of any one country to say to another what they should do even if it is a question of helping. It is my duty to put the situation in my country and its neighbourhood, to give my assesment of the situation to the leaders of the countries I visit. It is for them, then, with their own assesment and what they hear from me, to make up their mind what they think about this and what they should do about it,

My intention in coming here was, of course, primarily in response to President Nixon's invitation, which was extended to me about a year ago, long before these events took place, but also because I believe that in our fast changing world it is important for heads of governments to keep in touch with leaders of other nations to find out their thinking and to be better educated about this chaning world :

Follwing are some of the questions by the press, and answers given by the Prime Minister, during the function:

Question: Madame Gandhi, could you give us some description of the subjects covered in your talks with President Nixon? And what do you think the talks accomplished, if anything?

Prime Minister: This is the sort of question that I thought I would only make on the fifteenth of November when our Parliament meets and which one has to circle around a bit Because you could not have useful talks with heads of nations if you were immediately to divulge exactly what was talked about.

I think the talks have been useful. They have been very wide ranging, practically all over the world: Europe, Asia; bilateral matters, international matters. And what they have achieved is what I said in any remarks: I think the President knows now what we are thinking in India, and I have a better appreciation of what the American Government thinks about all these matters. I don't think I can go into greater details on this occasion.

Question: May be you won't answer this, but let me ask Initial reports suggested there was firm disagreement between you and President Nixon over the ways of reaching a political solution with Pakistan. Are these reports correct and would you elaborate?

Prime Minister: No this report is not correct As I said, that it is for the U.S. Government and the President to see what they can do in the matter. I was certainly impressed by the President's sincere desire to try and help in this very difficult situation. I think this report was largely based on the fact that we met for longer than was expected or scheduled. But that is only becasuse we had so much to talk about. And that is why the talks overflowed to this morning also.

However close any two countries are, each country must have its own point of view, because that point of view is influenced by the geopolitical situation of the country, by the historic background, and many other experiences which can never be duplicated in two countries. So, although I would say that we have a similarity of approach with the United States, we could never have an absolute identical approach either with the Untied States or, for that matter, with any other country.

And in this, of course, we could only put to the President and his colleagues our assessment of the situation on our borders, its likely impact on India. And we do think that peace in India, stability in India, is of utmost importance, not to us only, but to Asia and, I think, the world.

Question: Did you expect President Nixon to speak up, to stand up and be counted when democracy was suppressed in East Bengal? As a result of your talks here, do you expect a change in American policy?

Prime Minister: Well, I don't think it would be fair for me to tell President Nixon what he should do. This is for him to judge, keeping very many aspects in view.

Now, you see, to say whether there would be a change in American policy —as I said, I think that the President is trying to find a way. But the whole thing has got so entangled that it isn't easy for anybody to find a way.

Question: Madame Gandhi, why does India not agree to the proposal of Yahya Khan for the withdrawal of both India and Pakistani troops from the frontier?

Prime Minister: I have just touched on this point in my earlier remarks. When the refugees first started coming into India, we drew the attention of the Untied Nations to this fact. And at that time we were told that this was an internal problem and nothing could be done, even though we had said that the repercussions would be far-reaching. After that, it was Pakistan who brought its troops right up on our western border. It was not India who moved then. The attention of the United Nations observers there was drawn to it, and they questioned this And they were told by the Pakistanis that they were merely— what is the world? -training or doing exercises, military exercises

Obviously, this was not a very convincing reply But, presumably, it was accepted as the truth. But we couldn't accept it as the truth And we waited a week or so until we were convinced that our security might be in danger. You may all of you remember that we have had three aggressions on our soil, one from China and two from Pakistan. And also our lines of communication with all these border areas are not too good It was my duty as head of the government to see that we should not be found once again unprepared And that is why we moved our troops up also

By speaking about withdrawal of troops, it is again a question of diverting the world focus from the problem of East Bengal, which is the main problem. Even if troops are withdrawn—we don't really trust this -the question is of how far they are withdrawn. There is also the question of the irregular troops. In 1965 conflict, we had the experienc of thousands of infiltrators being led into Kashmir in an effort to weaken the country from inside, hoping that this would give support to the later aggression by the Pakistani Army That didn't happen, because although the infiltrators came in, our people -we din't have any army there—the ordinary people, the farmers, the nomadic tribes who look after their goats and their cattle, these people stood up to the infiltrators and helped us to control the situation.

So, there isn't only one type of confrontation And in this particular situation, the major question is what is happening in East Bengal And I don't think you can separate what is happening on the west from this basic question.

Question: A pair of questions, Madame Gandhi. Is India willing to accept the good offices of the U.N. Secretary-General for defusing the dangerous India-Pakistan tension? Also, even though India is not to blame, why can't you allow U.N. observers in your area if it would bring peace to South Asia?

Prime Minister: To take the second question first. I would say that we do have United Nations observers. There are some on the western front for many years, and there are ten representatives of the United Nations High Commission for Refugees in the East. So, it's not as if there are no observers or no foreigners.

Also, ours is a very free and open society. And Ambassadors and other members of the diplomatic corps, representatives of the Press, radio, television from many countries, parliamentary delegations from Canada, the United Kingdom, countries of Europe, Scandinavia, Latin Americian, Japan, New Zealand all these people have been and are going to the border, as well as to the camps.

So, there is no question of our hiding anything or preventing anybody from going. But the question is, as this person has said, if it would bring peace to South Asia. Now, we don't see how can it bring peace to South Asia. Something is happening in East Bengal. People are still being killed. Refugees numbering thousands are still coming in every single day. Now, if you want the refugees who are already in these very uncomfortable, overcrowded camps to go back, the first question that they will ask is, is it safe?And if it is safe why are more peo'le coming? So, this is a question that you have to be able, to answer.

But if the Secretary-General, or whoever is taking an interest, is able to ensure that this stream, which is still pouring in, can be stopped, then as the next step, he could say, "now we will consolidate that position and create conditions in which the rest can go back".

Question : In bringing the world's attention to the present crisis, why did you not schedule a visit to the United Nations?

Prime Minister: Well, I didn't think it would serve much useful purpose.

Question: Some observers say that the new Indian-Soviet treaty definitely takes India out of the camp of the neutrals. Would you comment?

Prime Minister: India has never been in the camp of the neutrals, because while in America you have used the word "neutralism", in India we have never used that word. Non-alignment does not mean being neutral or unconcerned or ignoring what is happening in the world. It merely means that we do not belong to a military bloc, and that we reserve the right to judge each international issue on its own merits, not because the U.S. is supporting it or the U.S.S.R. or anybody else. We like to see these things from our own point of view and in the light of our own national interests and also, of course, of world peace.

So far as the Indo-Soviet treaty is concern d, it does not affect our position of being a non-align d country. So, we are not allowing military bases to any country. And while, under the treaty, we shall consult with the Soviet Union should any dangerous situation arise, it is entirely a matter for India to decide by herself what decision we take, what steps w take.

Question : In assisting elements in East Pakistan to achieve indep ndnce, are not the Ind'ans playing into the hands of the Soviet Union, which has sought to obtain an outlet on the Indian Oc an ?

Prime Minister : I don't really see how the Soviet Union gets an outlet in the Indian Oc an by anything happening in East Bengal. I don't think this makes any difference.

The question is now whether India is assisting elements or not. I think all that India is doing is to make a very realistic assessment of an existing situation. What can be a lasting solution ? Wht solution or what agreement will the people of East Bengal settle for ? That is the question. Our assessment is that the bittern ss and the hatred have grown so much in the last months that it will be very difficult to have any solution which comes short of their aspirations.

Now, this is the reality of the situation. It is not whether we like it or we want it, as I said in my earlier remarks ....

Question : Does the fact that you see no useful purpose in visting the U.N. reflect an assessment of the significance and strength of the United Nations ?

Prime Minister : Well, the United Nations has its weaknesses. But we have always supported it, because we feel it is essential to have such a forum. When there was a League of Nations, everybody felt that it was not doing what it should do, and so it was done away with. But you had then to have something else and it came up under the name of the United Nations. If we now get rid of the United Nations, I am sure we shall have another body which will be practically identical under a new name.

So, it is important to have some such body. But we all know that it does suffer from certain weaknesses. It is not always able to assert itself. And, quite. often, national policies play a part within the United Nations, inst ad of being able to lift it above to higher plane.

Question : When Australian Prime Minister Mc Mahon was in the Press Club the other day, he said there must be no war between Pakistan and India. He said he would tell you this. Did he talk to you, and what was said ?

Prime Minister : I did meet the Australian Prime Minister, but I don't remember his using these words. Natuarally he is concerned, just as President Nixon is concerned and the Russian leaders and all of us are concerned, that war is not a good thing, and that war creates many new problems and entails a lot of suffering for all the people. As President Nixon has said, and others have said, in today's world there is no such thing as complete victory.

So , we fully appreciate this. I myself am fully in agreement with this. But, it is a question of the freedom, the security and the stability of our country. Those must be saved at all costs.

We are trying everything possible for this problem to be solved in a way other than war. We will not stop trying to look for some solution. Had notice been taken of this developing situation earlier, I am sure it could have been solved. But now, many other elements have come in. First, I would like to take this opportunity to say that India has no quarrel either with Pakistan or the people of Pakistan. But we feel that because of one person's mistakes Pakistan is suffering. And, if we try just to bail that one person out , it will not be at the cost of India ; it will be at the cost of Pakistan itself....

Question : If Pakistan were to succeed in ousting its remaining Hindus, what would happen to the sixty million Moslems in India ?

Prime Minister : I trust and hope that they will be perfectly safe. Although we do have people who have some very wrong ideas, and we have had riots, which we feel a cause for great shame, the Government has been very firm on this matter. And I think that today all Indians, even those parties who do not normally support us in this, are supporting us in ensuring that peace is maintained in India and our minorities feel that they enjoy the rights and privileges which are theirs under our Constitution.

I said something about our not being against Pakistan. The Foreign Secretary has very rightly drawn my attention that I should make it clear that India has no designs on any territory of Pakistan. And I will add : or on any part of East Bengal. We certainly don't want to provoke a war with Pakistan.

Question : What is your reaction to the defeat of the U.S. foreign aid bill ?

Prime Minister : I think this is an internal matter which affects many countries....(Laughter). I can't prophesy the future. So I don't really know what is going to happen to this. So far as India is concerned, we have welcomed help, and the help which we have received from this country has enabled us to do many things which we could not otherwise have done. But little by little, we are becoming self-reliant and able to stand on our own feet.

And the real burden of development has been increasingly and overwhelmingly our own, built on the endeavour and the sacrifice of the people of India. Also, today, the foreign aid we get largely goes to repay what we got before. So, it does not really help us to do very much more.

Question : What impact will the improvement of United States relations with China have on India and on other Asian countries ?

Prime Minister : It should have a good impact. Any relationship, if it is not against anybody else, increases the area of peace. And that is why we have welcomed this move. And we sincerely hope that one by one the various areas of tension in the world will be reduced.......

Question : Is your recent treaty with the Soviet Union completely compatible with the policy of non-alignment, such as was promoted by your father, Prime Minister Nehru ?

Prime Minister : We think it is. And a few people who have commented on it —President Tito when he was in India, just before he came here—he also told us that he fully realised that it did not impinge on our non-alignment. And I believe that our friend Chou En-lai has also said in an interview to some foreign correspondent that it did not prevent us—that he thought it was not a change in our position.

Question : Should East Pakistan be made an independent and soverign nation ?

Prime Minister : As I said, I think that this question should be put to the people of East Bengal.

Question : A follow-up question on the Indian Ocean. Both America and the Soviet Union are sending increasing naval forces into the area. How do you feel about this ?

Prime Minister : We can only hope that this will not increase the tensions there ....

Question : If a solution cannot be imposed on the people of East Bengal by the big powers, what reason is there to believe that the big powers can impose a Mid-East solution on Egypt and Israel ?

Prime Minister : At this moment, I think that the situation in Egypt and Israel and the Middle East is not very hopeful. But we know from experience that sometimes the tightest and most complicated of knots can be cut through. This is the only hope that some way can be found.

Earlier on, there was a question on the Soviet Treaty Perhaps you know that one of the articles—I think it is Article IV—was especially put in which the Soviet Union has expressed its own appreciation and respect for India's policy of non-alignment. As regards the question of refugees going back and whether the presence of somebody from the U.N. would help this, perhaps the whole problem would come more alive for you if I give you a comparison. For instance, we had the problem of the Jews in Hitler's Germany. Suppose you had said, "let us send some observers there". How would it have helped the situation for the Jews there ? Would it have enabled the Jews who were forced to come out because of the discrimination and the killing and the concentration camps—would it have eased the situation for them ? It is a very similar situation today in East Bengal.

Question : Knowing East Bengal as you do, would you believe it to have the capability of nationhood, economically primarily, in the even they opted for independence and were granted it ?

Prime Minister : This is a question which we had to face when we were fighting for out own independence We were constantly told that the British would very happily give us independence, but India was not ready for it Until you try and do a thing yourself, nobody knows whether you are ready or not And, I think we have certainly shown—and so have many other countries—that although one free they make mistakes, but they have to make those mistakes and learn through them and stand on their feet....

Question : In keeping with the importance you attach to a candid exchange of views between heads of states, wouldn't it be a good idea for you to meet with the President of Pakistan ?

Prime Minister : I have said that if the President of Pakistan would like to meet me to discuss the problems which exist between India and Pakistan, I would be very glad to do so. But not to discuss the problems which are not basically concerned with India, that is, the future of the people of East Bengal. Now, that's not an Indian problem ; it's a problem which concerns the people of East Bengal and their elected representatives.

But there is one more aspect. You can only meet a person if there is a two-way trust. I said in London that I may want to shake hands with every body. But if there is a clenched fist, well, you just can't shake hands with it. And this is the situation. If you have been noticing the sort of remarks which the President of Pakistan is making, either about me personally or in general it is not an attitude which shows that there could be a very friendly conversation. From my side, I am always friendly. I have never said a rude word about anybody. (Laughter and applause)....

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বক্তৃতা।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	৬ নভেম্বর, ১৯৭১।

PRIME MINISTER INDIRA GANDHI'S ADDRESS AT THE COLUMBIA UNIVERSITY, NEW YORK, NOVEMBER 6, 1971

Following are excerpts from the speech:

Had I come here just a few months ago and you had asked me what are the difficulties, I would have said: " There are no difficulties now. We are united. We are sure of our direction. And we are going ahead solving our problems one after another". But just a week after our new Parliament met and we were still, in the way of all democratic societies, congratulating one another on our victory, a terrific new burden fell on us. All of you are aware what it is. So I do not want to dwell on it. But I would like to point to some questions which arise and which we think are very basic questions. We are told today that because our forces and those of West Pakistan are facing each other on the borders, there is a threat of war. And this is true. But the real problem is not because these forces are face to face. The real problem is because of what has happened in East Bengal. If today there is peace in East Bengal it would not matter if our forces are face to face in the West or in the East. There would be no war. But there is this a very serious problem there. And how did it arise? It did not arise because there was insurrection or because there was a desire of one part of Pakistan to separate, to secede, to become independent. No such voice was raised. There was an election held, a free election under the present military leadership of Pakistan. The programme for the election was put frankly and openly before the people. If the Government of West Pakistan objected to that programme, that was the moment to say, "we will not allow the elections, we cannot allow your six-points, we do not approve of them".Nothing was said. The elections were held and the people of both parts of Pakistan overwhelmingly voted for one party the—Awami League.

I am congratulated on my great majority. But it was nothing compared to the majority which Sheikh Mujibur Rahman gained in the election in Pakistan. It was a tremendous victory for him. And he is not an extremist. He was a moderate person. In fact, if I may use the term, he used to be called by some others an American stooge at one time. But once the elections were won, apparently this came as suprise to the Government of West Pakistan and they wanted to find out ways of getting around these results.

Negotiations were begun. We were not in touch with either Sheilh Mujib or his party of East Bengal. We did not know what was happening. We read in the papers that there were negotiations. Later, much later, in fact only about a week before I stared on this trip, I happened to meet somebody who said he was present at the negotiations. And, on the 24th of March, they thought that they were coming to a settlement, may be not a satisfactory settlement but still something that could be worked out. But this period was in fact used to

bring troops from West Pakistan, and on the 25th of March a reign of terror was let loose. Perhaps you have heard that the biggest concentration, the biggest attack, was on the University of Dacca, where a large numbe of faculty and students were killed on the very first night. The entire East Bengali population—the civilians, the para-military forces, the East Bengal Regiment and the East Pakistani Rifles—changed their allegiance, that is, they decided to fight that Pakistani Army. They are the base today of the fight of the people of East Bengal. They are the people who are training the guerrillas, the young people who are coming across.

Now, we are asked the question why is India hesitating to allow United Nations observers? We are not really hesitating, because we have some observers already. We have United Nations observers on the Western frontier who have been there since many years and we have about ten people from the United Nations High Commission for Relief of Refugees on the eastern border. Ours is a very open society—anybody who comes, any of you, any of the diplomats who are there, the Press, parliamentary delegations from Europe, from Latin America, from Asia, from New Zealand, the Arab countries, the Scandinavian countries, all these people have been to our camps; they have been to the border and many of them have crossed over and been to East Bengal. Every one of them, without exception, has given one story, which is of the very great misery and the utterly chaotic conditions which exist there. Now, in these conditions we are told that there is an attempt to have a civilian government by declaring some seats vacant which are not vacant. The people who were legally constitutionally, elected are still there, but their seats have been declared vacant and I am told that 55 people have been declared elected unopposed. Now in the present conditions they can have the whole Parliament declared unopposed because it is surely not possible for anybody to vote.

If United Nations observers go, what do they hope to achieve? If they go with the intention of really bringing about peace in East Bengal, they are very welcome on our side: on any side they want to go, we will facilitate their going there. But this is not what they want to do. They want to say, "what is happening in East Bengal is an internal problem of Pakistan—we will only want to see what is happening at the border". What is happening at the border cannot be divorced from what is happening inside East Bengal. You cannot say, "we will go and try and prevent the guerrillas, but not prevent the army killing the people". I cannot even mention to you what is happening to some of the women there. The U.N. observers are not going to interfere with those things, but they do want to interfere with what the freedom-fighters are doing.

You may ask, "is India interfering in this by giving some support?" I can tell you that the people of East Bengal are not very happy with what we are doing for them. They think, and I agree with them, we are doing far too little. And what we are doing is something that we cannot help doing. We cannot stop people going across the border either from the other side to our side or from our side across back to East Pakistan. Had we been able to do this, we would certainly have taken measures to stop these millions of refugees from coming. Initially the reaction was, "they are in great trouble, let us allow them in". But very soon the problems for us grew really beyond our control and thus are creating an extremely difficult situation.

The people of America have shown generosity. As I came here, I was given a cheque. I have been given cheques by school children in different countries by poor people, all kinds of people, and we are grateful for that help. But the major problem is not a financial one. We are poor, we cannot afford these millions of people. But because we are poor, because we have known how to live without food, without necessities, we can put up with any difficulty. We can look after any number of people, of course with great discomfort to them and to us, and may be some people will die also. Nevertheless, we can survive this problem. What is difficult to survive are the political consequences, the social tensions, the difficulty of the administration, and last but most important the real threat to our independence, to our stability, to our integrity. Because with the refugees are coming people who are not genuine refugees. We are having sabotage. Our trains have been blown up, and all kinds of other things have happened.

So, India today is facing a real threat. We had reached a point in economic growth, in social stability, this was not an easy task; it was achieved against very great adds. We had help from many countries, including the United States, but it has been a very very small part of the major endeavour. The major brunt of the problems—whether it is of the refugees today or whether it is the problem of our own people, has been borne by the Indian people themselves. If there is progress, it is because the Indian people have put in the effort, put in the sacrifice that was needed to go ahead.

So, just when we come to a stage where we think we can go ahead much more easily, much faster, we suddenly have the problems of another country They are not our problems. This other country has pushed across the border people who did not vote for their Government, but voted for the regime they wanted. There is no other crime which these people have committed because the cry for independence arose after Sheikh Mujib was arrested, and not before. He himself, so far as I know, has not asked for independence, even now. But after he was arrested, after there was this tremendous massacre, it was understandable that the rest of the people should say "After this, how can we live together? We have to be separate".

This is the situation. We have no animosity towards Pakistan even though they have campaigns of "Crush India", "Conquer India". They observed a Day or a Week and they had these strickers on their cars. We never had anything like this, and we never shall. We have not had anything against even China. China has attacked us, Pakistan has attacked us. On our side, we have always said we want friendship On our side, we have always taken unilateral steps which we thought would lead to a normalisation of relations. But there has been no response forthcoming

We do not mind if there is no response. But we do think that the limit of our endurance has been reached wh. they think they can just put their troubles on to us. Here was a problem they were facing—that their people had voted against the Government. So what do you do? You send them across the frontier. At one stroke, you get rid of your enemies, you get rid of population, and you weaken India, which you want to weaken. This is something which India just cannot tolerate. May be, I could tolerate. But with all my majority in Parliament, it is not a dictatorship. I have to carry not only my party, I have to carry. in a serious situation, all the other parties of India. And we feel that it is not just the question of India, because we believe that if peace

is threatened in India, if stability is threatened in India, there cannot be peace and stability in any part of Pakistan. They can have all the armies of the world, whether they have from China or the U.S.A. or any other country They cannot bring peace if there is instability in the major part of the sub-continent

Today, by some countries wanting to support the prestige of one man, they are threatening peace in the entire sub-continent. I do not personally think that they can save Pakistan, or keep it united, or keep it strong by supporting a person who is not an elected person, who is a military dictator. This is what we are concerned about—not really today's problems, but the basic values for which we have fought, for which so many of our people have given their lives. These are the values which are being attacked

And if they are attacked next door to us, what guarantee have we that they can survive in our country and they cannot be attacked there? This is what bothers us It is not important who is to blame, though I think Pakistan is to blame, but I do not want to score a debating point. What is important is: How can we now have peace? You cannot have peace just by saying that the trops should move. You can only have peace if the basic problem which has arisen is solved. And the basic problem is not n the West, were the troops are facing each other, but in the East

Since I have mentioned troops, I would like to say one word more, and that is that Pakistan moved its tro ps about a week or ten days before we did anything. And the United Nations observer, who was there, took up this question with them. They said, "this is nothing serious, this is just ordinary training exercise". It is very strange indeed that you have these exercise and you keep your troops posted, not for a day or two days, but over a week. And ten days passed without any action from the United Nations or anybody else Then we said, "these people may attack and in order to defend ourselves we must move up our troops". Already twice, or three times if you include China, we have been invaded and been found unprepared. No government can last in a country if the people feel that it is not going to defend the country or defend security

We waited patiently hoping that something would be done, some way would be found. But nobody was bothered. Not a word was said while these troops were on our borders facing us. It was only when our troops went in, that suddenly the world's concern came up "Oh, the two troops are facing each other".

It is true that war is a dreadful thing. I have lived through the last war in London during the worst part of the blitz. And I know that wars now are much worse. I know what happens to the civilian population. Never would anybody want war for their people. And certainly India will do nothing to provoke a war or conflict. But India is determined to safeguard her interests India is determined to keep her freedom intact. India is united as never before, and India feels so strongly about these basic things whether it is freedom, whether it is democracy. It is a whole way of life with us. It is not a dogma, is not an 'ism' that we follow. It is a way of life which has kept our nation alive for thirty centuries. And we are not going to have it attacked because it suits somebody or other, or does not suit somebody or other. We want help, we want support, we welcome sympathy. But basically, in the world, every individual ultimately is alone and every nation is ultimately alone. And India is prepared to fight alone for what it thinks worth fighting for.......

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্তরাষ্ট্রের এন, বি, সি টেলিভিশনের 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে প্রচারিত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাক্ষাৎকার।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	৭ নভেম্বর, ১৯৭১

PRIME MINISTER INDIRA GANDHI'S INTERVIEW TO N.B.C. TELEVISION (U.S.A.) PROGRAMME 'MEET THE PRESS', BROADCAST ON NOVEMBER 7, 1971

MODERATOR: **Lawrence E. Spivak**

PANEL: **A. M. Rosenthal (*The New York Times*)**
Selig Harison (*The Washington Post*)
Darius Jhabvala (*The Bosten Globe*)
Pauline Frederick (*N.B.C. News*)

Mr. Spivak: Our guest on *Meet the Press* is the Prime Minister of India, Mrs. Indira Gandhi, who is in this country on an official visit

Miss Feederick: Madam Prime Minister, when you went to Washington you said you were searching for deeper understanding of the situation in your part of the world. Did you find that deeper understanding, particularly among American officials?

Prime Minister: I would say there is a greater understanding since I have come than there was perhaps before I came, of the situation which exists in India which, as you know, is a pretty serious one.

Miss Frederick: You speak of a greater understanding which doesn't quite extand to 'deeper', I gather. What was it specifically you wanted from the United States to demonstrate that deeper understanding that you sought?

Prime Minister: The situation is so complex that it is very difficult to say what any particular country or government or person can do. We can only say that we can give our assessment of what is happening and we see it as a real threat to Indian democracy and Indian stability. And we in India feel that if what we have gained over the years in order to make this ancient country a modern one and make it stronger in every way, if that is jeopardized even to a small extent the consequences to world peace will be great.

Miss Frederick: You speak of this threat to India democracy, consequences to world peace; the situation is very serious which emphasizes what we have been reading about in the press Do you mean to say the United States offers you notling to try to avert such a catastrophe which could only redound to this country, or that United States suggests some plan of action which you felt you could not accept?

Prime Minister: No plan of action has been suggested to us. I think that there is a sincere attempt to try and solve it, but I don't know whether there is, you know, full understanding of the situation in the sense that in the Western countries—not only the U.S. but the entire West—there is an effort always to equate India and Pakistan. Now, whether this will help Pakistan or not I can't say.

Mr. Rosenthal: Madam Prime Minister, I think the biggest question on anybody's mind is the danger of war between India and Pakistan. What is your assessment about how close the danger is, now?

Prime Minister: It is very difficult to say. We have been drawing the world's attention to this question, because we knew that it might escalate to this when the refugees stated pouring in and really chaotic conditions began in East Bengal.

Now of course, the threat is not merely in the East, but the armies are drawn up facing each other on our Western borders as well.

India has always been against war, and we feel deeply on the subject of world peace We have stood for total disarmament in all world forums, but we just don't know what to do in these circumstances The Pakistan Army was brought up on the Western border a full week or ten days before we made any move.But we found that did not agitate the world conscience, and the reply the Pakistanis gave to the U.N. observer who drew their attention to this move was that they were merely doing exercises. or for training purposes.

Now, obviously this was not a very believable reply, and therefore we were forced to move up our troops also, and this is where the situation is today

Mr. Rosenthal: Well, if you have troops on either side in such power, very often there is a danger of an accidental war, a war the people don't really plan. There are some people who feel that it would be beneficial in avoiding accidental war to have more U.N. observers of some kind on either side I know you haven't been enthusiastic about this and I wonder if you would tell us why.

Prime Minister: Now, there are two parts of the question, because there are U.N. observers on the western border under the cease-fire agreement with Pakistan over Kashmir you know, so I don't think the proposal, today, is to have more U.N. observers on that frontier The proposal is to have them on the eastern border. Now there also we have about ten observers or representatives of the United Nations High Commissioner for Refugees, and Mr. Sadruddin, who is the Commissioner for this, has either arrived in India or is due to arrive in a day or two. We don't object to more people because you know we have a very open society—some people think too open. Your press correspondents radio people, television people, have been on the border in the camps, across the border so have newspaper people, parliamentary delegations, diplomats from many different countries of Asia, Europe and Americas been to this area; so we are not hiding anything. But we do feel strongly that at this moment no useful purpose will be served by more people going. Ten are already there as I told you.

The first step is to have more peaceful conditions within East Bengal which would prevent a further influx of refugees, because more refugees are coming in every single day. So that is the first step. Now, to say they are going to watch the situation from our side of the border, we honestly don't see what purpose can be seved, and the harm that is done is that the peoples' attention of the world is diverted from the real basic issues involved to merely requests—and they try to show it is an Indo-Pak. dispute, which it isn't. The dispute is between the military regime of West Pakistan and the people and elected representatives of East Bengal. India comes in because of the influx of the refugees,

the acts of sabotage which are taking place on our side by people who have come in either disguised as refugees or in some other way, and as I said, we believe there is real danger to us.

Mr. Harrison; Madam Prime Minister, last April, in our interview in New Delhi you made the statement that the demand for independence currently being made by the East Pakistan government would not have arisen if President Yahya Khan of Pakistan had made more concessions in the negotiations before the fighting started there, and you seem to have the idea that some sort of a loose connection between the two wings of Pakistan might still be possible and some political settlement based on autonomy for East Bengal might be possible.

Do you feel that now a political settlement is still possible or is full independence achieved through guerrilla war the only answer?

Prime Minister: Anything is possible which is accepted by the people of East Bengal. I don't think we have a right to say that they should accept something or not. It is their country, it is their movement, and they must take the final decision.

Mr. Harrison: How long do you think it would take them to win their independence militarily if the United States were not to give further military or economic aid to West Pakistan?

Prime Minister: I don't think it is possible to give a date, but from the news we get, the guerrilla activities are being stepped up, and not at all near our borders, but in the heart of the most fortified, the most strongly guarded of the cities of East Bengal, such as the capital city of Dacca, for instance.

Mr. Jhabvala: Madam Prime Minister, there is a lingering suspicion in this country and elsewhere that India is engaged in a diabolical scheme to weaken and ultimately decimate Pakistan. Now, apart from the assistance and the shelter that has been given to the refugees, can you cite some specific gestures or actions taken by your government to dispel that suspicion?

Prime Minister: Now, this is something which the Government of Pakistan has been saying from the very beginning, all these 24 years. But what has been the actual experience? It is that it was Pakistan who was training our tribal people whether the Mizos or the Nagas, arming them. It is Pakistan who sent thousands of infiltrators into Kashmir which provoked the conflict in that year. And you have only to see the speeches now made on radio and other means which are very threatening and provocative. India has made no such declaration, and I can assure you that the Government of India, and I would say the majority of the people of India, have no such desire. We are not against Pakistan and we have only the friendiest of feelings for the people of Pakistan And we think it is tragic that Pakistan should feel it necessary for their unity and survival to imagine a constant confrontation with India

Mr. Jhabvala: Madam Prime Minister, you have just said that you think there is a greater understanding now within the Nixon Administration about the situation in the sub-continent. But what would be the reaction of India if this greater understanding is not translated into some concrete meaningful action, as has been suggested by you?

Prime Minister: We are a very balanced people, Mr. Jhabvala, You have noticed that we have had conflicts with people—for instance, China—but we have remained very restrained and balanced, and we have stuck to our basic policy. We shall be unhappy if the U.S.does anything which is what we consider against Indian interests, but we shall not lose our heads over it.

Mr. Spivak; Madam Prime Minister, obviously you think there is a solution to this very serious problem, and we seem unable to find the solution and the U.N. seems unable to find the solution. What is the solution that you propose?

Prime Minister: The solution which we had proposed earlier, and I think is the only valid one today, is that some talks should be held with the acknowledged leader of the people of East Bengal, who is Sheikh Mujibur Rahman, and we must remember that he was—you know while I have been here references have been made to tremendous victory, majority, that I won in the last election in India. But if I may say so, Sheikh Mujib's majority was even greater than mine, and his elections were held in far more adverse conditions, that is, under the present military regime. His programme for the elections, his campaign, was put squarely and honestly before the Government and the people, and it is on the basis of that he won this tremendous victory

Now, you suddenly say that, well you know, he is a traitor He did not ask for independence, by the way. It was just limited autonomy, trade with India and some points like that. The Government of Pakistan in its wisdom, or unwisdom, whichever you would like to call it, arrested him, declared him a traitor. And they are trying to hold re-elections for the seats where the member still exist They are there And what has shocked us is that, I think, about 55 people have been declared elected, unopposed, to these very seats where a fair and free election was held; it seems a strange thing to have an election and then send out, force people who were elected against you out of the country. It is a diabolical—that is the word which one of your colleagues used—way of solving your problems, just sending those who are opposed to one out of the country

Mr. Spivak: And, are we to understand from what you say that you consider that the only solution to the problem?

Prime Minister: Yes, because how else will you know what they will accept and if they don't accept a solution, whether I think it is right or you think it is right the conflict will continue, because the conflict is their's the movement, the struggle, is theirs.

Mr. Spivak: But isn't that an internal problem, though?

Prime Minister: We have said it is an internal problem, but it is overflowing into India. It is affecting our economy. Not is, but has. It is creating political, social tension, and as I said, the most serious of all is we think our security is threatened.

Miss Frederick: Madam Prime Minister, many people wonder why, when the situation is so tense and there is a threat of a major war there, India has not been willing to accept the good offices of someone like U Thant or anybody else, or negotiate directly with President Yahya Khan?

Prime Minister: We are not negotiating directly for the very simple reason that the problem is not one between India and Pakistan; it is between the military regime of Pakistan and the people of East Bengal, the elected leaders, representatives of those people. So far as U Thant is concerned, he is always welcome, but were should be clear as to what can be achieved, what the U.N. wants to achieve. It was we who drew his attention to this question first, and we were not able to move anybody here. Now they want to come on what seems to us President Yahya Khan's terms.

Miss Frederick: But if the situation continues, there is some fear, and perhaps you even share it, that the big powers could become involved. India has made its first defence pact with the Soviet Union. Pakistan, the political leader of Pakistan, Bhutto, has just gone to Peking, obviously to get some help because President Yahya has said that he can turn to Peking. Now, what is going to happen here? Are the big powers? going to become involved, or is there some way to avoid a clash among the big powers? Did President Nixon say that he would take this up in Peking and Moscow when he visits those two capitals?

Prime Minister: I don't think that such a definite statement was made, but he did say that he was very anxious that a conflict should be avoided and that other people shouldn't be involved. We, as I said earlier, are against the whole concept of war, and we would not like to do anything which would provoke a war. But to any country, something is always more important. We have fought for many years for our freedom and we are not going to see that freedom threatened by no matter who. We have not signed a defence pact with the Soviet Union. It is merely a Treaty of Friendship, Co-operation and Peace. We can have discussions with them, but it is not a military treaty in any sense of the word.

Miss Frederick: Madam Prime Minister, how do you then account for Article 9, which says in the event of Threat to either country there would be consultation on the kind of measures to be taken? Isn't that a defence treaty?

Prime Minister: It is not a defence treaty in the sense, well, that immediately it is decided that we will have military help from them or not, and whatever we are now—what we have got from them are all in the normal course, which we would have got—taken from any country and which have been agreed to earlier. We certainly hope that should we be in trouble not only the Soviet Union but other countries will also like to help us.

Mr Rosenthal: You made a reference to China a moment ago, Madam Prime Minister. Although your country does not want war, the fact is that ten years ago you had a war—about ten years ago—with China and suffered, I believe, a rather bad defeat. Are you still concerned about the Chinese military presence? Do you feel that this represents a continuning threat to India?

Prime Minister: I think the Chinese attiude towards the world has changed, and I personally feel that they may not now want to be involved in any such conflict. But of course it is very difficult to prophecy so far as they are concerned.

Mr. Rosenthal: Has that lessened your military problems do you feel you have to keep a lesser, or less powerful watch in the areas?

Prime Minister: I think we have to keep a very vigilant attitude on all our frontiers.

M Harison: Madam Prime Minister, you have been accused of applying a divided standard toward the Pakistan problem and the problem of Kashmir. On the one hand that accusation has been made by the Kashmir political leader Sheikh Abdullah. On the one hand he says you criticize Pakistan for keeping the Bengali leaders in prison, such as Sheikh Mujibur Rahman. On the other hand you have restricted the movements of Sheikh Abdullah. He hasn't been permitted to go to Kashmir for the past nine months, and he wasn't permitted to take part in the elections in Kashmir. Why are you restricting his movements?

Prime Minister: Firstly I wonder whether you see no difference between the sort of massacre, the suppression of democratic rights, the rape of women, the killing of the students, university faculty, the driving out of millions of citizens of East Bengal onto our territory, do you see no difference between that and a very peaceful Kashmir, where today there is free education, there is progress in every field, and there is an elected government.

It is true that we have some restrictions on Sheikh Abdullah, but he is a free man. He can go anywhere he likes except to Kashmir, and that is because it is peaceful there and naturally at the moment—which is politically so sensitive now with the present security problems and so on, we can't risk any kind of, you know, somebody trying to make trouble there.

Mr Jhabvala: I would like to come back, Madam Prime Minister, to an answer you just gave to Miss Frederick's question. If the U.S does halt all military supplies and economic assistance to Pakistan, what would be the immediate consequences in the context of the political solution that you believe might be helpful?

Prime Minister: You mean if they don't urge talks with Sheikh Mujib or some elected representative?

Mr Jhabvala: Well, no. What I mean is if there is no military aid given to Pakistan, what would be the solution in terms of the solution? Do you think it would force President Yahya Khan to move into talks with Sheikh Mujib ?

Prime Minister: Well, I certainly think that the U.S. and some of the other big powers are in a position to persuade the leaders of West Pakistan to talk to some of the people concerned with this problem in the East.

Mr Spivak: Madam Prime Minister, the charge has been made in this country, by our press at least, that India gives sanctuary and arms and training to the liberation forces and has even provided artillery and mortar fire for the Bengali guerrillas. What is the charge and what is your answer to that charge?

Prime Minister: Well, quite frankly, we do support the people of East Bengal in their struggle. As I have said earlier, they did not ask for independence or secession. They function in a democratic way and they were asked to function, they were asked to vote honestly and openly and this is what they did,

and now they are being punished for that. Even then we have not interfered, until this movement of guerrillas grew on its own. Perhaps you know that it is based on the para-military forces belonging to East Bengal, that is, the East Bengal Rifles and the East Pakistan Regiment. This is the basis of the movement. Today, it is they who are training the young people and so on. They may be coming into India territory. I think they do sometimes, but they are not entirely based in India. The guerrilla activities are all over East Bengal quite far from the Indian border. Obviously, they have the most tremendous and single-minded support of the entire people of East Bengal in spite of the retaliation on these villages by the army.

Mr Spivak: Thank you, Madam Prime Minister, for being with us today on MEET THE PRESS.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্যারিসে রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণ।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	৮ নভেম্বর, ১৯৭১

PRIME MINISTER INDIRA GANDHI'S SPEECH AT A STATE LUNCHEON, PARIS—NOVEMBER 8, 1971

I am touched by your kind words and I thank you—and through you, France—for the hospitality and friendliness. A year ago, I came in haste and in sorrow to attend the memorial service for General de Gaulle. He was a man great stature, who embodied the honour of France at a time of trial. We in India respect and salute him.

We all have deep feelings for France. France, like India, is more than a country—it is an idea. Throughout history, your nation and mine have known triumphs and tragedies, but have always tried to maintain certain values of civilisation. In the last few centuries, the world owes much to the creative spirit of the French people—in art and science, philosophy and literature and politics. France has taught us that liberty is the goal and condition of man's life, and law and logic the means to progress. Nowhere are the issues of man's fate more poignantly and passionately discussed than in your country France has not been content to seek its glory at the cost of the good of man.

The achievement of Indian civilisation is its persistence over thirty centuries. This survival has been possible because of tolerance, the power of assimilation and the belief that the values of life are more important than power and position.

After many vicissitudes, we are once again in the mainstream of history. We are engaged in overcoming the stagnancy perpetuated by years of feudalism and colonial rule when we were deprived of industrial, technological and social change. The results achieved in a democratic society may appear less impressive than those of a controlled society because of voices of dissent and discontent, and the absence of organised propaganda. Yet we believe that democracy is the surer and more effective method, for it gives strength to the people.

Freedom arouses expectations, and democracy encourages competition. The first gains in development have produced new tensions. People sometimes take advantage of smaller loyalties to region and religion which abound in a vast and varied country such as ours. We are trying to lessen the disparties between different sections and to give greater opportunities to the small man. We have many minorities. They enjoy full rights as minorities and as citizens.

We would certainly like our society to benefit from technology, but we do not want to be imprisoned by technological structures. We have no wish to re-enact the experiences of the West.Our national personality must evolve in its own way. Increasing material affluence does not seem to have satisfied man's deepest yearnings. Society must be imbued with the values which will enable man to find fulfilment and to enjoy his world.

This is the principle which has been guiding our endeavours. It is not easy to transform the old order without revolution, or to mould a diverse people into a modern nation on a rational basis without recourse to compulsion. The task is too vast to attempt superficial unity which comes of fanatic appeal to religion or dogma. In this quarter of a century, a rational democratic process has been established.

We have always viewed Indian problems in the larger perspective of international peace. To us, the Cold War seemed to be distracting attention from the major problems of the world and encouraging confrontation rather than co-operation. It was inevitable that the assumption of the Cold War could not pass the test out line. We welcome the *detente* in Europe. We are glad that China has at long last been admitted into the U.N. and that the United States and China are beginning a dialogue. In this period, France has displayed foresight and statesmanship of the highest order.

Thus, there was every reason to expect evolution towards a peaceful world and, naturally, of India. Our last general elections created the conditions of political stability which would enable more rapid economic advance.

However, within a week of the formation of the new government, without warning and without volition on our part, a tremendous new burden fell upon us. Over 9 million people of East Bengal—more or less equal to the population of Belgium or Austria—terrorised and persecuted by the military rulers of Pakistan, have been pushed inside our territory, jeopardising our normal life and our plans for the future. Should the world not take note of this new kind of aggression ? This is not a civil war in the normal sense of the word. It is genocidal punishment of civilians for having voted democratically. It is cynical use of helpless human beings as a weapon against a neighbour nation. Loyalty cannot be commanded by force. The spirit of man, his yearning for freedom and human dignity cannot be extinguished by repression.

We in India have shown the greatest self-restraint. But there is no doubt that our stability and security are threatened. Indeed we feel the threat is to the peace of the entire region. The basic cause of this crisis must be remedied. A political solution must be found, and to be effective, it must be acceptable to the elected representatives of the people of Bangladesh........

———

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'বিশ্ব এখন বাংলাদেশ সংকট সম্পর্কে আগের চাইতে বেশী সচেতন' —বিদেশ সফর শেষে দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মন্তব্য।	দি স্টেটস্‌ম্যান	১৪ নভেম্বর, ১৯৭১

WORLD UNDERSTANDS BANGLADESH CRISIS BETTER NOW

—Mrs. Gandhi

(From Our Political Correspondent)

New Delhi. Nov. 13—On return from her Three-week tour abroad, Mrs Gandhi said here this Morning that while she was "On the whole" satisfied with her talks with world leaders, she could not say how effective any intervention by them would be in resolving the Bangladesh issue without a war. Shortly after touching down at Palam, the Prime Minister told Reporters that the world, including the USA had a better appreciation of the seriousness of the crisis in the sub-continent.

The question of a war between India and Pakistan, she said, was exercising the minds of the world leaders just as it was exercising her own. She had been kept informed of the border situation but a fresh assessment would have to depend on a discussion with her colleagues.

Mrs Gandhi disagreed with foreign Press comments that there had been no meeting ground between her and President Nixon. This conclusion was not entirely correct. Significantly, however, the Prime Minister added that she was not very clear on whether the U.S. embargo on arms sales would apply also to third party sales of American arms. She was also uncertain of how to interpret Press reports of the U.S. Secretary of State Mr. William Roger's statement that the USA would keep out of an Indo-Pakistani conflict.

About Chinese intention, She said both the Press and herself had to depend on published material. She felt that there was a shift in Chinese attitudes. This was being reflected in Press reports and some other recent "happenings". She gave the impression that Mr. Bhutto's mission had not achieved much.

A question by a foreign correspondent about the possibility of a compromise on the refugee problem irked the Prime Minister. The questioner suggested that because most of the refugees were Hindus India could accept them. Raising her voice Mrs Gandhi said there was no reason why any country ought to accept foreign nationals who had not left their country of their own accord but had been pushed out merely because they had voted it, a democratic and constitutional manner. Besides India was a secular country and "we make no distinction between people of different religions".

While she could not gather any information about the fate of Sheikh Mujibur Rahman, Mrs Gandhi, asserted that it was unlikely that Awami League leaders would agree to talks with the military regime without him assuming that General Yahya Khan had in fact suggested such talks. Only

elected leaders could accept or reject a solution. Asked how long it would take the world community or India or Pakistan to bring about a political solution. Mrs Gandhi said one cannot set precise dates on such issues.

She had agreed with Chancellor Brandt that he or other world leaders—either individually or collectively—could try to in Press on the Pakistan military rulers the likely consequences in the absence of a political solution. She had emphasized, that there could be a political soulution only if it was acceptable by the people of Bangladesh. No thing else would be lasting.

She had not discussed any procedural arrangements for the return of the refugees. It was true that she had referred in some of her utterances abroad to the seriousness of the situation in the eastern region, Basically what was happening on the western borders was not affecting the East Bengal situation. Unless the Bangladesh problem was solved, tension would persist.

President Giri and Mrs Gandhi's Cabinet colleagues were present at the airport to greet her. There was a large turn-out of members of the diplomatic corps and Parliament. Apart from the large crowd which cheered her at the airport she was received enthusiastically by crowds at the wayside during her drive to her residence.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'নিউজউইক'-এর সাথে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাক্ষাৎকার।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৫ নভেম্বর, ১৯৭১

PRIME MINISTER INDIRA GANDHI'S INTERVIEW TO NEWSWEEK MAGAZINE, NOVEMBER 15, 1971

On war with Pakistan

For a long time, even though there were very provocative and threatening actions and speeches by the President of Pakistan, India did not do anything. Now, when we feel that we are being threatened, we simply can't leave our border undefended. I don't know any country in the world that would say, "We will leave our border undefended"... What should we do when this is happening on our border ? Do we just sit quietly and say, "Do whatever you like, even if its consequences to us are so great?"....This I would say : by and large, the Indian people don't want war. We do have vocal elements who have been wanting war, certain extremist parties who have been wanting war. But we don't have among the people an anti-Pakistan movement as (Pakistan has) a hate-India movement I sincerely hope that there will not be a war, and I am doing everything possible to keep it from happening..The threat of war is considerably less since we moved our troops to the border of West Pakistan. But, of course, as the situation heals up in the east, that is where the threat is. We feel every day the danger to eastern India is increasing.

On supporting the Bengalis

Only when the refugees started coming .can you say that India had a hand in the Pakistan crisis. Only after all (the Pakistani Army terror) can you say, "Well, may be some of the guerrillas do come over from India". ..Some of the training may be taking place on our side, but certainly not all of it. Even now the guerrillas are not dependent on India. As you know, the majority of the guerrillas are the para-military forces of East Bengal....And they're the ones who are training new people ...What the Bengalis consider to be the spirit of their people has been very deeply wounded. And while that spirit is there, the Pakistani Pakistani Army will have to kill all the 75 million people in East Bengal before they can have control over them....India can only prevent such a massacre in small and indirect ways. And I have absolutely no hesitation in saying that if I were placed in a situation like the Bengalis', I certainly would fight. After all, we did fight the British and we have encouraged independence struggles all over the world.

On the Bengali refugees

Taking care of the refugees means cutting a lot of our programmes, it means a certain austerity in living, cutting government spending and re-orienting various schemes and programmes....It is indeed a very, very heavy (burden). I don't think it will cripple our economy, we won't go under with it....But the major danger is not this burden, which is heavy enough. It is the social and political tensions which are growing out of this problem. And, we feel that there is even a very real threat to our security.

On the breakup of Pakistan

I don't think any country in its right mind would want its neighbour to disintegrate. We have enough problems of our own without having a weak neighboir; ts' not a healthy siuation....(But) it is our assessment that East Bengal cannot remain united with Pakistan ever again in the same way it has been.

On Soviet aid to India

I've never asked for help at any age. Not even as a small child did I ask any person, "Will you do this for me or will you give me this"? I have not asked the Soviet Union for help. I have explained to them as I have to other countries what the situation is. Now, it is up to the Soviet Union and other countries—to decide : is the stability of India important to our region or not ?.. We certainly welcome help from whatever quarter it will come. We welcome support, we welcome sympathy. But I have always stood on my own two feet and I want India always to stand on its feet. We don't want to be dependent on any country in the world.

On Yahya Khan

(He is) one man who could not get elected in his own country if there were a fair election. I would say he would not even get elected in province if there were a fair election. ...(Asked to reply to a statement by President Yahya in last week's *Newsweek* interview, Mrs. Gandhi noted that Yahya had referred to her as "that woman.") That woman! I'm not concerned with the remark, but it shows the mentality of the person. I mean, how well has he judged his own capacity to deal with East Pakistan? If he can't judge a very small section of what was his own country, what weight has his judgement on India? What does he know about it? It's a world which is quite outside his ken.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বনের বিথোভেন হলে প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণ।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	২১ নভেম্বর, ১৯৭১

PRIME MINISTER INDIRA GANDHI'S SPEECH IN BEETHOVEN HALL, BONN, NOVEMBER 21, 1971

Following are excerpts from the speech :

....When we thought that the path was cleared--and after the elections, as you all know, we were busy congratulating one another, patting each other on the back, suddenly a new burden, without any warning, without any fault of our own descended upon us, and that is the crisis which took place across our borders. Now, normally, I do not like speaking about other countries, but, in order that you may understand the situation, I would like to say something. When there was the independence struggle in the Indian sub-continent, the movement or the struggle was all over the sub-continent, even in that part which is now Pakistan. But when independence was achieved, the country was divided ; we accepted that division, unhappily perhaps, but we accepted it, and we have not by any word or deed done anything to change that situation. In India, those who have fought for freedom stood for elections and have formed the government; but on the other side those who had fought for freedom remained in the prison, by and large, and the Government was formed by those who had collaborated with the foreign rulers, either in the military or in their civil service. This was a major difference between the Governments of the two countries, and this is what has made it so difficult for us to see alike.

India was twice attacked by Pakistan, and today there is a danger of war. We have done, and we will continue to do, nothing which will provoke a war, but the conditions are very war-like even today because our troops are facing each other on the border. I was asked this question a little while ago on TV : Why is it that India is not willing to withdraw her troops when this proposal has been made ? It was India which approached the United Nations when the crisis first began brewing.

You know, just as we had elections in India, there were elections in Pakistan after a very very long time, because the people were getting tired of military rule and there was a general demand for elections. In Pakistan, Sheikh Mujibur Rahman, the leader of the Awami League Party, got a majority that was even much bigger than my majority in India. Almost to a man, the people in East Bengal—man or woman—voted for him. But whereas in India it was a logical conclusion—you win an election, you form the Government—on the other side this did not happen. The six-point programme was not a new programme, it was the programme which Sheikh Mujibur Rahman had put before the people before the elections. This was his election campaign, his election programme. And if anybody had any objection, whether the leaders or anybody else, the time to raise the objections was before the elections. They should have said we cannot have elections on the basis of this six-point programme. But nobody said anything. It was when the elections were won by such a big majority that this was raised; "that this means far too much autonomy than we are prepared to give". And negotiations began. We thought, and the people of East Bengal thought, that this

was a genuine attempt to come to an understanding ; but the time was used for bringing across more troops from West Pakistan by sea, and when they thought that there were sufficient troops to deal with the population, on the 24th March, I am told by a leader of East Pakistan, who says he was, if not in the same room, at least in the same house where talks were being held—that they thought that things were going on well and that they were approaching a solution and an agreement. The very next day, a reign of terror, of massacre, and all that goes with it, was unleashed, and this resulted in millions of refugees—the number is now over 9 million—it is the population of Belgium or Austria—who are now sitting on Indian soil in the greatest of discomfort, in the greatest of misery, in very inadequate camps.

Now, even if in a rich country 9 million people were to come suddenly, not a few at a time, but very suddenly in a few weeks, they would not be able to manage the situation. So you can imagine that India being one of the poorest countries, with very limited resources, and in this situation we have 9 million people. You can imagine the pressure on supplies, on the administration, on the resources, on money, on every possible thing. Most of the refugees have come into four States of India in the Easter region, and in one of them, Tripura, there is hardly room to put a person now. They are occupying the schools and the colleges and parks, every possible public building. In the beginning, the people were very sympathetic. Now the parents say : 'well, we are sympathetic but what about our children? When will the schools open? Are they going to miss years of their education ?' So, all administrative work in some of these States is at a standstill. Every official is busy looking after the camps.

The economic burden is tremendous, the administrative problems are there, but even more so are the social and political problems which have arisen. We have organised trade unions. There is a recognised rate. Now, the refugees can't —we are trying to keep them in the camps, but because the number is so large, and many of them don't come to camps at all—they offer their services at a much lower rate. Now, immediately there is trouble, because the labour unions say 'well, this is our rate and you cannot employ'. But we have people who was to take advantage of such a situation, and so we have great social tensions. I am just giving one example to show the type of problems that can arise ; but more serious than all of this is the threat to India's stability ; because amongst the refugees there are many who may not be genuine refugees. We have no way of booking them. And we are having acts of sabotage, trains are being blown up, lembs are found in places, and a lot of propaganda is being done in order to there tension between the different religions.

Pakistan has raised a question about the number of refugees; we say they are over 9 million. They have given the figure of 2½ to 3 million. Now, there is some logic in their argument, because 2½ to 3 million is the figure of the Muslim refugees, but we have not only Muslim refugees, we have Hindus, we have Christians, we have Buddhists. In three of the States, Tripura, Meghalaya and Assam, everybody is fully accounted for, for there every individual has a ration card. It is true, in West Bengal things are not so well organised because the larger numbers are there. But after this question arose, we are having a recounting at all the Camps and it may be over by now, because it started some time before I left the country. It may be a little less, it may be a little more, but I don't think there will be a great difference in the figures which we have given.

Now the question is : (1) about the United Nations observers, and (2) about the withdrawal of the troops. When we had asked the United Nations to look into this matter, we were told that it is an internal matter, the United Nations cannot do anything. This was right at the beginning of the crisis. We kept on reminding them that it may be an internal matter, but its consequences are overflowing into India creating great problems, and the United Nations should take an interest. Now the United Nations observers want to come, not to deal with the cause of the crsis which is in East Bengal, but to see who is crossing over the border. They want to tell the refugees to go back. We are telling the refugees, to go back and if some more people will tell them, well, they are welcome. But Indian society is an absolutely open one All the journalists from your country, from Canada, from the U.S.A. from the United Kingdom, many other countries have gone there, both sides, to East Pakistan, to India, to West Pakistan ; they are free to report ; the Diplomatic Corps is free to go where it wants to go. We have had Parliamentary Delegations also from both the Americas—Latin American countries, North America—Japan, New Zealand, the different counties of European the Scandinavian countries ; all these people have been free to go, to report, to talk to the refugees. So it makes no great difference. And we have also 10 people from the United Nations High Commission for Refugees. So it is no great problem if a few more people come from the United Nations or from any body else. Of course, then there are the international organisations ; there is CARITAS, there is UNICEF, there is CARE, "WAR-ON-WANT", OXFAM, and some others. So it wouldn't make much difference if some more were to come But we do object ; we object because these people are coming not to deal with the problem as a whole but to try to deal with a part of the problem. When we say to the refugees, as I have been consistently saying, that India cannot keep these refugees as a permanent burden, they must go back to East Bengal, they can stay for a few months, if there are a few children who are orphans or few women who have no home, we could keep them, but we are not going to keep millions and millions of foreign nationals in our country, no matter what we are absolutely determined about it. Their reply is : "we want to go back, but how can we go back when the massacre is continuing", when every day—first there were 30 to 40 thousand, then the figure went up to 62 thousand everyday —now I am told that it has come down slightly, but it is still in the region of 16 to 20 thousand. But still so many people are coming with the same stories of barbarity, of horror, of murder, of rape. How can we ask the people to go back ? And who will listen to us, even if we do ask ? First, the condition should be created on the other side which should assure the refugees that they can go in safety and in dignity. This is what we have said to the United Nations.

Now, with regard to troops, it is Pakistan which first brought their troops to the borders ; they came first on the Eastern border because they are para-forces. We have and agreement with them that they would not be troops, they would be only para-military forces—East Bengal Rifles, East Pakistan Regiment—on the side, and what we call the Border Security Force, on our side Their people, i.e. this Regiment and the Rifles, have left the Pakistani service in March, as soon as this happening started, and they joined the Movement of Liberation of East Bengal. So, their border was left in a way unprotected. Either they left it or they did not trust these people in the check-posts and they moved their army to the border. So, after some time, we were forced to move our troops also. Now there was no trouble whatsoever on the Western Front, i e., Kashmir, Punjab, Rajasthan, but one day they moved their troops there also. Now, there we have got U.N. observers since 1947-48, and when they were asked why their troops were there, they said, "Oh, this is merely a training exercise". Obviously, it is not

something we could believe. Even then, we did not do anything for more than a week, but at the end of that time we saw that their troops had no intention of withdrawing, we were compelled to bring our troops up to the border.

Now, what does withdrawal mean ? People say, even though it was their fault, what harm is there in withdrawing the troops? Well, the question is that their cantonments are right near the border, but ours are not ; ours are very far away and if we withdraw, there is no way we can really adequately defend our country if they change their mind. And, we have had no cause to trust them, I mean, we have been attacked twice and on each occasion for many months they have said, "we have nothing to do with it, we have sent no infiltrators", and then they themselves have admitted this in public forums, such as, either the Security Council or somewhere else. This is the history and the background. As any head of Government--although India is deeply committed to peace, to total disarmament, India believes that war does not solve problems—but we cannot leave our borders undefended in the present circumstances, especially as all the news coming from Pakistan state that since they are bound to lose East Bengal, why should they not grab a piece of the West. This is the situation which we face. Seeing India from a long distance, it may seem to you :"well, it does not make any difference". But the people who live on the borders, and ours are inhabited right up to the very edge--in fact, in East Pakistan we have houses where the houses are in India and the kitchens are in East Bengal or *vice-a-versa*. We have no natural border ; there is no river or road or anything like that. To the people who live in the border, it means a great deal whether they are properly defended or not, whether they can trust the Government to defend them. So, this is what the position is.

There was another question which was asked me a little while ago and which was : 'what about Kashmir ?' Now, what about Kashmir! Pakistan has spread the propaganda that Kashmir is pro-Pakistan, and I am afraid some other people have helped them in this propaganda. In 1965, they sent a lot of infiltrators, trained people. They thought that these people would be welcomed by the locals. But they were not welcomed. The local population was the first to inform us, because, as it happened, at that time, we did not have very many forces there, we did not even have sufficient police in the city of Srinagar, which is the capital city. It was a very great weakness. This was so because, in the meantime, in 1962, we had been attacked on the other border and we had concentrated all our forces there. But when this attack took place in 1965, it was the unity of the local people, who not only kept us informed, but who formed the front lines almost till the army came to defend their country. This is how we not only not allowed the Pakistani Army into Kashmir, but took a large portion of territory which has most of the vantage points which were under Pakistan's occupation previously. Now, Kashmir has lived in peace all these many years. There are voices of dissent there. I am not saying that there are not but so are there in practically every country. There is hardly any country in the world, which has not some voices of dissent. The way to judge a situation is : is there peace or not, is the Government there going on normally, is education expanding, agricultural programme improving, industry expanding in Kashmir ; all these things are happening. Everybody is free to go there. It is true that we have recently put some restrictions on one or two of their leaders. They are free to go anywhere, but not to enter Kashmir, because things are peaceful there and we thought that at this moment for somebody to start trouble is not in the country's interest.

So, we have nothing to hide and, as I said, we shall not, certainly not, be the people to provoke a greater confrontation. But to think that the present situation can last is unrealistic. To think that the bitterness and hatred in the hearts of the East Bengalis can go without any positive action, is to be unrealistic. And, as a politician, one has to face the reality of the situation ; it is not a question of what I think or what I want, it is a question of what exists, and what exists is that the people of East Bengal want to decide their destiny themselves. They do not want advice from me, and they will not take it even if I want to give it to them. They are imbued today with the spirit of nationalism. It may be good, it may be bad, that is beside the point . But this is a situation which nobody can ignore. And that is why we think that the world should take interest, to try and see that a political settlement is reached which will be lasting, and nothing will be lasting unless it is accepted by the people of East Bengal and their elected representatives.

Now, the Pakistan Government has announced that they will have re-elections. We certainly cannot understand it The people who won the elections are here, they are alive. You can't suddenly say these seats are vacant. Not only do they say the seats are vacant, but 55 people have been declared elected unopposed to some of those vacancies. It is an extraordinary position, and I don't think anybody who is concerned with democracy, with liberty, can accept this situation

Further, the burden on India, not the economic burden, is tremendous. As I said a little while ago to another audience, when you are poor, you know you can be poorer. If you have not enough to eat, you are always willing to share what you have We found that in our country and our experience has been that whether there is drought or whether there has been war, it is the poor people who have helped the most. Today, although the burden is a tremendous one, it is going to cost us a great deal, not just in money, it will cost us in development it will cost the promises we made to our people, of the programme of employment, every single programme ; we are trying not to cut it, but I don't see how it can remain whole, everything will have to be pruned. We have very heavy taxation already, and about a few days before coming, we had to put extra tax burden on every possible thing we could think of. And we just sat and thought, now what can be possible taxed, and we taxed. So, we have this enormous burden but I have confidence in my people. They have shown their capacity to endure any burden, to bear any type of suffering or sacrifice, and, today, if we have to do it for our unity, for our stability, for our freedom, I know that the people of India, and even the political parties which are otherwise completely opposed to me, I know that on this question, we stand as one. And we have the determination to bear this burden. We are not going to go under, however heavy the economic burden is, or any other burden.

But we may have to take steps which are necessary to safeguard our freedom and our stability, and, I think, that this is not only in the interest of India, it is in the interest of Pakistan itself. Pakistan cannot remain if India is unstable. If Pakistan becomes unstable for a while and India is stable, Pakistan will come back to stability. But if, in the larger part of the sub-continent, there is trouble, then certainly nobody can save Pakistan or any other smaller countries there. And, I think, if there is unstability in India, it will have an effect on all of Asia, and perhaps in other parts of the world as well.

So, today, we feel that very much more is at stake than people are realising ; and I have come here not to ask for anything from the Government, from any of the countries where I have been, but merely to give my assessment of the situation as it exists. And it is then for these countries, these governments or the people, to decide what they should do in such a situation, whether they should help or they should not. Naturally, everybody welcomes sympathy, everybody welcomes friendship, everybody welcomes support, but we know that in life, in the utlimate analysis, everybody—even a parent, or a child, or a sister, or a brother, each individual is alone ; each country is alone ; and India must learn to stand on her feet ; she is going to stand on her feet and deal with the problems herself.

Following are some of the questions asked by the audience and the replies given by the Prime Minister :

Question : You speak about humanity for the East Pakistanis. How will you explain the construction of Farraka Barrage which certainly is going to destroy the agriculture and economy there ?

Prime Minister : I don't know whether the young lady knows the geography of the place. East Bengal does not suffer from a shortage of water but of too much of water..(applause). This matter has been under discussion for a long time. Unfortunately, Pakistan is now trying to make it into a political question, whereas it is not. It is not in any way harming East Pakistan or East Bengal.

Question : Excellency, Mrs. Gandhi, I want to tell you that I am Vice-President of the Committee of Migration in the International Council of Women.. We have made a resolution in our meeting in Amsterdam about the very great problem of refugees in your country, to urge all 60-member councils to take more care for your problems and urge the United Nations to look after the minorities in the world.

Prime Minister : Thank you very much.

Question : Madam, you said in the course of your speech that East Pakistani people are imbued with nationalism. Do you think this nationalist spirit is absent in West Bengali people, and because Bengalis are a nation, therefore, they should have one State? How would you preclude the people of West Bengal, who are as much Bengalis, from forming the same State?

Prime Minister: It is a very good question : thank you for asking it. I should have actually dealt with it in my speech. Well, the first answer is that there is no feeling in West Bengal to separate from the rest of India. Secondly, it is not only a question whether what West Bengal would like to do, but whether the people who live in East Bengal would like West Bengal to join them. Obviously, nothing is impossible in the world and it is a remote possibility. I personally do not think that such a thing can happen, because West Bengal is far more developed, whether industrially, educationally or in any other way, than the East is. We know from our experience of what has happened in Vietnam, that they would not like to have a bigger brother attached to them who should dominate them.

Question : You mentioned something about the six-point programme of Sheikh Mujibur Rahman. But I think you should inform the audience that the division of the country was not in his six-points. And it would be the same thing as

if Candidate Strauss would win the election for Chancellorship and he would like to separate Bavaria from Germany. I don't think that the people of Germany would accept that.

Prime Minister : I think I made it very clear that the six-points were announced before the elections. They were accepted, presumably, because otherwise why should the elections have been held on that programme ? That was the basic programme put to the people of East Bengal and it is not only the people of East Bengal but also some of West Pakistan who voted for Sheikh Mujibur Rahman's Party.

Question : The six-points did not give him the mandate to divide the country.

Prime Minister : We are talking about whatever the six-points did. Sheikh Mujibur Rahman did not ask for any 7th point at all. Whatever the programme was, as I said, if anybody disapproved of it, the time to raise that point of disapproval was before the elections and not afterwards....

Question : Relating to Indo-Soviet Treaty and *detente* in Europe.

Prime Minister : Well, our Indo-Soviet Treaty is unconnected with this matter. We welcome the *detente* here and we wish that there would be *detente* in all such disputes anywhere. So far as the Indo-Soviet Treaty is concerned, well, it is just what it says, its name says, the "Treaty of Peace, Friendship and Co-operation".

A lot of people who have never supported non-alignment are now trying to say that this Treaty is going against the interest of non-alignment, India is no more non-aligned, and so on. We are naturally not at all impressed by this argument because we know what our policy has been and we are determined that it is going to remain the same.

Question : Hon'ble Prime Minister, Mrs. Gandhi, my question is almost identical with the former question, but I just want to elaborate one point. It is a fact that our Treaty with the Soviet Union is not intended to affect our policy of non-alignment ; but I think the influence of Russia is getting more and more in our part of the world. As far as I am informed, the Soviet Navy has approached some of our ports, at least partly. And Russia is too big a power, too strong a power, that in a long time, I mean, in a long period of our relationship, whether India can really remain sovereign and non-aligned ?

Prime Minister : This indeed is a very extraordinary question, if I may say so. Perhaps the gentleman has been out of India for a considerable time and he does not know how we feel. If the Soviet Union is on the Indian Ocean, well, so are many other Navies there. He has not suggested that any other Navy being there is also going to influence us. So, therefore, why should the Soviet influence be more than the others ? Every country in the world, small or big, does try to influence others countries. The question is whether we are going to withstand that pressure or not. We have always withstood pressure. We have fought for our independence. We have not appealed or begged for it. We have fought for it with our lives (Prolonged applause)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ভারতীয় সেনাবাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করবে: সরকারী মুখপাত্রের ঘোষণা।	দৈনিক 'যুগান্তর'	২৫ নভেম্বর, ১৯৭১

যশোর সীমান্তে ১৩ খানি পাক ট্যাঙ্ক ধ্বংস:

সরকারী মুখপাত্রের ঘোষণা

আত্মরক্ষায় ভারতীয় সৈন্য সীমান্ত অতিক্রম করবে

(দিল্লী অফিস থেকে)

২৪শে নভেম্বর— আজ এখানে একজন সরকারী মুখপাত্র বলেন যে, সৈন্যবাহিনীর প্রতি পূর্ব নির্দেশের পরিবর্তন করা হয়েছে। আত্মরক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনীকে সীমান্ত অতিক্রমের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

সোমবার পশ্চিমবঙ্গ-যশোর সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ১৩টি পাকিস্তানী 'সাফে' ট্যাঙ্ক ধ্বংস করার কারণ বিশ্লেষণ করে এই মুখপাত্রটি বলেন, পরিস্থিতিকে আরও সংকটজনক করে তোলা অথবা সংঘর্ষ শুরু করা আমাদের কোন সময়েই ইচ্ছা নয়। কিন্তু পাকিস্তানী বাহিনী আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ জোরদার করায় পশ্চিমাঞ্চলের চেয়ে পূর্বাঞ্চলে পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করেছে। পাক বাহিনীর এই ধরণের জঙ্গীবাজী বৃদ্ধি পাওয়ায় যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তারই ফলে সরকার নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতি প্রদত্ত পূর্ব নির্দেশের কিছু পরিবর্তন করেছেন।

গত রবিবার বয়রার কাছে পাকিস্তানী বাহিনী ট্যাঙ্ক ও কামান নিয়ে বিপজ্জনকভাবে সীমান্তের দিকে অগ্রসর হলে ভারতীয় প্রতিরক্ষা ঘাটি বিপন্ন হওয়ায় নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতি পূর্ব নির্দেশ পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। স্পষ্টতই পাক বাহিনীর এই অভিযান প্রতিরোধ করার জনাই ভারতীয় বাহিনীকে ট্যাঙ্ক নিয়োগ করতে হয়। এই সংঘর্ষের ফলে ১৩টি পাকিস্তানী সাফে ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়েছে। ভারতের কোন ট্যাঙ্কের ক্ষতি হয়নি এবং ভারতীয় যে ন্যাট বিমানগুলি পাকিস্তানী স্যাবার জেট বিমান ভূপাতিত করে সে বিমানগুলিরও কোন ক্ষতি হয়নি।

এই মুখপাত্রটি বলেন, এই প্রথম ভারতীয় বাহিনীকে আত্মরক্ষায় সীমান্ত অতিক্রম করতে হয়। ভারতীয় ট্যাঙ্কগুলি তাদের কাজ শেষ করার পর সেইদিনই ভারতীয় এলাকায় ফিরে আসে। তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যতে যদি আবার এ রকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহলে ভারতীয় বাহিনী অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। ভারতীয় ট্যাঙ্ক এবং বিমান ধ্বংস হয়েছে বলে পাকিস্তান যে দাবী করছে এই মুখপাত্রটি তা সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন সামান্য হয়ে থাকতে পারে।

এই মুখপাত্রটি বলেন, পশ্চিমাঞ্চলের চেয়ে নিশ্চিতভাবেই পূর্বাঞ্চলের পরিস্থিতি আরও গুরুতর। তবে পশ্চিমাঞ্চলে পাকিস্তানীরা সীমানা লংঘন করছে।

মুখপাত্রটি বলেন, ভূপাতিত তৃতীয় পাকিস্তানী স্যাবার জেট বিমানের পাইলটকে পাওয়া যায়নি। এই পাইলট পাকিস্তানী এলাকাতেও থাকতে পারে।

সীমান্ত অতিক্রম না করার জন্য পূর্বে সৈন্য বাহিনীকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা পরিবর্তনের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই মুখপাত্রটি বলেন, অপর পক্ষের সৈন্যরা যখন ট্যাঙ্ক নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে তখন স্বভাবতঃই এই সব নির্দেশের কিছু পরিবর্তন করতে হয়েছে। আমরা আমাদের লোকদের এগিয়ে গিয়ে এদের প্রতিরোধ করতে বলা ছাড়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ট্যাঙ্কগুলিকে অগ্রসর হতে দেখতে বলতে পারি না।

ভারতীয় ট্যাঙ্কগুলি কতখানি সীমান্ত অতিক্রম করেছিল এই প্রশ্নের উত্তরে মুখপাত্রটি বলেন, খুব সামান্য দূর। আর একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, কতদূর তারা যেতে পারবে তা নির্দিষ্ট করে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে তিনি মনে করেন না যে, এইরকম পরিস্থিতি উদ্ভব হলে যাতে মার্কিণ সৈন্যরা কম্বোডিয়াতে যতটা ভেতরে ঢুকেছিল ভারতীয় সৈন্যদের পাকিস্তানের ততদূর ভেতরে প্রবেশ করতে হবে। আত্মরক্ষার জন্য সীমান্ত অতিক্রম করা যখন প্রয়োজন, স্থানীয় কমান্ডারই তা ঠিক করবেন।

এই মুখপাত্রটি বলেন, বাংলাদেশে কোন ভারতীয় সৈন্য নেই। এখন যে যুদ্ধ হচ্ছে তা মুক্তিবাহিনী ও পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের মধ্যে।

মুখপাত্রটি বলেন, পাকিস্তানী সৈন্যরা আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় এলাকার ওপর গোলাবর্ষণ করে চলেছে। গতকাল পাকিস্তানী সৈন্যরা কিষাণগঞ্জের পূর্বে এবং রাণাঘাটের দক্ষিণ পূর্বে ভারতীয় ঘাঁটির ওপর গোলাবর্ষণ করে। ২২শে নভেম্বর মধ্য রাত্রে পতিরামের উত্তরে মাঝে মাঝে পাকিস্তানী সৈন্য ও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে গুলী বিনিময় হয়। গত ২২শে নভেম্বর শিকারপুরের বিপরীত দিকে অবস্থিত পাকিস্তানী সৈন্য লাইট মেসিন গান ও ক্ষুদ্রাস্ত্র থেকে গুলীবর্ষণ করে। সীমান্তরক্ষী বাহিনী পাল্টা জবাব দেয়, পাকিস্তানী সৈন্যরা অপসারণ করে। ভারতীয় পক্ষে কেউ হতাহত হয় নি। একই দিনে রাণাঘাটের দক্ষিণ-পূর্বে পাকিস্তানী সৈন্য ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে গুলী বিনিময় হয়। ২২শে নভেম্বর পাকিস্তানী সৈন্য গদাধরপুরে এবং কালুরঘাটের নিকটবর্তী অঞ্চলের ওপরও গোলাবর্ষণ করে।

২২শে নভেম্বর আসামের করিমগঞ্জের দক্ষিণ-পশ্চিমে ভারতীয় পর্যবেক্ষক বিমান যখন ভারতীয় এলাকার মধ্যে ঘুরছিল, তখন পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে। ভারতীয় বিমানের কোন ক্ষতি হয়নি। একই দিনে পাকিস্তানী সৈন্যরা করিমগঞ্জের উত্তরে একটি এলাকায় ভারতীয় টহলদারী সৈন্যদের ওপর গুলীবর্ষণ করে। একজন সীমান্তরক্ষী আহত হয়েছে। একুশে নভেম্বর পাকিস্তানী সৈন্যরা করিমগঞ্জের পশ্চিমে ভারতীয় ঘাঁটির ওপর গোলাবর্ষণ করে। সীমান্তরক্ষী বাহিনী এই গোলাবর্ষণের পাল্টা জবাব দেয়। কেউ হতাহত হয়নি।

১৯শে নভেম্বর পাকিস্তানী নাশকদের পোঁতা দুটি বোমা বিস্ফোরণের ফলে কিষাণগঞ্জের প্রায় আটত্রিশ কিঃ মিটার উত্তরপূর্বে ইসলামপুরে একটি স্কুলবাড়ী সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

২২শে নভেম্বর পাকিস্তানী সৈন্যরা যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখার ওপার থেকে গুরাইস-এর উত্তরপূর্বে ভারতীয় টহলদারী সৈন্যদের ওপর লাইট মেসিনগান ও রাইফেলের গুলীবর্ষণ করে। একই দিনে ঐ এলাকার ওপর পাকিস্তানী সৈন্যরা সীমান্তের ওপার থেকে লাইট মেসিনগানের গুলীবর্ষণ করে।

রাজৌরী ও নওশেরা সেক্টরে পাকিস্তানী সৈন্যরা গত ২২শে নভেম্বর উড়ির দক্ষিণ-পশ্চিমে ও নওশেরার উত্তর-পশ্চিমে যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখার ওপার থেকে গুলীবর্ষণ করে। নওশেরা এলাকায় একজন সীমান্ত-রক্ষী আহত হয়েছে। কারগিলের উত্তর-পূর্বে এবং উড়ির দক্ষিণ-পূর্বে পাকিস্তানীরা নতুন বাংকার তৈরী করছে। রাষ্ট্রসংঘ পর্যবেক্ষকদের কাছে এইসব যুদ্ধ-বিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগ করা হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুজিবকে মুক্তি দিয়ে রাজনৈতিক সমাধানের পথে আসার জন্যে ইয়াহিয়ার প্রতি প্রধান মন্ত্রীর আহ্বান।	"দৈনিক আনন্দবাজার"	২৮ নভেম্বর ১৯৭১

মুজিবকে মুক্তি দিন, রাজনৈতিক সমাধানে আসুন:

ইয়াহিয়ার উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী

(রাজধানীর রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

নয়াদিল্লী, ২৭ নভেম্বর—বাংলাদেশে রাজনৈতিক সমাধানে আসুন এবং অবিলম্বে শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নিন। পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর উদ্দেশে এই আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী। পাক প্রেসিডেন্টকে তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের অবস্থা ভারতের ওপর এক অসহনীয় ভার হয়ে রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী এই আহ্বান বাণী ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রী অটলের মারফত মুখেই চালান করে দেওয়া হয়েছে। তিনি সম্প্রতি শলাপরামর্শের দিল্লিতে এসেছিলেন। শ্রী অটলের মারফত মুখেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া একটা ঈদের বাণী পাঠিয়েছিলেন। শ্রীমতী গান্ধীর এই বাণী তারই উত্তর।

জবাব দিতে গিয়ে শ্রীমতী গান্ধী পাক প্রেসিডেন্টের ঈদের স্বাগত বাণীর প্রত্যুত্তরে পাল্টা অভিনন্দন জানিয়েছেন। একজন সরকারী মুখপাত্র বলেন, একথা সত্য নয় যে প্রধানমন্ত্রী ইয়াহিয়া খাঁর সঙ্গে অভিনন্দন বাণী বিনিময় করেননি।

মুখপাত্রটি স্বীকার করেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। এ ব্যাপারে মুখপাত্রটি জানান, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তিনি পাক প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে রাজী, তবে বাংলাদেশ তাঁদের মধ্যে আলোচনার বিষয় হতে পারে না।

বাংলাদেশের জনসাধারণকে তিনি কোন সমাধানে রাজী হয়ে যেতে বলতে পারেন না। কারণ এ ব্যাপারে তাঁর কোন অধিকারই নেই।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
"আমরা আমাদের জাতীয় স্বার্থে যা ভালো তাই করবো"—দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ঘোষণা।	দি স্টেটসম্যান	২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

WE WILL DO WHAT IS BEST IN OUR NATIONAL INTEREST: MRS. GANDHI

NEW DELHI, Dec. 2.—The Prime Minister, Mrs Indira Gandhi, declared here today that it did not worry India at all as to who called her aggressor when she had not committed any aggression, reports PTI. Making an obvious reference to the latest newspaper comments from London that Britain might describe India again as an aggressor, Mrs Gandhi said : "Times have changed during the last five years. If any country thinks that by calling us aggressor it can pressurize us to forget our national interests then that country is living in its own fool's paradise and it is welcome to that". Mrs Gandhi was addressing the Congress workers of Delhi who had assembled at her residence this morning to express their solidarity in this time of national emergency.

Mrs Gandhi said : "The times have passed when any nation sitting three or four thousand miles away could give orders to Indians on the basis of their colour superiority to do as they wished. India has changed and she was no more a country of natives.

"Today we will do what is best in our national interests and not what these so-called big nations would like us to do. We value their friendship, help and aid but we cannot foresake the country's territorial integrity and sovereignty".

Referring to Britain Mrs Gandhi said that during the 1965 Indo-Pak conflict, Britain had made the mistake of calling India an aggressor "But now they should see for themselves the facts, sequence of events, the happenings in Bangladesh and situation on the Indo-Pak borders".

"My only expectation from Britain is that it would take an objective view of the situation," she added.

Referring to Pakistan's efforts to get U.N. observers in East Bengal, Mrs Gandhi said she did not know what useful purpose these observers could serve in the present situation.

A large number of foreign dignitaries legislators of various countries, U.S. Senators, relief teams. Independent organizations, Ministers and others have visited the border of East Bengal with West Bengal and have witnessed the plight of the refugees. They have also seen the results of the reign of terror unleashed by the Pakistani Army on the people of Bangladesh but what had happened? "Has it solved the problem of Bangladesh? Has any of these big nations asked Pakistan to stop this genocide of the people of Bangladesh? No, they will not do it."

The problem of Bangladesh, she said, could be solved only by asking the Pakistani Army to vacate Bangladesh so that these millions of people had left heir homes and hearths could go back and pursue their life peacefully.

"Peace can return to the subcontinent only if the Pakistani Army withdraws from the borders of India in the east as well as west," Mrs Gandhi said.

Mrs Gandhi said when Pakistan moved its Army to the Indian borders there was not a whisper by any of these nations or the U.N. But, from the time india had brought forward her forces to protect her territories, there was a hue and cry that peace was in danger, "I do not understand these things".

In her hour-long speech, Mrs Gandhi asked whether the U.N. will be prepared to give an undertaking that Pakistan would not at tack India, "In the event of any such attack, would the U.N. ensure that any territories, occupied by Pakistan are vacated?"

Thrice Attacked

"Before they talk of withdrawal of troops from the eastern or western border they should keep in mind that India was attacked thrice earlier by Pakistan but neither the U.N. nor the other powers condemned Pakistan once for that. How do they expect us to believe them now?".

She said India did not move the Army to the western borders for ten days after Pakistani Army had occupied forward positions "We went to the U.N. observers and protested to them that Pakistan should not be allowed to bring her forces in the forward areas. After inquiries the U.N. observers told us that the Pakistanis were carrying on military exercises and would withdraw after ten days. Are the ten days not yet over? With all these happenings I do not understand how we can have any faith in them.

Mrs Gandhi said that the idea of posting U.N. observers in East Bengal was to check the activities of the Mukti Bahini. But they were forgetting that all the checks and controls in Vietnam failed to stop the guerrilla activities. "I do not think how observers can function when it is made plain by the Bangladesh Government that it cannot guarantee their safety" Mrs Gandhi added.

She said "there is a charge that India is allowing Mukti Bahini to operate from her soil. How can we check it? Our border with East Bengal is so long that even if India deployed her entire army. It would not be able to stop them".

The Prime Minister said the U.N. or any nation was not prepared to look at the question in its entirety.

Mrs Gandhi described as totally baseless the accusations that India was interfering in the internal affairs of a nieghbour. 'We are simply telling the world what the Pakistani Army is doing inside Bangladesh. Killing thousands and thousands of human beings might not be of any concern to the world but India is worried and that is the reason which has prompted India in allowing the refugees to come to our soil.'

"All these countries which are today shouting about India interfering in the internal affairs of Pakistan had interfered in the affairs of other countries whenever it suited them and here when we have not done any such thing. We are being accused of it. Well, it should not worry us much. Even a country like China, interfered in other nations affairs".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কোলকাতার জনসভায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বক্তৃতা।	'দি ইয়ার্স অব এন্ডীভার''	৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

WE SHALL SUCCEED

YOU ARE ALL aware that we are facing a new crisis. The people of Bengal and the rest of the country had stood by us and returned us to power in the last general election. We had imagined that all obstackles in the way of our progress had been removed and we shall work hard to build up a strong country. But soon after, a tragic event happened which cast a big burden on our people, although we were in no way involved in it. In the beginning, it was purely an economic burden. The large influx of refugees from East Bengal seriously affected the lives of the people in West Bengal, Assam, Meghalaya and Tripura and increased their hardships. We imagined that we shall have to bear this burden for only a few days and we shall be able to do so easily with the help of other countries. But the help we received was meagre compared to what was necessary. If some people offered help, they were not in the least worried about the causes of the crisis—why a huge mass of people were quitting their homes and coming to us like a river in flood. No disease can be cured unless it is correctly diagnosed. What is to be done if, without caring to find out the cause of the influx, we try to stop it ? We told the truth and others agreed with us, but nobody did anything in the matter.

To understand the present crisis, we have to go into its historical background and find out how Pakistan was formed. The battle for freedom was fought in the whole country—also in the region now called Pakistan. Khan Abdul Ghaffar Khan, better known as Frontier Gandhi, and Abdul Samad Khan, who was called Baluch Gandhi, took part in the fight for freedom But when Pakistan was formed, it was not these leaders of the people who came to power. In India, the freedom fighters won the elections and set up their Government. But in Pakistan, they remained behind prison walls and those who were co-operating with the British set up their Government. They held positions in the Army or other offices. There was a basic difference in our ideologies. We were anxious then and are so even now that we should have the best of friendly relations with our new neighbour—now that Pakistan had come into being. It is not good for any country to be always quarrelling with a neighbour. But whenever we extended our hand of friendship, we were faced with a closed fist on the other side and also an atmosphere of tension. We believe that the reason for this was that several countries were encouraging Pakistan to do so. If the big powers, which were friendly to Pakistan, had advised it in the very beginning not to fight with India, Pakistan would not have taken up the posture of war. Pakistan had neither the strength nor the courage to go to war with us. But they did so because they were getting help and war materials from abroad. Even when they went to war with us, they got all encouragement from their friends. They were not branded as aggressors with the result that they did not change their ways. The result of all this was that despite its friendship with Big Powers, Pakistan could not become a strong power. It grew weaker.

From a public speech at Calcutta, December 3, 1971.

We are all Indians though we speak different languages and profess different faiths. To whatever State we belong, we are all citizens of this country engaged in the common endeavour of taking it forward towards progress. What binds men of different religions, habits, dress and languages are some high ideals. Religion and language cannot bind any people in the world of today. We have to get over these. Religion is good and everyone must adhere to his religion. But you cannot build up a nation and keep the people united, on the basis of religion. We said this at the time of the formation of Pakistan but neither the British nor others listened to us then and Pakistan came into being. But we saw from the very beginning that in Pakistan, the people of one religion committed atrocities on the minorities belonging to a different religion.

Another thing that was happening in Pakistan and which the world overlooked was that even those who were in a religious majority in the country were being oppressed. We knew it but we could not interfere in the affairs of another country. But the situation could not last long and in the end this has weakened Pakistan. If Pakistan has become weak, it is not because we wanted it. It has become weak because other nations helped it in pursuing wrong policies, which were probably in their own interest and not in the interest of Pakistan. We also were pressurised to follow their policies but it was our good fortune that we had leaders who followed policies which were in the national interest and stuck to them firmly.

Our development plans are in progress but, in the meanwhile, a big burden has been cast on us. The burden is economic because the number of refugees is very large. The influx has also created social, administrative and political problems. But the most important thing is the danger it poses to our security. It might develop into a big danger.

You are aware that we have rehabilitated all the refugees who came to us so far. We did so although we are a poor country and received meagre help from outside. We became worried as the danger to our security slowly increased. Across the border between West Bengal and East Bengal, there was the Border Security Force on our side and East Bengal or the East Pakistan Rifles on the other side but they had changed their name and called themselves the Mukti Bahini.

At this stage, Pakistan moved its forces towards our borders ; in the west they moved further towards Kashmir, Punjab, Rajasthan and Gujarat. When their forces reached the Kashmir border, we drew the attention of the U.N. observers towards this. They told us that the Pakistani forces were carrying out training exercises. Who could believe it ? Could a country, which had been the victim of Pakistani aggression thrice, believe it? The danger to our security increased but we took no steps for ten days. After ten days, we also moved our forces forward. As long as we had not moved our forces towards our borders, no country in the world, big or small, took note of the presence of Pakistani forces on our borders. They were not worried about the danger posed to our security and that they should do something. No opinions were expressed about it. But when our forces moved forward, not on another's territory but on our own, some world powers raised a furore that peace was in peril and they began saying that both the countries should withdraw their forces. Now could we agree to this? No Government with any sense of responsibility, no minister or any officer could endanger the security of the country and its borders. We

asked why the Pakistani forces had been moved to our borders and whether it did not involve a risk to our security. If we withdrew our forces, they had to be moved far from the borders where our cantonments and other arrangements exist. But the cities and cantonments of Pakistan are quite close to their borders. If they withdraw just a little, they will still be in an advantageous position. They can reach the borders quickly whenever they want to attack us. We cannot do so. Who are there to guarantee that if we are attacked, they would help us and get us back quickly the land occupied by the aggressor? Nobody is prepared to consider this aspect of the matter. They all say that the forces must be withdrawn. We do not say "No" to this demand. We have suggestions to make. But how far is it proper that only the suggestions made by the other party should be accepted? Our suggestion is that the Pakistani forces should be withdrawn from East Bengal. It is their arrival and their stay which has resulted in a reign of terror there and the influx of refugees into this country. If they leave East Bengal, the fighting will stop immediately. But no one is prepared to think on these lines.

We were also told to agree to have U.N. observers on our eastern border as well. As far as I am aware, a few of them were there. Possibly they are still there. But the question is why should they be posted there? Will their presence ensure the return of the refugees? The refugees say they will not go back unless there is complete peace in Bangladesh. Now can we ask them to go when we see there is a war in progress there, people are being massacred, women are being tortured and one village after another is being set on fire? How can we ask them to return under these conditions? The first duty of the world community as well as our own is to try to establish peace there. We waited for many days, waited to see if other countries could help in the matter and stop the reign of terror.

I visited some countries in Europe and the United States. I was assured everywhere that they agreed with me on the need of a political solution to restore peace in Bangladesh and to ensure the return of the refugees. They said they were stressing this aspect of the problem. But nothing came out of it. We do not threaten, nor do we raise a hue and cry. But we know what is in our national interest and we are not going to give it up. The people of East Bengal are shedding their blood to achieve freedom. This has happened in the past in our country as well. A large number of farmers, intellectuals and members of the Bar sacrificed their lives for freedom. Now if some countries want that we should not defend our freedom and allow them to carry out their own evil designs, we cannot be the victims of their evil, designs.

Every citizen of this country has to share this burden, be he young or old, man or woman. We have to share all hardships and meet the danger. Although the whole country has to bear the burden, you in Bengal have to bear a little more of it. We should be prepared for whatever happened.

I assure you that I do not want war. I earnestly desire peace. I know. what war is and how it affects the people, specially the weaker section of the community. I detest war. It is my sincere wish that I should not be instrumental in bringing about war. Nehru talked much about peace and wanted peace but even he said that if we have to meet any attack on our freedom we must do so with all our might.

Some foreign papers have described me as stubborn. I am stubborn in matters affecting our security and, in my opinion, the massacre going on in Bangladesh must stop and peace restored. The annihilation of the 75 million people of Bangladesh is not in our national interest. Therefore, we have to ensure that the terrible atrocities going on there must stop. This is not being stubborn. There is no alternative to this if we consider our own national interests. You are aware that we have taken some steps only after calm consideration. We have done nothing in haste. We are doing only what is proper and in our interest. Whenever some foreign power talked to us, it was only after careful deliberation that we refused to accept any suggestion made and we accepted what we could. We are faced with a crisis and there must be enthusiasm among the people. We have also to see how to utilise this enthusism to meet change before us. Any army must tight to be in victorious. This will not be possible if our industries and schools are closed down and the working of our hospitals is affected. If we want to be truly victorious, the citizens of Calcutta must ensure that the work in towns and villages is carried on more efficiently and with greater vigour.

It is a testing time for our country but I am confident that we shall succeed. Whatever the nature of the fight, we shall deal with it firmly and with a cool head so that the promises we have made to the people are fulfilled and we continue our march towards progress. However great the danger, however great the pressure, we have to move forward even if we are alone. The people who live near our borders know that the Pakistanis have been firing on Agartala and other places. Our hospitals are full of injured people. Our hearts go to them and I express gratitude to them on my behalf and on behalf of the nation. We are proud of their courage and we hope that their morale will continue to be high. Although they are now no longer in uniform, they are our soldiers. We are proud of their bravery and enthusiasm.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুদ্ধ চলাকালে ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীসমূহের উদ্দেশে আকাশবাণী বেতারে প্রচারিত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বাণী।	'ইয়ার্স অফ এন্ডীভার'	১০ ডিসেম্বর ১৯৭১।

VICTORY WILL BE OURS

YOU ARE FIGHTING with courage to defend our freedom and honour. The entire country admires you. Our people are with you. The people of all region, all languages, all religions, all political parties are united as never before. They are as determined as you to defeat the agressor. They are imbued with boundless faith in their cause and in your capacity to meet any challenge.

The enemy has raised the false and pernicious cry of a religious war. The people of Bangladesh, who are overwhelmingly Muslims, have given a fitting reply to the military rulers of Islamabad.

You and we are fighting in defence of the great principle that the people of all religions are equally our brothers. We are defending the great ideals of equality and brotherhood, which are the life and blood of our democracy. Bharat means not only the fields, hills and rivers which make up our country, not only the 560,000 villages and towns, not only the 550 millions of people, but the ideals of tolerance and respect for higher morality which the very mention of India has evoked for 30 centuries.

Fight well, my countrymen. Victory will be ours.

Message to the Armed Forces, broadcast over All India Radio, December 10, 1971

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণ।	'ইন্ডার্স অব এক্টাজার'	১০ ডিসেম্বর ১৯৭১।

WHY THIS FIGHT

I AM HAPPY to be with you, to see your enthusiasm and to talk to you although I have nothing particularly new to tell you. What are we fighting for? We are fighting not only for our territory and honour but also for some high ideals which this country has upheld during the past several centuries. I am happy that in the present war not only our brave officers and soldiers but the people as a whole, including the students, are taking part in one way or the other. I am thankful to you for the purse of Rs. 1,01,000 which you have presented to me for the welfare of the Jawans. I am sure that you will be the pioneers in every work which the nation undertakes

Students have played an important part in the freedom movement of their country, whether in India or abroad. If the student community had not been in the forefront of our struggle for freedom, we would not have acheved the success that we got. For the past many years, we have been trying to strengthen that freedom. Eternal vigilance is the price of liberty. We must always act so as to strengthen our unity and do so with firmness and courage. Also, these actions of ours should be meaningful for the people as a whole.

We have achieved a lot and yet you must be aware that we have not been able to shape our destiny as we wanted to. Poverty and backwardness are obstacles in the way of the common man getting the fruits of freedom. Our people are not able to enjoy all the rights of a free citizen. While you have the opportunity to study in a university, there are lots of people in this country who do not yet have this privilege. Our freedom will remain in complete so long as we are not able to give full opportunity for development to every village, be they in the plains, on the mountains or in the deserts.

We are proud of continuously treading the path we have chosen for ourselves. Many have been our weaknesses and mistakes and many obstacles on our path. There were agressions against us. There were natural calamities which weakened us, yet we went forward in spite of all this. We had not had a moment's respite. Once again there is a big obstacle in the way of our progress and a big task before the people of this country. You have assured me of your loyalty and I am happy to know that the student community is prepared for the dangers facing this country. But we must know that mere enthusiasm is not enough. We have to understand the ideals and the fundamental principles for which we are fighting and which form the basis of this country's unity.

We do not want to go to war. In fact we tried hard to avoid it. The whole world knows that we have been trying for world peace for the past 25 years, and we certainly had a part to play in bringing about peace in certain areas of the world. But, what is peace? Peace does not mean that we keep quiet while the people of a neighbouring country are being annihilated. This is not peace. The war that is going on today began not in our territory but in Bangladesh and India had no hand in it. We did not even know that there was to be a war.

Free translation of speech in Hindi at the University of Delhi, December 10, 1971.

We were happy that Pakistan had a general election after many years of military rule. The leader of a certain party won a majority in that election. We were not concerned either with election or with the selection of the leader, but we were certainly happy to know that the particular leader, who had won, wanted India's friendship. We know that we cannot always be fighting with a neighbouring country. If, however, there is some disturbance there, it does affect us. We were, therefore, happy that an election had been held and there were hopes of the formation of a government which would be friendly to us, and we would join together to solve the main problem affecting us. This was the poverty of the people and the progress of the country.

We too had a genral election, and we formed a new government. The party which had secured a majority in the elections in our neighbouring country was not allowed to form its own government. It is at this stage that the war really began.

I would like to give you the historical background of the present trouble because it is necessary to understand it. The Pakistan President had talks with the leaders of the Awami League and we expected that the talks would be fruitful and a popular government would be set up. We, however, learnt that the negotiations were a ruse to gain time to land a big army in Bangladesh from West Pakistan. These forces launched a big attack on the poor unarmed people on the night of March 25. The leaders of the Awami League, who had assembled there, have told us that on the 24th they were expecting that the negotiations would be fruitful. They were not at all prepared for the sudden attack on them the next day. They had some idea of launching a struggle, a non-violent struggle of the type which India waged against the British. But they did not get any opportunity for that. They were attacked with guns and mortar. Their great leader was arrested and they were accused of being traitors to the country. All this left no alternative for them except to declare that they wanted complete freedom.

Despite the anger in our hearts against the atrocities in Bangladesh and our deep sympathy for the people there, we kept quiet. We did not want to utter a word or take a step which might come in the way of a settlement between the leaders of Bangladesh and West Pakistan. However, what was a matter of Pakistan ceased to be so when the people of Bangladesh, young and old, women and children, entered our country like a river in flood. It soon became a big question and a big burden for us. After all this the statement by any country that it was an internal matter of Pakistan ceased to have any meaning.

Even at this stage we said that what was happening in Bangladesh concerned only the people there and we had no right to speak about the nature of a settlement. It was for the people of Bangladesh and their leaders alone to decide why they wanted and what sort of a settlement they could make. We had said that India had to consider seriously what effect the conditions in that country will have on us, and this certainly was our internal matter. We could not close our eyes to this aspect of the question. We made it clear to the whole world that the situation was deteriorating and that the two countries were moving towards a war. If the nations of the world wanted to stop a war, there was still time for them and they could have done so by securing justice for the people of Bangladesh.

We know that this could not be done suddenly and we did not say that it should be done immediately. We only said that a step or two should be taken which might meet the aspirations of the people of Bangladesh and also ensure that their voice was heard. Among such steps could be the release of the Bangladesh leader, Sheikh Mujibur Rahman, the annulment of the fake elections that were scheduled to be held, and lastly, some sort of negotiations by which the people of Bangladesh could have an assurance that something would really be done. They could not be told to forget and forgive or that it was not necessary that the refugees must go back.

It was also necessary for some sort of popular government to be set up. We were told that civilian rule might be established. We made it clear that we could not accept a government formed by those who had lost in the recent elections. The people of Bangladesh also would never accept such a government.

We never said what we thought about the whole question or what we wanted to be done. We only explained the real situation, because we were aware that certain forces had raised their heads in Bangladesh, which nothing in the world could suppress. When a whole people fight for freedom, and when every individual is determined to lay down his life for it, the struggle is bound to succeed. This has been the experience of people all over the world. We repeatedly told the people of the United States and also nations of Europe that they must look to the realities of the situation. If the struggle for freedom could not be suppressed, further steps had to be considered in future because Bangladesh is so close to our borders and we cannot ignore the effect on us of events taking place there.

Every country has its own ideals and interests. Our ideals and the interests of the country are the same. We want peace, and we shall have peace, even though we have at times to fight to secure peace. This is the reason for the war going on today. Unless the situation in Bangladesh changes there can be no peace either there or in the eastern region of our country.

Let us now examine the reasons for the present situation. Pakistan was built up on a wrong foundation, namely, that one religion could form the basis of a nation. There is no country in the world which has people only of one religion. In fact, every country today has people professing several religions and if all of them are not treated with equality and justice that country can have neither unity nor strength. The very basis of the formation of Pakistan was thus wrong.

There are some people in this country who do say that Pakistan must be crushed and that this is the opportunity to end Pakistan. This, however, has never been the stand of the Government. I am convinced that this is not the opinion of the people of this country. We want Pakistan to continue to exist. But this is possible only if it follows the right path. If Pakistan was bent on destroying itself, no outsider could help.

Big powers have done all they could to add to the strength of the Pakistan army but they have done little to strengthen its people. The help they gave never reached the people. It swelled the coffers of only a handful of rulers. The result was that Pakistan got a false sense of strength, its foundations continued to be weak.

Many countries ridiculed our unity, saying that we had people who spoke many languages and professed many religions. They asked how democracy could flourish in a country of illiterate and poor people. Western commentators wondered how India could maintain unity in the face of so much diversity. However, we adhered to our path, because we were sure that it was the correct path, and those who criticised us had not known India. Many times in the past also what we said had proved to be correct. But it was unfortunate that they failed to understand India and her brave people.

Ours is an ancient country with a civilisation several centuries old, and we have been trying to follow the principles laid down ages ago. As human beings, we are liable to commit mistakes, but we have certainly been trying to follow the highest ideals. We also know that our social life does not always reflect them. However, we do try, and we shall continue to uphold those ideals. We have to go on tying to build up the country of our dreams and it is this endeavour which binds our people who belong to different religions, speak different languages and hold different views. So long as we pursue these ideals and adhere to our chosen path, nothing can break up our unity or weaken us. This is what the people outside our country have failed to understand.

Even in small countries where people speak more than one language, we witness interminable fighting going on. The question of language agitates us also but people outside India are unable to understand how a country where people speak so many languages—sixteen of which have been recognised in our Constitution —can maintain its unity. For us, however, these differences are matter of little consequence.

We are engaged in the great task of nation-building ever since we attained freedom. It was a great pity that we became slaves and that we continued to be so for many years. This great country of ours, with its great civilisation, was crushed under the heels of foreign domination.Our language, culture and traditions were destroyed to such a large extent that we ourselves began to feel that we had some weakness and that we could not compete with other nations. Unfortunately, this fear lurks some where in the minds of some people. They purchase goods manufacture of abroad, thinking that these are superior in quality. This is in spite of the fact that the people of foreign countries themselves are happy to purchase something made in India. This is just symbolic of the inferiority complex among the people who come under foreign domination. It is that we are fighting against.

It is true that we are backward in many things. It is so because we did not get an opportunity to go forward. Because we were slaves at a time when countries in Europe and the United States underwent the Industrial Revolution, we were left behind in the race. Our administrators did not like any progressive force in this country to flourish. They wanted us to lose faith in ourselves because they knew that this was the only way to keep us backward. But a time comes in the history of a nation when events take a sudden turn. During the period of foreign rule, something of this type happened. It gave strength to the people and they raised their heads.

The British rulers suppressed our culture and asked us to learn the English language. Today you should not oppose the study of English because this language has served as a vehicle for new ideas and inspired our struggle for freedom. We learnt English, and those who went abroad brought with them a concept of what freedom was and showed how we could achieve it. They

learnt how we could unite and bring about a revolution in our own land. Earlier, our people did not think on these lines, but thoughts and ideas that came to us from Britain inspired us and strengthened us in our resolve to fight the British rule.

I will narrate to you an incident which I now recall. When I was at school in England and was preparing for a degree at the University of Oxford the Principal of the school told a visitor that he had asked me at our first meeting why I had left my home and parents and come to a country where the ways of having were entirely different. The Principal told the visitor that my reply was that I had come to England to know the people more closely so that I could be better prepared to fight them. It is the English language which gave us the concept of freedom. This, however is an old story.

Our freedom is again in peril. There has been an aggression not only on our territory but also on our thinking and high ideals—our ideal of secularism, our independent thinking about international affairs and our determination to stick to our opinions. All this has come under attack.

There are nations which cannot tolerate that India should take independent decisions. They dictate to other nations to behave in a particular manner and they are obeyed. We welcome their friendship and say that we shall be grateful for all help received. If, however, there are strings attached to this friendship, or the help that is offered, or if it affects our freedom and our ability to take independent decisions, we spurn their offers of help. We shall stand on our own legs. It seems they have not been able to understand that we shall stick to what we say and that we are determined to implement our independent decisions.

There is a lot of criticism of India abroad. At the United Nations a large number of countries voted against us. They say that war is a very bad thing and that only when it is stopped some settlement would be reached. We waited for a settlement for over eight months. I met some people and told them all about this situation.

Once we were asked in a foreign country how much time we could allow for a settlement. Our Ambassador said, "just a few weeks". They then said that a settlement was possible if we could wait for a few months. Our Ambassador said that the situation would take a critical turn in just a week. Several weeks passed and even months but they did nothing. It was stated by some people abroad that I did not abide by my earlier statement, or that I did not warn them against the possibility of a war. I did not know at all that there would be a war. But I had very clearly stated that it was getting difficult to prevent a war although we shall try our best to do so. If however, the situation went beyond limit, it might not be possible to avert a war.

I told them that if they wanted to prevent a war they should put pressure on the Pakistan President and Government to change their ways. If this were done there would be no war. Otherwise, it would be difficult to avoid war. India cannot tolerate a whole nation being annihilated and that this should be treated as a purely internal matter of another country. The repression in Bangladesh was so great that we were forced to bear a big burden. A situation was thus brought about in which we had to face war. Even then, the initiative was not ours.

If we had wanted to begin a war, some of our leaders would have been in the capital. I was away to Calcutta, where there was a very big meeting attended by about a million people. The Defence Minister was in Patna and on way to Bangalore. The Finance Minister was in Poona and did not even know if he was returning or going elsewhere. At 5-45 p.m. we were told about the Pakistani aggression, which had begun at 5 p.m. We all tried to return to the capital as soon as possible. We did not begin the war. Even then, some people abroad accused India of aggression.

We were naturally deeply hurt that people who professed to be upholders of democracy remained quiet when the time came to defend it. They were not worried whether a country had a democratic form of government or was under military rule. They talked of big ideals, but when the time came they ignored them completely. I do not know whether they did so in their own interests or in the interest of somebody else. I told everybody that if they were not concerned with the freedom of the people of Bangladesh, or our own difficulties they could do what they liked.

I also said that if they could take a long range view of their self-interest, it was in their own interest that Bangladesh must not be crushed. The annihilation of Bangladesh could not strengthen Pakistan, but only weaken it. The armed forces of many countries might be brought there but they could not build up a strong nation when the people were victims of untold atrocities.

Today we are fighting not against the people of Pakistan who, we know, are being suppressed. Their voice is not heard and they are not able to hear what others say. They do not know what has happened in Bangladesh. Even the people of Karachi do not know what is happening in Baluchistan or in the North-West Frontier Province or in other regions. The people there are as poor as our own people. The help their Government is getting does not reach them at all. In any case this help is not being used for development work. The nations of the world are helping a handful of army leaders to remain in power there. We want to ask the people of Pakistan and the armed forces there why they are fighting for a government which is not prepared to do anything for them. Why are the fighting, when it is not going to strengthen their nation, but weaken it ?

Now that we are at war, our first effort is to win it. Not for a moment have I lost the confidence that victory shall be ours, and must be ours. We shall win because our army is strong and brave, and also because it is a new type of army. When we were first attacked, our armed forces were similar to those of Pakistan. A wide gulf separated them from the people. But after the war of 1962, and particularly after the war of 1965, the people and the armed forces have got very close to each other. Men in the army know what the people are doing, what are their social and financial problems and how they can be solved to ensure a better life. Our brave soldiers have their parents, brothers or sisters elsewhere in the country and whatever happens to one affects the other.

The people who are not in uniform also form a kind of army today. All have to join hands in the fight. I am glad that you are donating blood. If need be, we shall ask for more. But the time has not yet come. Today we have to convince the army that behind them is a strong and united nation, which will go on growing stronger as time passes.

We shall achieve full victory only when Bangladesh is completely free and has her own Government. They have a Government just now, but it has to go there, organise its machinery, and, as they have said, take back all the refugees, who should be provided work, so that Bangladesh again becomes the Sonar Bangla, as stated in their National Anthem.

All this we have to do. We who are not on the borders, have to ensure that all weaknesses in our social fabric are removed so that when the war is over, the country takes a big leap forward. We should be victorious not only on the battle field but also in our civic life. We should adhere to a path which takes us forward to glory. There is a big task before you and me.

We have also to ensure that we do not speak ill of others, however much we are opposed to them. We have to show to the world that we are resolute, and that we shall not change even if we are opposed by the whole world. We are on the correct path, and we shall prove that this is so. It is my belief that we have to take all this in our stride. This is proved by events in our country and in international affairs.

We are among those who have given greater support to the United Nations and do so even today. While we respect that august body, we are also aware of its weaknesses. It has adopted many resolutions before but these have been ineffective. The nations of the world have to decide whether they want to be friendly with the 55 crores of our people or not.

There are only a few countries in the world today where the whole population is engaged in the common endeavour of nation-building. The war going on is a recent affair but our main task has been to take our country forward on the road to development. There are only a few countries treading a similar path with foresight. If we become strong, and our people uphold our ideals, this would benefit not only India but the whole world. We have to convey this message to the world. But it is not being heard today.

It has been a tiring business to receive all sorts of advice from outside, advice which has come from people whose own policies have been proved to be wrong. Even in our own country we sometimes get advice from our newspapers and our brethren. If they are here before us, they need not take this reference to heart, because it is their leaders who are responsible for the opinions they express. Even an ordinary person would reconsider his opinion if he is proved to be wrong. Instead, their leaders express yet another opinion which is proved to be equally wrong.

I do not want to criticise them today, because we are united at present in a common purpose. We are all determined to help our armed forces. This can be done only in two ways, by donating blood and by helping the families of the soldiers who have lost their lives. It is also important for the people to know that for the present we have done away with our differences and that we shall not talk about them. We shall only discuss how to strengthen the country and not to do anything which might be opposed to our interests. They sometimes utter something very insignificant but it is misinterpreted and misused in the international field. Although we never for a moment though of waging a war, there was some talk of war in this country. This gave an excuse to others to say that we had decided to go to war. This is the time when everyone must realise what is in his country's interest and adhere to it firmly.

I am grateful to you for your assurances that you are with me. I want to assure you that the Government and the people are one. The Government will do its best to strengthen the people because that is our goal. We know that democracy cannot be firm if there is a gulf separating the Government from the people. A weak democracy means a weak people, and if the people are weak, the army, however strong, cannot by itself give strength to the nation. We must bear all this in mind.

Today our good wishes and prayers are with those brave officers and soldiers who are sacrificing their lives on the front. It is a thing of glory if a citizen lays down his life to protect the country. It is a great opportunity to have this privilege. We all must decide what sacrifices we have to make in the various fields. I hope the students will seriously consider what help they can give at this time of crisis.

The students should also consider what useful changes they can make in the city and in the university at the present moment. I hope you all are aware that during the years of World War II there were shortages of everything in England. There were difficulties of all sorts. Yet the people there reformed their educational system, their health organisation and other things. Now that we are all united, we have the opportunity to give a new shape to the nation, to improve the health of the people and the sanitary conditions.

Let us take the pledge that we shall walk shoulder to shoulder, that we shall not fear any threats, and that we reject all pressures. This does not mean that we are averse to receiving advice from others. We always certainly listen to what others say. We will seriously consider their suggestions. But when we find that they are not in our interest we shall refuse to accept them. We do not say that we shall not accept any suggestion if it is worthwhile. We shall consider it and take the opinion of the people as well. But if everyone felt that it was not in the nation's interest, then, it is our right to follow the path which we consider to be the best for us.

We are happy at the achievements of our brave soldiers on the front. They have been victorious at many places. A hard and difficult future lies ahead. But we should keep aloft the light of the ideal that shines in our hearts; it should be kept up. If we stick to our ideals, we shall be able to bring such prosperity and happiness to our land as neither our own people nor nations abroad have ever known. I am convinced that only the youth can lit the lamp and build up a new society and a new humanity. Wars will come and go but our biggest task is to build up the India of our dreams.

* * * *

I LAST ADDRESSED you from this platform soon after the General Election which we had fought for certain principles and ideals. During the election campaign we put before our own people, and the world, a picture of the country's aims and objects. And we proved to the world that our people fully understood the path they had to follow and the shape of things to come. If the earlier struggle could at all be called a war, it was a war of words and arguments and we achieved victory by the vote of the people.

The war now in progress is of another kind. All those who differed with one another during the elections are today united. The people of this country, belonging to all States and religions, and speaking different languages, have put

up a common front. We are fighting today for democracy and to show the world that a nation cannot be founded on the basis of religion alone. There is no country in the world today in which all the people profess only one religion. Every country has people of different religions as its citizens. The important question, therefore, is whether the minorities in the country have been given all the rights of citizenship. We are today fighting because we believe that every nation has the right to freedom and to make its voice heard provided its demand is just. We are convinced that when people fight for freedom, justice and fraternity they are bound to be victorious. Many of our brave soldiers are today fighting on our borders, many have lost their lives, and many others have been wounded. All the people of India stand behind them.

India had made good progress in recent years. We achieved a part of what we wanted to. But we know that dark days lie ahead because the danger to the country from all sides is increasing. Those who talked of democracy and raised a finger at us, saying that possibly our faith in democracy was not strong enough, have now forgotten what they used to say about us earlier. Those, who professed to be the champions of the poor and claimed that they supported all struggles for freedom, have today forgotten those principles and professions, and they are trying to coerce us.

You have just heard a song—*Sarfaroshi ki tamanna*........(we are prepared to lay down our lives in the cause of freedom). When I was a little girl this song was very popular all through our struggle for freedom. It used to be sung at meetings and demonstrations. Another popular song was—*Sarjae to jae* .... (India must regain freedom even at the cost of our lives). These old songs have acquired a new meaning in our national life today. We are facing a big danger now. This is not because we want to grab anothet nations territory or to destroy another nation. We have no territorial ambitions, not even for an inch of another's territory. We do not want to harm any country, whether our neighbour or some other. We know that radical changes have come about in Bangladesh, and that the demand for freedom there could not be crushed by any power of the world.We are also aware that if we allow the fire that is burning within the hearts of the patriots to be put out, it might endanger our own freedom, our democracy and our basic principles. These are precisely the reasons why we are fighting today.

We are fighting not because we covet any inch of another's land or to harm any other country. I repeat it because a lot of vicious propaganda against us is being carried on in several foreign countries, and this in spite of our earnest efforts to find a peaceful solution. To the demand of the people of Bangladesh for freedom, were added the sufferings of the common people there and the atrocities committed on the young men, women and children. It had its repercussions on our own country for in a very short time the suffering people came to us like a river in flood Although the Pakistani army was massacring lakhs of people many nations of the world shut their eyes to this. They said it was purely an internal matter. But where whole nation or community was facing annihilation, it ceased to be an internal affair of that country.

How could India remain an idle spectator when people came to us in millions to save their lives? Their spirit and culture were being crushed. During my recent tour abroad, I told the people in several countries clearly

and frankly that India could not be just a silent spectator to all this. But it was alleged that I did not abide by what I had said earlier. They do not perhaps know us.

We, in this country, young men and women, have inherited a great civilisation, which has existed not for the last century or two, but for thousands of years. We have learnt to suffer. But, out of our suffering has come the strength to fight against oppression, especially when it crosses the limits. India lost her own freedom and was oppressed in every way. People tried to raise their heads here and there but they were put down. A time came when the people of this country, whether they were illiterate, poor or weak, stood up. They all declared that freedom was their birthright. All efforts were made to crush them. But we won.

We believe that we are fighting today to strengthen our own freedom. There is a lot of opposition to us abroad, not because anybody is really worried about what has happened in Pakistan. It might be so in some measure but they are really worried that an oppressed nation of dark-skinned people is not prepared to be their line. They are annoyed that we have dared to chalk out our own path and that we have dared to do what we know is just and right. We believe we are fighting not only for our own country, and our own principles, but for all those in the world who have been oppressed under foreign domination for centuries. These nations may not be aware, and may not realize how the down-trodden under foreign domination feel. We, however, know it, and we are also aware that if we do not fight today we shall in future meet the same fate at they do today. When India fought for freedom and regained it, our success inspired others to throw out their foreign rulers one after the other. The reasons why we are at war today are therefore deep and far-reaching. We are prepared to undergo any sacrifice to face the dangers which threaten us and to pursue the high ideals which are the basis of our national life.

A foreign power has threatened us. It has told us that it is bound by certain treaty alliances with Pakistan. We were aware of these alliances. There were many Pacts and so far as I am aware they were intended to contain Communism. The object of these alliances was certainly not to fight democracy or to suppress justice or the voice of the oppressed. If this was the object of these alliances, then it was a deliberate effort to deceive the world. There were people who used to criticise our policies and were of the view that we were encouraging Communism in this country. They told us that they wanted to save us from China. But we did not co-operate with them.

Now, however, there has been a complete change in their attitude. They say today that China is the biggest country in the world and nobody should come in its way. This is how the Great Powers completely shift their stand. If you look at the past history you will find that there is only one country and one people—India—who have never changed their stand. We have always remained steadfast to our principles and policies and would continue to do so.

And, let me repeat that, howsoever weak we may be—our forces are not so strong as those of the other world powers, who can strike terror in Europe and we do not have the weapons they possess nor the resources or the industries to match them—the Indian spirit is indomitable—indomitable because we follow the path of truth and justice. We shall show the world that despite

the opposition of all those forces, there is no power on earth which can bend us. But we have to remember that such an attitude could be based only on firm courage and not on mere slogans. It is not an expression of courage to say that we shall destroy another nation or commit atrocities for no reason whatsoever. True courage implies firm adherence to principles, and we must all know what they are.

Our first commitment is to democracy and to make it truly meaningful for the people. This is possible only when all the people living in the land of whatever religion or community and speaking whatever languages are given equal rights. It is our fundamental principle that people of all religions must be treated equally. Democracy cannot strike deep roots, unless disparities between the rich and the poor are reduced. If we pursue these twin ideals, we shall achieve true victory.

How did we get involved in this crisis ?

As I told you earlier, efforts were made to crush a poor neighbouring country. This country is more backward than us, because it did not get any opportunity to go forward. It was an unequal battle, with the people on one side, and the army on the other. Even if this country were far away from our borders, it would have had our sympathies in its struggle for freedom because India has always raised her voice in defence of justice and the poor. In this particular case, the country concerned is our neighbour, a neighbour at our very doorstep. Even if we had tried to exercise restraints and kept our eyes and ears closed we might not have done so successfully, because all that was happening there affected not only our economy, our social system or politics but also our security.

Countries far off from the scene closed their eyes to what was happening there. We also watched all those events with great patience, not for one day, one week or one month, but for full nine months. And not a day passed when we did not try our utmost to find out a peaceful solution by which Bangladesh would achieve its freedom. We were all aware that the people there were not prepared to accept anything less than freedom, and as I told the countries of the world, the question was not what India wanted or did not want. The basic question was what the people of Bangladesh wanted or could accept. We only expressed our opinion that, insofar as we could understand them, they would not accept anything less than complete independcdence. There was a period of full nine months when the world powers could mediate and find out if any solution was possible. But all through this period these nations had been only advising India what to do or not to do.

And when we were attacked, some of these countries even accused us of being an "aggressor". We have experienced such incidents in the life of our nation, as well as in international affairs. The world knows about it and also the effects of these events. Many of these rich countries have sometimes complained that their youth followed a wrong path. They failed to see the effect on the youth of the gulf of difference between thier precepts and practices. These are fundamental questions, which must be considered seriously. The time has now come when we should be far-sighted and should be proepared to do what is necessary.

There is unity in the nation today. But we have to ensure that the unity we have achieved should not only be on the war front, but also about our fundamental ideals and ways of thinking. Only then, we shall have real unity, which will make the country strong and powerful. We are doing all that we can to fight the war that is going on. Our minds go to those who are fighting on the front. We pray for their victory and our good wishes are with all of them. We are proud of their courage, their bravery and the spirit with which they are trying to protect their brothers and sisters. We have to assure them that the people stand solidly behind them and are building the strength of the country to fight the war. This is the duty of everyone of us to build a healthy nation, a clean and progressive nation striding rapidly on the road to socialism to eradicate poverty We have to inspire this confidence in our jawans and others.

And while we praise our armed forces, let us not forget our brethren of the Mukti Bahini who had no training for war. Boys of the age of 12 have joined the Mukti Bahini, and they have gone to the front after a few days of training. They are fighting with great courage. It is not an ordinary courage, which inspires the men and women, the old and the young of Bangladesh. This courage could come only out of a burning desire for freedom The Bangladesh of their dreams has today become a reality. But her foundations are still not so strong as we wish them to be We hope that their leaders and the people who are fighting bravely will try to build up a strong nation. Let us remember that the shooting war that is going on will not last long. The real fight will begin after that. The tale of the suffering of the people of Bangladesh is very old. They have today got an opportunity to build a new, because they are free. India does not want to interfere in their internal affairs and will make all efforts to live in friendship with them and show the world how two neighbours can help each other without any interference in their domestic matters We have to present to the world a new ideal.

The Pakistani army now in Bangladesh is no longer a cohesive force I wish they could see what the demands of the people of Bangladesh are, and with what enthusiasm the onward march of the Mukti Bahini and the Indian soldiers has been welcomed by the people. It is in the interest of the Pakistani army to see the reality and immediately withdraw from there. If this happens, the bitter feelings between them and the people of Bangladesh might be assuaged. A small step taken today can ensure that they could be good friends in the future. This would come about only if they withdraw from Bangladesh and return to their homes I do not know how far all this could go through. However, I understand that they really want to do so, and have even sent messages in this connection. But it is the people in power in West Pakistan, sitting quietly in their homes who are not permitting them to return. On the contrary, India is being accused of all that is happening in Bangladesh.

Some officials of the United Nations wanted to get out of Dacca. They requested us to stop bombing of the city so that they could easily get out. We told them that India agreed to their suggestion and would enable them to leave Dacca safely. We also told them that if they wanted our help they should come to Calcutta and leave in safety from there. We had agreed to bring them to Calcutta and assured them that they would not be in any danger. But when the aeroplanes flew to Dacca to bring the U. N. personnel the authorities at the airport did not allow the planes to land. And it was stated that India first permitted their evacuation and, later,

refused to let the planes land. False propaganda is being carried on that India went back on her word and she did not allow the planes to land. Every effort is being made to make foreigners in Dacca blame India for the discomforts caused to them. We, on our part, have done the best to ensure that they are not put to any trouble and are safely evacuated.

I hope you all know what you have to do in the present circumstances. You have to ensure that prices do not rise and that there is no hoarding. People should purchase only what they need and not spend unnecessarily. All of us, men, women and children, are in a way soldiers and we have to see that the country remains united and strong and that there is no waste. We shall get over these dark days only if we exercise restraint and austerity.

I am very sad that one of our old comrades of the freedom struggle, the Kashmir Chief Minister, Shri Ghulam Mohammad Sadiq, died today. He had been ailing for several months, and had been seriously ill for the past two weeks. His death is a great loss to us. I met him first in 1935, and he was among the handful who fought for freedom in Kashmir, first againt the Maharaja and the Britishers and afterwards against the Pakistanis who attacked Kashmir. In the critical period, before the arrival of the Indian army, he was among those handful of Kashmiris who prepared their people to fignt the Pakistani army and irregulars. They rallied the people, men, women, young and old and told them of what India stood for. Kashmir chose to be part of India when the time came to make the choice. Great temptations were put before the people of Kashmir to make them accept the leadership of the Muslim League and to become an Islamic State, a communal theocratic State. But they stuck firmly to their principles, which are the same as our own. They are taking Kashmir forward towards these ideals,. We are very sad that at the time when we most needed Shri Sadiq's advice and wisdom, he has left us. However, I am sure that the people of Kashmir who loved him and honoured him, will adhere to the path shown by him and that the people of all religions will live in amity in Kashmir and eradicate the poverty and backwardness of their State.

Tragedies like the present one have occurred in the lives of individuals and nations. The test at such moments is whelther we go under, or we take them in our stride. Difficulties and dangers do arise and we shall face them. Nothing will stop us in our march. If some obstacle comes in our way shall remove it. Such is the position today. I congratulate you all, because we stand united. We are devoting our energies to repelling the enemy and defeating his evil designs.

Our enemy is not Pakistan, nor are its people. The people of Pakistan have been suppressed for long. Because of the war fever they might abuse us but they are a poor people who never had a say in their country's administration and would have never opted for war had they been told the truth. I am sure that they also want to eradicate poverty and put their country on its feet. Their leaders have made them dependent on other countries and they have been following policies which are not in their interests. If a poor and weak country is supplied free a large quantity of arms by a big nation, it does not make that country strong. Instead, the burden breaks its back. This precisely is what has happened. Because the rulers of Pakistan knew that mighty nations were at their beck and call, they ignored the will of their own

people. They thought that, with surfeit of foreign money and arms, they could spurn democracy and ignore the will of the people. They ignored the demands of the Bengalis, the Baluchis and the people of the Frontier Province as well. I can say with all the emphasis at my command that the countries which have been supplying arms to Pakistan have made her weak. If Pakistan comes to harm today, it is they who will be responsible for it. These powers are unhappy with us, because we have refused such help. We knew that if we curtailed our own freedom, nothing could make us strong. If our freedom was genuine, we shall be strong, without any foreign aid, and we shall be able to do what we want.

Let us all join together and march on the right path and I am sure our difficulties will be removed. Whether or not we are in a soldier's uniform, whether or not we have a gun with us, we still continue to be soldiers, or as good as those who are fighting on the front. We must perform our duties in this spirit. Only then can we give our jawans and the country the help they need. We have to march forward together Only then can we be sure of victory.

— — —

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নিউইয়র্ক টাইমস' এর সাথে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিংহের সাক্ষাৎকার	'দি নিউইয়র্ক টাইমস'	১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

FOREIGN MINISTER SARDAR SWARAN SINGH'S INTERVIEW TO THE NEW YORK TIMES

December 12 , 1971

The Foreign Minister of India said in an interview today (December 12) that his Government had no territorial designs in East Pakistan and did not want to destroy Pakistan.

Swaran Singh, a tall bearded man wearing a white turban and a Nehru jacket, also said that India would never in any way be subservient to the Soviet Union or any other foreign power. He added that India hoped to have normal relations with China.

Mr. Swaran Singh, answering questions in his suite at the Carlyle Horel, was asked whether he thought that the breakaway of East Pakistan as the independent nation of Bangla Desh could threaten the existence of Pakistan. He replied :

"I would not call this a breakaway of East Pakistan. Geographically, the two units are more than 1,000 miles apart; ethnically and linguistically, they are different altogether. I do not see why West Pakistan should have any fear or apprehension, if, in the assertion of their right of self determination, the people of Bangla Desh succeed in achieving independence for Bangla Desh".

Act of self-denial

"We are not out to destroy Pakistan. The leadership that agreed to the partition of India in 1947 is still living."

Mr. Swaran Singh added that when India decided to recognise the Government of Bangla Desh "We made a clear announcement of India's intention not to have any territorial designs against the territory of Bangla Desh".

"It was an act of self-denial", he said. "We did not want to get there as an army of occupation or having any territorial designs on Bangla Desh".

Mr. Swaran Singh spoke a few moments before the White House, in issuing a call for a new Security Council meeting, declared that the War on the sub-continent was taking on the character of an armed attack on "the very existence" of Pakistan.

He was asked for his reaction to charges made by the Chinese representative in the Security Council that the Soviet Union was using India as a tool in a plan to encircle China, and whether he thougut that there was a threat of Chinese intervention if East Pakistan became independent.

"I want to say categorically and very clearly that there is no question of India being exclusively dependent on the U. S. S. R.

"India, ever since the independence, has established the Indian identity and the Indian personality has always refused, and will always refuse, to be a tool of any power whatsoever. We have our own policy. We have our own ways of working and our own objectives."

Differences between Neighbours

"India and China are neighbours. In the recent past, and at the present moment, there have been differences. Differences between neighbours are not uncommon. We believe that the people of China and the people of India want to live as good neighbours and that the time is not far off when relations will be normalised.

"The present situation has been brought about by the conduct of West Pakistan's military rulers in continuing atrocities and suppressing results of elections. It is this unwise policy that has created a feeling of cohesion among the people of Bangla Desh which has culminated in the emergence of a free Bangla Desh", he replied.

I don't see why in such a situation the People's Republic of China should intervene in a matter which is, in origin and by history, a matter between the people of East Pakistan and West Pakistan military rulers. We have been dragged into this on account of the pushing of about 10 million refugees into Indian territory."

"I don't see how and why the Government of the People's Republic of China should find it necessary to intervene in the situation."

Asked to comment on United States policies during the crisis, Mr. Swaran Singh said :

"We believe that the United States with its tremendous influence on President (Agha Mahammad Yahya Khan) could have exercised their influence in bringing about reconciliation between the West Pakistan military leaders and the people of Bangla Desh. If the United States had exercised (this influence) it would have helped Pakistan to tide over this crisis."

Charges of Delay Rejected

The Foreign Minister strongly rejected the charge made by some delegates that India had sought to delay action in the Security Council and the General Assembly to give her forces time to achieve military victory in East Pakistan. He said : "There is no question of our gaining time. We never started the war, never declared the war. But in the present situation that was developing, it was futile to consider the possibility of restoration of normal and peaceful conditions without the people of Bangla Desh. It is in this respect that the international community failed to take note of what was happening in Bangla Desh.

"The collision course of the Pakistani Military Generals has to be abandoned and an atmosphere must be created for the smooth withdrawal of West Pakistan forces from Bangla Desh, so that the people of Bangla Desh can take their future in their own hands. That is the essential point."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্তরাষ্ট্রের এন, বি, সি, টেলিভিশনের সাথে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং-এর সাক্ষাৎকার।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

FOREIGN MINISTER SARDAR SWARAN SINGH'S INTERVIEW TO N. B. C. TELEVISION (U. S. A.), DECEMBER 13, 1971.

Q.—As a condition for negotiation with Pakistan, the Pakistani recognition of East Pakistan is given and that it is now an independent nation ?

A.—I would not put it in that juridic sense, although we in India have recognised Bangla Desh and it will take West Pakistan some time before they actually get reconciled to the reality. But it will be a good development if West Pakistani authorities—the military regime—and also the politicians—do recognise this reality.

Q.—Would part of the negotiation on your side be the demand for the release of Sheikh Mujibur Rahman ?

A.—We have made it absolutely clear that the release of Sheikh Mujibur Rahman is a circumstance which will stabilise more quickly the situation in Bangla Desh and this stabilisation is very necessary.

Q.—What is the condition now of U. S.-India relations after support of West Pakistan ?

A.—We have noted that the United States Government did give support to Pakistan, and we also have a feeling that the United States Administration's approach to the situation was not unbiased, and, therefore, we are not happy about that attitude. But we have to take this in our stride.

Q.—What would happen if the United States Administration were to continue to send help to Pakistan, including military help under the CENTO and SEATO alliances ?

A.—Any help that the United States Government gives to Pakistani military or the rest, which might make Pakistan more intransigent, is not likely to be in the interest of Pakistan and is not likely to be in the interest of peace in this region.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সনের প্রতি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর চিঠি।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

RIGHTS OF 75 MILLION PEOPLE OF BANGLADESH TO LIFE, LIBERTY AND PURSUIT OF HAPPINESS

Letter from Shrimati Indira Gandhi, Prime Minister of India, to His Excellency Mr. Richard Nixon, President of the United States of America. December 15, 1971.

DEAR MR. PRESIDENT,

I am writing at a moment of deep anguish at the unhappy turn which the relations between our two countries have taken.

I am setting aside, all pride prejudice and passion and trying, as calmly as I can, to analyse once again the origins of the tragedy which is being enacted

There are moments in history when brooding tragedy and its dark shadows can be lightened by recalling great moments of the past. One such great moment which has inspired millions of people to die for liberty was the Declaration of Independence by the United States of America That Declaration stated that whenever any form of Government becomes destructive of man's inalienable rights to life, liberty and pursuit of happiness, it was the right of the people to alter or abolish it

All unprejudiced persons objectively surveying the grim events in Bangladesh since March 25 have recognised the revolt of 75 million people, a people who were forced to the conclusion that neither their life, nor their liberty, to say nothing of the possibility of the pursuit of happiness, was available to them The World Press Radio and Television have faithfully recorded the story. The most perceptive of American scholars who are knowledgeable about the affairs of this sub-continent revealed the anatomy of East Bengal's frustrations.

The tragic war, which is continuing could have been averted if during the nine months prior to Pakistan attack on us on December 3, the great leaders of the world had paid some attention to the fact of revolt, tried to see the reality of the situation and searched for a genuine basis for reconciliation. I wrote letters along these lines. I undertook a tour in quest of peace at a time when it was extremely difficult to leave the country in the hope of presenting to some of the leaders of the world the situation as I saw it. It was heart-breaking to find that while there was sympathy for the poor refugees, the disease itself was ignored.

War could also have been avoided if the power, influence and authority of all the States, and above all of the United States, had got Sheikh Mujibur Rahman released. Instead, we were told that a civilian administration was being installed. Everyone knows that this civilian administration was a farce; today the farce has turned into a tragedy.

Lip service was paid to the need for a political solution, but not a single worthwhile step was taken to bring this about. Instead, the rulers of West Pakistan went ahead holding farcical elections to seats which had been arbitrarily declared vacant.

There was not even a whisper that anyone from the outside world had tried to have contact with Mujibur Rahman. Our earnest plea that Sheikh Mujibur Rahman. should be released, or that, even if he were to be kept under detention, contact with him might be established, was not considered practical on the ground that the U. S. could not urge policies which might lead to the overthrow of President Yahya Khan. While the United States recognised that Mujib was a core factor in the situation and that unquestionably in the long run Pakistan must acquiesce in the direction of greater autonomy for East Pakistan, arguments were advanced to demonstrate the fragility of the situation and of Yahya Khan's difficulty.

Mr. President, may I ask you in all sincerity : Was the release or reven secre. negotiations with a single human being, namely, Sheikh Mujibur Rahman, more disastrous than the waging of a war ?

The fact of the matter is that the rulers of West Pakistan got away with the impression that they could do what they liked because no one, not even the United States, would choose to take a public position that while Pakistan's integrity was cerainly sacrosanct, human rights, liberty were no less so and that there was a necessary interconnection between the inviolability of States and the contentment of their people.

Mr. President. despite the continued defiance by the rulers of Pakistan of the most elementary facts of life, we would still have tried our hardest to restrain the mounting pressure as we had for none long nine months., and war could have been prevented had the rulers of Pakistan not launched a massive attack on us by bombing our airfields in Amritsar, Pathankot, Srinagar, Avantit pur, Uttarlai, Jodhpur, Ambala and Agra in the broad day light on Decembe 3 1971 at a time when I was away in Calcutta, my colleague, the Defence Minister, was in Patna and was due to leave further for Bangalore in the South and another senior colleague of mine, the Finance Minister, was in Bombay. The fact that this initiative was taken at this particular time of our absence from the Capital showed perfidious intentions. In the face of this, could we simply sit back trusting that the rulers of Pakistan or those who were advising them had peaceful, constructive and reasonable intent?

We are asked what we want. We seek nothing for ourselves. We do not want any territory of what was East Pakistan and now constitutes Bangla Desh. We do not want any territory of West Pakistan. We do want lasting peace with Pakistan. But will Pakistan gi up its ceaseless and yet pointless agitation of the last 24 years over Kashmir? Are they willing to give up their hate campaign and posture of perpetual hostility towards India? How many times in the last 24 years have my father and I offered a Pact of Non-aggression to Pakistan? It is matter of recorded history that each time such offer was made, Pakistan rejected it out of hand.

We are deeply hurt by the innuendos and insinuations that it was we who have precipitated the crisis and have in any way thwarted the emergence of Solutions. I do not really know who is responsible for this calumny. During

my visit to the United States, United Kingdom, France, Germany, Austria and Belgium, the point I emphasised publicy as well as privately was the immediate need for a political settlement. We waited nine months for it. When Dr. Kissinger came in August 1971, I had emphasised to him the importance of seeking an early political settlement. But we have not received, even to this day, the barest framework of a settlement which would take into account the facts as they are and not as we imagine them to be.

Be that as it may it is my earnest and sincere hope that with all the knowledge and deep understanding of human affairs you, as President of the United States and reflecting the will, the aspirations and idealism of the great American people, will at least let me know where precisely we have gone wrong before. your repersentatives or spokesmen deal with us with such harshness of language.

With regards and best wishes.

Yours sincerely,

Indira Gandhi

— — -

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্তরাষ্ট্রের সি, বি, এস, টেলিভিশনের সাথে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং-এর সাক্ষাৎকার।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	২০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

Foreign Minister Sardar Swaran Singh's interview on CBS Television (U.S.A.) December 20, 1971.

COLUMBIA BROADCASTING SYSTEM'S NEWS CORRESPONDENT JOHN HART : In this half hour, the Foreign Minister of India is coming in to talk about what is coming next from Pakistan and Bangla Desh and India. What is new is that Pakistan has a new President today. He is Zulfikar Ali Bhutto, whom you saw walk out of the U.N. Security Council last week. He was Foreign Minister then, and now that Pakistan lost the war, President Yahya Khan has quit and let Bhutto take over. Bhutto's party won a lot of seat in the election that Yahya cancelled last December, most of the seats in the Wastern section of Pakistan, which is all that's left of it now. Bhutto said last week he won't have another election now since he won last time. Actually Sheikh Mujibur Rahman's party won a majority in the election last year, but his party was in East Pakistan and that's Bangladesh now. Sheikh Mujib is a prisoner of Bhutto's, or else he's dead. Bhutto the one who has to negotiate with India now, and he says he wants back the territories that India captured.

We have India's Foreign Minister with us this morning, Sardar Swaran Singh. And, gentlemen, the first question I suppose is : when do you start negotiating?

A.—We will start negotiations as soon as Pakistan's leaders are ready to do so.

Q.—Do you have any indication of when that will be ?

A.—It's very difficult for me to say. I hope that they will start quickly.

Q.—What will the negotiations be about, Mr. Singh ? Will you be aiming for a stable peace ?

A.—That should be the objective, to have a durable peace, and , in that context, the reality that Bangla Desh has come to stay will have to be taken into consideration. That is the basic issue involved.

Q.—So, that really is the condition for successful negotiations for a peace with Pakistan ?

A.—You will call it a condition, but this has to be taken into consideration and any durable peace without taking into consideration the aspirations of 75 million people is not realistic.

Q.—What about the person of Sheikh Mujibur Rahman? He has not yet appeared. One doesn't know whether he's alive or dead. Will that figure in the negotiations and in the reality of peace thereafter ?

A.—It is our hope that he's alive, and, obviously, being the elected leader of the people of Bangla Desh, he will have a decisive voice in giving a future shape to that. Bangla Desh which has come to stay—a Free People's Republic of Bangla Desh.

Q.—If he is not alive, Mr. Singh, or if he is not given up by the Pakistanis what will that do to the negotiations?

A.—I presume that other leaders of the Awami League Party would negotiate but we do hope that Pakistan's military regime has not taken the extreme step of liquidating Sheikh Mujibur Rahman. He is a great stabilizing factor.

Q.—Will India return that 1,400 miles or so of territory along the border that you captured during the fighting—in Kashmir and in Punjab?

A.—So far as the eastern sector is concerned, we recognize the People's Republic of Bangla Desh, and we have no intention to stay there even for a day longer. It all depends on how things stabilize and the aftermath of this conflict is clear. In the west also, we have made our position clear—that we have no territorial claims on Pakistani territory, and the negotiations should yield the result of that this thing is straightened out in this matter

Q.—But what about Kashmir, Mr. Singh—which is not really Pakistan ?

A.—That is a matter which can be negotiated. There has been a war, there was a cease-fire, there can be another cease-fire, if it comes to that.

Q.—But spokesmen of your government in New Delhi said that India would keep the territory in Kashmir which was occupied during the fighting of the last few weeks.

A.—That I would say will be a matter of negotiations and there will be a cease-fire line just as there are cease-fire lines after every armed conflict.

Q.—When will Indian forces be withdrawn from the east ?

A.—I already said that we do not want to stay there even for a day longer. There are several things to be attended to. The West Pakistan army, who have surrendered—they have to be repatriated. There are risks of reprisals, and the presence of the Indian army is a great stabilizing factor. All these factors will have to be taken into consideration. That will be a matter between the Government of India and the Government of Bangla Desh.

Q.—Mr. Minister, fighting between India and Pakistan, of course, had repercussions far beyond even these two big countries, because they involved politically and indirectly the Soviet Union, China, the United States. Can a new balance be found there? Let's take American relations with India. There was this great outpouring of—at least in public sentiment—of anti-American feeling Is this going to colour future relations between India and the United States?

A.—We have always taken the view that this talk of balance is unfounded and there is no basis for it. And any actions taken by other powers to keep up an artificial state of balance of power is something which, I think is at the root of many troubles here and elsewhere. You ask me about India-United States relations. There is no doubt that the United States Administration did not act in an unbiased manner. At the same time, the redeeming feature has been that newspapermen, leaders of public opinion, news media, Senators, Congressmen—they have appreciated the true facts of the situation. I will not venture to say that the state of relations has not been affected, but it all depends on how the Administration tackles this problem now that the shooting war is over.

Q.—Well, what do you suggest the Administration do then, Mr. Singh ?

A.—To bring about a more unbiased attitude—in relation to our problem.

Q.—To bring about better relations with India, yes. Do you mean the recognition of Bangla Desh ?

A.—The recognition of Bangla Desh will take time. But even without that, there are several postures which they adopt which do not give the impression of having an unbiased attitude when relations between India and Pakistan are concerned,

Q.—Could you be specific, Mr. Singh ? What are those things ?

A.—For instance, they still continue to plug the unfounded story that India was responsible for this war. We had to defend ourselves, and the war started when President Yahya Khan ordered air raids on our territory on the evening of the 3rd. To continue to say that India is more responsible for this war is an attitude which, to say the least, is not fair, is not just, and is not based on fact.

Q.—What about India's future relations with China, the great neighbour just across the Himalaya Mountains ?

A.—We have always desired that relations between India and China should normalize, and this will continue to be our policy. A great deal depends on the response that we have from China, but our policy will continue to be to improve our relations with China.

Q.—The Chinese appear terribly suspicious. At the United Nations, they said that the presence of Tibetan refugees in India might be used to justify an Indian operation against Tibet the way, they said, that the presence of refugees from East Bengal was used to justify military operations into East Pakistan. How do you feel about these accusations ?

A.—In the first place, there is no parallel between the situation in Bangladesh and the situation in Tibet. In Bangla Desh, the democratic wishes and aspirations of 75 million people were ruthlessly suppressed by military atrocities. In the case of Tibet, we have made the position clear that Tibet is part of China. And, as regards the refugees from Tibet who are with us, we have given refuge to them on humanitarian considerations, and we have never permitted them to indulge in any political activity. This suspicion, if it is genuine, is unfounded, and I don't see why any parallel should be drawn between the two.

Q.—There was great concern at the United Nations, Mr. Singh, quite apart from the moral side of the case—the treatment of the Bengalis by Pakistan—great concern that the use of arms to settle what is even an excruciating problem between nations might be repeated elsewhere, because there are other Bangla Deshes in the world and other neighbours who are not—who are not really at peace.

A.—I do not see any basis for any such fear. For one thing, there are not many Bangla Deshes in other parts of the world. I can't imagine such a vast number of people—75 million people—having expressed unmistakably what they want ; then that they should be suppressed in a military, and in a ruthless, manner. I can't see any parallel anywhere. There may be problems relating to the —to certain parts of or certain regions in other countries, but the case of Bangla Desh is a case by itself, and I don't think that there need be any fear in any other country that this can be repeated.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং-এর সাংবাদিক সম্মেলন।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	২২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

Foreign Minister Swaran Singh's Press Conference at the U.N.
December 22,1971

F.M.—I shall not detain you long. I extend you a very hearty welcome. I have no intention of making any opening statement. You can start straighway asking such questions as you may like.

Q.—Do you think that the Security Council resolution last night was a useful one?

A.—I think it is useful because it highlights and stresses the importance of stablising the cease-fire, the principle of withdrawals also is accepted, and, therefore, it is a good resolution. It also indirectly acknowledges the reality of the sitution, and there is no call for immediate withdrawal which, in the circumstances is impracticable.

Q.—How does it indirectly recognise the reality?

A.—It does this in this respect that taking the two theatres—eastern and western theatres—in the eastern theatre any call for immediate withdrawal of troops would create a situation which obviously cannot be countenanced with any satisfaction. The situation there is such where a civil government has already been established. It is the latest information that we have got. The entire people are with the elected representatives, those who were elected in December, 1970, and they will take some time to establish themselves, and it is, therefore, necessary that some time should lapse before there can be a withdrawal of Indian troops from Bangla Desh.

Q.—Are you taking any steps in consultation with other governments in an attempt to secure the return of Sheikh Mujibur Rahman to Bangla Desh?

A.—I have seen a press report that Sheikh Mujibur Rahman is being released from prison and is being moved to a house. Perhaps his physical comfort might improve, but unless he is released, it is immaterial whether he is in a jail or a house, and it is time that he is released and comes back to his people to give them the lead that they badly require at this stage.

Q.—Would you like any of the West Pakistan troops in East Pakistan to return to West Pakistan before he is released?

A.—I have already made a statement in the Security Council that West Pakistan troops, as are left in East Pakistan, will in course of time be repatriated to West Pakistan as a result of negotiations that are bound to take place. After, that, the Government of Bangla Desh, constituted by the elected representatives, will decide as to what are their requirements, and we do not want to be there in Bangla Desh even for a day longer than may be necessary.

Q.—Are you saying, Mr. Foreign Minister, that if West Pakistan did not release Sheikh Mujibur Rahman, you will still return West Pakistan troops?

A.— We attach importance to the release of Sheikh Mujibur Rahman, because he is the one man who can stabilise and give the right lead to the 75 million people of Bangla Desh, and, therefore, it is necessary anyhow, and we would do our best along with other countries to ensure that he is released and goes back to his people.

Q.—Mr. Foreign Mnister, you mentioned last night two conditions that must take place before withdrawal. One was that all the refugees must return to their country. I did not quite get the second.

A.—In fact, I mentioned in my yesterday's intervention in the Security Council, but it was not exhaustive in relation to the factors that might necessitate the stay of Indian troops in Bangla Desh. I mentioned some of these considerations. One was the creation of conditions where the refugees could return to their homes and the other important consideration is that the West Pakistan troops in Bangla Desh at the present moment face a danger of reprisals, and for their protection and for their repatriation also the presence of Indian troops is necessary. It is also necessary to ensure that the type of reprisals that are not unnatural in a situation where the entire people have suffered for over nine months in all manner of atrocities; it is to tide over these difficulties that the continued presence for some time of Indian troops in Bangla Desh appears to be necessary.

Q.—Can you make a guess about how long that will take?

A.—A great deal depends on the international community. The more rapid the recognition of the reality in Bangla Desh by the international community the easier will it be for us to pull out our troops from Bangla Desh. But if there is no response to the continued assertion by West Pakistan that they have the right to send troops to Bangla Desh, that will be a negative factor and this will obviously delay the Indian troops leaving Bangla Desh. The sooner the international community recognises the reality that Bangla Desh has come to stay, the sooner will Bangla Desh move towards stability, and thus enable India to pull out her troops.

Q.—What is your assessment of the delay in action by the United Nations, particularly recalling that the Secretary-General asked the U.N. to take some action last summer?

A.—It is not for me to comment upon that. All of you are fully familiar with it. I think the main reason was that there was reluctance on the part of a number of countries to take some action for stopping the atrocities and for stopping the movement of refugees from Bangla Desh, treating this as an internal affairs of Pakistan. But in the context of what is any country's internal affair, if it causes an external problem of the magnitude that India faced when India received ten million refugees, then obviously it ceases to be an internal matter, and the reluctance of the international community to tackle this aspect is mainly responsible for inaction which ultimately resulted in encouraging the West Pakistan military regime to go on with the atrocities which were being committed against the innocent and unarmed people of Bangla Desh.

Q.—You must have seen comments in the Press—I have in mind the Brithish Press— which says that the sub-continent—in the political analysis of the situation —is now wide open to big power—three powers—struggle that may transcend the entire rivalry between Pakistan and India.

A.—We in India have never accepted the concept of a balance of power—a subject about which many western commentators have aired their views. It is for the people living in that region to work out their destiny and their future, and I have no doubt in my mind that with her traditions of democratic institutions, with the tradition of working out a federal democratic system, India will definitely provide the stability that is necessary. We have demonstrated even in this Indo-Pakistan conflict that we had no territorial designs against Pakistan, even though we are in full occupation of Bangla Desh still we have said from the very beginning that it is for the people of Bangla Desh to work out their future, and if the people in the various parts of the sub-continent are encouraged by the international community to decide their own future and to mould their own destiny, there will not be any scope for any outdside interference. It is our earnest hope that any talk of external interference would not take any concrete shape.

Q.—Would you give us your reaction to the change of presidency in Pakistann

A.—Mr. Bhutto is no doubt the democratically elected leader of West Pakistan, because his party did have a clear majoity in West Pakistan It is significant to mention that he was content to be Deputy Prime Minister under Mr. Nurul Amin, who was designated as Prime Minister But there is now recognition of the change in the situation and Nurul Amin now appears to be satisfied in accepting Vice-Presidentship. This indicates that Mr Bhutto himself realises that he is the leader of West Pakistan, rather than of the whole of Pakistan, because his party did not get a single seat in Bangla Desh So, we will be prepared to deal with whoever may be the head of government in Pakistan and Mr Bhutto is as good as anyone else

Q.—When will these negotiations take place, Mr Singh?

A.—We are prepared to start them immediately and I am not sure whether Pakistan is yet ready to do so. May be, on account of the big changes, the overhaul of their defence forces and the rest, they may take some time before they are ready to start negotiations On our side, we are prepared to start strightway.

Q.—Do you consider the release of Sheikh Mujibur Rahman a condition which has to be fulfilled before you start negotiations?

A.—My own assessment is that, on the political level, things in Pakistan are likely to move quite swiftly Whereas the military generals always had a military approach, President Bhutto is likely to make swift political moves and obviously the political move which is likely to be made is to try to persuade Sheikh Mujib, and in that connection, I think, the early release of Sheikh Mujibur Rahman, cannot be ruled out. We would very much like him to be released.

Q.—Does not the threat of Mr. Bhutto to fight on disturb you at all?

A.—It is not a very happy thought that after becoming President his first speech should be that he wants to continue the fight. I do not know—continue to fight for what?, And the fact that the Pakistani Delegation has accepted the Security Council resolution that was adopted yesterday, does indicate that their actual approach and response is not the same as the extremist statement by President Bhutto.

Q.—Where do you expect these negotiations would take place?

A.—Any place. We have no strong views. We are prepared to go to any place for these negotiations. We are prepared to go to Islamabad and we will welcome them if they want to come to Delhi.

Q.—Would you tell us whether you condsider the assistance of a special representative of the Secretary-General useful in such negotiations?

A.—So far as the utility of the Secretary-General's representative for tackling the humanitarian aspect is concern d, it will be a welcome move. But these other political talks are a bilateral matter between India and Pakistan, and, in retrospect, let us remember that whereas the international community here in the United Nations was still struggling with the problem, the two parties did bring about a cease-fire. It shows that the two sides have a capacity to deal with the situation as it develops and also can take concrete steps although a war was going on to conclude the cease-fire arragements, although the initiative in this case came from Prime Minister Indira Gandhi who offered a unilateral cease-fire.

Q.—To what extent do you think the Soviets control India? I mean India's reputation of neutrality.

A.—India's reputation for being a non-aligned country has increased as a ?result of the Indo-Soviet treaty, because the Indo-Soviet treaty definitely recognises that India is a non-aligned country, and the U.S.S.R.first perhaps in any formal document has also admitted the validity of the concept of non-alignment as a factor for peace and stability in the world. So, the Indo-Soviet treaty in fact highlights the importance of non-alignment in the concept of international peace.

Q.—I need hardly tell you that this is not the kind of thinking in Washington

A.—Washington have their own method of assessing situations, and I think as time passes, the Administration in Washington will also realise that India is a country mature enough and big enough to look after its own interests and is not dependent on the particular support of any country, nor is it terribly afraid of the irritations that might be in the minds of other countries. These are things which a country like India has to take in its stride, and things will definitely fall in proper perspective as time passes.

Q.—You spoke about negotiations—bilateral negotiations. Will they be bilateral negotiations or will they be trilateral too?

A.—There will be several points for which there will be trilateral negotiations also, particularly in relation to Bangla Desh. But for the western theatre the talks used not be trilateral, they will essentially be bilateral.

Q.—We hear, Mr. Minister, it is being said that in this problem it is inherent that the Jammu and Kashmir case may be re-opened with the possibility that adminisions may be re-awakened.

A.—Jammu and Kashmir is an integral part of India. It is governed by the Constitution of India, and after the atrocities committed by the West Pakistani military regime in Bangla Desh, when they suppressed democratic urges of

the people of Bangla Desh, any talk of self-determination, a concept about which Pakistan has always been stressing, becomes meaningless. At any rate, I do not see why the emergence of Bangla Desh as an independent country should have any effect on Jammu and Kashmir.

Q.—How do you assess the role of Britain and France in the Secrurity Council?

A.—Britain and France have shown a greater understanding of the realities of the situtation, and ultimately, in retrospect, their stand appears to be justified, because their main approach was that any resolution which has not got a chance of going through the Security Council is not likely to yield any useful result, and, in retrospect, this approach has turned out to be a realistic approach, and therefore we in India appreciate that they adopted an attitude where they did realise the reality of the situation. The reality was the Will of 75 million poeple of Bangla Desh.

Q.—Mr. Foreign Minister, to take you out of such a tense topic........

A.—It is not tense at all.

Q.—How do you fell about the new Secretary-General as you will have to do a lot of business with him?

A.—I have known Ambassador Waldheim for a long time, and I think that it is a very good choice, and he is likely to play a very useful role in serving the international community.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'লেট পাকিস্তান স্পীক ফর হারসেলফ'।	ভারতের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় প্রকাশিত পুস্তিকা।	ডিসেম্বর ১৯৭১

LET PAKISTAN SPEAK FOR HERSELF

NOW 0 0 0

In ten days I might not be here in Rawalpindi. I will be off fighting a war.

(President Yahya Khan, reported by A.P. Nov. 25, 1971.)

I will not meet Mrs. Gandhi. She doesn't like my guts. But that doesn t bother me because she is neither a woman nor a statesman by wanting to be both.

She does not have the qualities of her father. If I have to meet her, I will say—shut up woman. Leave me alone.

Interview with President Yahya Khan, published in *Le Figaro* Paris, Sept. 1, 1971.)

The people did not bring me to power. I came myself.

(President Yahya Khan at a press conference, reported in *Time* magazine, Aug. 2,1971.)

It is time for Jehad and not for party politics or transfer of power.

(Maulvi Farid Ahmed, Vice-President, Pakistan Democratic Party, *Pakistan Times*, Lahore, May 12,1971.)

It is an exercise in futility to bring India to the right path through protests and warnings. She understands the language of force only and Pakistan should now follow only that course.

(*Kohistan*, Lahore. Aug. 6, 1971.)

Our army is fully prepared and now we do not need any notice for waging war.

(Big. Mohammad Yusuf, Deputy Sub-Martial Law Administrator, *Jang*, Karachi, Sept. 10,1971.)

War with India would be the final one between the two nations and shall be fought on the basis of religion.

Sardar Abdul Qayyum Khan, President, Government of Pakistan-occupied Kashmir, *Dawn*, Karachi, Sept. 19,1971.

The Pakistan Government should get the nation ready for Jehad against India

(Chief of the Jamaat-e-Islami Party in Sindh Province, reported in *Jang*, Karachi, Sept. 29, 1971.)

It is in Pakistan's own interest to have a direct armed confrontation to teach her neighbour the lesson which she seems to have forgotten so soon after the 1965 war.

(Maulana Mufti Mahmood. Secretary-General of Jamaat-e-Islam. Party, reported in *Pakistan Times*, Lahore, Aug. 30, 1971.)

Crush India. We will be victorious.

(A sticker on vehicles in Karachi. *Jang*, Karachi, Oct. 8,1971.)

The Muslims of the sub-continent have been at war with the Hindus of India for over 1000 years and this confrontation will continue until our disputes with India are solved.

(Mr. Z.A. Bhutto, reported in *Pakistan Times*, Lahore, Dec 21, 1970)

The people of Gilgit and Baltistan are on strike since March 1 to protest against what is described as the reign of terror let loose by the administration.. It is said that the administration has ruthlessly suppressed political activity and denied the residents their civil liberties.

(*Pakistan Observer*, March 7, 1971.)

There is need to reactivate the Kashmir issue at the people's level. Emancipation cannot be achieved on table. Determined people had always snatched it through sacrifices.

(Sardar Abdul Qayyum Khan, President, Government of Pakistan-occupied Kashmir, *Dawn* Karachi, May 12, 1971.)

Without joining Jammu and Kashmir with Pakistan it has become difficut or us to live peacefully.

(Sardar Abdul Qayyum Khan, President Government of Pakistan-occupied Kashmir, Pakistan *Times* Lahore, Aug. 31, 1971.)

Mr. K.H. Khurshid, President of J & K Liberation League (proved up by Pakistan), declared that the responsibility for curbing and denuding the Azad Kashmir Government of all power lay with the Government of Pakistan. As a first measure. It was essential to reorganise the Azad Kashmir Government.

(*Pakistan Times*, Lahore, Jan. 9, 1971)

The General Secretary of the Pakistan Christian Democratic Councile Mr. N.Patras, along with an 85-year old man, Baba Samuel, went on hunger strike on Monday to protest against the alleged disrespect shown to churches in som districts of Punjab

Mr. Patras told newsmen that the violent demonstrations going on **in the** country for some time past against the publication of the book "Turkish Art of Love in Pictures" has been diverted against the Christians in the country for some time past and their holy places were being attacked.

(*Pakistan Times*, Lahore, Jan. 19, 1971).

Mr. Abdul Hafiz Kardar, Member-elect of the Punjab Assembly and a former Pakistan cricket captain, has urged the government to instruct the Pakistan Hockey Federation not to invite India to the World Cup Hockey Tournament being held here (Lahore) in February.

He was speaking at a reception hosted by the sportsmen of Punjab at the Y.M.C.A Hall. Mr. Kardar said that confrontation with India at all levels was a major foreign policy plank in the manifesto of the Pakistan People's Party, and the visit of the Indian team to Pakistan would militate against the people's mandate to his party in the recent elections.

(*Morning News*, Dacca, Dec. 30, 1970.)

After having talks for a few minutes with the hijackers (who had hijacked the Indian Airlines plane to Lahore), Mr. Bhutto said, "We are with you."

(*Pakistan Times*, Lahore, Feb. 1, 1971.)

Mohammad Ashraf, one of the two hijackers, told newsmen who went to Lahore airport that the Pakistan People's Party Chairman, Mr. Z.A. Bhutto, had advised them to leave everything to him.

Mr. Bhutto had gone to see the hijackers immediately after his return from Dacca.

(*Pakistan Observer*, Feb. 1, 1971.)

In an airport interview, Mr. Bhutto said he had instructed his party men in Lahore to establish contact with the Jammu and Kashmir National Liberation Front (propped up by Pakistan) in order to assist the two brave hijackers in every possible way. Mr. Bhutto praised the valour of the two youthful hijackers

(*Dawn*, Karachi, Feb. 4, 1971.)

The Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman, deplored the blowing up of the hijacked Indian plane at Lahore and urged the Government to hold an enquiry into the matter and to take effective measures to prevent interested quarters from exploiting this situation for their nefarious ends.

(*Morning News*, Dacca. Feb, 4, 1971.)

I have prepared a list of all those journalists who have tried to malign my party (during the elections) and all of them will be fixed up.

(Mr. Z.A. Bhutto, reported in *Pakistan Times*, Lahore, Dec. 21 1970.)

The Pakistan People's Party had won majority in the Provincial Assemblies of Punjab and Sindh. The real power of the Centre lay in these two provinces. No government at the Centre, therefore, could be run without the PPP's cooperation.

(Mr. Z.A. Bhutto. reported in *Pakistan Times*, Lahore, Dec. 21, 1970.)

Punjab and Sindh can no longer aspire to be the bastions of power. The democratic struggle of the people is aimed against such "bastions of power".

(Mr. Tajuddin Ahmad now Prime Minister of Bangla Desh *Dawn*, Karachi, Dec. 22, 1970.)

Attempts were even made to cruelly regiment the society so that the Bengali culture could no longer flourish. Even some of the music which indeed spoke the language of heart was totally banned. In the name of Islam, the most popular Tagore songs were not broadest by radio or television. It was a part of the planned machination to reduce the people of East Pakistan to the status of third class citizens.

(Sheikh Mujibur Rahman reported in *Pakistan Times*, Lahore, Jan. 1, 1971.)

Pakistan is a Muslim country and here no secular or communist constitution can work.

(Maulana Syed Abdul Ala Maudoodi, Chief of the Jamaat-i Islami Party, *Dawn*, Karachi, Jan 4, 1971.)

Speaking to newsmen in Dacca, Sheikh Mujibur Rahman observed that the Awami League had the absolute majority not only in Bangla Desh but in the whole country. It was in a position to frame the Constitution. But his party would seek cooperation from Mr. Bhutto and others.

(*Pakistan Observer*, Jan. 30, 1971)

The Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman, has dismissed as utterly false the allegation that his party was seeking to impose the six-point scheme upon West Pakistan.

He said that if the federating units of West Pakistan did not wish to have precisely the same degree of autonomy as Bangla Desh or wished to cede certain additional powers to the Centre or to etablish certain regional institutions, the six-point formula does not at all stand in their way.

The Awami League Chief said that his party had never taken the position that the six-points would be imposed on the federating units of West Pakistan.

(*Dawn*, Karachi, Feb. 25, 1971.)

Mr. Zulfiqar Ali Bhutto, Chairman of the Pakistan People's Party, has demanded postponement of the National Assembly session. He has said that the PPP would launch a great movement if the National Assembly session was held in the absence of 85 members of his party. Mr. Bhutto said the PPP expected the people of Pakistan to take full revenge on the people who might choose to

attend the Assembly session, on their return from Dacca. If the people failed to take the revenge, the PPP itself would take action against them. He said if any member of his party attended the session, the party workers would liquidate him.

(*Dawn*, Karachi, March 1, 1971.)

Mr. Nurul Amin, President of the Pakistan Democratic Party, said in a statement that he was stunned at the sudden announcement of the postponement of the sitting of the National Assembly indefinitely.

(*Dawn*, Karachi, March 2, 1971.)

Mr. Ali Ahad, General Secretary, Bengal National League (Ahad Group), in a statement said : "The dramatic announcement of the postponement of the National Assembly session is a prelude to sabotaging the restoration of the sovereignty of the people and the transfer of power to the representatives of the people."

(*Dawn*, Karachi, March 2, 1971.)

Air Marshal (Retd.) Nur Khan has accused certain advisers of the President and some bureaucrats of having asked certain political parties not to attend the National Assembly session. Bureaucracy has ruled the country. It is afraid of people's rule. So the word 'democratic government' sounds like death knell to the bureaucrats. They found Mr. Bhutto as a tool to serve them. Mr. Bhutto has a singular ambition of coming into power. The bureaucrats found in him a sycophant who was prepared to see the country disintegrated so that he could hold his sway over the west wing all alone.

(*Jasarat*, Karachi, March 7, 1971.)

Prominent intellectuals, journalists, political, social, cultural and trade union and student, body workers have called for an immediate transfer of power to the elected representatives of the people.

In a joint statement, they expressed grave concern over the political situation obtaining in Pakistan.

They felt that by remaining peaceful, the East Pakistan people had given practical proof of the fact that they stood for national solidarity and integrity like their compatriots from the west wing.

(*Dawn*, Karachi, March 10, 1971.)

Mian Mumtaz Mohammad Khan Daultana. Chief of the Council Muslim League, has observed that Sheikh Mujibur Rahman's demands are quite reasonable and should be accepted to end the present political crisis in Pakistan.

(*Dawn*, Karachi, March 14, 1971.)

Malik Hamid Sarfraz, General Secretary of the Punjab Awami League. has said that Mr. Z.A. Bhutto has created an unhealthy atomosphere in the country's politics as he apprehended his inability to fulfil his promises to the people. He has also said that the administration in the eastern wing is running under the orders of Sheikh Mujibur Rahman and if at all he had any inclination

towards separation he could have carried it out easily. But it has become crystal clear that it is Mr. Bhutto and not Sheikh Mujibur Rahman who thought of secession.

(*Dawn*, Karachi, March 17, 1971.)

President Yahya Khan held talks with Sheikh Mujibur Rahman to resolve the constitutional crisis in the country.

When correspondents congratulated Sheikh Mujibur Rahman on his birthday, the Awami League Chief said, "What is my birth day? What is my death day? I am with my people. There is no security of my people. They are dying.

(*Pakistan Times*, Lahore, March 18, 1971.)

The Baluchistan Branch of the Pakistan National Awami Party (Wali group) has demanded at a meeting that power be transferred to Sheikh Mujibur Rahman and Martial Law lifted forthwith. The meeting also strongly opposed Mr. Bhutto's proposal to make the minority party share in the transfer of power by setting up two parallel Governments in the country.

(*Dawn*, Karachi, March 19, 1971.)

(Regarding U.N. Secretary-General, U Thant's expression of his grave concern over Sheikh Mujibur Rahman's trial) :

U Thant's reactions to Sheikh Mujibur Rahman's trial are tantamount to an interference in the internal affairs of Pakistan . It is an insult to humanity itself to plead the case of a traitor in the name of humanity.

(*Mashriq*, Karachi, Aug. 18, 1971.)

The people of Pakistan can never excuse U Thant for his uncalled for interference in the internal affairs of the country.

Kohistan, Lahore, Aug. 17, 1971.

The Pakistan Government is to be blamed for having delayed the execution of Sheikh Mujibur Rahman and given time to the world powers to intervene... The Government should have followed the examples of Morocco, Sudan and Egypt where the traitors were executed without any delay.

(*Nawai Waqt*, Lahore, Aug. 16, 1971.)

The Pakistan Government should release immediately all political prisoners. Government should lift restrictions on the political leaders, withdraw warrants and cases against political workers and student leaders. It is most unfortunate that many people have been put behind the bars without trial simply because of having a different view-point on various vital political and economic issues facing the country.

(Mir Ghaus Bux Bizenjo, President, Baluchistan National Awami Party (Wali Group), reported in *Dawn*, Karachi, Sept. 30, 1971.)

....AND EARLIER

"Two nations, Mr. Jinnah! Confronting each other in every province? every town? every village?"

"Two nations. Confronting each other in every province. Every town. Every village. That is the only solution."

"That is a very terrible solution, Mr. Jinnah."

"It is a terrible solution. But it is the only one."

(Mr. M.A. Jinnah in an interview with Edward Thompson, quoted in *Enlist India for Freedom*, London, 1940, p.52.)

Pakistan can only be achieved by shedding blood, and if the opportunity arises, the blood of non-Muslims must be shed for Muslims are no believers in *ahimsa* (non-violence).

(Sardar Abdur Rab Nishtar, July 30, 1946.)

Pakistan is under no obligation, international or otherwise, that prevents her from sending her troops to Kashmir.

(Sir Mohammed Zafarullah Khan. Pakistan's Foreign Minister, in Karachi, Sept. 8, 1948.)

Addressing a cheering crowd, lakhs in number, from the window of the Press Room in the Prime Minister's House, Mr. Liaquat Ali Khan, declared: "From today onwards. our symbol is this". and he held his clenched fist out of the window.

(Report in *Dawn*, Karachi, July. 28, 1951.)

If the U.N. proves to be a band of thieves, we will have nothing to do with it. We will prove that we can liberate Kashmir with the strength of our arms.

(Mian Mumtaz Daultana, Chief Minister of Punjab, reported in *Zamindar*, Lahore, Jan. 17, 1952.)

If we have to get Kashmir, we will get it with the force of our arm.

(Mian Mumtaz Daultana, Chief Minister of Punjab, reported in *Ehsan*, Lahore, Sept. 1, 1952.)

If we want to live according to the dictates of Islam and mould ourselves in the true Islamic pattern, we will have to test our enemies with the might of our sword....I warn Nehru that if he does not change his attitude, Pakistanis will not hesitate to march to Delhi and teach a lesson to the Indians.

(Mr. A.M. Quraishi, Member of the Legislative Assembly of West Pakistan, reported in *Mussalman*, Karachi, March 8, 1956.)

They (India and Mr. Nehru) can only be answered by conquering Kashmir with the help of the U.S., U.K., and the SEATO and Baghdad Pacts....

(*Nai Roshni*, Karachi, April 1, 1956.)

We should stop negotiations with India and prepare for the final settlement. The final settlement can only come through war. God is with us.

(Pir Elahi Baksh, former Chief Minister of Sind, reported in *Nai Roshni*, Karachi, April 16, 1956.)

We are prepared to sign defence pacts, both offensive and defensive, with any country which is prepared to help us against our one enemy—India.

(Sardar Abdur Rab Nishtar, President, Muslim League, in Lahore, Nov. 26, 1956)

....We want them (Britain in the Baghdad Pact) for our defence purposes.. Our first duty is to strengthen our defence particularly against India no matter what others might say.

(Malik Firoz Khan Noon, Pakistan's Foreign Minister, reported in *Pakistan Times*, Lahore, Dec. 8, 1956.)

We are very gravely apprehensive of communistic domination, infiltration and aggression. We desire to keep ourselves as far away as we can from coming under their influence....Peace in the world is really in the hands of the free democracies.

(Mr H S Suhrawardy, Prime Minister of Pakistan, at a press conference in Los Angeles, reported in *Civil and Military Gazette*, Lahore, July. 17, 1957.)

It is difficult to believe that a Prime Minister of Pakistan can stand up in Parliament and say that for eleven years we have given nothing but threats of war to India to settle the Kashmir dispute. And yet Mr. Noon did it on Monday.

(*Leader*, Karachi, Sept. 3, 1958.)

Man still continues to be the first and most effective weapon of war and Pakistanis being the best fighting force can meet any challenge thrown by India or western countries to preserve and protect their freedom.

(Chaudhury Ghulam Abbas, President, Jammu and Kashmir Muslim Conference, reported in *Dawn*, Karachi, Dec. 22, 1962.)

It has become a practice with the unpopular government of Pakistan for always dub the popular democratic forces of the country as Indian agents.

(*Sangbad*, Dacca, Dec. 8, 1964.)

For some time now, the rulers are not depending simply on police excesses to crush the democratic upsurge of the vast masses against autocratic rule, but following in the footsteps of Hitler and Mussolini have let loose a band of hired hooligans on the innocent unarmed countrymen.

(*The Daily Ittefaq*, Dacca, Dec. 10, 1964.)

After capturing power in 1958 Ayub Khan proposed to India a joint defence pact against the danger from the North. Late that danger vanished, as if by magic, and overnight the North became friendly and side by side a relentless Jehad of anti-Indian utterances was launched. As usual a hue and cry was raised about Kashmir. It looks as though the rulers of Pakistan have made up their mind to stir up some trouble against India.

("Bhimrool" in *The Daily Ittefaq*, Dacca, Dec.13,1964;

To frustrate the Indian move to merge Kashmir with the Indian Union, more than one thousand freedom fighters will cross the cease-fire line after Id.

(*Mashriq*, Lahore, Jan. 29, 1965.)

Jehad is the only answer to merger moves ; Pakistan should quit U.N.

Jang, Karachi, Feb. 1, 1965.)

We are not afraid of war and we will not hesitate to go to war when the time comes.

(*Dawn*, Karachi, March 11, 1965.)

Let us prepare for war, a Jehad.

(*Dawn*, Karachi, March, 22, 1965.)

I request our soldier President to hit now, as protests will not do.

(*Dawn*, Karachi, March 22, 1965.)

The corrupt political system imposed on the country cannot be compared with democracy.

(*The Daily Ittefaq*, Dacca, March 23, 1965.)

The 1956 democratic constitution has been set aside. The people have been deprived of all fundamental and democratic rights. Even adult franchise, which had prevailed even under foreign rule and by which Pakistan had been established, has been taken away from the people. Economic emancipation of the masses is today a distant dream. Today's Government has given unrestricted opportunity to a handful of millionaires and capitalists to pile up their profits in contrast to the extreme poverty and bankruptcy of 10 crores of people. A few vested interests are the sole beneficiaries of our industrial and economic development. Hunger and poverty of millions of people on the one side, and prosperity and riches of handful of people on the other—this is the portrait of Pakistan today.

(*Sangbad*, Dacca, March 23, 1965.)

We are bitterly against those whose vision is clouded by the instinct of self-preservation and to them any means, moral or immoral, is good if it can serve their personal ends, the objective being self-interest rather than the interest of the country.

(Miss Fatima Jinnah's Idmessage, published *in Dawn*, Karachi, Aoril 13, 1965.)

Jehad is the only way to solve the Kashmir problem.

(*Pakistan Times*, Lahore, April 28, 1965.)

When the fight in the Rann was on, India's only aircraft carrier *Vikrant*, and several tankers had to run away in the Arabian Ocean at the sight of the single submarine of Pakistan.

(*Jang*, Karachi, May 3, 1965.)

Thousands of Razakars are ready to break the cease-fire line and march into Kashmir to the rescue of their brothers.

(Sardar Rahmatullah, State Councilor, reported in *Pakistan Times*, Lahore, May 17, 1965.)

The Pakistan Government should renounce her obligations in regard to the cease-fire line and give a free hand to Kashmiris in reorganising themselves for launching a full-fledged Jehad.

(Sardar Abdul Qayyum Khan, reported in *Dawn*, Karachi, May 25, 1965.)

The fact that during the last seven years or so we have not been able to give the people even a simple election to choose a representative Government of their own is hardly a good testimony of our work. Key positions excepting in two departments are entirely manned by non-Kashmiris..It is no use glossing over the unpalatable fact that during our stay in Azad Kashmir we have made ourselves thoroughly unpopular.

(*Civil and Military* Gazzette, Lahore, June 5, 1965.)

We will consider it a great fortune to receive Chinese support in meeting any conspiracy of India.

(*Azad*, Dacca, June 6, 1965.)

Today there is disparity not only in the economic sphere, but also in the administrative services, in executive power and the legislative field, because any legislation is subject to the veto of the President. There is great disparity in the defence services....The East Pakistanis are not anybody's chicken-feed, and do not intend to be....Policy in many spheres is being laid down without the opinion and interests of this province being consciously and strongly kept in view....All these would not have meant much if we had a genuine parliamentary democratic system where the responsibility for ultimate policy-making would be of a cabinet responsible to a sovereign Parliament.

(Mr. Nurul Amin, in the East Pakistan Assembly. *Pakistan Observer*, *Dacca*, July 6, 1965.)

In the event of war with India, Pakistan troops would march up to Delhi, would occupy the Red Fort and hoist the Pakistan flag on it.

(*Pakistan Times*, Lahore, July 11, 1965, reporting the proceedings of the National Assembly.)

The exploitation of East Pakistan by West Pakistan can be judged from the fact that one can see West Pakistan officials in every village of East Pakistan.

(Mr. A.M. Kamaruzzaman speaking in the National Assembly *Pakistan Times*, Lahore, July 20, 1965.)

India is trying to convince the world that the weapons used by the freedom fighters could have come only from Pakistan. It is foolish to believe that any popular resistance against alien rule can remain long without arms in the world of today.

(*Pakistan Times*, Lahore, Aug. 17, 1965.)

Kashmiris are not a party to the cease-fire agreement and it is within their right to cross the cease-fire line.

(*Dawn*, Karachi, Aug. 22, 1965.)

ভারত

সংসদীয় দলিলপত্র

বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও বিধান সভাসমূহ

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের প্রশ্নে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সভা ও বিধান সভা প্রতিক্রিয়া	দৈনিক আনন্দবাজার	২৯ মার্চ, ১৯৭১

বাংলাদেশের লোকদের সাহায্যের জন্য আবেদন

মহারাষ্ট্র বিধান পরিষদে মূলতবী প্রস্তাব অগ্রাহ্য

মহারাষ্ট্র বিধান পরিষদে আজ পূর্ববঙ্গের ঘটনাবলী সম্পর্কে একটি মূলতবী প্রস্তাব উত্থাপিত হলে চেয়ারম্যান তা অগ্রাহ্য করেন।

চেয়ারম্যান শ্রী ভি এস পেজ বলেন যে বিষয়টি সংসদের আওতায়। সুতরাং এ সম্পর্কে এই সভায় আলোচিত হতে পারে না।

উত্তর প্রদেশ বিধান সভা

লক্ষ্মৌ, ২৯শে মার্চ উত্তর প্রদেশ বিধানসভা স্বাধীন বাংলাদেশ অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সর্বসম্মতিক্রমে অনুরোধ জানিয়েছে।

রাজস্থান বিধান সভা

জয়পুর, ২৯শে মার্চ—আজ রাজস্থান বিধান সভার সমস্ত দলের সদস্য বাংলাদেশে পাক সৈন্যদলের অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের জন্য "গভীর উদ্বেগ" প্রকাশ করেন।—পি টি আই

— —

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশকে আশু স্বীকৃতিদানের জন্যে পশ্চিম বংগ মন্ত্রীসভার সদস্যের আহবান।	দৈনিক 'হিন্দুস্তান টাইমস'	১৯ এপ্রিল, ১৯৭১

MINISTER PLEADS FOR EARLY RECOGNITION

New Delhi, April 18 (PTI) -The West Bengal Minister for Food and Dairy Development, Mr. K. K. Moitra today demanded the immediate recognition of Bangla Desh.

At a Press conference here, the Minister feared that if India delayed the recognition further and if the present massacre of innocent people in Bangla Desh went on for long, "the situation in West Bengal might be aggravated".

Pleading for the immediate recognition of Bangla Desh, Mr. Moitra said the new-born State fulfilled all the four conditions--population, territory, Governmental organisation and sovereignty--for being accorded recognition.

What had happening in Bangla Desh, he said, was nothing but a national democratic revolution. The West Bengal Minister wanted the Press and All India Radio "to expose thoroughly the role played by China" which was helping West Pakistan to crush "this mighty revolution".

The West Bengal Government Mr. Moitra said, was anticipating a "huge influx" of refugees from East Bengal and was maintaining constant touch with the Central Government to tackle the problems effectively.

Nearly a lakh of refugees had already arrived in West Bengal and arrangements had been made to provide 400 grammes of rice daily to each adult. Children being given 200grammes of rice per day.

The refugee problem, he warned, would worsen in the coming months and he wanted the Centre to come forward with Liberal funds to help the State Government.

Mr. Moitra also emphasised the need for providing shelter to the refugees in interior areas as it was "hazardous" to keep them in temporary centres on the borders for long. He wanted the temporary centres to be run by charity organisations like the Rama Krishna Mission.

Prof. Shibben Lal Saksena, MP and president of the Samavadi Congress Party, also called for the immediate recognition of Bangla Desh as "a soverign independent republic".

He went a step further and said India should send her armies in to Bangla Desh "on a mission of mercy" to stop the genocide that was going on there.

Mr. Shashi Bhushan, the Congeress (N) MP said in a statement today after his three-day tour of the border areas in the easterm sector of West Bengal that he was convinced of the need to give immediate recognition to Bagnla Desh.

Though greatly handicapped by lack of modern arms, the Bangla Desh forces, he said, were giving a sustained fight to the heavily armed West Pakistani troops.

He urged the Government of India to recognise the newly-formed Government of Bangla Desh without any further delay.

Cochin : The working committee of the Kerala State Indian Union Muslim League today condemned the mass killings perpetrated by the Pakistanis in East Bengal and "pledged" its solidarity with the Government of India's stand on the Bangla Desh developments.

--- ---

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কোলকাতায় বুদ্ধিজীবী সমাবেশে বাংলাদেশের সমর্থনে পশ্চিম বঙ্গের পাঁচজন মন্ত্রী।	দৈনিক 'যুগান্তর'	২২ এপ্রিল ১৯৭১

বুদ্ধিজীবী সমাবেশে পাঁচজন মন্ত্রীর ভাষণ

(স্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ২১শে এপ্রিল--পঃ বঃ লেখক, শিল্পী, শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবী সংঘের এক বৈকালিক আসরে আজ রাজ্য সরকারের পাঁচজন মন্ত্রী তাঁদের বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন শ্রীমনোজ বসু।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ জয়নাল আবেদীন বলেছেন, বাংলাদেশের সংগ্রামে পশ্চিম বাংলার মানুষের পুরো সমর্থন আছে। শরণার্থীদের জন্য সীমান্তের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ থেকে যত তাড়াতাড়ি হানাদারদের হঠানো যায় ততই ভাল। তিনি বলেন, নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গরীবী এবং বেকারী হঠাবার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা রক্ষা করা হবেই। বাংলাদেশে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হবে বলে ভাবা যায়নি।

বিচার মন্ত্রী শ্রীঅজিত পাঁজা বলেন সমাজের কাঠামো যদি ভাল করে গড়া যেত তাহলে সমাজ-বিরোধী সমস্যায় আমাদের পড়তে হত না। সমাজের যুবকদের জন্য চাকুরীর ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী অধ্যক্ষ শান্তি দাশগুপ্ত বলেন, রাজ্য সরকারের সকল কাজ যাতে বাংলায় হয় তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ কাজে তিনি বুদ্ধিজীবী সমাজসেবীদের সহযোগিতা আহ্বান করেছেন। স্বায়ত্বশাসন মন্ত্রী মহঃ রউফ আনসারী বলেন, সি এম ডি এ'র মাধ্যমে কলকাতার ১০০টি ওয়ার্ডের ১০০টি বস্তীতে আধুনিক জীবনযাত্রার সুযোগ করে দেওয়া হবে। রাষ্ট্রমন্ত্রী (পরিকল্পনা) শ্রীরথীন তালুকদার বলেন, বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করে সমাজবাদী চীন তার আসল রূপ প্রকাশ করেছে।

আজকের বৈকালিক আসরের আলোচনায় শ্রীপ্রবোধ সান্যাল ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, শ্রীদক্ষিণারঞ্জন সেন শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ, শ্রীরঞ্জিত সেন প্রমুখ ব্যক্তিরা অংশ গ্রহণ করেন। স্বাগত ভাষণ দেন শ্রীবিনয় সরকার।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যে সকল রাজ্যকে এগিয়ে আসার জন্যে পশ্চিম বংগ সরকারের আহবান।	দি স্টেটসম্যান	২২ এপ্রিল ১৯৭১

W. BENGAL WANTS ALL STATES TO COME TO THE AID OF REFUGEES

Centre Promises to bear Entire Relief Expenditure

By Our Special Representative

After taking serious note of the alarming rise in the rate of influx of evacuees from Bangla Desh, the West Bengal Cabinet is understood to have decided on Wednesday to tell the Centre immediately that the State Government just cannot provide food, shelter and health facilities for them single handed and that the responsibility should be shared by all other States since they also have been supporting the cause of Bangla Desh.

According to our Special Representative in Delhi, Mr. R.K. Khadilkar, Minister of Labour, Employment and Rehabilitation, said there that the Centre would bear the entire expenditure involved in providing relief to the refugees coming from East Bengal.

The State Government's point of concern was that in a little over 10 days over 273,000 evacuees had crossed over to West Bengal seeking shelter, and that at this rate the total might go much beyond the one million mark soon Neither the State's economy nor the Government's existing resources could cope with this problem.

Even in a normal year, as in 1970, when the total influx of refugees was about 226,000, the State Government had insisted on having the displaced persons dispersed to various centres throughout India within a fortnight of their reporting in the reception centres along the border. This was done mainly keeping in view the problem of accommodation, and the Centre had agreed to that position.

The position according to the State Government, should be treated as much more complicated this time. Most of those who are coming over will not have to be treated as refugees requiring rehabilitation facilities but will have to be fed, sheltered and cared for till such time. As conditions in Bangla Desh improve sufficiently to enable them to return.

What the State Government feels now is that the problem of evacuees needs to be teated at the national level and should not be left to be dealt with directly by the West Bengal Government alone. And since all the State Governments are committed to supporting the Bangla Desh cause, they should now be persuaded by the Centre to come forward to share the burden of evacuees.

Gesture Appreciated

The State Government, of course, appreciated the Centre's gesture in promising full financial compensation to the State Government for the maintenance of the evacuees. But this, West Bengal Government thinks, solves only a small part of the overall problem.

The Cabinet, meanwhile, has named a sub-committee, comprising the Minister of Finance, Mr. Tarun Kanti Ghosh, PWD Minister, Mr. Santosh Roy and the Rehabilitation Minister, Mr. Ananda Mohan Biswas to coordinate

relief measures for the evacuees. Moreover, some of the Ministers are going out to different border districts to make a fresh assessment of the situation.

Our Special Representative in New Delhi adds: Mr. Khadilkar did not naturally want to specify the amount, but having "regard to humanitarian considerations", the Centre was prepared to bear the "heavy burden" and would give "whatever money is required" to help the large number of people being forced out of East Bengal.

Till today about 273,299 people have crossed the border, Mr. Khadilker added that up to the middle of April, the men who entered West Bengal Assam, Meghalaya and Tripura 'preferred to return to East Bengal, presumably to continue the freedom fight". Those who stayed back in India comprised mostly women, children and older men.

Sudden Rise

But after April 15, however, there had been a sudden increase in the influx of people from East Bengal, possibly because of the extreme brutality of the Pakistani Army.

That everyone who has crossed the border is not depending on the Indian Government's assistance is obvious from the fact that the number of people in the camps totalled only 89,600. The balance of 169,100 refugees were living with friends and relatives.

Mr Khadilkar gave the following break-up of people in the camps: West Bengal—61,800: Assam and Meghalaya—10,700; and Tripura—17,100.

A large chunk of the 169,100 refugees staying with friends and relatives are in West Bengal. The following is the break-up of this category of refugees: West Bengal—151,400; Assam and Meghalaya—7,700; and Tripura—10,000.

Mr Khadilkar did not agree with a questioner who asked whether the influx of refugees was not too big for the Government to cope with. To deal with relief work with "utmost expedition" a branch secretariat of the Ministry under the charge of an Additional Secretary has been set up in Calcutta. Liaison officers in Assam and Tripura, who will function under this branch were also being appointed.

In reply to another question, Mr Khadilkar said the Government was taking precautions to prevent undesirable organizations meddling in relief work. All voluntary organizations have been told to route their assistance through the Bangla Desh Assistance Committee set up at the national level.

Asked what steps the Government was taking to present spies and infiltrator from entering Indian territory in the garb of refugees. Mr Khadilkar said, "We have taken as much care as is humanly possible to check such people coming in".

Mr Khadilkar said the border State Governments have so far made arrangements for opening nearly 55 reception centres and relief camps. Their number would be suitably increased if necessary. Adequate arrangements were also be made to provide shelter to the refugees during the monsoon.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শরণার্থীদের আশ্রয়ের প্রশ্নে পশ্চিম বংগ বিধান সভায় রাজ্যপালের ভাষণ।	দৈনিক 'আনন্দবাজার'	৬ মে, ১৯৭১

শরণার্থীদের এখানে আশ্রয় দেওয়াই সরকারের নীতি

—ধাওয়ান

(স্টাফ রিপোর্টার)

বাংলাদেশ থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে যাঁরা ভারতের মাটিতে আশ্রয় চাইবেন তাদের সকলকে আশ্রয় দেওয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি হবে। বুধবার রাজ্য বিধানসভার অধিবেশনে রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান তাঁর ভাষণে এ কথা ঘোষণা করেন।

শ্রীধাওয়ান আরো বলেন, ওই বাংলার পরিকল্পিত গণহত্যার ফলেই অগণিত মানুষ দেশত্যাগ করে এপারে চলে আসছেন।

আসলে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেবার দাবি জানিয়ে এবং বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবাদ করে বুধবার বিধানসভায় একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব আসবে। বুধবার বিধানসভা ভবনের সরকার এবং বিরোধী পক্ষের নেতাদের মধ্যে বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়।

রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে আরও বলেন ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শেষ কয়দিন হতে বাংলাদেশ থেকে ব্যাপকভাবে উদ্বাস্তু আগমন হচ্ছে। এর ফলে খাদ্য সরবরাহ ও নিরাপত্তার সমস্যা দুটি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। অনুমিত হয় যে ১০ লক্ষেরও অধিক নরনারী সীমান্ত পার হয়ে এসেছেন এবং উদ্বাস্তু আগমনের স্রোত অব্যাহত আছে। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসনমন্ত্রক কলকাতায় তাঁদের শাখা অফিসে একজন অবর সচিবকে কর্মী নিযুক্ত করেছেন এবং সাময়িক আশ্রয়শিবির গঠন ও পরিচালনা ও জনস্বাস্থ্যের সুযোগ-সুবিধা বিধানের ব্যয়নির্বাহের প্রস্তাব করেছেন। অব্যাহত আশ্রয়প্রার্থী আগমনের ফলে আজ আমাদের রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থায় বাধা সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিলেও আমার সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি হবে যাঁরা ভারতের মাটিতে আশ্রয় লইবেন তাঁদের সকলকে আশ্রয় দেওয়া।

শ্রীধাওয়ান বলেন, সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশের ঘটনাবলী আমাদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং নির্মম সামরিক অভিযানের দরুণ এবং উপমহাদেশের ওই অঞ্চলের পরিকল্পিত গণহত্যা বলে যা মনে হয় তার কারণ অগণিত মানুষের দেশত্যাগের ফলে আমাদের উপর এসে পড়েছে নতুন উদ্বাস্তু সমস্যা।

বাংলাদেশ সংক্রান্ত প্রস্তাব

বুধবার বিধানসভা অধিবেশন শেষে বিরোধী দলনেতা শ্রীজ্যোতি বসু এলেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জির কামরায়। সঙ্গে সি পি এম নেতা শ্রী . রেকৃষ্ণ কোঙার। মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজয়সিংহ নাহার, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ জয়নাল আবেদীন উপস্থিত। একে একে সি পি আই নেতা শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জি সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের আহ্বায়ক শ্রীসুধীন কুমার, এস ইউ সি নেতা শ্রীসুবোধ ব্যানার্জিও এলেন।

দীর্ঘ আলোচনার পর বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁরা একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব রচনা করলেন। বৈঠক শেষে বেরোবার মুখে সুবোধ বাবু বললেন আমরা একমত হয়েছি। একটি শব্দ নিয়ে এখনও একটু মতভেদ আছে। তবে ঠিক হয়ে যাবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশকে অস্ত্রসহ সকল প্রকার সাহায্যদানের দাবীর প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং বিরোধীনেতাদের ঐক্যমত।	দি স্টেটসম্যান।	৭ মে, ১৯৭১।

State Assembly will Demand:

ALL HELP TO BANGLADESH INCLUDING ARMS SUPPLY

By Our Special Representative

The Government and the Opposition Parties in the West Bengal Assembly reached unanimity on a resolution on Bangladesh on Thursday. It will be a Government resolution to be moved by the Chief Minister, Mr Ajoy Mukherji and seconded by the Leader of the Opposition. Mr Jyoti Basu, on Friday.

Condemning "the hellish genocide committed by the Pakistan. military clique on the 75 million people of Bangladesh,ı' the resolution will demand that the Union Government immediately recognize the sovereign Democrat Republic of Bangladesh and give it all necessary help including supply of arms.

The draft of the resolut on says that longer the delay n taking these measures the greater would be the suffering of the Bangladesh people. The Assembly, it says, appeals to the people of West Bengal to put pressure on the Central Government to concede these demands. It also urges for all necessary measures to provide accommodation and relief to the Bangladesh evacuees.

On Thursday the SUC leader, Mr. Subodh Banerjee, took the initiative in securing an agreement between different political parties on the inclusion of the expression, "including supply of arms,ı' in the resolution. He met the Chief Minister, the Deputy Chief Minister, the Leader of the opposition, and the CPI leader, Mr Biswanath Mukherjee, separately andthen arranged a meeting of all these leaders. The unanimity on the resolutoin was reached at that meeting.

It is learnt that the CPI put pressure on some major partners of the Democratic Coalition to agree to the inclusion of "supply of arms" in the resolution. The attitude of the Muslim League, another partner of the Coalition trowards, Bangladesh and its Government, has not yet been stated publicly.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভায় সর্বসম্মত প্রস্তাব: "বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন":	পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার কার্য বিবরণী।	৮ মে, ১৯৭১

Mr. Speaker: I now request Government Resolution the Chief Minister to move the Resolution and just after moving the Resolution I will request all honourable members to rise in their seats and remain standing in silence for two minutes in order to pay respects to the memory of martyrs of Bangladesh.

শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি: স্পীকার মহাশয়, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই প্রস্তাবটা আনছি।

বিগত ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী লীগের অসামান্য ও ঐতিহাসিক সাফল্যের মধ্যে প্রকাশিত জনগণের সুস্পষ্ট রায়কে পদদলিত করিয়া বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনগণের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সামরিক শাসকচক্র যে নারকীয় গণহত্যাভিযান চালাইতেছে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা তাকে তীব্র ধিক্কার জানাইতেছে এবং বাংলাদেশের জনগণ পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যে মরণপণ সশস্ত্র সংগ্রাম চালাইতেছেন তার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ও সেই সঙ্গে সংগ্রামী জনগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছে।

পাকিস্তানের সামরিক শাসকচক্র যাহাতে অবিলম্বে এই বর্বর গণহত্যা বন্ধ করিতে এবং বাংলাদেশ হইতে তাহার সমস্ত সামরিক বাহিনী তুলিয়া লইতে বাধ্য হয় তাহার জন্য উপযুক্ত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই বিধানসভা ভারত সরকারসহ অন্যান্য দেশের সরকারের নিকট আবেদন করিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা এই বিশ্বাস রাখে যে, তাহাদের সংগ্রাম যতই কঠোর ও প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হউক না কেন বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণ শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করিবেনই। এই সভা আরও আশা রাখে যে যেহেতু এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সর্বপ্রকার আধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত পাকিস্তানের সামরিক শাসকচক্র কর্তৃক বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ইহা জাতীয় স্বাধীনতার জন্য অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম সেই হেতু ইহা শুধু ভারতীয় জনগণের নিকট হইতে নহে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের এমন কি পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজ্যের জনগণের নিকট হইতেও ক্রমবর্ধমান সক্রিয় সমর্থন লাভ করিবে।

বাংলাদেশের জনগণের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য মরণপণ সংগ্রামের প্রতি ভারতের প্রশ্ন ও জরুরী কর্তব্যের কথা বিবেচনা করিয়া এই বিধানসভা ভারত সরকারের নিকট দাবি জানাইতেছে যে অনতিবিলম্বে বাংলাদেশের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও তাহার সরকারকে স্বীকৃতি এবং অস্ত্রশস্ত্র সহ সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় কার্যকরী সাহায্য দিতে হইবে। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী যখন বুকের রক্ত দিতেছেন তখন পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ইহার কমে কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না।

এই ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করিতে যতই দেরি হইতেছে ততই বাংলাদেশের জনগণের দুঃখ, দুর্গতি ও লাঞ্ছনা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাতে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ও জনগণ গভীর উদ্বেগ বোধ করিতেছে। এই অবস্থায় যাহাতে অবিলম্বে উক্ত দাবিগুলি স্বীকৃত হয় তাহার জন্য ভারত সরকারের উপর প্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি করার জন্য বিধানসভা পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ও সরকারের নিকট আহ্বান জানাইতেছে।

ব্যাপক নরহত্যার মুখে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ সীমান্ত পার হইয়া পশ্চিম বাংলায় চলিয়া আসিতে বাধ্য হইতেছেন। সৌভ্রাত্রের ও মানবতার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে তাহাদের জন্য সর্বরকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। ইহা পশ্চিমবঙ্গের ও উহার পার্শ্ববর্তী সীমান্ত রাজ্যগুলির আর্থিক ক্ষমতার বাহিরে। এই কঠিন সত্য বিবেচনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভারত সরকারের নিকট এই বিষয়ে যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের দাবি জানাইতেছে।

মিঃ স্পীকার: পূর্ব বাংলার মুক্তি সংগ্রামের জন্য যাঁরা জীবন দিয়েছেন, তাঁদের সম্মানার্থে সবাইকে দাঁড়িয়ে দু' মিনিট নীরবতা পালন করবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

[The Members then rose in their seats and remained silent for two minutes.]

শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়: আমার প্রস্তাবে অতি বিস্তৃতভাবে সবই বলা হয়েছে, আর বলার বেশি কিছু নাই। আপনারা সবাই জানেন যে, পাকিস্তানে দুটি অংশ-পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান- পরস্পর বিচ্ছিন্ন বহু দূরে অবস্থিত। পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী-দের বরাবরই এই অভিযোগ ছিল যে পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীরা সংখ্যালঘু হয়েও পূর্ব-পাকিস্তানের চেয়ে সংখ্যায় তারা কম হয়েও পূর্ব পাকিস্তানের উপর প্রভুত্ব করছে শোষণ করছে। এই অভিযোগ তাদের ছিল। এমন কি, মাতৃভাষা পর্যন্ত বিলোপ করার চেষ্টা করেছে। সেজন্য পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলাভাষা নিয়ে সংগ্রাম হয় অনেক জীবন পর্যন্ত দিতে হয়েছে। এবং আনন্দ ও গৌরবের বিষয়, বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি পূর্ব-পাকিস্তানে খুব ভাল হয়েছে।

শ্রীসুবোধ ব্যানার্জি: মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় পূর্ব পাকিস্তান না বলে বাংলাদেশ বলুন।

শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়: আমি তাতে আসছি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? তারপর ওঁদের অনেক আন্দোলনের পর সেখানে স্বৈর শাসন পরিসমাপ্তি করার জন্য ঘোষণা করা হয় যে, গণ-তন্ত্র অনুযায়ী গণভোটে সেখানে সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। যথানিয়মে সেখানে স্বৈরতন্ত্রের নেতৃত্বে গণভোট গৃহীত হল এবং তাতে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ শুধু পূর্ব-বাংলা নয় সমস্ত পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেন, কেন্দ্রীয় সরকারে, কেন্দ্রীয় বিধানসভায়, আইনসভায়। সাধারণ গণতন্ত্রের নিয়ম অনুসারে সমস্ত পাকিস্তানে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বসতে দেওয়া উচিত ছিল। এবং আইনসভার কাজ করার এবং মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা না দিয়ে সেখানে স্বৈর শাসক সেটা জোর করে ভেঙে দিলেন ভেঙে দিয়ে তিনি চরম অত্যাচার শুরু করলেন।

জনগণের যে সুস্পষ্ট রায় অর্থাৎ তাঁরা যে রকম ভোট পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিলেন এরকম ভোট পৃথিবীতে কে কোথায় পেয়েছে আমার জানা নেই। কিন্তু তাকে অগ্রাহ্য করে যখন জবরদস্তি স্বৈর শাসন চালান হ'ল তখন অগত্যা পূর্ববাংলা স্বাধীনতা ঘোষণা করল। তাঁরা প্রথমে পূর্ণ স্বাধীনতা চাননি তাঁরা চেয়েছিলেন পূর্ববাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং সেটা পাকিস্তানের মধ্যে থেকেই। কিন্তু এই অত্যাচারের ফলে তাঁরা পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন এবং তারপর বললেন এটা বাংলাদেশের সরকার। তারপরই ভীষণ অত্যাচার শুরু হ'ল—অর্থাৎ গণহত্যা, নারী নির্যাতন, গৃহদাহ প্রভৃতি অমানুষিক অত্যাচার দিনের পর দিন ধরে চলছে। এই অবস্থায় প্রতিবেশী রাজ্য হিসেবে আমরা চুপ থাকতে পারি না বিশেষ করে আমাদের সঙ্গে তখন তাঁদের নাড়ীর সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের প্রস্তাবে সেকথা বলা হয়েছে আমি তার আর পুনরুল্লেখ করতে চাই না। আমরা ভারত সরকারকে বলছি যত শীঘ্র সম্ভব এই যে নূতন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে স্বীকৃতি দিন এবং তাঁদের সর্বপ্রকার সাহায্য দিন। এই সর্বপ্রকার সাহায্যের মধ্য দিয়ে আমরা অস্ত্রশস্ত্রের কথাও বলেছি। আমাদের কেন্দ্রীয়

সরকার এটা বিবেচনা করে দেখবেন অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা মানে যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে কিনা। কিন্তু আমাদের দাবি অর্থাৎ বিধানসভার দাবি অবিলম্বে তাঁদের সর্বপ্রকার সাহায্য করা হোক। আমরা তাঁদের বীরত্বের জন্য প্রশংসা করেছি। আশ্চর্যের বিষয় একক নেতৃত্বের অধীনে থেকে এরকমভাবে জনগণের সংগ্রাম করা এটা পৃথিবীতে দুর্লভ। এইজন্যই আমরা তাঁদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছি এবং তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। আমরা দেখেছি হিন্দু-মুসলমান মিলে ১২-১৩ লক্ষ লোক এখানে এসেছে যাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করা হয়েছে, আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করা হয়েছে, সেখানে তাদের বসবাস অসম্ভব করে তোলা হয়েছে এবং নিষ্ঠুরভাবে মানুষকে খুন করা হচ্ছে। আপনারা জানেন আমাদের পশ্চিম বাংলা অত্যন্ত জনবহুল। ভারতবর্ষের মধ্যে যে দুটি প্রদেশ বর্তমানে জনবহুল তার মধ্যে একটি হচ্ছে কেরালা এবং আর একটি হচ্ছে আমাদের এই পশ্চিম বাংলা। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের এই পশ্চিম বাংলায় আমরা তাঁদের সাদরে আশ্রয় দিচ্ছি এবং তাঁদের বাস করার, খাওয়া-দাওয়ার খরচ যা দরকার সমস্তই কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছেন। আমরা যে খুব ভালভাবে পারছি তা নয়। হঠাৎ দিনের পর দিন যদি হাজার হাজার লোক আসতে থাকে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের আশ্রয় এবং খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা এটা সম্ভব নয়। কাজেই তাদের হয়ত কষ্ট হচ্ছে। কতদিন এই যুদ্ধ চলবে এবং কত লোক আসবে তার কোন ঠিক নেই। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি পশ্চিম বাংলায় যত লোক আসবে তাদের দেবার মত স্থান আমাদের নেই অর্থাৎ এমন জমি নেই যেখানে তাদের জন্য শিবির তৈরি করতে পারি। কাজেই আমরা তাঁদের অনুরোধ করেছি আমাদের এখানে ৫ লক্ষ লোকের স্থান রেখে অর্থাৎ ট্রানজিট ক্যাম্পের মত করে তাঁরা যদি অন্যান্যদের অন্য প্রদেশে নিয়ে যান তাহলে ভাল হয়। এটা পশ্চিম বাংলার কথা নয় এটা সারা ভারতবর্ষের কথা এবং সারা পৃথিবী থেকে তাদের জন্য সাহায্য এবং সহানুভূতি আসছে।

শ্রীজ্যোতি বসু: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বাংলাদেশ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাব এনেছেন আমি পার্টির সমর্থন জানাচ্ছি। সমর্থন জানাতে গিয়ে আমি বলব যে, আমরা সকলে মিলে চেষ্টা করেছি যাতে করে সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষ এক হয়ে এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বাংলাদেশের মানুষ নিশ্চয় এটা জানেন যে, আমাদের এখানকার কি দলাদলি আছে। এবং সেটা ভয়ঙ্কর দলাদলি। আমরা যারা বিরোধী দল এখানে আছি কংগ্রেস দলের সঙ্গে এবং তাঁদের যাঁরা সমর্থন করছেন তাঁদের সঙ্গে কোন বিষয়ে আমরা একমত নই। তথাপি এই বিষয়ে যা নিয়ে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে তো আমরা সকলেই সমর্থন করি। এর পাশে এসে দাঁড়াবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। এটাকে আমি মনে করি যে, এমন একটা বিষয় শুধু পৃথিবীর পক্ষে নয় আমাদের গণতন্ত্রের পক্ষে, আমাদের এগিয়ে যাবার পক্ষে ঐ যে একসঙ্গে হয়ে এইরকম একটা আন্দোলন সংগ্রাম লড়াই হচ্ছে স্বাধীনতার জন্য তাকে যদি জেতাতে না পারি তাহলে আমাদের সমস্ত বিপদ, নিজেদের দেশের গণতন্ত্রের হবে এইজন্যই আমরা চেষ্টা করছি। তাকে যদি আমাদের দাবি স্বীকার করাতে হয় তো আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং ঐ বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষ তাঁরা নিশ্চয়, আমাদের বিচার করবেন শুধু এই প্রস্তাব পাঠ নয়, দেখে নয়, ভবিষ্যতে এই প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য আমরা কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি। তাই দেখে তাঁরা বুঝবেন যে, আমাদের কি আন্তরিকতা আছে এর পিছনে। এই প্রস্তাব যাতে কাগজের প্রস্তাব না হয়ে থাকে সেই চেষ্টা আমাদের করতে হবে দৃঢ়তার সঙ্গে আমি একথা ঘোষণা করছি যে, এটা শুধু কাগজের প্রস্তাব হবে না এই প্রতিশ্রুতিতেই আমরা একসঙ্গে এই প্রস্তাব গ্রহণ করছি। এই এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করার জন্য আমরা সচেষ্ট হব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আমি এটা মনে করিয়ে দিতে চাই যে, অনেক দিন হয়ে গেল প্রায় এক-দেড় মাস হল এই সংগ্রাম বাংলাদেশে হচ্ছে। এইরকম বহু আবেদন-নিবেদন ঐ গণতান্ত্রিক মানুষ সমস্ত সরকারের কাছে করেছে যাতে আমরা তাদের সমর্থন জানাই যাতে তাঁদের বিপদের সময় পাশে এসে দাঁড়াই। যাঁরা এই প্রস্তাব সমর্থন করছেন তাঁরা নিশ্চয় এই কথা মনে করেন যে, বাংলাদেশের মানুষ

একটা ন্যায়ের লড়াই করছেন, অন্যায় কিছু করছেন না—তাঁদের দেশকে বাঁচাবার জন্য, বাংলাদেশের মানুষকে বাঁচাবার জন্য তাদের স্বাধীনতা, তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য তাঁরা লড়াই করছেন। এটা সবাই জানেন যে, কিছু কিছু প্রচার হচ্ছে যেটা অন্যায় প্রচার যে, ওখানকার মানুষ যারা আওয়ামী লীগ বা অন্যান্য বাংলাদেশের মানুষ তারা হয়ত পাকিস্তানকে এক অংশ থেকে আর এক অংশে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য লড়াই করছে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। আমি লক্ষ্য করেছি অনেক মুসলিম ভাই আছেন যাঁদের মধ্যে এই প্রচার চলেছে যে, পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তানকে টুকরো টুকরো করার জন্য এই লড়াই শুরু হয়েছে। এটা একেবারেই ঠিক নয়, তা আমরা এই প্রস্তাবে রাখবার চেষ্টা করেছি। এটা আমরা জানি পৃথিবীকেও জানতে হবে যে, এই পাকিস্তান টুকরো টুকরো হচ্ছে সামগ্রিকভাবে তার জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী হচ্ছে ওখানকার মিলিটারী শাসকগোষ্ঠী ঐ ইয়াহিয়া গোষ্ঠী। বহুদিন ধরে তারা এইরকম করছে। তারা মিলিটারি শাসন চালাচ্ছে। তারা গণতন্ত্রকে মেনে নিতে চায় না এবং এইজন্যই পাকিস্তান টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

কারণ একটা অংশ এবং তারাই হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেই অংশের মানুষের সামান্যতম অধিকার, বেঁচে থাকার অধিকার তাদের ভাষার অধিকার, তাদের অন্যান্য যেসব বিষয় অধিকার আছে সেগুলি যদি না মানেন কোন সরকার- স্বৈরাচারী সরকার, সেই শাসকগোষ্ঠী, যারা সেখানে মুষ্টিমেয়র প্রতিনিধিত্ব করছেন তাহলে এটা কি আশা করা যায় যে, এক হয়ে সে দেশ এইভাবে থাকতে পারে। সেইজন্য আমরা মনে করি যে, পৃথিবীর সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষ যাঁরাই আছেন এই ঘটনা বুঝবেন নিশ্চই বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামকে তাঁরা সমর্থন করবেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষও। পশ্চিম পাকিস্তানেও আছে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ আছে বিভিন্ন ইউনিট সেখানে আছে এবং তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মানুষও আছেন। আজ হয়ত তাঁদের সংখ্যার জোরের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর বা তাঁদের কথা আমরা শুনেছি, তাঁদের বক্তব্য আমরা সংবাদপত্রে দেখেছি, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি পশ্চিম পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক মানুষ যাঁরা আছেন তাঁরা বাংলাদেশের মানুষের সাথে একতাবদ্ধ হয়ে-পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের সঙ্গে একতাবদ্ধ হয়ে আগের দিনে যেমন লড়াই করবার চেষ্টা করেছেন তাঁরা তা এখনও চেষ্টা করবেন। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ, তাঁরা সবাই ভুট্টো নন ইয়াহিয়া নন বা সবাই মিলিটারী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নন তাঁরা সাধারণ মানুষ কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, গণতন্ত্রী মানুষ, তাঁরা নিশ্চয়ই বাংলাদেশের মানুষের এই স্বাধীনতার লড়াইকে সমর্থন করবেন, পৃথিবীর গণতান্ত্রিক মানুষের সঙ্গে এক হবে। এ থেকে আমাদেরও কিছু শিক্ষার আছে। অনেক সময় আমরা দেখেছি, পৃথিবীতে এটা হয়েছে, এটা নূতন নয় দুঃখজনক হলেও এ ঘটনা ঘটেছে যে, পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি -সংসদীয় গণতন্ত্রে ভোট বা জনমত পদদলিত হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের মানুষ রায় দিয়ে যা চেয়েছিলেন তাঁরা তা পান নি। কারণ শাসকগোষ্ঠী, ঐ শাসকগোষ্ঠী যারা জমিদারদের প্রতিনিধিত্ব করে, পুঁজিপতিদের প্রতিনিধিত্ব করে যা মুষ্টিমেয় লোকের প্রতিনিধিত্ব করে তারা তা হতে দেয় নি। ইতিহাসে আমরা দেখেছি জনমতকে তারা পদদলিত করেছে। এখানেই সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমরা দেখতে পেলাম, বিশেষ করে পাকিস্তানে যা ঘটেছে তার মধ্যে দিয়ে। সেখানে জনমত সুস্পষ্ট। এটা মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় ঠিকই বলেছেন যে, এরকম রায়, এত সংখ্যায়, এ সংসদীয় গণতন্ত্রে খুব কমই দেখা যায়। তাঁরা যে সুস্পষ্ট রায় দিয়েছেন তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, তথাপি আমরা দেখছি যে, সমস্ত কিছু পদদলিত হয়ে গেল। শুধু পদদলিত হল না, সেখানে মিলিটারির অতর্কিত আক্রমণ হল, আকাশপথে, স্থলপথে, সমুদ্রপথে, বিভিন্ন দিক থেকে যে আক্রমণ সেখানে শুরু হল তখন আর কোন উপায় ছিল না, বাংলাদেশের মানুষ, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের আর কোন পথ ছিল না সেইজন্যই সেখানে তাদের স্বাধীনতার লড়াই, অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই সব এক হয়ে মিশে গিয়েছে। এ ছাড়া অন্য কোন পথ তাঁরা নিতে পারতেন না, অন্য কোন দিকে যেতে পারতেন না, এইভাবে কোণঠাসা হয়ে। তা ছাড়া তাঁরা প্রস্তুতও ছিলেন না এটা সুস্পষ্ট, তাঁদের

নেতৃবৃন্দরাও মনে করতে পারেন নি যে, ঐরকম ঘটনা ঘটতে পারে। সেজন্য তাঁরা প্রস্তুতও ছিলেন না। কিন্তু ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বারবার এ জিনিস দেখি—আমরা মার্ক্সবাদীরা একথা বার বার বলেছি যে, সংসদীয় গণতন্ত্রে জনগণ থেকে আক্রমণ আসে না, আক্রমণ আসে শাসকগোষ্ঠী থেকে, যাঁরা মুষ্টিমেয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। বাংলাদেশেও সেই একই জিনিস ঘটছে, এখানেও আমরা মিলিটারির আক্রমণ দেখতে পাচ্ছি। জানি না, কত সংখ্যক মানুষ—নরনারী, শিশু, বৃদ্ধ, যুবক সেখানে জীবন দিয়েছেন, এর কোন হিসাব-নিকাশ পাওয়া যাচ্ছে না। এমন কি বর্ডার পেরিয়ে যাঁরা এখানে আসতে পেরেছেন এবং এখানে এসে বিবৃতি দিয়ে যা আলোচনা করে যা বলেছেন তাতেও তাঁরা সবটা যে জানেন তা নয়। কিন্তু তার অন্যাবহতা ও'রা নিজেরা দেখে এসেছেন। প্রত্যক্ষদর্শী, বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে তাঁরা এসেছেন। আমাদের সঙ্গে তাঁদের আলোচনায় তাঁরা যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, কি ধরনের নারকীয় ঘটনা সেখানে ঘটেছে এবং এই অবস্থার মধ্যে পাকিস্তানের যে শাসক-গোষ্ঠী, মিলিটারিতে যে গোষ্ঠী আছেন তাঁরা মনে করেছেন যে, তাঁরা জয়ী হয়েছেন। তবে হ্যাঁ, কিছু স্থান এখানে-ওখানে তাঁরা পুনর্দখল করেছেন। যাঁরা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছেন তাঁদের পক্ষ থেকে এখনও সেখানে আছেন। সেজন্য তাঁরা জানেন যে, শুধু মিলিটারি কোন সলিউশন তা নয়। সে সমাধান শুধু মিলিটারি দিয়ে হবে না, এটা সেই মিলিটারি গোষ্ঠী ভাল করে জানে। একটা জাতিকে মিলিটারি দিয়ে পিষে মারা যায়, শ্মশানে পরিণত করা যায়। কিন্তু আজ না হয় কাল আবার যখন সেখানে মানুষের উত্থান হবে তখন সেই মিলিটারিকে তারা খতম করবে- এটাও সেই মিলিটারি গোষ্ঠী, যারা সেখানে শাসন চালাচ্ছে তারা জানে। সেজন্য তারা কি চেষ্টা করছে? আমরা দেখছি যে, তারা আবার সেখানে নতুন করে দালাল তৈরি করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু কাউকে খুঁজে পাচ্ছে না। আজ না হয় কাল কাউকে বসাতে হবে, শুধু মিলিটারি দিয়ে রাজত্ব করা যাবে না। আমরা কি দেখছি? আমরা দেখছি একজনের নাম, আমার খুব পরিচিত অবশ্য তিনি নিজে কিছু করছেন কিনা আমি বলতে পারব না। সংবাদপত্র থেকে যা জানতে পেরেছি, নুরুল আমীন সাহেব। তিনি আমাদেরই এখানে বসতেন। স্পীকার ছিলেন ১৯৪৬ সালে, মুসলিম লীগের আমলে যখন আমরা এই সভায় ছিলাম। আমার যতদূর মনে আছে তাঁর পার্টি সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছিল। উনি বোধহয় একাই নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই ব্যক্তিকে খুঁজে বার করে বক্তৃতা দেওয়ানো হচ্ছে। সেই বলছে যে, জোর করে দেওয়ানো হচ্ছে, আবার কেউ বলছে ইচ্ছাকৃতভাবে দিয়েছেন। সে যাই হোক, এইরকম মানুষের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে, এই হচ্ছে চরম দুর্গতি। মিলিটারি নির্যাতন সেখানে চলছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগ যারা পাকিস্তান তৈরি করেছিল, যারা পাকিস্তানের স্রষ্টা, কোথায় গেল সেই মুসলিম লীগ? সব ধুয়ে মুছে গেছে দেশ থেকে। শুধু যে একটা পার্টি হিসাবেই তা নয়, তাঁদের যে আইডিওলজি বা ভাবধারা, যা তাঁরা প্রচার করেছিলেন—হিন্দু মুসলমান ভাগ করা প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মের দিক থেকে কোথায় সে সব ভাবধারা? আজকে আর সে সব কিছু নেই। আজকে আর কিছু না হোক, এইসব ছেলেরা যারা এসেছে, যুবকরা যারা এসেছে, সাধারণ মানুষ যারা সেখান থেকে এসেছে, এমন কি অফিসারও কিছু কিছু এসেছেন, আমরা তাঁদের দেখেছি, অনেক দিন তাঁদের সঙ্গে দেখা হয় নি। তাঁদের দেখে আমার আশ্চর্য মনে হয়েছে এইজন্য যে, অনেক খবর ও'দের দেশের আমরা রাখতাম না। তাঁদেরও রাজনীতি আজ কত উর্ধে, কত স্বচ্ছ, কত প্রসারলাভ করেছে, কত গণতান্ত্রিক হয়েছে। এইসব নতুন নতুন যুবক, ছাত্র, যাঁরা ওখান থেকে এসেছেন তাঁদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন মাত্র নেই। এইসব কল্পনাও তাঁদের মধ্যে কোনদিন আসে নি। এইসমস্ত নতুন যুবক সম্প্রদায়, একটা নতুন জাতি, যেন মনে হচ্ছে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, সমস্ত নিয়ে একটা সত্যিকারের জাতি তৈরি হয়েছে। আমরা এখানে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলি। রায়টে রায়টে সমস্ত ভারতবর্ষ ভরে গেছে। লজ্জার সঙ্গে, দুঃখের সঙ্গে, ক্ষোভের সঙ্গে বলতে হচ্ছে গত ৩-৪ বছর ধরে—এত অব্যবস্থা সত্ত্বেও, এত, প্ররোচনা সত্ত্বেও আমরা বোধ করি সেজন্য ঐ পূর্ব পাকিস্তানে, বাংলাদেশে সেই ধরনের রায়ট বহুদিন ধরে সেখানে দেখিনি। এই সমস্ত নতুন নতুন রাজনৈতিক মানুষ সেখানে তৈরি

হয়েছে। আজকে সেখানে ঐ সব দল ধুয়ে মুছে গেছে। মানুষ থেকে যারা বিচ্ছিন্ন, হয়েছে বিতাড়িত সেই সমস্ত মুসলিম লীগ, নুরুল আমীনের দল—এদের ধরবার চেষ্টা হচ্ছে। যদি কোনরকমে বেঁচে থাকতে পারা যায়। আজকে আমরা সেজন্য একথা মনে করব, এই প্রস্তাবের মধ্যে আমরা যে কথা বলেছি, যদি আমরা আন্তরিকভাবে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করি, তাহলে একথা আমাদের বলতে হবে। করি কিনা জানি না, সে ভবিষ্যতে আমরা বিচার করব। মানুষ বিচার করবে ভারতবর্ষে, পাকিস্তানে, বাংলাদেশে সমস্ত জায়গায়—পৃথিবীর মানুষ সেটা বিচার করবে। কিন্তু আমাদের এটা মনে হয় যে, আন্তরিকতা আছে কিনা। আমরা সকলে মিলে সমর্থন জানাই।

সরকার সমর্থন জানিয়েছেন। বিভিন্ন প্রদেশের বিধানসভা ও আইনসভাগুলিতেও আমরা দেখেছি সেখান থেকে সমর্থন করে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নিজেও সংসদে প্রস্তাব এনেছিলেন এবং সেটা গৃহীত হয়েছে। কিন্তু আমাদের মনে খানিকটা যদি সন্দেহ হয় তাহলে আমাদের এখানকার কিছু সদস্য,-মাফ করবেন, উপায় কিছু নেই, কিন্তু আমাদের প্রথমে মনে হচ্ছে একটি প্রস্তাবের পিছনে যদি আন্তরিকতা না থাকে, আমরা যদি এটা মনে না করি যে, এই প্রস্তাব কাগজে হবে না, একে আমাদের কার্যকরী করতে হবে, এই আমাদের জীবনমরণ সংগ্রাম ওঁদের মতো, যাঁরা ওখানে সংগ্রাম করছেন, যাঁরা ওখানে বুকের রক্ত ঢেলে দিচ্ছেন, যাঁরা ত্যাগ স্বীকার করছেন—যদি তা হয়, তাহলে আমাদের পরিষ্কার করে নিতে হবে যে, আন্তরিকতা কোথায় সেটা ঠিক করতে হবে। কিন্তু একটু সন্দেহ হয়, এটা আপনারা সবাই বিবেচনা করে দেখবেন—আমাদের জানতে ইচ্ছা করে যে, এখানকার সরকারপক্ষ থেকে এই প্রস্তাব তাঁরা এনেছেন, এই প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রী নিজে এখানে রেখেছেন, যে সরকারের মধ্যে মুসলিম লীগ আছে, ও'রা কি আন্তরিকতার সঙ্গে সমর্থন করেন বাংলাদেশের এই সংগ্রামকে, এই স্বাধীনতার আন্দোলনকে আমরা এখনও তার প্রমাণ পাই নি। কাজেই আমরা নিশ্চয়ই জানতে চাই তাঁদের বক্তব্য শুনব। কিন্তু আমাদের মনে হয় এখানে যদি আমরা সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিই এবং অনেক সময় ইয়ং পিপল যারা বাংলাদেশ থেকে এসে আমাদের বলছে এখানে আবার মুসলিম লীগ—ওখানে তো সব শেষ হয়ে গেছে, ওদেরকে আমরা তো শেষ করে দিয়েছি, ওখানে যাতে গণতন্ত্র প্রসার লাভ করে তার ব্যবস্থা করছি, অথচ এখানে এখন বেঁচে রয়েছে, নতুন করে সৃষ্টি হচ্ছে, এই কথা তাঁরা আমাদের বললেন। আমরা বললাম, আপনাদের ওখানে সংবাদপত্র যায় না এবং সুযোগ না থাকায় আপনারা অনেক খবর জানেন না, আপনারা নিজেরা ঘুরে ঘুরে সমস্ত দেখুন, আপনাদের অনেক নতুন অভিজ্ঞতা হবে। কিন্তু এটা তো সত্যিকারের প্রশ্ন যে, মুসলিম লীগ যারা ধর্মের বিচারে মানুষের রাজনীতি করেন, মানুষকে ভাগ করবার চেষ্টা করেন, সেই পুরানো জিনিস আজও চলছে এবং নতুন করে তার রিভাইভাল বা পুনরুজ্জীবন আমরা দেখতে পাচ্ছি।

শ্রীমহঃ শামসুল বিশ্বাস: অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার, আমরা কোয়ালিশন মিনিস্ট্রিতে অংশ গ্রহণ করেছি জনকল্যাণের জন্য। আজকে বিরোধী দলের সভাপতি যে বক্তব্য রাখলেন, উই হ্যাভ গিভেন ইউ এ পেসেন্ট হিয়ারিং, অ্যান্ড উই হোপ ইউ উইল অলসো গিভ আস এ পেসেন্ট হিয়ারিং।

মিঃ স্পীকার: এতে পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না। আমরা সর্বসম্মতিক্রমে একটা প্রস্তাব পাস করবার জন্য রেজলিউশন নিয়েছি। আপনি প্রিসাইজলি আমাকে বলুন।

শ্রীমহঃ শামসুল বিশ্বাস: উনি ডাইরেক্টলি আক্রমণ করেছেন। একজন লিডারের মুখ থেকে এইসব ভাষা আমরা শুনতে চাই না। এই রকম চিৎকার করে জেনারেল জনকল্যাণ করা যায় না। আই ডু নট লাইক টু সারেন্ডার মাইসেল্ফ।

মিঃ স্পীকার ঃ ইট ইজ নট এ পয়েন্ট অব অর্ডার। প্লিজ টেক ইওর সিট।

শ্রমহঃ শামন বিশ্বাস ঃ আমরা গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে বিশ্বাসী বলেই আজকে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারে অংশগ্রহণ করেছি।

মিঃ স্পীকার ঃ আপনি বসুন। আপনার বক্তব্য যেটা আপনি বলেছেন দেয়ার ইজ নো পয়েন্ট অব অর্ডার। কাজেই মাঝখানে আপনি কমেন্ট করবেন এটা আমি চাই না। আই উইল রিকোয়েস্ট ইউ টু টেক ইওর সীট। প্লিজ টেক ইওর সীট।

শ্রীসুবোধ ব্যানার্জি ঃ স্পীকার মহাশয়, আজকে যে প্রস্তাব আমরা আলোচনা করছি সেখানে আমি সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষের সদস্যদের অনুরোধ করব, যে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আমাদের কাছে এটা অতি প্রিয়। কাজেই এটা আমাদের গণআন্দোলনের সামনে একটা অতি বড় উদাহরণ উপস্থাপিত করেছে। সেইজন্য এইরকম একটা বিষয় নিয়ে সকলের যুক্ত চেষ্টায় ইউন্যানিমাস রেজলিউশন করা হয়েছে। তাই আমি অনুরোধ করব সেই ফিলিং নষ্ট করে দেবেন না।

মিঃ স্পীকার ঃ মিঃ ব্যানার্জি, আমি আশা করি প্রত্যেকটি সদস্যের তেমনি মনোভাবই থাকবে। আমরা যেন অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এই প্রস্তাব আলোচনা করি। কোনরকম উত্তেজিত না হয়ে আমাদের সামনে এই হাউসের সামনে যে প্রস্তাব রয়েছে, সেই সম্পর্কে আলোচনার সময় প্রস্তাবের উপর যথোচিত গুরুত্ব দিয়েই যেন মাননীয় সদস্যরা আলোচনা করেন এবং তাঁদের ব্যবহারটাও যেন সেইভাবেই হয়। আমি হাউসের কাছে আপীল করছি, যে প্রশ্নই উঠুক না কেন আমরা হাউসেতে যেভাবে প্রস্তাব নিচ্ছি, তার গুরুত্ব যেন কোনরকমেই খর্ব না হয়।

শ্রীজ্যোতি বসু ঃ মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি যেটা বলছিলাম—তার জবাব নিশ্চয়ই পাব যখন মুসলিম লীগের প্রতিনিধিরা বক্তৃতা দেবেন যদি আন্তরিকতা থাকে। এমন কি ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশন সরকার সম্বন্ধে যদি তাদের আন্তরিকতা থাকে, বাংলাদেশকেও সমর্থন করবেন যদি আন্তরিকতা থাকে। সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেস দল তাঁরা সমর্থন করছেন এই প্রস্তাবকে। তাঁরা শুধু এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছেন না, এখানকার কংগ্রেস সরকার বা ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশন সরকার, কংগ্রেসের দ্বারা পরিচালিত সরকার—তাঁরা যখন সরকার গঠন করেছিলেন, তখন প্রথমেই বাংলাদেশ সম্পর্কে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করে দিল্লীতে পাঠিয়েছেন। আমরা দেখছি আনুষ্ঠানিক দিক থেকে এই কংগ্রেস সরকারের বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন আছে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আবার প্রশ্নটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুবোধবাবু যেমন বলেছেন মনে এক, মুখে আর একরকম যেন না হয়। প্রস্তাব পাশ করে দিলাম বটে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যেন অন্যরকম না হয়। সেইজন্য বলছিলাম আপনাদের আনুষ্ঠানিক সমর্থন থাকলেও আমার কতকগুলি প্রশ্ন জেগেছে মনে। এটা কি সম্ভব যে, আমাদের দেশে আমরা অন্য দেশের গণতন্ত্রকে সমর্থন করছি, পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি তাঁদের স্বাধীনতার জন্য, অথচ আমাদের দেশের গণতন্ত্রকে আমরা সমর্থন করি না, গণতন্ত্রকে যেখানে আমরা খতম করবার চেষ্টা করছি, গণতন্ত্রের উপর আমরা বারে বারে আক্রমণ করছি, তার নিঃ-কানুন আইন কিছুই আমরা মানি না। আমাদের নিজেদের দেশের গণতন্ত্রের ব্যাপারে সেখানে আমার মনে হয় এটা সম্ভব নয়। এর মধ্যে কোন আন্তরিকতা থাকতে পারে না। মার্ক্স বলেছিলেন, অন্য বিষয়ে বৃটিশদের বলেছিলেন, আয়ারল্যাণ্ডের উপর তোমরা আধিপত্য করছ—এ নেশন হুইচ অপ্রেসেস আনাদার নেশন ক্যাননট বি ফ্রি। আমিও সেই কথা বলি অন্য দিক থেকে। যদি আমাদের দেশে গণতন্ত্র আমরা না মানি, তাঁরা মানবেন অন্য জায়গায়? গণতন্ত্রের জন্য ও'রা লড়াই করছেন। এ'রা সেটা করবেন? কোন্ মূর্খ আছে তাঁদের একথা বিশ্বাস করবেন? আমরা মনে করি না এই সম্পর্কে তাঁদের কোন আন্তরিকতা থাকতে পারে!

শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়ঃ অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার, আমরা কি বর্তমান ইস্যু থেকে সরে যাচ্ছি না?

আমাদের দেশের সমালোচনা করবেন, না আজকের রেজলিউশনটা যা আছে বাংলাদেশ সম্পর্কে তার সমালোচনা করে বক্তৃতা করবেন।

মিঃ স্পীকারঃ পয়েন্ট অব অর্ডার তুলতে গেলে এখানে যা বলা হয়েছে তাতে কোন রুল ইনফ্রিঞ্জ করা হয়েছে এইরকম যদি হয়, তাহলে নিশ্চয়ই পয়েন্ট অফ অর্ডার তুলবেন।

শ্রীসুব্রত মুখার্জিঃ আমি বলছি আমাদের যা রেজলিউশন আছে এবং আপনি যে রেজলিউশনের উপর বক্তৃতা করবার অনুমতি দিয়েছেন, সেই রেজলিউশনের উপর বক্তৃতা করা হচ্ছে না, আমাদের দেশের গণতন্ত্র কতখানি, তার মাপকাঠিতে সমালোচনা করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকারঃ যে প্রস্তাব এখানে এসেছে, তাতে যিনি বক্তা, তিনি তাঁর আর্গুমেন্ট ডেভেলপ করতে গিয়ে যেটা ভাল বুঝবেন সেইরকমভাবে ডেভেলপ করবেন, সেইভাবে আর্গুমেন্ট পেশ করবেন। আপনার বলার সময় আপনিও তাই করবেন।

শ্রীজ্যোতি বসুঃ ধরুন, এই পশ্চিম বাংলায়, কারণ এখানকার বিধানসভার কাছ থেকে আমরা এই প্রস্তাব গ্রহণ করছি—এখানে কি হচ্ছে, এখানে যতটুকু গণতন্ত্র ছিল আজ তা শেষ হতে বসেছে। কারা শেষ করছে, কংগ্রেস দল, কংগ্রেস সরকার, এখানে অসংখ্য পুলিস আছে, ৬০ হাজারের ওপর পুলিস আছে। তার ওপর এক বছরে দেখেছি, যেখানে শ্রীমতী গান্ধীর রাজত্ব ছিল, অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির শাসন-এই এক বছর ধরে দেখেছি, নির্বাচন পর্যন্ত যেখানে সি আর পি এসেছে, অসংখ্য হাজার হাজার সি আর পি আনা হয়েছে। শুধু তাই নয়, তারপর আমরা দেখলাম একটা অভাবনীয় জিনিস। সেই অভাবনীয় জিনিস আমরা দেখলাম যে, নির্বাচন যখন ঘোষণা করা হল, তারপর আবার মিলিটারি এল, ৬০ হাজার পুলিসে হবে না, হাজার হাজার সি আর পিতে হবে না, বাংলাদেশের পুলিস দিয়ে হবে না, তার ওপর এল মিলিটারি। যেখানে একটা নির্বাচন হবে, সেখানে এল মিলিটারি এবং নানারকম জুলুম অত্যাচার তাদের দিয়ে করানো হল। কোথায় গণতন্ত্র? এ তো গণতন্ত্রের যেটুকু ছিল তাকে শেষ করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। এবং শুধু তাই নয়, এখানে সাধারণ মানুষের উপর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর—গণতান্ত্রিক আন্দোলন যাঁরা সংগঠিত করেন মজুর, কৃষক, ছাত্র-যুবক, তাদের উপর নানাভাবে অকথ্য অত্যাচার গুণ্ডাবাহিনী তৈরি করে নকশালদের কাজে লাগিয়ে, অন্য সমাজবিরোধীদের কাজে লাগিয়ে—পুলিশের একটা প্রধান অংশ, সরকার সমস্ত মিলিয়ে, এই আক্রমণ, এই অত্যাচার তারা চালিয়েছে, এই জিনিস আমরা দেখেছি। গত এক বছরে দেখেছি আমাদের সাথী ২৫০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। আজও শুনলাম এখানে, যে ঘটনাগুলো বলা হল, একটা রাত্রের মধ্যে, ২৪ ঘন্টার মধ্যে—আমরা অন্তত এখানে ৬ জনের কথা শুনলাম, তাঁরা জীবন দিয়েছেন এবং গুণ্ডারা আক্রমণ করছে। শুধু গুণ্ডারা আক্রমণ করলে কিছু বলতাম না, তাদের পেছনে পুলিস আছে, তাদের পেছনে সরকারী যন্ত্র আছে, এই জিনিস এখানে চলেছে। সুতরাং এইভাবে কি করে গণতন্ত্র বাঁচবে। দুটো নির্বাচন হয়ে গেল, এরই মধ্যে নির্বাচন হল, কিন্তু নির্বাচনের আগে আমরা দেখেছি চারিধারে ১৪৪ ধারা জারী করে রাখা হয়েছে, এটা কখনও শুনি নি ২৩ বছরের কংগ্রেসী রাজত্বেও। স্বাধীন যেদিন থেকে হয়েছি, সেদিন থেকে যে নির্বাচন হয়ে যাবার পর আমরা উৎসব আনন্দ করতে পারব না, নির্বাচনকে বিশ্লেষণ করতে পারব না, পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের জনসাধারণের কাছে রাখতে পারব না, ১৪৪ ধারা দিয়ে আমাদের কণ্ঠরোধ করা হল, বলা হল আমরা এই বিষয়ে অনুমতি দিতে পারি না। এখন এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে যদি আমরা মনে করি যে, এখানে গণতন্ত্রকে আমরা এইভাবে হত্যা করব, গণতান্ত্রিক অধিকার যেটুকু আছে

সেই কমিউনিস্ট পার্টির নেতা, গণতন্ত্র সম্বন্ধে তিনি অনেক উপদেশ আমাদের দিয়েছেন, কাকে বলে গণতন্ত্র, গণতন্ত্র কিভাবে হত্যা করা হচ্ছে, এইসব বলেন কিন্তু তাঁকেই আমি বলছি, আপনার দল এই মোশনকে সমর্থন করছে বলে আমরা সত্যিই আপনার কাছে ঋণী। তবে আপনি আপনার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বলুন ত আপনি সত্যিকারের রাজনীতি করছেন, না আপনি সত্যিকারের নিরপেক্ষভাবে এবং অনেস্টলি এটাকে সমর্থন করেন।

এবে আপনি একটু অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন যে, আপনি সত্যিকারের রাজনীতি করছেন, না আপনি সত্যিকারের নিরপেক্ষভাবে এবং অনেস্টলি এটাকে সমর্থন করছেন। এখানে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কারণ আমরা জানি যে, ইয়াহিয়া খানকে মোটামুটিভাবে কারা সমর্থন করছেন অস্ত্র দিয়ে। এমন কি দেখা গেছে যাঁরা এসেছেন ওপার থেকে তাঁরাই বলেছেন যে, সেখানে চীনা সৈন্য দেখা গেছে। তিনি গণতন্ত্রের কথা বলেছেন আমি বলব এই গণতন্ত্রের হত্যাকারী কে? ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭০ সালের মার্চ পর্যন্ত আপনার রাজত্ব করে গেছেন, কেবল রাজত্বই করেন নি, আপনি হোম ডিপার্টমেন্টের মালিক ছিলেন। আপনার কি মনে নেই যে সেই সময় সাধারণ লোক রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতে পারে নি। (বিরোধীপক্ষের বেঞ্চ হইতে তুমুল হট্টগোল)। আপনি তো সবই জানেন। আজকে আপনি সি আর পি আনার কথা বলেছেন। আমি বলব এই সি আর পি আনা হয়েছে আপনাদেরই গার্ড দেওয়ার জন্য আজকে আপনাদের বাড়ির চারপাশে, আপনাদের নেতাদের বাড়ির চার পাশে সি আর পি রাখার প্রয়োজন হয়েছে বলেই এই সি আর পি আনা হয়েছে। কাজেই ১৩ মাস রাজত্ব করার ফলেই আপনাদের এই সি আর পি রাখার প্রয়োজন হয়েছিল। তাই প্রেসিডেন্ট রুলের আমলে সি আর পি এনে আপনাদের বডিগার্ড দেওয়া হয়েছে তারপর এই ১৪৪ ধারা কাদের জন্য? আজকে যারা নিজেদের গণতন্ত্র রক্ষা করতে পারে না, মানুষকে খুন করা যাদের নেশা তাদের জন্যই এই ১৪৪ ধারা সাধারণ মানুষ যাতে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে সেইজন্যই এই ১৪৪ ধারা করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার: মিঃ সাত্তার ইওর টাইম ইজ আপ। প্লীজ ফিনিস।

শ্রী আবদুস সাত্তার: আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। তিনি আর একটা কথা বলেছেন যে বড় রকমের কোন ঝুঁকি নেই সাহায্য করার। আমি বলব কোন ঝুঁকি নেই সাহায্য করার তবে একটু ভয় আছে—জ্যোতিবাবু কি দয়া করে চীনকে একটু নিষেধ করে দেবেন যাতে করে কোন ঝুঁকি না নিতে হয় বা কোন বিপদ না আসে। এই বলেই আমি আমার বক্তৃতা শেষ করলাম।

শ্রী সুবোধ ব্যানার্জি: স্পীকার মহাশয়, মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভার সামনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের উপর যে প্রস্তাব রেখেছেন আমি সর্বান্তঃকরণে তাকে সমর্থন করছি। সীমান্তের ওপারে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজেদের বুকের রক্ত দিয়ে নতুন ইতিহাস রচনা করছেন। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষ যে সংগ্রাম করছেন সেই সংগ্রাম সফল হবেই। আর সেই সংগ্রাম সফল হলে তার ঢেউ, তার প্রভাব, সীমান্ত পার হয়ে আমাদের দেশে আসবে এবং তার ফলে আমাদের দেশের শোষিত মানুষও ঠিক ওঁদের মত্রই সশস্ত্র পথে গণমুক্তির জন্য নামবে, পুঁজিবাদ খতম হবে এবং এখানকার মানুষ শোষণমুক্ত হবে। কাজেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুধু তাঁদের নয়; এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এই সংগ্রাম আমাদেরও সংগ্রাম, বিশ্বের যেখানে যত শোষিত মানুষ আছেন তাঁদেরও সংগ্রাম। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি এই সংগ্রামকে সমর্থন জানাই তার সাফল্য কামনা করি এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষের প্রতি সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই।

স্পীকার মহাশয়, বাংলাদেশের এই স্বাধীনতার সংগ্রাম সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন উঠেছে এখানে। এ ব্যাপারে কিছু কিছু অপপ্রচার আমাদের দেশে চলেছে, আমাদের রাজ্যেও চলেছে।

কেউ কেউ বলেছেন বাংলাদেশের এই সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম নয়, এই সংগ্রাম পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্য এক বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, যাকে বলে সিসেসনিস্ট মুভমেন্ট। না, আমরা এই সংগ্রামকে সেইভাবে দেখি না। এটা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, না এটা জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম তা বিচার হবে কোন মাপকাঠি দিয়ে? কোন জনসমষ্টি হোমোজিনিয়াস নেশন অর্থাৎ একীভূত জাতি হিসাবে গড়ে ওঠার পর সেই জাতি থেকে জাতীয় স্বার্থবিরোধী সংকীর্ণ স্বার্থের জন্য যখন একটা অংশ বিচ্ছিন্ন হবার উদ্দেশ্যে আন্দোলন করে তখন সেটাকে বলা হয় সিসেসনিস্ট মুভমেন্ট। যেমন ঘটেছিল আব্রাহাম লিংকনের সময় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলে। গোটা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ একটি জাতি হিসাবে গড়ে উঠেছিল। সেখানে দাসপ্রথা রাখার অত্যন্ত সংকীর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল দাবিতে দক্ষিণ অঞ্চলের কিছু লোক জাতীয় রাষ্ট্র হতে বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছিল। তাই সেটা ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী বা সিসেসনিস্ট মুভমেন্ট। বাংলাদেশের মানুষ আর পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে এক জাতীয়তাবোধই গড়ে ওঠে নি। পাকিস্তানী পিপল ডিড নট ডেভেলপ অ্যাজ এ হোমোজিনিয়াস নেশন--কি জীবনধারার দিক থেকেই দেখুন, কি ভাষার দিক থেকেই দেখুন, এক জাতির মানসিকতা যাকে বলা হয়ে থাকে ওয়ান নেশন সাইকোলজিক্যাল মেক আপ হুইচ কনস্টিটিউটস দি মেন ফ্যাক্টর ইন দি ফরমেশন অফ এ নেশন। তার কোনটাই পাকিস্তানের উভয় খণ্ডের জনসাধারণের মধ্যে এক ও অভিন্ন নয়। এক ন্যাশনাল সাইকোলজিক্যাল মেক আপ পশ্চিম পাকিস্তান জনগণের এবং বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে গড়ে ওঠে নি। এটা হয়ত কালক্রমে গড়ে উঠত যদি উভয় খণ্ড পরস্পর সংলগ্ন হত। তখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ ন্যাশনালিটি কর্তৃক সংখ্যালঘিষ্ঠ ন্যাশনালিটির উপর জাতীয় নিপীড়ন থাকত এবং তার জন্য বিক্ষোভও থাকত যেমন আমাদের দেশে আছে। কিন্তু পাকিস্তানে তা নয়; সেখানে দুই খণ্ডের মধ্যে ফারাক ১২০০ মাইল। যখন পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা বর্তমান বাংলাদেশের মানুষের উপর শোষণ চালিয়েছে তাই যখন সেটা বাংলাদেশের মানুষের কাছে রূপ নিয়েছে একটা কলোনিয়েল এক্সপ্লয়টেশন, অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শোষণ হিসাবে এক জাতি কর্তৃক ভিন্ন জাতিকে শোষণ করা হিসাবে। এক জাতীয়তাবোধ ও মানসিক গঠন না গড়ে ওঠারই এটা ফল। বাংলাদেশের মানুষ তাই বার বার অনুভব করেছে যে, তারা পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকচক্রের দ্বারা ঔপনিবেশিক শোষণ ও শাসনে ভুগছে। সেই বোধ থেকেই নতুন বাংলাদেশের জাতীয়তাবোধের জন্ম এবং সেই কারণে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য তারা সংগ্রাম করছে। সেই সংগ্রাম এই কারণেই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নয়, সেটা হচ্ছে স্ট্রাগল ফর কমপ্লিট ন্যাশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্স অর্থাৎ পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম। উত্থাপিত প্রস্তাবে সে বক্তব্য রাখা হয়েছে। এই সত্য যেন আমরা ভুলে না যাই। ভুলে গেলে এর গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারব না। আর তা ঠিকভাবে বুঝতে না পারলে এই সংগ্রামের প্রতি আমাদের যে কর্তব্য তাও আমরা করতে পারব না।

একথা ঠিক যে, ভারতবর্ষ বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার সব মানুষ এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলাদেশের সংগ্রামকে দেখছে না। কারও কারও মনে উঠতে পারে দুই বাংলা এক হোক এবং সেই কারণে তারা বাংলাদেশের সংগ্রামের সমর্থক। কেউ কেউ মনে করতে পারে পাকিস্তান দুর্বল হোক এবং সেই মানসিকতার জন্য তারা বাংলাদেশের সংগ্রামকে সমর্থন করতে পারে। তবে আমি বলব যে, এইভাবে ভাবলে বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতার সংগ্রামকে আমরা শক্তিশালী করার বদলে দুর্বলই করব। বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলাকে যুক্ত করে আবার একটা অখণ্ড বাংলাদেশ গড়ার জন্য লড়ছে না। তারা এক জাতির মানসিকতা নিয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপন করবার জন্যই সংগ্রাম করে চলেছে। এ বোধ ও দাবি ভারতীয় জাতীয়তাবোধের প্রোডাক্ট নয়। একটি নতুন জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের সংগ্রাম। আমাদের সঙ্গে মিলে অখণ্ড বাংলা গড়ার জন্য তারা লড়ছে না।

আমি কিছু কিছু সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় ও চিঠিপত্রের স্তম্ভে দেখেছি দুই বাংলা এক হোক, এই স্লোগান এখন দেওয়া হচ্ছে। এটা দেওয়া উচিত হবে না। আমার কথাকে ভুল বুঝে কেউ যেন না ভাবেন যে, আমি দুই বাংলা এক হোক তা চাই না। নিশ্চয়ই চাই। তবে

তা পারার পথ কি, তার পদ্ধতি কি হবে? তার পদ্ধতি কি হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে দুর্বল করা? নিশ্চয়ই না। কোন সুদূরভবিষ্যতে দুই বাংলা এক হতে পারে এখন নয়। ভবিষ্যতে যখন আমাদের দেশে ও বাংলাদেশে, উভয় দেশেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হবে তখন উভয় দেশের মানুষ স্বেচ্ছায় যদি দুই বাংলাকে এক করতে চায় কেবলমাত্র তখন দুই বাংলা এক হবে। তার আগে দুই বাংলার এক হবার সম্ভাবনার কণামাত্রও নেই। আর উভয় দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলেই যে এটা হবে তাও না। জাতীয় মনোভাব ও জাতীয় রাষ্ট্রের সামাজিক স্তর অতিক্রম করে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা গড়ার পথেই তা সম্ভব হবে। একথা যদি আমরা আমাদের দেশের মানুষকে না বোঝাতে পারি তাহলে আমি মনে করি যে, উভয় বাংলা এক হোক এই স্লোগান তোলার দ্বারা পাক সরকারের হাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাবার একটা হাতিয়ার তুলে দেওয়া হবে। তা যেন আমরা না করি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা সাহায্য কতদূর কি করেছি তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে, তবে তাঁদের সংগ্রামের কোন ক্ষতি যেন না করি। এ আবেদন আমি এই বিধানসভার মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে রাখতে চাই।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন যে, আরও কতগুলি প্রশ্ন এখানে উঠেছে। আমরা বাংলাদেশের সংগ্রামে সাহায্য করতে চাই। আমরা কি চাই আমাদের প্রস্তাবে তা আছে। বাংলাদেশে যে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং তার সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত কিনা এই প্রশ্ন উঠেছে। আমি মনে করি ভারত সরকারের অবিলম্বে এই স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। কোন্ দেশ স্বীকৃতি দিয়েছে, কোন্ দেশ এই সংগ্রামকে কি বলছে সেটা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। ভারত সরকার কি করছেন সেটাই আমাদের বিচার্য বিষয় হওয়া দরকার। ভারত সরকার যদি স্বীকৃতি দিতে না চান বা গড়িমসি করেন তাহলে তার কঠোর সমালোচনা করা উচিত এবং ভারত সরকারকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করা উচিত। আমি কংগ্রেস পক্ষের বন্ধুদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, এই প্রস্তাবে স্বীকার করা হয়েছে যে, ভারত সরকার ঠিকমত চলছেন না এবং আমরা প্রস্তাবে তার সমালোচনাও করেছি। এতদিন হয়ে গেল তবু কেন ভারত সরকার সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও তার সরকারকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন না? এখানে কেউ কেউ চীনের সমালোচনা করছেন। আমি মনে করি চীনের সমালোচনা করার বদলে ভারত সরকারের সমালোচনা করা উচিত। ভারত সরকার ভারতবাসীর কাছে দায়ী, ভারতবাসীর দাবিকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য। ভারতবাসীরা চায়, বাংলাদেশের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও তার সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। ভারত সরকার তা দিচ্ছেন না কেন? কি অন্তরায় আছে? ইন্টারন্যাশনাল ল - আন্তর্জাতিক আইন? তাতে তো স্বীকৃতি দিতে কোন বাধা নেই। ভূখন্ড, জনসংখ্যা ও একটি সরকার হলেই আন্তর্জাতিক আইনে একটি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে পারেন। এসবই বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আছে। আন্তর্জাতিক আইনেও যখন আটকায় না তখন ভারত সরকার কেন স্বীকৃতি দিচ্ছেন না? কেন অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য দিচ্ছেন না ভারত সরকার? বলা হচ্ছে যে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য দিলে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়তে হতে পারে। কথাটাও ঠিক নয়। আপনাদের চোখের সামনে কি উদাহরণ নেই? স্পেনে যখন গৃহযুদ্ধ চলছিল তখন সারা বিশ্বের গণতান্ত্রিক মানুষ স্পেন দেশের গণতান্ত্রিক মানুষকে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য অস্ত্রশস্ত্র, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড কি পাঠায় নি? ভারত সরকারেরও যদি সত্যিকারের ইচ্ছা থাকে সাহায্য করার তাহলে তাঁরা পারেন না এই কাজ করতে? চীন কোরিয়ায় মার্কিন আক্রমণ ঠেকাতে সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পাঠায় নি? ভারত সরকার যদি সত্য সত্যই সাহায্য করতে চাইতেন তাহলে তুলে দিতেন না দেশের মানুষের হাতে অস্ত্র? যে আর্মস অ্যাক্ট দিয়ে গোটা জাতিকে নির্বীর্য পঙ্গু করে রেখেছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা সেই অস্ত্র আইন চালু রেখে আজও জাতিকে পঙ্গু করে রাখা হচ্ছে না? সেই ঘৃণ্য আইন তুলে নিয়ে মানুষের হাতে অস্ত্র দিয়ে আওয়াজ তুলুন তোমরা স্বেচ্ছাসেবক হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করতে চলে যাও। দেখবেন হাজারে হাজারে স্বেচ্ছাসেবক যাবে। একেই বলে সক্রিয় সাহায্য করা। আমার

মনে হচ্ছে ভারত সরকারের এ ব্যাপারে একটা কিন্তু আছে। এই কিন্তু অবিলম্বে দূর হওয়া দরকার যদি সত্যিকারের সাহায্য আমরা করতে চাই।

কিছু কিছু সমালোচনা এসে পড়ে। সরকার পক্ষের সদস্যরা ইন্দিরা সরকারের প্রগতিশীলতার কথা বলছেন। ভাল কথা। কিন্তু আমাদের দল বিশ্বাস করে না যে, ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস বা সরকার প্রগতিশীল। আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত যে, তিনি একটা প্রগতিশীলতার মুখোশের অন্তরালে থেকে ভারতবর্ষে ফ্যাসীবাদ কায়েম করার চেষ্টাই করছেন। আমরা সমাজ বিজ্ঞানের ভিত্তিতে এই সঠিক সিদ্ধান্তে এসেছি। তার জন্য ভারত সরকারের ব্যবহারে নানা উল্টাপাল্টা জিনিস দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি মৌখিক সমর্থন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে উল্টো ব্যবহার—তার একটা প্রমাণ। যে সরকার বাংলাদেশের জন্য এত চোখের জল ফেলেও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছেন না সেই সরকার কিন্তু সিংহলে অস্ত্র পাঠাতে বিলম্ব করেন নি। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকদের অস্ত্র দিতে পারেন না। এটা ভণ্ডামি নয়? ভিয়েতনামের মানুষ যেখানে স্বাধীনতার জন্য অতুলনীয় লড়াই করছে সেই জায়গায় সেই স্বাধীনতাকামী মানুষের সমর্থনে এগিয়ে না এসে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে যে মার্কিন পদলেহী সরকার আছে তার কাছে মোটর, ট্রাক ও আরও নানা রকম সামরিক উপকরণ বিক্রয় করতে অনুমতি সেই সরকারই দিয়েছেন। এমনটা কেন হয়? হয় এই কারণে যে, ফরেন পলিসি ইজ আফটার অল দি প্রজেকশন অফ দি হোম পলিসি। যদি আভ্যন্তরীণ নীতি প্রতিক্রিয়াশীল হয় তাহলে বৈদেশিক নীতিতে তা প্রতিফলিত হবেই। পুঁজিবাদকে শক্ত করাই যেখানে আভ্যন্তরীণ নীতি সেখানে বৈদেশিক নীতি প্রগতিশীল হয় না। তাই ভারত সরকারের এই ভাব। ভারত সরকার যে সাহায্যের কথা মুখে বলছেন এর মধ্যে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য এবং এক বিশেষ শ্রেণীর দৃষ্টি ও স্বার্থ নিহিত আছে, যে শ্রেণী শাসক ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী। এটা যেন আমরা ভুলে না যাই। আর উদ্দেশ্য হ'ল, মৌখিক দরদ দেখিয়ে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করা। সে যাই হোক, আমরা দেখেছি যে, বাংলাদেশের আন্দোলনের গোড়ায় স্বাধীনতার সংগ্রাম ছিল না। প্রথমে মুজিব নেতৃত্ব চেয়েছিলেন প্রভিন্সিয়াল অটনমি উইদিন পাকিস্তান—পাকিস্তানের মধ্যেই পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। যখন সে দাবী স্বীকৃত হল না, যখন এই দাবী পাকিস্তানের শাসক সামরিক চক্র মানল না বাধ্য হয়েই বাংলাদেশের মানুষ অসহযোগ আন্দোলন শুরু করল এবং সেই শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনও বিশ্বের ইতিহাসে এক নজির সৃষ্টি করেছে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষে অসহযোগ আন্দোলন হয়েছিল। কিন্তু সে আন্দোলনও এত বিরাট ব্যাপক রূপ নেয় নি। মোট জনসংখ্যার তুলনায় সামান্য লোকই তাতে অংশগ্রহণ করেছিল; সর্বস্তরের মানুষও তাতে যোগ দেয় নি। আর বাংলাদেশে দেখলাম সমস্ত স্তরের সাধারণ মানুষ শুধু নয়, সেখানকার পুলিশ, সেখানকার সীমান্তরক্ষী বাহিনী, সেখানকার আমলাতন্ত্র এমন কি সেখানকার হাই-কোর্টের জজরা পর্যন্ত এই অসহযোগ আন্দোলনে নেমে গেল, গোটা জাতি এই আন্দোলনে নেমে গেল। সেই আন্দোলনের তুলনায় ভারতবর্ষে গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন নিঃসন্দেহে ম্লান। এমন অসহযোগ আন্দোলন পৃথিবীর আর কোথায়ও হয় নি। তার পর তাতেও যখন হল না তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষ বাধ্য হলেন সশস্ত্র সংগ্রামের পথে নামতে যখন পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী তাদের উপর আক্রমণ শুরু করল, যুদ্ধ তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হল। যুদ্ধ মাত্রই খারাপ নয়। যাঁরা প্যাসিফিস্ট বুর্জোইস ইলিউশন-এ ভোগেন তাঁরা যুদ্ধ মাত্রকেই ঘৃণা করেন। কিন্তু যুদ্ধ মাত্রই খারাপ নয়, এ ওয়ার মে বি আনজাস্ট ওয়ার অফ অ্যাগ্রেশন, অর এ জাস্ট ওয়ার ফর ন্যাশনাল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স, এ জাস্ট ওয়ার ফর ইম্যানসিপেশন অফ পিপল ফ্রম অল সর্টস অফ এক্সপ্লয়টেশন অফ ম্যান বাই ম্যান।

ঘৃণা করতে হবে অন্যায় যুদ্ধকে, বিরোধিতা করতে হবে অন্যায় যুদ্ধকে, সমর্থন করতে হবে ন্যায় যুদ্ধকে। বাংলাদেশের মানুষ যে সংগ্রাম করছে, আমাদের এই প্রস্তাবে আমরা রেখেছি তা জাস্ট ওয়ার ফর ন্যাশনাল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স। জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ন্যায়যুদ্ধ। একে

সমর্থন করতেই হবে আমাদের পশ্চিম বাংলার মানুষকে, পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীনতাকামী, শান্তিপ্রিয় মানুষকে এমন কি পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষকে। প্রকৃত শান্তি, যে শান্তি কবরের শান্তি নয়, সে শান্তি আসতে পারে এই যুদ্ধবাজদের হীন চক্রান্তকে পরাস্ত করে।

পাকিস্তানী সামরিক চক্র বাংলাদেশে যে কাজ করছে সেটা যুদ্ধও নয়, গণহত্যা—জিনোসাইড। আন্তর্জাতিক আইনেও যা অপরাধ। কিন্তু এ থেকে এ কথাটা যেন না আসে যে, পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীরা লড়ছে বা বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবীরা লড়ছে। লড়ছে স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিক মানুষ ফ্যাসিস্ট সামরিক চক্রের বিরুদ্ধে। এখানে ধর্ম, বর্ণ, উপজাতি প্রভৃতির প্রশ্ন আসে না। তাই মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার বক্তব্য পরিষ্কার। যে প্রস্তাব আমরা রেখেছি সেটা যেন কাগুজে প্রস্তাব না হয়। আর কাগুজে প্রস্তাব যদি আমরা না করতে চাই আমি আশা করব কংগ্রেস দলের সদস্যরাও আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যদের সঙ্গে মিলে ভারত সরকারের উপর চাপ দেবেন। আমি মনে করি ভারত সরকার আজ পর্যন্ত মৌখিক সহানুভূতি ছাড়া বিশেষ কিছুই করেন নি। নৈতিক সমর্থন নিশ্চয়ই করতে হবে, কিন্তু তার দিন দীর্ঘদিন গত হয়েছে। আজকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অস্ত্র দিলে মোটরিয়াল হেল্প বাস্তব কার্যকরী সাহায্য দেওয়া দরকার। এ লড়াই তাড়াতাড়ি শেষ হবে না। এ সংগ্রামকে জনযুদ্ধ হতেই হবে তাকে সফল হতে হলে, যার একদিকে সংগঠিত সশস্ত্র সেনাবাহিনী আর অন্যদিকে জনসাধারণ। এই জনযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হতে বাধ্য। এই সংগ্রামে মদত দিতে হলে আমাদেরও সেইভাবে সাহায্য দেবার দরকার আছে। ভারত সরকারকে আমরা যদি বাস্তব কার্যকরী সাহায্য দিতে বাধ্য করতে না পারি তাহলে আমরা কর্তব্যচ্যুত হব। এই প্রস্তাবে পশ্চিম বাংলা সরকার এবং মানুষকে সে কথা জানানো হয়েছে। এ কথা যেন মুখের কথা না হয়, এটা যেন কার্যকরী আন্দোলনের রূপ নেয়। সরকারপক্ষের সদস্য ও সরকার এবং সমস্ত মানুষকে এই অনুরোধ আমি করছি। আন্দোলন গড়ে তুলতে এ রাজ্যের মানুষকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি।

শ্রী সামসুদ্দিন আহমেদ: মাননীয় স্পীকার মহাশয় আজকে বাংলাদেশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে দু একটি কথা বলতে চাই। স্যার, আমার কনস্টিটিউয়েন্সি একেবারে সীমান্তে অবস্থিত তার নাম কালিয়াচক। এই কালিয়াচক কনস্টিটিউয়েন্সির ভেতরে আমি নিজের চোখে দেখেছি অনেকগুলি শিবির সেখানে খোলা হয়েছে। এই সমস্ত শিবিরে ঘুরে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে যে বিবরণ আমি পেয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ঐ জঙ্গী শাসকগোষ্ঠী কিরকম অমানুষিকভাবে স্বাধীনতাকামী তথা গণতন্ত্রের বাহক বাঙ্গালী জনসাধারণের কণ্ঠরোধ করতে কি অত্যাচার চালাচ্ছেন তার বিবরণ যাঁরা এসেছেন তাঁদের কাছ থেকে শুনেছি। এসব কথা বলতে গিয়ে তাঁরা অঝোরে কেঁদেছেন। স্বামী, স্ত্রী হতে, শিশু মা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখানে এসেছেন। হয়ত স্বামী রয়ে গিয়েছেন বাংলাদেশে, স্ত্রী কোন প্রকারে চলে এসেছেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গে। এরকম করুণ বিবরণও আমি পেয়েছি।

আমি এই প্রসঙ্গে একথা বলতে চাই যে, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী আমরা এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সেই জঙ্গী শাসনের অধীনে বহুদিন থাকার পর নানারকম অনাচার, অত্যাচার সহ্য করার পর বাংলাদেশে তথা পূর্ব বাংলার জনমুখ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। সুযোগ পেয়েছিল নির্বাচনের মাধ্যমে এবং তার জবাব জনসাধারণ দিয়েছিল। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী আমরা এবং গণতন্ত্রের মাধ্যমে আমরা চলতে চাই যেমন পৃথিবীর মানুষ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে সুখে শান্তিতে আজ নিজের কথা চিন্তা করতে পারছে। তাদের মুখ থেকে শুনে আজ এ কথা বলতে চাই, তাদের অনেক এম এল এ, এম পি-র সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে যে বিবরণ পেয়েছি এবং অনেকে পেয়েছেন, আমার বিশ্বাস তারা যে লড়াই করছে সে লড়াই তারা করতে চায় নি সশস্ত্রভাবে। তারা চেয়েছিল অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে, শান্তির মাধ্যমে, গণতন্ত্রের মাধ্যমে তাদের স্বায়ত্তশাসন, যাতে তারা নিজেদের কথা নিজেরা চিন্তা করতে

পারে সেই রকম সুযোগসুবিধা নেওয়ার কথা তারা চিন্তা করেছিল। কিন্তু আমরা জানি এবং খবরের কাগজ থেকে দেখেছি এবং তাদের কাছ থেকে শুনেছি যে, নেতা মুজিবর রহমান যে প্রস্তাবগুলি রেখেছিলেন সে বিষয়ে আলোচনা করার অভিনয় করার জন্য সেই জঙ্গীশাহী ইয়াহিয়া সাহেব এসেছিলেন এবং তার সঙ্গে তাঁর সাকরেদ ভুট্টো সাহেবও এসেছিলেন। তারপর আলোচনা চলতে চলতে হঠাৎ ভুট্টো সাহেব অন্তর্হিত হলেন এবং ইয়াহিয়া সাহেবও অন্তর্হিত হলেন এবং তার বদলে রেখে গেলেন—কি রেখে গেলেন? রেখে গেলেন সশস্ত্র ঐ সৈনিকদের যারা শিশু, মাতা স্বামী, পুত্র সবাইকে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারল। সবচেয়ে দুঃখের কথা যে, সেখানে যারা শিক্ষক, শিক্ষিত সমাজ এবং যারা ছাত্র, যারা যুবক, যারা আইনবিদ, যারা বৈজ্ঞানিক, যারা ইঞ্জিনীয়ার, সবাইকে তারা গুলি করে মেরেছে। তাদের এক একটা করে ধরে শুট ডেড করেছে। কোন প্রশ্ন নেই, কোন ট্রায়াল নেই, তাদের গুলী করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ-দর্শীর মুখ থেকে শোনা কথা যে, যাকে সন্দেহ করা হয়েছে রাস্তার উপর তাকে গুলী করা হয়েছে। যাকে সন্দেহ করা হয়েছে ছাত্র তাকে গুলী করা হয়েছে। যাকে দেখছে সে ভয়ে পালাচ্ছে কিন্তু সে ছাত্র নয় তবুও তাকে গুলী করে মারা হয়েছে। এমন কি আওয়ামী লীগের সমর্থক বলে সন্দেহ হয়েছে যাকে তাকে গুলী করে মারা হয়েছে। সাধারণ মানুষ, সবাই তো আর পার্টির সমর্থক নয় প্রত্যেকটি মানুষ তো পার্টির সভ্য নয়, তারা গণতন্ত্রের বিশ্বাসী হয়ে তাদের নিজেদের মত ব্যক্ত করেছিল। এই রকমভাবে তারা বলি হয়েছে সেই জঙ্গী শাসনের কাছে। আমার এই বক্তব্য হচ্ছে, আমরা প্রবণতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এই আইনসভায় অনেক কথা বলে চলেছি। অনেক প্রশ্ন উঠেছে অনেক সন্দেহের কথা উঠেছে। কিন্তু আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে যে প্রশ্নটা এখানে উত্থাপন করতে চাচ্ছি মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে। আমরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যা দেখতে পাচ্ছি তা সকলেই জানেন যে, ইয়াহিয়া খান মদত কোথা থেকে পাচ্ছে কোন কোন দেশ থেকে অস্ত্র সাহায্য দিচ্ছে। আজকে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ছোট ছোট ছেলেরা মুজিবকে লাল সেলাম বলছে জয় বাংলা লাল সেলাম বলছে। কিন্তু আজকে বিরোধী দলের নেতা যিনি এখানে উপস্থিত আছেন তাঁকে আমার সব অনুরোধ জানাচ্ছি এবং তাঁকে দয়া করে বলতে বলছি যে আজকে ইয়াহিয়া খান এই নিরপরাধ জন-সাধারণকে আমেরিকার অস্ত্র দ্বারা গুলী করে হত্যা করছে তাকে লাল সেলাম কে জানাচ্ছে? জানাচ্ছে চীন। চীন আজকে মদত জানাচ্ছে ইয়াহিয়া খানকে। তাই আমি বিরোধী দলের নেতাকে অনুরোধ করছি যে তিনি দয়া করে চীনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনুরোধ করুন যাতে ইয়াহিয়া খানকে মদত দেওয়া বন্ধ করেন। সর্বশেষে আমি এই প্রস্তাবকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসুধীন কুমারঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় আমাদের হাউসে পেশ করেছেন এবং যেটা অন্যান্য সদস্য শ্রীস্যার্টি ও সমর্থন করেছেন সেই প্রস্তাব সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমি বক্তব্যটি করে আপনাদের সামনে পেশ করতে চাই। আমাদের এই হাউসে অনেকে খুব উৎসাহের সঙ্গে বলেছেন যে এত বড় গণসমর্থন ইতিপূর্বে খুব কম দেশেই দেখা গেছে যেখানে আন্দোলন শুরু হবার পর থেকে এত ব্যাপক এবং এত ঐক্যবদ্ধ সমর্থন সেই আন্দোলনের পিছনে আছে। এখানে আরো অনেক তর্কের কথা উঠেছে। কিন্তু সেই তর্কের অবসান ঘটবে যদি আমরা এই আন্দোলনের ইতিহাসটিকে একটু দেখি। এই আন্দোলন হঠাৎ শুরু হয় নি। নির্বাচনের উৎসাহের কথা যাদের প্রস্তাবে লেখা আছে। কিন্তু সেই নির্বাচনের আগে দীর্ঘ ২০ বছরের সংগ্রামের ইতিহাস পূর্ব পাকিস্তানে আছে। ১৯৪৮ সালের প্রথম দিন থেকে যেদিন জিন্না সাহেব ঢাকায় গিয়ে ঘোষণা করলেন যে পাকিস্তানে একটিমাত্র ভাষা হবে, সে ভাষা উর্দু ভাষা, সেদিন থেকে পূর্ববাংলার গণআন্দোলন এটাকে স্বীকার করে নেয় নি। তারা বুঝেছিল যে, তাদের নিজস্ব স্বকীয়তা চাপিয়ে দেবার প্রচেষ্টা পাকিস্তানের শাসকশ্রেণী করছেন এবং সেদিন থেকে আন্দোলনের নানা দিক প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৪৮ সালে ভাষার ব্যাপারে আমরা আন্দোলনের ইতিহাস দেখেছি। ১৯৫০ সালে যে কৃষক আন্দোলন হয়েছিল, আমাদের এই হাউসে তার একজন অন্যতম নেতা উপস্থিত আছেন এবং তাদের আহ্বানে রাজশাহী জেলে যে গুলী চলেছিল সেই গুলী খাওয়া মানুষ এখনও আমাদের

এই হাউসে উপস্থিত আছেন। গত হাউসে আর একজন ছিলেন যিনি ঐ আন্দোলনের নেতা ছিলেন। ১৯৫২ সালের সেই আন্দোলনে ১৩ জন ছাত্র এবং শ্রমিকদের মধ্যে কিঞ্চিৎ নিহত হয়েছিলেন। তারপরে ওরা প্রথম নির্বাচন করতে বাধ্য হয়। সেই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের মধ্যে নির্বাচন হয়। কিন্তু নির্বাচন হলে কি হবে—যে সরকার তখন গঠিত হয়েছিল সেই সরকার বুঝতেন যে, চলতে দেওয়া হবে না এবং সেই নির্বাচনে—যে মুসলিম লীগের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে গণআন্দোলনের ফলে পূর্ববাংলার ইতিহাস থেকে তারা মুছে গেছে। সেদিন সেখানে জয়যুক্ত হয়েছিল একটি যুক্ত ফ্রন্ট যে যুক্ত ফ্রন্টের মধ্যে সম্মানীয় ফজলুল হক সাহেব ছিলেন এবং আরো অন্যান্য নেতারা ছিলেন। এবং কৃষক শ্রমিক বাঁচার জন্য যে গভর্ণমেন্ট গঠন করেন তাকে চলতে দেওয়া হয় নি সেই কুখ্যাত সেকসান ৯২ ব্যবহার করে তাকে বাতিল করে সেই গভর্ণমেন্টকে ভেঙে দিয়ে ইসকান্দার মির্জাকে পাঠিয়ে সেখানে স্বেচ্ছাচারী শাসন কায়েম করেছিল। তার পরবর্তী ইতিহাস হচ্ছে ১৯৫৬ সালে সাধারণ নির্বাচন—তারপর সমস্ত পাকিস্তানে এই প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়েছে এবং সেখানে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। মুসলিম লীগের সে চেহারা ছিল না এবং আতাউর রহমান সেখানে চীফ মিনিস্টার হয়েছিলেন এবং ফজলুল হক সাহেব গভর্ণর হয়েছিলেন। পরবর্তী ইতিহাস আপনাদের স্মরণ আছে যে কেমন করে সেখানে গভর্ণমেন্ট ভেঙ্গে দিয়ে ভাসানী সাহেব আবদুল গফফর সাহেব তাঁদের জেলে পাঠানো হয় এবং কেমন করে সেখানে গভর্ণমেন্ট ভেঙে দেওয়া হয়। তারপর ১৯৬২ সালে সেখানে ছাত্ররা আন্দোলন করেছিলেন কুখ্যাত এডুকেশন রিপোর্ট বাতিল করার জন্য এবং তখন থেকেই গণতন্ত্র ও স্বাধীকারের দাবীতে ঢাকার রাস্তায় আন্দোলন শুরু করেছিল। এবং তারই সেই প্রতিবাদের চেহারা দেখে আয়ুবশাহী সেখানে নূতন কনস্টিটিউশন-এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে আবার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে তার সেই তথাকথিত গণতন্ত্র সেটা বেসিক ডেমোক্রেসি তাঁরা বলেছেন, তাঁরা সেইটা দিয়ে চালাবার চেষ্টা করেছিলেন, পুরো গণতন্ত্র দেন নাই, সীমাবদ্ধ গণতন্ত্র দিয়েছিলেন তাই চালাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ রূপে পূর্ববাংলার গণআন্দোলন তীব্রভাবে দেখা দিয়েছিল। সেই আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস থেকে ১৯৬৩ সালে ইতিপূর্বে সিক্স-পয়েন্ট প্রোগ্রাম ইনিসিয়েট করেন অল্প দিনের মধ্যে সেই ছয় পয়েন্ট পরে তাদের ১১ দফা দাবী তাঁরা তুলে ধরেছিলেন। এই দীর্ঘ ইতিহাসের পরিণতি হিসাবে আজ পূর্ব-বাংলায় বিরাট গণআন্দোলন তথা মুক্তি আন্দোলন সেখানে শুরু হয়েছে। সুতরাং এটা হঠাৎ ঘটেনি। একজন ব্যক্তির নেতৃত্বে হঠাৎ নির্বাচন জেতার জোরে দিয়ে এটা ঘটেনি। দীর্ঘ ২০ বছর ধরে রক্ত দিয়ে আমাদের বাংলাদেশের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য বহন করেছে এ পারে বহন করে নূতন গণতান্ত্রিক আন্দোলন ভারতবর্ষে সৃষ্টি করেছিল ওপারেও তারা সেই ঐতিহ্য বহন করেছে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে যেমন আমরা করেছিলাম। তাঁরা বাংলা-দেশের গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতার লড়াই এর জন্য অগ্রসর হয়ে এসেছিলেন। সেইজন্য আমরা দেখছি এই বিরাট আন্দোলনের চেহারা। দ্বিতীয়তঃ এই আন্দোলনে একটা জিনিস দেখেছি—ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করছে। এই ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে লড়াই এর চেহারা আর একটা চেহারা নেওয়া দরকার ন্যাশনাল কোশ্চেন সেখানে এখন আবির্ভূত হয়েছে। এই ন্যাশনাল কোশ্চেনের মূলকথা দুটি—প্রথমতঃ জাতিগতভাবে তাদের উপর শোষণ চাপানো হয়েছে আর জাতিগতভাবে তাদের উপর অত্যাচার চালানো হয়েছে। এই অত্যাচারের ইতিহাস অনেকে বলেছেন। শোষণের ইতিহাস সেই আচরণের মধ্য দিয়ে এখানে এসেছে। আমি সেটা এখানে একটু তুলে ধরতে চাচ্ছি। পূর্ববাংলার অধিবাসীদের তারা জাতিগতভাবে কিভাবে অপ্রেশান করেছে, এক্সপ্লয়েট করেছে তারা তার একটি বিবরণ দিয়েছেন। রাজস্ব খাতে ব্যয় বাংলাদেশে যেখানে এক হাজার পাঁচ শো কোটি টাকা সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে রাজস্ব খাতে ব্যয় পাঁচ হাজার কোটি টাকা। উন্নয়ন খাতে ব্যয় বাংলাদেশে তিন হাজার কোটি টাকা, আর পশ্চিম পাকিস্তানে হচ্ছে ৬ হাজার কোটি টাকা। বৈদেশিক বাণিজ্যের আয় আসে শতকরা ২০ ভাগ বাংলাদেশে, আর শতকরা ৮০ ভাগ যায় পশ্চিম পাকিস্তানে। বৈদেশিক আমদানির শতকরা ২৫ ভাগ পৌঁছে বাংলাদেশে, আর শতকরা ৭৫ ভাগ যায় পশ্চিম পাকিস্তানে। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরির শতকরা ৮৫ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকারে, আর শতকরা মাত্র ১৫ জন বাংলাদেশের

অধিবাসী পায়। সামরিক বিভাগের শতকরা ৯০ জন পশ্চিম পাকিস্তানী, আর মাত্র ১০ জন বাংলাদেশের লোক। চালের দাম যেখানে ৫০ টাকা বাংলাদেশে, সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে মাত্র ২৫ টাকা। আটার দাম পশ্চিম পাকিস্তানে যেখানে ১৫ টাকা, বাংলাদেশে সেখানে ২৫ টাকা। সরিষার তেল বাংলাদেশে হচ্ছে ৫ টাকা, আর আড়াই টাকা হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে। সোনার দাম বাংলাদেশে ১৭০ টাকা, আর পশ্চিম পাকিস্তানে সেই সোনার দাম ১৩৫ টাকা। এবং এই যে বৈষম্য, এই বৈষম্য তারা তুলে ধরেছেন, এই যে জাতিগতভাবে তাদের উপর বৈষম্য দেখানো হচ্ছে—এই যে পক্ষপাতদৃষ্ট সরকার এবং তার অত্যাচারের যে কাহিনী সেটা আরও অনেকে বলেছেন, তার পুনরাবৃত্তি আমি করতে চাই না—সেইজন্য সেখানে এই জাতীয় প্রশ্ন এসে গেছে। যে জাতীয় প্রশ্ন আমাদের দেশে সেইভাবে নেই, এবং এই জাতীয় প্রশ্ন থাকার জন্য সেখানে এই বিরাট সমর্থন, দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস এবং এইভাবে জাতিগত শোষণ এবং শাসন এর জন্যই সেখানে ঐ ঐক্য এবং জাতীয় সমর্থন গড়ে উঠেছে। এবং এই অবস্থায় আমরা আজ তাদের সমর্থন জানাতে গিয়ে যে সমস্ত কথা বলেছি, আমরা আশা করি যে, যদিও উভয় পক্ষ থেকেই বলছি, তারা যা যে উদ্দেশ্য নিয়েই বলে থাকুন আশা করা যায় আগামী দিনে তার পরীক্ষা তারা দেবেন। আগামী দিনে, যারা আজ এখানে প্রতিবাদ করেছেন, তারা সমর্থন জানান। তারাও বাস্তব ক্ষেত্রে তার পরিচয় দেবেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত যা আজকে উঠেছে বলে উল্লেখ করার দরকার এবং যেটা আমাদের কর্তব্য, এখানে গভর্ণমেন্ট পক্ষের সমস্ত দল এটা সমর্থন করছেন, কিন্তু আমি হৃদয়ে জানি যে, গভর্ণমেন্ট পক্ষের অন্ততঃ মুসলিম লীগের, যাদের ওখানে যে ভূমিকা আছে, সেই ভূমিকা থেকে তারা নিজেদের যদি পৃথক করতে চান, নিশ্চয়ই সেই অধিকার তাদের আছে এবং যখন এটাকে সমর্থন করছেন, আমি আশা করি তাদের ভূমিকা কোথায়, সেটা জানাবার জন্য, বাংলাদেশের যে একটিমাত্র মিশন আমাদের দেশে আছে, সেই মিশনে গিয়ে এরা তো তাদের সমর্থন জানিয়েছেন বলে শুনি নি। আমরা তো শুনি নি তাদের পক্ষে এই আন্দোলনে বাংলাদেশের সংবাদপত্র আছে, মিটিং-এর ক্ষেত্র আছে, বিরাট ময়দান আছে—অনেকেই তো সমর্থন জানিয়েছেন প্রকাশ্যে, কিন্তু ওদের পক্ষ থেকে কাউকে তো সেই বিরাট আন্দোলনকে অভিনন্দন জানাতে শুনি নি। সেটা যদি আজও না শুনে থাকি কালকে যদি তার পরিচয় দেন তাহলে আমরা খুশি হব। কিন্তু সেই পরিচয় আমরা পাই নি। সেইজন্য এই হাউসের সামনে যদি আমাদের সকল কর্তব্য স্মরণ করার সঙ্গে এটাও সেখানে আমরা মনে করি যে, আমাদের মধ্যে ঐকমত হওয়া সত্ত্বেও দ্বিমতের চেহারা আছে, তাহলে কি এই কথা বলা অন্যায় হবে যে, সরকার পক্ষ থেকে যখন এত অকণ্ঠ সমর্থনের কথা বলা হচ্ছে, তখন যে মুসলিম যোদ্ধারা গাড়ি নিয়ে এসেছে এখানে, সেই গাড়ি কেন এস ডি ও বাজেয়াপ্ত করেছে সামান্য রেশন কার্ড চাইবার জন্য তারা আমাদের এই হাউসের সদস্য গভর্ণমেন্ট নেতাদের কাছে গেছেন, তাদের বলা হয়েছে দরখাস্ত করুন, মশারি চাওয়া হয়েছে যে সমস্ত যুবক সেখান থেকে লড়ে এসেছে গায়ে ক্ষত আছে যারা হাসপাতালে আছে তারা কিছু সাহায্য চেয়েছে, তাদের বলা হয়েছে দরখাস্ত করুন। একজন একটা সরকারী হাসপাতাল থেকে পরশু দিন আমার কাছে টেলিফোন করেছিলেন যে, তার ব্যবহার্য একটু সাবানও তারা পান নি, আমাদের সেটুকুও যোগান দিতে হবে। সরকারী সদিচ্ছার প্রমাণ এর মধ্যে দিয়ে পাওয়া যায় না, যদি তা প্রমাণ করতে হয় তাহলে তার ব্যবস্থাতেও করা উচিত। প্রস্তাব ভাল জিনিস, কিন্তু প্রস্তাবের সঙ্গে তার ব্যবস্থা নেবার দায়িত্ব আশা করি মুখ্যমন্ত্রী যিনি এই প্রস্তাব পেশ করেছেন, তিনি লক্ষ্য রাখবেন। শেষ পর্যন্ত যদি কেন্দ্রীয় সরকার না মানেন—এখানে এই হাউসে আহ্বান করা হয়েছে যে, যেন বাংলাদেশে যে গণআন্দোলন চলছে কেন্দ্রীয় সরকারকে তারা যেন চাপ দেন এবং বাধ্য করেন যাতে তারা আমাদের এই দাবী মেনে নেন। সেখানে আমরা সেই সততার পরিচয় দিতে বলবো যে, যদি ধর্মঘট করার প্রয়োজন হয়, যদি বাংলাদেশে সাধারণ ধর্মঘট করার প্রয়োজন হয়, বাংলাদেশের মানুষ গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে যেভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে এবং রায় দিতে অভ্যস্ত সেই পথ যদি নিতে হয়, আশা করবো যে সরকার পক্ষের সমস্ত দল যারা আজকে এই প্রস্তাবের পক্ষে, তারাও সেই সাধারণ ধর্মঘটে তাদেরও সমর্থন জানিয়ে, আজকের এই প্রতিশ্রুতির পরিচয়স্বরূপ রাখবেন।

শ্রীশংকর ঘোষঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে যে প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রী উত্থাপন করেছেন আমি তা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি। বাংলাদেশে যে আন্দোলন হচ্ছে, সেই আন্দোলনের নজীর ইতিহাসে নেই এবং এই যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, এই আন্দোলনের মাধ্যমে মুজিবর রহমান বাংলাদেশে একটা গণতান্ত্রিক সমাজবাদী ব্যবস্থা স্থাপন করতে চেয়েছিলেন।

মুজিবর রহমান প্রথমে সশস্ত্র বিপ্লবের কথা ভাবেন নি। মুজিবর রহমান যখন আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন তখন তিনি অসহযোগ আন্দোলন করেছিলেন। পাকিস্তানে তখন কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল না। মুজিবর রহমানকে তাই গণআন্দোলন করতে হয়েছিল, তাতে আয়ুব খাঁ ক্ষমতা হারায়। তারপর ইয়াহিয়া খাঁ আসেন এবং সেই গণআন্দোলনের জন্য ইয়াহিয়া খাঁকে নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। সেই সর্বপ্রথম পাকিস্তানে ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোটার-এর ভিত্তিতে, সর্ব মানুষের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন হয়। সেই নির্বাচনে মুজিবর রহমানের দল বাংলাদেশে ১৬৯টি আসনের ভেতর ১৬৭টি আসন পায়।

এতবড় বিরাট জয় নির্বাচনের ইতিহাসে কোন দিন হয় নি। এর কারণ আছে। মুজিবরের যে সংগ্রাম সেই সংগ্রাম সর্বাত্মক সংগ্রাম ছিল। সেই সংগ্রাম কেবলমাত্র অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রুটিরুজির সংগ্রাম ছিল না, কেবলমাত্র পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছিল না সে সংগ্রাম সাংস্কৃতিক সংগ্রাম ছিল, সে সংগ্রামের ভিত্তি ভাষা আন্দোলন ছিল এবং সেই সংগ্রাম সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সংগ্রামের সমন্বয়। তারই জন্য বাংলাদেশে একটা অভূতপূর্ব একতা দেখা যায়। এইজন্য মুজিবরের সংগ্রামকে সর্বস্তরের মানুষ সহায়তা করল। আজকে আমরা মুজিবরের সংগ্রাম থেকে যে শিক্ষা লাভ করেছি সেটা হ'ল এই যে, যে দেশে গণতন্ত্র নেই সেখানে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কথা আসে।

আমাদের ভারতবর্ষের ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক নেতা বলেছেন যে এখানে ফ্যাসিজম রয়েছে, গণতন্ত্র নেই। আমি বলব তাঁরা বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে কথা বলছেন না। মুজিবর বাংলাদেশে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তিনি আশা করেছিলেন যে সামরিক সরকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন। মুজিবর বাংলাদেশে প্রথমে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন নি সশস্ত্র বিপ্লবের পথ নেন নি। ২৫শে মার্চ যখন মুজিবরের দলকে বেআইনী ঘোষণা করা হ'ল, মুজিবরকে দেশদ্রোহী বলা হ'ল তারপর মুজিবর সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বললেন। সুতরাং মুজিবরের আন্দোলন থেকে একথা আসে না যে সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া কোন পথ নাই সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। মুজিবর প্রথমে অসহযোগ আন্দোলন করেছিলেন এবং আশা করেছিলেন যে, এই অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে গণতন্ত্র স্থাপিত হবে।

আমাদের এই ভারতবর্ষে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর এই বাংলাদেশে কংগ্রেস সরকার পরাজিত হয়েছিলেন এবং যুক্ত ফ্রন্ট সরকার গঠন করেছিলেন। তারজন্য কোন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দরকার হয় নি সেটা সংবিধানের ভেতর দিয়েই হয়েছিল। সেই যুক্ত ফ্রন্ট সরকার যখন এলেন তখন তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল তাঁদের সংখ্যা ছিল ২১৪। এতবড় সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোন সরকারের ছিল না। এই যুক্ত ফ্রন্ট সরকার যখন এলেন তখন কংগ্রেস দল তাঁদের কোন বাধা দেয় নি, কোন রক্তপাত হয় নি বোমা পিস্তল ছোঁড়া হয় নি।

এবারেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এলেন গণতান্ত্রিক পথে। সুতরাং আজকে এই যে গণতন্ত্র হত্যার কথা উঠেছে সেই হত্যা কারা করছে সেটা একটু অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিবেচনা করুন, বাস্তব অবস্থার দিকে তাকিয়ে দেখুন।

অত্যন্ত দুঃখের কথা এই যে, এই প্রস্তাব সমর্থনের ভিত্তিতে সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ হয়েছে। আমরা আশা করেছিলাম প্রস্তাবটা সর্ববাদীসম্মতভাবে এসেছে, এর ভেতর কোন বিভেদ, আক্রমণ, সমালোচনা থাকবে না। কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম বাংলাদেশের কথা

ছেড়ে অনেক কথা এখানে হয়ে গেল। সুতরাং এই যে বাংলাদেশ, এই বাংলাদেশের কথাই আমি বলতে চাই। এই বাংলাদেশের গণহত্যা বন্ধ করার জন্য এই সভা যে প্রস্তাব এনেছে তাকে সমর্থন করে আমি একথা বলতে চাই যে, এই গণহত্যাকে ধিক্কার দেওয়া হয়েছিল রাষ্ট্রসংঘে ৯ই ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালে। তখন রাষ্ট্রসংঘে একটা প্রস্তাব আনা হয়েছিল গণহত্যাকে বেআইনী ঘোষণা করে এবং তাতে একথাও বলা হয়েছিল যে, যে দেশে গণহত্যা চলবে রাষ্ট্রসংঘের অধিকার থাকবে সে দেশের গণহত্যা বন্ধ করবার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার এবং সে প্রস্তাব যখন পেশ করা হয়েছিল তখন পাকিস্তানের যে সদস্য ছিলেন তিনি সেই প্রস্তাব বিশেষভাবে সমর্থন করেছিলেন এবং রাষ্ট্রসংঘের সেদিনের সভায় তিনি অনেক করতালি পেয়েছিলেন। সুতরাং পাকিস্তান যে বলছে যে, বাংলাদেশে যে জেনোসাইড চলছে, যে গণহত্যা চলছে তাতে রাষ্ট্রসংঘের কোন এক্তিয়ার নেই হস্তক্ষেপ করার সেটা তার স্ববিরোধী। রাষ্ট্রসংঘের চ্যাপটার-সেভেনে আছে যে, যেখানে যুদ্ধের আশংকা রয়েছে, শান্তি বিঘ্নিত হবার আশংকা রয়েছে, সেখানে রাষ্ট্রসংঘ ব্যবস্থা নিতে পারেন। সুতরাং আমরা আশা করি রাষ্ট্রসংঘ দেরীতে হলেও এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। আমরা আরও আশা করি যে, ভারত সরকার তাদের স্বীকৃতি দেবেন। দুঃখের বিষয়, লালচান যে পিপল ও লিবারেশনের কথা বলে তারা বাংলাদেশের পিপলের লিবারেশনের জন্য বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির জন্য একবারও এগিয়ে এলেন না।

শ্রীরাম চ্যাটার্জিঃ স্পীকার মহাশয়, আজ বাংলাদেশে পূর্ব বাংলায় যে স্বাধীনতা সংগ্রাম সেই মুক্তি সংগ্রামের পরিপূর্ণ সমর্থন করতে গিয়ে গোটাকতক কথা বলবো। পূর্ব বাংলা আমার রক্ত আমার খুন, আমার প্রাণের বাংলা। সেখানে বাঙ্গালী লড়ছে, তারা মরছে, তারা মাথা নত করছে না মুক্তির জন্য। নাড়ীর যোগ আছে, রক্তের যোগ আছে তাদের সাথে। সাথে সাথে আছে নাড়ীর সম্বন্ধ। ওই যে পূর্ববাংলার মানুষ করাচীর একটা কলোনীতে পরিণত হয়েছিল, ব্যথায় ব্যথায় মানুষ সেখানে নিষ্পেষিত হচ্ছিল। বলবো, হে পূর্ববাংলার মানুষ, সমব্যথী হিসাবে এখানকার এই পশ্চিম বাংলার মানুষ দিল্লীর কলোনীতে পরিণত হয়েছে। পাঁচ শত কোটি টাকা এখান থেকে সমস্ত নিয়ে যাচ্ছে, মাত্র ৫০ কোটি টাকা দিয়ে দিচ্ছে। আর আমরা চাতক পাখির মতো 'হা, হা, হা' করে চেয়ে থাকি। আমাদের আকাশে-বাতাসে কি দেখি. আমরা প্রতিনিধি হয়ে এসে, যখন নির্বাচিত হয়ে যাই, নির্বাচিত প্রতিনিধি গিয়ে কি দেখে, না খেয়ে মানুষ কুকড়ে পড়ে আছে, বিক্ষোভ, বিক্ষোভ আর বিক্ষোভ। চারদিকে বিক্ষোভ দেখছি, শুনছি, আরও দেখছি। হিমালয় থেকে নেমে এসেছে একদিকে গঙ্গা, আর একদিকে পদ্মা। পদ্মায় যে কারেন্ট রয়েছে, সেই কারেন্ট চলেছে পূর্ববাংলাকে বিধৌত করে, আর আমাদের এই গঙ্গায় চরা পড়ে গিয়েছে। সেই পদ্মার বান ডাকবে, সেইদিন যারা নির্মমভাবে আমাদের উপর অত্যাচার করে যাচ্ছে তারা টিকবে না, ওই কারেন্টে ভেসে যাবে, আমাদের সরকারের সাহস হবে না। চীনের কথা বলবো না, রাশিয়ার কথা বলবো না, আমি এ দেশের মানুষ, ভারতবর্ষের কথা বলবো। আমার সরকার কি করছে? সাথে মনে প্রশ্ন জাগে, প্রশ্নটা হচ্ছে এই, কেন অস্ত্র দিচ্ছে না? কারণ লুঙ্গিপরা মানুষগুলো, চাষী-মজুর তারা এক সাথে লড়ছে। তাদের হাতে অস্ত্র পড়লে কি জানি কি হয়। পূর্ববাংলা মুক্ত করে হয়ত সেই মানুষ এগিয়ে আসবে সেই অস্ত্র নিয়ে। এটা সন্দেহ জাগছে মনে। এটা কি সত্য? এতদিন হয়ে গেল। রেডিও মারফত চারদিকে আওয়াজ, কান্নার আওয়াজ, গানের আওয়াজ। ক্ষুধাতুর শিশু চায় না কিছু, খালি দুটো ভাত, একটু নুন। কিন্তু সেখানকার মানুষ চায় অস্ত্র, বুলেট। কারণ তারা চাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানী যারা তাদের উপর অত্যাচার করছে তাদের হাত থেকে বাঁচতে চায়। কিন্তু আমরা এখানে ত্রাণ করছি—তাদের আমরা ত্রাণকর্তা নই। তারা বলছে, আমাদের মুক্তির জন্য অস্ত্র দাও। আমাদের অভ্যাস আছে রিলিফ দেওয়া, কিন্তু ওরা রিলিফ চায় না, ওদের মুক্তির ত্রাণ ওরা নিজেরাই আনবে। সেজন্য ওরা রিলিফ চায় না, অস্ত্র চায়, কিন্তু তা দেওয়া হচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের জনসাধারণ কত সুন্দর। বাচ্চা ছেলে দুলিটার তৈল নিয়ে যাচ্ছে কোথায়, না গাছতলায়, কেউ আবার জলখাবার থেকে দু'খানা কাপড় কিনে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আজকে পূর্ববাংলার অধিবাসীদের বলছি, মীরজাফরের দল রয়েছে—ঐ মুসলিম লীগ—যে দে

উইল স্ট্যাব ইন দি ব্যাক। আমরা জানি পশ্চিম ও পূর্ববাংলার আকাশে-বাতাসে বেইমান ছড়িয়ে আছে—এসেমব্লী হাউসের ভেতরে কি বাইরে চারদিকে বেইমান ছড়িয়ে আছে। তাই বলছি হুঁশিয়ার হয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা এক কথায় নিশ্চয়ই সমর্থন করবো ভারত সরকার তাদের যা-কিছু সশস্ত্র সাহায্য দিক এবং সাথে সাথে আমাদের অপোজিশন থেকে স্বেচ্ছাসেবক এগিয়ে যাবে রক্ত দান করার জন্য। আমার নিজের এক্সপিরিয়ান্স হচ্ছে, আমরা নিজেরা গিয়েছিলাম ডাইরেকটার অব মেডিকেল কলেজের কাছে, ১০/১৫ হাজার লোক রক্ত দেবার জন্য। কিন্তু তিনি বললেন ৫০ জনের বেশি নিতে পারি না, কারণ আমাদের রক্ত গেলে যদি সেখানে কিছু অসুবিধা হয়। অর্থাৎ আমাদের রক্ত গেলে যদি সেটা বিরুদ্ধে যায়, কারণ আমাদের রক্তে নাকি দোষ হয়ে গেছে। আজ আপনারা যে হাসছেন এ হাসি মিলিয়ে যাবে। কিছুদিন আগে আমি পাড়াগাঁয়ে গিয়েছিলাম সেখানে একজন বুড়ি বললে যে, তোমাদের দেশের লোক সব মাতাল হয়ে আছে। আগে একটা বোতল ছিল তাতে একটা কিংকং মার্কা ছবি ছিল। সেটা একটা বিশ্রী ভদ্রলোকের ছবি ছিল বলে চলছিল না, সেজন্য তারা সে বোতলে একটা ভাল ছবি দিল এবং লোকেও সে খেয়ে নিল। কিন্তু তাতে ভারতবর্ষের বেশির ভাগ আদিবাসীর নেশা কেটে গেল। তাই আজকে বুঝতে পারবেন এ ইন্দিরা মার্কা বোতল লোকে খেয়ে ফেলছে কারণ কামরাজ মার্কা বোতল পুরান হয়ে গেছে। কিন্তু এই ইন্দিরা মার্কা বোতল খেয়ে লোকের নেশা একদিন কেটে যাবে এবং সেদিন বুঝতে পারবে কোনটা কি? এটাই হবে চোলাই মদের জবাব। এই বলে আমি এইটাকে সমর্থন করছি।

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জি: মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয় যে প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করা হয়েছে আমি তাকে সমর্থন করে সেই সম্পর্কে এই প্রস্তাবের যেটা মূলকথা সেটা সম্বন্ধে বলতে চাই। আমরা এই বিধান সভায় ভারত সরকারের কাছে দাবী করছি যে "অনতিবিলম্বে বাংলাদেশে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও তাহার সরকারকে স্বীকৃতি এবং [illegible] সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় কার্যকরী সাহায্য দিতে হইবে। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী যখন বুকের রক্ত দিতেছেন, তখন পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ইহার কমে কিছুতেই রাজী হতে পারেন না।" তা আজকে আমরা সকলেই একমত যে, বাংলাদেশের এই লড়াইকে কিছুতেই আমরা হেরে যেতে দিতে পারি না, আমরা পশ্চিম বাংলার লোক, আমরা বাঙ্গালী সেইজন্যই নয়, আমরা সকলেই মানি যে, বাংলাদেশের লড়াই তাদের জাতীয় স্বাধীনতা, এবং তাদের গণতন্ত্রের লড়াই, প্রগতির লড়াই। পৃথিবীর যে-কোন দেশে গণতন্ত্র, প্রগতি এবং স্বাধীনতার লড়াই যখন হয় তখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকামী, প্রগতিশীল জনসাধারণ চিরদিন সর্বান্তঃকরণে তাকে সমর্থন করেছে আর এত একেবারে আমাদের পাশে, শুধু পাশেই নয় আমাদের সঙ্গে তাদের রক্তের সম্পর্ক আছে, সুতরাং আমাদের সকলে মিলে এখন এই চেষ্টাই করা দরকার যে, কি করে এটা সফল হয় এবং যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি সফল হয়। যত লক্ষ লক্ষ লোক সেখানে মরছে, প্রাণ দিচ্ছে, আরো হয়ত অনেক দিতে হবে কিন্তু যত বেশী তাকে সাহায্য করা সম্ভব, যত তাড়াতাড়ি তারা জিততে পারে সেটাই আমাদের সকলের কাম্য। আমরা সকলেই উদ্বিগ্ন যে, ওখানে কোটি কোটি মানুষের অভ্যুত্থান তাকে সামরিক শাসকচক্র অস্ত্র দিয়ে দমন করছে তবু সেখানে নিরস্ত্র মানুষ যেটুকু অস্ত্র পেয়েছে তা দিয়ে তারা বীরের মত লড়ছে, আমরা উদ্বিগ্ন এইজন্যে যে, আমরা এত বড় রাষ্ট্র তার পাশে রয়েছি আমরা এই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রকে স্বীকার করছি না কেন? আমরা এই সার্বভৌম রাষ্ট্রের জনগণ যাতে জয়যুক্ত হতে পারে তার জন্য যথেষ্ট সাহায্য দিতে অগ্রসর হচ্ছি না কেন? আমি বলছি না যে, কিছুই সাহায্য দেওয়া হচ্ছে না। ভারত সরকার নানাভাবে সমর্থন জানিয়েছেন, সাহায্য হয়ত কিছু কিছু দিচ্ছেন কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ উদ্বিগ্ন এইজন্য যে, যথেষ্ট সাহায্য দেওয়া হচ্ছে না। দিতে হবে এবং একথা ঠিক যে, শুধু চাল ডাল পাঠানোই নয়, ওষুধ কিছু দরকার হতে পারে, কিন্তু প্রধান সাহায্য তারা চাচ্ছে অস্ত্র। যত লোক এসেছে, ফিরে গিয়েছে বা এখনও এখানে আছে, সকলের কাছ থেকে আমরা শুনছি যে, আমাদের অস্ত্র দাও, বাংলাদেশের সরকারকে স্বীকৃতি দাও। এই সূত্রে আমি একটা কথা বলতে চাই এই রকম লড়াই যখন হয় তখন বেছে বেছে মানুষ লড়ে না, তখন ব্যাপকভাবে মানুষ লড়তে চায় এবং তার সম্প্রদায় যাই

হোক, তার রাজনৈতিক মতবাদ যাই হোক, সে যদি স্বাধীনতার জন্য লড়ে তাহ'লে তাকে লড়তে সাহায্য করতেই হবে। পূর্বপাকিস্তানের, এখন বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি তারা প্রকাশ্যে আহ্বান জানিয়েছে ওখানকার স্বাধীনতার যুদ্ধে সমস্ত স্বাধীনতাকামী দলের মোর্চা গঠনের জন্য এবং সেখানে আমাদের এ কর্তব্য নয় যে, কার কি রাজনৈতিক মত সেই বেছে সাহায্য করা। সেখানকার মানুষ যারা লড়ছে, লড়তে চায় এবং লড়বার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের সাহায্য দিতে হবে। অবশ্য সেখানে গভর্ণমেন্ট আছে, গভর্ণমেণ্টকে আমরা সাহায্য করবো, গভর্ণমেন্টকে স্বীকার করবো, তার মারফত সাহায্য দেবো তাতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু আমাদের গভর্ণমেন্টের তরফ থেকেও বলা উচিত যে, পাকিস্তানে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত স্বাধীনতাকামী যোদ্ধা যেন ঐক্যবদ্ধভাবে লড়তে পারে, যাতে তাড়াতাড়ি জয়যুক্ত হতে পারে। একটি কথা উঠেছে যে, আমরা যদি স্বীকৃতি দিই তাহ'লে যুদ্ধ হবে কিনা, আমরা যদি অস্ত্র দিই তাহ'লে যুদ্ধ হবে কিনা। ঠিক কথা। পাকিস্তানের সামরিক শাসকচক্র তারা যে-কোন প্ররোচনা দিতে পারে। একথাও ঠিক যে, পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রদের মধ্যে এক সোভিয়েট ইউনিয়ন তার রাষ্ট্রপতি পদগরনি, তিনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতিবাদ করে হোক, দাবী জানিয়ে হোক, একটি চিঠি দিয়েছেন।

পাকিস্তান এর সামরিক চক্র হয়ত কোন কোন বৃহৎ রাষ্ট্রের সমর্থন পাচ্ছে বা পেতে পারে কিন্তু তাই থেকে ভয় দেখানো হচ্ছে যে, যুদ্ধ বেধে যাবে। যুদ্ধ বেধে যাওয়া অত সহজ কথা নয় আজকালকার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে কিন্তু আমি বলব যে-সেই আশংকাতে আমরা স্বীকৃতি দেব না, অস্ত্র দেব না এবং নিরস্ত্র মানুষকে এইভাবে হত্যা করে চলবে, আর সেখানে যারা বীর যোদ্ধা তাদের বুলেট নেই, তারা লড়বে, এইভাবে কতদিন চলতে পারে? আমি মনে করিয়ে দেব যে, পাকিস্তানের সামরিক চক্র যদি কলকাতার উপর বোমা ফেলে তারা একথা বুঝেসুঝেই ফেলবে যে, ভারতেরও ক্ষমতা আছে করাচী, লাহোরের উপর বোমা ফেলার কিন্তু আমি অপনাদের একটা কথা বলছি, আমাদের চেয়ে চেহারায় অনেক ছোট একটা রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্র ভিয়েতনামের স্বাধীনতার যুদ্ধকে সাহায্য করেছে অস্ত্রশস্ত্র সব কিছু দিয়ে, তারজন্য পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ রাষ্ট্র পাকিস্তানের চেয়ে শত গুণে শক্তিশালী রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুতা অর্জন করেছে এবং সমস্ত আন্তর্জাতিক নিয়ম বিধি লংঘন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হানয়ের উপর ভিয়েতনামের রাজধানীর উপর দিনের পর দিন বোমাবর্ষণ করেছে। তার ফলে সেখানকার জনসাধারণ কি ভয় পেয়েছে, সেখানকার জনসাধারণ কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে মাথা নত করেছে, সেখানকার গভর্ণমেন্ট কি পিছু হটে এসেছে—একটুও নয়। ভিয়েতনাম আমাদের তুলনায় অনেক ছোট কিন্তু সেই ভিয়েতনাম যদি দক্ষিণ ভিয়েতনামের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহসের সঙ্গে সাহায্য করে থাকতে পারে তাহ'লে ভারতবর্ষ কেন পারে না? আমরা জানি কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে পরিচালিত সেই রাষ্ট্র সেখানকার জনগণকে যেভাবে ঐক্যবদ্ধ এবং সংঘবদ্ধ করেছে তা ভারতবর্ষের পক্ষে সম্ভব নয়। বিরোধি দলের নেতা জ্যোতিবাবু যখন বক্তৃতা করেন তখন তাঁর মুখ থেকে আমি একথাটা শুনব আশা করেছিলাম কিন্তু আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, এই আশ্বাস আমি ভারত সরকারকে দিতে পারি—সকলে দিতে পারি, সমস্ত পক্ষ থেকে দিতে পারি, বাংলাদেশের সমস্ত প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল দিতে পারে, সমস্ত জনসাধারণ দিতে পারে যে, স্বীকৃতি দাও, অস্ত্র দাও, কার্যকরী সাহায্য দাও, তারা লড়ুক, তাদের লড়বার যথেষ্ট লোক আছে, তারা লড়ুক, তারা জিতুক, তারজন্য যদি কোন বিপদ ভারতের উপর আসে আমরা সকলে— আমাদের অন্যান্য বিষয়ে যে-কোন মত পার্থক্য থাক, আমাদের শ্রেণী বিভেদ আছে, শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর লড়াই আছে, বিরোধি দলের মধ্যে মতভেদ আছে আমাদের মধ্যে সংঘর্ষ আছে কিন্তু আমাদের মধ্যে যাই থাকুক না কেন, আমরা সকলে জোট বেঁধে দাঁড়াব এবং আমরা তার মোকাবিলা করব। আমি মনে করি যখন বিরোধি পক্ষ এবং সরকার পক্ষ উভয়ে মিলে এই প্রস্তাব একজোট হয়ে এনেছি তখন নিশ্চয়ই এই বিষয়ে আমরা একমত আছি এবং এই আশ্বাস আমরা দিতে পারি, এই বিষয়ে আশংকার কোন কারণ নেই। তেমন জরুরী পরিস্থিতির যদি সৃষ্টি হয় তখন নিশ্চয়ই আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াব তার সম্মুখীন হওয়ার জন্য। সেই বিষয়ে ভয় পাবার এবং পিছু হটবার কোন কারণ নেই। অনেক কথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে বলার

আছে—অনেকেই বলেছেন, আমি সেইসবের পুনরাবৃত্তি করতে চাই না, আজকের দিনে এত কথা শুনবার আমাদের অবকাশ নেই—আজকের দিনে যখন তারা লড়ছে, মরছে, যখন ওদিকে লক্ষ লক্ষ লোক মরছে, আবার লক্ষ লক্ষ লোক যখন পালিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছে আমাদের এখানে তখন যে কথাটা সবচেয়ে জোরের সঙ্গে এই প্রস্তাবের মধ্যে বলবার চেষ্টা করা হয়েছে, আমাদের আইনসভার উদ্বেগ, আমাদের পশ্চিম বাংলার জনগণের উদ্বেগ এবং অবস্থার জরুরীত্ব সম্বন্ধে জোর দিয়ে যে কথাটা তুললাম নিশ্চয়ই আমরা সকলে মিলে ভারত সরকারের উপর প্রয়োজনীয় চাপ দেব কিন্তু আমি চাপ দেয়ার কথাটা বলতে গিয়ে বলছি, আমরা এই আশ্বাসও দেব যে, হ্যাঁ, স্বীকৃতি দাও, অস্ত্র দাও, সাহায্য কর, তারজন্য যে-কোন ঝামেলা আসুক, ঝক্কি আসুক, বিপদ আসুক আমরা সমস্ত দল সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে তার সম্মুখীন হব এই আশ্বাস আমরা দিচ্ছি।

শ্রীসুশীলকুমার ধাড়া ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যে প্রস্তাব এখানে উপস্থাপিত করেছেন তাকে সম্পূর্ণভাবে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে সমর্থন জানাচ্ছি। আমি এই প্রসঙ্গে দু'-চারটি কথা বলার সুযোগ নিচ্ছি, এবং সেই সুযোগে এই কথা বলতে চাই, ওপার বাংলায় যে সংগ্রাম হচ্ছে সেই সংগ্রামে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের জীবন বলি দিয়েছে, সর্বস্ব হারিয়েছে এবং হারাচ্ছে। তাই আমাদের প্রাণ আমাদের মন তাদের কাছে চলে গেছে। এই লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মাহুতির জন্য এ পার বাংলার মানুষেরা একটা বিশেষ উদ্বেগ এবং আবেগ বোধ করছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সারা ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে সেটা হয়েছে। সেটা যত বেশিই হোক না কেন, এপার বাংলার মানুষের অনুভূতি সেটা কিনা তা বলতে পারি না। এটা দেখা গিয়েছে অধিকাংশ বিধানসভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, সেই সংগ্রামকে সমর্থন করে এবং লোকসভায়ও প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে সর্বসম্মতিক্রমে। এর তিনটি মৌলিক কথা হচ্ছে সিমপ্যাথি, সাপোর্ট, সলিডারিটি। এই সিমপ্যাথি কিজন্য, যাতে তারা এই সংগ্রামে জয়ী হতে পারে, সাপোর্ট দিতে হবে এইজন্য যাতে তারা সংগ্রামে জয়ী হতে পারে। এবং একথা বলার পর তারা আশ্বাস পেয়েছে এবং তারা মুখে মুখে একথা বলছে যে, তাদের যা কিছু বল তা হচ্ছে ইণ্ডিয়া এবং ইন্দিরা। তাই যদি হয় ইণ্ডিয়া এবং ইন্দিরাকে আজ দেখতে হবে। একথা বলে আমি বলবো—আজকে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ আসছে তাদের প্রকৃত যত্ন নেওয়া হচ্ছে না। সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও। আমি বিভিন্ন সময়ে সরকারী কর্মচারীদের টেলিফোন করেছি, খুব ভাল যে সাড়া পেয়েছি তা মনে করি না। সেই গতানুগতিক ধারায় জবাব দিয়েছে, আর কি করতে পারা যায়। এদের স্বাগত করেছি, রিফিউজী বলে মনে করি না এবং বলে দেওয়া হয়েছে তোমরা রিফিউজী নও, কিন্তু তাদের যেভাবে ব্যবহার করা উচিত সেইভাবে করছে না। তাদের এখানে থাকার যে ব্যবস্থা তা অপ্রতুল, স্বাস্থ্যের ববস্থা অপ্রতুল, খাদ্যের ব্যবস্থাও অপ্রতুল। এমনও দেখেছি যারা এসেছে এপারে তাদের দুই দিন দেড় দিন পরে একটা মীল পেয়েছে। এটা উচিত নয়। এটা অবিলম্বে দেখা উচিত। এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলব মুক্তি ফৌজের যেসব মানুষ এসেছে এপারে তাদের পরের দিন খাদ্য দিতে পারি নি, এই খবর আমার কাছে আছে। এবং আরও অনেক ঘটনা আছে। আমি আজকে এই প্রস্তাব সমর্থন করে একথা বলতে চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে চাপ দেওয়ার কথা উঠেছে, তাতে যেন এই দাবী থাকে যে, অবিলম্বে অর্থের সংস্থান করুন যাতে কোন অবস্থায়ই কোন দ্বিধা বা সংকটে না পড়তে হয়। এই যে স্রোতের মত লোক আসছে তাদের জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা যদি না করতে পারি তাহলে অন্যায় হবে, পাপ করা হবে, যে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, তা থেকে দূরে আসা হবে। এটা একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলন অহিংস পথে হচ্ছে। আমাদের সুবোধবাবু একটা কথা উল্লেখ করেছিলেন। সেদিন ভারতবর্ষে যে স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছিলেন তাঁরা অধিকাংশই হচ্ছে রাজনৈতিক কর্মী।

আমার মনে হয় অনেক দিনের কথা বলে সুবোধবাবু হয়ত ভুলে গেছেন। সেদিন অসংখ্য কৃষক এই লড়াইয়ে সামিল হয়েছে এবং কৃষক রমণী মাতঙ্গিনী হাজরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন।

এরকম অনেক উদাহরণ থাকলেও আজকে সেখানকার লড়াইয়ে তারা যে ত্যাগ, শৌর্য, বীর্যের উদাহরণ দেখিয়েছেন সেটা সত্যিই ভারতবর্ষে মিলবে না। আমি একদিন স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষুদ্র সৈনিক ছিলাম এবং মাতঙ্গিনী হাজরা আমার কাছে প্রণম্য। কিন্তু রোসনারা বেগম শৌর্যে, বীর্যে মাতঙ্গিনী হাজরাকেও ছাড়িয়ে গেছে বলে আমি তাঁকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। জহরব্রতের কথা হয়েছে। ৫০টি ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেল থেকে লাফিয়ে পড়ে যেভাবে মরেছে তা অতুলনীয়। কাজেই আমি মনে করি সেখানে তাঁরা জহরব্রতের চেয়ে বড় ব্রত উদ্‌যাপন করেছেন। আমি তাঁদের নেতৃবর্গের কাছে শুনেছি এরকম হাজার হাজার সুইসাইডিয়াল স্কোয়াড তৈরি হয়ে রয়েছে যারা জীবন দিতে পারবে। কাজেই আজকে তাদের মদত দিতে হবে। আজকে যারা এসছে তারা অস্ত্র-শস্ত্র চেয়েছে, তারা কেউ খেতে চায় নি। আমরা যদি খাদ্য দিতে চাই সেটা আমরা পৌঁছে দিতে পারব না। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, আমি তাদের কাছ থেকে নিজে শুনেছি একটি ডাব খেয়ে দুই দিন লড়াই করেছে, একখানা আখ খেয়ে তিন দিন লড়াই করেছে এবং এর জন্য তারা তৈরি। তারা চায় অস্ত্র-শস্ত্র, যুদ্ধের সরঞ্জাম। মুক্তি ফৌজের জন্য যা প্রয়োজন তা যদি আমরা তাদের দিতে না পারি, তাদের যদি রিকগনিসন না দিতে পারি তা হ'লে কোন ফল হচ্ছে না এবং ঐগুলি পৌঁছান যাচ্ছে না। আমি মনে করি ভারত সরকার এই ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করছেন এবং এতে কোন ফল হবে না। আমি আশা করি না আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার যাঁরা জাতীয় সরকার বলে পরিচিত তাঁরা আর একটি জাতীয় সংগ্রামের জন্য পিছপা হবেন। ঝুঁকি আছে জানি। কিন্তু সেটা না নিয়ে অন্য দেশের অনুকরণ করা উচিত নয়। আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী করছি আমাদের পথ অন্যান্য দেশ অনুসরণ করুন এবং সেটা করাতে হ'লে অবিলম্বে তাদের স্বীকৃতি দেওয়া দরকার এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যা কিছু প্রয়োজন তা পৌঁছে দেওয়া দরকার। এক প্রাণ, এক জাতি তারা গঠন করতে পেরেছে, যেটা আমরা পারি নি। তারা ভাষা আন্দোলন করেছিল এবং বাংলাদেশের মাটিকে, বাংলাদেশের গানকে, জাতিসত্তাকে তারা যেভাবে গ্রহণ করেছে আমরা তা পারি নি। আমাদের সরকারী দপ্তরে আজকেও বাংলা ভাষা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় নি। আমরা বিধানসভায় সিদ্ধান্ত করেছিলাম, কিন্তু তা পারি নি। কিন্তু ওখানে গাড়ির নম্বর ইংরেজী বা উর্দু ভাষার নয়, বাংলায় লেখা। কাজেই দেখা যাচ্ছে ওঁরা যা পেরেছেন আমরা তা পারি নি। ওখানকার মানুষ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের উর্ধে চলে গেছে। কিন্ত এখানে দেখছি এখনও সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলা হচ্ছে। যাহোক, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার জন্য এবং সর্বপ্রকার সাহায্য করবার যে পথ আমরা নিতে চলেছি এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীশ্যামাচরণ মুর্মু: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় পূর্ববাংলা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি। আজকে হাউসে যেসমস্ত আলোচনা হ'ল তা আমি সবই শুনলাম। আমি আজকে সমস্ত সদস্যের কাছে আবেদন জানাচ্ছি আমরা আমাদের নিজেদের সমস্ত রাজনীতি ভুলে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থাৎ বাংলাদেশের মানুষরা খেয়ে পরে বাঁচার জন্য জঙ্গীশাহীর সঙ্গে যে লড়াই করছে তাতে তাদের সাহায্য করবার জন্য আমাদের প্রত্যক্ষভাবে নামতে হবে। এখন যদি আমরা কোন রকম রাজনৈতিক কারচুপি নিয়ে খেলা করি তাহ'লে ভুল করা হবে। বড় বড় বক্তৃতার মাধ্যমে কোন কাজ হয় না। একতাবদ্ধ হয়ে আমাদের কাজ করে যেতে হবে। আজকে যে সেখানে হাজার হাজার মানুষ মরছে সে সম্বন্ধে শুধু বক্তৃতা দিলেই হবে না। তাই আমি পশ্চিম বাংলা সরকার তথা ভারত সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি এই সমস্ত মানুষের মানুষের মত বেঁচে থাকার জন্য যা কিছু সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন তা দিতে হবে। পশ্চিম বাংলার অধিবাসীরা এবং পূর্ববাংলার অধিবাসীরা এক সময়ে ভারতবর্ষের মধ্যেই ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী এবং জিন্নার ভুল বোঝাবুঝির জন্য হিন্দুস্তান এবং পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। হয়ত মুসলমানরা ভেবেছিলেন পাকিস্তানের মধ্যে গেলে কত সুখ শান্তি উপভোগ করব। কিন্তু ২২/২৩ বছর পর তাঁরা দেখলেন জঙ্গীশাহীর লোকেরা এখান থেকে সমস্ত জিনিস নিয়ে যাচ্ছে। এবারে তাঁরা মুজিবরের নেতৃত্বে গণতন্ত্রে জয়লাভ করলেন

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল জঙ্গীবাহিনীর কায়েমী সরকার তাদের বিলোপ সাধনের জন্য চেষ্টা করছেন। শেষ পর্যন্ত মুক্তিবর বাধ্য হ'ল যুদ্ধ ঘোষণা করতে। আমি হয়তো খুব বেশি বলতে পারছি না এই কথা বলেই আমি তাঁদের পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। আর একটা কথা হচ্ছে ঐ যে পূর্ববাংলায় যেসমস্ত মানুষ লড়াই করছে কি হিন্দু, কি মুসলমান কি আদিবাসী কি সাঁওতাল সমস্ত শ্রেণীর লোক আজ এক প্রাণ এক জাতি হয়ে লড়াই করছে। কাজেই আমাদের এখানে কর্তব্য সমস্ত রকম বিদ্বেষ ভলে গিয়ে সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করা -এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল: মাননীয় স্পীকার মহাশয় আমি মুসলিম লীগ পার্টির চীফ হুইপের তরফ থেকে বলছি। আমি

(গোলমাল)

স্যার, ও'রা আমাকে যেভাবে সন্দেহ করছেন সেটা ঠিক নয়। তা ছাড়া আমাদের দলকে সাম্প্রদায়িক দল বলে যা বলছেন সেটাও ঠিক নয় এসব সম্পূর্ণ অসত্য কথা। কেন না আমি কেবলের অনুকরণে মুসলিম লীগে এসেছি

(গোলমাল)

স্যার নাগাল না পেলে আংগুর টক হয়ে যায়। এরা এখন মুসলমানকে সাম্প্রদায়িক বলছেন। কিন্তু এর আগে গোর্খা লীগকে বলেন নি। তা ছাড়া বর্তমানে ঝাড়খণ্ড দলকেও সাম্প্রদায়িক দল বলে বলছেন না। তবে আপনারা যাই বলুন আমি আশা রাখি আগামী দিনে নির্বাচনোত্তর কেবলের মত আপনাদের উল্টো প্রোমশন হবে।

(গোলমাল)

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়: অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার

মিঃ ডেপুটি স্পীকার: হোয়াট ইজ ইওর পয়েন্ট অব অর্ডার?

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়: স্যার আমার পয়েন্ট অব অর্ডার হ'ল আজকে বাংলাদেশের সমর্থনে একটা পার্টিকুলার রেজ্যুলিউসানের উপর বিতর্ক হচ্ছে। কিন্তু মাননীয় সদস্য যা বলছেন তার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। ও'র যদি এর উপর কিছু বলার না থাকে তা হলে উনি বসে পড়ুন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার: ইট ইজ নো পয়েন্ট অব অর্ডার। লেট হিম স্পিক ইন হিজ ওন ওয়ে।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে এ্যাসেমব্লীতে কোয়ালিশন গভর্ণমেন্টের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বাংলাদেশ সম্পর্কে যে প্রস্তাব এনেছেন তা আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি।

শ্রীদেবীপ্রসাদ বসু: স্যার ওঁরা ইয়াহিয়ার সেই দাড়িওয়ালা মুসলমানকে বলতে বলুন।

(গোলমাল)

শ্রীসুব্রত মুখার্জি: স্যার, আমি অবজেকশন দিচ্ছি। মাননীয় সদস্যকে এটা উইথড্র করাতে হবে। আপনি উইথড্র করতে বলুন।

(গোলমাল)

মিঃ ডেপ্যুটি স্পীকারঃ নো মেম্বার স্যুড মেক এনি স্টেটমেন্ট হুইচ এ্যাফেক্টস্ দি সেন্টিমেন্ট অব আদার্স।

ডাঃ জয়নাল আবেদিনঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার। আপনি জানেন মুসলমানদের কিছু অবশ্য কর্তব্য আছে এবং আজকে যে উক্তি করলেন এবং বিরোধী দলের মাননীয় নেতা, উপনেতা এরা বসে আছেন, একটা ধর্মের উপর আঘাত করা হয় যেটা আমাদের ধর্ম বলে মনে করছি এবং এটা গর্হিত বলে মনে করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে যে গুরুতর বিষয় আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে, এটার এত বেশি গুরুত্ব যে, আজকে এই টীকা টিপ্পনিতে মনোযোগ দেবার অবকাশ নেই। কিন্তু যে বক্তব্য উনি রেখেছেন, এটা গার্হিত বক্তব্য এবং এটা এখানে চলে না। আমি আপনাকে অনুরোধ করবো যে, উনি যদি এই উক্তি প্রত্যাহার না করেন তাহ'লে এটা প্রসিডিংস থেকে এক্সপাঞ্জ করে দেবেন। এই টুকুই আমার সাবমিশন।

মিঃ ডেপ্যুটি স্পীকারঃ কোন সেনটেন্স-এ যদি অপর পক্ষের কারো সেন্টিমেন্টে কোথাও আঘাত লাগে এবং মনকষ্ট হয় তাহ'লে আমার মনে হয় এটা করা উচিত নয়। যদি করা হয়ে থাকে তাহ'লে উইথড্র করা উচিত।

শ্রীমনসুর হবিবুল্লাঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই প্রসঙ্গে এখানে আলোচনা হবে কি? কার কিসে আঘাত লাগে, কে পার্টির নাম মুসলিম রাখে, কে হিন্দুমহাসভা করেন, তখন তার সেটা মনে রাখা উচিত পরে এটা নিয়ে সমালোচনা করা চলে না।

(গোলমাল)

তখন তাকে বুঝতে হবে, তখন মনে রাখা উচিত। কাজেই এখানে ঐ প্রসঙ্গে আলোচনা হবে না রেজোলিউশন-এ আলোচনা হবে এটা আগে ঠিক করুন। . . . .

(গোলমাল)

শ্রীমতী গীতা মুখার্জিঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, যে বিষয় এখানে আলোচনা হচ্ছে তার গুরুত্ব সর্বাধিক নয়, হিন্দু-মুসলমানের দৃঢ়তম ঐক্যের ভিত্তিতে একমাত্র এখানে জয় সম্ভব। সেজন্য আশা করবো সকল পক্ষ থেকে যেন এই আলোচনার মধ্যে আর এই ধরণের কোন কথা না হয় এবং এ প্রস্তাবের উপযুক্ত মর্যাদা থাকে।

শ্রীদেবীপ্রসাদ বসুঃ স্যার, আমি মুসলীম লীগ সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে থাকি। তার কারণ, আমাদের ভিতরে প্রচুর মুসলমান সদস্য আছেন, কংগ্রেসের মধ্যে আছেন, অন্য দলের মধ্যে আছেন। কারো সম্বন্ধে কোন মুহূর্তে আমি কটাক্ষপাত করি নি কোন ধর্ম সম্বন্ধে, এটা মাননীয় মন্ত্রী জয়নাল আবেদিন মহাশয় জানেন। আমি যেটা বলতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে গোবিন্দ মণ্ডল মহাশয়কে দিয়ে মুসলিম লীগের বক্তব্য না রেখে মুসলিম লীগের একজন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সদস্য তিনি এই বক্তব্য রাখুন। তাতে নাম বলতে না পেরে তাড়াতাড়িতে আমি বললাম যে, যাঁর মুখে দাঁড়ি রয়েছে তিনি উঠে বল. । এতে যদি কেউ আঘাত পেয়ে থাকেন তাহ'লে আমি এই কথা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বিশালঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে সরকার পক্ষ থেকে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে এবং স্বাধীনতার সমর্থনে, তাঁদের সাহায্য দেওয়ার সমর্থনে সরকার পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে তাকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে আমি দু'-একটি কথা বলতে চাই। আমরা যারা এই প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠেছি তাঁদের বক্তৃতার মধ্যে কেউ কেউ

এই আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, আবার অনেক সাম্প্রদায়িকতার উক্তিও হচ্ছে, আবার পশ্চিম বাংলায় কেন্দ্রীয় সরকারের ঠিক অনুরূপভাবে জেহাদ ঘোষণা করার কথা কেউ কেউ বলেছেন। আমি এইসবের মধ্যে না গিয়ে এই কথা বলতে চাই যে, বৃহত্তর স্বার্থের জন্য, মহৎ আদর্শ পালনের জন্য সীমান্তের ওপারে আমাদেরই ভাইবোন যারা আত্মত্যাগ করছেন, যারা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখবার আছে। যেদিন আমাদের নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেছিলেন সেদিন এমনিভাবে এই বাংলাদেশের মত সাম্প্রদায়িকতা বর্ণ ধর্ম ভাষা ইত্যাদি সমস্ত কিছু বিভেদ অতিক্রম করে একটি মহত্তর ঐক্য গড়ে উঠেছিল আজকেও পূর্ববাংলায় অর্থাৎ বাংলাদেশে তা সম্ভব হয়েছে। আমরা আজকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিরাপদ দূরত্বে বসে অনেক তর্ক করতে পারি অনেক উৎসাহ দিতে পারি, অনেক রকম আলোচনা করতে পারি, কিন্তু এই কথা মনে রাখতে হবে যে প্রতিটি মুহূর্তে সেখানে জীবন যাচ্ছে প্রতিটি মুহূর্তে সেখানে জীবন কোরবানি হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আমাদের আর এইসব তর্ক, বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। যেসমস্ত মাননীয় সদস্য সর্বপ্রকার সাহায্য দেবার কথা বলেছেন আমি তাঁদের সেই বক্তব্যকে অভিনন্দিত করি। আমাদের স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করেই হোক যেমন করেই হোক অর্থ রসদ অস্ত্র শস্ত্র ইত্যাদি দেবার দাবী যেমন সরকারের কাছে দেব তেমনি বেসরকারীভাবে আমাদের যা কিছু করণীয় আছে তাই আমরা করবো। আমাদের পক্ষে আজকে এটা সৌভাগ্যের বিষয় এবং গর্বের বিষয় যে স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বাধীনতাকামী শান্তিপ্রিয় মানুষদের সমর্থনের বিষয়ে আমাদের বক্তব্য আমরা রাখছি এবং যতটা করা দরকার ততটা করার চেষ্টা করছি। ভারত সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ যে এই প্রস্তাব নিশ্চয়ই কার্যকরী করতে হবে এবং যাতে তারা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সত্বর লাভ করতে পারে এবং বাংলাদেশের এই নূতন সরকার আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মর্যাদা লাভ করতে পারে নিশ্চয়ই আমাদের সেই ব্যবস্থা করতে হবে। সাহায্য দিয়ে ত্রাণের ব্যবস্থা করে আমাদের সক্রিয় ভাবে সক্রিয়ভাবে যে ব্যবস্থা আমরা করতে যাচ্ছি সেটা কতদিন এই রকম চালিয়ে যেতে পারি সেই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং যত শীঘ্র সম্ভব বাংলাদেশের সরকার স্বীকৃতি লাভ করে বাংলার এই সমস্ত ঘরের মানুষ ঘরে ফিরে যেতে পারবেন তার ব্যবস্থা হতে পারে সেইজন্য আমাদের অবিলম্বে তাদের স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।

সেইজন্য আমাদের অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত এবং এদের যাতে সাহায্য করে তারা সাফল্য লাভ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে তার জন্য প্রয়োজন হলে আমাদের সাধ্যের মধ্যে যেতে হবে। আমরা যতই বৈষয়িক সমস্যায় জর্জরিত হই না কেন এই সমস্যাকে আমরা কিছুতেই অবহেলা করতে পারি না বা ফেলে দিতে পারি না এবং দেখেও না দেখার ভাণ করতে পারিনা। বাইরের অন্যান্য বৈদেশিক রাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিতে দেরী করতে পারে কিন্তু আমাদের মোটেই দেরী করা উচিত হবে না বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে। আমরা বৈষয়িক স্বার্থের কথা রাজনৈতিক স্বার্থের কথা ভাবতে পারি। কিন্তু আমাদের বোঝা উচিত এই বাংলা একদিন আমাদেরই অঙ্গ ছিল। আমরা যারা ১৯৪৬ সালের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিনগুলি দেখেছি তা কখনো ভোলা যায় না। সেই দিনগুলি ছিল কি ভয়ংকর। কি রকম করুণ অবস্থার মধ্যে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল। আজকে কালের করাল প্রবাহে দ্বিজাতিতত্ত্ব যে কত অসার ও অর্থহীন তা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। মানুষকে মানুষের ভাষার ঐক্য সামাজিক ঐক্য সাংস্কৃতিক ঐক্যই ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারে। সীমান্তের ওপারে আমাদের ভাইবোনেরা নিরস্ত্র হয়ে যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করছে সশস্ত্র এক পাশবিক শক্তির বিরুদ্ধে তা তুলনাবিহীন। আমরা তাদের সেই সংগ্রাম সমর্থন জানাচ্ছি আগেও জানিয়েছি আজকে এই সভায় সর্বসম্মত যে প্রস্তাব এনেছেন তা আমি সমর্থন করছি। এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করবার জন্য যা যা করা প্রয়োজন তার আলোচনা করতে থাকবো। এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে গিয়ে সাম্প্রদায়িকতার ধুয়া ধরে যে কথা কাটাকাটি হল তা বাস্তবিকই খুব দুঃখজনক। মাননীয় সুবোধবাবু যে কথা বলেছিলেন তা অতি মর্মস্পর্শী। তিনি বহুদিনের সভ্য লেজিসলেচারের ব্যাপারে তাঁর প্রচুর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা রয়েছে। আমরা যাঁরা নূতন নির্বাচিত হয়ে এসেছি, আমাদেরও এই হাউসের কাজকর্ম ভালভাবে দেখা দরকার শেখা দরকার। সমস্ত প্রস্তাবটি যাতে যথোচিতভাবে গৃহীত হয় তাও দেখা

দরকার। আমরা যারা জনগণের দ্বারা প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে এসেছি, আমাদের উপর জনগণ গুরুতর দায়িত্ব দিয়েছে। সেই দায়িত্ব সম্পর্কে আমরা যেন সচেতন থাকি। জয় বাংলা।

শ্রীহরেকৃষ্ণ কোনার: মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বাংলাদেশের মানুষ লড়ছে। তারা তাদের বুকের রক্ত ঝরাচ্ছে। আমাদের কর্তব্য হ'ল একে শুধু সমর্থন করা নয়, একে আমরা কি করে শক্তিশালী করতে পারি, তাদের জয়ের পথকে কিভাবে আমরা সুগম করে তুলতে পারি, তার ব্যবস্থা করা।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এখানের খবরের কাগজগুলি পড়লে মনে হয় বাংলাদেশের মানুষের জন্য আমাদের এখানে প্রায় চোখের জলের এক প্রতিযোগিতা চলেছে। তার দাম আছে। যে মানুষ লড়ছে তারজন্য কিছু করতে না পেরেও যদি কাঁদতে পারা যায় তারও মূল্য আছে। কিন্তু আমাদের সীমান্তের ওপারে আমাদের ঘরের কাছে মানুষ যখন রক্ত দিচ্ছে তখন শুধু কান্নার প্রতিযোগিতা করে বাংলাদেশের মানুষের প্রতি কর্তব্য পালন করা যাবে না। সেজন্য আমাদের কয়েকটি কর্তব্য আছে। সেই কর্তব্য দুরকম—এক রকম বাংলাদেশের মানুষের লড়াইকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবার অজুহাত হিসাবে পাকিস্তানের শাসকচক্র শুধু মিথ্যা প্রচার করে চলেছে। একথা বললে ভুল হবে, নিজের মনকে ভুল বোঝান হবে--যদি মনে করি যে, পৃথিবীর কোথাও কোন মানুষকে তারা ভুল বোঝাতে পারছে না—একথা আমাদের বোঝা দরকার। একটা দেশের মানুষ লড়ছে, তাদের এই লড়াই-এর দাবী যুক্তিসঙ্গত, এ ছাড়া তাদের পথ ছিল না, এটা যদি দুনিয়ার মানুষকে বোঝান যায়, তাদের সমর্থন যদি টানা যায়, তাহ'লে অনেক কাজ হবে। শুধু আমাদের দেশের মানুষের সমর্থন নয়—পশ্চিম পাকিস্তান বলে যে জায়গা আছে, সেখানে যে মানুষ আছে, যদি সেখানকার মানুষের সমর্থন আদায় না করা যায়, তাহ'লে বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে লড়াই করা আর একটু কষ্টকর হবে। তারা পারবে না আমি সে কথা বলছি না। কিন্তু যদি পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষদেরও বোঝানো যায় এবং তাদের সমর্থন পাওয়া যায় তাহ'লে পাকিস্তানের সামরিক শাসকচক্রকে আরও বেকায়দায় ফেলা যায় এবং তার ফলে বাংলাদেশের জনগণের সাহায্য হয়। যেমন করে ভিয়েতনামের লড়াইয়ে আমেরিকার অভ্যন্তরে সেখানকার ছাত্ররা এবং যুবকরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায়, তারা ভিয়েতনামের মানুষদের এইভাবে সাহায্য করে। তাই বারে বারে ভিয়েতনামের জনগণের নেতা কমরেড হোচামিন আমেরিকার জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, অভিনন্দন জানিয়েছেন তাদের যারা ভিয়েতনামের সমর্থনে আমেরিকান সরকারের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করেছেন। এমনিভাবে বাংলাদেশের পক্ষেও প্রয়োজন আছে যাতে পাকিস্তানের সামরিক চক্র সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝাতে না পারে। তা ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশও আছে, সেখানের জনগণেরও সমর্থন প্রয়োজন। সেইজন্য আমাদের একটা কর্তব্য হচ্ছে এই যে, বাংলাদেশের সংগ্রামের তাৎপর্য সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা। আমরা ভারতবর্ষের মানুষ কেন সমর্থন করছি সে সম্বন্ধেও স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার কারণ পাকিস্তানের সামরিক শাসকচক্র দুনিয়াকে ভুল বোঝাবার চেষ্টা করছে যে, আমাদের যে সমর্থন এটা বাংলাদেশের মানুষ যার জন্য লড়ছে, অর্থাৎ তাদের স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র—আমাদের দরদ তার জন্য নয় এরা ভারতবর্ষের লোক পাকিস্তানবিরোধী মনোভাব থেকে সমর্থন করছে, পাকিস্তান ভেঙ্গে গেলে ভারতের সুবিধা হতে পারে, এই রকম একটা মনোভাব থেকে সমর্থন করছে। এটা কিন্তু বোঝাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা যদি পাকসামরিকচক্র বোঝাতে পারে তাহ'লে স্বভাবতঃই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোক কিছুটা বিভ্রান্ত হতে পারে এই ভেবে যে, একটা দেশ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, আলাদা হয়ে যাবে, এবং তার গভর্নমেন্টের পক্ষে তা মেনে নেওয়া মুশকিল। শুধু তাই নয়, আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যেও বহু জাতির মানুষ আছে, বহু ধর্মের মানুষ আছে এবং তাদের সকলের ঐক্যেরও প্রয়োজন আছে। যদি পাকিস্তানের সামরিক চক্র এই কথা ভালভাবে প্রচার করতে পারে যে, একটা দেশকে টুকরো টুকরো করে দেবার জন্য বাংলাদেশের এই লড়াই তাহ'লে কি আমরা জোর করে বলতে পারি যে, আমাদের ভারতবর্ষের কোন অংশের মানুষের মনে কোন বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে না? যদি তারা বোঝাতে

পারে যে, এই সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, এই যদি বোঝাতে পারে, ভুল বোঝাতে পারে, তাহ'লে কি ওদের সংগ্রামকে দুর্বল করতে পারা যায় না? আমি এই কথাটার উপর জোর দিতে চাই যে, বাংলাদেশের মানুষেরা পাকিস্তানকে ভেঙ্গে দেবার জন্য লড়াই শুরু করে নি। তারা চেয়েছিল গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন। এই প্রসঙ্গে বলতে পারি যে, যদি কোন দেশের রাষ্ট্রশক্তি ইতিহাসের এক বিশেষ শিক্ষাকে গ্রহণ না করেন তাহ'লে তিনি নিজে ভুল করবেন। বক্তৃতা দিয়ে অন্য কিছু করা যায় না। সেই শিক্ষা হ'ল যে, যদি কোন দেশ বহুজাতিভিত্তিক হয়, বহু জাতির সমন্বয়ে গঠিত হয়, সেই দেশের কেন্দ্রীয় সরকার যদি সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে সমস্ত রাজ্যগুলির ওপর একেবারে একাধিপত্যের ও শোষণের রথ চালিয়ে যান, তাহ'লে সেই দেশ কালক্রমে ভাঙ্গতে বাধ্য। সেইসব দেশে বিভিন্ন জাতিরভিত্তিতে যে এক-একটি রাজ্য, সেই রাজ্যগুলিকে ব্যাপক স্বায়ত্তশাসন-এর অধিকার দেওয়া প্রয়োজন, এ না হ'লে দেশের ঐক্যকে রক্ষা করা যায় না। বাংলাদেশের মানুষ এই স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিল। সেখানে ১৩ বছর ধরে মিলিটারি বুটের দাপট পাকসরকার চালান, গণতান্ত্রিক অধিকার তাদের জনগণের কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তবুও তারা মরে নি। ৫০ হাজার কি ৭০ হাজার মিলিটারি জনগণের বুকের উপর যদি বছরের পর বছর ধরে চাপিয়ে দেওয়া যায় তাতে কেউ যদি মনে করেন সেই দেশের প্রাণশক্তি ভেঙ্গে দেওয়া যায় তাহ'লে তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন, যেমনভাবে পাক সামরিকচক্র মূর্খের স্বর্গে বাস করেছিলেন ১৩ বছর ধরে। ২৫শে মার্চের আগে মিলিটারি মেসিনগান চালিয়ে গণহত্যা শুরু করে নি, ১৩ বছর ধরে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের বুকের উপর তারা চেপে বসেছে, এই তারা করেছে। জনগণ চেয়েছিল তার থেকে বাঁচতে। তাদের ৬-দফা দাবি ছিল, এখন কাগজ পড়লে ৬-দফা দাবি আর পাবেন না, সব গুলিয়ে যাচ্ছে। তাদের কথা ছিল এই যে, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের হাতে দেশরক্ষার মত সাধারণ কয়েকটি জিনিস থাকবে, বাকি সমস্ত ক্ষমতা বাংলাদেশের রাজ্যের হাতে থাকবে এবং এই দাবি শুধু বাংলাদেশের জন্য ছিল না, পাকিস্তানের প্রত্যেকটি রাজ্যের অধিকারের কথা তাঁরা বলেছিলেন। এতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের অন্তরে সাড়া জেগেছিল। ওরা লড়াই চায় নি, ওরা চেয়েছিল ভোটের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন। পাকিস্তানের সামরিকচক্র তার জবাব দিলেন আক্রমণ করে। তারা মিলিটারিকে অর্ডার দিলেন—যে মিলিটারি ১৩ বছর ধরে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের বুকের উপর চেপে বসেছিল—তাদের অর্ডার দেওয়া হ'ল, 'বাংলাদেশের উপর তোমরা গণহত্যার অভিযান শুরু করে দাও। শুধু কুম্বিং' করলে চলবে না, 'এনসার্কলিং' করলে চলবে না, একেবারে নিশ্চিহ্ন করার অভিযান চালাও। ওখানে হচ্ছে তাই। দেড় মাসের মধ্যে যদি ১-২ লক্ষ লোক খুন হয়ে থাকে তাহ'লে এটা গণহত্যা ছাড়া আর কি? তারা স্বায়ত্তশাসন, গণতন্ত্র চেয়েছিল শান্তিপূর্ণভাবে ভোটের ভেতর দিয়ে, তার জবাব এল মিলিটারিতে, মেসিনগানের গুলিতে। কি করতে পারত বাংলাদেশের মানুষ?—যদি তাদের মনুষ্যত্ববোধ থাকে তাহ'লে তার একমাত্র উত্তর ছিল অস্ত্রের ঝঞ্জনাব উত্তর অস্ত্রের ঝঞ্জনায়। তাই হয়েছে তাই তো স্বাধীনতার দাবি এল। এই বিষয় আমাদের তুলে ধরা উচিত। এইটুকু যদি তুলে ধরতে পারি তাহ'লে পৃথিবীর গণতান্ত্রিক মানুষের সমর্থন পাওয়া যাবে। কিন্তু এই সমর্থন একদিনে পাওয়া যাবে না, ভিয়েতনামের পক্ষে সমর্থন একদিনে পাওয়া যায় নি, সময় লাগবে। সেজন্য এটা নিয়মিত প্রচার করার দরকার আছে যে, বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানকে ভেঙ্গে দিতে চায় নি, তারা চেয়েছিল মানুষের মত মর্যাদা নিয়ে, গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে বাঁচতে। তাদের খুন করে বাধ্য করা হল লড়তে। তাদের সামনে স্বাধীনতা ছাড়া বাঁচার কোন পথ থাকল না। এটা দুনিয়ার সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন আছে। পাকিস্তানের সামরিকচক্র প্রতিনিয়ত আর একটি বিরুদ্ধ প্রচার করছে এবং বাংলাদেশের ভেতরে কিছু দালাল সংগ্রহের চেষ্টা করছে। তাদের দু'-একটি নাম আপনাদের কাছে এসেছে। যেসব ভাইরা এখানে এসেছে, যেসব ভাইরা এখানে এসেছেন তাঁদের কাছ থেকে খবর পাচ্ছি যে, সেখানকার কিছু কিছু মানুষকে ভুল বোঝাবার চেষ্টা হচ্ছে যে, ভারতবর্ষের যারা সমর্থক তারা পাকিস্তানকে দুর্বল করতে চাইছে ; বাংলাদেশ যদি স্বাধীন হয় তাহ'লে বাংলাদেশ ভারতবর্ষের

একটা অনুগত দেশ হবে। আমি আপনাদের বলছি, বাংলাদেশের প্রতি আমাদের সমর্থনের কদর্থ করে পাকসামরিকচক্র আমার এখানে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে এটা যেন না হয়। পাকিস্তানের সামরিক চক্রকে এই কথা বলতে চাই যে, একটা দেশের ৭½ কোটি মানুষ যদি একবার অস্ত্র হাতে নিয়ে পাকিস্তানের আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সামরিক বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে পারে তাহ'লে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সে জাতি অন্য কোন জাতি বা অন্য কোন গভর্নমেন্টের কাছে, তা সে যত চেষ্টাই করুক না কেন, যার মনে যতই আশা থাক না কেন, সে জাতি কোনদিন কারো কাছে মাথা নোওয়াতে পারে না। এইভাবে যদি পাকিস্তানের মিথ্যা প্রচার ব্যর্থ করতে পারি, তাহ'লে আমরা গোটা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াতে পারবো।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার যা তৃতীয় বক্তব্য তা এবার আমি বলবো। তবে তার আগে বলি, কংগ্রেস বেঞ্চের সদস্যরা হয়ত মনে করবেন এটা আমি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছি। কিন্তু আমি তারজন্য বলছি না। এখানে শাসকগোষ্ঠির সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করতে জানি। ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের লড়াই হ'ল, আর আমাদের জেলে পুরে দেওয়া হ'ল। পাকিস্তানের সঙ্গে ভাবতবর্ষের লড়াই হ'ল, আমাদের জেলে পুরে দেওয়া হ'ল। আমরা মার্কসবাদীরা শান্তিপূর্ণ মীমাংসা চেয়েছিলাম বলে। আমরা আমাদের নিজেদের সংগ্রাম করতে জানি। তারজন্য বাংলাদেশের কোটি কোটি মনুষের সংগ্রামকে ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন নেই। আমরা জানি পশ্চিম বাংলায় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করতে হয়। সি আর পি, মিলিটারি দিয়ে, পি িস এ বা পি ডি দিয়ে আমাদের দাবান যায় না। তারজন্য আমাদের কারো উপর নির্ভর করতে হয় না। যদি আমাদের নিজেদের সংগঠনের ক্ষমতা থাকে, যদি পশ্চিম বাংলার সাড়ে চার কোটি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারি তাহ'লে এই সন্ত্রাসমূলক আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারি। আপনারা ভুল বুঝবেন না। আমি অন্য কোন উদ্দেশ্যে বলছি না। ধরুন, আপনারা সন্ত্রাসমূলক আক্রমণের সাফাই দিচ্ছেন শান্তি-শৃংখলার কথা বলে। পাকিস্তানের শাসক ইয়াহিয়া খাঁ বলেছেন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় মিলিটারি দিয়ে অত্যাচার চালান হচ্ছে। এটা কিন্ত আমাদের জন্য বলছে না। ওরা বলছে বাংলাদেশের যে মানুষ লড়ছে তাদের ভুল বোঝাবার জন্য। তোমরা বাংলাদেশে মিলিটারিব বিরোধিতা করছ, তাহ'লে পশ্চিম বাংলায় শান্তির সময় কেন মিলিটারি আছে? তাহ'লে কি এই পশ্চিম বাংলা ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে? আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলাব জন্য তো পুলিস আছে। কিন্তু কেন চার ডিভিসন তার মানে প্রায় ৫০ হাজার মিলিটারি আছে? বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের বিরুদ্ধে পাকশাসকেরা ব্যবহার করছে ৭০ হাজার। মিলিটারি, এখন হয়ত এক লক্ষ হবে। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় সাড়ে চাব কোটি মানুষের বিরুদ্ধে প্রায় ৫০ হাজার। এখানে চার ডিভিসন মিলিটারি আছে, এই চাব ডিভিসন মানে ৫০ হাজার। এই প্রচার যদি ওরা করে? তাহ'লে পশ্চিমবঙ্গে সি আর পি মিলিটারির ব্যবহার দ্বারা কি ইয়াহিয়ার হাতকে শক্তিশালী করা হচ্ছে না? আপনারা ভুল বুঝবেন না। ৫০ হাজার মিলিটারি সাড়ে চার কোটি মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে পাক-সামরিক চক্রের আক্রমণের পক্ষে যুক্তি দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশকে কিছু রাইফেলের সাহায্য দেওয়ার চেয়ে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হবে যদি আমরা দেখাতে পারি, ইয়াহিয়ার কোন কুৎসা করার সুযোগ নেই। এখানে সবাই জানেন, বিশেষ করে যাঁরা মন্ত্রী হয়েছেন তাঁরা জানেন আমরা মার্কসবাদীরা সরকারের আক্রমণ হতে রক্ষার জন্য ওইসবের উপর নির্ভর করি না, নিজেদের ক্ষমতার উপর নির্ভর করি। ক্ষমতা থাকলে লড়াই করবো একথা জানি কিন্তু পাকিস্তানের শাসকচক্র যখন লোককে বোঝায় যে, ভারতবর্ষের সমর্থন হ'ল একটা চালাকি, বাংলাদেশকে ভারতের একটা অনুগত রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা, তখন এর কি জবাব দেবেন, এটা বিপজ্জনক। মিলিটারি পশ্চিমবঙ্গে থাকলে আমি আতঙ্কিত নই। মানুষের অভ্যাস হওয়া ভাল। ১৩ বছর ধরে পূর্ববাংলার লোকেদের মিলিটারি দেখতে দেখতে অভ্যেস হয়ে গেছে, এবং তারজন্য তারা মিলিটারির বিরুদ্ধে রাইফেল ধরতে শিখেছে। সেজন্য দেখবেন, কোন দেশের যারা বুদ্ধিমান গভর্ণমেন্ট তারা সাধারণ অবস্থায় মিলিটারি ব্যবহার করে না। আমাদের ভারতবর্ষের শাসকরা কেন তা বুঝছেন না, তা জানি না। আমি বলছি পশ্চিমবঙ্গে মিলিটারির

ব্যবহার বাংলাদেশের লড়াইকে কি দুর্বল করে না? আমি যে দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বলছি সেটা বোঝার প্রয়োজন আছে। জ্যোতিবাবু তাই বলছিলেন আপনাদের দরদ কোথায় আছে? কথায় বলে যে, 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখাও'। পূর্ববাংলার মানুষ স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিল বলে ইয়াহিয়া তার জবাব বুলেটে দিয়েছেন। ভারতবর্ষও বহু জাতির দেশ। এখানে "স্বায়ত্তশাসন" শব্দটি এখনও ওঠে নি। শুধু এইটুকু দাবী করা হয়েছিল যে, রাজ্যগুলির আরও অধিকার পাওয়া উচিত। কিন্তু তার জবাবে প্রধানমন্ত্রী বললেন যে, রাজ্যগুলির অধিকতর ক্ষমতার দাবীর মানে হ'ল কেন্দ্রকে দুর্বল করা এবং কেন্দ্র দুর্বল হওয়া মানে দেশ দুর্বল হওয়া। কিন্তু যখন ইয়াহিয়া খান বলেন যে, রাজ্যগুলির স্বায়ত্তশাসন চাওয়া—বিশেষ করে ২ হাজার মাইল দূরের একটা রাজ্যের স্বায়ত্তশাসন চাওয়া মানে পাকিস্তানকে দুর্বল করা তখন শুনতে খারাপ লাগে। মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী—আমাদের দলের লোক নন, নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে ছিলেন—যখন রাজ্যের ক্ষমতার কথা বলেন তখন কি তিনি তাহ'লে দেশদ্রোহী? আমি হিন্দু ইত্যাদি পত্রিকায় বড় বড় হেড লাইন-এ দেখেছি, তিনি বলেছেন যে, যদি রাজ্যগুলিকে অধিকতর অধিকার না দেওয়া হয় তাহ'লে ইফ নট ইন দিস জেনারেশন পরবর্তী জেনারেশন-এ সমস্ত দেশ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। আমরা বললে আপনারা বলতেন দেশদ্রোহী, কিন্তু যেহেতু তিনি কংগ্রেসকে ১০টি সিট পার্লামেন্ট-এ দিয়েছেন, অতএব তিনি তা নন। একদিন ঐ ইয়াহিয়া খাঁন, আয়ুবসাহেব স্বায়ত্তশাসন দাবী শুনে হেসেছিলেন, কিন্তু সেটা থাকে নি। তাঁরা ভেবেছিলেন, এখানে স্বায়ত্তশাসনের দরকার নেই, শুধু রাজ্যগুলি তাদের প্রয়োজনে ইসলামাবাদের কাছে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকবেন। এটাই ছিল ও'দের যুক্তি, যে যুক্তি আমাদের এখানেও দেখান হয়। আমার বন্ধুস্থানীয় জনৈক সদস্যের পার্টির একটি পত্রিকায় লেখা হয়েছে যে, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েটে পশ্চিম পাকিস্তানের ৬৯২ জন অফিসার আর পূর্ববাংলার মাত্র ৫২ জন। সেই তুলনামূলক হিসাব যদি সম্প্রদায় হিসাবে রাইটার্স বিল্ডিংস অফিসারের বেলায় ধরা হয় তাহ'লে এর দ্বারা খারাপ ফল হবে। উই উইল প্লে ওনলি ইন্টু দি হ্যান্ডস্ অফ আদার্স। তাই এরকম যুক্তি ঠিক নয়। কিন্তু আমি যখন বলব যে, পাক শাসকচক্রের দ্বারা বাংলাদেশের মানুষকে লুট করা হচ্ছে তখন আমি কেন ভুলে যাব যে, পশ্চিম বাংলার মতন একটা সমস্যাসংকুল রাজ্যে চতুর্থ পরিকল্পনার ৫ বছরে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার হ'তে আমরা পাব মাত্র ২২১ কোটি টাকা, অথচ প্রতি বছর আমাদের এখান হ'তে সেন্ট্রাল ট্যাক্স কেন্দ্রে যাবে ৫০০ কোটি টাকার বেশি। এগুলি কি পাকিস্তান গভর্ণমেন্ট দেখছে না? পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এক যুক্তি, আর ভারতের ক্ষেত্রে উল্টা যুক্তি হ'তে পারে না। জ্যোতিবাবু ঐ অর্থে বলেছিলেন ইফ ইউ আর সিনসিয়ার, যদি সত্যিই বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামকে আমরা সমর্থন করি, যদি সেটা পাকবিরোধী মনোভাব থেকে নয়, এই মনোভাব থেকে হয় যে, তারা এমন একটা নীতির জন্য লড়ছে যার জন্য মানুষের প্রাণ দেয়া উচিত তাহ'লে সেই নীতিকে ভারতেও প্রয়োগ করা উচিত। এবং তা যদি না হয় তাহ'লে আমরা পাকিস্তানের সামরিক শাসকচক্রের হাত শক্তিশালী করব। তাদের দাবী যদি সত্যই গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহ'লে পশ্চিম বাংলায়ও তো সেই দাবীকে মূল্য দেয়া উচিত আমাদের। ওখানে গণতন্ত্রের জন্য মানুষের লড়াইকে যদি শ্রদ্ধা জানাই তাহ'লে পশ্চিম বাংলায়ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের আমরা বিরোধিতা করতে পারি না, তাকেও শ্রদ্ধা জানাতে হবে। ওখানে মানুষের যদি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে আমরা সেলাম জানাই তাহ'লে আমাদের এখানে অন্ততঃ রাজ্যগুলির একটু অধিকতর অধিকার থাকা উচিত। এগুলি হওয়া উচিত। এ যদি না হয় তাহ'লে ভুল করা হবে। দ্বিতীয় যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা একটু ভেবে দেখুন। আমাদের এখানে পশ্চিম বাংলায় ৫০ হাজার মিলিটারি যদি মাসের পর মাস থাকে, যদি মাসের পর মাস সি আর পি এখানে থেকে আমাদের উপর উৎপীড়ন চালায় তাহ'লে কি একথা বলা চলে যে, আমরা সত্যিকারের বাংলাদেশের মানুষকে আন্তরিকতার সঙ্গে সমর্থন করছি? আমি একথা বলতে চাই এজন্য, কারণ পশ্চিম বাংলার হিন্দু, মুসলমান বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী সমস্ত মানুষের ঐক্য নির্ভর করছে আমাদের এখানকার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার উপর।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আর একটা কথা বলব। বাংলাদেশের মানুষ দেড় মাস ধরে লড়ছে। এটা আপনিও জানেন, আমরাও জানি যে, এই লড়াইএ যোদ্ধা বাহিনীর পিছনে কি

ছিল। এর পিছনে ছিল জনগণের অপূর্ব সমর্থন কিন্তু প্রধানতঃ যারা হাতিয়ার ধরে লড়েছে তারা হ'ল পূর্ববাংলার পুলিস, আনসার বাহিনী, বেঙ্গলী রেজিমেন্ট ইত্যাদি। এরা কিছু অস্ত্র পেয়েছিল, কিন্তু তারা সোজাসুজি লড়তে জানত, স্বভাবতঃই তারা গেরিলা যুদ্ধের সব কায়দা জানে না। পাকিস্তানী মিলিটারির বিরুদ্ধে তারা এলোপাথারি গুলি খরচ করল, ফলে অস্ত্রের অভাব পড়ল, অস্ত্রের খোরাকের অভাব পড়ল। তখন তাদের জরুরী কি প্রয়োজন ছিল? প্রয়োজন ছিল চোখের জল নয়, ঐ সীমান্তে কিছু চিড়ে, গুড় দেয়া নয় বা ট্রিপল অ্যান্টিজেন ইনজেকসন দেয়া নয়। কেউ কেউ বলেছিল ভলান্টিয়ার দিতে রাজী আছি। ওরা ভলান্টিয়ার চায় নি—সাড়ে ৭ কোটি মানুষ প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুতই, তারা ভারতবর্ষের কাছে ভলান্টিয়ার চাচ্ছে না; তারা চেয়েছে রাইফেল, মর্টার, অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্ট্ গান, যা নিয়ে তারা লড়তে পারে। কিন্তু দেড় মাস দেরী হয়ে গেল, আর কত দেরী হবে? সেখানে কি গেছে না গেছে, তারা কি পেয়েছে বা না পেয়ছে তা আমরা জানি না; কিন্তু গত দেড় মাস ধরে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটা আর্মির বিরুদ্ধে তারা লড়েছে, মরেছে, সেখানে অনেক জায়গা আর্মি দখল করে নিয়েছে। ওরা সেখানে থাকতে পারে নি। ওদের অসুবিধা গ্রামগুলি এখনও সংগ্রামের ঘাঁটি হিসাবে তৈরি হয় নি। অবশ্য বাংলাদেশের মানুষের লড়াই কিভাবে চলবে না চলবে সেই বিষয়ে উপদেশ দেবার স্পর্ধা আমার নেই; কারণ ওরা লড়ছে, মরছে—কাজেই তাদের উপদেশ দেয়া উচিত নয়। তবে আমি একথা বলব যে, এদের লড়াই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে এবং দীর্ঘস্থায়ী শুধু নয়, ঐ লড়াইয়ে যদি জিততে হয় তাহ'লে গ্রামের গভীবে গিয়ে ওদের দাঁড়াতে হবে, অর্থাৎ কৃষক ওদের বাহিনীর ভিত্তি হয়ে দাঁড়াবে। এটা তারা শিখবে তাদের অভিজ্ঞতা থেকে। এটা লেনিনের কথা যে, শান্তির সময় যে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে এক বছর সময় লাগে একটা সংগ্রামের মাঝখানে সেই অভিজ্ঞতা পাঁচ দিনে এসে যায়। ওরা নিজেদের প্রয়োজনেই শিখবে। আমরা স্টেটসম্যান এবং অন্যান্য কাগজে দেখেছি তারা কি লিখেছে। তারা লিখেছে এই লড়াই যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, এই লড়াই যদি গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে তাহ'লে "একস্ট্রিমিস্টস্ আর ওয়েটিং বিহাইন্ড দি স্ক্রীন" অর্থাৎ উগ্রবাদীরা পর্দার আড়ালে অপেক্ষা করছে; নেতৃত্বে চলে আসবে। এতে আমাদের বিচলিত হবার কি আছে? ওদের নেতৃত্বে কে থাকবে তা আমরা কেন বিচার করব? এ ব্যাপারে আমরা মাস্টারী নাই বা করলাম। আমরা সবাই জানি যে, আজকের বিধানসভায় এই প্রস্তাব কেমন করে রচিত হয়েছে। প্রস্তাবে এই কথাটা দেয়া হয়েছে যে, প্রতিকূল অবস্থাব মধ্যে যাই হোক না কেন বাংলাদেশের মানুষ শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করবেনই। যারা লড়ছে তারা লড়বে, মরবে, জয়লাভ করবে কিন্তু আমাদেব প্রশ্ন হচ্ছে আমরা ওদের কার্যকরী কিছুই দিচ্ছি না। দেড় মাস দেরী হয়ে গেল, এখনও যদি দেরী কবি তাহ'লে সর্বনাশ হয়ে যাবে। স্বীকৃতি তো এমন কিছুই নয় যে, শুধু তা ধুয়ে ধুয়ে তারা জল খাবে এবং তাতে তাদেব পেট ভবে যাবে। স্বীকৃতির এইজন্য প্রয়োজন যে, তাহ'লে তাদের অস্ত্র দিতে পারেন, অস্ত্র বিক্রি কবতে পাবেন, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র তাদের দিতে পারেন। কাজেই এই শব্দটা এই প্রস্তাবে আসার জন্য আমরা খুবই আনন্দিত এবং এরই জন্য আমবা একমত হতে পেরেছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, কিছু কিছু বন্ধু কটাক্ষ করবার জন্য জ্যোতিবাবুকে বলেছেন তার "বন্ধুদেশ" চীনকে বোঝাতে। আমি পার্টির একজন দায়িত্বশীল কর্মী হিসাবে এই কথা বলতে পারি যে, আমাদের বলায় যদি কাজ হ'ত তাহ'লে বাংলাদেশের লড়াইকে বাঁচাবার জন্য ও তাকে সমর্থন করবার জন্য যা কিছু কববার প্রয়োজন তা করার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম। একথা সবাই জানেন এবং যিনি বলেছেন, তিনিও জানেন, জয়নাল আবেদিন সাহেবও জানেন যে, সোভিয়েট বা চীনের প্রশ্ন তোলা ঠিক নয়। আমরা কারো গুড বুকে নই। উভযেই আমাদের সমালোচনা করেন,—একদল বলেন আমরা বিভেদকামী, আর একদল বলেন আমবা নয়া সংশোধনবাদী। কিন্তু আমি বলি আমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছি এবং আমাদের মাথাটাকে কারো কাছে বন্ধক দিই নি। আমরা সব দেশকে শ্রদ্ধা করি। আর একজন সদস্য বললেন চীনকে বলুন না। ও'বা কি জানেন না যে, চীন আমাদের কি চোখে দেখেন? আসলে এই সুযোগে একটু চীনবিরোধী রাজনীতি কবছেন ও'বা—এটা যদি বলি তাহ'লে কি অন্যায কথা বলা হবে? কই একবারও তো বললেন না আমেরিকার ট্যাঙ্কের কথা,—শ্রীমতী গান্ধী নিকসন সাহেবকে একটু কম সেলাম করুন। আগে নিজেরা রেকগনিসন দিন, তারপর তো অন্য কথা বলবেন। কই, বললেন না তো দক্ষিণ ভিয়েতনামে

সাহায্য পাঠান বন্ধ করে দিন। কাজেই আমি বলব আপনারা চীনবিরোধী রাজনীতি করছেন; বাংলাদেশকে আপনারা কার্যতঃ সমর্থন করছেন না। তা যদি করতেন তাহ'লে আপনারা আমেরিকার ট্যাঙ্কের কথা বলতেন, সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে ভিয়েতনামের যে মিলিটারী যাচ্ছে তার কথা বলতেন, বলতেন ভারতবর্ষ থেকে কেন ট্রাক যাবে, জিনিষপত্র যাবে হত্যাকারীদের সাহায্যের জন্য? পূর্ব জার্মানির স্বীকৃতির কথা বলতেন। আমি সেজন্য বলছি এই যে, বাংলাদেশের লড়াই সত্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ লড়াই। এর সমর্থনের জন্য যে প্রস্তাব তাতে ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার আমি জানতে চাই না এবং আমরা প্রথমে যে ড্রাফ্‌ট্‌ তৈরি করেছিলাম তাতেও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের কথা ছিল না। আমি শুধু বলতে চাই যে, বাংলাদেশের লড়াইকে বাঁচাতে গেলে শুধু ইয়াহিয়া চক্রের কথা বলে লাভ নেই, কাজে সাহায্য করতে হবে। আমাদের পার্টির তরফ থেকে আমি একথা বলতে চাই যে, আমাদের সমথন শুধু মহানুভবতার জন্য নয়, তাদের জন্য শুধু আমাদের প্রাণ কাঁদার জন্য নয়। আজকে বাংলাদেশের মানুষ যদি এগিয়ে যায় তাহ'লে ভারতবর্ষের মানুষও এগিয়ে যাবে, তারা যদি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে তাহ'লে আমাদের গণতন্ত্রের শক্তি বেড়ে যাবে এবং সেজন্য আমরা আছি, সমস্ত শক্তি দিয়ে আমরাও এগিয়ে যাব এবং সাহায্য করব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ডঃ জয়নাল আবেদিনঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, হঠাৎ বন্ধুরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন কেন বুঝি না। আমি শুধু অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আজকে এই বিতর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে হচ্ছে। এই বিতর্ক, আলোচনার সঙ্গে আমাদের জীবন-মরণ সমস্যা জড়িত, শুধু ওপার বাংলার মানুষের নয়, আমাদেরও। তাই আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলতে চাই যে, আজকে গভর্ণরের এড্রেসের উপর আলোচনা হচ্ছে না।

মানীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকের এই এসেম্বলীর একটা শুভদিন। অন্ততঃ একটা বিষয়ে এই দুর্দিনে, এই দুর্দিন শুধু সীমান্তের ওপারেই সীমাবদ্ধ নয়, যে ধারায় এই সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে, তার যে সম্ভাব্য পরিণতি তাতে আমরাও বিপদমুক্ত একথা বলতে পারি না। এইজন্য শুভদিন বলছি, বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা একদিনের জন্য যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন তাতে একাধিক বার ঘোষণা করেছিলেন, অমিল আছে গরমিল আছে। আমি এই গরমিল নিয়েই আলোচনার সুত্রপাত করতে চাই। বাংলাদেশের সংগ্রাম প্রাথমিক পর্যায়ে অহিংস এবং অসহযোগ আন্দোলনই ছিল। জ্যোতিবাবু বলে গিয়েছেন দ্বিজাতিতত্ত্ব ধুয়ে মুছে গেছে। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলতে চাই এই ভুল থিওরী দ্বারা যে একটা সংকট সৃষ্টি করা হয়েছিল তাতে যে পক্ষ ছিল সে পক্ষ স্বার্থান্বেষী পক্ষ ছিল। নিশ্চয়ই তারা মুছে গেছে। আমরা গর্বিত। এই আন্দোলনের যারা বিরোধিতা করেছিল সেই কংগ্রেস এই দ্বিজাতিতত্ত্ব বিশ্বাস করে নি বলেই, হিন্দু মুসলিম এই ভেদে বিশ্বাস করে নি বলেই আজকে কংগ্রেস দ্বিগুণ বলে বলীয়ান হয়ে এসেছে সর্বত্র, একথাটা তিনি বলে গেলেন না। কংগ্রেস আজকে এই তত্ত্বে বিশ্বাস করে নি বলেই এক দিকে মৃত্যুর নিশানা আর এক দিকে বিপুল শক্তির সুচনা। এটার স্বীকৃতি দিলে খুশি হতাম।

এখন যে-কথা বলছিলাম, এই সশস্ত্র সংগ্রাম বাংলাদেশের মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এই সংগ্রাম অসহযোগ এবং ঐতিহাসিক পর্যায়েই রেখেছিল। হাইকোর্টের জজ, সুপ্রীম কোর্টের জজ গভর্ণরের শপথ গ্রহণ করায় নি। সেজন্যই একদিন গান্ধীজী মন্ত্র দিয়েছিলেন আন্দোলন অসহযোগের দ্বারা, হিংসার দ্বারা নয়। কিন্তু আমাদের বিরোধী দলের বন্ধুরা হিংসা ছাড়া কোন সমস্যার সমাধান খুঁজে পান না। মহাত্মা গান্ধী যে বাণী দিয়ে গেছেন তা হ'ল অহিংস অসহযোগ-এর পথই একমাত্র পথ, এই পথে পৃথিবীর সমস্যার সমাধান সম্ভবপর। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, জোর করেই হোক যেরকম উপায়েই হোক এই সংগ্রাম সশস্ত্র পর্যায়ে চলে গিয়েছে। এর সম্ভাব্য পরিণতি কি হতে পারে? এই সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, মুক্তিফৌজের সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। ইয়াহিয়া খাঁর

বাহিনী একবার দখল করতে পারে, আবার মুক্তিফৌজ পাল্টা দখল করতে পারে। এই যে সংঘবদ্ধ অসম সংগ্রাম সাধারণ নাগরিক কৃষক মজুর সংঘবদ্ধ হয়ে আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত সেনা-বাহিনীকে পরাজিত করতে দেরী লাগতে পারে, এই সংগ্রাম ছড়িয়ে যাচ্ছে, তাতে সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হবার পথেই যাচ্ছে। এর আর একটা পরিণতি হতে পারে। বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে দালাল লাগিয়ে, মুসলিম লীগের লোকদের হাত করে বা নুরুল আমিনপন্থী যারা আছে তাদের হাত করে বা ওই জাতীয় এজেন্ট যারা আছে তাদের হাত করে দেশের আন্দোলনকে নষ্ট করে দিতে পারে এবং বেয়নেট দিয়ে, প্রলোভন দিয়ে ইয়াহিয়া বাহিনী সমস্ত দেশ দখল করতে পারে এবং তার ফলে আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। আমরা দেখছি আজকের এই যুদ্ধে মা এবং মেয়েরাও সামিল হয়েছেন। এইভাবে যদি তাঁরাও সামিল হন অর্থাৎ স্বাধীনতা যুদ্ধের সামিল হন তাহ'লে এটা বাস্তব সত্য যে, এটা একটা পরিপূর্ণ রূপ নেবে। আজকে একটা জিনিস দেখছি আন্তর্জাতিক বৃহৎ শক্তিগুলি নির্বাক দর্শক হয়ে রয়েছে—কেউ কোন কথা বলছেন না এবং যদি বা কেউ কিছু বলেন তাহ'লে খুব সতর্কতার সঙ্গে বলছেন। আর একটা জিনিস দেখছি ওপারে যারা নিজেদের মহাশক্তি বলে বলছেন সেই মহাচীন এতে মদত দিচ্ছেন এবং তাঁরা চাচ্ছেন এটাকে ডোর-স্টেপ ফর ইন্ডিয়া করতে। আজকে মহাচীনের কথা বলাতে হরেকৃষ্ণবাবু আপত্তি করেছেন। কিন্তু এর সম্ভাব্য পরিণতি অস্বীকার করবেন কি করে? আজকে ইয়াহিয়া খাঁনের শক্তি যে পরোক্ষভাবে চীনেরই শক্তি সেকথা কি করে অস্বীকার করবেন? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি আমেরিকার প্রশস্তি গাইছি না। আমেরিকানরা ব্রিটিশ ইম্পিরিয়ালিজম-এর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন করে স্বাধীন হোল অথচ আজকে যখন ওখানকার মানুষরা সেই একইভাবে সংগ্রাম করছে তখন তাদের মুখে টু শব্দটি নেই। তারা যখন এইভাবে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করছে তখন তোমাদের কি বিবেক! মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি যে সম্ভাব্য পরিণতির কথা বলছিলুম সেই প্রসঙ্গে আর একটা কথা হচ্ছে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলি চেষ্টা করবে এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হোক যাতে করে এখান থেকে স্বার্থ লুঠ করা যায়। কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে, ভারতীয় হিসেবে আমাদের প্রধান কর্তব্য হবে বাংলাদেশের লোক শক্তিশালী হয়ে ইয়াহিয়াবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে এগিয়ে যাক এবং এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটুক। আজকে এই জন্যেই প্রয়োজন আমাদের যে-কোন প্রকার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া। যদি প্রয়োজন হয়, অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে নয়—অস্ত্র-শস্ত্র ব্যতিরেকে শুধু স্বীকৃতি দিয়ে নয়, যে যে কার্যকরী পন্থা নিলে বাংলাদেশ জয়যুক্ত হয়, তা করা উচিত। আজকে এদের নিশ্চিন্ত করুন এবং এটা ভারত সরকারের কর্তব্য। একথাও ঠিক, এ বিষয়ে ভারত সরকারের দায়িত্ব রহিয়াছে। বিরোধী দলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসু বলেছেন যে, কাগজের প্রস্তাব না হয়ে দাঁড়ায়। নিশ্চয়ই আমরা স্বীকার করেছি এবং প্রথম দিন যেদিন স্বীকৃতি দেবার দাবী এই বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে তোলা হয়েছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাব এনেছেন, তাতে আমরা সকলে একমত হয়েছি। শুধু মুখ্যমন্ত্রীই নয়, শুধু পশ্চিম বাংলা নয়, বাংলাদেশের আশেপাশে যাঁরা রয়েছেন তাঁদেরও এ বিষয়ে দেখা দরকার এবং ভারতবর্ষের মধ্যে আর যে রাষ্ট্রগুলি রয়েছে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রীরা একজোট হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী তোলা উচিত যে, বাংলাদেশের সংগ্রামকে এইভাবে শক্তিশালী মদত করা উচিত যাতে বাংলাদেশবাসী জয়ী হয়। কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে, আমরা অহিংসা নীতিকে বিশ্বাস করি। সেইজন্য আমাদের প্রয়োজন কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি করে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলির শুভ বুদ্ধির উদ্রেক করা। আমরা এই প্রশ্নকে যেন রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার না করি, এটা সামরিক প্রশ্ন। সুতরাং এতবড় একটা ঝুঁকি নেবার আগে নিশ্চয়ই ভারত সরকারের কর্তব্য রয়েছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে বৃহৎ শক্তি এবং ক্ষুদ্র শক্তির শুভ বুদ্ধিকে জাগ্রত করা। এই কাজ করলেই বাংলাদেশকে সত্যিকারের সাহায্য করা হবে যাতে করে তারা ঐ বর্বরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে এবং সেই তৎপরতা ভারত সরকার চালিয়ে যাচ্ছে নানা প্রচেষ্টায় এবং আমরা মনে করি ভারত সরকার তার দায়িত্ব পালন করে চলেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে, আজকে বাংলাদেশবাসী কি দুর্দশায়, দুর্গতি ও লাঞ্ছনের সম্মুখীন হয়েছে। এই অবস্থায় বিরোধী দলের বন্ধুরা সেখানে কিছু রাজনৈতিক

স্বার্থ আদায় করার চেষ্টা করে চলেছে। আজকে হরেকৃষ্ণবাবু বলেই গেলেন ভারতের এই সাহায্য করা প্রথম দায়িত্ব এবং কর্তব্য। কিন্তু আসল কথার কাছাকাছি যেতে চাইলেন না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই দাবী আজকের দাবী নয়। এই দাবী বিগত নির্বাচনের আগের দাবী এতে শুধু কংগ্রেসের দায়িত্ব আছে বলে আমরা মনে করি না। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ দিয়ে যে কথা বলেছেন তার বেশি তাঁর আর কিছু বলার নেই কারণ দেশের জনগণ কেন্দ্রীয় সরকারে সিলেন্ডার মেজরিটি দিয়ে দিয়েছেন দুই-তৃতীয়াংশ মেজরিটি দিয়ে তাঁরা দিল্লীর পার্লামেন্ট করে দিয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ওরা মাঠে ঘাটে এই কথা বলেছিলেন যে, ইন্দিরা হঠাও। কিন্তু আজকে ওদের নাগালের বাহিরে চলে গেছে—ভারতবর্ষের মানুষ ইন্দিরাজীকে যে সংখ্যায় বসিয়ে দিল, তা এখন ওদের নাগালের বাহিরে। কিছুতেই নড়ান যায় না। ওদের কিছু উষ্মা হয়েছে। সি আর পি, মিলিটারি কেন এখানে আছে সম্পূর্ণ নিরাপদজনক অবস্থা। কিন্তু একথা কি ঠিক? পশ্চিম বাংলা সীমান্তবর্তী রাজ্য।

(গোলমাল)

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিম বাংলা যে সীমান্তবর্তী রাজ্য একথা অস্বীকার করলে চলবে না। এর অপর প্রান্তে রয়েছে চীন। এই কিছুদিন আগে চীনের রেসিয়ালিজম এমন কি তিব্বতকে গ্রাস করে নিল। আজকে বাংলাদেশের জন্য যে বন্ধুরা চোখের জল ফেলছেন, আমি তাদের সাধুবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু এই তিব্বতকে চীন যখন গ্রাস করল তখন তো একটি প্রতিবাদও উঠে নি। পরোক্ষে তাদের সমর্থন জানিয়েছিলেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, সীমান্তবর্তী রাজ্য হিসাবে ভারতের তথা পশ্চিম বাংলার নিরাপত্তার জন্য এবং আর একটা শক্তির কাছ থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য আজ এখানে মিলিটারির প্রয়োজন আছে। একথা কি ও'রা অস্বীকর করতে পারেন? টু রেক দি কনস্টিটিউশন ফ্রম উইদিন একথা ওরা একাধিক বার বললেন গণতন্ত্রের কথা কিন্তু আজকে সেইজন্যই মিলিটারি ও সি আর পি-র প্রয়োজন আছে।

(গোলমাল)

আজকে দেখেছি ওদের রক্ষা করার জন্য সি আর পি বিপুল বাহিনীর প্রয়োজন হয়েছিল। বিরোধী দলের নেতাকে রক্ষা করার জন্য দু'হাজার টাকা ব্যয় হয় বলে জানা গেছে। শেষ কথা, এই প্রস্তাবে সরকারের আন্তরিকতা আছে কিনা বিরোধী দলের নেতা তা বার বার বলেছেন। আমরা মুখে এক, আর মনে আর এক কথা বলি না আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। আমরা সুবিধাবাদী, সুযোগসন্ধানী নই। আমাদের গোবিন্দ ভাই (এম এল এ) বার বার সে কথা বলার চেষ্টা এবং তালগোলপাকানো করার চেষ্টা করেছেন। মাননীয় নাম্বুদ্রিপাদ সাহেব মুসলিম লীগের পিছনে ছুটে নাগাল পাচ্ছে না, একথা আমরা এখানে বলতে চাই না। আমি বলতে চাচ্ছি মাননীয় জ্যোতিবাবুর দল ঐ হারুন অল রসিদের পেছনে ঘোরাঘুরি করে হয়রান হয়ে গেলেন। এই অপবাদ কতটা ঠিক হ'ল? তারপরে আমি ও'কে জিজ্ঞাসা করি গণতন্ত্রের প্রতি যদি অবিচল আস্থা থাকে তা হ'লে কোন সাহসে কোন ধৃষ্টতায়, কোন কৌশলে বা কি মনে করে ২৭৭ জনের হাউসে ১২৩ জনকে নিয়ে সরকার গঠনের দাবী করেন? আর এম এল এ-দের পণ্যের মত কেনা বেচার সংকল্প করেন—মুসলিম লীগের এম এল এ-কে দলে টানার চেষ্টা করেনই বা কি করে? কাজেই স্যার, আমি এই কথাই বলতে চাই যে, এ সমালোচনা জ্যোতিবাবুর সাজে না। মাননীয় সভাপাল মহাশয়, কার্যকরী ব্যবস্থার কথা সুবোধবাবু বলেছেন। সেই একই সুরে আমি বলতে চাই যে, বাংলাদেশের মানুষ যাতে জয়যুক্ত হয় তার সব ব্যবস্থা করতে হবে। স্যার, সীমান্ত অঞ্চলে যে-সমস্ত নওজোয়ান ওদিক থেকে চলে আসছেন তাঁরা উৎসাহে টগবগ করছেন, আজকে শক্তির জন্য তারা খুঁজে বেড়াচ্ছেন অস্ত্র। আমি এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত বিনীতভাবে বিরোধি পক্ষের মাননীয় সদস্যদের বলতে চাই যে, পশ্চিম বাংলার এই অবস্থা কেন করলেন আপনারা? আজকে তাদের ট্রেনিং দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ বাংলাদেশের মুক্তি-যোদ্ধাদের যেখানে ট্রেনিং দেওয়া হবে সেখানে জ্যোতিবাবুর দলের লোকেরা শিখে এসে গুলিটা

চালাবে জয়নালের বুকে, নইলে গোবিন্দর বুকে কিম্বা দেশের নিরীহ মানুষের বুকে। স্যার, এ নজীর আপনি কি পান নি? আমি তাই আজকে জ্যোতিবাবুকে জিজ্ঞাসা করি কেন এই অবস্থার সৃষ্টি আপনারা করলেন? সীমান্তে যেখানে আমাদের ভাইবোনেরা পড়ে রয়েছে সেখানে ত্রাণের জন্য ছুটে যাওয়া যাচ্ছে না। কারণ যাবার সময় ভাবতে হচ্ছে ঐ দমদম দিয়ে যেতে হবে যেটা জ্যোতিবাবুর এলাকা, সেখান দিয়ে যাওয়া যাবে না। ওখানে গেলেই পাইপ গানের গুলি বা অন্য কিছু লাগতে পারে। কাজেই এই যে আভ্যন্তরীণ অরাজকতার সৃষ্টি আপনারা করেছেন তার চরম মূল্য আমাদের এই সংকটের সময় দিতে হচ্ছে। তবুও বলি স্যার, শুভ বুদ্ধির উদ্রেক হোক। স্যার, এই প্রসঙ্গে ও'দের বলি, এই যে হানাহানির শিক্ষা বা প্রচলন যাতে আপনারা মনে করছেন লাভবান হবেন, আজকে দিন এসেছে জ্যোতিবাবু খতিয়ে দেখুন লোকসানের হিসাবটা কি? তা না হ'লে আপনারা এদিকে ছিলেন আমরা ওদিকে ছিলাম আজকে গণতন্ত্র সেটা প্রমাণ করেছে বলেই আপনারা ওদিকে গিয়েছেন, আমরা এদিকে এসেছি। এই হুঁশিয়ারী বা সতর্কতা দিয়ে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছি গণতন্ত্রের নামাবলি গায়ে দিয়ে ভণ্ডামী চলে না তার বিচার করেছে জনসাধারণ। একটা জাতি আজকে যেখানে বিপদে বা সংকটে পড়েছে সেখানে সমস্ত কপটতা ভুলে গিয়ে সমস্ত ভণ্ডামীর ঊর্দ্ধে উঠে আসুন নিজেদের সংশোধন করে নিয়ে আমরা এগিয়ে যাই। ইতিহাসের শিক্ষা আপনারা স্মরণ করুন। আজকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন যাতে ঐসমস্ত ভাইবোনেদের সংগ্রাম জয়যুক্ত হয়। আপনারা এগিয়ে আসুন, আমাদের তরফে কোন কপটতা নেই, আপনারাও আপনাদের কপটতা বর্জন করুন। আর তা করে বাংলাদেশের সংগ্রামকে জয়যুক্ত করুন, অনুরোধ করোনিকাবু, এ থেকে আপনারা অতিরিক্ত মুনাফা লোটবার চেষ্টা করবেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার শেষ কথা হ'ল, আজকে শুধু সাহায্য বা স্বীকৃতি নয়, আজকে এই আন্দোলন যাতে জয়যুক্ত হয় ভারত সরকার যেন সেই কর্মক্রম গ্রহণ করেন এবং সেটা করবার জন্য আমরা এই সরকার পক্ষে যতজন আছি, আমরা ঐক্যবদ্ধ, দৃঢ়বদ্ধ মন পোষণ করি না, আমরা এটা সমর্থন করি। এটা জয়যুক্ত হবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি এবং তাই শুধু ও'দের জীবনপণ নয়, আমাদেরও জীবনপণ করে আমরা সকলেই একে সমর্থন জানাচ্ছি। জয় হিন্দ্।

শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়: মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক আনীত যে প্রস্তাব সেই প্রস্তাবকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানাচ্ছি। সমর্থন জানাচ্ছি আরও যাঁরা এখানে তাঁদের বক্তব্য রেখেছেন তাঁদের মধ্যে বিরোধী দলের অন্য সকলকে বাদ দিলেও সম্বন্ধ বাবুর কিছু কিছু অ্যানালিসিসকে। যদিও তাঁর সমস্ত বক্তব্যের সঙ্গে একমত হ'তে পারিনি তবুও তাঁর বক্তব্য অন্যান্য বিরোধী দলের প্রবীণ অভিজ্ঞ নেতার চেয়ে অনেক দূর এবং প্রস্তাবের স্বপক্ষে অনেক কার্যকরী সহায়তা হবে এবং অনেকটা সহযোগিতা করেছে। আমি অবাক হয়ে দেখছি যে, এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে যখন আমাদের সদস্যদের একটা প্রচন্ড দায়িত্ব রয়েছে অত্যন্ত গভীরভাবে এটা চিন্তা করার, সেই মুহূর্তে আমরা অনেক জায়গায় সেটাকে লাইট করে দিয়েছি। অনেক জায়গায় প্রবীণ অভিজ্ঞ সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা সেটাকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করার অপচেষ্টা করেছেন, সেটা অস্বীকার করে লাভ নেই। অনেক বক্তব্য প্রস্তাবের স্পিরিটকে শক্তিশালী করার চেয়ে তাঁদের দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন, যা জয়নাল আবেদিন মহাশয় তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন। সেটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। আপনারা অনেকে প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। দলমত নির্বিশেষে এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করার জন্য আমি বিরোধী এবং অন্যান্য সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানাই আর অভিনন্দন জানাই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বাংলাদেশ সম্পর্কিত এ যাবত সমস্ত কার্যাবলীকে এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণে তিনি যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য। এটা আমার মুখের কথা নয়। হয়ত আমাদের দাবি আছে অনেক, অনেক আমাদের বক্তব্য আছে। আমাদের দাবি আদায়ের জন্য হয়ত কোন কোন জায়গায় একটু চাপ সৃষ্টি করতে হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এটাও সত্যি কথা, সীমান্তে গিয়ে দেখে আসুন যে, পূর্ব বাংলার একটা বিশেষ

অংশ একদিন সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে আসা সত্ত্বেও আজকে তারা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নামে জয়ধ্বনি করছে যখন ইন্দিরা গান্ধীর সাহায্য ওপার বাংলায় যাচ্ছে। আমি সীমান্তে গিয়েছি। যাঁরা সেখানে গিয়েছেন তাঁরাও নিশ্চয়ই দেখেছেন। অবশ্য সকলে গিয়েছেন কিনা আমি জানি না। তবে গেলে দেখবেন যে, এপারের বহু নরনারী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর দেশ থেকে যে সাহায্য যাচ্ছে তাকে দু' হাত নেড়ে তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হচ্ছে যে, প্রস্তাবের সমস্ত অংশটাকে বাদ দিয়ে 'অস্ত্র' এবং 'ইন্দিরা গান্ধী' এই দুটো শব্দকে প্রাধান্য দিয়েছেন বিরোধীরা। কিসের জন্য বাংলাদেশের এই প্রস্তাবের স্পিরিটকে আপনারা নিতে পারলেন না? নিলেন শুধুমাত্র দলীয় স্বার্থকে বড় করে দেখবার জন্য। আজকে 'ইন্দিরা গান্ধী' এবং 'অস্ত্র' এই দুটো কথা বাংলাদেশের বুকে খবরের কাগজে বড় করে দেখাবার প্রচেষ্টা করলেন। আমরা চেয়েছিলাম নেচার অফ দি মুভমেন্ট তাকে অ্যানালিসিস করা হবে। আমি বিরোধী দলের সদস্যদের কাছে চেয়েছিলাম যখন সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটা নেওয়া হয়েছে, আপনারা অ্যানালিসিস করুন, আপনারা প্রবীণ সদস্য আপনাদের অ্যানালিসিস থেকে আমরা কিছু গ্রহণ করব। আমরা ট্রেজারি বেঞ্চএর সদস্য বলে অপরাধ করি নি। অন্ততপক্ষে ঐতিহাসিক রেজলিউশনএ একটা সুযোগ চেয়েছিলাম যেটা আমরা পাই নি। আমি অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে, বিভিন্ন জায়গায় জোর করে কংগ্রেসদল এবং ইন্দিরা গান্ধীর সমালোচনার চেষ্টা হয়েছে, আমি তার দু'-একটি কথা এখানে বলতে চাই। যেভাবে ওখানে ইয়াহিয়ার দ্বারা মানুষ অত্যাচারিত হয়েছে সেকথা কারোর অজানা কথা নয়। সেই মুক্তি সংগ্রামীরা কেমন সাংঘাতিকভাবে লড়াই করছে সেটা আমাদের অ্যানালিসিস করে দেখতে হবে। শুধু মুজিবর জিন্দাবাদই নয়। শুধুমাত্র বিরাট বিরাট প্রস্তাব ইত্যাদি বাংলাদেশের মানুষের সামনে তুলে দেওয়া নয়, সঙ্গে সঙ্গে এটাও সি পি এম সমর্থকরা চিন্তা করুন জাতীয়তাবাদী শব্দটি ব্যঙ্গ করেছেন—বুর্জোয়াদের শোষণ করার শব্দ বলে অ্যানালিসিস করে বারবার বক্তৃতায় বলেছেন, ময়দানে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। সেই শব্দের যে কত জোর অ্যানালিসিস করে দেখুন। মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী তখনকার গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে এই কার্জন পার্কে জাতীয়তাবাদী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে গণতান্ত্রিক অধিকারে অনশন করেছিলেন। তখন আমি জানি সি পি এম-এর বহু সদস্য প্রস্রাব গায়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। একথা অস্বীকার করতে পারেন? এখন আবার গণতন্ত্রের কথা বলছেন। আমরা বন্দে মাতরম বলি বলে এই অপরাধে স্কুলে যেতে পারব না, আমাদের মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা হবে, আমাদের বাড়ি সাঁই পরিবারে পরিণত হবে। এর পরও কি মাননীয় সি পি এম সদস্যদের কাছ থেকে গণতন্ত্রের মত বড় বড় কথা শুনতে হবে? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মানব অভ্যুত্থানের স্রষ্টা হিসাবে পৃথিবীর ইতিহাসে যে ক'টা নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে মহাত্মা গান্ধী এবং মহাত্মাজীর পরে আর একটি নাম যোগ করুন, তিনি হচ্ছেন জাতীয়তাবাদী মহান নেতা মুজিবর রহমান। দুটোকে এক সঙ্গে দেখিয়ে আমরা বলেছি গণ-অভ্যুত্থানের ব্যাপারে যেখানে মহাত্মা গান্ধীও পৌঁছতে পারেন নি সেখানে মুজিবর রহমান কোন কোন জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন। আমরা মুজিবর রহমানের সংগ্রামকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তার চেয়ে বড় শ্রদ্ধা করি এই সংগ্রামের ক্যারেক্টার এবং নেচারকে। আমরা দেখেছিলাম ভিয়েৎনামে লড়াই হচ্ছে। আজকে আপনারা চেঁচাচ্ছেন ভিয়েৎনামে লড়াই হচ্ছে বলে। কিন্তু আপনারা বুকে হাত দিয়ে বলুন তো ভিয়েৎনামের মুক্তি সংগ্রামের প্রতিই যদি আপনাদের সমর্থন হয় এবং সেই সমর্থনে সেদিন যে সুর আপনাদের কাছ থেকে শুনেছিলাম—আপনারা ভাতের হাঁড়ির কাছ পর্যন্ত, বাচ্চা ছেলের কানের কাছে ভিয়েৎনাম, ভিয়েৎনাম গান পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং আপনাদের সমস্ত ক্রেডিট সেদিন ছিল, আমি আজকে তা অস্বীকার করছি না। সেদিন মুক্তি সংগ্রামীদের সমর্থনে হাজার হাজার মিছিল বেরিয়েছিল ব্রিগেড ময়দানে এবং কত লক্ষ টাকা খরচ করে তোরণ গেট নির্মাণ করা হয়েছিল এবং বহুবার বিগেড ময়দানে মিটিং হয়েছিল। আজকে বাংলাদেশে শুধু একটি ভিয়েৎনামবাসীর মত নয় শত শত মুক্তি সংগ্রামী এগিয়ে আসছে দেখছি, তখন তো আপনাদের একটাও গেট দেখিনি, বাংলাদেশের স্বার্থে একটি শ্লোগানও তো দেখিনি, যে, মিছিল ভিয়েৎনামের মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে দেখেছিলাম, বিরোধী দলের নেতারা

তো এখানে বসে আছেন, আপনারা বলুন ভিয়েৎনামের জন্য ব্রিগেডে যে, কটা মিটিং করেছিলেন সেই হিসাব আজকে আমরা মিলিয়ে নিতে চাই। মুক্তি সংগ্রামই বড় কথা, না ইডিওলজি অ্যান্ড ইজম বড় কথা সেটা আপনারা পরিষ্কার করে বলুন। যদি ইডিওলজি অ্যান্ড ইজম বড় কথা হয় তাহলে আর আপনারা লোকদের ভাঁওতা দেবেন না। আর যদি মুক্তি যোদ্ধাদের কথা বড় কথা হয় তাহলে আমাদের সুরে সুর মিলিয়ে বলুন যে, ভিয়েতনাম যেমন যোগ্য সম্মান পাবে, বাংলাদেশের মুজিবরের মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধও তেমনি যোগ্য সম্মান পাবে। অনেক আন্তরিকতার অভাব দেখলাম, যে আন্তরিকতা তাঁরা অনেক জায়গায় দেখিয়েছেন। তাঁরা চাপ সৃষ্টি করবার কথা বলেছেন। তাঁরা বলেছেন ইন্দিরা গান্ধীর কাছে চাপ সৃষ্টি করতে হবে। ডেফিনিটলি সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু চাপ সৃষ্টি করার মানে এই নয় যে, আগামী দিনে ট্রাম, বাস পুড়িয়ে আপনাদের মসনদ ফিরিয়ে দেবার জন্য—এই রকম চাপ সৃষ্টি যেন না হয় সেদিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন। এবং এদিকে লক্ষ্য রেখে সেইভাবে চাপ সৃষ্টি করবেন। আমি জানি এখানে মিলিটারির কথা আগে উঠেছিল। মাননীয় জ্যোতিবাবু তখন পুলিশমন্ত্রী। বিরোধী পক্ষ একবার মিলিটারি, সি আর পি-র কথা তুলেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন যে, মিলিটারি, সি আর পি আমাদের পয়সায় পোষা হচ্ছে এবং প্রয়োজনে তারা আমাদের সার্ভিস দেবে। আমি বহু মাননীয় বিরোধী দলের নেতা, মাননীয় সদস্যদের জানি—বহু বাড়ি জানি যেখানে শুধুমাত্র তাদের স্ত্রী-পুত্রদের সি আর পি পাহারা দেয় নি, তাদের স্ত্রী-পুত্রের পুতুলকে পর্যন্ত সি আর পি পাহারা দেয়। কলকাতা মহানগরীর বুকের উপর এমন বহু বিরোধী দলের নেতা আছেন, যাদের বাড়ি সি আর পি-তে পাহারা দিচ্ছে আপনারা নিজেই গিয়ে দেখে আসবেন। আপনাদের নেতারা বলেছেন, "সি আর পি হঠাও, একটা বড় জুতো" একটি দেওয়ালে লেখা আছে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি দেওয়ালে দেখবেন সেখানে আমাদের নামে লেখা আছে "সি আর পি-র কোলে জ্যোতিবাবু দোলে" এবং সেখানে দুটি লেখার মানে সত্যিকারে মিলিয়ে নেবেন। তাই আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ করছি যে, আপনারা ইয়াহিয়ার সাথে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে এক করে দেখবেন না এবং এখানে অনেকে এক করে দেখবার চেষ্টা করেছেন।

(গোলমাল)

চীৎকার করে আমাকে বসাতে পারবেন না। আপনারা যদি আমাকে বলতে না দেন তাহলে জ্যোতিবাবুকে আমি কোনদিনও বলতে দেব না। তাই আমি অনুরোধ করছি যে, ইয়াহিয়ার সাথে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে এক করে দেখবেন না। আমি আপনাদের কাছে উদাহরণ দিয়ে বলছি যে, ইয়াহিয়া মুজিবর রহমানের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছে। মুজিবর রহমান মানুষের দ্বারা নির্বাচিত ইলেক্টেড প্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও অ্যাসেম্বলি বসিয়ে তাদের বক্তব্য রাখবার যে অধিকার সেই অধিকার সেদিন ইয়াহিয়া দেয় নি। কিন্তু আপনাদের প্রধানমন্ত্রী, আপনাদের সরকার সে অধিকার ছিনিয়ে নেয় নি। তাহ'লে আপনারা কি করে বললেন যে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী আর ইয়াহিয়া এক? আজকে মুজিব যেভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন, আপনারা কি সেইভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন? সুতরাং আমি আর অধিক কথা বলব না। আমি শুধু একটি কথা বলছি যে, ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে সমস্ত ব্যক্তিস্বার্থের, দলীয় স্বার্থের সমস্ত রকম রাজনৈতিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে আসুন দলে দলে তীর্থযাত্রীর মত সত্যিকারের সক্রিয় সহযোগিতা নিয়ে, একটি শব্দ বা দুটি শব্দ বড় করে না দেখে 'অর্থ', 'ইন্দিরা গান্ধী' অন্য জায়গায় দেখব, প্রয়োজনে সমালোচনা করব। আজকে অন্তত আমরা একটি প্ল্যাটফর্মে সকলে এক হয়ে একে সমর্থন জানাই।

শ্রীমহঃ ইলিয়াস রাজীঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় আজকে যে প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন, আমি সেই প্রস্তাব সমর্থন করছি। আজ আমরা যে প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করছি, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমরা সবাই জানি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করছেন, এই সংগ্রাম দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত অন্যায় অত্যাচার

এবং শোষণের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম। এই সংগ্রাম যারা আজকে পূর্ব বাংলার মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছে ইয়াহিয়া ও তার সামরিক শাসকগোষ্ঠী, তারা পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করছে এবং বোঝাচ্ছে যে, পূর্ব বাংলার মানুষ এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নূতন একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করতে চাচ্ছে। এটা অত্যন্ত ভুল কথা, মিথ্যা কথা। আমরা জানি পূর্ব বাংলার মানুষ শেখ মুজিবরের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের পতাকাতলে যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পূর্ব বাংলার মানুষ শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে যখন আওয়াজ তুলেছিলেন তখন তো তারা একথা কোনদিন বলেন নি যে, এরা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চায়। আজ যে ছয় দফা দাবির ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে সেই ছয়-দফা দাবির ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের দাবি ইয়াহিয়া খাঁ পদদলিত করেছে, উপেক্ষা করেছে, তার ফলে এখন যে সংগ্রাম চলেছে এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামকে পূর্ব বাংলার মানুষের উপর শাসকগোষ্ঠী চাপিয়ে দিয়েছে। এই সংগ্রামে আমরা দেখতে পাচ্ছি—পশ্চিম পাকিস্তানের সশস্ত্র সামরিক বাহিনী পূর্ব বাংলার অগণিত মানুষকে হত্যা করছে—ইতিমধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে এবং আগামী দিনেও আরও লক্ষ লক্ষ মানুষকে তারা হত্যা করবে। তারা গ্রামের পর গ্রাম লুঠপাট করে জ্বালিয়ে দিয়েছে, অনেক শহরকে ধ্বংস করেছে, অনেক শিক্ষাকেন্দ্র, বাড়ি ও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র তারা ধ্বংস করে দিয়েছে। এইসব ধ্বংসলীলা, অত্যাচার ও নিষ্পেষণ কেন এটা শুধু এইজন্য যে বাংলাদেশের সাড়ে সাতকোটি মানুষ তাদের যে অধিকার, বাঁচবার যে অধিকার, সেই অধিকারকে তারা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল, যার জন্য ইয়াহিয়া শাসকগোষ্ঠী ঐ রকম অন্যায় অত্যাচার করে যাচ্ছে। আমাদের কাছে অর্থাৎ ভারত সরকারের কাছে পূর্ব বাংলার সংগ্রামী মানুষ সাহায্য ও সহানুভূতি চাচ্ছে। যদিও সাহায্য ও সহানুভূতি আমরা তাদের কিছু কিছু দিচ্ছি। কিন্তু তাদের রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার যে ব্যাপার—ভারত সরকার যদি সেই স্বীকৃতি দিতে দেরি করেন তাহলে সেখানকার মানুষের দুঃখকষ্ট দুর্গতি যা হয়েছে ও হচ্ছে সেই দুঃখ দুর্গতি আরও বাড়বে বেশি হবে। সেইজন্য আজকে তাদের স্বীকৃতি দেওয়াটা বড় প্রশ্ন। বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়াটাই হচ্ছে জরুরী ব্যাপার আমাদের ভারত সরকারের কাছে। এটাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এবং এই আশা এবং ভরসা আমরা করছি যে পূর্ব বাংলা এই সংগ্রামে জয়ী হয়ে সেখানে এমন একটা সরকার কায়েম করবে যেখানে কৃষক শ্রমিক মেহনতী মানুষ বাঁচবার মত সুযোগ পাবে এই আশা এবং ভরসা নিয়ে আজকের এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র: মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকের এই ঐতিহাসিক এবং স্মরণীয় যে প্রস্তাবটি এসেছে সেই প্রস্তাবটি আমি সমর্থন জানাচ্ছি। এবং বিরোধী দলের যেসব নেতারা এই হাউসএ একটা সর্বসম্মত প্রস্তাব পেশ করার যে প্রচেষ্টা করেছেন তাঁদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমাদের দুপক্ষের ব্যবধান যতই দুস্তর হোক না কেন আজকের দিনে যদি একমত হয়ে একটা প্রস্তাব নিই সেই প্রস্তাবের গুরুত্ব আন্তর্জাতিক এবং সেই প্রস্তাব থেকে একটা নতুন প্রেরণা নেবে ওপার বাংলার অগণিত ভাইবোনেরা। সুতরাং এই ধরণের একটা প্রস্তাব পাশ হওয়ার একান্ত প্রয়োজনীয়তা ছিল। আজকে সর্বাগ্রে আমি মনে করি যে, সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে স্বাধীন বাংলাকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্ন। আন্তর্জাতিক রাজনীতি আপনারা জানেন যে কয়টি শর্ত স্বীকৃত হলে আন্তর্জাতিক আইনে একটা রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়া চলে তার প্রত্যেকটি টেস্ট বা পরীক্ষাতেই এই স্বাধীন বাংলা উত্তীর্ণ হয়েছে। আইনে আছে আপনারা জানেন, টেরিটরি পপুলেশন, অর্গানাইজেশন সভরেন্টি বোথ একস্টার্নাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাল, এই চারটি শর্ত যদি উত্তীর্ণ হতে পারে তবে যে কোন রাষ্ট্র এবং যে কোন জাতি আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে স্বীকৃতি পেতে পারে। বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময় আমরা জানি এই পূর্ব এশিয়াতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হয়েছিল, সেই আজাদ হিন্দ সরকারেরও স্বীকৃতি মিলে ছিল আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের কাছ থেকে। পৃথিবীর নটি রাষ্ট্রের কাজ থেকে। এবং সেখানেও এই পপুলেশন, অর্গানাইজেশন, সভরেন্টি, টেরিটরি,

এই চারটি পরীক্ষাতে তার সরকার উত্তীর্ণ হয়েছিল। গত যুদ্ধের সময় দেখেছিলাম ফ্রান্সের জেনারেল দ্যগল তাঁর নিজের দেশ থেকে পালিয়ে এমিসার গভর্নমেন্ট করে গভর্নমেন্ট ইন এক্সাইল —ফরাসী থেকে ইংলণ্ডে এসে বসেছিলেন এবং সেখানে তার পেছনে এই সমস্ত টেস্টে উত্তীর্ণ হবার তার কোন কারণই ছিল না এবং সেদিন তিনি হননি। তা সত্ত্বেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ দ্যগলের গভর্নমেন্ট ইন এক্সাইলকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। আজকে কেন বাংলাদেশের সরকার স্বীকৃতি পাবে না। স্বীকৃতি নিশ্চয়ই তারা পাবে এবং তার জন্য সমস্ত রকমের চাপ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের পক্ষ থেকে আমরা দেব এই বিষয়ে বিরোধী পক্ষের সঙ্গে একমত। কিন্তু আমি একটা প্রশ্ন করছি, মাননীয় সুবোধবাবু কয়েকটি তাত্ত্বিক প্রশ্ন তুলেছেন। তাত্ত্বিক প্রশ্ন নিয়ে মতভেদ থাকবেই। কিন্তু আমি বলছি যে ওপার বাংলায় যে বিরাট ঐতিহাসিক আন্দোলন চলেছে তার সম্বন্ধে তাঁরই দলের নেতা শ্রীশিবদাস ঘোষ মহাশয়ের বক্তৃতা আমি শুনি নি কিন্তু কাগজে পড়েছি, তাতেও তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন, অভিনব আন্দোলন সেখানে হচ্ছে। আজকে এই কথা আমাদের স্বীকার করতে কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয় যে, ওপার বাংলার এই যে বিরাট আন্দোলন সাড়ে সাত কোটি মানুষের হচ্ছে, এরা মার্কস পড়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন না, মার্কস চে গুয়েভারা স্ট্যালিন, লেনিন, ট্রটস্কি, মাও-সে-তুং এঁদের তত্ত্বের উপর নির্ভর করে লড়াই করছে না, অতি সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক তত্ত্বকে ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে লড়াইয়ে নেমেছে। জীবন তত্ত্বের চেয়ে অনেক বড়। তত্ত্ব নিয়ে যদি আমরা পড়ে থাকি, তাহলে আমরা দেখব জীবন তত্ত্বকে ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। জীবনের জন্য তত্ত্ব, তত্ত্বের জন্য জীবন নয়। মাননীয় সুবোধবাবু, তিনি স্পেনের সিভিল ওয়্যারের কথা বলেছেন। স্পেনের সিভিল ওয়ারের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়েছি, আজকে এখানে স্মরণ করবার নানা কারণ আছে, আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিই যে, তিনি স্পেনের গৃহযুদ্ধের কথা তুলেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় স্পেনের গৃহযুদ্ধে অন্যতম বড় শিক্ষা হল এই যে, সেদিন পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রজাতান্ত্রিক স্পেনের পিছনে আসে নি। এবং সেদিন ফ্রাঙ্কো যে সমর্থন ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রদ্বয়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন তাঁরা হলেন জার্মানি ও ইটালী এবং তারই ফলেই ফ্রাঙ্কো জিতেছিলেন এবং প্রজাতান্ত্রিক স্পেনের সংগ্রামী ভাইরা সেদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আর একদিক থেকে খুব ট্র্যাজিক হলেও স্বীকার করতে হয় যে, স্পেনের গৃহযুদ্ধে ইন্টার-ন্যাশনাল ওয়ারকিং ক্লাস সেদিন এগিয়ে আসে নি। বর্গানুর মত একজন কমিউনিস্ট নেতা যিনি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল সেক্রেটারিয়েটে ছিলেন তাঁর বিখ্যাত পুস্তক কমিউনিস্ট ইন্টার-ন্যাশনালে তিনি স্বীকার করে গেছেন যে, স্পেনের গৃহযুদ্ধে দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে যে পৃথিবীর কোন সমাজতান্ত্রিক কি বুর্জোয়া দেশের শ্রমিক শ্রেণী সেদিন এগিয়ে আসে নি যা তাদের আসা উচিত ছিল। অথচ একটা ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র তার সমস্ত শক্তি নিয়ে প্রজাতান্ত্রিক স্পেনের বিরুদ্ধে সমর্থন জানিয়েছিল। এখানেও তাই ঘটতে চলেছে। আজকে আমরা যদি গণতান্ত্রিক শক্তিকে সমর্থন না করি, আমরা যদি বাংলাদেশের যে বিরাট মুক্তিযুদ্ধ চলেছে তাকে সর্বতোভাবে সমর্থন না জানাই তাহলে ফ্যাসিবাদের সেখানে উদ্ভব হবে এবং আমরা ইতিহাসের কাঠগড়ায় উঠব। সুতরাং স্বীকৃতি আমাকে দিতেই হবে।

তত্ত্বের কথা বলছেন—তত্ত্বের সেই ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং ক্লাস সলিডারিটি কোথায়? এত দিনো সিংহলের কথা একজন সদস্য বলেছেন, আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে সিংহলে যুক্তফ্রন্ট হয়েছিল শ্রীমতী বন্দরনায়কের নেতৃত্বে। সেখানকার ট্রটস্কিপন্থী এবং বিপ্লবী সমস্ত দল যুক্তফ্রন্ট তৈরি করে সরকার করলেন। যেদিন যুক্তফ্রন্ট সরকার তৈরী হল সেদিন ময়দানে প্রথম বিজয় উৎসবের সমাবেশে ডাঃ কোটেশা সিলভা, সেখানে ট্রটস্কি দলের নেতা, আন্তর্জাতিক বিশ্ব বিপ্লবের নেতা তিনি বক্তৃতা দিয়ে বলেছিলেন তামিল উদ্ভব ভারতবাসীরা তোমরা এবার চলে যাও, আমাদের দেশের সিংহলের মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। ওয়ার্কিং ক্লাস অফ দি ওয়ার্ল্ড ইউনাইট কোথায়? ভিয়েৎনামে একটা মাইলাই হয়েছিল, তাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরেছে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীদের সামনে। কিন্তু কোথায় আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণী তার বিরুদ্ধে দাঁড়াল? নিউ লেফ্‌ট লিবারেল যারা উদারপন্থী তরুণ যুবকের দল, শিক্ষক, অধ্যাপক, সাধারণ মানুষ তারা তো আমেরিকার যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় নি?

কই আমেরিকার কলকারখানায় শ্রমিকরা প্রোডাকশন বন্ধ করে দেয় নি যে, না, ভিয়েৎনামের শ্রমিক কৃষক ছাত্র যুবক নারীর উপর নির্বিচারে আমেরিকার সেনাবাহিনী গুলী চালাচ্ছে, বোমা-বর্ষণ করছে, নেপাম বোমা ফেলেছে, আমরা এ মারণাস্ত্র তৈরী করব না। ওয়ার্কিং ক্লাস সলিডারিটি একথা তো লেনিন বলেছিলেন, কিন্তু ইতিহাসের সে জীবনতত্ত্বে আমি তো কোন মিল দেখছি না। চীনে যাঁরা সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন তাঁরা আজকে ইয়াহিয়া খানকে সম্পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছেন। মাননীয় সদস্য হরেকৃষ্ণ কোঙার মহাশয়কে আমি খুব বিনয়ের সঙ্গে বলছি, তাঁকে কোন আঘাত করব না, রাজনীতিতে আমার সঙ্গে তাঁর মতের তুমুল পার্থক্য আছে ও থাকবেও। তিনি কয়েকটা প্রশ্ন তুলেছেন, তিনি একটা তুলনামূলক বক্তৃতা ভারত সরকারের সঙ্গে করেছেন এবং সব সময় আশংকা প্রকাশ করেছেন যে, বাংলা দেশের আন্দোলন সম্বন্ধে যদি স্পষ্টভাবে প্রচার ঠিক না হয়ে থাকে তাহলে বিদেশী রাষ্ট্ররা তার সুযোগ নিয়ে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে যাবে। কিন্তু আমি তাঁকে দুঃখের সঙ্গে বলছি যে, তিনি যে বক্তৃতা করলেন সেই বক্তৃতা যদি ছাপিয়ে বিলি করা যায় তাহলে পাকিস্তান এমব্যাসি তার সবচেয়ে বেশি সুযোগ নেবেন। তবে আশার কথা এই যে, আমাদের বিধানসভার প্রসিডিংস ছেপে যখন বেরুবে তখন ২-৩টা সরকার অদলবদল হয়ে যাবে ২-৩টা বিধানসভা বসবে এবং সেটা যাবে না, এটা আশার কথা। আরও তিনি বলেছেন কেন মিলিটারি থাকবে। আজকে যে মুহূর্তে স্বীকৃতি দেওয়া হবে সে মুহূর্তে প্রস্তুত থাকতে হবে যুদ্ধের জন্য, যে কথা মাননীয় সদস্য বিশ্বনাথ মুখার্জি তুলে ধরেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করছি তখন কি মাননীয় সদস্য হরেকৃষ্ণ কোঙার এবং অন্যান্য দলেরা বলবেন যে না চীন সমাজতান্ত্রিক দেশ? মনে রাখবেন ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধে কি হুমকি দিয়েছিল। নানান কারণে পৃথিবীতে যুদ্ধ হয়েছে, হেলেন অফট্রয় নিয়েও যুদ্ধ হয়েছে। নারী নিয়ে যুদ্ধ হয়ে গেছে এক কালে। কিন্তু ভেড়া চুরির অভিযোগে একটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিশ্বযুদ্ধে হুংকার দিতে পারে সে এক চীন সাম্রাজ্য দেখিয়েছিল যে, ভারত চীনের ৯০০ ভেড়া চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল তার জন্য তারা ৯০ ঘন্টার আল্টিমেটাম দিলেন। আমাদের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন কারণ তাঁর শক্তি ছিল না। কিন্তু আজকে স্বীকৃতি দেওয়ার সাথে সাথে চীন রণহুংকার দিলে প্রস্তুত থাকতে হবে, তখন কি বলবেন সোস্যালিস্ট কান্ট্রি ক্যান নট কমিট অ্যাগ্রেশন। সমাজতান্ত্রিক দেশ চীন আক্রমণ করতে পারে না। তখন কি আবার ভারতবর্ষ আক্রমণ হলে আক্রমণকারী রাষ্ট্র এবং আক্রান্ত রাষ্ট্রের মার্কসিস্ট শ্রেণী চরিত্র নিয়ে বিচারে বসবেন? জিজ্ঞাসা করছি বলতে হবে আপনাকে। ভারতবর্ষ স্বীকৃতি দিক আমরা চাই, কিন্তু স্বীকৃতি দিলে তার পরিণতি স্বরূপ যদি বিশ্বযুদ্ধ আসে, যদি চীন বা যে-কোন রাষ্ট্র ভারতবর্ষের উপর হামলা করে, তাহলে আমরা সবাই কি তখন হাত মিলিয়ে সরকারের পিছনে দাঁড়িয়ে লড়াইয়ের জবাব দেব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়তে বলব? বলুন না? তখন দেখবেন তখন আবার শ্রেণীতত্ত্বের আলোচনা এসে যাবে। আজকে যখন লড়াই আসবে তখন সৈনা আসবেই। আমি জ্যোতিবাবু, হরেকৃষ্ণবাবু ধুতি-পাঞ্জাবী পরে লড়ব না।

(**শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার:** দয়া করে আপনার সাথে আমার নাম জড়াবেন না। সি আই এ-র এজেন্ট।) কে কার এজেন্ট? একটা কথা মনে পড়ছে শ্রদ্ধেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস দেবদাস লিখবার পর বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা সাহিত্য সমালোচক, তিনি আজ পরলোকে। তিনি ঐ বইয়ের অত্যন্ত প্রশংসা শুনে সহ্য করতে না পেরে লিখলেন "হ্যা, শরৎবাবু গণিকালয়ের যে ছবি এঁকেছেন বড়ই নিখুঁত এবং বড়ই বাস্তবগ্রাহ্য এবং চমৎকার।" যখন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে এই সমালোচনাটা পড়ে শোনানো হল তিনি তখন বললেন, "অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছেই ধরা পড়েছে--এইটাই আমার সান্ত্বনা।" তা সি আই এ সম্বন্ধে এত খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা সি আই এ স্পেশালিস্ট। ও'রা সি আই এ বলে দুনিয়াকে খেপাচ্ছেন। এই তো নকশালপন্থীদের সি আই এ বলছেন। সবাই সি আই এ ; তবে আপনারা কারা? সুতরাং এত খবর রাখছেন কি করে? দালালের খবর দালালরাই রাখে। 'দালালস্য দালাল' যাঁরা তারা রাখে।

(সরকার পক্ষের সদস্যগণের তুমুল টেবিল চাপড়ানি ও উল্লাস।)

সুতরাং মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে যে ঐতিহাসিক প্রস্তাব এসেছে তাকে আমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানাচ্ছি। আমি......

(বিরোধীপক্ষের বাধাদান)

আমার বক্তৃতার সময় যতই ও'রা বাধা দিন ও 'দালাল' বলে গালাগালি দিন আমি কখনই দাঁড়াই নি বা ভবিষ্যতেও করব না এ আশ্বাস প্রত্যেককে দিচ্ছি। কিন্তু মনে রাখবেন কাচের ঘরে বাস করে রাস্তার লোককে ইট মারলে বড় বিপদ হয়। Don't pelt stones at passers-by while you are living in a glass house. রাস্তার ধারে কাচের ঘরে বাস করে লোককে ইট ছুঁড়লে যা পরিণতি হয় তার জন্য আপনারা প্রস্তুত থাকবেন। সরকারী আশ্রয় দালালি করে মেলে না। সত্য কথা বলে যাব। তাতে আপনাদের কাছে দালাল হতে পারি। চিরদিন ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের দালাল হব। চীনের দালাল হব না, আমেরিকার দালাল হব না এবং বিড়লার দালাল হব না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় খেয়ে খেয়েও পেট ভরছে না। আমেরিকার কাছ থেকে, চীনের কাছ থেকে, রাশিয়ার কাছ থেকে খেয়েও পেট ভরে নি, শেষকালে টাটা-বিড়লার কাছে গিয়ে হাত পাতছে। সুতরাং ওসব কথা বলে লাভ নেই।

(সরকার পক্ষের তুমুল হর্ষধ্বনি)

ওসব নাটক করে লাভ নেই। আমরা জানি হু ইজ হু অ্যান্ড হোয়াট ইজ হোয়াট। এখনও চ্যালেঞ্জ করছি হরেকৃষ্ণবাবু ও তাঁর দলের কাছে--বলুন--ভারতবর্ষ স্বীকৃতি দিক, ভারতবর্ষ অস্ত্র দিক, আমরা দাঁড়িয়ে বলছি পাকিস্তান কি চীন হামলা করলে আমরা এক সাথে দাঁড়িয়ে লড়ব। ঘরের লড়াই আমরা বিচার করব। কিন্তু সে উত্তর আসবে না। সুতরাং এখান থেকেই বুঝবেন আসল লক্ষ্যটা কি।

আমি আমার বক্তব্য শেষ করবার আগে আবার বলছি যে বাঙলাদেশ .....

(গোলমাল)

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনাকে তো হাউসের শান্তি রক্ষা করতে হবে। তা না হলে এটা তো একতরফা যাবে না। আপনাকে তো আমাকে প্রোটেক্ট করতে হবে। তা না হলে প্রিভিলেজ আমারও ভায়োলেটেড হবে।

আজকে তাই বলছি, যে প্রস্তাব এসেছে তাকে সমর্থন করছি এবং ওপার বাংলায় যে ঐতিহাসিক লড়াই চলছে তাকে কেউ ব্যর্থ করে দিতে পারবে না। যাঁরা বলছেন ওপার বাংলা থেকে আমাদের প্রেরণা পাবার কিছু নেই তাঁরা ভুল। যদি ভিয়েৎনাম থেকে প্রেরণা পাওয়া যেতে পারে, যদি রুশ বিপ্লব থেকে প্রেরণা পাওয়া যেতে পারে তাহলে আমি বলব ভারতবর্ষের ৫৩ কোটি মানুষ আজকে সবচেয়ে বেশি প্রেরণা পাবে ওপার বাংলায় বঙ্গবন্ধু মুজিবের নেতৃত্বে যে লড়াই হচ্ছে। এবং সর্বশেষে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি:—

(বিরোধী পক্ষে হাস্যরোল।)

বিশ্বকবির নাম হতেই এত ব্যঙ্গ, কেন বুঝতে পারছেন। কারণ রবীন্দ্রনাথ ওদের কাছে বুর্জোয়া কবি।

"মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে
সত্য যদি নাহি মেলে, দুঃখ সাথে যুঝে
পাপ যদি নাহি মরে আপনার প্রকাশ লজ্জায়,
অহংকার নাহি মরে আপনার অসহ্য সজ্জায়।"

মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, এইরকমভাবে একটা অশালীন আচরণ যদি একটা দল করে তাহলে অন্যায় হয়।.....(এ ভয়েসঃ প্রেস লিখছে।) প্রেস আমাদের লোক নয়। প্রেস আপনাদের ভয় করে, আমাদের ভয় করে না। আপনারা আনন্দবাজার, যুগান্তরের সাংবাদিকদের মেরেছেন, ভ্যান জ্বালিয়ে দিয়েছেন। ঐ আনন্দবাজারের লোকেদের সঙ্গে আপনাদের দলের নেতা জ্যোতি-বাবু গ্রান্ড হোটেলে ভোজন করেছেন। ঐ আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্টান্ডার্ড, যুগান্তর ইত্যাদিরা ফলাও করে আপনাদের খবর বের করে। . (গোলমাল) "বীরের রক্তস্রোত, মাতার অশ্রুধারা ; এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা"। এই রক্তস্রোত কখনও ব্যর্থ হবে না। মুজিবরের নেতৃত্বে যে আন্দোলন চলছে সেই আন্দোলন জয়যুক্ত হবেই। ওঁরা কাবুল প্রেরণা পান, না পান তাতে কিছু আসে যায় না। আমরা প্রেরণা পেয়েছি, গোটা বিশ্ব প্রেরণা পেয়েছে। জয় হিন্দ।

শ্রীআনন্দকুমার মান্না: মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবে অন্তরের সঙ্গে সমর্থন করছি। সেই সঙ্গে সমর্থন জানাই আজ বিরোধী পক্ষ ও সরকার পক্ষ একত্রিত হয়ে এই বিরাট মানুষের অধিকার অর্জনের যে অধিকার সেই অধিকারকে আজ উভয় পক্ষ মেনে নিয়েছেন এবং সেই তাঁদের জানাই আমাদের অন্তরের আন্তরিকতা। আমি একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে বিরোধী নেতা তাঁর বক্তব্যে একটা কথা বলে গেছেন যে আজ এই প্রস্তাব শুধু প্রস্তাব থেকে যাবে না। এর ভেতরে আন্তরিকতা আছে--আমি এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত। আমি বলতে চাই যে, আজ এক মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেল পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গীশাহী শাসনের বর্বর অত্যাচারে ওপার বাংলার হাজার হাজার শিশু, বৃদ্ধ নরনারী তাদের জীবনের সমস্ত দিয়ে লাঞ্ছিত হচ্ছে, নিষ্পেষিত হচ্ছে। আজও তারা ঐ রকম জঙ্গীশাহী ট্যাঙ্ক, বুলেটের বাড়ে নিষ্পেষিত হচ্ছে কিন্তু ঐ জঙ্গীশাহী শাসনের অবসান করতে পারে নি। কিন্তু আজও তারা পূর্ব বাংলার ওপারে মানুষের উপর নির্যাতন এবং পশ্চিমশাহী জঙ্গী শাসনের অবসান করতে পারে নি, তাদের সেই প্রস্তাব প্রস্তাবেই থেকে গেছে তাদের মুখের কথা মুখের কথাই থেকে গেছে। তার সুরাহা করতে বা সেই জঙ্গী শাসনের অবসানকল্পে কোনরকম একটা প্রস্তাব ভারত সরকার বা পৃথিবীর অন্য কোন রাষ্ট্র করে নি। যারা আজকে পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্র যাদের কথায় পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ উঠে বসে আজ তারা কোথায়, আজকে তারা নীরব কেন? আমি তাদের প্রশ্ন করি বাঙ্গালী জাতির প্রতি তাদের কি কোন কর্তব্য নেই? আজকে পূর্ব বাংলার এই যুদ্ধ কি ইতিহাসের যুদ্ধের মতই থেকে যাবে? একটা দেশ আর একটা দেশকে জোর করে দখল করছে তাদের ভূখণ্ড হরণ করে নিয়েছে এই সমস্ত মানুষগুলির বাঁচার অধিকারকে পশ্চিমীশাহী জঙ্গী শাসন বছরের পর বছর ধরে হরণ করে রেখেছে, সেই অধিকারকে অর্জন করার জন্য আজকের এই সংগ্রাম। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ভারত সরকার তাদের স্বীকৃতি দিচ্ছে না। আজকে আমি ইন্দিরা সরকারকে প্রশ্ন করব কেন তোমরা ওপারের বাঙ্গালীর বাঁচার অধিকারকে আজও স্বীকৃতি দিচ্ছ না। আজকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিতে কোন বাধা নেই, কারণ পূর্ব বাংলা তাদের নিজস্ব ভূখণ্ড এবং সেখানে ৯৯.৬ শতাংশ গণতান্ত্রিক ভোটে জনগণ তাদের রায় দিয়েছে সেখানে জাতীয় সভার সভ্যদের নির্বাচিত করেছে অথচ কেন তাহলে আজকে ভারত সরকার তাদের স্বীকৃতি দিচ্ছে না--এই প্রশ্ন আজকে প্রতিটি ভারতবাসীর এই প্রশ্ন আজকে বাঙ্গালী জাতির এই প্রশ্ন আজকে প্রতিটি শোষিত মানুষের। যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি পশ্চিম বাংলার হাজার হাজার মানুষ দুবেলা খেতে পাচ্ছে না যখন তারা তাদের জীবনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পূর্ব বাংলা থেকে হাজার হাজার মানুষ

এসে ভারতের বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার এই সমস্যাকে আরও সমস্যাসঙ্কুল করে তুলছে। আজকে ইন্দিরা সরাকার বোধহয় মনে করছে যদি আমরা পূর্ব বাংলাকে স্বীকৃতি দিই তাহলে আবার অন্য কোন রাষ্ট্র চীন, রাশিয়া বা আমেরিকা আমাদের আক্রমণ করবে বা অন্য কোন রাষ্ট্র আমাদের আক্রমণ করবে -এই ভয়ই ইন্দিরা সরকারের প্রধান বাধা। কিন্তু তাঁরা দেখেছেন যে, ১৯৬২ সালে যখন চীনের দ্বারা আমাদের দেশ আক্রান্ত হয়, যখন ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান আমাদের দেশ আক্রমণ করে তখন এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে, ভারতবর্ষের মানুষ তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, তারা দেখিয়েছে যে, ঐরকমভাবে নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যে-কোন সংগ্রামের পেছনে তারা রয়েছে, তার জন্য নিজেদের শক্তি, নিজেদের রক্ত, নিজেদের সমস্ত অধিকারকে তারা বিলিয়ে দিয়েছে। যে-কোন আন্তর্জাতিক শক্তি, যে-কোন রাষ্ট্র যদি আমাদের ভারতকে আক্রমণ করে- আমরা একতাবদ্ধ হয়ে সমস্ত জাতি যদি রুখে দাঁড়াই তাহলে কোন শত্রু আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে না এই বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত। তাই আমি বলতে চাই, পূর্ব বাংলার মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য ভারত সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দিতে হবে, শুধু ঐ প্রস্তাবের ভেতর সীমাবদ্ধ না রেখে আমাদের জনমত সংগ্রহ করতে হবে, আমাদের এখানে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, যে আন্দোলনের ফলে বাধ্য হয়ে ভারত সরকার এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রগুলি তাদের স্বীকৃতি দেবে এবং বাঙ্গালী জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে তারা মেনে নেবে এই বলেই আমি শেষ করছি। জয় হিন্দ্।

শ্রীপ্রয়াগ মণ্ডল: মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাব বাংলাদেশ সম্বন্ধে রেখেছেন সেই প্রস্তাব আমি সমর্থন করছি এবং সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে বলছি যে, এই প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আন্তরিকতা আছে কিনা সেই প্রশ্ন বিভিন্ন দিক থেকে উঠেছে এবং এটা ওঠাই স্বাভাবিক। কারণ আমরা জানি অনেক সময় অনেক প্রস্তাব নেওয়া হয়ে থাকে কিন্তু সেই প্রস্তাবগুলি ঠিকভাবে কার্যকরী হয় না। প্রস্তাব বা চুক্তি এগুলি নেওয়া এক কথা এবং এগুলিকে কার্যে পরিণত করা আর এক কথা। সুতরাং আমি একমত যে এটার মধ্যে আন্তরিকতা আছে কিনা। নেহেরু লিয়াকৎ যে চুক্তি ছিল সেই চুক্তি মানা হয় নি। তা ছাড়া জেনেভা এগ্রিমেন্ট যেটা আছে সেটাও হয়ত মানা হয় নি এবং আমাদের পূর্ব বাংলা থেকে ইয়াহিয়ার জঙ্গীশাহী আক্রমণ সেটা আমাদের পশ্চিম বাংলার ৪-৫ কিলোমিটারের মধ্যে হয়ত এসে পড়েছে এবং অনেক লোক সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমি আরও বলতে চাই যে, আমাদের এই সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের পূর্ব বাংলার ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মত গণ্য করতে হবে। আমি বলতে চাই সরকার পক্ষকে যে, এই প্রস্তাব শুধু কাগজে না লিখে মুখ্যমন্ত্রী তো দিল্লী যাচ্ছেন, তিনি বলুন কেন্দ্রীয় সরকারকে যে এদের স্বীকৃতি দিতে হবে। আমি আনন্দিত যে, এই প্রস্তাবের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র কথাটি আছে এবং তার সঙ্গে আছে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। এখানে আমি একটু বলতে চাই, অস্ত্রশস্ত্র কথাটাকে গৌণ করে মুখ্য হিসাবে যদি চাল, মুড়ি, বিড়ি এগুলিকে ধরা হয় তাহলে খারাপ হবে এবং এই প্রস্তাবের কোন অর্থ থাকবে না। তাই আমি বলছি এক মাস বারো দিন পরে কেন এই প্রস্তাব নিতে হবে, এটা আপনারা তো ইচ্ছা করলেই করতে পারেন। আপনারা দিল্লীতে গিয়ে বলুন বা সমস্ত জায়গা থেকে দিল্লীতে গিয়ে আবেদন করুন যে, সেই সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হোক বা অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হোক। যাই হোক এ ছাড়া এই প্রস্তাবের মধ্যে অন্যান্য যেসমস্ত কথা রয়েছে যে, ইয়াহিয়া খান খারাপ লোক বা তার গণহত্যা অভিযানকে ধিক্কার জানানো হোক—এগুলি জানিয়ে লাভ নেই কারণ এক একটা শ্রেণীর এক একটা চরিত্র থাকে এবং সেই চরিত্র মত সে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিক্রিয়াশীলদের পায়ের তলা থেকে যখন মাটি সরে যায় তখন তারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে এবং শেষ কামড় দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং সেটাই পূর্ব বাংলায় হচ্ছে এবং তার ঢেউ এখানে এসেছে। ঠিক ইলেকশনের আগে প্রেসিডেন্ট রুলের সময় আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন জায়গাতে গ্রামে সি আর পি মিলিটারি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমাদের সীমান্তে চীন আছে, যে-কোন সময় তারা আক্রমণ করতে পারে—এগুলি প্রতিক্রিয়াশীলদের পয়েন্ট, একে ঠেকা দেওয়ার জন্য তাঁরা অনেক কথা বলেন। এগুলি যাঁরা করেন সেই সরকার কি করে পূর্ব বাংলার আন্দোলনকে সমর্থন জানাবেন? যা হোক সরকার পক্ষ থেকে

শুনলাম যে, তাঁদের না কি আন্তরিকতা আছে। ভাল কথা আনন্দের কথা। আমাদের এই পশ্চিম বাংলার মানুষ যখন জাগবে, যারা অত্যাচারিত, নিষ্পেষিত তারা একদিন না একদিন জাগবে এটা খুব পরিষ্কার। তখন তাঁরা মন্ত্রিসভায় থাকুন আর নাই থাকুন, পশ্চিম বাংলার নাগরিক হিসাবে তাঁদের যে আন্দোলন হবে তাকে অন্ততঃ অন্তর থেকে সমর্থন জানাব এই বলে আমি শেষ করছি।

শ্রীঅজিতকুমার গাঙ্গুলীঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন, সে প্রস্তব আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি। শুধু মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এই প্রস্তাব এনেছেন বলেই নয়, বঙ্গবন্ধু মুজিবব রহমান যেমন বাংলাদেশের মানুষকে সেখানে সমস্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন, আজকে এই হাউসে এই যে প্রস্তাব এসেছে সেটা চার কোটি পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রতিভূ এই বিধানসভার সদস্যদের পক্ষ থেকে এসেছে। সেজন্য এর একটা মৌলিক গুরুত্ব আছে। সাধরাণভাবে অনেক সময় অনেক প্রস্তাব এখানে সমর্থিত হয়, সেটা একটা দিক, আজকে উপাধ্যক্ষ মহাশয়, যদি প্রস্তাবটা দেখেন, দেখবেন এটা শুধু সমর্থনসূচক নয়, এই প্রস্তাবের একটা গভীর তাৎপর্য রয়েছে। প্রতিটি প্যারাতে দেখবেন একটা কার্যকরী সমন্বিত ধারা রয়েছে। আমি সেদিক সম্বন্ধে আপনার মাধ্যমে এই সভায় উপস্থিত করতে চাই। সেটা হচ্ছে---আপনি লক্ষ্য করেছেন, বাংলাদেশে যে লড়াইটা হচ্ছে সেই লড়াই অত্যাচারীব বিরুদ্ধে লড়াই নয়, এটা একটা ঔপনিবেশিক দাসত্ব থেকে মুক্তির লড়াই। লিবারেশন স্ট্রাগল ফ্রম কলোনিয়াল অপ্রেশন। এটা আমাদের বুঝতে হবে। আমারও বাড়ি পূর্ববঙ্গে। আপনারা প্রায়ই বনগাঁর নাম শুনে থাকেন, সেই বনগাঁ থেকে ঝিগরগাছা ১৯ মাইল দূরে, সেখানে গেলে দেখতে পাবেন সেখানে নূতন বাড়ি ১১ খানার বেশি হয় নি এই অত্যাচারী শাসনেব অধীনে। ওখানে বেনাপোলের বাজার, নাভারণ বাজার, ঝিকবগাছা বাজাব যতদূরে যাবেন দেখতে পাবেন কত অন্যায় হয়েছে। একটা ঔপনিবেশিক দেশে যে অবস্থা দেশকে সেই অবস্থায়ই রেখে দিয়েছে। আমরা এটা বুঝি কেননা আমরা এই ঔপনিবেশিক দাসত্বের মধ্যে ছিলাম, আমরা জানি বৃটিশের অত্যাচার কি, সেই অত্যাচারের কাহিনী মনে রেখে আমরা এই জিনিস উপলব্ধি করতে পারি। কারণ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই পশ্চিমবঙ্গবাসী করেছিল। আজকে ওখানে যে লড়াই চলেছে, সেই লড়াইয়ের প্রতি সেদিক দিয়ে আমাদেব সহানুভূতি আরও গভীর। এরা কি অত্যাচারই না করেছিল। আপনি উপাধ্যক্ষ মহাশয়, জানেন ইয়াহিয়া জন্তু-জানোয়ারকেও ছাড়িয়ে গেছে। যশোবে পোলের হাট বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে বাড়িতে চার জন মরা পড়ে আছে। একটা কুকুর, পোষা কুকুরই হবে, সেই মরাগুলোকে শকুনের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যই হয়ত পাহারা দিচ্ছে। একটা কুকুরের যে বোধ আছে ইয়াহিয়ার সে বোধও নাই। শিশু নারী বৃদ্ধ নির্বিচারে হত্যা করে চলেছে। সাড়ে সাত কোটি মানুষ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই খবর রাখেন, মাননীয় সদস্যরা অনেকে জানেন, খবরের কাগজে দেখে থাকবেন, লোকমুখেও শুনে থাকবেন এই লড়াইয়ের কাহিনী। তাদের অনেকে দশ-বার দিন পর্যন্ত স্নান করতে পারে নি, তার মধ্য থেকেই লড়েছে, তাদের দেহ বন্ধ হয়ে আসছে কিন্তু এর মধ্যে থেকেই সেখানে লড়াইয়ের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এই অবস্থার মধ্যে তারা এতদিন রয়েছে। এক মাসের বেশি হয়ে গেল আজ পর্যন্ত তাদের স্বীকৃতি দিতে পারলেন না। প্রথম দিকে কথা উঠেছিল কিভাবে সমর্থন দেব? গভর্ণমেন্ট কোথায়? তারপর সেখানে প্রতিষ্ঠিত হল, এখন সে প্রশ্ন উঠতে পারে না। প্রশ্ন হতে পারে, আমরা তো দিতে পারি কিন্তু পৃথিবীতে তো অনেক দেশ আছে কই কিছু তাঁরা তো করলেন না? কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই ভেবে বসে থাকেন যে আরও অন্যান্য দেশ সমর্থন করুন তখন আমরাও সমর্থন করব, তাহলে বুঝতে হবে, খানিকটা মজা দেখার মনোভাব নিয়ে তাঁরা থাকছেন। এখানে এই প্রস্তাব এককভাবে হয়েছে এবং জ্যোতিবাবু বলেছেন আমরা দিল্লী যেতে চাই। আমি বলি দিল্লী যাবেন তাতে আমাদের সমর্থন আছে, কিন্তু মনে রাখবেন দিল্লী সব নয়। আমরা যখন একসঙ্গে বসে প্রস্তাব রচনা করেছি তখন কেন তাকে কার্যকরী করার ব্যবস্থা করতে পারব না? কেন তার জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারব না? কাজেই আমি মনে করি যখন এককভাবে সর্ববাদীসম্মত প্রস্তাব এসেছে তখন একে কার্যকরী কববার জন্য একটা সুপরিকল্পনা আমাদের একসঙ্গে বসে করতে হবে যাতে অদূরভবিষ্যতে এর জন্য আমরা ব্যবস্থা করতে পারি। আপনারা

নিশ্চয়ই জানেন যুদ্ধে যেমন সামনের ফ্রন্ট লড়াই করে ঠিক তেমনি রিয়ারেরও একটা কাজ থাকে। এখানে যারা এসেছে, এই সরকার তাদের বাস্তুহারা বলে মনে করেন। তাঁরা মনে করেন না যে, লক্ষ লক্ষ সৈনিক এসেছে ওই রিয়ারের। এদের শুধু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাই নয়, মুখ্যমন্ত্রী মনে রাখবেন এই সমস্ত সৈনিক যারা এসেছে তাদের অস্ত্র দিয়ে, ট্রেনিং দিয়ে এরকম ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা আবার ওখানে যেতে পারে। আমি সুবোধবাবুর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলছি আমাদের দেশেও ভলান্টিয়ার রেইজ করতে হবে এবং তাদের হাতে অস্ত্র দিতে হবে। সেটা তারা আমার বুকে মারবে, না কার বুকে মারবে সেই আতঙ্ক করে কোন লাভ নেই। দরকার হলে যারা উপনিবেশ করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে একথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীমহম্মদ সামায়ুন বিশ্বাস: মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বাংলা-দেশের নির্যাতিত সাড়ে সাত কোটি জনসাধারণের সমর্থনে এবং তাদের সর্বপ্রকার সাহায্য করবার জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন মুসলিম লীগের তরফ থেকে আমি সেই প্রস্তাবকে আন্তরিকভাবে সমর্থন জানাচ্ছি। বলা বাহুল্য ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন অব মুসলিম লীগের সভাপতি জনাব কায়েদেমুল্লা ইসমাইল সাহেব এবং পশ্চিম বাংলা রাজ্য মুসলিম লীগের সভাপতি সেকেন্দার আলি মোল্লা বাংলাদেশের নিপীড়িত লোকের সমর্থনে এক যুক্ত বিবৃতি দিয়েছেন। খুবই পরিতাপের বিষয় সংবাদপত্রগুলি এই মুসলিম লীগের প্রতি বৈমাতৃসুলভ আচরণ করেন এবং সেইজন্যই বিরোধীপক্ষ অনেক কথা সোচ্চারে বলেন। আর একটা কথা বলছি, যখন আমরা এই গভর্ণমেন্টের অংশীদার তখন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন তাকে সমর্থন না করার প্রশ্ন কি উঠতে পারে? কাজেই আমরা এই প্রস্তাব সমর্থন করছি। এই প্রসঙ্গে আমি জ্যোতিবাবুকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। তিনি যে কিছুদিন আগে কমিউনিস্ট দেশগুলি ঘুরে এলেন সেখানে তিনি এই বাংলাদেশের নিপীড়িত লোকদের জন্য কোন বক্তব্য রেখেছেন কি? অথবা বাংলাদেশের জনগণকে সমর্থন করবার জন্য কোন সক্রিয় ভূমিকা নিতে বলেছেন কিংবা সরাসরি তিনি কোন বক্তব্য রেখেছেন কি? এই পর্যন্ত সংবাদপত্র পড়ে যা দেখেছি তাতে দেখছি তিনি সেইরকম কোন বক্তব্য রাখেন নি। কাজেই এখানে এক রকম কথা বললেন এবং অন্যভাবে শলা-পরামর্শ করবেন এটা বিস্ময়কর। দ্বিতীয় কথা মুসলিম লীগ সম্বন্ধে একটা চার্জ এনেছেন। পরিতাপের বিষয় যে, আমরা বারবার বলেছি যে, মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক দল নয়, আসলে মুসলিম লীগের জন্ম হয়েছে তাদের প্রতি বৈমাতৃসুলভ আচরণ দেখাবার ফলে। যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টি থাকত তাহলে হয়ত এই মুসলিম লীগের জন্ম হত না। আমরা নব কংগ্রেসকে সমর্থন জানিয়েছি সত্য। যখন জাতীয় কংগ্রেস যুক্ত ছিল তখন তাদের প্রতি আমাদের আস্থা ছিল না। তাদের মধ্যে বৈমাতৃ-সুলভ আচরণ ছিল এটা অত্যন্ত বেদনার কথা। তাই তাদের পাশে আমরা দাঁড়াতে পারি নি। আজকে আমরা নব কংগ্রেসকে সমর্থন জানিয়েছি—কারণ তাদের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন আছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, যখন যুক্তফ্রন্ট সরকার বার বার সরকার গঠন করেছেন তখন তারা এই সমস্ত মুসলিমদের প্রতি দৃষ্টি দেয় নি। তখন তারা ছলে বলে কৌশলে অন্য কথা বলেছেন। তাঁরা সাম্প্রদায়িক চার্জ এনে অনেক কথা বলেছিলেন। আপনারা যেভাবে ব্যঙ্গ বা কুৎসা করে চলেছেন তাতে জনকল্যাণ হওয়া শক্ত। আপনাদের এই কি প্রগতিশীলতার পরিচয়? কেরলে যখন মুসলিম লীগের সঙ্গে কমিউনিস্ট দল জোট বেঁধেছিল তখন কি মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক দল ছিল না? তখন যদি না হয়ে থাকে তাহলে এখন নব কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিত হল বলে তারা সাম্প্রদায়িক হল কি করে? আজকে বাংলাদেশের জনগণ হিন্দু-মুসলমান এক মনে এক প্রাণে আমাদের কাছে সাহায্য চাচ্ছে এবং সেই সাহায্যের ভিত্তিতে আমরা যে প্রস্তাব নিয়ে এসেছি সেই প্রস্তাব কার্যকরী করবার জন্য আমরা এক মন এক প্রাণ হয়েছি।

(গোলমাল)

আজ যদি চীন হুমকি দেয় তাহলে জ্যোতিবাবু কি আগিয়ে যাবেন না, না পিছিয়ে যাবেন? আর একটা প্রশ্ন রাখছি যে, প্রতিদিনের আমাদের সমস্যা আছে, আমাদের সকলেরই সমস্যা আছে এবং এই সমস্যা থাকা সত্ত্বেও আমি এই স্বীকৃতি জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি।

শ্রীমহম্মদ আমিন: মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয়, বাংলাদেশের বিষয়ে যে প্রস্তাব মুখ্য-মন্ত্রী এনেছেন তা আমি সমর্থন করছি এবং সমর্থন করতে গিয়ে একটি মন্তব্যের প্রতি আমি লক্ষ্য রাখছি। একটু আগে শুনলাম কংগ্রেস বেঞ্চ থেকে কেউ বললেন যে, কমিউনিষ্ট লিডারের বাড়িতে নাকি সি আর পি আছে পাহারা দেবার জন্য। তিনি কোথা থেকে জানলেন জানি না। তবে শুনে মনে হল যে, কংগ্রেস হলেই কি মিথ্যা কথা না বললে হয় না? এইরকম একটা কথা তাঁরা বললেন কি করে? আমি বলতে পারি যে, কোন সি পি এম লিডারের বাড়িতে কোন সি আর পি নাই। একথা সম্পূর্ণ অসত্য। দ্বিতীয়তঃ, এখানে অনেক মাননীয় সদস্যের কথা শুনলাম। একটু আগে মুসলিম লীগের একজন যুক্তি দিয়ে বললেন যে, এখানে মুসলিম লীগ করা হয়েছে তার কারণ মুসলমানদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হত। তিনি এইটুকুই কেন বললেন আমি জানি না। তাঁর এটা বলা উচিত ছিল এবং আমাদের পার্টি এই কথাই বলেছে যে, কংগ্রেসী রাজত্বে মুসলমানদের প্রতি শুধু বৈষম্যমূলক আচরণই নয় তাঁদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বানিয়ে রাখা হয়েছে। একথা বলার সংসাহস তাঁদের নেই কিন্তু আমাদের পার্টি বলেছে এবং আমরা সংগ্রামও করেছি। সংখ্যালঘুদের যে সমস্যা সেটা আমরা জানি কিন্তু তাদের সমর্থনের জন্য মুসলিম লীগ গঠন করার দরকার হয় না। তাই যাঁরা মুসলিম লীগের সদস্য আছেন তাঁদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করব যে আজকে পাকিস্তানে যা হচ্ছে সেই পাকিস্তানই কি করে হল? অতীতের সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা কি আমরা ভুলে যাব। আমি খুশি হলাম সাত্তার সাহেব যখন বললেন যে, এতদিন পরে প্রমাণ হল দ্বিজাতিতত্ত্ব ভুল, এটা শুনে। এটা প্রমাণ হবেই, কিন্তু অনেক ক্ষয়ক্ষতির পরে। এত মূল্য দিতে হবে স্বাধীনতার একথা কেউ জানে না। আমার মনে পড়ে না যে, এইভাবে কোন দেশ স্বাধীন হয়েছে যাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের ঘরবাড়ি পুড়ে গিয়েছে, তাদের হত্যা করা হয়েছে। এত নির্যাতন পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আজকে যাঁরা মুসলিম লীগ করছেন তাঁদের মনে সত্যিই জানি না মুসলমানদের ভাল করবার ইচ্ছা আছে কিনা, তা যদি থেকেও থাকে তাহলে এটা কি বুঝতে পারছেন না যে, মুসলিম লীগ করা মানেই হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। তাঁরা কি বুঝতে পারছেন না যে, মুসলিম লীগ বাড়লেই জনসঙ্ঘও বাড়তে বাধ্য। এখন বাংলাদেশের আবহাওয়া বিষাক্ত হবে এবং তাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, যাদের কথা নিয়ে তাঁরা বলছেন। তারপরে ওঁরা বলেছেন ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশনে যোগদান করেছি। ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশন, এলিয়াস, ১৪৪, এই হচ্ছে ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশন। যেদিন স্যার, এই গভর্ণমেন্টের জন্ম হল সেইদিন থেকে ১৪৪ ধারা। আর স্যার, আমার বিশ্বাস, যেদিন এর মৃত্যু ঘটবে সেদিন পর্যন্ত ১৪৪ ধারাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, যা ইতিপূর্বে হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের সে অভিজ্ঞতা আছে, ১৪৪ ধারা, মিলিটারি, সি আর পি, এসব দেখা গিয়েছে। সংগ্রামের মাঠে তার ফয়সালা হবে একথা বলেছেন আমাদের কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার। তিনি বলেছেন, সংগঠনের জোর যদি আমাদের থাকে, মানুষকে যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ করতে পারি তাহলে দেখে নেব। আর একটি কথা বলেই আমি শেষ করব। স্যার, বাংলাদেশে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা হঠাৎ হয়ে যায় নি। এখানে অনেক মাননীয় সদস্য বলেছেন, আমি সেকথার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না, শুধু এইটুকুই বলব, পাকিস্তান হবার পর থেকেই সেখানে এই আন্দোলন চলছে। কোনদিনই পাকিস্তানের জনগণ এই স্বেচ্ছাচার শাসনকে মেনে নেয় নি। পাকিস্তান হবার পর থেকেই তাঁরা দাবি করে আসছেন গণতন্ত্রের, যে দাবি এমন কিছুই ছিল না। ২৫এ মার্চের আগে পর্যন্ত তাঁদের এইটুকুই দাবি ছিল। সেখানে ঐ ইয়াহিয়া খান যিনি এত অত্যাচার করলেন, তিনি এটাকে মিলিটারি দিয়ে দাবিয়ে দিতে চেয়েছেন। পাকিস্তানের জনগণকে আমি এই কথাই বলতে চাই যে, আমাদের বাংলাদেশের এই আন্দোলন সম্পর্কে যে মনোভাব সেটা শুধু এই জন্য নয় যে, পাকিস্তান আমাদের প্রতিবেশী, তার থেকেও যেটা বেশি সেটা হল ২৩ বছর আগে আমরা একই ছিলাম। আমাদের একই ভাষা, একই ঐতিহ্য, একই ইতিহাস একই সমস্ত জিনিস আমাদের কোন জিনিসে কোন পার্থক্য করা যায় না। আমাদের দেশে যখন জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বেড়ে গেল, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা যখন বুঝল যে, সরাসরি এই দেশে আর শাসন করা যায় না তখন তারা এই ষড়যন্ত্র করেছিল। তারা দেখল যে, ধর্মের নামে এর মধ্যে একটা বিভেদ আনা যায়, এবং শুধু একথা বললে সম্পূর্ণ হবে না। তারপর মুসলিম লীগ পাকিস্তানের দাবি

তুলল এবং তারপর দেশ বিভক্ত হল। শুধু এইটুকু বললেই সম্পূর্ণ বলা হবে না। কেন না, মুসলিম লীগ তাতে কৃতকার্য হত না যদি না এই ষড়যন্ত্রের শেষের দিকে কংগ্রেস নেতারা লিপ্ত হয়ে যেতেন। সেজন্য বলছি, এতবড় অবিচার, এতবড় অন্যায় যা হল তার জন্য সেই কংগ্রেস এবং সেই মুসলিম লীগ দায়ী। যাদের কোনদিন ইতিহাস ক্ষমা করবে না। আজকে দেখছি ইতিহাসের পরিহাস। সেই দুটি দল আবার মিলিতভাবে এখানে ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশন করছে এবং আমাদের কাছে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করছে যে, তারা নাকি দেশের ভাল করছে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে আমার শেষ কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমাদের নেতা জ্যোতিবাবু যে কথা বলেছেন যে, আমরা নিশ্চয়ই এই প্রস্তাবটি পাশ করাব। কিন্তু এর মধ্যে ঐ ট্রেজারী বেঞ্চের লোকেদের কতটা আন্তরিকতা আছে সেটা আমাদের ভেবে দেখতে হবে এবং সেভাবে এটাকে বিচার করতে হবে। আমরা আশা করি এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করার জন্য আমরা সমস্ত শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাব। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজ মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাব বাংলাদেশ সম্পর্কে এই সভায় উপস্থাপনা করেছেন আমি ভারতীয় জনসংঘ দলের পক্ষ থেকে সেই প্রস্তাবকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি। সমর্থন প্রসঙ্গে আমি কিছু আলোচনা এই সভার সামনে উত্থাপন করতে চাই। মাননীয় স্পীকার মহাশয় নিশ্চয়ই জানেন যে, দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল। তৎকালীন মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতা মুসলিম লীগ নেতা জিন্না সাহেব ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজকে বুঝিয়েছিলেন একথা যে, ভারতবর্ষের মুসলমান তারা জাতি হিসাবে ভারতীয় নয় ভারতবর্ষের মুসলমান জাতি হিসাবে মুসলমান এবং তার জন্য একটা আলাদা রাষ্ট্র চাই। বৃটিশ সরকার মুসলিম লীগের এই দাবির ভিত্তিতে তৎকালীন ভারতবর্ষের কংগ্রেস দলের নেতৃবৃন্দ এই দাবিকে স্বীকার করে নিয়ে ভারতবর্ষকে দ্বিধা বিভক্ত করেছিল। একদিকে পাকিস্তান আর একদিকে ভারতবর্ষ তৈরি করা হয়েছিল। বাংলাদেশ বিভক্ত হয়েছিল এবং বাংলাদেশের একটা অংশ পূর্ব পাকিস্তান নামে খ্যাত হয়েছিল। কিন্তু মুসলিম লীগের এই সাম্প্রদায়িক প্ররোচনার জন্য ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়েছিল এবং তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগের এই দাবি স্বীকার করে নিয়ে যে ভুল করেছিল আজকে বহু-রকমভাবে ভারতবর্ষের জনতাকে এবং পূর্ববঙ্গের জনতাকে তার খেসারত দিতে হচ্ছে। স্পীকার মহাশয় ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন করা যায় না। ধর্ম এক হলেও একটা জাতি হয় না। আজকে দিবালোকের মত এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মুসলমান হিসাবে তারা যে জাতি গঠন করতে চেয়েছিল—পাকিস্তানের এক অংশের মুসলমান আর এক অংশের মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। পাঞ্জাবী, বেলুচী মুসলমানরা বাংগালী মুসলমানদের উপর আজকে অত্যাচার চালাচ্ছে। জাতি হিসাবে ধর্ম দিয়ে যে জাতি গড়া যায় না এটা তার পরিষ্কার নিদর্শন। এবং দ্বিজাতি-তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা আজকে প্রমাণিত হয়েছে। স্পীকার মহাশয় আজকে মুজিবর রহমানকে দেশদ্রোহী বলা হচ্ছে। মুজিবর রহমান দেশদ্রোহী নয় এবং আওয়ামী লীগ প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার। এই কথা আমি এইজন্য বলছি যে, পূর্ববঙ্গে আজকে যে ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে সেই ঘটনার পটভূমিকা হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষ বিভক্ত হবার পর থেকে পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর যে নির্মম শাসন এবং শোষণ চালিয়ে আসা হচ্ছিল, শুধু শাসন এবং শোষণ নয়, তাদের কালচারের উপর, তাদের কৃষ্টির উপর, বাংগালী সভ্যতার উপর, বাংলা ভাষার উপর যেভাবে অত্যাচার চালানো হচ্ছিল বাংগালী জাতিকে যেভাবে শ্বাসরোধ করে মারার উপক্রম করা হয়েছিল আজকের ঘটনাবলী তারই বিস্ফোরণ মাত্র। মুজিবর পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চান নি। মুজিবর চেয়েছিলেন যে পাকিস্তানের সংবিধান এমনভাবে তৈরি করা হোক যে, সংবিধানের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ, শাসন, অত্যাচার করতে না পারে তার ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু কেন্দ্রে একটা সরকার থাকুক এটা মুজিবর রহমান বা আওয়ামী লীগ চেয়েছিলেন এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিও আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে রাখা হয়েছিল। কিন্তু ইয়াহিয়া আর

ভুট্টো ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেছিলেন এবং পূর্ব-বঙ্গের মানুষদের একত্রিত করে সংঘটিত করে এক জায়গায় এনেছিলেন। তার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক শাসকরা ভীত এবং সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন। তাই কিভাবে এই জাতিকে নস্যাৎ করা যায় সেই চক্রান্ত তাঁরা করেছিলেন এবং তারপর ১১ দিন ধরে সেখানে আলাপ-আলোচনার নাম করে ভিতরে ভিতরে সামরিক সমস্ত প্রস্তুতি চালিয়ে তাঁরা গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন এবং গণতন্ত্রের বিশ্বাসঘাতকতা করে হঠাৎ ২৫ তারিখে আলোচনা ভেঙ্গে দিয়ে আবার নতুন করে সামরিক শাসন প্রবর্তন করেছিলেন। তখন সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে গেল, এবং মুজিবর স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। তাই আজকে বাঙ্গালী জাতি সেখানে মরণপণ করে স্বাধীনতার জন্য লড়ছেন। আমরা বাঙ্গালী হিসাবে মনে করি ওরা আমাদের স্বজাতি, তারা বাঙ্গালী জাতি, পাকিস্তানী নয়, মুসলমান নন, বাঙ্গালী জাতি। সেখানে হিন্দুরাও স্বাধীনতার জন্য লড়ছেন, মুসলমানরাও স্বাধীনতার জন্য লড়ছেন। কাজেই সেখানকার স্বাধীনতা সংগ্রামকে বাঙ্গালী জাতি হিসাবে—এটা আমাদের দেশের একটা অংশ ছিল, ভারতবর্ষের একটা অংশ ছিল, সেই অংশে ঐ সামরিক একনায়কত্বের কবল থেকে ছিনিয়ে আনবার জন্য আমাদের সর্বপ্রকার সাহায্য দান করা প্রয়োজন। যদি অস্ত্রসাহায্যের প্রয়োজন হয় সেই সাহায্য আমাদের করতে হবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে, "আজকে বিরোধী দলের মাননীয় নেতা তাঁর বক্তব্যের সময় মুসলিম লীগ সম্পর্কে কটাক্ষ করেছেন, এখন এই কটাক্ষের সময় নয়।" আর একটি কথা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, সীমান্তের ওপার থেকে দশ লক্ষের বেশী লোক এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে এবং তারা সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় এবং আরও বহুসংখ্যক লোক আমাদের এখানে এসে উপস্থিত হবে। আমি মুর্শিদাবাদের সীমান্ত থেকে এসেছি। আমাদের এলাকা থেকে সংবাদ পেয়েছি যে, প্রতিদিন ১০ হাজার করে লোক একমাত্র জলঙ্গী সীমান্ত অতিক্রম করে উপস্থিত হচ্ছে। হাজার হাজার মানুষ রাস্তার উপর অবস্থান করছেন এবং হাজার হাজার মানুষের কোন রকম আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয় নি। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি সরকারের কাছে অনুরোধ রাখবেন যেন এই সমস্ত লোকদের জন্য উপযুক্ত আশ্রয়ের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীগোপাল বসু: মিঃ স্পীকার, স্যার, সবার বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া-আসার অধিকার আপনি খর্ব করতে চান? আপনি কি এস বি-র লোকদের এখানে থাকতে অনুমতি দিয়েছেন? তা না হলে তারা এখানে কি করে আসে? সেদিনও এই নিয়ে গোলমাল হয়েছে, আজকে আবার তারা এখানে এসে ঘোরাফেরা করছে। আমি জানি আপনি পারমিশন দেন নি, অথচ তারা এখানে ঘোরাফেরা করছে। আমাদের মেম্বারদের অসুবিধা সৃষ্টি করছে। এটা যদি এইভাবে চালান তাহলে আপনি আমাদের বলে দিন যে, পারমিশন দিয়েছি—তাহলে আমরা বুঝতে পারি আপনার অনুমতি আছে, আর যদি না হয় সেটা খুলে বলুন। আর যদি না হয় সেটা আপনি পারমিশন দেবেন না—আমাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করবার জন্য নয়, অধিকার রক্ষা করবার জন্য। কাজেই ওটা যাতে বন্ধ হয়—তার জন্য সিকিউরিটি আপনার অফিসকে বলুন।

মিঃ স্পীকার: এর আগেও আপনাদের অভিযোগ আমি লক্ষ্য করেছিলাম। আজও আপনি অভিযোগ করলেন। আমি দেখব যাতে কোন মাননীয় সদস্যের অধিকার ক্ষুণ্ণ না হয়।

শ্রীদিলীপকুমার রায়: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এখানে যে প্রস্তাব রেখেছেন, তাঁর প্রতি আমি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখতে চাই। তার সাথে সাথে ওপার বাংলার যারা শোষণ থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছে, তাদের জানাই আমার অভিনন্দন।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন ১৯৪৭ সালে হিন্দু-মুসলমান এরা দুই জাতি—এই ভিত্তিতে ভারতকে ভাগ করা হয়েছিল। সেদিন আমরা ফরওয়ার্ড ব্লকের তরফ থেকে তীব্র

বিরোধিতা করেছিলাম। আজকে অনেক মাননীয় সদস্য এখানে উপস্থিত আছেন তাঁরা সেদিন তাদের দ্বিজাতিতত্ত্বকে মেনে নিয়ে এই দেশ বিভাগকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আজ ওপার বাংলায় যা ঘটছে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে দ্বিজাতিতত্ত্ব ভ্রান্ত এবং তাঁদের বক্তব্যও ভ্রান্ত।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই প্রসঙ্গে বলতে চাই যে, ওপার বাংলায় ইয়াহিয়া সরকার যে বর্বর আক্রমণ চালাচ্ছে, সেই ঘটনার বিবরণ দেওয়ার ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তবু আমি বলতে চাই - ওপারের যে আন্দোলন, যে আন্দোলন জাতীয়তাবাদের আন্দোলন দেশপ্রেমের সংগ্রাম গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম। কিন্তু আমরা কি দেখছি! ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে সরকারী ক্ষমতা হস্তান্তরিত না করে ইয়াহিয়া চক্র যে ব্যাপক হারে হঠাৎ গণহত্যা আরম্ভ করেছে, আজকে অনেক প্রগতিশীল রাষ্ট্র যারা সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার, তারা নীরব হয়ে আছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডেশিয়া, আরব এদের প্রশ্নে যারা সোচ্চার, ভিয়েৎ-নামের নামে যারা মুখরিত, আজকে তাদের নীরবতার কি কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। আমি মনে করি, এই হাউসের পক্ষ থেকে এই নীরবতার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানানো হোক।

আমি সীমান্তের কোচবিহার জেলার প্রতিনিধি। আমি সেখানে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি মুক্তিফৌজের অনেকের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি। আমি তাদের অটুট মনোবল লক্ষ্য করেছি। তাঁরা আমায় এই কথা বলেছেন, আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ আসে নি আমাদের দেশ বন্যাপীড়িত নয়, আমাদের দেশে মহামারী দেখা দেয় নাই। কাজেই শুধু অন্নবস্ত্রের এই সাহায্য দিলে চলবে না আমাদের অস্ত্র দিন যাতে ইয়াহিয়া সরকারের আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারি। এই দুঃখের দিনে আমরা আক্রান্ত হলেও ভারত সরকার নীরব। আজকে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়ার কথা তার উল্লেখ করে আমি বলতে চাই শুধু অস্ত্রশস্ত্র নয়, আমাদের এমন গণ-আন্দোলন ও জনমত সৃষ্টি করতে হবে যাতে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র স্বাধীন বাংলা সরকারকে স্বীকৃতি দেয় এবং সর্বতোভাবে সাহায্য করে তাদের সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সচেষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই ওপার বাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু এই বাংলায় এসেছে। আমি দেখেছি আমাদের হলদিবাড়ি থানায় প্রায় দু' লক্ষ লোক এসেছে। মাননীয় মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট মহাশয় সেখানে গিয়েছিলেন, কিন্তু আজকে ১৫-১৬ দিন হল লক্ষ লক্ষ লোক পথে পড়ে রয়েছে, কোন আশ্রয় পাচ্ছে না, কোন খাদ্য পাচ্ছে না তাদের দীন অবস্থা হয়েছে। আমি মন্ত্রিমহাশয়কে সব কথা জানিয়েছি অথচ এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। এখানে সরকারী দানের কথা উল্লেখ করে বলতে চাই যে যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা যেরকমভাবে নেওয়া হয় সেইরকমভাবে যেন অতি সত্বর এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই দাবি রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীতিমিরবরণ ভাদুড়ি: মাননীয় স্পীকার মহাশয় আজকের এই সভায় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় যে প্রস্তাব রেখেছেন সেই প্রস্তাবের বিশেষ তাৎপর্য দেখছি দিল্লীর মসনদে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী কংগ্রেস সরকার সেই মসনদে সুপ্রতিষ্ঠিত। যে কংগ্রেস সরকার গণতন্ত্রের কথা না বলে, প্রগতিবাদের কথা না বলে, সকালবেলা জল গ্রহণ করেন না সেই সরকারের কাছে আজকে আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীন সরকারের দাবি এবং ইয়াহিয়া সরকারের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র বাংলাদেশের জনগণের উপর যে ব্যবহার হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজনের দাবি জানানো হয়েছে। মনে হচ্ছে এই দাবি যেন একটা কাগজে লেখা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেন না, আজকে দীর্ঘদিন পরে দেখছি--প্রায় দেড় মাস হয়ে গেল নিছক একটা ভাঁওতা দিয়ে ইন্দিরা সরকার সামান্য একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে ঘোষণা করবই অস্ত্রশস্ত্র দেবই। এই ঘোষণা দিলেই আমাদের অস্ত্রশস্ত্র দিতে বেশি দেরি লাগবে না। কিন্তু দেখছি আজকে প্রায় দেড় মাস হয়ে গেল এখনও সেই ঘোষণা এল না, অস্ত্রশস্ত্রের কথা তো আলাদা। সেই সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি পূর্ব বাংলার জনগণ ইয়াহিয়া সরকারের অত্যাচারে

—আমাদের মা-বোনেরা যেভাবে আজকে পদ্মা পেরিয়ে এবং বিভিন্ন বর্ডার পেরিয়ে আমাদের এই অঞ্চলে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছে তার প্রতি কণামাত্র সাহায্য তো দূরের কথা, সমবেদনা পর্যন্ত দেখাতে পারছে না, এটা দুঃখের বিষয়। যে কংগ্রেস সরকার বাংলাদেশের মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন করেছেন, সেই মুসলিম লীগের কোন সদস্যকে আজকে দেখতে পাচ্ছি না। বেলেডাঙ্গায় প্রায় এক মাস আগে মস্ত বড় জনসভা করে মুসলিম লীগের মন্ত্রিগণ অনেক কথা বলেছেন এবং প্রচুর লোক তাঁদের কাছে প্রশ্ন করেছিল যে আপনারা পূর্ব বাংলায় যে জনযুদ্ধ বা গণমুক্তির যুদ্ধ চলছে সেই যুদ্ধের ব্যাপারে আপনাদের ভূমিকা কি? বড় দুঃখ, লজ্জা, ক্ষোভের সঙ্গে আজকে আমাকে সভায় বলতে হচ্ছে যে তাঁদের মুখ দিয়ে একটা কণা কথাও বেরোয় নি। তাঁর কাছে অনেক মুসলমান ছেলে আমার দলের অনেক মুসলমান লোক চিরকুট দিয়ে বলেছিলেন যে মোল্লা সাহেব, বলুন পূর্ব পাকিস্তানে যে লড়াই চলছে সেই লড়াই সম্পর্কে আপনাদের ভূমিকা কি? সেই ভূমিকা আমরা গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী কংগ্রেসীরা যে কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছে তাদের কাছে কতখানি আশা করব। ওঁরা আবার গণতন্ত্রের কথা বলেন। ভাঁওতা দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রেখেছেন। আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি অবিলম্বে কথাটা তাঁরা ব্যবহার করেছেন। আমরা পূর্বেই দেখেছি এই সমস্ত কথা ব্যবহার করা হয় সাধারণ মানুষকে ধোঁকা বা ভাঁওতা দেবার জন্য। আমরা তাই বলতে চাই অবিলম্বে কথাটা বাদ দিয়ে একটা সময় বেঁধে দেওয়া হোক দশ দিন কি সাত দিন কি পনের দিন সেই সময়ের ভেতর যদি ইন্ডিয়া সরকার আমাদের দাবি মেনে না নেন তাহলে আন্দোলনের মাধ্যমে তা আমাদের আদায় করে নিতে হবে এই কথা এই সভায় সমস্ত সদস্যের বিবেক বুদ্ধির প্রশ্ন নিয়ে বলা উচিত। জয়নাল আবেদিন মহাশয় অনেক বড় বড় সুন্দর সুন্দর কথা বললেন। কিন্তু তাঁদের কাছে আমার প্রশ্ন তাঁরা তো বলেছিলেন আকারে ইঙ্গিতে যে, আমরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিচ্ছি অস্ত্রশস্ত্র দিচ্ছি। কিন্তু কোথায় দিচ্ছেন? কই তাঁদের ইন্দিরা সরকার তো এখনও দিচ্ছেন না। বড় গলা করে জোতদার জমিদারদের বিরুদ্ধে বলেছিলেন, কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি। সামান্য গরীব জমির মালিক সি আর পি-র অত্যাচারে ও তাঁদের সহযোগিতায় জমি থেকে উৎখাত হচ্ছে। এই সমস্ত দেখে আমাদের লজ্জা লাগে। আমরা ইন্দিরা সরকারের চরিত্র দেখতে পাচ্ছি। এই সরকারের কাছে মৌলিক একটা প্রশ্ন দিলেই আমাদের সমস্ত দাবি আদায় হবে না। আমাদের দাবি আদায় করতে হবে গণআন্দোলনের মাধ্যমে। গণ আন্দোলন ছাড়া প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের কাছ থেকে কোন দাবি আদায় করা যাবে না। মিঃ স্পীকার স্যার কবির সুরে একটা কবিতা আমার মনে জেগে উঠেছে—

সাবাস বাংলাদেশ
এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়
জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার তবু
মাথা নোয়াবার নয়।

মিঃ স্পীকার স্যার, বাংলাদেশের যেসমস্ত অগণিত যুবক ছাত্র অগণিত ভাই মা বোন যে বিপ্লবী চেতনা যে বিপ্লবী উন্মাদনা তুলে ধরেছেন তাকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসুধীরচন্দ্র বেরাঃ মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক যে প্রস্তাব এই সভায় আনা হয়েছে তা সর্বান্তঃকরণে এবং পূর্ণভাবে সমর্থন করি। আমি এখানে দেখলাম আলোচনার মাধ্যমে এই প্রস্তাব সমর্থন করতে গিয়ে কোন কোন রাজনৈতিক দল নিজেদের রাজনৈতিক মূলধন বাড়াবার চেষ্টা করেছেন। এটা আমি তীব্রভাবে নিন্দা করছি। পূর্ব বাংলার এই স্বাধীনতা সংগ্রাম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ স্বাধীনতার জন্য মানুষের সংগ্রাম জন্মগত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি যদি ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন মানুষ তার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের জন্য অনেক রক্ত, অনেক জীবন দিয়েছে।

আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে, ফরাসী বিপ্লব প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এ কথাই স্বীকৃত হয়ে এসেছে যে, প্রতিটি জাতির তার স্বাধিকার রক্ষার অধিকার থাকবে, তার আত্মনিয়ণাধিকার থাকবে। পূর্ব বাংলার লোক যখন তাদের সেই স্বাধিকার প্রয়োগ করতে গেল তখন সাম্রাজ্যবাদী মদগর্বী ইয়াহিয়ার আঘাত লাগল ; তিনি পাল্টা আঘাত লাগালেন। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন পূর্ব বাংলার যে সংগ্রাম, হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃস্টানের যে মিলিত সংগ্রাম এর নজির ভারতবর্ষের ইতিহাসে পাওয়া খুবই দুর্লভ এবং এই সংগ্রামের নজির পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ। এই স্বাধীনতা সংগ্রাম তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত দেখতে পাই। প্রথম হচ্ছে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, দ্বিতীয় হচ্ছে—সশস্ত্র সংগ্রাম এবং তৃতীয় হচ্ছে - স্বাধীনতা ঘোষণা। ভারতবর্ষের মধ্যে অনেকে অভিযোগ করেছেন—কংগ্রেস সরকার দেড় মাস পর্যন্ত ঘুমিয়েছিলেন। তাঁরা যদি একটু ভেবে দেখেন তাহলে দেখবেন বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করার আগে পর্যন্ত এটা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার ছিল এবং আন্তর্জাতিক আইনে আমরা সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারতাম না। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁরা সরকার তৈরি করেছেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন সেই মুহূর্ত থেকে সংগ্রামী রূপ বদলে গিয়েছে এবং আজকে তাদের স্বীকৃতি দিলে সার্বভৌম সরকার হবে এবং তার উপর হস্তক্ষেপ করলে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের আওতায় পড়ে। দুঃখের বিষয়, আজ বড় শক্তি, বিগ পাওয়ার্স যাদের বিগ ব্রাদার্স হওয়া উচিত ছিল, তারা স্বীকৃতি দেয় নি এবং আমরা স্বীকৃতি দাবি করছি কারণ আমরা মনে করি বাংলাদেশ সরকার।

Government of the people, by the people and for the people shall never perish from this earth.

এই বলে বাংলাদেশের সরকার এবং জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri A. H. Besterwitch: Mr. Speaker, Sir, before we finish I rise on a point of order Yesterday we had a talk regarding transport arrangements but it is unfortunate that from the Government side we have received on information, or even an indication that arrangements would be made regarding transport to carry the members as they used to have that privilege previously I heard yesterday that certain parties have made arrangement for themeselves but that does not suit the purpose of all the members. There were arrangements for transport since 1962 but suddenly today when I came here I find all arrangements upset. That is why I raised this matter and the Government side promised to make some arrangements but nothing has been done up till now.

Mr. Speaker: Mr. Besterwitch, I enquired of this from other members. You made the suggestion to me that there must be some conveyance arrangements for the members to go back to their residences. I consulted some of the members of the Opposition Party. They told me that they have their own arrangements. On this side also I have got no proposal from the Chief Whip of the Government Party, nor is there such a proposal from the Chief Whip of the Opposition Party. So I find that Mr. Besterwitch alone is pressing me hard for his conveyance but no other honourable member just like him has pressed me that arrangements for transport should be made. If a sufficient number of honourable members want conveyance from this House to be arranged by me or by the Government and if the leaders of different parties or

the Whips of different parties approach me, I can take up the matter with the Government. But up till now, except Mr. Besterwitch, no one else has approached me. So, I have thought it not justified move the Government in the matter. At any rate, if you have got serious grievance, I will request you to consult also the Whips and Leaders of the different political parties and to meet me in my Chamber. Then, I will request the Government to make necessary arrangement.

Shri A. H. Besterwitch: Sir, in 1962 and 1967 also it was Besterwitch who brought up this subject of conveyance for the members and, again, this time also it is Besterwitch, on behalf of other members, who has brought up this matter If arrangements are made by some members for themselves that does not hold water for othr members We are poor people We cannot make such arrangements We have to walk all the way because taxis or buses are not available at late hours in the night.

Mr. Speaker: It is unfortunate Mr. Besterwitch, no one is supporting your proposal

Shri Sudhin Kumar: There are quite a few who would avail of the opportunity if it is provided by you or the Government

Mr. Speaker: I will request the hon'ble members to meet me on 12th or 13th in my Chamber.

Shri Subodh Banerjee: Sir, it is no good consulting all the members of the House The Government had been doing all these things for the last few years Let Government make the same arrangement this time also What is the harm?

Mr. Speaker: I was told by Mr. Gopal Basu and some other members that they had made their own arrangements

শ্রীজ্যোতি বসুঃ ঐ ব্যবস্থাটা কংগ্রেস গভর্নমেন্টেরও ছিল। তিনটা রুটে তিনটা বাস ছিল। যে রুট দিয়ে যে যে বাস যেত মেম্বাররা সেই বাসে চলে যেতেন। এখন আমরা নিজেরাই ব্যবস্থা করেছি। কারণ জীবন নিয়ে টানাটানি। বাস থেকে টেনে নিয়ে মারছে। ও পক্ষ একটা ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু অন্যেরা এইসব বাস অ্যাভেল করতে পারছেন না। সেজন্য বলছি যে, সোমবার থেকে একটা কিছু ব্যবস্থা যদি করেন তাহলে ভালই হয়।

মিঃ স্পীকারঃ আমার কোন আপত্তি নেই।

শ্রীরাম চ্যাটার্জিঃ আমাদের যেটা আছে সেটা রাখতে হবে। কারুর পকেট থেকে দিতে বলছি না। গভর্নমেন্টের খরচে বাস আসে যায়। এতে এক পক্ষ লাভ করবে আর এক পক্ষ লাভ করবে না, সেটা হবে না। আমাদের মেম্বাররা হাঁটতে হাঁটতে ফিরছে, আর এক পক্ষ বাসে করে চলেছে সেটা হবে না।

Shri Ajit Kumar Panja : So far as Government is concerned, until now neither has there been any request nor any direction from any of the members for making transport arrangements. However, if such request is made we will certainly look into the matter.

শ্রীগোপাল বসু : আপনি তো একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দিলেই পারেন।

মিঃ স্পীকার : আপনারা নিজেরাই বলেছিলেন যে, আপনাদের নিজেদের ব্যবস্থা করে নিয়েছেন, আমিও দেখলাম অলমোস্ট অল দি মেম্বার্স তাঁরা নিজেদের ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। হয়ত দু-চার জনের কিছু অসুবিধা হতে পারে সেজন্যই বোধ হয় তাঁরা কিছু বলেন নি।

শ্রীসুবোধ ব্যানার্জি : গভর্নমেন্ট শুনেছেন, অ্যারেঞ্জমেন্ট করবেন। এতে এত আলোচনার দরকার কি আছে? ও'রা তো শুনেছেন। আগে যেরকমভাবে চলত সেই রকম একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করবেন। আটটা বেজে গেছে। আমাদের শুধু জীবন নয়, প্রেস গ্যালারীও আছে। ওদেরও আমাদের দেখতে হবে। কাজেই আমরা একটু তাড়াতাড়ি ফিনিস করি।

Mr. Speaker : Now I request the Chief Minister to give a reply.

Shri Ajoy Kumar Mukhopadhyay : I have nothing more to add to what I have already stated.

Shri Subodh Banerjee : It's a very good reply.

Mr. Speaker : The discussion is over.

The motion of Shri Ajoy Kumar Mukherjee that,—

"বিগত ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী লীগের অসামান্য ও ঐতিহাসিক সাফল্যের মধ্যে প্রকাশিত জনগণের সুস্পষ্ট রায়কে পদদলিত করিয়া বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনগণের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সামরিক শাসকচক্র যে নারকীয় গণহত্যাভিযান চালাইতেছেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা তাকে তীব্র ধিক্কার জানাইতেছে এবং বাংলাদেশের জনগণ পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যে মরণপণ সশস্ত্র সংগ্রাম চালাইতেছেন তার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ও সেই সঙ্গে সংগ্রামী জনগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছে।

পাকিস্তানের সামরিক শাসকচক্র যাহাতে অবিলম্বে এই বর্বর গণহত্যা বন্ধ করিতে এবং বাংলাদেশ হইতে তাহার সমস্ত সামরিক বাহিনী তুলিয়া লইতে বাধ্য হয় তাহার জন্য উপযুক্ত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই বিধানসভা ভারত সরকার সহ অন্যান্য দেশের সরকারের নিকট আবেদন করিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা এই বিশ্বাস রাখে যে, তাহাদের সংগ্রাম বর্তমানে যতই কঠোর ও প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হউক না কেন বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণ শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করিবেনই। এই সভা আরও আশা রাখে যে, যেহেতু এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সর্বপ্রকার আধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত পাকিস্তানের সামরিক শাসকচক্র কর্তৃক বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ইহা জাতীয় স্বাধীনতার জন্য অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম সেই হেতু ইহা শুধু ভারতীয় জনগণের

নিকট হইতে নহে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের এমন কি পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজ্যের জনগণের নিকট হইতেও ক্রমবর্ধমান সক্রিয় সমর্থন লাভ করিবে।

বাংলাদেশের জনগণের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য মরণপণ সংগ্রামের প্রতি ভারতের আশু ও জরুরী কর্তব্যের কথা বিবেচনা করিয়া এই বিধানসভা ভারত সরকারের নিকট দাবি জানাইতেছে যে, অনতিবিলম্বে বাংলাদেশের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও তাহার সরকারকে স্বীকৃতি এবং অস্ত্রশস্ত্র সহ সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় কার্যকরী সাহায্য দিতে হইবে। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী যখন বুকের রক্ত দিতেছেন তখন পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ইহার কমে কিছুতেই রাজী হইতে পারেন না।

এই ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করিতে যতই দেরি হইতেছে ততই বাংলাদেশের জনগণের দুঃখ, দুর্গতি ও লাঞ্ছনা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাতে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ও জনগণ গভীর উদ্বেগ বোধ করিতেছে। এই অবস্থায় যাহাতে অবিলম্বে উক্ত দাবিগুলি স্বীকৃত হয় তাহার জন্য ভারত সরকারের উপর প্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি করার জন্য বিধানসভা পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ও সরকারের নিকট আহ্বান জানাইতেছে।

ব্যাপক নরহত্যার মুখে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ সীমান্ত পার হইয়া পশ্চিম বাংলায় চলিয়া আসিতে বাধ্য হইতেছেন। সৌভ্রাত্রের ও মানবতার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে তাহাদের জন্য সবরকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। ইহা পশ্চিমবঙ্গের ও উহার পার্শ্ববর্তী সীমান্ত রাজ্যগুলির আর্থিক ক্ষমতার বাহিরে। এই কঠিন সত্য বিবেচনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভারত সরকারের নিকট এই বিষয়ে যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের দাবি জানাইতেছি।

was then put put and agreed to unanimously

Mr. Speaker : Today's business is over

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে 'সংগ্রামী স্বাধীন বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি' গঠিত।	দৈনিক আনন্দবাজার	৮ এপ্রিল ১৯৭১

বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক শিক্ষাবিদদের সংস্থা

সংগ্রামী স্বাধীন 'বাংলাদেশ' সহায়ক সমিতি

গত ৪ঠা এপ্রিল পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, সমাজকর্মী, সাংবাদিক প্রভৃতি ভারতীয় সংস্কৃতি ভবনে মিলিত হয়ে "সংগ্রামী স্বাধীন বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি" নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সম্ভাব্য সকল উপায়ে সাহায্য করা এই সমিতির উদ্দেশ্য।

ইতিপূর্বে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা সহায়ক কমিটি (কমিটি ফর অ্যাসিসট্যান্স টু দি ফ্রিডম স্ট্রাগল ইন বাংলাদেশ) নামে যে সংস্থা গঠিত হয়েছে, এই সমিতি তাঁর সংগে যোগ রেখে কাজ করবে এবং সমিতির অর্থ সংগ্রহ এবং অন্যান্য সাহায্য ওই কমিটির মাধ্যমে যথাস্থানে পাঠানো হবে।

নতুন এই সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীতারা শংকর বন্দোপাধ্যায়। শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ এবং শ্রীবিনয় সরকার যথাক্রমে কোষাধ্যক্ষ এবং যুগ্ম-সম্পাদক। সমিতির কার্যালয়: ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হল, ৬২, বিপনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা।

সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত একটি প্রস্তাবে সমিতি বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী জংগীশাহীর গণহত্যা, ধ্বংসলীলা, নারীধর্ষণ এবং লুণ্ঠনের তীব্র নিন্দা করেন। প্রস্তাবে বলা হয়, ভারত সরকার যেন কালবিলম্ব না করে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের উপবাদি এবং অন্যান্য সকল রকম সাহায্য পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

সেদিনের সভায় বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যার জন্য এবং ওখানে রেড-ক্রসের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার জন্য পাকিস্তানী জংগীশাহীর প্রতি ধিক্কার প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের অবস্থা নিরূপণ করার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জকে একজন পরিদর্শক পাঠানোর ব্যবস্থা করতেও অনুরোধ করা হয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের নানা রকম সাহায্যের দরকার। সকলকে তাঁদের সাধ্যমত দান সমিতির দফতরে শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষের নিকট পাঠাতে অনুরোধ করা হয়েছে।

দৈনন্দিন কাজ চালানোর জন্য একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়েছে। তার সভাপতি শ্রী এস পি মিত্র।

প্রথম দিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন: সর্বশ্রী তুষারকান্তি ঘোষ, মনোজ বসু, এস পি মিত্র, নির্মল ভট্টাচার্য, বিবেকানন্দ মুখোপধ্যায়, শৈবাল গুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, এন দত্ত মজুমদার, পি বসু মল্লিক, এস কে দত্ত, রঘুবীর চক্রবর্তী, এস ব্যানার্জী, ও পি শাহা। এ ছাড়া সমিতিতে আছেন শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপধ্যায়, শ্রী এস এন সেন, শ্রীমতি রমা চৌধুরী, শ্রী পি কে বসু প্রভৃতি।

৬ এপ্রিল সমিতির অপর এক সভায় একটি কো-অরডিনেশন কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে আছেন: সর্বশ্রী মনোজ বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, অজিত রায় মুখারজি, হরেন মজুমদার, নির্মল ভট্টাচার্য, সুশীল রায়, শৈবাল গুপ্ত, সন্তোষকুমার ঘোষ (শেষোক্ত দুইজন যুগ্ম-আহ্বায়ক)। অন্যান্য যে-সব সংস্থা বাংলাদেশের সাহায্যকল্পে কাজ করছেন, কো-অরডিনেশন কমিটি তাদের সংগে যোগ রক্ষা করবেন এবং দেখবেন যাতে সকলের কাজ যুক্ত হয়ে বাংলাদেশের সংগ্রামকে তার লক্ষ্যের পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্বাঞ্চলের পাঁচজন মুখ্যমন্ত্রীর আহবান: শরণার্থী প্রশ্নকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে গণ্য করা হোক।	দৈনিক 'আনন্দবাজার'	৯ মে, ১৯৭১

শরণার্থীদের প্রশ্নকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে গণ্য করা হোক

কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রীদের আবেদন

(স্টাফ রিপোর্টার)

শনিবার মহাকরণে পূর্বাঞ্চলের পাঁচটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের জরুরী বৈঠকে স্থির হয় যে, কেন্দ্রকে তাঁরা এই অনুরোধ জানাবেন যে, বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের সমস্যাটি শুধু সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির সমস্যা বলে গণ্য না করে জাতীয় সমস্যা বলে গণ্য করা হোক।

দলে দলে আগত এই আশ্রয়প্রার্থীদের আশ্রয়, খাদ্য, স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি গুরুদায়িত্ব বহনে অংশগ্রহণের জন্য মুখ্যমন্ত্রীরা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি এবং সব স্বাধীন রাষ্ট্রকে অনুরোধ জানাতে মনস্থ করেন।

জানা গিয়াছে যে পশ্চিম বংগে বিধান সভায় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের দাবী জানিয়ে গৃহীত সবসম্মত প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় সরকারকে পাঠানো হচ্ছে।

এদিন রাত্রে দিল্লিতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি গান্ধীর সংগে ওই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে যাওয়ার প্রাককালে পাঁচটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একত্রে মিলিত হয়ে একটি সর্বসম্মত বক্তব্য প্রণয়ন করেন। এই বৈঠকে আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকর্পুরী ঠাকুর, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ, মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ইলিয়মসন সংমা এবং পশ্চিম বংগের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী অজয় কুমার মুখোপধ্যায় প্রায় দুঘণ্টা ধরে আলোচনা করেন। এছাড়া বৈঠকে পশ্চিম বংগের উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজয় সিংহ নাহার রাজ্য মন্ত্রীসভায় বাংলাদেশ সাব-কমিটির সদস্য হিসেবে শ্রীসন্তোষ রায় এবং ডা: জয়নাল আবেদিনও উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে কেন্দ্রের কাছে এইরূপ আবেদন করা হবে বলে স্থির হয় যে, এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যাতে এই শরণার্থীরা আবার বাংলাদেশে ফিরে যেতে পারে এবং সেই জন্য কেন্দ্রকে অবিলম্বে উদ্যোগী হতে হবে। আরও বলা হয় যে, শরণার্থীদের ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সংশ্লিষ্ট অর্থনীতি বিপর্যস্ত না হয়ে পড়ে।

আরও নিরাপত্তা ও পুলিশ ব্যবস্থার দাবী

বৈঠকের পর পশ্চিম বংগের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমুখারজি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, এই বিপুল সংখ্যক শরণার্থীদের জন্য আশ্রয় ও খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য যা অর্থ লাগে কেন্দ্র সবই দেবেন বলেছেন। কিন্তু এছাড়া আইন শৃংখলা রক্ষা ইত্যাদি আরও নানা প্রশ্ন ও সমস্যা আছে। এদিনের বৈঠকে মোটামোটি ঠিক হয়েছে তাঁরা সীমান্তে আরও নিরাপত্তা ও পুলিশী ব্যবস্থার জন্য যে অর্থ লাগে তাও কেন্দ্রকে দিতে বলবেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সীমান্তের অস্থায়ী শিবিরগুলিতে বড় জোর পাঁচ লক্ষ শরণার্থীদের সাময়িক আশ্রয়ের ব্যবস্থা আছে। এর উদবৃত্তের সংগে সংগে অন্যান্য রাজ্যে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থার ভার কেন্দ্রকে নিতে হবে।

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধিরূপে শ্রীরাম নারায়ন ত্রিপাঠিও এদিন অজয় বাবুর সাথে সাক্ষাত করে বাংলাদেশের শরণার্থীদের ব্যাপারে তাঁরা কীভাবে সাহায্য করতে পারেন তা জানতে চান। ইউপি সিটিজেনস কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীত্রিপাঠি রবি ও সোমবার কয়েকটি শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করবেন।

বৈঠকে আলোচনা ও আবেদন

বাংলাদেশ থেকে শরণার্থীদের অভূতপূর্ব ভিড়ের চাপে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে পাঁচটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা তা আলোচনা করেন। ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা আঠারো লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে তাঁরা এভাবে আসতে থাকলে অবিলম্বে এই সংখ্যা বিশ লক্ষের উপরে উঠে যাবে।

বৈঠকে এই মত প্রকাশ করা হয় যে শুধু সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির বহন করার পক্ষে এ সমস্যা অত্যন্ত গুরুভার। বহু জায়গায় এই শরণার্থীদের মাথার উপর কোন আচ্ছাদন নাই। কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় যে খাদ্যশস্য মঞ্জুর করছেন তার সরবরাহও অনিয়মিত। লবণ, চিনি, কেরোসিন, বাসনপত্র এবং কাপড়চোপড়ের সরবরাহও সর্বদা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। যানবাহনের ঘাটতির ফলে পাঠাবার ব্যবস্থাও ব্যাহত হচ্ছে। স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি রক্ষা সম্পর্কে সমস্যা দেখা দিয়েছে। কলেরা দেখা দিচ্ছে বলে খবর আসছে।

মুখ্যমন্ত্রীরা আশা করেন, তাঁদের আবেদনে ভারতের সব রাজ্য এই গুরুদায়িত্ব বহন করতে এগিয়ে আসবে। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য দিকে দিকে স্বতঃস্ফূর্ত সহানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। বাংলাদেশের [illegible] কবল থেকে যারা দলে দলে চলে আসছেন অবিলম্বে তাঁদের খাদ্য, আশ্রয় ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে এই সহানুভূতিকে সক্রিয় করে তোলা প্রয়োজন।

মানবিকতার প্রশ্নে ভারতের এই দায়িত্ব বহনে অংশগ্রহণের জন্য মুখ্যমন্ত্রীরা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি এবং সব স্বাধীন রাষ্ট্রের কাছে অনুরোধ জানাতে মনস্থ করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শরণার্থী সমস্যা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে পশ্চিম বংগের মুখ্যমন্ত্রীর আলোচনা।	দৈনিক 'যুগান্তর'	১০ মে, ১৯৭১

শরণার্থী সমস্যা

প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছি

—মুখ্যমন্ত্রী

(স্টাফ রিপোর্টার)

রবিবার সকালে দিল্লি থেকে ফিরে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় দমদমে সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশ থেকে বিপুল সংখ্যায় চলে আসা শরণার্থীদের নিয়ে যে সব সমস্যার উদ্ভব হয়েছে সে সম্পর্কে আমরা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই সব সমস্যা সমাধানের জন্য যত দ্রুত সম্ভব কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও আমরা তাঁকে অনুরোধ করেছি।

উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিজয় সিংহ নাহার মুখ্যমন্ত্রীর সংগে দিল্লি গিয়েছিলেন। তিনি বলেন আমাদের দিল্লী যাওয়ার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, মেঘালয়, পশ্চিম বংগ নিয়ে পাঁচটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শনিবার কলকাতায় এক বৈঠকে মিলিত হওয়ার পর দিল্লি যান এবং সেখানে শরণার্থী পুনর্বাসনের প্রশ্ন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সংগে আলোচনা করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শরণার্থীদের পশ্চিম বংগের বাইরে পাঠানোর জন্য কেন্দ্রের প্রতি রাজ্য মন্ত্রিসভার দাবী।	'যুগান্তর'	৫ জুন, ১৯৭১

প্রধানমন্ত্রীর কাছে রাজ্য মন্ত্রিসভা দাবী করবেন-

শরণার্থীদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠাতে হবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ৪ঠা জুন—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে প: বঙ্গ মন্ত্রীসভার সদস্যরা আগামীকাল যৌথভাবে দাবি জানাবেন: বাংলাদেশ থেকে আগত প্রায় অর্ধ কোটি শরণার্থীর রক্ষণাবেক্ষণের পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে। রাজ্য সরকার তার সামগ্রিক সামর্থ নিয়োগ করেও শরণার্থী আগমনজনিত সমস্যার মোকাবিলা করতে পাচ্ছে না। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে তাদের জন্য শিবির স্থাপন করে তাদের স্থানান্তরিত করতে হবে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা: জয়নাল আবেদিন বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার যদি শরণার্থীদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব না নেয় তবে রাজ্য সরকারকে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ভাবতে হবে। ত্রাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীআনন্দমোহন বিশ্বাসও বলেছেন, শরণার্থীদের বিষয়ে যে গুরুত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া উচিত ছিল তা তাঁরা দেননি।

মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রী দুজনেই আজ সাংবাদিকদের বলেছেন: শরণার্থীরা এখন আশ্রয় ও ত্রাণের জন্য ক্রমশ:ই শহরের দিকে এগিয়ে আসছে। সীমান্ত জেলাগুলিতে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে শরণার্থীদের সম্পর্কের অবনতি হচ্ছে, যার ফলে আইন শৃংখলার প্রশ্ন দেখা দিতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন: কোন কোন জায়গায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন: শরণার্থীদের মধ্যে কলেরা এবং মহামারী ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জী প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে রাজভবনে তাঁর বৈঠকে সরাসরি বলবেন: শরণার্থীদের বিভিন্ন রাজ্যে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন। বিভিন্ন রাজ্য সরকারের উপর চাপ দিন। নচেৎ প: বঙ্গের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়বে।

উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজয়সিং নাহার সাংবাদিকদের বলেছেন: এখন প: বঙ্গের সমস্ত উন্নয়ন কাজ বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। "ওদের আশ্রয় দিতে পারছি না, খেতে দিতে পারছি না।" ওদের সম্পূর্ণ আলাদাভাবে রাখা দরকার।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিবরণ

রাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা: জয়নাল আবেদিন আজ সাংবাদিকদের জানান যে, কলেরা ও অন্যান্য রোগে পীড়িত দেড় লক্ষ শরণার্থীকে এ পর্যন্ত সরকারী ব্যবস্থায় চিকিৎসা করা হয়েছে। হাসপাতাল ও আশ্রয় শিবিরে ৮৯৪ জন শরণার্থী শিবিরে মারা গেছেন। বাইরে আরও অনেকে মারা গেছেন, এটা ধরে নেওয়া যায়।

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর সাড়ে পনের লক্ষ শরণার্থীকে কলেরার টিকা এবং সাড়ে এগার লক্ষ শরণার্থীকে বসন্তের টিকা দিয়েছেন।

ডাঃ আবেদিন বলেন, এ পর্যন্ত সাধ্যমত সব কিছুই করা হয়েছে। কিন্তু যেভাবে আজ পর্যন্ত আশ্রয়প্রার্থীরা আসছেন তাতে মনে হচ্ছে বাংলাদেশ উজাড় করে সবাই এখানে চলে আসবেন। রাজ্য প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের এই অবস্থার মোকাবিলার সাধ্য নাই বলে তিনি মনে করেন। পরিস্থিতি এখন যা দাঁড়িয়েছে তাতে তাঁর মনে হয়, অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে বসেছে।

কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত শক্তি নিয়ে এবং রাজ্যগুলি তাদের সামর্থ নিয়ে আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্যে এই মুহূর্তে এগিয়ে না এলে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলি এই বিষয়ে কার্যকরী উপযুক্ত তৎপরতা না দেখালে রাজ্য সরকারকে অন্য পন্থা নেবার কথা ভাবতে হবে বলে তিনি মনে করেন।

ত্রাণমন্ত্রীর অভিযোগ

রাজ্য ত্রাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীআনন্দমোহন বিশ্বাস অভিযোগ করেন এই সংকট মুহূর্তে কেন্দ্রের যতটা তৎপর হওয়া উচিত ছিল তা দেখা যাচ্ছে না। অন্যদিকে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের একাংশও একই মনোভাব দেখাচ্ছেন। ফলে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা যত দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্য করতে চাইছেন, তা সম্ভব হচ্ছে না।

সল্ট লেকে আশ্রয়

কলকাতা অভিমুখী শরণার্থীদের সল্ট-লেক এলাকায় অস্থায়ীভাবে আশ্রয় দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী অবশ্য বলেছেন, ওদের ওখান থেকে সরিয়ে নেওয়া দরকার।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সীমান্ত পরিস্থিতি এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রশ্নে পশ্চিম বংগ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের ওপর প্রতিবেদন।	দৈনিক 'আনন্দবাজার' ..	২২ অক্টোবর, ১৯৭১

অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখার নির্দেশ। সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘ বৈঠক

(স্টাফ রিপোর্টার)

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পাক ফৌজের ব্যাপক সমাবেশ ঘটায় পশ্চিমবঙ্গ তথা পূর্ব ভারতের প্রতিরক্ষা ও আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা সম্পর্কে বৃহস্পতিবার রাত্রে রাজভবনে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক বসে। আক্রান্ত হলে পাল্টা আঘাত হানার ব্যাপারেও ওই বৈঠকে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তিন ঘন্টাকাল স্থায়ী এই বৈঠকে রাজ্যপাল শ্রী এ, এল, ডায়াস, মুখ্যসচিব শ্রী এন সি, সেনগুপ্ত, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের অতিরিক্ত সচিব শ্রী বি আর গুপ্ত ছাড়া দিল্লি থেকে আগত কয়েকজন পদস্থ ব্যক্তি যোগ দেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শংকর রায়ও ওই বৈঠকে নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

যে কোন মুহূর্তে ডাকলেই যাতে পাওয়া যায় সেইজন্য অসামরিক প্রতিরক্ষায় লোকদের প্রস্তুত থাকার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার মহাকরণে কেন্দ্রীয় অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতরের ডিরেক্টর জেনারেল লে: জেনারেল মতিসাগর রাজ্যের সংশ্লিষ্ট দফতরের কয়েকজন পদস্থ অফিসারের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে ওই নির্দেশের কথা জানান।

এদিন লে: জেনারেল মতিসাগর রাজভবনে রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াসের সঙ্গেও মিলিত হন। পৌরসভা, পুলিশ ও দমকলের অফিসারদের সঙ্গে তিনি অপর একটি বৈঠক করেন। রাজভবনের বৈঠকে মুখ্য সচিব ও অন্যান্য পদস্থ অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন।

আজ শুক্রবার সকালে মহাকরণে লে: জেনারেল মতিসাগর বিভিন্ন জেলার জেলা শাসকদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হচ্ছেন। ওই বৈঠকে রাজ্যপাল শ্রী ডায়াস পৌরোহিত্য করবেন।

তাছাড়া এই দিন রাজ্য পুলিশের শ্রীরঞ্জিত গুপ্তের উপর অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতরের তদারকির দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। আজ, শুক্রবার থেকেই পুরাদমে এই দফতরের কাজ করার জন্য বৃহস্পতিবার রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াস শ্রীগুপ্তকে নির্দেশ দেন। স্বরাষ্ট্র সচিবের অধীনে থেকে শ্রীগুপ্ত ওই তদারকির কাজকর্ম করবেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শরণার্থীদের সাথে পাকিস্তানী দুষ্কৃতি-কারীরা ভারতে অনুপ্রবেশ করছে বলে আসামের অর্থমন্ত্রীর উক্তি।	দৈনিক 'হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড'।	১৬ মে, ১৯৭১

PINDI SENDING SABOTEURS ALONG WITH EVACUEES

—Assam Minister

SHILLONG, MAY 15.—The Assam Finance Minister, Mr. K.P. Tripathy, said today that Pakistan's "deliberate Government action" to push millions of citizens to India was equivalent to waging a war on this country, says UNI.

In a statement here the Finance Minister said Pakistan was doing this not merely deliberately but intentionally by calling its own citizens as Indian infiltrators and suggested the "only effective solution of this problem is that India should create such conditions so that the evacuees may go back home safely".

Mr. Tripathy also charged Pakistan Government with sending spies, saboteurs and agent provocateurs along with the evacuees.

"The agent provocateurs might try to create riots along the lines of existing social tensions, might take the shape of Hindu-Muslim riots in West Bengal, Tripura and Cachar and anti-Bengalee riots in Assam vally and Bihar, or any variations of the same."

The Finance Minister cautioned that the saboteurs might try to disrup our transport and major industrial projects and even through actuating destructive trade union action.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শরণার্থীদের ভেতরে বাংলাদেশ বিরোধীদের তৎপরতা চলছে বলে আসামের মন্ত্রীর বিবৃতি।	দৈনিক 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড'।	২০ জুন, ১৯৭১

ANTI BANGLA FORCES ACTIVE AMONG EVACUEES, TRIPATHI

From Our Shillong Office

JUNE 18—"Some interests are pulling strings from a dislance to produce evacuee baiting with a view to creating anti-Bangladesh fixation in some areas of heavy evacuee influx. But processions they organised inadvertently betrayed their source when slogans of Yahya Khan Zindabad were shouted," said Mr. K P. Tripathi, Assam's Finance Minister, in a statement to the Press yesterday.

"The Government has not taken any action, but was keeping watch as a national emergency has not been declared", he added.

"Neighbouring States have asked for evancuee dispersal which the Government of India has accepted This was not to ill-treat evacuees, but to ameliorate their condition on humanitarian grounds But the ultimate solution of the problem does not lie in dispersal. It lies in enabling evacuees to go back home," Mr. Tripathi continued.

"For this India has sent emissaries abroad to convince great Powers that conditions must be created in East Bengal so that evacuees may go back Otherwise confrontation cannot be avoided. The problem is not a question of digesting 10 million refugees. The problem is the restoration of a democratic Government in Bangladesh.

"In the last war England and America fought for democracy Now they are keeping mum when democracy is being crucified in East Bengal.

"Nintynine per cent of the people of Bangladesh and Pakistan voted for autonomy of Bangladesh which the Paistan military regime wants to crush with Hitlerite methods and inhuman cruelty. Should England and America. which fought the last war to save democracy, watch on? Does it mean that democracy and human rights are a consideration in the civilised world only when the conflict is between Germany and England and such considerations are not there when it becomes a conflict between two wings of the same conutry?

"The question arises whether democracy and human rights will form points of consideration for an intervention in an internal conflict.

"India is getting involved in a conflict as a result of continuous pushing in of millions of refugees by the Pakistan army action. The matter is no longer a mere occurrence in-side Pakistan. The consequence of what is happening inside Pakistan is invitably drawing India into conflict.

"This question needs an immediate answer. Will India's emissaries abroad get satisfactory reply?"

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
উড়িষ্যায় বাংলাদেশের শরণার্থীদের আশ্রয়দান প্রসংগে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে মুখ্যমন্ত্রীর আলোচনা।	দৈনিক 'হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড'	১৭ জুলাই, ১৯৭১

CM INVITES LEADERS TO DISCUSS EVACUEE ISSUE

From Our Bhubaneswar Office

JULY 16.—The deadlock over accommodation of the Bangladesh refugees in Mayurbhanj district of Orissa seems to be nearing its end as the Chief Minister Mr. Biswanath Das, as understood to have invited leaders of all political parties to a meeting on Monday to discuss the issue.

The Chief Minister is understood to have invited the party leaders after he received a letter from the Prime Minister, requesting him to reconsider the issue and allow Bangladesh refugees temporary rehabilitation in Mayurbhanj district.

It will be recalled that the State Government had rejected the Centre's desire to settle about 50,000 refugees in the Gorumahisani area of Mayurbhanj district because of some "special problems" of that area and had suggested some alternative sites.

One of the reasons given out by the Rehabilition Minister, Mr. Brundaban Nayak, in the State Assembly was that none of the Union Ministers had contacted the State Government leaders in this regard and no such decision should have been imposed without prior consultation.

According to some responsible sources, the reason for the State's rejection was that its vanity was pricked as the Government leaders were ignored by the Centre in this regard and everything had been done at the "officer's level".

A request from the Prime Minister herself having come now, it is likely that the State may reconsider the issue and allow Bangladesh regugees temporary settlement in Mayurbhanj district.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
উড়িষ্যায় বাংলাদেশের শরণার্থীদের আশ্রয়দানের প্রশ্নে রাজ্য সরকারের অভিমত।	দৈনিক 'হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড'	২৩ জুলাই, ১৯৭১

ORISSA FIRM ON CAMP SITES ISSUE

From Our Staff Correspondent

BHUBANESWAR, JULY 22.—As the Orissa Government virtually rejects the Prime Minister's request to reconsider the State's decision not to give temporary accommodation to Bangladesh evacuees in Mayurbhanj district, Centre is likely to yield to the State's stand for accommodation of evacuees elsewhere in Orissa.

Leaders of all the political parties in the Orissa Assembly, including Mr. Binasyak Acharya, Ruling Congress Opposition Leader said at a meeting Mayurbhanj district was "not at all suitable area" for sheltering Bangladesh evacuees.

Disclosing this at a news conference here yesterday in the evening, the Chief Minister. Mr. Biswanath Das, said that the meeting agreed with and approved three alternative sites—two in Koraput and one in Boudh-Phulbani district—suggested by the State Government for sheltering the evacuees.

The Chief Minister said that he had summoned the meeting to discuss a letter he had received from Mrs. Gandhi requesting the State Government to reconsider its decision not to shelter Bangladesh evacuees in Mayurbhanj district and north Balasore.

Mrs. Gandhi's letter was in reply to one he had written expressing the 'Difficulties of the State Government in those areas'.

The difficulties were economic, administrative, and law and security reasons, Mr. Das said.

The tenements of at Gorumahisani, selected by the Central Government, were now occupied by retrenched workers, as such no evacuees could be rehabilitated there, it is reported.

Meanwhile, a Union Rehabilitation official in a letter to the Orissa Chief. Secretary has intimated Centre's desire to open camps for 350,000 evacuees. A team would also visit Orissa soon to inspect alternative sites suggested by the State Government.

The suggested sites are Gunakhol, near Thiruvali. Simlibencu, near Motu in Koraput district, Durgaprasad in Phulbani and Chilka in Puri.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের দুষ্কৃতকারীরা আসামে ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালাচ্ছে বলে প্রধান মন্ত্রীর কাছে মুখ্যমন্ত্রীর রিপোর্ট।	দৈনিক 'হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড'	৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

C.M. TELLS MRS. GANDHI

Pak Saboteurs Inciting Violence In Assam

(From our Special Representative) NEW DELHI, Sept. 2.—The Centre is said to be extremely concerned at reports that "thousands of Pakistan spies and saboteurs" who had been earlier deported by the Assam Government have returned to the State in the garb of Bangladesh refugees.

Assam's Chief Minister, Mr Mahendra Mohan Choudhury, came to Delhi to acquaint the Prime Minister with the serious problem of insecurity Assam is facing at present. At the meeting with the Prime Minister, he reportedly informed Mrs Gandhi that the saboteurs were inciting violent activities in Assam. Besides, they were trying to damage the communication system and other important installations.

Mr Choudhury has reportedly asked the Prime Minister to strengthen immediately security measures along the State's 1,300-km border with East Bengal. It may be recalled that during one of his earlier visits, the Chief Minister had suggested reinforcement of the Central Reserve Police along the border to stop the sabotaging activities by suspected Pakistani agents in several parts of Assam.

Answering a question from reporters Mr Choudhury said today that the Assam Government had arrested as many as 50 such susrected Pakistani agents "in the last few weeks". Last month there was an attempt to blow up a train in Cachar district.

Yesterday, Mr Choudhury met the Defence Minister and reportedly told him that the resources of the State were not adequate for the situation. The Centre must takes steps to prevent the situation from deteriorating. He will meet the Prime Minister again tomorrow. The Chief Minister also discussed with Mrs Gandhi the draft Bill for formation of three new States in the eastern region—Meghalaya, Manipur and Tripura.

At another meeting with Mrs Nandini Satpathy, Minister of State for information and Broadcasting, Mr Choudhury and his colleague, Mr Biswadev Sharma, pleaded that border publicity in Assam should be intensified and as a first step a radio station should be opened in Cachar, adjacent to Bangladesh. Rumours were being constantly set afloat by Pakistani agents and spies in that district spreading panic among people.

Mrs Satpathy is reported to have said that a radio satations would be opened in Cachar soon. The land for this purpose had been acquired and the equipment was being awaited. But Mr Choudhury said that construction of a building would take a long time. He, therefore, suggested that a radio centre be opened in a rented house without delay. Mrs Satpathy is reported to have agreed to consider the proposal favourably.

The Assam Chief Minister also met the Minister for Petroleum and Chemicals, Mr P.C. Sethi, to press for a quick decision on the proposed pertochemical complex. Mr Sethi has assured him that the final choice of the site for the complex would be made before the end of this month. Mr Sethi added that he would visit Assam next month to inaugurate formally the petro-chemical complex.

The Chief Minister had discussions also with the Union Minister of Home Affairs. Mr K.C. Pant, on the draft Bill to create three new States in the eastern region. He will meet Mr Pant again tomorrow.

ভারতের বেসরকারী প্রতিক্রিয়া

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে পাক সেনাদের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পশ্চিম বংগে সভা ও মিছিল।	দৈনিক 'যুগান্তর'	২৮ মার্চ, ১৯৭১

পূর্ববঙ্গে জঙ্গী তাণ্ডবের প্রতিবাদে পঃ বঙ্গ উত্তাল

(স্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ২৭শে মার্চ—সমাজের সর্বস্তরের মানুষ আজ পূর্ব বাংলার মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে সভা-সমিতি আর বিক্ষোভ মিছিলে "পরম আত্মীয় মুজিবর"কে অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। মুজিবরের জয়ধ্বনিতে মহানগরী আজ মুখরিত ছিল। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা ধর্মঘট করে। পরে ১৪৪ ধারা অমান্য করে তারা পাকিস্তান ডেপুটি হাই কমিশন অফিসের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ জানায়।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট শ্রী ইয়াহিয়া খানের কুশপুত্তলিকা দাহ করে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সভা এদিন প্রস্তাব নিয়েছে—বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ এবং বঙ্গবন্ধু মুজিবরের নিরাপত্তাবিধানের জন্য ভারত সরকার অবিলম্বে জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করুন।

দলমতনির্বিশেষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র-শিক্ষক-যুবক এবং শিক্ষাবিদগণ জাতীয়তাবাদী-নায়ক মুজিবরের নেতৃত্বে পূর্ব বাঙ্গলার মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন এবং সেখানে অমানুষিক গণহত্যা বন্ধের দাবী জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, বিবৃতি দিয়েছেন। তাঁরা দাবী করেছেন—স্বাধীন বাংলাদেশকে পূর্ণ রাষ্ট্রিয় মর্যাদায় স্বীকতি দিতে হবে।

সারা বাংলায় ছাত্র ধর্মঘট

আজ সারা বাঙ্গলায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়েছে। বিভিন্ন সভায় ছাত্ররা প্রস্তাব নিয়েছে "পশ্চিম বাঙ্গলার গণতান্ত্রিক ছাত্র সমাজের এই সমাবেশ শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে "বাংলাদেশের" স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের সংগ্রামকে পূর্ণ সমর্থন করছে। এবং ইয়াহিয়া খার নেতৃত্বে যে গণহত্যা অভিযান শুরু হয়েছে তার তীব্র নিন্দা করছে।

এই সভা ভারত সরকারের কাছে সার্বভৌম স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী বাঙ্গলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং নৈতিক ও বৈষয়িক সাহায্যদান করার দাবী জানাচ্ছে।"

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসভায় সভাপতি ছিলেন শ্রীপরিমল রাউত। স্টুডেন্টস হলের ছাত্রসভায় শ্রীরণজিৎ গুহ সভাপতি ছিলেন। আলাদা আলাদাভাবে আজকের ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেন দুই ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্র পরিষদ, ডি-এস-ও, পি-এস-ইউ, এফ-আর-এস ইত্যাদি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠনগুলি এবং কয়েকটি যুব-সংগঠন। প্রত্যেকটি সংস্থাই আজ কলকাতা সহ রাজ্যের সর্বত্র শান্তিপূর্ণভাবে শিক্ষায়তনে ধর্মঘট সফল হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবাদে পশ্চিম বংগের লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতি।	দৈনিক 'যুগান্তর'	২৮ মার্চ, ১৯৭১

আমরা প্রতিবাদ জানাই, আমরা তীব্র নিন্দা করি

'স্বাধীন বাংলাদেশ'-এর উন্নত-শির নাগরিকগণ এবং তাঁদের প্রিয় নেতা শেখ মুজিব-উর-রহমান ইতিমধ্যে আমাদের হৃদয় জয় করেছেন। অসম সাহস, অফুরন্ত প্রাণশক্তি এবং অতি-সীমিত অস্ত্রবল নিয়ে তারা মোকাবিলা করছেন নবতম অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েক ডিভিশন সেনাবাহিনীর সঙ্গে। বিশ্বের বিধানে সত্যের জয়, শুভের জয় সর্বদাই হয় তা বলতে পারি না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে হয় তা আমরা বিশ্বাস করি। তাই আমরা বিশ্বাস করি যে, স্বাধীন বাংলাদেশ-এর জয় হবেই। কিন্তু এই মুহূর্তে বাংলাদেশ আক্রান্ত হয়েছে সুদূর পশ্চিম পাকিস্তানের সত্তর হাজার যুদ্ধপটু সৈনিকের দ্বারা; তাদের ক্ষমতামদমত্ত সেনাপতির আদেশে তারা ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে, কামান-মেশিনগান-স্টেন গান নিয়ে হাজার হাজার শান্তিপ্রিয় স্বাধীনতাকামী যুবক এবং বালবৃদ্ধবণিতার রক্তে পূর্ব বাংলার নগর-গ্রাম, পথঘাট-মাঠ লাল করে দিচ্ছে। এই বেপরোয়া গণহত্যার ফলে হতাহতের সংখ্যা কিছু দিনের মধ্যে কয়েক লক্ষে পৌঁছবে বলে আমরা আশঙ্কা করি।

সভ্য ও সংস্কৃতিবান দেশের উপর বনবান, যন্ত্রবান, বর্বরদের আক্রমণ ইতিহাসে বহুবার ঘটেছে, একাধিকবার পশুশক্তির সাময়িক আধিপত্য দেখা দিয়েছে, বর্বর বিজেতারা সভ্য মানুষের ছিন্নমস্তক স্তূপীকৃত করে তার চারিদিকে দাঁড়িয়ে অট্টহাসি করেছে। আজ ১৯৭১ সালেও কি আমরা তারই পুনরাবৃত্তি দেখব?

পৃথিবীতে আজ বহু দেশ আছে, বহু জাতি আছে যারা নিজেদের সুসভ্য বলে দাবি করে। সে দাবি অনেকাংশে স্বীকার্য। তাদের বিবেক কি আজ সাড়া দেবে না? আমরা পশ্চিম-বঙ্গের সংস্কৃতি কর্মীরা বিশেষ করে আবেদন জানাই পৃথিবীর সব দেশের শিল্পস্রষ্টা ও জ্ঞান-তপস্বীদের কাছে। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে এই বিভৎস বিরাট নরহত্যার সংবাদ তাঁরা পেয়েছেন নিশ্চয়ই। তাঁদের সকলের তীব্র প্রতিবাদ ঘোষিত হোক, তাঁদের সরকারকে তাঁরা উদ্বুদ্ধ করুন এই অধর্মহীন নৃশংসতার নিন্দা করতে, প্রতিরোধ করতে, এ বিষয়ে তাঁদের যথোচিত কর্তব্য পালন করতে। আমাদের সরকার কবে স্বাধীন বাংলাদেশ-এর রাষ্ট্রিক মর্যাদা স্বীকার করবেন, ঐ দেশের সংগ্রামী নিপীড়িত মানুষকে সর্ব প্রকার অসামরিক সাহায্য দানে উদ্যোগী হবেন?

আমাদের পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-সাহিত্য-শিক্ষাসেবীদের বেদনা বিশেষ রূপে গভীর। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির খুব বড় অংশ গিয়ে পড়েছে সমগ্র বাংলার সেই অংশে যাকে ২৬শে মার্চে তার অপ্রতিদ্বন্দ্বিত সর্বজনপ্রিয় নেতা মুজিব-উর-রহমান সাহেব স্বাধীন বাংলাদেশ বলে ঘোষণা করেছেন। গত দুই দশক ধরে এ দেশের নবজাগরণ, নব উদ্দীপনা, নব কর্মশক্তি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বিষয়ে নব চেতনা এবং কাব্যে উপন্যাসে প্রবন্ধে এ দের বলিষ্ঠ প্রকাশ দেখে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি, অনেক আশা বুকে বেঁধেছি। যাদের নিয়ে সেই আনন্দ ও আশা তাদের উদ্বুদ্ধ জীবনের সকল সাধনা ও সিদ্ধিকে বুটের তলায় মাড়িয়ে দিতে এসেছে এক বিরাট বর্বর সেনাবাহিনী। এতে কি আমাদের বেদনা সকলের অপেক্ষা তীব্র হবে না, কণ্ঠ সকলের অপেক্ষা সোচ্চার হবে না?

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায়, মৈত্রেয়ী দেবী, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, শম্ভু মিত্র, যশোভন সরকার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তৃপ্তি মিত্র, প্রবোধচন্দ্র সেন, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, অম্লান দত্ত, গৌরকিশোর ঘোষ, সন্তোষ কুমার ঘোষ, নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের ঘটনাবলীতে ভারতের বিভিন্ন মহলের প্রতিক্রিয়া।	দৈনিক 'যুগান্তর' ..	২৮ মার্চ, ১৯৭১

কলকাতায় পাক দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ, মিছিল

রবিবার সকালে পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদের (চৌরঙ্গী) উদ্যোগে পূর্ব বঙ্গে মিলিটারি দাপটের প্রতিবাদে এবং সেখানকার জনগণের আন্দোলনের সমর্থনে একটি বিক্ষোভ মিছিল পাক ডেপুটি হাই কমিশন ভবনের সামনে সমবেত হয়।

ভবনের গেটের উপরে বাংলা দেশ এবং কংগ্রেস পতাকা টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়।

ছাত্র পরিষদ কর্মীদের অনশন ধর্মঘট

বাংলাদেশের সাংগ্রামী জনতার সমর্থনে ছাত্র পরিষদের (মহাজাতি সদনের) সভ্যগণ রবিবার ডাঃ সুন্দরী মোহন এভেনিউ ও হাতিবাগান রোডের মোড়ে সারা দিনব্যাপী অনশন ধর্মঘট পালন করেন। ছাত্ররা গান্ধীজীর মাল্যভূষিত মূর্তি সামনে রেখে দেশাত্মবোধক সংগীত ও কাজী নজরুল এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করেন।

শেখ মুজিবরের প্রতি ছাত্রসমাজের অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে বিভিন্ন ছাত্রকর্মী ও নেতা ওখানে সারাদিন তাঁদের বক্তব্য রাখেন।

বালকদের অনশন

"বাংলাদেশের" শোষণ মুক্তির সংগ্রামে সমর্থন এবং পাকিস্তান সরকারের অত্যাচারী দমন পীড়নের প্রতিবাদে যুব কংগ্রেসের ডাকে বি ও আর ক্যাম্প: কলিকাতা ৪০-এর মাঠে নিম্ন-লিখিত ১০ থেকে ১৪ বৎসর বয়স বালকরা রবিবার অনশনের মাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করেন:- দিলীপকুমার দাস, সুজিত ঘোষ, বিষ্ণু বসু, গৌতম রায়, অমিক্রম দাস, বীর বিক্রম দাস,, সুবিক্রম দাস, ফটিক দে, রঞ্জন গোস্বামী, নির্মলকৃষ্ণ দে, ত্রিবিক্রম দাস ও সুবীর সরকার। এছাড়া শ্রীমতী নীলা বসু (৫৯) ও শ্রীমতী টুকুরানী দাস (৪২) অনশন করেন।

স্বাধীন সরকারকে স্বীকৃতি দিতে জনসংঘের দাবি

রবিবার বিকালে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে জনসংঘের আহ্বানে এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক হরিপদ ভারতী।

অধ্যাপক ভারতী বলেন: বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র রূপে ঘোষণার সাথে সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের ফৌজী নায়ক যুদ্ধবাজ খুনী ইয়াহিয়া খাঁ ও তাঁর অনুগামীরা ব্যাপক গণহত্যা শুরু করা সত্ত্বেও বাংলাদেশের তরুণ মুক্তি যোদ্ধারা যেভাবে রক্ত দিয়ে সমস্ত আক্রমণের মোকাবিলা করছেন তার জন্য এপার বাংলার মানুষরূপে আমরা গর্বিত। আমরা মনে করছি বাংলা দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ আগামী দিনে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার দিকনির্ণয় করবে।

অধ্যাপক ভারতী তার ভাষণে বাংলাদেশের স্বাধীন সরকারকে স্বীকৃতি দান এবং বিশ্বের জনমতকে জাগ্রত করে রাষ্ট্র সংঘের মাধ্যমে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করার দাবি করেন।

সভায় শ্রী শক্তিশেখর দাস বাংলাদেশের তরুণদের কাছ থেকে দেশপ্রেমের এবং দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকারের শিক্ষা নেবার আহ্বান জানিয়ে বক্তৃতা করেন।

সর্বশ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দুর্গাপ্রসাদ নাথানী, জ্ঞান ব্যানার্জী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ [illegible] দেন।

জনসংঘের মশাল মিছিল

সন্ধ্যায় ভারতীয় জনসংঘের কলকাতা শাখার পক্ষ থেকে ইউনিভার্সিটি [illegible] হল থেকে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে এক মশাল মিছিল বের হয়। [illegible] রাজভবনের সামনে গিয়ে স্বাধীন বাংলার স্বীকৃতি দাবি করে বিক্ষোভ দেখায় এবং [illegible] খানের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

বাংলা জাতীয় দলের দাবি

বাংলা জাতীয় দলের উদ্যোগে আহূত এবং শ্রীবিশ্বদেব চৌধুরীর [illegible] মহাবোধি সোসাইটি হলে বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দের এক সভায় স্বাধীন [illegible] করে নেওয়ার জন্য দাবি জানানো হয়। সভার শেষে একটি মিছিল [illegible] প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে উপরোক্ত দাবি সম্বলিত এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

দিল্লি পাক হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ—বাংলাদেশে জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামে [illegible] পাকিস্তানী জংগী প্রশাসন যে সেনাবাহিনী নিয়োগ করেছে তার [illegible] বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তারা পাকিস্তান বিরোধী ধ্বনি দেয় এবং কালো পতাকা [illegible] করে।

শ্রীকর্পূরী ঠাকুরের বিবৃতি

পাটনা, ২৮ মারচ—এস এস পি-র চেয়ারম্যান ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী [illegible] ভারতের জনগণকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রেমিক ভাইদের পাশে দাঁড়াতে [illegible]।

নিঃ ভাঃ ফরওয়ারড ব্লক

নয়াদিল্লি, ২৮ মারচ—নিখিল ভারত ফরওয়ারড ব্লকের কেন্দ্রীয় কমিটি [illegible] তান্ত্রিক অধিকার হরণের জন্য পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যে [illegible] করেছেন তার তীব্র নিন্দা করেন এবং বাংলাদেশকে সমর্থনের জন্য ভারত [illegible] আবেদন করেন।

লেখক, শিক্ষক ও ছাত্রদের সহানুভূতি

রাইপুর, ২৮ মার্চ—স্থানীয় লেখক, সংবাদিক, শিক্ষক ও ছাত্ররা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন জানান।

ভারতীয় বার্তাজীবী সংঘ

পশ্চিম পাকিস্তানী প্রশাসন বাংলাদেশে বিদেশী সাংবাদিকদের কর্তব্য সম্পাদনে যেভাবে বাধা দিচ্ছেন ভারতীয় বার্তাজীবী সংঘ আজ তীব্র ভাষায় তার নিন্দা করেন।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশের সাংবাদিকরা যেভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন সংঘের সভাপতি শ্রী ভি এন ভূষণ রাও আন্তরিকভাবে তার সমর্থন জানান।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

বোমবাইয়ে বাংলাদেশ সংহতি কমিটি গঠিত

বোমবাই, ২৭ মার্চ—বাংলাদেশের জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থানকে সমর্থন করবার জন্য এই শহরে বাংলাদেশ সংহতি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

স্থানীয় বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের একটি সভায় এই কমিটি গঠিত হয়।

পাক সহ-হাই কমিশনারের অফিসের সামনে বিক্ষোভ

শহরে পাকিস্তানী সহকারী হাই কমিশনারের অফিসের সামনে বাংলাদেশে পাক সৈন্য-বাহিনীর ব্যাপক গণহত্যার প্রতিবাদে শত শত লোক বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

রাষ্ট্রীয় লোকসেনার বোমবাই শাখার ৪০০০ লোকের এক মোরচা অবিলম্বে গণহত্যা বন্ধ করার দাবি জানিয়ে এক স্মারকলিপি পেশ করে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কোলকাতায় নাগরিক সমাবেশ।	দৈনিক 'যুগান্তর'	২৮ মার্চ, ১৯৭১

রবিবার ময়দান সমাবেশে দাবি

ওদের পাশে গিয়ে লড়ব, আমরাও রক্ত দেব।

(স্টাফ রিপোর্টার)

সংগ্রামী বাংলাদেশের জন্য এই বাংলার মানুষের যে কী গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা রবিবার কলকাতার নাগরিক সভায় তা প্রকাশ পেল। শ্রীবিজয় সিংহ নাহার বললেন, বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সমর্থনে প: বঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গড়ে তুলুন। ভারত সরকারকে বলব 'আমাদের অনুমতি দিন, আমরা ওদের পাশে গিয়ে লড়তে চাই।' শ্রী অজয় মুখারজি ঘোষণা করলেন—আমরা নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারি না।

এর আগে ময়দানে বহু সভা-সমাবেশের রিপোর্ট করেছি। কিন্তু এদিনের জমায়েতের চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। সমস্ত প: বঙ্গের মানুষের মন আজ বাংলাদেশের মুক্তি যোদ্ধাদের সমর্থনে যে আবেগে উদ্বেল এই সভায় তাই প্রতিফলিত। এদিকের সমস্ত মানুষ সারাদিন যে অসীম আগ্রহ নিয়ে ট্র্যানজিস্টারের সামনে বসে আছেন স্বাধীন বাংলার বেতার ঘোষণা শোনার জন্য, যে উন্মাদনায় এপারের সহস্র সহস্র যুবক ছুটে চলেছেন সীমান্তের দিকে সেই উত্তেজনায় সমস্ত সভা সারাক্ষণ থরথর করে কেঁপেছে।

যখনই কোন বক্তা বলেছেন ওপারে পাক দখলদার ফৌজের বুলেটে আহত হয়ে শত শত ভাই এপারে আশ্রয় নিচ্ছেন, তাঁদের সাহায্যের জন্য রক্ত দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সভায় সহস্র কণ্ঠের আকুল জিজ্ঞাসা—কোথায় কোথায় রক্ত দিতে হবে। সবাই দেবার জন্য তৈয়ার। (অসম্পূর্ণ)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কোলকাতায় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির জন সমাবেশে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের দাবী।	দৈনিক আনন্দবাজার	২৯ মার্চ, ১৯৭১

বাংলাদেশে অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দানের দাবী

(স্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ২৮শে মার্চ,--দুই বাংলার বেড়া ভেঙ্গে দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেবার জন্য মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা শ্রীজ্যোতি বসু আজ শহীদ মিনার ময়দানে এক বিশাল জনসভায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছেন।

শ্রীবসু বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষের লড়াইয়ের জন্য অস্ত্র সরবরাহেরও দাবী জানিয়েছেন। তিনি কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকারের "মিষ্টি মিষ্টি" কথার সমর্থনের বদলে বাংলাদেশকে সর্বপ্রকার সাহায্যের দাবী জানান। শ্রীবসু অবশ্য বলেন, এ সাহায্য কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকার দেবেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের আচরণকে তিনি 'ভণ্ডামি' বলে বর্ণনা করেন।

সভার আর এক বক্তা শ্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার তথ্য ও তত্ত্ব উপস্থিত করে বলেন, নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়ী হয়েও মুজিবর রহমানকে সরকার গড়তে দেওয়া হয় নি। তাই পশ্চিমবঙ্গে সামান্য কিছু বেশী আসন পেলে সংযুক্ত বামপন্থী-ফ্রন্টকেও সরকার করতে দেওয়া হতো কি না সন্দেহ। তিনি বলেন, ইয়াহিয়া খাঁ আর ইন্দিরা গান্ধী এই প্রসঙ্গে এক এবং অভিন্ন। বিচ্ছিন্ন তার অভিযোগ ইন্দিরা গান্ধীও তার লেজুড় ডান কমুনিষ্টরা তুলেছে আমার পার্টির বিরুদ্ধে এবং একই অভিযোগ তুলেছে ইয়াহিয়া খাঁ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে।

সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের ডাকে আজকের এই জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীজ্যোতি বসু। শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মিছিল করে বহু নরনারী জনসভায় যোগ দেন।

শ্রীজ্যোতি বসু বলেন, পূর্ব বাংলার মানুষ যে সংগ্রাম করছে, তা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আজ তারা অস্থায়ী সরকার গঠন করেছে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। নির্বাচনে ওরা অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে। দীর্ঘ এগারো বছর সামরিক শাসনের অধীনে থেকেছে পূর্ব বাংলার মানুষ। তবু সমস্ত সাম্প্রদায়িকতা ভুলে ঐক্যবদ্ধ এই অভিযান বিস্ময়কর। তিনি অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, আমরা ওঁদের পাশে আছি। পূর্ব বাংলার লড়াই আমাদেরও লড়াই, ওঁদের পরাজয় আমাদেরও পরাজয়।

শ্রীবসু বলেন, আমার বিশ্বাস আমরা ওঁদের সাহায্য করতে পারব। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে কংগ্রেস সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। ওঁদের অস্ত্রের প্রয়োজন। অস্ত্র ওঁরা কেড়ে নিয়েছেন এটাই মুক্তিযুদ্ধের নিয়ম। এমনকি মেয়েরাও লড়াই করছেন। ওষুধ-ডাক্তার দরকার। কমপক্ষে ওয়াটার বটলও আমরা পাঠাতে পারি।

তিনি এ প্রসঙ্গে টাকার দরকারের কথা বলেন। তাই একদিনের মাইনে বা দু-এক ঘন্টা বেশী কাজ করে মজুরী দানের কথা বলেন।

প্রস্তাব

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে ঐতিহাসিক সংগ্রামে পূর্ব বাংলার মানুষের পাশে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে পশ্চিম বাংলার মানুষেরা দাঁড়াবে। শুধু নৈতিক কর্তব্যবোধেই নয় গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বাস্তব প্রয়োজনে ভারতের জনসাধারণ বাংলাদেশের জঙ্গী আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য ঐ দেশের মানুষকে সাহায্য করবে।

প্রস্তাবে আরো বলা হয়েছে শুধু মৌখিক সমর্থনই বাংলাদেশের মানুষের কিছু উপকার করবে না। প্রস্তাবে তাই প্রকৃত সাহায্য দেবার জন্য এবং অবিলম্বে বাংলা দেশের সার্বভৌম স্বাধীন প্রজাতন্ত্রকে ভারত সরকার যাতে স্বীকৃতি দেন তার জন্য দাবী তোলা হয়েছে।

সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের আহ্বায়ক শ্রী সুধীনকুমার সভায় প্রস্তাবটি পেশ করেন।

শ্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার বলেন, জনগণের রায়ে পূর্ব বাংলার মানুষরা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তা বাধা পেল কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠির কাছে। তাই তাঁদের কাছে খোলা ছিল গোলামীর পথ অথবা মুক্তির পথ। গর্বের বিষয় যে, তাঁরা মুক্তির পথই বেছে নিয়েছেন। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তাঁরা বেছে নিয়েছেন মুক্তির পথ। তাই তাঁদের সঙ্গে আমরা আছি। পূর্ব বাংলার মানুষকে আজ অস্ত্র, রসদ, ওষুধপত্র প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করা উচিত। তিনি সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে আরো বলেন, পূর্ব বাংলার সংগ্রামকে নিয়ে রাজনৈতিক কাজে লাগাবার জন্য প্রতিক্রিয়াশীলরা বিভ্রান্তিকর প্রচার চালাচ্ছে। তাতে যেন কেউ সায় না দেন।

সর্বশ্রী জ্যোতি ভট্টাচার্য, সুকুমার রায়, রাম চ্যাটার্জি, নেপাল ভট্টাচার্য প্রমুখও বক্তৃতা করেন।

হাওড়ার নাগরিকদের সভা।

যুগান্তরের হাওড়া অফিস থেকে জানান হয়েছে যে, সোমবার হাওড়া টাউন হলে নাগরিকদের এক সভায় স্বাধীন বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষদের অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়েছে। কেবল মাত্র সি-পি-এম ব্যতীত প্রায় সব দলই এই সভার উদ্যোক্তা ছিল। শ্রী সুরেশ্বর দত্তের পৌরোহিত্যে সম্পন্ন এই সভায় ইয়াহিয়া বর্বর অত্যাচারের প্রতিবাদ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের যুবশক্তির প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

সর্বশ্রী অরবিন্দ ঘোষাল—ফঃ বঃ, সরদিন্দু শেঠ—কংগ্রেস সংগঠন, সর্দার আমজাদ আলী-বাং কং, প্রফুল্ল রায়—কং অমর মজুমদার —সি,পি,আই, শংকর বন্দোপাধ্যায় - কংগ্রেস সং, রামপ্রসাদ শর্মা,---পি-এস-পি, কৃষ্ণপদ রায় -কংশা, দিলীপ দাশ ও সুবোধ কর প্রভৃতি এই সভায় বক্তৃতা করেন।

হাওড়া ছাত্র মিছিল

আজ হাওড়া শহরের সব স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা কালো ব্যাজ পরেন। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। বিরাট এক ছাত্র মিছিল হাওড়া শহর পরিক্রমা করে স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্তিফৌজকে অভিনন্দন জানায়। নরসিংহ দত্ত কলেজ, ব্যাঁটরা মধুসূদন পালচৌধুরী বিদ্যালয়, ব্যাঁটরা শিক্ষায়তন, রামকৃষ্ণ ইনষ্টিটিউট মিছিলের আয়োজন করে।

ছাত্ররা ব্যাঁটরা থানার সামনে পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁয়ের একটি কুশপুত্তলিকা দাহ করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সারা বিশ্বের প্রতি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর আহবান জানিয়ে গৃহীত শাসক কংগ্রেস নির্বাহী পরিষদের প্রস্তাব।	'শিকাগো সান টাইমস'	৩১ মার্চ, ১৯৭১

INDIA PARTY ASKS VOCAL SYMPATHY FOR E. PAKISTAN

NEW DELHI (AP).—Prime Minister Indira Gandhi's ruling Congress Party urged the people of India Sunday to lend their whole-hearted support to the East Pakistan independence movement.

But a resolution adopted unanimously by the Party's 700 national committee members avoided any commitment of direct aid to the East Pakistanis.

"What we are doing is to raise our voice in the capitals of the world and in the United Nations over the brutal massacre across our borders," Mrs. Gandhi said in rejecting demands from some delegates that India give arms to the East Pakistanis.

The Prime Minister also rejected criticism from President Agha Mohammad Yahya Khan's Government that India had no business commenting on the developments in East Pakistan.

"India has no desire to interfere in the internal affairs of another country", Mrs. Gandhi said. "But it cannot remain silent over the oppression and wanton killing across the border".

Calls for calm consideration

"What is happening there makes one angry, but one must get over this and consider things calmly. We should be careful that we do not say or do any thing that will only add to the suffering in East Bengal."

United News of India said in a despatch from the border town of krishnagar that Pakistani jet fighters violated India air space while bombing East Pakistani independence forces shortly before dawn Sunday. There was no confirmation from the Indian air force.

Radio Pakistan said India was flying additional border security forces from New Delhi to reinforce trops already along the border with East Pakistan. Indian Foreign Ministry sources denied any build-up, and added that the only function of the security forces was to insure that the border did not become vulnerable.

Foreign Minister Swaran Singh of India said the Pakistani government's claim that developments in its Eastern province were an internal matter could not be accepted by the world community. He proposed the party resolution.

'Our brethren and neighbours'

"For India, in particular, this is a matter of special concern," he said, "because the people against whom tanks and sophisticated weapons have been deployed

are our own brethren and our neighbours. We cannot remain unaffected by what happens there."

The Foreign Minister turned down demands from some delegates that India should grant immediate diplomatic recognition to an independent government of East Pakistan.

"There is an appropriate time for all such actions", he commented "If we hasten such actions, the very objective itself will get defeated I do not want it to become a matter of public debate or controversy".

The Congress Party resolution appealed to all nations to take "urgent and constructive steps to put an end to these inhuman atrocities".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবাদে কোলকাতায় ডাক্তারদের মিছিল।	দৈনিক 'যুগান্তর'	৩১ মার্চ, ১৯৭১

বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবাদে ডাক্তারদের মিছিল

কলকাতা, ৩০শে মার্চ,–বাংলাদেশের মানুষদের নৃশংসভাবে হত্যা করার প্রতিবাদে আজ পাঁচ শতাধিক ডাক্তার ও মেডিকেল ছাত্র মৌন মিছিল করে কলকাতাস্থ পাকিস্তান হাই কমিশন অফিসে যান।

[illegible] কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ নরেশ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে একদল প্রতিনিধি [illegible]। ডেপুটি হাইকমিশনারের হাতে এক স্মারকলিপি দেন।

স্মারকলিপিতে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য নিরস্ত্র মানুষদের বর্বরোচিতভাবে হত্যা করায় বিক্ষোভ জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে যে, পাকিস্তানী সৈন্যরা হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ অনেক সম্পত্তি নষ্ট করেছে। এতে সমগ্র বিশ্বের মানুষের মনে ঘৃণা জেগে উঠেছে। অবিলম্বে নিরীহ মানুষদের উপর আক্রমণ বন্ধ করতে হবে।

ডাক্তার ও ছাত্ররা বাংলাদেশের নিপীড়িত মানুষদের সেবা ও সাহায্য করতে সর্বসময় প্রস্তুত থাকছে বলে স্মারকলিপিতে উল্লেখ আছে।

— —

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের সমর্থনে সারা পশ্চিম বংগে হরতাল পালিত।	দৈনিক যুগান্তর,	১ এপ্রিল, ১৯৭১।

ওপারের লড়াই এপারের সমর্থন
সারা পশ্চিমবঙ্গ হরতালে সামিল
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা ৩১ মার্চ—বাঙ্গলাদেশের মানুষের বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের প্রতি সমর্থন, সহানুভূতি এবং একাত্মতা জানিয়ে পশ্চিম বাঙ্গলার মানুষ আজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল পালন করেছেন। জীবন-মরণ যুদ্ধে লিপ্ত ও বাঙ্গলার সাত কোটি মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এ বাঙ্গলার পাঁচ কোটি বাঙ্গালী। তাঁদের [illegible] ব্যথিত, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার ভাগীদার।

বাঙ্গলা বিভক্ত হবার পর এই প্রথম এ-বাঙ্গলার মানুষ ও-বাঙ্গলার বাঙ্গালীর প্রতি প্রকাশ্যে এবং গোটা [illegible] সহানুভূতি ও সমর্থন জানালেন।

দোকান-পাট, বাজার-হাট, কল-কারখানা বন্ধ রেখে, যানবাহন তুলে রেখে, সমস্ত অনুষ্ঠান বাতিল করে দিয়ে এ বাঙ্গলার বাঙ্গালী তাঁর একান্ত আপনজন ও বাঙ্গালার বাঙ্গালী বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে আজ 'শোকদিবস' পালন করে বর্বরতার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার ও ঘৃণা প্রকাশ করেছেন।

পরম আত্মীয়ের বিয়োগ ব্যথায় মহানগরীর সর্বত্র আজ কালো পতাকা। পথের মোড়ে মোড়ে শহীদ বেদী। শ্বেতশুভ্র শহীদ বেদীগুলি ধূপধূনা আর ফুলে ফুলে সাজানো।

শহীদ বেদীর পাশে অর্ধনমিত জাতীয় পতাকা। আর কালো পতাকা। নাগরিকদের বুকে কালো ব্যাজ। এই 'কালিমা' একাধারে প্রতিবাদ অন্যদিকে বিক্ষোভের। স্বাধিকার আন্দোলনে নিহত সৈনিকদের জন্য শোকের ছায়া সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

বাঙ্গালীর বাঁচার লড়াইর সমর্থনে এই শহরে সকালে এবং বিকালে অনেকগুলি প্রতিবাদ মিছিল ও বের হয়। মিছিলের আওয়াজ বাঙ্গালীর জয়ধ্বনি। উদ্যোক্তা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শহরের নানান এলাকায় অর্থ সংগ্রহ অভিযানও শুরু হয়েছে। অর্থ সংগ্রহ অভিযানে মহিলারাও এগিয়ে আসেন।

বিনা হাঙ্গামায় এমন সর্বাত্মক ধর্মঘট কলকাতা ইতিপূর্বে খুব কমই প্রত্যক্ষ করেছে। দোকান-পাট বন্ধের জন্য এদিন কাউকে শাসাতে হয় নি। কিম্বা মিছিল নিয়ে গিয়ে বোমাও নিক্ষেপ করতে হয় নি। রেল লাইন অবরোধ করবার আগেই ট্রেন বন্ধ। লোক্যাল ট্রেন ত চলেই নি, দূর পাল্লার ট্রেনগুলি পর্য্যন্ত আজ এ রাজ্যে ঢোকেনি। হাওড়া—শিয়ালদা খাঁ খাঁ করছে। ষ্ট্যাণ্ডে রিকসা আছে—কিন্তু চালক নেই।

বন্দরেও একই দৃশ্য। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো যে কর্মবহুল বন্দর বাঁচিয়ে রাখছে সেই কোলাহলমুখর কলকাতা বন্দরেও আজ কোন সাড়াশব্দ নেই। সারি সারি জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে, কোন কাজ হয় নি। শ্রমিকরা কাজ করেনি।

বিমান বন্দরে

দু'দিন আগে বিমান ধর্মঘট মিটেছে। কিন্তু বাংলাদেশে নিরস্ত্র মানুষের উপর জঙ্গীশাহীর বর্বরতার প্রতিবাদে বৈমানিকরা আজ বিমান চালায়নি। আনন্দানুষ্ঠান—সিনেমা, থিয়েটারগুলিও আজ পুরোপুরি বন্ধ ছিল।

বাংলাদেশের সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রকে অবিলম্বে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেবার দাবীতে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের উপর জঙ্গীশাহীর বর্বর আক্রমণের প্রতিবাদে আজ পশ্চিম বাংলার এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলি, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন এবং ছাত্র সংগঠনগুলি।

এদিন সকাল থেকেই দফায় দফায় যুবকরা-ছাত্ররা শেখ মুজিবরের জয়ধ্বনি দিতে দিতে পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশন অফিসে এসে জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানান। একদল যুবক এবং ছাত্র বার ঘন্টার জন্য অনশন ধর্মঘট শুরু করেছেন এই অফিসের সামনে।

উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূব থেকে পশ্চিমে সর্বত্র ঘুরেছি আজকের ধর্মঘট নিয়ে কোথাও কোন হাঙ্গামার খবর পাই নি। বেলেঘাটা, শোভাবাজার, দমদম, জোড়াবাগান, বরানগর ইত্যাদি অশান্ত এলাকাগুলিও বাংলাদেশের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের সমর্থনে এদিন শান্ত ছিল। পথের মোড়ে মোড়ে যুবকদের জটলা এ দৃশ্য বরানগরীর সর্বত্র।

রাজপথগুলি খালি পেয়ে ফুটবল হকি এমনকি ডাণ্ডাগুলি খেলোয়াড়েরা তা দখল করে নেয়।

দক্ষিণের কয়েকটি স্থানে দেখলাম শহীদ বেদীর সামনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি। হাত দিয়ে তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন—তার নীচে লেখা 'এত তাজা প্রাণ বলি হচ্ছে, তবু দুর্গম যাত্রাপথে কোন বাধা মানব না।' কোথাও কোথাও বাড়ীর শীর্ষেও অর্ধনমিত জাতীয় পতাকার সঙ্গে কালো পতাকা উড়তে দেখা যায়। সরকারী, আধা-সরকারী, বেসরকারী অফিসে, কল-কারখানায় সর্বত্র তালাবন্ধ।

যুব কংগ্রেসের অনশন

স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষের উপর পাক সেনাবাহিনীর অত্যাচারের প্রতিবাদে এন্টালী যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে সিডল রোড ও সি, আই, টি, রোডে এবং এন্টালী মার্কেটের কাছে ১২ ঘণ্টার জন্য অনশন পালন করা হয়।

হাওড়ায় হরতাল

হাওড়া শহর ও গ্রামাঞ্চলে আজ স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। ট্রাম, বাস, ট্রেন ও অন্য যানবাহন বন্ধ ছিল। বিনা পিকেটিং-এ হরতালের দিন হাওড়ায় কল-কারখানা বন্ধ হওয়ার ঘটনা এই প্রথম।

পাকিস্তান সৈন্য বাহিনীর অত্যাচারের প্রতিবাদে শহরে ২৩টি বড় বড় মিছিল এবং উত্তর হাওড়া ও শিবপুরে শাসক কংগ্রেসের উদ্যোগে দুটি বড় জনসভা বাংলা দেশের মুক্তিফৌজকে অভিনন্দন জানায়।

সারা পশ্চিম বঙ্গে হরতাল

আবেগ মথিত হৃদয়ে ও বাজনার মানুষের সঙ্গে এ-বাজনার মানুষ ধ্বনি তুলেছেন 'শহীদের রক্ত তারা বৃথা যেতে দেবে না'।

উত্তরে দার্জিলিং থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত গোটা পশ্চিম বাঙলায় আজ সফল ধর্মঘট ও হরতাল পালিত হওয়ায় রাজ্যের রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা, ছাত্র-শিক্ষক-যুব এবং মহিলা সংগঠনগুলিও বুদ্ধিজীবী সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে আলাদা আলাদা বিবৃতিতে এবাঙলার সংগ্রামী মানুষকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

যাঁরা বিবৃতি পাঠিয়েছেন: সি-পি-এম, সি-পি-আই, ছয় পার্টির আহ্বায়ক, বিদ্রোহী পি-এস-পি, ভারতীয় বলশেভিক পার্টি, সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি, দুই ছাত্র ফেডারেশন, পি-এস-ইউ, ডি-এস-ও, এস-ইউ-সি, আর-এস-পি, ইউ-টি-ইউ,সি, ক্যালকাটা প্রেস ওয়ার্কস ইউনিয়ন, নিখিল-বঙ্গ মহিলা সংঘ,পশ্চিম বঙ্গ নার্সেস ক্যাডার্স এসোসিয়েশন, ইউ-টি-ইউ-সি, সারা বাংলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি, বিপ্লবী যুব সংস্থা, ইউনাইটেড কিসাণ সভা, হাইকোর্টের বার এসোসিয়েশন—ইত্যাদি।

মহিলাদের সভা

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে ১লা এপ্রিল বিকাল ৫টায় ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন হলে ভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের উদ্যোগে মহিলাদের এক সভা হবে।

আরো যাঁরা বিবৃতি দিয়েছেন—ফরোয়ার্ড ব্লক, এস-এস-পি, ছাত্র পরিষদ, মানিকতলা গভ: হাউসিং এষ্টেট, টেনেন্টস এসোসিয়েশন, লেখক, শিল্পী-শিক্ষাব্রতী, ও সমাজকর্মী সংঘ যুব কংগ্রেস।

———

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বীকৃতিদানের আহবান জানিয়ে প্রকাশিত সম্পাদকীয়: অবিলম্বে স্বীকৃতি দিন	"দৈনিক আনন্দবাজার" (সম্পাদকীয়)	৩ এপ্রিল, ১৯৭১।

অবিলম্বে স্বীকৃতি দিন

এই চ্যালেঞ্জ কাহার প্রতি? পূর্ব বংগ বা 'বাংলা দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের? সে তো নিশ্চয়ই। মরণপণ এক সংগ্রামে তাঁহারা জড়াইয়া পড়িয়াছেন। সভ্যতার ইতিহাসে চরম এক সংকটের, ভয়ংকর এক দুর্যোগের সাত-সাতটা দিন পার হইয়া গেল, তাঁহাদের অগ্নি পরীক্ষার এখনও শেষ নাই। সেই আগুনে কত জনপথ পুড়িয়া ছাই হইল, ওই বাংলার নদী-অপমান মৃত প্রান্তর ছারেখারে গেল, বীরের রক্তস্রোত, অশ্রু ধারার সংগে মিশিয়া লবনাক্ত মোহনার পর মোহনার দিকে বহিয়া গেল, কিন্তু কী আশ্চর্য বাহির বিশ্বের কাহারো যেন তন্দ্রা আজও ছুটিল না।

অথচ এাবহমান কালে ইতিহাসে এমন দৃশ্য কোথাও দেখা গিয়াছে কিনা সন্দেহ। একটা জোড়াতালি রাষ্ট্রের মাইনরিটি মেজরিটিকে পায়ের তলায় থেঁতলাইয়া দিতে চায় শুধু তাহা না, দরকার হইলে গোটা একটা মানবগোষ্ঠীকে তাহারা উৎসাদন করিবে, এই তাহাদের আস্ফালন। নতুবা পশ্চিম পাক, ফৌজ কীসের আশায় ওখানে চড়াও হইয়াছে, তাহার অন্য কোনও ব্যাখ্যা হয় না। একটা জাতীকে বিলকুল কোৎল করিয়া নূতন পত্তনি স্থাপন না করিলে তো তাদের মতলব হাসিল হয় না। পারিবে কি পারিবে না সেটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। তবে ইহা ঠিক, তুড়ি মারিয়া সব ঠাণ্ডা করার—কেল্লাফতে করার —লড়াই ইহা নয়।

সবচেয়ে লজ্জার কথা এই—বাহিরের গোটা দুনিয়ায় যেন ঠুঁটো বক্ক, অপ্রকাশিত দিকে চুপ করিয়া সব দেখিতেছে। হতমান, হতবল ব্রিটেনের কথা না বলাই ভাল—তথাকথিত কমন ওয়েলথের একটি দেশের দুই ভাগে যুদ্ধ। ব্রিটেন অতএব পড়িয়াছে উভয় সংকটে। আর এক মুরুব্বী আমেরিকা এখনও সুযোগ সন্ধানী বেড়ার উপর বসিয়া, নিজেদের দেশের বাঁশি বাজাইতেছে। নীরো ইহার চেয়ে বড় অপরাধ করেন নাই। রুশ আচরণের সংগে ওই দেশের ঐতিহ্যের মিল আছে। কী করিয়াছিলেন ষ্টালিন, ত্রিশের দশকে স্পেনের প্রজাতন্ত্রী বাহিনী যখন জবরদস্ত হুকুমতের সংগে লড়াই করে? পিকিংয়ের কথা না তোলাই ভাল। পিণ্ডিচক্রের সংগে তার দোস্তি সুবিদিত। আর রাষ্ট্রপুঞ্জের নায়ক প্রগতিবাদী শ্রীযুক্ত উথান্ট? হস্তক্ষেপ দূরে থাক, তিনি মানবতার তাগিদে আন্তর্জাতিক রেডক্রসকে নিয়ে এগুতে দিতে চান না —বরাত দিয়েছেন ভারতকে কি গণতন্ত্রের, কি সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারী—সব পুরোহিতই নির্বাক।

আরও চমকপ্রদ ছোটখাট প্রতিবেশী বা কাছাকাছি দেশগুলির ভূমিকা। ভারতের উপর দিয়া বন্ধ আকাশপথটি ঘুরপথে খোলা রাখার সব রকম সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছে বামপন্থী রাষ্ট্র সিংহল। সেখানকার অধিনেত্রী শ্রীমতি বন্দরনায়েককে "মা" বলিয়া ডাকা, নৈতিক ও কূটনৈতিক চাপ, কিছুতেই সিংহলের মন টলে নাই। শতাধিক বিমান এযাবৎ পূর্ব বংগ হইতে পশ্চিমে ফেরার পথে সিংহলে নামিয়াছে। কিন্তু পশ্চিম হইতে রোজ কত জেট গিয়াছে পূর্বে তাহার নাকি কোন সরকারী হিসাব নাই। আর বর্মার নে উইন-সরকার পাক জাহাজকে তেল দিতেছেন। তেল দেওয়াটা আক্ষরিক ও রূপক উভয় অর্থে। এবং শ্রী নে উইনও নাকি সমাজতন্ত্রী। "বাংলা দেশ" সরকার করুণ আবেদন জানাইয়াছেন বিশ্বকে "পশ্চিম পাকিস্তানকে আর মারণাস্ত্র জোগাই-বেন না। আপনাদের নিকট হইতে পাওয়া আয়ুধে উহারা আমাদেরই মারিতেছে।"

বৃথা এ ক্রন্দন। সব কর্ণ বধির কেহ শুনিবে না। সব চক্ষুর মন জানে, রুটির কোন্ দিকটায় মাখন-মাখানো। অতএব বিশেষ দায় আসিয়া পড়িতেছে ভারতেরই উপর। এ দায় নৈতিক এ দায় মানবিক। এদেশে হৃদয়াবেগের বান ডাকিয়াছে ঠিকই কিন্তু ওদেশে যে বান ডাকিয়াছে রক্তের। অতীতে এই ভারতই আফ্রো-এশিয়ার হইয়া পিসীমার ভূমিকা অনেক লইয়াছে, কিন্তু বিনিময়ে পাইয়াছে গলাধাক্কা— অন্ততঃ কোনায়। আরবদের হইয়া গলা ফাটাইয়া ইজরাইলকে আসামী বানাইয়াছে, অথচ কাশ্মীরের ব্যাপারে এক ছটাক আরব নেক নজরও কুড়াইতে পারে নাই। এবার যাহা ঘটিতেছে, তাহা কিন্তু ভারতেরই দ্বারপান্তে। ঝাপটা ঝটকা সব এই দেশের গায়েই লাগিবে। যদি—যদির কথা বলিতেছি—"বাংলা দেশের প্রজ্বলিত প্রাণাগ্নি নিবু-নিবু হয় তবে দলে দলে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বিপন্ন বিতাড়িত মানুষের জোয়ার এ দেশের তটে আছড়াইয়া পড়ে ঠেকাইবে কে? প্রশ্নটা তাই ভারতের পক্ষে শুধু মানবতার নয়—আত্মরক্ষার। ওখানকার সংগ্রাম আমাদেরও সংগ্রাম।

ওই দেশের অগনিত মানুষ আজ বড় আশায় এ দেশের দিকে চাহিয়া আছে। আমরা কী দিব তাহাদের কী দিতে পারি? শুধু মামুলী বিলিফ নয়। সেটা এই পরিস্থিতিতে যাহারা রুটি চায় তাহাদের পাথর মালিয়া ফিরাইয়া দেওয়ার মতন। এমনকি শুধু হাল্কা হাতিয়ারে কুলাইবে না। রণাংগনের শেষের দিকটার রিপোর্টে ক্রমশ: স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, "বাংলা দেশের" মুক্তিফৌজের সব আছে—বীরত্ব সাহস ইত্যাদি সব কিছু—কিন্তু শুধু সাহস, এমন কী শুধু শত-সহস্র নরবলি ডালি দিয়াও এ যুগের যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত হয়তো জেতা যায় না। ভারী অস্ত্র এবং মাথার উপর "বিমানছত্র" চাই। ওই একটি বিষয় বাংলার মুক্তি-ফৌজ আজও অসহায় হইয়া আছে, বিপক্ষ তাহার পূর্ণ সুযোগ লইতেছে। জেনারেল মনসুন কবে দেখা দিবেন কে জানে, তাহার আগে বাংলাকে বাঁচানো চাই—বাঁচানোর উপকরণ সরবরাহ একান্ত জরুরী। যতটা তাহাদের স্বার্থে ততটা আমাদেরও। যদি কূটনৈতিক কলংকের ভয়টাই বাধা হইয়া থাকে তবে সেটাকেও দূর করার সোজা রাস্তা আছে—সে-রাস্তা লওয়ার বিস্তর ঐতিহাসিক নজিরও বর্তমান ও বিদ্যমান—অস্থায়ী "বাংলাদেশ" সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পশ্চিম বঙ্গের মুখ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের সাহায্যে 'মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতি' গঠিত	দৈনিক যুগান্তর'	৬ এপ্রিল, ১৯৭১

মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতি

সর্ববিধ সাহায্যের ব্যাপক ব্যবস্থা

(স্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ৫ই এপ্রিল—বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতি আগামী রবিবার, ১১ই এপ্রিল, সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় যে জনসভা ডেকেছেন, বাংলাদেশের মুক্তি ফৌজের কয়েকজন নেতা তাতে বক্তৃতা করতে চেয়েছেন। সমিতির সভাপতি শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ঐ জনসভায় সভাপতিত্ব করবেন।

ঐদিন সকালে সমিতির চাঁদা সংগ্রহের জন্য দক্ষিণ ও উত্তর কলকাতা থেকে দুটি মিছিল বার হবে। মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী এই দুটি মিছিল পরিচালনা করবেন। বিশিষ্ট শিল্পী, ক্রীড়াবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবিরা এই মিছিলে থাকিবেন। একটি মিছিল শ্যামবাজার পাঁচ মাথা থেকে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার এবং অন্যটি গড়িয়াহাট থেকে চৌরংগীর দিকে যাবে।

আজ সমিতির এক জরুরী বৈঠকের পর সভাপতি শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় সাংবাদিকদের জানান তাঁরা কৌটো করে চাঁদা সংগ্রহ পছন্দ করে না। এভাবে সংগৃহীত অর্থের অপব্যয় হতে পারে। তাঁরা চান দাতারা মনিঅর্ডার অথবা চেকে অর্থ পাঠান। ৩৪নং ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট (ফোন ২৪-২০২০) তাঁদের অফিস খোলা হয়েছে। সেখানে রসিদ দিয়ে দান গ্রহণ করা হবে।

নির্ধারিত কোন দিন কৌটো করে চাঁদা সংগ্রহ করা হলে আগে তা সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানান হবে। রবিবার এইভাবে চাঁদা সংগৃহীত হবে।

শ্রীমুখোপাধ্যায় জানান, তাঁরা রাজ্যের জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করবেন। মুক্তি সংগ্রামীদের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ, চিকিৎসার যন্ত্রপাতি, পথ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করবেন এবং চিকিৎসকদের দ্বারা সাহায্য দেবেন। আহত মুক্তি সংগ্রামীদের জন্য রক্ত (প্লাজমা) সংগ্রহ করবেন। সীমান্ত এলাকায় চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল ইউনিট স্থাপন করবেন। মুক্তি সংগ্রামীদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য বস্ত্র প্রভৃতি প্রেরণ করবেন। বাংলাদেশ থেকে যাঁরা সীমান্তের এপারে চলে আসতে বাধ্য হবেন তাঁদের সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন। স্বেচ্ছা-সেবক সংগ্রহ করবেন এবং বাংলাদেশের প্রকৃত ঘটনা এবং পাকিস্তানী সামরিক চক্রের পৈশাচিক নির্যাতনের কাহিনী সংগ্রহ করে তা প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

২। সহায়ক সমিতির আজকের সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বাংলা দেশের জনসাধারণকে তাঁদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের জন্য অভিনন্দন জানান হয় এবং পাকিস্তানী সামরিক চক্রের দ্বারা সংগঠিত গণহত্যা ও নির্যাতনের তীব্র নিন্দা করা হয়।

প্রস্তাবে অবিলম্বে স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার জন্য ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী জানানো হয়েছে এবং বাংলাদেশে পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর

গণহত্যা ও নির্মম অত্যাচার বন্ধ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসংগকে অনুরোধ করার জন্য এবং এই ব্যাপারে বিশ্বের সকল রাষ্ট্র বিশেষ করে আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রগুলি যাতে উদ্যোগী হয় তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সচেষ্ট হতে অনুরোধ করা হয়।

মুক্তি যোদ্ধাদের সমর্থন

বাংলা দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে তাঁদের সর্বতোভাবে সাহায্যর আবেদন জানিয়ে এবং বাংলাদেশের সরকারকে স্বীকৃতি দানের দাবী জানিয়ে এই রাজ্যের বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে।

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন রাজ্য শাখা রক্ত দানের ডাক দিয়েছেন।

ইনষ্টিটিউট অফ এশিয়ান এ্যাণ্ড আফ্রিকান রিলেশনস্-এর এক সভায় বাংলাদেশে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী যে গণহত্যা চালাচ্ছে আজ তার নিন্দা করা হয়েছে।

কলকাতা বন্দরের শ্রমিক, জাহাজের মালিক, নিয়োগকর্তা, অফিসার এবং কর্মীদের এক সভায় আজ বাংলাদেশের মুক্তি যোদ্ধাদের সর্বতোভাবে সাহায্যদানের প্রস্তাব গৃহীত হয়। পোর্ট কমিশনারসের চেয়ারম্যান শ্রী কে কে রায় সভাপতিত্ব করেন।

ব্যাংক কর্মীরা একদিনের বেতন দিয়ে মুক্তি যোদ্ধাদের সাহায্য করবেন বলে বংগীয় প্রাদেশিক ব্যাংক কর্মী এসোসিয়েশন এক বিবৃতিতে বলেছে।

বাংলাদেশের মুক্তি যোদ্ধাদের সমর্থনে কলকাতা পোর্ট শ্রমিক ইউনিয়ন সামিল হয়েছে।

কলকাতার একদল মেডিক্যাল ছাত্র চুয়াডাংগা-দর্শনায় মেডিক্যাল মিশনে গিয়েছিল। তাঁদের মারফৎ চুয়াডাংগা মহকুমা আওয়ামী লীগের সম্পাদক মোহাম্মদ তাহের উদ্দিন একটি লিখিত পত্রে এ বাঙলার সংগ্রামী যুব-ছাত্রদের কাছে সকল প্রকার সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। বাঙলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে সফল করার উদ্দেশ্যে চাই সহযোগিতা।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সাহায্যের আহ্বান জানিয়ে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতির বিবৃতি।	দৈনিক 'যুগান্তর'	৮ এপ্রিল, ১৯৭১

বাংলাদেশের সাহায্যে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতির আবেদন

বাংলাদেশ-সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতি নামে একটি সংস্থা সম্প্রতি গঠিত হয়েছে। ঐ সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শ্রী তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়, এবং সম্পাদক হিসেবে আছেন, শ্রীমণিন্দ্র রায়, শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সমিতির কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন ডাঃ মণীন্দ্রলাল বিশ্বাস এবং সহ-সভাপতিমণ্ডলীতে আছেন-সর্বশ্রী অজিত দত্ত, অন্নদা শংকর রায়, অমলাশংকর, উদয়শংকর, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, গোপাল হালদার, জ্যোতি দাশগুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন বসু, ডাঃ নীহার কুমার মুন্সী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, মন্মথ রায়, শম্ভু মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, সরযুবালা দেবী, সুচিত্রা মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুশোভন সরকার এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সমিতির পক্ষ থেকে বাংলাদেশের বর্তমান যুদ্ধ-পরিস্থিতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত আবেদন প্রচার করা হয়েছে:-

ইয়াহিয়া ও তার বর্বর সামরিক চক্র বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক চেতনা, স্বাধিকারবোধ ও মানবিক মর্যাদার পবিত্র অনুভবকে ট্যাংকের চাকায় পিষে ফেলতে চাইছে। প্রকৃতির আশীর্বাদ, কবির স্বপ্ন নদী-মেখলা-শোভিতা এই শ্যামল ভূখণ্ড ও তার সাড়ে সাত কোটি মানব সন্তানকে আধুনিকতম মারণাস্ত্রের সাহায্যে একদল নরপিশাচ ঝলসে মারতে চায়।

নাপাম বোমার আগুনে তারা সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীন নিদর্শনগুলি, বহু স্মৃতি ঘেরা জনবসতি অঞ্চল, এমন কি গায়ের সবুজ মাটিকে পর্যন্ত পুড়িয়ে দিচ্ছে। গোটা জাতির স্বপ্ন, শ্রম আর সম্পদে নির্মিত সেতু, বাঁধ ও প্রকল্পগুলিকে তারা বেছে বেছে ধ্বংস করছে। সারস্বত-সাধনার পীঠস্থান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এই জংগী চক্র কামান দেগে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুরের বিখ্যাত কার মাইকেল কলেজ এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মূল্যবান গ্রন্থাগার ও গবেষণাগার ঘাতকরা ধ্বংস করেছে। সংবাদপত্রের কার্যালয়কে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। বোমা ফেলে মর্টার ছুড়ে হাসপাতাল ভবনে জ্বেলেছে নরকের ভয়াবহ আগুন। মন্দির-মসজিদ-চার্চের পবিত্রতাটুকুও ঐ যুদ্ধোন্মাদ রাক্ষসদের নখ এবং দাঁতের কামড় থেকে রক্ষা পায়নি।

হত্যা ও রক্তের নেশায় জংগী ইয়াহিয়া চক্র উন্মাদ হয়ে গেছে। খবর এসেছে কয়েক লক্ষ লোক মারা গিয়েছে—নিজের দেশে মানুষের অধিকারে মায়ের ভাষায়, কথা বলে যারা শান্তিতে বাঁচতে চেয়েছিল। অতর্কিত আক্রমণের শিকার, কামানের খোরাক, কয়েক লক্ষ অমৃতের সন্তান পচা গলা শবদেহ হয়ে শহরে বন্দরে গ্রামে শকুনির খাদ্য হচ্ছে। তাদের কবর দেবার, দাহ করবার কোন ব্যবস্থা হয়নি। ইয়াহিয়ার উদ্যত সংগীন কয়েক লক্ষ শবদেহকে নিয়ত পাহারা দিচ্ছে, দেশবাসী যাতে শহীদদের প্রাপ্য মর্যাদাটুকু দিতে না পারে।

নর-নারী শিশু-বৃদ্ধ. কে মরেনি? শ্রমিক কৃষক বুদ্ধিজীবী চাকুরে ব্যবসায়ী—কে মরেনি? শিল্পী, সাহিত্যিক সংবাদিক অধ্যাপক, কে মরেনি?

দানবরা মায়ের দুই স্তন কর্তন করে রক্তের উচ্ছ্বসিত ফোয়ারার মধ্যে অবোধ শিশুর মুখ চেপে ধরেছে। আড়াই বৎসরের বাচ্চাকে বাবামের সামনে দাঁড় করিয়ে গোলা ছুড়েছে। ইজ্জত লুঠ করে তারপর বাংলাদেশের মা ও বোনদের সংগীন দিয়ে খুচিয়ে মেরেছে। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মহান আচার্যদের সারিবন্দি দাঁড় করিয়ে গুলি ছুঁড়েছে। হাসপাতালের প্রত্যেকটি রোগীকে গুণে গুণে খুন করেছে।

কিন্তু নতুন মর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ সত্য ও সুন্দরের উপাসক বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ মৃত্যুঞ্জয় প্রতিরোধে রুখে দাঁড়িয়েছে। বীর রোশেনারা যেমন বুকে মাইন বেঁধে জল্লাদের ট্যাংকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের কিশোরী দেহের সংগে একটা আস্ত প্যাটন ট্যাংককেই ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা ফৌজীদের হাত থেকে একের পর এক ঘাঁটি কেড়ে নিচ্ছে। গোটা বাংলাদেশ আজ একটি অস্তিত্ব হয়ে মুক্তিযুদ্ধ করছে। বাংলা-দেশ জিতছে।

পশ্চিম বংগের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী আমরা, রবীন্দ্রনাথের উত্তর পুরুষ আমরা, এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে নীরব বা নিষ্ক্রিয় থাকতে পারি না। আমরা ভুলিনি স্পেনের গৃহযুদ্ধে রবীন্দ্র-নাথ এবং ভারতবর্ষের ভূমিকা। আমরা আমাদের মহান ঐতিহ্যকে কিছুতেই ভুলতে পারি না।

তাই আমরা 'বাংলাদেশ-সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতি' গঠন করেছি।

আমাদের নিজ নিজ ক্ষেত্র ও নিজ নিজ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমরা এক ভাবগত আন্দোলন গড়ে তুলতে চাই। আমরা চাই শুধু পশ্চিম বংগ নয়, শুধু ভারতবর্ষ নয়, গোটা পৃথিবীর গণতান্ত্রিক চেতনা ও মানবিক শুভবুদ্ধি বাংলাদেশের নবজাত সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়ার এবং সর্ববিধ সাহায্য নিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম শুরু করুক।

সেই সংগে আমরা বিপন্ন মানবতার পক্ষে বাস্তব ও প্রত্যক্ষ সাহায্যও সংগ্রহ করতে চাই। সীমান্তের ওপারে এই মুহূর্তে দরকার ঔষুধ, চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, গুঁড়ো দুধ ও বিস্কুট জাতীয় শুকনো খাদ্য। আর তা কেনার জন্য দরকার টাকা পয়সা।

পশ্চিম বংগের মানুষ। রাজপথ, বস্তি, কুটির অথবা অট্টালিকা—যেখানেই আপনি বাস করুন, অবিলম্বে আপনার যতখানি সামর্থ্য তার থেকেও বেশি সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসুন। ১৪৪ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ (টেলিফোন: ২৪-৩৯৩০)—এই ঠিকানায় সমিতির কার্যালয়ে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত উপযুক্ত রসিদের বিনিময়ে আপনার সাহায্য ধন্যবাদের সংগে গৃহীত হবে।

সীমান্তের ওপারে এই মুহূর্তে দরকার রক্ত। পশ্চিমবংগের মানুষ রাজপথ, বস্তি, কুটির অথবা অট্টালিকা —যেখানেই আপনি বাস করুন অবিলম্বে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের কার্যালয়ে (৬৪ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩। সময়: বেলা ২টো থেকে ৬টা) গিয়ে রক্ত দান করুন। আপনার এই ভালবাসা কৃতজ্ঞতার সংগে গৃহীত হবে।

পশ্চিম বংগের মানুষ—বাংলাদেশের আহ্বানে সাড়া দিন। সেই শিশুটিকে স্মরণ করুন—মায়ের বুকের রক্তের ফোয়ারায় যার মুখ গুজে ধরা হয়েছিল। ওর খাদ্য দরকার। সেই জননীকে স্মরণ করুন—পশুরা যার অংগচ্ছেদ ঘটিয়েছে। মা-র চিকিৎসার দরকার। সেই কিশোরটির কথা স্মরণ করুন—ক্রাচে আহত যে-বীর ক্যাম্পে শুয়ে আছে দুই চোখে অধীর প্রত্যাশা নিয়ে যে তাকিয়ে আছে আপনার দিকে, পশ্চিমবংগের দিকে। ওর রক্ত দরকার পশ্চিমবংগের মানুষ আপনি যেই হোন, যেখানেই থাকুন, একবার বিপন্ন বাংলাদেশের কথা ভাবুন। তার দরকার টাকা। কারণ ঔষুধ আর খাদ্য কিনতে হবে।

আমাদের মনুষ্যত্ব জাগ্রত হোক। আমাদের বিবেক শুভবুদ্ধির আহ্বানে সাড়া দিক। যেন ভুলে না যাই ইতিহাসের অগ্নি-পরীক্ষায় আমাদেরও উত্তীর্ণ হতে হবে।

শিরোনাম।	সূত্র।	তারিখ।
বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবাদে কোলকাতায় অধ্যাপকদের বিক্ষোভ মিছিল।	দৈনিক 'যুগান্তর'	৯ এপ্রিল, ১৯৭১

বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবাদে

অধ্যাপকদের বিক্ষোভ মিছিল

(স্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ৮ই এপ্রিল–পরাস্ত যেসাবাল ইয়াহিয়ার সৈন্যরা বাংলা দেশে যে বেপরোয়া গণহত্যা চালাচ্ছে তার প্রতিবাদে আজ পশ্চিম বাংলার অধ্যাপকরা মহানগরীতে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। তার আগে রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে একটি প্রতিবাদ সভাও হয়।

সভার পর রাজ্যের অধ্যাপকদের বিক্ষোভ মিছিল বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশন এবং পরে বর্মার দূতাবাসের সামনে যায়। অধ্যাপক সমিতির পক্ষ থেকে দুই দূতাবাসের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে দুটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

স্মারকলিপিতে বাংলা দেশের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান হয়।

শিক্ষক সমিতি

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি বাংলা দেশের সাহায্যে দেশবাসীকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন।

শিরোনাম।	সূত্র।	তারিখ।
কোলকাতায় ছাত্র যুবকদের বিক্ষোভ মিছিল।	দৈনিক 'যুগান্তর'	১১ এপ্রিল, ১৯৭১।

কলকাতায় মিছিল: পাক জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে ধিক্কার

(স্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ১০ই এপ্রিল-বাঙ্গলাদেশে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে অদম্য মুজিব সেনাদের জয়ধ্বনিতে আর মরীয়া জঙ্গীশাহীর বেপরোয়া হত্যালীলা ও বর্বরোচিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঘৃণায় ধিক্কারে এই শহরের রাজপথ আজ মুখরিত ছিল।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন এবং গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের ডাকে এদিন ছাত্র-যুবকরা মহানগরীর পথে পথে বিক্ষোভ মিছিল করে।

তার আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লনে এক বিরাট সমাবেশে একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে।

প্রস্তাবে দাবী জানান হয়েছে বাঙ্গলাদেশের স্বাধীন সরকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে। অস্ত্র সহ মুক্তি যোদ্ধাদের সমস্ত রকম সাহায্য পাঠান হোক সীমান্তের বেড়া তুলে দিয়ে মুক্তি সংগ্রামকে সাহায্য করা হোক।

প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে যে, ইয়াহিয়া খাঁর নেতৃত্বে পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকচক্র একদিকে যেমন মার্কিন, অস্ত্রগুলি ব্যবহার করছে বাঙ্গলাদেশের জনসাধারণের বিরুদ্ধে। অপর দিকে সমাজতান্ত্রিক রুশ ও চীনের অস্ত্রও ব্যবহৃত হচ্ছে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী দীনেশ মজুমদার, এম-এল-এ। প্রস্তাব পেশ করেন শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বক্তা ছিলেন সর্ব শ্রী বিমান বসু, সুভাষ চক্রবর্তী, শ্যামল চক্রবর্তী প্রমুখ।

বিশ্ববিদ্যালয় লনে স্থানাভাব হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে ট্রাম লাইনে এসেও জমায়েত হয়।

সভায় বক্তারা দুই বাঙ্গলার সীমান্তে গিয়ে অহেতুক ভীড় না করার জন্য সবার কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন।

সভার পর যুব ছাত্রদের মিছিল বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এসপ্লানেড ইষ্টে যায়। সেখান থেকে রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে একটি স্মারকলিপি পাঠান হয়।

পাক ডেঃ হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ

পত্রিকা গ্রুপের সাংবাদিক এবং অসাংবাদিকরা আজ এখানে পাক ডেপুটি হাইকমিশনের অফিসের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বাঙ্গলাদেশে অবিলম্বে গণহত্যা বন্ধ করার দাবী জানাতে থাকেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা, যুগান্তর এবং অমৃতের কর্মীরা যে স্মারকলিপি দিয়ে আসেন, তাতে শ্রীদীপক বন্দোপাধ্যায় (অমৃতবাজার পত্রিকা) এবং শ্রীসুরজিত ঘোষালের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করা হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্ন : ভারত সরকারের এত দ্বিধা, এত ভয় কেন? বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় লিখিত নিবন্ধ।	দৈনিক 'যুগান্তর'	১৩ই এপ্রিল, ১৯৭১।

ভারত সরকারের এত দ্বিধা, এত ভয় কেন?

—বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

আমাদের চোখের সামনে ভারতীয় উপমহাদেশ এবং দক্ষিণ এশিয়ায় এক আশ্চর্য নাটক অভিনীত হইতেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের ধাপ্পাবাজী, শঠতা এবং গণতন্ত্র হত্যার বর্বরতা অবসান হইতে চলিয়াছে। জাতি-বিদ্বেষ ও সম্প্রদায়-বিদ্বেষে অন্ধ রাওয়ালপিণ্ডি যে শয়তানি চক্র একদিকে ভারতবর্ষ এবং অন্যদিকে বাঙালীর জাতীয় সত্ত্বা ও স্বাধীনতাকে ধ্বংস করিবার জন্য গত ২৪ বৎসর ধরিয়া নিরন্তর শত্রুতা করিয়া আসিতেছিল, আজ তার প্রতিরোধের পালা শুরু হইয়াছে। আজ ইতিহাসের চাকা বিপরীত দিকে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঘাত প্রতিঘাত সম্পর্কে যারা অজ্ঞ, উদাসীন একমাত্র তারা ছাড়া আর সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন যে, দক্ষিণ এশিয়ায় যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের তরঙ্গ সুরু হইয়াছে, আগামী দিনগুলিতে সেই তরঙ্গ উত্তাল হইয়া সমগ্র মহাদেশে নতুন প্লাবন ডাকিয়া আনিবে। গত ১৭ই এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার মুজিবনগরের আম্রকুঞ্জে এক অনাড়ম্বর উৎসবের মধ্যে স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী বাঙলা রাষ্ট্রের যে উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সংশয়বাদীরা তাঁকে তাচ্ছিল্য করিতে পারেন, অতি বুদ্ধিমানেরা তাকে উপহাস করিতে পারেন। কিন্তু অগ্নিগর্ভ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে তাকাইয়া আমরা বলিতে পারি যে, রাষ্ট্র স্বাধীনতার যে বীজ মুজিবনগরে উপ্ত হইয়াছে, আজ থেকে কাল থেকে—পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে কিম্বা তার আগেই সে বিরাট মহীরূহে পরিণত হইবে। কামান, বন্দুক, ট্যাঙ্ক, বোমারুর দ্বারা বাঙলাদেশের স্বাধীনতার জয়যাত্রাকে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানী হানাদারেরা ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। কারণ যে স্বাধীন রাষ্ট্র জন্মলাভ করিতেছে সাত কোটি বাঙালী তাকে বুকের রক্ত দিয়া রক্ষা করিবে। জননীর মমতা এবং জনকের শক্তি দিয়া এই নবজাতককে জীবনের পথে অগ্রসর করিয়া দেওয়া হইবে। এই বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ও সংশয় থাকা উচিত নয়। এই পুরানো পৃথিবী ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে এবং সেই ধ্বংস, হত্যাকাণ্ড ও রক্ত হইতে নতুন পৃথিবী জন্মলাভ করিতেছে। ভুট্টো-ইয়াহিয়া খান এবং ধনিক-বণিক-সামরিক চক্র অবশ্যই ক্ষেপা কুকুরের মত যত্রতত্র কামড় বসাইবে, কিন্তু ইতিহাস এই ক্ষিপ্ত জানোয়ার আগাইয়া যাইবে।

বাঙলাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্র পল্লীর এক নিভৃত ভূমিতে জন্মলাভ করিয়াছে। গ্রামময় বাঙলাদেশের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। নিভৃত পল্লীর এই দীপশিখা ইতিমধ্যেই জ্বলন্ত মশালের রূপ ধারণ করিতে চলিয়াছে। স্বাধীন গণ-প্রজাতন্ত্রী বাঙলার রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রিসভা এবং সশস্ত্র বাহিনী নতুন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। দেশ-বিদেশে এই বার্তা সংবাদপত্র ও রেডিও মারফৎ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সর্বত্র নিদারুণ ঔৎসুক্য ও উত্তেজনা। এই রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম বিদেশী দূতাবাস ভারতবর্ষ—এই কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত ১৮ই এপ্রিল কলিকাতার পাক-ডেপুটি হাইকমিশনারের অফিস থেকে পাকিস্তানী পতাকা নামাইয়া ফেলা হইয়াছে এবং স্বাধীন বাঙলা রাষ্ট্রের নূতন জাতীয় পতাকা উড্ডীন হইয়াছে। ডেপুটি হাইকমিশনার জনাব হোসেন আলী এবং তাঁর সহকর্মী বাঙালী অফিসারবৃন্দ নূতন বাঙলা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করিয়াছেন। অর্থাৎ স্বাধীন বাঙলা সরকারের কূটনৈতিক প্রধানরূপে জনাব হোসেন আলী তাঁর রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণের কথা

ঘোষণা করিয়াছেন। ইতিপূর্বেই নয়াদিল্লীর পাকিস্তানী হাইকমিশন থেকে দুইজন বিশিষ্ট বাঙালী কূটনীতিক পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং নূতন বাঙলা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছেন। পাকিস্তানের অন্যান্য বাঙালী অফিসার এবং কর্মীরা, নাবিক ও লস্কররাও একে একে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিতেছেন। ওদিকে স্বাধীন বাঙলাদেশ সার্বভৌম অধিকার সাড়ে সাত কোটি বাঙালীকে এক নূতন রাষ্ট্রিক ঐক্যের মধ্যে সংহত করিতে চলিয়াছে। সাড়ে সাত কোটি বাঙালী অধিবাসীর অন্ততঃ শতকরা ৯৫ জন এই নূতন রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত। তারা পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীকে এবং তার নৃশংস নরঘাতী শাসনকে অপরিসীম ঘৃণায় উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। অর্থাৎ একটি সংহত স্বাধীন নূতন রাষ্ট্রের রূপরেখা বাস্তব মূর্তি ধারণ করিয়াছে।

উপরে পর পর এই নাটকীয় ঘটনাবলীর কথা আমরা উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে, একটি নূতন সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য যে, যে অবস্থার উদ্ভব প্রয়োজন, সীমান্তের গুলি দেখা গিয়াছে। সুতরাং ভারত সরকার কেন অবিলম্বে এই নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতেছেন না, এটাই আমাদের সবচেয়ে জরুরী জিজ্ঞাস্য। নয়াদিল্লীর কর্তারা কি এখনও তীরে দাঁড়াইনা আরব সাগরের ঢেউ গুনিবেন? বাঙলাদেশে যখন প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষকে খুন করা হইতেছে, নারী-শিশু-বৃদ্ধ এবং বুদ্ধিজীবী নির্বিশেষে পাইকারি নরঘাতন পর্ব চলিতেছে এবং মুক্তিফৌজ যখন অমিত বিক্রম সত্ত্বেও শহরে শহরে মারণাস্ত্র সজ্জিত মডার্ণ আর্মিকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছেন না, তখন যদি ভারত সরকার কেবল দ্বিধা, দ্বন্দ্ব এবং সংকোচ ও ভয় নিয়া কালক্ষেপণ করিতে থাকেন, তবে সীমান্তের বিপদ আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে। ভারত সরকার এবং বিশেষভাবে প্রধান মন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী যেন মনে রাখেন যদি বাঙলাদেশ এই জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে চূড়ান্ত পরাজয় মানিয়া লইতে বাধ্য হয়, তবে আগামী কেশ বছরের মধ্যে পূর্ব বাঙলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ আর কোনদিন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন না। সেখানে সমস্ত গণতন্ত্রবাদী অসাম্প্রদায়িক মানুষের এবং বিশেষভাবে মাইনরিটিরা একেবারে শেষ হইয়া যাইবে এবং তারপর পাকিস্তান ও চীন একজোট হইয়া ভারতবর্ষের ঘাড় মটকাইবার চেষ্টা করিবে—যে চেষ্টা চলিতেছে গত এক যুগ ধরিয়া। এই নিষ্ঠুর বাস্তব সত্য আমাদের প্রধান মন্ত্রী কিভাবে উপেক্ষা করিতে পারেন এবং কিভাবেই বা ভুলিয়া যাইতে পারেন যে, গত ১৯৪৬ সাল হইতে যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব চলিতেছে, যার ফলে ভারতবর্ষকে কাটিয়া দুই টুকরা করিতে হইল এবং তারপর থেকে ২৪/২৫ বছর ধরিয়া আমরা নিরন্তর যে যন্ত্রণায় ভুগিতেছি, আজ সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। স্বাধীন বাঙলাদেশ পাকিস্তানী যন্ত্রণা ও বর্বরতার পাল্টা লইতেছে—প্রায় নিরস্ত্র, একক প্রতিরোধ শক্তির দ্বারা। আর আমরা কি এই পাকিস্তানী উৎপাত ও শয়তানীকে বধ করিবার জন্য বাংলাদেশের মুক্তি ফৌজের প্রতি হাত বাড়াইয়া দিব না—সেই শক্ত হাতে কি আমরা কামান, বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্র তুলিয়া দিবনা? কিসের ভয়, কিসের দ্বিধা, কিসের এত সংকোচ? আজ যদি প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও ভারত সরকার নতুন বাঙলাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেন, তবে আগামীকাল সোভিয়েট রাশিয়া অগ্রসর হইয়া আসিবে—কিন্তু ভারত সরকার ও প্রধান মন্ত্রী কি আশা করেন যে, আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব আমরা পালন করিব না কিন্তু আশা করিব যে সোভিয়েট রাশিয়া ও আমেরিকা আসিয়া আমাদের উদ্ধার করিবে? যে সাহসী, যে বীর তাকেই পৃথিবীর লোকে সম্মান করে। আজ আন্তর্জাতিক জগতে ভারতবর্ষের চেহারা নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারত সরকার যদি বাঙলাদেশের পার্শে আজ সাহসের সঙ্গে দণ্ডায়মান হন তবে সেই শক্তিমান ও সাহসী ভারতবর্ষকে পৃথিবীর লোকে আবার সম্মান করিবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার স্বরণ সিং যেন মনে রাখেন তার এই দুর্বল পররাষ্ট্রনীতির গোজামিল কোথাও শ্রদ্ধা উদ্রেক করিতেছে না। আজ যদি তিনি ও তার দপ্তর বাংলাদেশের সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেন তবে কালই আফ্রো-এশীয় দেশগুলিতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে নূতন মনোভাব সৃষ্টি হইবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র পরিস্থিতি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করিবে। আর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামের উদ্দেশ্যে বলিতেছি

—পার্টিশনের পর থেকেই ভারতবর্ষ দুই ফ্রন্টের বেকায়দায় পড়িয়াছে। একদিকে পাকিস্তানী এবং অন্যদিকে চৈনিক আক্রমণের আশঙ্কা (তাঁরা নিজেরাই মাঝে মাঝে এজন্য হাঁক-ডাক ছাড়িতেছেন) —এই দুই ফ্রন্টের বিপদ কাটিয়া যাইবে যদি স্বাধীন বাঙলা দেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। পাকিস্তান ও চীনের একত্র যোগসাজসে ভারতবর্ষের উপর বিষম চাপ সৃষ্টি হইতেছে এবং হাজার কোটি টাকা মিলিটারী বাবদ ব্যয় হইতেছে। এই নুইসেন্স এবং এই সামরিক বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়ার সবচেয়ে বড় উপায় স্বাধীন বাংলাদেশকে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে সাহায্য দেওয়া—যে সাহায্য কূটনৈতিক এবং সামরিক উভয় প্রকার।

সুতরাং প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্মরণ সিং এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জগজীবন রামের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের পক্ষ থেকে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার নামে যে গণতন্ত্র স্বাধীনতাকে বর্বরেরা আজ নির্মমভাবে হত্যা করিতেছে আমরা আবেদন জানাইতেছি অবিলম্বে স্বাধীন বাঙলাদেশের সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য। ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক দল, সমস্ত আইনসভা এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমস্বরে ওই দাবী উত্থাপন করিতেছেন প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের নামে ভারতীয় জনতার নিকট শপথ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভারতীয় জনতা তাহাকে বিশ্বাস করিয়া নির্বাচনে জয়মাল্য অর্পণ করিয়াছেন ইন্দিরাজী কি সেই শপথ পালন করিবেন না? তিনি যেন মনে রাখেন রাষ্ট্রচালনা ও রক্ষা করতে হইলে কূটনৈতিক বুদ্ধি ও চাতুর্য যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সাহসের এবং কঠিন সংকল্পের। সেই কূটনৈতিক বুদ্ধি ও সাহস মুহূর্ত আজ উপস্থিত। এক শতাব্দীর মধ্যেও এমন সুযোগ আর আসিবে না—রাওয়ালপিণ্ডির ফ্যাসিষ্ট দুশমনদিগকে ঘায়েল করিতে হইবে, শত্রুর শেষ রাখিতে নাই, এই প্রাচীন কূটনৈতিক মন্ত্রী মহোদয় যেন এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে ভুলিয়া না যান। সুতরাং ভীতি ও সংকোচ তারা কাটাইয়া উঠেন।

নয়াদিল্লী প্রভুদের উদ্দেশ্যে আর একটি কথাও সবিনয়ে নিবেদন করিতে পারি: চীন ইয়াহিয়া খানের পক্ষ হইয়া যত তর্জন-গর্জনই করুক না কেন শেষ পর্যন্ত বাঙালী জাতির স্বাধীনতাকে হাতে-কলমে দমন করিবার জন্য তারা হিমালয় পার হইয়া সমতল ভূমিতে নামিয়া অস্ত্র ধারণ করিবে না।

———

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের সমর্থনে দিল্লীতে সর্বভারতীয় সাহায্য সংস্থা গঠিত।	অমৃতবাজার পত্রিকা	১৪ এপ্রিল, ১৯৭১।

NATIONAL AID BODY FOR BANGLADESH

(From Our Spl. Representative)

NEW DELHI, April 13—A national committee with representatives from all sections of people has been formed with a view to giving assistance to Bangla Desh in cooperation as also in coordination with other bodies formed for the purpose and to create national and international compulsion for early recognition of the Government of the Independent Republic of Bangla Desh, it was announced, by Prof. Samar Guha, M.P., today.

His committee will soon arrange a national convention in Calcutta in support of Bangla Desh and make every possible effort for giving allout assistance to that liberation battle of Bangla Desh. The committee consists of the following; Honorary Chairman—Mr. M.C. Chagla; Working chairman—Mr. Karpuri Thakur, Chief Minister, Bihar; Secretary—Prof. Samar Guha. Others are Smt. Bina Bhowmick, Pannalal Das Gupta, Jehangir Kabir, Krisna Kumar Shukla, Sushil Dhara, Prof. Dillip Chakravarty and Sardar Amjad Ali.

All the Chief Ministers of the Eastern States, like, West Bengal,Orissa, Assam, Meghalaya, Tripura and Nagaland have been requested to become members/advisers of the committee.

Addressing a Press conference here today, Prof. Samar Guha, M.P. convener-secretary, National Coordination Committee for Bangla Desh said, "the Governments of India and Russia should give immediate recognition to the Government of Bangla Desh and start intensive diplomatic campaign for giving early recognition to this Government by other world powers. China has shown its ugly teeth in supporting the military imperialists of Rawalpindi in their effort to brutally suppress the liberation struggle of Bangla Desh and showning Indian move to help Bangla Desh by mobilising 10 Division of its army along the Indian border. The Pakistan army has started its second phase of savage offensive to annihilate civilian population of Bangla Desh......channels to India before monsoon sets in.

He also said that the UNO had turned to be a moribund organisation and he sovereign States of the world had lost their 'conscience'.

Rajasthan to donate 10 lakhs

JAIPUR, April 13.—The Rajasthan Cabinet today decided to contribute Rs. 10 lakhs towards Bangla Desh relief fund.

This was announced by the Chief Minister, Mr Mohanlal Sukhadia, in the Rajasthan Legislative Assembly today. The decision was loudly cheered by both sides of the House.

Mr. Sukhadia added that the State Government would also donate a well-equipped mobile surgical unit. The cost of this unit would also be borne by the Government, he added.

Mr. Sukhadia said, there was also a proposal that Ministers and members of the House should contribute one days salary every month for the relief of Bangla Desh Patriots as long as the fighting continued—(PTI)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রাষ্ট্রসংঘ থেকে পাকিস্তানকে বহিষ্কারের দাবী জানিয়ে বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সমিতির প্রস্তাব।	দৈনিক হিন্দুস্তান স্টাণ্ডার্ড।	১৭ এপ্রিল, ১৯৭১।

INTELLIGENTSIA OF BENGAL SET UP SAHAYAK SAMITI

A meeting of the Steering Committee of Sangrami Swadin Bangla Desh Sahayak Samiti (sponsored by the intelligentsia of Bengal) was held on Wednesday at the presidence of Dr. S. N. Sen, Vice-Chancellor, Calcutta University. It was presided over by Prof. Nirmal Bhattacharjee, the Working President of the Samiti.

The drafted appeal and the programme of works placed before the committee by the General Secretary of the Samiti was discussed and was unanimously accepted. The committee empowered Mr. Subrata Mukherjee, MLA, to act as a liasion between the "Sangrami Swadin Bangla Desh Sahayak Samiti" and the "Committee for assistance to the freedom struggle in Bangla Desh" headed by Mr. Ajoy Kumar Mukherjee, Chief Minister.

Dr. Sunil Kumar Chatterjee, Mr. Tara Shankar Bandhyopadya, Mr. Tushar Kanti Ghosh, Justice Sankar Prasad Mitra, Justice S. A. Masud Dr. Salyendra Nath Sen, Dr. Roma Chowdhury, Mr. Asoke Kumar Sarkar, Mr. Sudhansu Kumar Basu, Sri Vivekananda Mukherjee, Mr. Sookama, Kanti Ghosh, Mr. Manoj Bose, Mr. Prabodh Kumar Sanyal, Principal P.K. Bose, Dr. Prabir Vasu Mallick, Mr. Saibal Gupta, Prof. Nirmal Chandra Bhattacharjee and others in an appeal say:

The indiscriminate massacre of unarmed civilian population including men, women and children brutalities perpetrated on women and other forms of cruelties directed against the freedom-loving people of "Bangla Desh" by the West Pakistani military junta have been fitting the pages of the daily Press and need no further elaboration. The people on this side of the border cannot be silent on lookers, when millions of Bengalees are being subjected to incredible oppression by the most despotic and inhuman tyranny in history. This crusade of the people of "Bangla Desh" is destined to continue long. It is, therefore, essential that the people of India should organise relief and other assistance for the benefit of the people of Bangla Desh in order that they might make a sustained effort to achieve the ideal they are fighting for.

This effort will require a band of selfless young volunteers who might be prepared to render any kind of service that may be called for.

We would also appeal to the public in general and the manufacturers in particular to come forward with their contribution, eiher in cash or kind. The following articles are urgently needed at this moment for relief work etc: Petrol and Mobil oil in tins, Cycle tyres and tubes, torch and batteries, water bottles, rubber shoes, matches, milk powder, salt, mustard oil, kerosine etc. Amongst medicines following items are urgently necessary: T.A.B.C. injection Vaccines all types of medicines necessary for First Aid.

We would appeal to all to send their contribution in cash or in kind to Mr. Santosh Kumar Ghosh, Treasurer (107/C, Ashutosh Mukherjee Road, Calcutta, 25 Phone: 47-402031 between 8-30 a.m. and 10-30 a.m.) Sangrami Swadin Bangla Desh Sahayak Samiti.

For volunteer enrolment please contact Mr. Benoy Sircar, General Secretary "Sangrami Swandin Bangla Desh Sahayak Samiti" (1A College Row, Calcutta-8, Phone: 34-7311) between 8 p.m. and 9 p.m.

———

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানী নৃশংসতার বিরুদ্ধে কোলকাতার শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ।	অমৃতবাজার পত্রিকা	১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

CALCUTTA SIKHS CONDEMN PAK ATROCITIES

The Sikhs of Calcutta on Wednesday sympathised with the people of Bangla Desh in the struggle for the attainment of their democratic rights, reports PTI

In a resolution adopted at a large congregation at Gurudwara Jagat Sudhar to mark the 273rd anniversary of the Khalsa Panth, the Sikhs condemned in no uncertain terms the atrocities of Pakistani army on unarmed and innocent men, women and children, destruction of their educational and religious institutions and industrial undertakings and the killing of the intellectuals of the Bangla Desh in its bid to suppress their rightful aspirations.

The congregation appealed to all the Sikhs to extend whatever help they could through authorised bodies for the suffering humanity in Bangla Desh.

Sardar Meher Singh Garib, President, Sri Guru Singh Sabha, presented, on behalf of the Calcutta Sikhs, a cheque of Rs. 5,100 to Mr. Ajoy Kumar Mukherjee, West Bengal Chief Minister in aid of the Bangla Desh people.

Signature Campaign

The Explorers' Club of India has organised a mass signature campaign in support of its demand for immediate recognition of Bangla Desh, reports UNI.

The campaign was inaugurated on Wednesday by noted artist Jamini Roy who signed the petition to be presented to the Prime Minister of India and the UN Secretary General.

The club members fanned out to different parts of the city with copies of the petition. The campaign will be carried out throughout the State.

———

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ তহবিলে সাহায্য দানের জন্য ক্ষুদ্রশিল্প সমিতির আহবান।	অমৃতবাজার পত্রিকা।	১৭ এপ্রিল, ১৯৭১।

Appeal to small industrialists for Bangladesh fund

(By A Staff reporter)

The Federation of Associations of Small Intdustries of India has called upon all small industrialists of West Bengal to contribute to the fund which has been floated by the association to help the fighting people of Bangla Desh whose sufferings knew no bounds.

The Regional Secretary in an appeal has requested the industrialists to contribute for this purpose liberally and send in their donations to the Estern Regional Office at P-31, C.I T. Road, Calcutta-14.

The Ramakrishna Birthday Celebrations Committee of Bhadreswar Saradapalli in Hooghly District has contributed Rs. 100 to Ramakrishna Mission funds for the purpose of rendering help and assistance to the suffering people of Bangla Desh.

The Ananda Marga Relief Secretary announced on Wednesday that several relief camps for distribution of cooked meals to the suffering people of Bangla Desh. These camps are operating the West Bengal border at Haridaspur Taki, Gede in West Bengal and Belonia, Khowai, Agartala in Tripura State and at Dinhata in Coochbehar. Two more centres are being opened at Hilly and Manik Chak at Goalpara in Assam.

The Calcutta Motor Dealers Association has raised a sum of Rs. 10,000 which was handed over to Chief Minister and the Deputy Chief Minister by delegation of the association which met them at Writers Building on April 8.

The sum has been handed over for the purpose of rendering relief to the suffering people of Bangla Desh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মসজিদের উপর বোমা বর্ষনের প্রতিবাদে পশ্চিম বঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায়।	অমৃতবাজার পত্রিকা	১৭ এপ্রিল, ১৯৭১।

PAK BOMBING ON MOSQUES UN-ISLAMIC

Muslim leaders of West Bengal on Friday condemned the bombing by Pakistani Airforce planes on religious places and mosques and on the innocent people of Bangla Desh as barbarous and un-Islamic.

Speaking at the West Bengal Mutwallis conference orgnised by the All-India Maulana Azad Social Welfare Mission in Calcutta, the leaders congratulated the new Bangla Desh Government and extended their full support and sympathy to the struggling Mukti Fouz.

They demanded of the military rulers of Pakistan to stop genocide and recognise the Bangla Desh Government and appealed to the democratic countries of the world for the same.

The leaders strongly condemned China's open support to Pakistan which they said would jeopardise world peace. They also described as 'baseless, malicious and provocative propaganda' the Pakistani allegation that Indians were infiltrating into Bangla Desh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য বুদ্ধিজীবীদের আবেদন।	অমৃতবাজার পত্রিকা	১৯ এপ্রিল ১৯৭১।

INTELLECTUALS URGE RELIEF FOR BANGLA PEOPLE

(BY Staff Reporter)

Thirteen prominent intellectuals of West Bengal in an appeal urged the people of India to oragainise relief and other assistance for the benefit of the people of Bangla Desh to help them achieve the ideal they are fighting for.

The signatories to this appeal were Messrs. Tara Sankar Bandhyopadhyay, Tushar Kanti Ghosh, Vivekanada Mukherjee, Monoj Bose, Prabodh Kumar Sanyal, Saibal Gupta, Nirmal Chandra Bhattecharjee, Principal P K. Bose, Dr. Prabir Vasu Mallick, Dr. Satyendra Nath Sen, Mr. Justice Sankar Prasad Mitra. Mr. Justice S.A Masud and Dr. Roma Chowdhury.

In the appeal they stated that brutalities perpetrated by the West Pakistan Military Junta against the freedom loving people of Bangla Desh needed no further elaboration. The people on this side of the border could not be silent on lookers, when million of Benglalees were being subjected to incredible oppression by the most despotic and inhuman tyranny in history. The crusade of the people of Bangla Desh is destined to continue long.

An appeal was made to the public in general and the manufacturers in particular to come forward with their contribution, either in cash or in kind. The following articles were urgently needed at this moment for relief work—Petrol and mobil oil in tins, cycle, tyres and tubles, torch and batteries, water bottles, rubber shoes, matches, milk powder, salt, mustard oil and kerosence, T A B.C injectules, vaccines and all types of medicine, necessary for first aid.

The donations in cash or kind could be sent to Mr. Santosh Ghosh, Treasurer (107/C, A.M. Road, Calcutta-25, Phone: 47-4020), Sangrami Swadin Bangla Desh Sahayak Samiti. For volunteer enrolment Mr. B Sircar, Secretary, Sangrami Swadin Bangla Desh Sahayak Samiti (1A, College Row, Calcutta-9, Phone 34-7211) between 6 p.m. and 9 p.m.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশকে স্বীকৃতির জন্য ভারতের মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের আহ্বান।	অমৃতবাজার পত্রিকা	১৯ এপ্রিল, ১৯৭১

MUSLIM INTELLECTUALS CALL FOR RECOGNITION

(From Our Dehli Office)

APRIL 18—Muslim intellectuals here today called on the Government of India to give recognition to Bangladesh and to persuade other Governments in the world to do the same.

The meeting held at the Jamia Rural Institute in Okhla, was also attended by the Soviet Second Secretary, Mr Boris Romanov who occupied a front seat and sat right through the symposium on the liberation movement in Bangladesh. Dr S. Abid Husain presided.

Speaking on the occasion Dr. K. G. Saiyadain, former Education Secretary, said that what was happening in East Bengal was not a fight between two sections of Muslims or between Punjabis and Bangalis, but plain and simple genocide. It was the duty of every decent human being to protest against this, he asserted.

Mrs. Saleha Abid Hussain, a well-known Urdu writer, said that she was a most tongue-tied by the barbaric events in East Bangal. She often heard Muslims say that a separate Muslim State was essential to fight against Hindu domination, but the creation of Pakistan had not solved the problem, she added.

According to Our Special Representative, West Bengal's Minister for Food, Mr Kashi Kanta Moitra, declared here today that the "time had now come" for recognition of the Bangladesh Government and that if there was delay "the situation (of security) in West Bengal might be aggravated".

The Government of the "Democratic Republic of Bangla Desh" he said now met the "legal tests" required for recognition. These tests he listed as population, territory, Government or organization and sovereignty, both external and internal.

Mr Moitra said that Bangla Desh refugees in West Bengal were being given a grain ration of 400 grammes per adult and 200 grammes per child per week (in rice, since cooking anything else in camps would be difficult) against 928 grammes per week received by others in the statutorily rationed areas in the State. He urged the Centre to help West Bengal sink tubewells, operate mobile hospitals and build shelters for refugees in border areas.

Mr N. C. Chatteriee, president of the All-India Civil Liberaties' Council and a former M. P., in a statement, thanked the U. S. Ambassador in India Mr Kenneth Keating, for his bold and forthright" statement that what was happening in East Bengal was the concern of the international community

and could not be treated an strictly as "internal affair" of Pakistan. He added that it showed that the world "is not bankrupt of decency and morality."

UNI adds :—The CPI (M) leader, Mr Jyoti Basu, warned the Centre today that if it did not recognize Bangla Desh immediately and provide all material assistance to Sheikh Mujibur Rahman, including arms, West Bengal might face serious consequences.

— — —

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বোম্বেতে 'বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি' গঠিত।	দৈনিক 'আনন্দবাজার'	২৫ এপ্রিল, ১৯৭১

বোম্বাই-এ বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি

(বোম্বাই অফিস)

বোম্বাই, ২৪ এপ্রিল—বোম্বাই-এ বাংলাদেশ সহায়ক কমিটি গঠিত হয়েছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা হচ্ছেন এই কমিটির সদস্য। কমিটির উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের নির্যাতীত মানুষদের সাহায্য করা।

এই কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন শ্রীহরিশ মহীন্দ্র। বেগম মহবুব নসরুল্লা এই সমিতির সম্পাদিকা এবং শ্রীসলিল ঘোষ হলেন কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক।

এই কমিটি বাংলাদেশের সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছেন। আগামী ৭ মে থেকে ১৪ মে পতাকা দিব' সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হবে। পাঁচ লক্ষ পতাকা মুদ্রিত হয়েছে।

প্রখ্যাত তথ্য চিত্রকার শ্রী এস সুখদেব বাংলাদেশ-এর উপর একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন। ইয়াহিয়া সরকারের বর্বর অত্যাচারের চিত্র এই তথ্যচিত্রে তুলে ধরা হয়েছে। নানারকম প্রাচীনপত্র ও পোস্টকারডেও বাংলাদেশের নির্যাতনের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে।

শ্রী কবি বন্দোপাধ্যায় একটি কাওয়ালীর ব্যবস্থা করছেন।

শ্রীসুপ্রিয় বসু একটি চ্যারিটি শোর জন্য আয়োজনে ব্যস্ত।

শ্রীমতী ওয়াহিদা রহমান ও শ্রীমতি শর্মিলা ঠাকুর ভাইস চেয়ারম্যানরূপে কমিটিতে যোগ দিয়েছেন।

আগামী ১৩ মে যে মুশায়িরার আয়োজন করা হয়েছে তাতে অন্যান্যের মধ্যে শ্রীমতি মীনাকুমারীও যোগ দেবেন। বোম্বাই-এ গঠিত বাংলাদেশ সহায়ক কমিটির ঠিকানা হচ্ছে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া বিল্ডিং, স্যার ফিরোজশা মেটা রোড, বোম্বাই—১।

'পরিদর্শক শিক্ষক'

(ষ্টাফ রিপোরটার)

বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের যে-সব অধ্যাপক পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট তাঁদের অন্ততঃ ছ' মাসের জন্য 'পরিদর্শক শিক্ষক' হিসাবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এতে যে অর্থের প্রয়োজন হবে তারজন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও সরকারী 'পুনর্বাসন' দফতরের কাছে আবেদন জানানো হবে। উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেনের প্রস্তাবমত সিনডিকেট এই সিদ্ধান্ত নেন।

ইতিমধ্যেই কয়েকজন খ্যাতনামা অধ্যাপক এপারে চলে এসেছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও নাকি দু' একদিনের মধ্যে আসছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ।
ইয়াহিয়া খানের বর্বরতার বিরুদ্ধে ভারতের মুসলিম নেতাদের বিবৃতি	দৈনিক 'যুগান্তর'	২৯ এপ্রিল, ১৯৭১।

বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার অমানুষিক বর্বরতা

মুসলমান নেতাদের ধিক্কার

নয়াদিল্লী, ২৮শে এপ্রিল (ইউ, এন, আই)—জনাব জুলফিকর আলী খান এম-পি, আজ মুসলিম জাহানের নেতাদের—বিশেষ করে আরব রাষ্ট্রসমূহের নেতাদের প্রতি বাংলাদেশে গণ-হত্যার বিরুদ্ধে একজোট দণ্ডায়মান হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন।

একটি বিবৃতিতে তিনি বলেন, জনসাধারণ—বিশেষকরে মুসলিম দেশসমূহের জনসাধারণ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম গোষ্ঠি বাঙলাদেশের বিরুদ্ধে একটি মুসলমান সম্প্রদায়ের এই আক্রমণ ও নিষ্ঠুরতায় স্তম্ভিত হয়ে পড়েছেন।

বসিরহাট থেকে পি, টি, আই জানাচ্ছেন: বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কয়েকজন মুসলমান নেতা, সাংবাদিক, চিকিৎসক ও এডভোকেট বাঙলাদেশের নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাদের বর্বরোচিত আক্রমণের নিন্দা করেছেন।

এইসব নেতাদের মধ্যে আছেন জনাব এ,কে, এম, ইসাক, এম-পি, জনাব আমজাদ আলী (প্রাক্তন এম-পি) এবং জনাব গোলাম মহীউদ্দীন, এম-এল-এ (প: বঙ্গ সংখ্যালঘিষ্ঠ কমিশনের সদস্য)। তাঁরা বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন।

একটি বিবৃতিতে তারা বলেছেন, "পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক গোষ্ঠি বাঙলাদেশের জনসাধারণের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে বিশ্বের ইতিহাসে তার তুলনা নেই। সেখানকার নিরীহ ও অসহায় জনসাধারণ পাকিস্তানী বর্বরতার শিকার হচ্ছেন। এ পারের মুসলমানদের ইয়াহিয়া শাসনের বিরুদ্ধে একজোট হওয়া ও বাঙলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি জনসাধারণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করার জন্য এগিয়ে আসা উচিত।"

এই সব নেতা বাংলাদেশকে সাহায্য সমর্থনের উপায় নির্ধারণের জন্য ৩০শে এপ্রিল কলকাতায় একটি সভা আহ্বান করেছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গান্ধী শান্তি ফাউণ্ডেশন কর্তৃক বাংলাদেশের সমর্থনে রাষ্ট্র সংঘ ও বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত।	দৈনিক 'যুগান্তর'	২৯ এপ্রিল, ১৯৭১।

বাঙলাদেশের সমর্থনে

রাষ্ট্রসংঘ ও বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধিদল প্রেরণের সিদ্ধান্ত।

নয়াদিল্লী, ২৮শে এপ্রিল (ইউ এন আই)—ভারতে গান্ধীবাদী সংস্থাগুলি বাঙলাদেশের প্রতি সমর্থন আদায়ের জন্য রাষ্ট্রসংঘ ও বিভিন্ন দেশের রাজধানীসমূহে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের মনস্থ করেছেন।

গান্ধী শান্তি ফাউণ্ডেশনের সম্পাদক শ্রীরাধাকৃষ্ণ আজ একটি বিবৃতিতে বলেন যে, গতকাল কলকাতায় সর্বোদয় কর্মীদের এক সভায় এই প্রস্তাবটি করা হয়। শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ সম্বন্ধে যথাশীঘ্র সম্ভব একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বানেরও প্রস্তাব করা হয়েছে।

সানফ্রান্সিস্কো-মস্কো অভিযান অথবা দিল্লী-পিকিং অভিযানের মত একটি আন্তর্জাতিক শান্তি অভিযান সুরু করারও একটি প্রস্তাব করা হয়েছে। ভারতীয় শান্তি সংস্থাগুলি এই প্রস্তাবটির উদ্যোক্তা। এতদুদ্দেশ্যে যুদ্ধ-প্রতিরোধকারী লীগ, আমেরিকান ফ্রেণ্ডস সার্ভিস কমিটি এবং আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তি কনফেডারেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ থেকে আগত যুবকদের অহিংস প্রতিরক্ষা সম্বন্ধে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে শিবির খোলারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী মাসে বনগাঁয়ে ১শ' যুবকের জন্য প্রথম শিবিরটি খোলা হবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকসেনাদের নৃশংসতার বিরুদ্ধে কোলকাতার মুসলমান সমাজের প্রস্তাব	'স্টেটসম্যান'	১ মে, ১৯৭১

CALCUTTA MUSLIMS CONDEMN PAK ARMY ACTION

(By a Staff Reporter)

At a meeting of Muslim citizens in Calcutta on Friday, a resolution was adopted condemning the brutal attacks on the people of Bangladesh by the West Pakistani Army and urged the Government of India to recognize the Bangladesh Government. It was also stated that India should take up the question of genocide in Bangladesh at the U. N. Mr. Ghulam Mohiuddin, M L A. presided and among the speakers were Mr. A. K. M. Islaque, M. P and Mr. Amzad Ali.

Anjumane Moha Sinia of Hooghly took out a procession of Bengali Muslims to the Bangladesh Mission at Circus Avenue, where they met Mr Hossain Ali and pledged their support. The Explorers Club, which runs a camp near the Mission, gave a warm reception to the delegation.

Mr Mihir Sen, chairman of the club who addressed the gathering, called upon Bangali Muslims, to come out unequivocally in support of the people of Bangladesh. He also appealed to wealthy Muslims to open and operate a few camps to feed and shelter some of the refugees who have come to West Bengal

The Bharatiya Mazdoor Sangh has urged the international labour organization to condemn the brutal attack by the Paksitani "colonialists" on the people of Bangladesh. The National Coordination Committee for Bangladesh in a statement, said that short term training courses in First Aid Are being held at Netaji Bhavan in Elgin Road, Calcutta, from 6 p. m. to 8 p. m.

U N I and P T I add: C P I leaders Mr. N. K. Krishnan and Mr Romesh Chandra will go to Muscow early next month to mobilize public opinion there in favour of Bangladesh. This was stated by Mr Rajeshwara Rao, the party's general secretary, at a Press conference in New Delhi on Friday.

Meanwhile the National Council of the party at its meeting demanded recognition of the provisional Government of Bangladesh by Government of India and extended "full support" to the people's liberation struggle against the military regime of Yahya Khan."

The president of the West Bengal Jana Sangha Mr. Haripada Bharati demanded that India should not only recognise Bangladesh at an independent sovereign republic but should also ask Pakistan for a "chunk of land" along the eastern border for lodging the refugees who were pouring into India from Bangladesh every day in large numbers.

The Assam Legislative Assembly unanimously adopted a resolution appealing to the people of the State to maintain peace and harmony among all-sections of people "in this critical hour of grave importance".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের প্রশ্নে আচার্য বিনোবার সাক্ষাৎকার: ডেমোক্র্যাসি এণ্ড মিলিটারীজম আর ইনকমপ্যাটিবল	পিপলস্ এ্যাকশন	মে, ১৯৭১

Vinoba Says

DEMOCRACY AND MILITARISM ARE INCOMPATIBLE

A group of Sarvodaya workers led by Shri Devendra Kumar Gupta met Vinobaji on April 4 at his ashram in Paunar and discussed Bangla Desh situation. A free-rendering of the discussion by Prabhash Joshi is given below:

Vinoba: The All-India Radio has broadcast this morning a message of sympathy by the Soviet President. I am happy at this. What are Sheikh Abdullah and Khan Abdul Ghaffar Khan doing? Have they said anything?

DKG: No.

Vinoba: Why are they silent? They should oppose the genocide in Bangla-Desh on humanitarian grounds alone. Where is Gaffar Khan?

DKG. Perhaps he does not like the disintegration of Pakistan.

Vinoba: Mujib was the leader of Bangla Desh. They (the milita
had indulged in a show of talks with him and then launched an all-ory rulers)
They are also using bombs. And when bombs are dropped, they kill
A bomb does not discriminate between Hindus and Muslims, men ut attack.
old and young. What is going in Bangla Desh is total destruction. If they were determind to impose their will on the people of Bangla Desh by terrorising them, why did they stage that drama of democracy?

DKG: People say India has also deployed army in West Bengal.

Vinoba: So what? Is the Indian army indulging in genocide? In West Bengal the need is to protect the borders. I have called it a 'bottleneck.' If India maintains an army, then it is necessary to deploy it on the borders.

Pakistan too had posted army in East Bengal. But they wanted to terrorise the people. That is why they brought tanks, bombers and other weapons for an all-out war.

DKG: But then this sort of genocide went on for more than a year in Biafra and no one could stop it.

Vinoba: England did raise her voice against it. Even here Soviet President has come out with a statement on purely humanitarian grounds. But America has termed it an internal affair of Pakistan. This is the measure of US wisdom.

There had been systematic repression and exploitation of the people of East Bengal by West Pakistan. The majority of the people lived in East Bengal but they were not fairly represented in the army and administrative services of Pakistan. The army and the administrative services had an overwhelming

majority from West Pakistan. The benefits of development have by and large gone to West Pakistan. East Bengal remained poor and even today they are the poorest people in the entire subcontinent. In the elections, Mujib's Awami League got 98 per cent of votes and won a majority in the National Assembly of Pakistan. But they were deceived and denied a democratic rule.

When Ghaffar Khan came here, I asked him: Pakhtoonistan is being suppressed by the military regime. Do you want India to raise this issue at the UN? He replied, "It will be untimely. Democracy is coming to Pakistan and we will see what we can do ourselves". He had absolute faith in the restoration of democracy. Now that democracy has been buried in East Bengal, why is he keeping mum?

DKG: But how can we force the aggressor to sit across the table to seek a peaceful solution?

Vinoba: Moral pressure will work. You must mobilise world opinion to bring pressure on the military regime of West Pakistan.

DKG: Can the two wings of Pakistan remain together now?

Vinoba: This would happen only when the ABC Triangle comes into being (ABC Triangle is Vinoba's idea of a confederation constituting the triangle of Afganistan, Burma and Ceylon with the sub-continent of India and Pakistan) But today even an Indo-pak confederation is not possible. The wars of 48 and '65 have blinded the people to think along these lines

If there is any wisdom left in Bangla Desh, they will never remain with West Pakistan after what they have suffered at the hands of the military regime Moreover, there are no common factors between the two wings. Islam has failed to weld them together. Entire Europe is Christian, but Christianity has not united them into a nation. Religion is outdated now Hunger is the main issue. Who is hungry? Of course, Bangla Desh, and hungry people have no religion

DKG: Should we call an Asian conference to mobilise world opinion?

Vinoba: Yes, this can be done. And it will be easier to organise it.

During my walking tours all over the country, I was in East Bengal for 18 days. I saw that people of Bangla Desh are very proud of their language. They used to say that the Bengali spoken in Calcutta is not pure Bangali. Their Bengali is pure 'gold'. And their Bengali has more Sanskrit words than any Indian language. Malayalam, among Indian languages, has the highest number of Sanskrit words but the Bengali of East Bengal has a still higher number of Sanskrit words.

I used to ask them: "Who are responsoble for making the Bangla mind?" and they always gave four names: Buddha, Mohammed, Chaitanya and Tagore. These are the four great personalities who have shaped the Bangla mind. They have adopted Tagore's song *Amar Sonar Bangla Desh* as their national anthem. They love Tagore's poetry so much. But the rulers of Pakistan had banned Togore's poetry on their radio.

DKG: There is fear in people's mind that East Bengal may secede and become independent.

Vinoba: We must not worry about it. Mujib never wanted an independent Bangla Desh. All that he wanted was autonomy. But the military rulers denied him this by merely staging the drama of democracy and then burying it under the military boots. So Mujib was forced to declare independence.

DKG: Should we appeal to the Government of India to recognise Bangla-Desh?

Vinoba: We are experts in giving impractical suggestions (laughter). I too have a suggestion. It is that India should disband her army. The democracy which relies on its army is not a true democracy. This has been proved in Bangla Desh. Setting this example before the world, India should declare that to protect our democracy we are disbanding our army. This will bring a tremendous moral pressure not only on Pakistan but on all the nations of the world. If you disband your army nobody will dare attack you. And even if someone attacks you, the world powers won't let it happen

DKG: But then how would we protect our people?

Vinoba: The people are already very well protected because no one is really depending on the army (laughter). The suggestion to disband the army is not as impractical as it sounds. What is impossible in normal times but it can be done in times of crisis. Your Government has a two thirds majority now and they are in a position to do it. If you do it, it will have a tremendous impact on the world

DKG: What can we do immediately?

Vinoba: You should mobilise public opinion not only in India but also in other countries. You can tell the people of America that the arms given by their Government are being used in East Bengal for perpetrating genocide. They can bring pressure on their Government and their Government in turn can persuade Pakistan to stop killing innocent and freedom loving people. You can persuade other countries, especially our neighbours, not to co-operate with Pakistan in the massacre of Bangla Desh people. You can ask your own Government to take up this issue at the UN.

In India, you can organise all-Party meetings all over the country to mobilise public opinion. You can collect funds for relief work. You can send medical teams to the borders.

DKG. How can the people of Bangla Desh resist the army nonviolently?

Vinoba: Under Mujib's leadership the people of Bangla Desh have given an excellent example of complete non-cooperation. But they have not shown the powers of nonviolence. Indeed, no country has done it. There are many examples of non-cooperation in the world. And even in India the power of nonviolence has not been used. I was hoping that Mujib might generate it. But he was deceived and the military has crushed any hopes by its all-out attack.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সকল দেশের প্রতি ভারত-বাংলাদেশ ফ্রেণ্ডশীপ সোসাইটির আহ্বান	প্রচারপত্র	২ মে, ১৯৭১

BHARAT-BANGLADESH FRIENDSHIP SOCIETY.

The birth of a new nation should be congratulated by all countries.

Formerly the name of our Organisation was Indo-Pak Friendship Society. After the birth of "Bangla Desh" as free and sovereign country under the able leadership of Sekh Mazibur Rahman, we have changed the name of our Organisation as "Bharat Bangla Desh Friendship Society". Formerly Jonab A.K. Fazlul Huq congratulated this organisation. Main aim of our organisation was at that time to promote cultural affinity between the two countries.

Since the dark night of March 25, blood lust of the West Pakistani Military is continuing. Bangla Desh has been oppressed and exploited for last 24 years by the handful of Punjabi and Sindhi industrial families. Now the country is being bled on a scale unknown in History.

Sekh Mazibur Rahman is a historical leader. He has proved his unprecedented popularity in last election. His party Awami league has got absolute majority both in State Assembly and in Central Parliament. But instead of transfer of power to Awami League blund soldier Yahya Khan has ordered mass massacres in East Bengal. The West Pakistani have mobilised in "Bangla Desh" all modern weapons of destruction which they collected from foreign countries. Fascist dictator Yahya Khan has got Zul ikar Ali Bhutta as Chief Adviser for butchery. 10 lakhs Bengalees have been butchered including women, children, old people, villagers, day labourers, kisans. Hindu community is main aim of butchery. Professors, Lawyers, Medical practitioners, Writers and other intelligentia are also to be finished. But Mukti Fouz is determined to win within monsoon period. The entire country is in revolt. Though armed with primitive weapons like lathis, spears and small quantities of arms collected from over powered West Pakistani forces they have strong moral as they are fighting for Democracy and Freedom.

On behalf of our organisation we place the following demands :

(i) Immediate recognition of Bangla Desh by all civilised countries. Countries believing in civilization, freedom and democracy should come forward.

(ii) International Red Cross must be send to Bangla Desh. Refusal of the same by Islamabad shows gravity of the situation. U.N.O. should not remain silent.

(iii) GENOCIDE in Bangla Desh must end immediately and West Pakistan forces must be withdrawn without any delay.

iv) The association congratulates Soviet Union and Yugaslav Govt. for the bold statement and requests to adopt further step. The association

condemns the attitude of Peking the self proclaimed champion of the oppressed and exploited nations which is now backing Islamabad.

(v) Western countries, who are also champion of democracy should come forward to recognise Bangla Desh and to stop planned butchery of civilian population. U.S.A., U.K, Japan, Germany and France have got special responsibilities to stop GENOCIDE.

(vi) Afro-Asian countries, specially non-alligned countries should also play their definite role. India, Yugoslav and United Arab Republic always stand by the oppressed people—Afro-Asian countries should meet in a conference immediately

(vii) This New Nation also needs medical relief and other help for its re-organisation. The question remains if butchery continues on unarmed people what is the need of U.N.O.?

(viii) Pakhtoon leader Badsa Khan should also come forward One crore Frontier people and Beluchistan pathans connot witness these horrible catostrophy.

(ix) Mukti Fouz have proved the futility of two Nation theory. It is evident from the fact that Muslim countries of Middle East have got separate identity. On humanitarian aspect civilised countries of the world are bound to be get involved. They must recognise "Bangla Desh" as free and Sovereign country.

(x) Uncivilised Pakistan should be expelled from U.N.O.

DHIREN BHOWMICK

Secretary,

Bharat Bangla Desh Friendship Society.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ জাতীয় সমন্বয় কমিটির সমাবেশে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের দাবী।	দৈনিক 'আনন্দবাজার'	৬মে, ১৯৭১

'বাংলাদেশকে' স্বীকৃতিদান ভারত সরকারের অপরিহার্য কর্তব্য।

শহীদ মিনারে জনসমাবেশে ঘোষণা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

বাংলাদেশ জাতীয় সমন্বয় কমিটির ডাকে সারা ভারত বাংলাদেশ স্বীকৃতি দিবস উপলক্ষে বুধবার বিকালে শহীদ মিনার ময়দানে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, কাল বিলম্ব না করে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি ও সাহায্য দেওয়া আজ ভারত সরকারের অপরিহার্য কর্তব্য। প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভারতের জাতীয় জীবনের সামনে অগ্নি পরীক্ষা স্বরূপ। এই অপূর্ব সুযোগ ব্যর্থ হলে ভারতের বর্তমান জাতীয় জীবন বিকৃত হবে এবং ভাবী জীবনও হবে চরমভাবে বিপন্ন ও বিড়ম্বিত। ওই মর্মে একটি স্মারকলিপিও রাজ্যপাল সমীপে পেশ করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। তিনি অসুস্থতার জন্য সভা ত্যাগ করলে বিচারপতি শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র সভার কাজ পরিচালনা করেন।

সভার প্রারম্ভে শ্রীমতি সুচিত্রা মিত্র বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা গানটি গেয়ে সভার সূচনা করেন। বাংলাদেশের পতাকা শোভিত সভামঞ্চের দুদিকে নেতাজী ও বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের আলোকচিত্র শোভা পায়।

সভায় শ্লোগান দেওয়া হয়, বাংলাদেশকে জিততে হলে এপার বাংলার শান্তি চাই 'পিণ্ডি-পিকিং চক্রান্ত বুঝবো বুঝবো', জয় বাংলা—জয়হিন্দ' ইত্যাদি।

সভাপতির ভাষণে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, বাংলাদেশের সমস্যাটি হল মনুষত্বের প্রশ্ন। এর একটা প্রতিবিধান হওয়া উচিত যাতে হত্যাকাণ্ড বন্ধ হয়, তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বলেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার বিষয়ে ভারতের আপত্তি থাকা উচিত নয়। গণতান্ত্রিক আন্দোলন জয়যুক্ত করবার জন্য প্রয়োজন হলে সৈন্য পাঠিয়ে যুদ্ধও করতে হবে।

শ্রীসুশীল ধাড়া বলেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার ব্যাপারে ভারতই আগে পথ প্রদর্শক হোক। কারণ স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে শুধু বাংলা দেশের, স্বার্থ নেই ভারতের তথা পশ্চিম বঙ্গেরও আছে। তিনি দেশের তরুণ সমাজকে প্রস্তুত থাকবারও আহ্বান জানান।

অধ্যাপক হরিপদ ভারতী বলেন, এতদিনও ভারত সরকার বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্নে নীরব থেকে প্রকারান্তরে পাকিস্তানের জংগী শাহীকে সমর্থন জানাচ্ছেন। তিনি অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা দেবার দাবি জানান। সর্বশ্রী

পান্নালাল দাশগুপ্ত, বীণা ভৌমিক, দক্ষিণারঞ্জন বসু, মৈত্রেয়ী দেবী, জনাব লালজান প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করেন। অধ্যাপক সমর গুহ এম পি সভায় প্রস্তাবটি পাঠ করেন। সভাশেষে শ্রীসত্যেশ্বর মুখারজি জাতীয় সঙ্গীত গান। বাংলাদেশের শিল্পী অধ্যাপক সুকুমার বিশ্বাস কয়েকটি গান গেয়ে শোনান।

'যেতে নাহি দিব'

(স্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তানের জন্য গন বোম্বাই দুটি জাহাজের একটিকে যাত্রার জন্য পোর্ট কমিশনারস বুকিং দিয়েছেন।

সেই অনুসারে ওই জাহাজ 'মাবনিনের' আজ বৃহস্পতিবার কলকাতা ছেড়ে চট্টগ্রাম অথবা করাচীর উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়ার কথা ছিল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্যে ভারতের ৪৪ জন অধ্যাপক, লেখক ও বুদ্ধিজীবীর আবেদন।	পুস্তিকা	৭ মে, ১৯৬১

APPEAL

To the Conscience of the World on the Agony of Bangladesh

From

Indian Thinkers and Writers

DEEPLY moved and shocked by the harrowing accounts coming from across the border, we raise our voice in anguish to express our sense of outrage at the crimes committed by a military junta against the defenceless people of East Bengal.

In the name of safeguarding the integrity of the State, the democratically elected majority has been outlawed by the fiat of a military dictatorship. But behind this cloak of legal and political casuistry lie the dead and the maimed in their thousands: not ony the heroic freedom fighters of East Bengal but entire civilian population innocent women and children, University teachers and students, whose only crime was their desire to be equal partners in a free, democratic nation. It is our profound belief that the sacrifices they are making and the suffering that they endue will not be in vain.

Even in this age when conscience of mankind has been muted by the collapse of moral values, there are still countless men and women throughout the world cherish values that have ennobled man. We urge them to hear the strangled cry of the people of East Bengal. In the name of humanity, we appeal to them to join us in mobilising world opinion to compel the military rulers of West Pakistan to end this insensate carange and espect tne democratic rights of the people.

S. NURUL HASAN
Member of Parliament; Director Centre of advance Studies in History, Aligarh Muslim University and some time Visiting Fellow, All Soul's College, Oxford.

ABDUL ALLEM
Vice-Chancellor,
Aligarh Muslim University.

S. MAQBOOL AHMAD
Director' Centre of West Asian Studies, Aligarh Muslim University.

Rais AHMED
Head of the Department of Physics, Aligarh Muslim Unisity.;

S. A. H. ABIDI;
Professor of Persian,
University of Delhi.

Dr. S. HUSAIN ZAHEER
Former Director-General,
Council of Scientific and Industrial Research in India, and Member of the Executive Committe, World Federation of Scientific Workers.

E. ALKAZI
Director, National School of Drama, and Asian Theatre Institute.

V. K. R. V. RAO
Former Union Minister of Education, and former Vice-Chancellor, University of Delhi.

DR. WAHEEDUDDIN KHAN
Professor of Philosophy, University of Delhi.

SAFIQUE CHOWDHURY
Professor, School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi.

DR. K. G. SAIYIDAIN
former Education Secretary.

DR ROMILA THAPAR
Professor, Jawaharlal Nehru University, New Delhi.

FRANK MORAES
Editor in Chief, Indian Express

A M KHUSRO
Director, Institute of Economic Growth, Delhi.

K. P S. MENON
Former Foreign Secretary, and Chairman, Indo-Soviet Cultural Society.

SUKHMAI CHAKRAVARTY
Professor of Economics, University of Delhi.

DR D S.KOTHARI
Chairman, University Grants Commission, and Honorary Professor of Physics, University of Delhi

DR.P.B GAJENDRAGADKAR
Vice-Chancellor, Bombay University and former Chief Justice of India.

DR SARUP SINGH
Vice-Chancellor, Delhi University

DR SUNITI KUMAR CHATTERJI
National Professor of Humanities

MR. MAHOMED ALI CURRIM CHAGLA,
Former Union Minister of Education, and former Minister for External Affairs

DR. S. GOPAL
Head of the Centre of Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, and Reader in South Asian Studies, Oxford University.

MR. MOHAMED HIDAYATULLAH
Former Chief Justice of India

DR RAJINI KOTHARI
Director, Centre for Developing Societies, Delhi.

PROF. M. MUJIB,
Vce-Chancellor, Jamia Millia Islamia, New Delhi.

MR. G. PARTHASARATHI
Vice-Chancellor, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, and former Permanent Representative of India at the United Nations.

MR. BADR-UD-DIN TYABJI,
Former Vice-Chancellor, Aligarh Muslim University, and former Secretary, Ministry of External Affairs.

MR. RAJKAPOOR
Film Director, Bombay.

PROF. RASHIUDDIN KHAN
Member of Parliament,
Head of the Centre of Political Development, Jawaharlal Nehru University, New Delhi.

PROF NIHAR RANJAN RAY
former Direcor, Indian Institute of Advance Studies, Simla Retired Professor of History of Art, Calcutta University.

MR. M.F. HUSSAIN
Artist, New Delhi.

PROF G.P.TALWAR
Professor of Bio-Chemistry, All India Institute of Medical Science New Delhi.

DR. ANDRE BATEILLE
Reader in Sociology, University of Delhi.

DR. TARA CHAND
former Education Secretary, former Vice-Chancellor, Allahabad University, and former Ambassador of India to Iran.

DR. S.N. BOSE
National Professor of Physics;

DR. MULK RAJ ANAND
Writer.;

DR. DEBI PRASAD CHATTOPADHYAYA
Member of Parliament.

MR. V.V. JOHN
Vice-Chancellor, Joodpur University.

PROF TAPAN RAY CHAUDHURY,
Professor of Economics and History, University of Delhi.

PROF M.S. VENKATRAMANI
Dean School of International Studies Jawaharlal Nehru University New Delhi.;

PROFS. C. DUBEY
Head of the Department of Social Anthropology, University of Sagar.

MR. DEBI PRASAD CATTOPADHYA,
Author and Philosopher.

DR. V.P. DUTT
Pro-Vice Chancellor, and
Professor of Chinese Studies,
Delhi University.

MR.SUBHAS MUKHOPADHYA
Author.

———

শিরোনাম।	সূত্র।	তারিখ।
রাষ্ট্রসংঘ মহাসচিবের প্রতি পশ্চিম বংগের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আবেদন।	দৈনিক 'আনন্দবাজার'	৭ মে, ১৯৭১।

বাংলাদেশের গণহত্যা নিয়ে বৌদ্ধ থানটের কাছে বাঙালী বৌদ্ধদের তার।

(বিশেষ প্রতিনিধি)

ইয়াহিয়া ফৌজের কোপানল থেকে বাংলাদেশের ৫ লক্ষ বৌদ্ধও বাদ পড়েননি। চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা জুড়ে পাক ফৌজ বৌদ্ধ গ্রামগুলিতে ঢুকে নির্বিচারে হত্যা শুরু করে দিয়েছে।

পাক হানাদারের অত্যাচার থেকে বাঙালী বৌদ্ধ শ্রমণ ও ভিক্ষুরাও নিষ্কৃতি পাচ্ছেন না। কুমিল্লার পূর্ণানন্দ মহাস্থবির গুরুতর আহত। পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রসার সংঘের সভাপতি জ্যোতিপাল মহাস্থবির কোনক্রমে প্রাণ নিয়ে বরইগাঁও বিহার থেকে পালিয়েছেন। চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি রোডে ... রাউজান থানার বৌদ্ধগ্রাম বিনাজুড়ির ওপর নেমে এসেছে মধ্যযুগের অন্ধকার। পাক ফৌজ সেখানে ঢুকে বারোহাত উঁচু দীপ মূর্তি চুড়মার করে ফেলেছে।

চট্টগ্রাম মহাবিহারের অধ্যক্ষ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান পাক ফৌজের অত্যাচারের ভয়ে কিছু বৌদ্ধশরণ নিয়ে চলে গেছেন দূরে এক গ্রামে।

বাংলা দেশ থেকে বৌদ্ধরা আসছেন ত্রিপুরায়। ত্রিপুরা হয়ে কয়েকশত পরিবার ইতিমধ্যেই কলকাতায় এসেছেন। কলকাতার বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর মহাসভা কিছু দুর্গত বৌদ্ধ পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছেন।

বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর মহাসভার মন্দিরে বসে কথা হচ্ছিল ধর্মাধার মহাস্থবিরের সঙ্গে। পীত বসন পরা এই প্রবীণ সন্ন্যাসীর বাড়িও চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামের মানুষের দুঃখে তিনি অভিভূত। সারা বাংলাদেশ জুড়ে বৌদ্ধ নির্যাতনের খবর দিয়ে তিনি বললেন, আমরা বাঙালী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে উথান্টকে একটি তারবার্তা পাঠিয়েছি। উথান্টকে নিজেও বৌদ্ধ। মানবতার এত বড় বিপর্যয়েও তিনি কি কিছু করবেন না?

মহাস্থবির বললেন, শ্রমণদের ছেড়ে ভিক্ষুরা দেশ ত্যাগ করতে চাইছেন না। কুমিল্লার আনিশ্বরে পূর্ণানন্দ মহাস্থবিরের ওপর এত অত্যাচার সত্ত্বেও তিনি আসেননি। তবে আবদুল্লাপুর কাটিকডুরি থানা, চট্টগ্রাম জেলা থেকে দুজন ভিক্ষু এসেছেন। এসেছেন, কুমিল্লার ধর্মরক্ষিত আর প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষু।

কলকাতায় যাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন দিনাজপুরের সাব জজ শীলব্রত বড়ুয়া আর চট্টগ্রামের অধ্যাপক অরবিন্দ বড়ুয়া। এরা দুজনেই বৌদ্ধ।

আর কয়েকটি পরিবারকে দেখলাম। বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভায় আশ্রয় নিয়েছেন। দেখা হল পাহিরিয়া (চট্টগ্রাম) গ্রামের শ্রীমতী নিরুপমা বড়ুয়ার সঙ্গে। ১২ এপ্রিল বেলা ১১টায় যখন পাক ফৌজ ও'দের গ্রামে এল তখন ও'রা পালিয়ে পাঁচ ছয় মাইল দূরে এক বৌদ্ধ মন্দিরে আশ্রয় নেন। তখন ও'দের গ্রাম দাউ দাউ করে জ্বলছে। তারপর দীর্ঘ ক্লান্তিকর যাত্রার শেষে রামগড় থেকে ফেনী পেরিয়ে সাবরুম। সেখান থেকে কলকাতা।

ব্রিটেনে বাংলা খবর

র

ব্রিটেন-প্রবাসী প্রায় দেড় লক্ষ বাঙালীর অধিকাংশই এসেছেন পূর্ববঙ্গ থেকে। তাঁদের অনেকেই চলনসই ইংরাজী বলতে পারলেও রেডিয়ো-টেলিভিশনের ইংরাজী যথাযথ বুঝতে পারেন না। এই সত্যটা উপলব্ধি করে, গত বৎসরের ঘূর্ণিঝড়ের পর অনেকদিন বি, বি, সি, বাংলায় বিশেষ সংবাদ পরিবেশন করেছিলেন। টাইমস পুনরায় সুপারিশ করা সত্ত্বেও বি, বি, সি, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সেরকম কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। তদুপরি, করাচী থেকে প্রচারিত বাংলা সংবাদও কেবলমাত্র পাঞ্জাবী অপপ্রচার। এমতাবস্থায় আমার অনুরোধ অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো তাঁদের ওভারসিজ সার্ভিসে ইংরাজী খবরের সঙ্গে যেন বাংলায়ও খবর প্রচার করেন। পূর্ব বাংলার এই দুর্দিনে ভারতীয় বেতার কর্তৃপক্ষ আশা করি এই অনুরোধটি রক্ষা করবেন। —শ্রীধন রায়, বার্মিংহাম।

—

শিরোনাম।	সূত্র	তারিখ।
বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রশ্ন—'বাংলাদেশ: প্রবলেমস অব রিকগনিশন'—বি, এল, শর্মার পর্যালোচনা।	অমৃত বাজার পত্রিকা	৭মে, ১৯৭১

Political Forum

BANGLADESH : PROBLEMS OF RECOGNITION

BY B. L. SHARMA

For more than a month the armed forces of Pakistan have been literally running amok in Bangla Desh. They have shot men, bayonetted women and children, set fire to homes and hamlets.

Inhabited areas have been sttaffed by military planes and shelled by artillery and gunboats. No one knows the number of casualties which according to some estimates run into several hundred thousand.

Shocking as the massacre has been—and continues to be—not a single Government, except India, has thought it fit to condemn it. Some of the countries like Britain have dismissed it as a domestic concern of Pakistan. Peking has gone still further and offered its full support to Islambad. True, Podgorny sent a rather strong letter to Yahya Khan but the results were negative. And yet world public opinion, far ahead of Governments, has not hesitated to charge Pakistan with committing a planned genocide, intended to destroy the leadership and economy of Bangla Desh and break the spirit of its people.

In the circumstances, is there nothing that the Government of India can do to close the chapter of horror and bloodshed across our border? It has has been suggested that India should intervene in Bangla Desh in some form or another.

Thus one proposal is that India should recognise the Government of Bangla Desh. Unfortunately International law on the subject of recognition is in a state of chaos. Not only has a distinction been made between recognising a State and recognising a government—for example in Bangla Desh both forms of recognition are involved—a State need not be recognised de jure and yet bilateral agreements could be signed with it as trade agreement have been signed between East Germany and India. Much less recognition is necessary for participation in multi-State conferences.

Conditions

Many conditions have been suggested by international jurists for recognising a State. These include possession of territory and an independent government in control of economic, technical and military resources, exercising authority over people living in its territory. In contrast, a Government before it is recognised must not only be in effective control of the territory and its population but must also be stable enough to last, so that it can enter into international obligations and be held responsible for their fulfilment.

In practice, some of the major powers have ignored these considerations. Thus the United States recognised Israel as a State as soon as Israel proclaimed her independence. Similarly when President Kasavubu handed over government to General Mobutu, France and Belgium promptly recognised the General's

The writer, a former Principal Information Officer of the Government of India, and later Officer on Special Duty in the Ministry of External Affairs, discusses the problems that might arise if India were to recognise Bangla Desh as an independent nation.

government. In both cases the reasons were political, not legal The US representative described the recognition of Israel as a "highly political act of recognition". In the Congo, France and Belgium were protecting their economic interests which generally under line political policy.

Indian recognition of Bangla Desh will thus have to be a political decision.

Assuming such a step is taken, certain consequences may follow immediately.

India and Pakistan may find themselves at war with unforseeable consequences, including economic ruination which might prove to be catastrophic. Even if, for some reason, hostilities do not break out between the two countries, India may find it difficult to refuse supply of arms to Bangla Desh, as the USA finds it necessary to arm Israel. Sooner or later this is likely to lead to an armed conflict.

Also this would give Pakistan exactly what she is looking for, namely an opportunity to bring up the matter in the Security Council where not only Bangla Desh, but also the Kashmir issue will be ripped open. India has had enough experience of the Security Council and it would be vain to expect any support from majority members of the Council. Thus once again India will be left high and dry, without rendering any substantial assistance to Bangla Desh

It has also been suggested that India should take the lead in raising the matter in the Security Council or in the General Assembly. With the exception of the Soviet Union how many member countries of the United Nations have raised their voice in support of the helpless people of Bangla Desh? The plain fact is that Governments are not moved so much by humanitarian considerations as by national interects

Muslim States are presumably loathe to see a Muslim country Pakistan weaken forgetting that an additional Muslim State would come into being. Some of the super-powers are worried about military balance of power being upset in this area and would not be happy to see Pakistan weakened vis-a-vis India A number of States suffer from nightmares of secessionist movements in their own territories and are therefore disinclined to support a secessionist movement elsewhere. They forget that in Bangla Desh it is not a minority which is seeking independence but a majority of the population which has already expressed its will in a free general election.

Obviously none of these proposals is sound. And yet as the Prime Minister has put it we cannot be silent spectators of the atrocities that Pakistan troops

are committing daily in Bangla Desh. There is only one way in which India can render service to Bangla Desh and bring the matter to a head without getting involved in recognition or a war with Pakistan.

A New Threat

Already nearly a million refugees have poured into India. This is posing a new threat to our economy and administration. The party at the Centre has been returned to power by the electorate on the basis of programme the objective of which is to eradicate poverty.The mounting relief operations along the Indo-Pakistan border in the East are eating away our resources which are badly needed for economic development. We should not forget that our own people need mobile hospitals kitchen for the poor clothes for the naked houses for the homeless hope for the hopeless

The time has come for India to take up in a big way the matter of relief in all the major capitals of the world as well as with all the international relief organisations—FAO WHO International Red Cross UNESCO CARE and so many others. What prevents super-powers and major powers as well as so-called Afro-Asian countries from making liberal donations for use by independent international bodies or by a body set up by themselves specially for the purpose?

Relief operations do not involve teasing legal and political issues. If hundreds of thousands of damaged lives are to be repaired surely the world cannot cast the entire burden of India and wash its hands of the whole busineess. Why do we not gear up our whole information and diplomatic machinery to meet the challenge?—INFA

শিরোনাম।	সূত্র।	তারিখ।
বিরোধী নেতাদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক: বাংলাদেশকে আশু স্বীকৃতিদানের সম্ভাবনা নেই।	স্টেটসম্যান	৮ মে, ১৯৭১

P.M. MEETS OPPOSITIONS LEADERS

NO EARLY RECOGNITION OF BANGLADESH :

NEW DELHI, May 7—At an onscheduled meeting this evening the Union Cabinet considered the situation arising out of the near-unanimous Opposition demand for immediate recognition of Bangladesh. The discussion was detailed and frank, and at least some members are believed to have favoured recognition. But no new decision was taken.

By implication the Government's stand—against immediate recognition—stays.

The Government has noted the new Pakistani propaganda line that the 15 million refugees who from East Bengal are Indian infiltrator who have been driven back to their country.

Earlier, despite Opposition pressure, the Government stock to the cautious line on Bangladesh—it will not recognise the freedom-fighters Government immediately but will prefer to "wait and watch the developments".

This was clear from Mrs Gandhi's remarks at a three-hour conference with Opposition leaders today, called to acquaint them with the latest developments and the Centres thinking on the subject : The Prime Minister denied the charge that the Governments stand was "born out of weakness" or that it was influenced by Pakistan's war threats or by fears of a confrontation with China. "There are more weighty reasons for it", she said, but did not elaborate.

India, Mrs Gandhi told the conference, bad sounded several friendly Goverments on the recognition issue but none favoured immediate action. This she implied bad influenced the Governments thinking.

The Soviet Union, it is learnt, is one of the several "friendly" powers with whom New Delhi has been in much Aid although Moscow seemed to accpt India's assessment of the East Bengal situation, it reportedly disfavoured the idea of granting immediate recognition to the Bangladesh Government.

Like the Prime Minister's stand, Opposition pressure was on the expected lines. Most Opposition leaders except Dr. Karni Singh of Bikaner and Mr. Mohammed Ismail, the Muslim league president wanted immediate recognition and took the Government to task for delaying it. Mr Atal Bepari Vajpayee, the Jana Sangh President, was most forthright while the DMK's Mr Manoharan was cautious. The critics wanted India to give a lead to the other Governments instead of being influenced by them.

Because of historical and geographical factors, as also the genocide being committed by Pakistan in East Bengal. India bad a special responsibility, they felt, Typifying their impatience was Mr Vajpayee's complaint that India had let down the people of Bangladesh.

Dr. Karni Singh and Mr. Ismail on the other hand, spoke of complications that could follow the recognition of Bangladesh. Mr. Manoharan wanted a thorough study of the move's implications.

International Norms

Mrs. Gandhi sought to project the Bangladesh issue in a broader perspective Leaving aside the issue of recognition, India, she said, had tried to help the people of East Bengal in their struggle for freedom in all possible ways subject to international norms and behaviour. Pakistan, she regretted, had resorted to lies to malign India and to mislead world opinion about the reality in East Bengal. She cautioned them against Pakistan's attempts to create communal tension in the country and sought the Opposition leaders help in forestalling such trouble.

Rehabilitation of refugees and the urgency of seeking help from international organizations also figured in the discussions. Mrs Gandhi disclosed that over 1,500,000 evacuees had crossed into India. Of these, 50% had been settled in camps and the rest were living in the open. This figure did not include those who had gone to Bihar and other States. The Government was aware of the socio-economic implications of such huge influx of evacuees and was doing its best in looking after them, she said.

Evacuees Not Refugees

However she made it clear that those who had come over to India will have to return to their country as soon as the war ended there. For that reason, she preferred to describe them as evacuees and not refugees.

Mr Swaran Singh, too, defended the Government's decision not to recognize the Bangladesh Government immediately. There was no alternative to a "wait and see" policy under the present circumstances, he said. As regards suggestions that India should take up the issue at the U. N. he explained that the Government had sought to rouse the conscience of other nations and that efforts were being made to involve international agencies in the rehabilitation of the evacuees.

Besides Mrs Gandhi and Mr was represented by Mr Jagjivan Swaran Singh, the Government Ram, Mr Chavan, Mr Fakhruddin Ali Ahmed, Mr Raj Bahadur, Mr R. K. Khadilkar and Mr Om Mehta.

All the Opposition leaders, except the Swatantra representative attended the meeting. The leaders of the Swatantra Party had written to the Prime Minister expressing their inability to attend the meeting as they had other engagements. Among those who attended were Mr Indrajit Gupta and S. M. Banerjee of the CPI, Mr A. K. Gopalan (CPI-M), Mr N G. Goray and Mr Sam - Guha of the PSP, Mr Manoharan (DMK) Mr Frank Anthony (Ind). Mr Vajpayee (J. S.), Dr Karni Singh and Mr Ismail.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'বাংলাদেশ দ্য ট্রুথ'	কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি প্রকাশিত পুস্তিকা।	৯ মে, ১৯৭১।

This small brochure has been written to narrate the story of Bangladesh movement. When Pakistan was formed on the demand of Mr. Jinnah and the Muslim League, there was no other bond of union between its two parts except that the people of the two wings had the same religion. Religion has seldom been the generator of the spirit of nationalism. Otherwise all the Muslims or Christians would have agreed to live under the same state. The people living in the two wings of Pakistan had no other common bond between them. Their languages were different and their cultures were different. Though the population of the Eastern wing was much larger than that of the West, the latter got preponderance in everything—a fact that cannot be denied by even the most ardent admirer of the West. What the most unfortunate people of the Eastern wing of Pakistan did unknowingly was to substitute British bosses by Punjabi bosses. The only consolation was that the people of both the wings had the same religion. But that soon proved to be a very poor consolation. The Bengali-speaking population was no doubt given some prizes here and there. But the main banquet was reserved for the West Pakistanis, the east getting only a few occassional crumbs. The resulting sense of injustice has given birth to the inevitable demand for greater autonomy for the Eastern wing and for a greater share in the total resources of that country.

This demand which is absolutely just should have been handled with great tact and sympathy. But unfortunately the poor people of the Eastern wing who demanded autonomy to secure equality of treatment got only bullets in return, and extremely brutal treatment from the Government of Pakistan The natural reaction to this Chengis Khan-Nadir Shah-Hitler treatment has been the declaration of independence by the people of Bangladesh.

This story of Bangladesh is not new in history. A large number of other countries which are now independent were formerly parts of another country. They had risen up in revolt against the rule of that country and had to make large-scale sacrifices before they achieved their freedom. Freedom's battle once begun may appear to be repressed on occasions But "though baffled off, it has ever won." There is no doubt that Bangladesh will attain its freedom sooner rather than later. Its story will be the same as that of any other freedom-seeking country. The only distuction between this story and all the previous stories of freedom is the unparalleled savagery, murder and destruction that are now being carried on in Bangladesh by the occupation forces. And the second most unfortunate fact is the attitude of the governments of most of the countries of the world and their response to this battle for freedom. There are no doubt honourable exceptions and we in India are proud that we beowe belong to this group. Our people have always supported the cause of freedom in every part of the world, irrespective of religion, colour, community or politics. Our support for the freedom of Bangladesh is on the same basis as that of the French people for the American War of Independence. When the majority of the people of a country rise up in revolt against the military government of that country, it is an affair which concrns not only the

anti-democratic government of that country but also all the democratic, freedom loving people of the world.

This story of Bangladesh has been written by Dr. Bangendu Ganguli and Dr. Mira Ganguli. They have taken a lot of trouble to write this within a short time, and we are really grateful to them.

University of Calcutta,
Calcutta Vaisakh 25, 1378
Rabindra Nath's Birth day, May 9, 1971.

S. N. SEN
Vice Chancellor

The conscience of the world has been profoundly shocked at the latest manifestation of the arrogant unrighteousness of the present rulers of Pakistan. This is but the culmination of a long series of acts of intimidation and economic exploitation, from suppression of the Bengalee people to deliberate mass murder.

Separated geographically by over one thousand miles of Indian territory but bound together by the Islamic faith, two distant regions were united as the nation State of Pakistan just over twenty-three years ago. But these years did not bring the two wings any nearer. On the contrary, their differences were accentuated. There can be no doubt about the fact that the West wing prospered dramatically over the past two decades while the economically backward but more populous East wing remained one of the most backward areas of the world. And it is at the expense of the East wing that the West prospered.

Economic Disparity

Per capita income in West Pakistan was much higher than in the East. While the disparity in real incomes per capita was somewhere between 40 and 50 per cent, the amount of resources made available to West Pakistan per capita had exceeded that to East Pakistan by an even wider margin. The latter was made possible partly by a net transfer of visible resources from the East to the West and partly by a higher allocation of foreign aid to the West.

One can obtain good approximations for regional incomes originating in banking and insurance by a breakdown of national totals based on the provincial distribution of deposits and advances of scheduled banks. This showed a ratio of about 3 to 1 in favour of West Pakistan. Some idea of the regional incomes originating in the central government and defence might be obtained by using the data on provincial distribution of the labour force in public administration. For 1955 this ratio was also about 3 to 1 in favour of West Pakistan.

But calculations of regional disparity in per capita money incomes would not quite reveal the disparity in real incomes since the purchasing power of money in the two regions was not the same. The Second Five-Year Plan of Pakistan stated that the prices of similar goods had generally been higher in East Pakistan than in West Pakistan, the difference sometimes far exceeding the cost of transport and distribution. Price differences widened during the period of the second plan. Over the period from 1959-60 to 1962-63 the regional price index increased from 100 to 112 in East Pakistan, as against the increase from 100 to only 102 in the West. In the Mid-Plan Review of the Third Five-Year Plan it was officially recognized that the upward trend in disparity had continued till the middle of the Third Plan period (1965—70).

Structural differences between the economies of the two regions support the picture of per capita income disparity. In the early years of independence the industrial bases of the two regions were of about the same size, and banking activity might have been greater in the East. However, evidence on the relative contributions of different sectors pointed toward a relatively backward structure of East Pakistan's economy even then. The relative share of agriculture was higher in the East (70 per cent or so as compared with 50-55 per cent in the West), that of the manufacturing sector was somewhat lower, and that of the tertiary sector as a whole was distinctly lower.

Over time, the structural differences increased further, with a higher rate of "structural development" in West Pakistan associated with a higher rate of growth in total (and per capita) domestic income. By the mid 1960's the relative share of agriculture in East Pakistan declined to only 60 per cent while in West Pakistan it reached 46 per cent; the manufacturing sector contributed about 7-8 per cent of the total value added in East Pakistan, and about 14-15 per cent in West Pakistan; the relative contribution of the tertiary sectors also increased at a faster rate in West than in East Pakistan. From 1951 to 1961 the proportion of the civilian a labour force in agriculture increased from 83.2 to 85.3 per cent in East Pakistan, and declined from 65.1 per cent to 59.3 per cent in West Pakistan.

These structural differences were associated with a higher rate of unemployment in East than in West Pakistan. The available evidence suggests that more than 20 per cent of the total labour force in East Pakistan was unemployed whereas in West Pakistan it was less than 8 per cent. In addition West Pakistan had a higher proportion of the more complex, capital intensive, in a sense more advanced, industries.

West Pakistan had a more developed infrastructure. The transport system was more developed : in 1960 the mileage of the high type of roads was over six times that in East Pakistan; railway mileage was about three times that in East Pakistan; the number of trucks and buses exceeded that in East Pakistan by five-fold. West Pakistan also enjoyed better facilities in communication, with more post and telegraph offices and nearly five times the number of telephones as in East Pakistan in 1960. The power-generating capacity in West Pakistan was from 5 to 6 times that in East Pakistan. West Pakistan also had a greater supply of engineering, industrial, and technical personnel. Finally she had greater access to the administrative machinery of the central government.

The seat of the federal government was in West Pakistan. The over-whelming majority of the central government offiers were from West Pakistan. The top positions (Secretaries and Joint Secretaries) including those of the Finance Ministry which are of obvious importance for the allocation of resources, were occupied almost exclusvely by West Pakistani civil servants (52 out of 53 in 1960). In all, out of a total of 2,779 first class officers the various central services in 1960 87 per cent were West Pakistanis. That a region with more than half of the total population occupied only 13 per cent of the more important central government positions might be a unique situation. The Central Finance Minister and the Deputy Chairman of the Planning Commission, both with considerable influence on the allocation of resources, never derived from East Pakistan.

The seat of the federal government has a natural tendency to attract business and commerce, banking and industry. West Pakistan not only hosted the central government, but also held nearly 90 per cent of its positions. Thus the region was in the enviable position of controlling—through its hold over the central government with all its economic controls—the allocation of strategic development resources available to the entire country.

While there was substantial disparity in per capita regional incomes, and while the economy of East Pakistan was structurally more backward than that of West Pakistan, the disparity in average living standards was greater than these comparisons suggest. This was because of a much greater net flow of foreign resources into West than into East Pakistan; this resulted in a wider regional disparity in the "absorption" of goods and services, caused partly by (a) a transfer of real (visible) resources from East to West Pakistan, at least in the early years of independence, and (b) a much larger flow of foreign aid into the western region.

The transfer of visible resources from East to West Pakistan over the first decade or so since independence was evidenced by East Pakistan's surplus overall balance of external trade for most of these years, taking both international and interregional trade together. In some of the remaining years also a transfer in the same direction in real terms would have been indicated if foreign exchange were valued at its real scarcity price instead of at the official price. Apart from the East to West transfer of visible resources, West Pakistan was fortunate in getting the bulk of foreign aid that flowed into the country.

As against the disparities in the economic and other spheres in favour of West Pakistan, East Pakistan had her population, about 54 per cent off the country's total. This population has been vocal.

Demand For Autonomy

In supporting the demand for Pakistan the people of East Bengal had expected that the new State would bring them material well being and opportunities for advancement. But these hopes were not fulfilled. And the people of East Bengal naturally resented this fact. As early as February, 1948, one member, who did not particularly sympathise with the Bengalees, said in the Constituent Assembly : "A feeling is growing among the Eastern Pakistanis that Eastern Pakistan is being neglected and treated merely as a 'colony' of Western Pakistan." It was out of this feeling of resentment that the demand for provincial autonomy grew. People referred to the historic Lahore Resolution of the Muslim League adopted in 1940, which had declared that in Pakistan the constituent units would be "autonomous and sovereign". They pointed out that actually Pakistan was upholding an ideal of centralization of power rather than that of provincial autonomy.

The sense of betrayal in East Bengal reached a climax over the question of language. In March, 1948, Jinnah, who had come to address the convocation of the Dacca University, was annoyed by the students' demand that Bengali be recognized as a State Language at par with Urdu. He categorically told his audience : "Let me make it very clear to you that the state language of Pakistan is going to be Urdu, and no other language."

Bengalees saw this not only as a mortal blow to their culture by also as a threat to perpetuate their under representation and inferior status in the

administrative services, especially in relation to Punjabis by putting them at a disadvantage in all competitive examinations. Resentment over the question exploded in February, 1952, when blood flowed freely—blood of Jabbar, Salam Rafiuddin, Barkat and twenty-two other young people who had dared come out in support of their beloved mother tongue. The blood of the martyrs forced the League Government of East Bengal to demand Bengali as one of the State languages. This demand was turned down at that time. But the Constitution adopted in 1956 declared : "The State languages of Pakistan shall be *Urdu and Bengali.*"

The urge for provincial autonomy was perhaps the main cause of the virtual annihilation of the Muslim League in East Pakistan in the 1954 elections. The United Front which came to power had reiterated the demand for provincial autonomy in its election programme and the new ministry concentrated on a seven-point programme which dealt largely with the same demand : "Complete autonomy for East Pakistan in all matters except defence, foreign affairs and currency, which would be reserved for the central legislature." The ministry, however, could achieve little because within a fortnight it was dismissed by the Central Government in a grossly arbitrary fashion.

With the passage of time the economic disparity between the two wings of Pakistan grew and so did the urge for provincial autonomy. The military rule of Ayub Khan commenced in 1958 and lasted for ten years and a half. The military rule and the 'Basic Democracy' of Ayub Khan could not, for obvious reasons, create any opportunity for the realization of provincial autonomy. Quite naturally, new dimensions were added to the problem of provincial autonomy and in 1966 Sheikh Mujibur Rahman announced the six-point programme for full provincial autonomy :

> Eastablishment of a federal form of government, with Parliament directly elected by adult suffrage : the federal government would control only defence and foreign policy, leaving all other subjects to the federating States of East Pakistan and West Pakistan; to stop movement of capital from East to West Pakistan, either separate currencies or separate fiscal policies would be established; the federal government would share in State taxes for meeting its expenses, but would itself have no powers of taxation; each of the federating States would be empowered to enter into trade agreements with foreign countries and would have full control over its earned foreign exchange; the States would have their own militia or paramilitary forces.

Mujibur was arrested just two months after the announcement of the six-point programme. The false Agartala Conspiracy Case was started in January 1968 purporting to show that a number of East Pakistani officers of high rank in civil and military establishments had entered into a conspiracy with the Indian diplomatic staff to bring about the freedom of East Pakistan. As an afterthought Mujibur, who was already in jail, was also implicated in this trial.

Anti-Ayub mass agitations broke out at the end of 1968 and its real leadership in East Pakistan was provided by the Students' Joint Action Committee in which the student wings of all political parties were represented. The eleven-point demand of the students incorporated the salient features of the six-point programme. The anti-Ayub agitations forced the government to withdraw the Agartala Conspiracy Case and in the beginning of 1969 Mujibur was released. Eventually he was invited by Ayub Khan to join the Round Table Conference

in Rawalpindi. At the conference Mujibur Rahman pointed out that the national question was the key question in Pakistan but it had been sought to be by-passed by those in power ever since the inception of the new State. He said that East Pakistan had a separate entity given by unalterable facts of geography, economics, language and culture. These facts had to be recognized in the organisation of State and government. He pressed for the recognition of the six-points.

The 'Basic Democracy' of Ayub Khan collapsed within a few days. There was a second military take-over. Ayub Khan was replaced by Yahya Khan on March 25, 1969.

The aims of the new regime were enunciated in the three declaration issued by Yahya Khan in 1969 and 1970 and through the Legal Framework Order passed on March 30, 1970. Yahya avoided any direct commitment on the question of autonomy for East Pakistan. All he would say was that he wanted to grant the maximum autonomy to the provinces, subject to the limits set by the needs of an efficient working of the central government.

Under the Legal Framework Order elections would be held and the National Assembly of Pakistan would have to draw up a Constitution within 120 days from the day of its first sitting. Elections to the National Assembly and the Provincial Legislatures were indeed held in December, 1970. The Awami League led by Sheikh Mujibur Rahman won 167 out of 169 seats allotted to East Pakistan in the National Assembly and thus secured an absolute majority in a House of 313. In the elections to the Provincial Legislature the electorate recorded its preference for the same party in almost equally emphatic terms. In January, 1971, Yahya Khan came to Dhaka for talks with Mujibur Rahman and other Owami League leaders. At the end of his visi, on January 14, Yahya referred to Mujibur Rahman as the future Prime Minister of Pakistan and said that power was going to be transferred to him soon. But he refused at that time to fix a date for the session of the National Assembly. After considerable delay, the Assembly was convened to meet at Dacca on March 3. Zulfiqar Ali Bhutto, whose People's Party had won 85 seats in the National Assembly, threatened to boycott the Assembly unless the Awami League modified its six-point programme. He wanted a strong centre with wide powers specially in the field of taxation and foreign trade. Mujibur Rahman declared that the people of East Bangal had given a clear verdict in favour of the six-point programme envisaging full provincial autonomy and this verdict had to be respected. The country's constitution had to be based on the six-points.

Preparations for the National Assembly session went on in spite of Bhutto's threat, and the Awami League's thirty-member committee sat to review the draft constitution prepared by the party on the basis of the six-point programme. Bhutto continued to press for the postponement of the session and threatened that there would be mass agitation all over the west wing if the National

Assembly met without his party's participation. And suddenly, on March 1, Yahya Khan postponed the session indefinitely. Announcing this decision with what he described as a "heavy heart", he said that the attitude of the leaders of the two wings of Pakistan as also of India was regrettable. There was no elaboration of the cryptic reference to India. Yahya Khan further said that Pakistan faced the gravest crisis and postponement of the session was necessary to find some solution to this crisis. The governors of the West Pakistan provinces were immediately appointed as Martial Law Administrators for their respective areas and the Governor of East Pakistan was replaced by a new Martial Law Administrator.

At a news conference Mujibur Rahman condemned this postponement as a conspiracy and called for a hartal in Dacca on the next day and a general strike throughout the country the day following. He regretted that the President had postponed the National Assembly session without even carring to consult the majority party. Spontaneous protest demonstrations against Yahya's decision broke out in Dhaka and several thousand people held a rally outside the venue of the news conference.

As the demonstrators cried for retaliation Mujibur counselled patience and said: "We will launch a peaceful constitutional movement." But violence erupted in Dacca the next day as the Pakistani security forces fired on the people. Curfew was imposed in Dacca and two other towns and the Martial Law Administration issued a decree clamping Press censorship in East Pakistan. On March 3, Mujibur announced the start of a non-violent non-cooperation movement which would continue "until the fundamental democratic rights of the people of East Pakistan are secured." On the same day Yahya Khan invited the leaders of the two wings to a conference in Dacca on March 10 to thrash out their differences over the formulation of the constitution. As hundreds of people were being killed and injured in street fighting between the troops and angry demonstrators, Mujibur declined the invitation to attend the conference. He said: "We do not want to sit with the perpetrators of mass murder". He asked that the troops be sent back to the barracks. This request was not heeded, and many more demonstrators were killed in the next few days. While the military government reinforced troops in East Pakistan by planes and ships carrying more soldiers and equipment, Yahya Khan called the National Assembly session to meet on March 25. He, however, warned that the army would maintain the "complete and absolute" integrity of Pakistan.

Mujibur Rahman declared that his party would consider the question of attending the session only if Yahya Khan immediately lifted the martial law, withdraw troops, restored civilian rule and ordered an inquiry into the recent killing in East Pakistan.

The non-cooperation movement continued. The whole of East Bengal was behind Mujibur and his Awami League. Even the Chief Justice and all the

Judges of the Dacca High Court responded to the call for non-cooperation. It was a stupendous and truly incomparable movement. On March 15, Mujibur Rahman declared that he was taking over the administration of Bangladesh on the basis of his party's absolute majority in National Assembly and the Provincial Assembly. He issued a set of 35 directives which amounted to unilateral declaration of autonomy. Within hours of this declaration Yahya Khan flow to Dacca and on March 16 talks between the two started. At a later stage Bhutto and other West Pakistani leaders joined the talks.

At no stage was there any breakdown of talks or any indication by Yahya Khan or his team that they had taken a final stand that could not be abandoned. On the contrary, an agreement had been reached on four points. These were: lifting of martial law and transfer of power to a civilian government by a Presidential Proclamation; transfer of power in the provinces to the majority parties; Yahya Khan to remain as President and in control of the central government; and separate sittings of the National Assembly members from East and West Pakistan preparatory to a joint session of the House to finalize the constitution. Once this agreement in principle had been reached between Mujibur and Yahya, there was only the question of defining the powers of Bangladesh vis-a-vis the Centre during the interim phase.

But suddenly, on the night of March 25-26, Yahya dashed out of Dacca under cover of darkness. Simultaneously the Pakistani army went into action to re-assert its authority throughout the eastern wing. Back in West Pakistan, Yahya broadcast a message to the nation banning the Awami League and charging Mujibur with treason. And on March 26, Mujibur Rahman proclaimed the independence of Bangladesh as a Sovereign People's Republic. Formation of a provincial government of Bangladesh was announced two days later and on April 17 the Democratic Republic was formally proclaimed

It is now clear that Yahya Khan and his team never had the slightest intention of solving Pakistan's political crisis peacefully. They were only interested in biding time to permit the reinforcement of troops with modern arms. The remarkable success of the civil disobedience movement left the Pakistan government in no doubt that the days of colonial exploitation of the East wing were gone for ever. Hence the Pakistani government ordered the commencement of genocidal military action on March 25.

As the gallant people of Bangladesh rose to fight for their freedom, acre on acre of their golden-green motherland turned red with martyrs' blood.

War in Bangladesh

A massive attack by the Pakistani armed forces was unleashed against the entire people of Bangladesh on the night of March 25 and it is still continuing. The government of Pakistan has chosen to flout not only the mandate of the

people but all known canons of civilization. No total picture of the atrocities perpetrated by the Pakistani armed forces is available as yet. But the reports published in newspapers in India and abroad and the accounts given by the lakhs of refugees who have come to India reveal that the Pakistani government has been carrying on cold-blooded genocide in Bangladesh. By all accounts and evidence the Pakistani troops have unleashed a *de facto* total war against the entire population of Bangladesh. They are engaged in extensive aerial bombing and strafing on towns and villages. They are using sophisticated mass-killing weapons like tanks, cannon, mortars and machine-guns. They have also used incendiary bombs and reportedly even Napalm. The government of Pakistan has systematically killed a large section of the Bengalee intellectuals and leaders of public opinion. They have deliberately killed teachers and students in large numbers, and they are killing all able-bodied Bengalees in a systematic way. An orgy of masskilling is on.

The government of Pakistan has blatantly violated the most precious principles of international law. It has violated, *inter alia,* the Preamble and Articles 1, 55 and 56 of the U N. Charter, the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966, Article 23(g) of the Hague Regulations, 1907, Article 3 of the Geneva Conventions, 1949, the Doctrine of Immunity of Non-Combatants from Belligerent Attacks and the Genocide Convention, 1948.

A systematic pattern of physical and psychological destruction became apparent even during the first night of fighting on March 25, 1971. It was soon clear that certain groups had been selected to be the victims of completely unrestrained brutality. These included students and teachers. At least nine of the top academicians of the Dacca University were shot dead by the Pakistani troops in course of the mid-night massacre of March 25. Many others were murdered in the next few days. Twenty academicians of the University were lined up against the wall inside the University campus on March 28 and shot dead. Many distinguished teachers, poets, novelists, physicians and lawyers were killed by the army firing squads at Dacca, Khulna, Jessore, Rajshahi, Pabna, Chittagong and Rangpur. Even young school children were not spared. Students of St. Francis Xavier's School in Jessore were machine-gunned by the troops.

Many University buildings at Dacca were completely destroyed. Every room in the three-storeyed Iqbal Hall was ransacked after the people inside had been done to death. Similar attacks took place at Jagannath Hall, Salimullah Hall and the residence halls of the Dacca Medical College. Every individual was killed in these places.

About fifty girl students residing in the Rokeya Hall of the Dacca University jumped to their death when Pakistani troops attacked the building. Most of

the other girl students were brutally treated and forcibly taken away by the troops to the cantonment. Shaheed Minar, erected in memory of the martyrs of the language movement, was totally destroyed. In the apartments of the faculty staff children were shot dead in their beds

John Rhode, an American Aid worker was in Dacca until recently and witnessed the destruction caused by the Pakistani troops there. In a letter released recently by the Senate Foreign Relations Committee of the U.S.A., Rhode described how student dormitories of the Dacca University had been shelled by army tanks and all the residents slaughtered. He spoke of "the planned killing of much of the intellectual community including a majority of the professors at Dacca University." In his opinion, "the law of the jungle prevails in East Pakistan, where the mass killing of unarmed civilians, the systematic elimination of the intelligentsia" was in progress.

Simon Drik, a correspondent of the *Daily Telegraph* was an eye-witness of the Dacca carnage He said that on the morning of March 26 the army went about for eleven hours systematically destroying the entire old city of Dacca. People were burnt inside their homes. As people fled out of the city troops followed them. Drik narrated how people asleep in a bazar had been shot dead and in the morning were still lying there with the rugs on them as if they were still sleeping.

In two of the old city's largest bazars the stench of dead and burning bodies was so overpowering that the survivors had to walk about with cloths over their nose. The stench of decomposed bodies pervaded the air in almost every locality of Dacca. The Pakistani troops carried truck loads of bodies to the banks of the rivers and dumped them there. An open field between the Jagannath Hall and the Rokeva Hall in the University area had been turned into a mass burial ground. People were forced by the troops to dig graves and, when they had finished, they themselves were machine-gunned by the troops. Dhaka was stinking with decomposed bodies still littered on streets even a fortnight after the military operations had begun.

At Rajshahi, the Medical and the Engineering Colleges were repeatedly bombed. So were the T. B. Hospital and the Muslim School. Pakistani troops advancing on Rajshahi destroyed everything in their way. Shouting 'Jai Bangla' slogans and without uniforms they stormed Rajshahi and the adjoining villages on April 13 and went berserk as they gunned down civilians and set the town on fire. Terrorised civilians trying to cross the Padma river were ruthlessly machine-gunned by troops waiting for them at the riverside. Women and children floundered and were drowned as machine-gun bullets sprayed the river and heavy mortar shells fell mid-stream.

Fleeing refugees were brutally murdered in other places as well. For days Pakistan Air Force fighters, flying low, machine-gunned streams of refugees on

the Sylhet-Churkhai-Sutarkandi Road. The planes flew over wide areas in search of the fleeing persons and as soon as they caught sight of them, the aircrafts swooped down to shower bullets. And near Comilla, on April 9, a convoy of fifty trucks carrying Pakistani troops "stopped on the way every now and then to take spot shoots at fleeing villagers or to burn roadside villages".

A Danish Student who was in Chittagong till April 4 narrated stories of atrocities committed by the Pakistani troops on the civil population there. Children were killed in a village on the outskirts of Chittagong as the troops fired from machine-guns at some of the mud houses there. In the city they shot many people. At one shop about fifteen people were buying food. The soldiers ordered them to come out and as they obeyed the troops lined them up and fired. Only one escaped with two bullet wounds. All the others were killed. The Danish student said that on March 31, the army started burning the bazars and mud houses They also burned down about forty factories near the cantonment area and along Dacca Road, during the next three days. The New Market in Chittagong was destroyed with mortar shells The student was told by an officer of a ship that about four hundred bodies had been floating in the river Karnaphuli.

A jute mill manager from Chittagong related that all his employees had been battered to death. An engineer from Peterborough who was in Chittagong said that the army men were rounding up people and shooting them down There was no attempt at questioning. If the people ran away they were shot down from behind like dogs. The engineer said that the Bengalees were being killed in their thousands. "If the men with guns couldn't find anyone on the streets they threw mortar bombs through the windows of houses. There were hundreds of dead children" Corpses, piled high, were left to rot in the streets

In Chittagong, Comilla and Dacca Pakistani troops even used the bodies of murdered Bengalees to erect road barricades

The Pakistani armed forces have been laying waste villages and towns in a manner reminiscent of the Nazi atrocities. Everywhere they go they leave in their trail scores of burnt out villages and towns. Even Tagore's house at Silaidah—where the poet spent one of the most creative periods of his life—has been completely destroyed by the troops. In addition to looting food godowns and granaries they have been spraying inflammable chemicals on agricultural land to destroy standing crop and to make the land uncultivable in future.

Pakistani troops have been indulging in an orgy of molestation of women. In addition to the girl students of Dacca University many young girls from different areas of the city were forcibly taken by the troops to the cantonment. Even the wives and daughters of Bangalee Army officers were abducted. An eye-witness related how in one village on Comilla-Chandpur Road all the women-

folk were stripped and asked to march in front of advancing trucks. All of them were either shot dead or crushed under the wheels of the trucks.

The troops have been playing devilish tricks on innocent, credulous people. On several occasions, people were asked to come and collect their monthly pay packets. As the people lined up in good faith, they were mowed down with bullets. In another place people were invited to come and collect their rations from the ration shop and they were assured that no harm would be done to them. When the people came to the shop, the troops opened fire killing one hundred persons.

The contents of the diary of a British businessman as published in a calcutta daily show that even foreigners have not been spared. Three Britons were arrested on March 29 by an army unit and taken to the cantonment in Dacca for having taken photos of the bombed-out St. Thomas Church in the old city of Dacca. One of them was an official employed by British Council in Dacca while the other two were members of the British Volunteer Service Organisation. Some people who witnessed the arrest informed the American Consulate and an U. S. official was sent to the cantonment. He found the Britons literally lined up against the wall and the firing squad taking the aim It was only this timely intervention that saved the lives of these three Britons.

The Pakistan Government did not even grant permission to a Red Cross mercy plane to fly to Dacca. After waiting for two days in Karachi with relief supplies t had to go back.

It is next to impossible for any human being to describe in words the ghastly acts of brutality committed by the Pakistani armed forces. But the picture that emerges from scattered reports is terrible enough to shock even the most nsensitive mind. The appalling slaughter is still continuing—yet the resistance of the people goes on heroically day after searing day. No one konws how long this fight for liberty, dignity and human values will go on, how many more lives will have to be sacrificed in Bangladesh for saving civilization from barbarism.

In this hour of the supreme trial and suffering of the people of Bangladesh, we appeal to the conscience of humanity. Help the people's struggle in Bangladesh, help the government of the people, cry in a million voices halt to reaction, come in your millions to the aid of democracy, to the success of civilization and culture.

(This brochure is based mainly on:

1. Md. Anisur Rahman, *East And West Pakistan, A Problem in the Political Economy of Regional Planning*, Harvard University Center for International Affairs, July, 1968.
2. Gunnar Myrdal, *Asian Drama*, Volume 1, Allen Lane The Penguin Press, London, 1968.
3. *Keesing's Contemporary Archives;*
4. *The Statesman*, Calcutta.)

CALCUTTA UNIVERSITY BANGLADESH SAHAYAK SAMITI SECRETARY'S REPORT

The Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti was formed on April 3, 1971, at a meeting of students, employees, officers and teachers of the University, teachers of affiliated colleges and members of different University bodies. The committee has Prof. Satyendranath Sen, Vice-Chancellor, as its president, Prof. P. K. Basu, Pro-Vice-Chancellor for Academic Affairs, as working president and Shri Hirendramohan Majumdar, Pro-Vice-Chancellor for Business Affairs and Finance, as treasurer.

An initial donation of Rs 5000 by the Calcutta University formed the nucleus of the committee's fund and the commmittee started functioning immediately.

Since its inception the committee has been rendering considerable assistance to the war evacuees. Apart from food packets, medicine and first-aid equipment have been sent. Because of the heavy influx of war evacuees—whose number has already crossed fifteen lakhs— we have had to spend several thousands of rupees and considerable energy in this sphere. Sm. Bina Bhowmik (an alumnus of the University) along with a small team of Sm. Kamala Bose, Sm. Mrinmayee Bose, Sm. Meera Sen and others has rendered us considerable assistance in this matter. Teachers and students of schools and colleges also have lent a ready hand

Our president sent telegrams to the Prime Minister of India and the Director-General, UNESCO, amongst others, on April 5, 1971. In his telegram to the Prime Minister our president drew her attention to the need for giving recognition to Bangladesh. Our president drew the attention of the Director-General, UNESCO, to the dastardly attack on Bangladesh and substantial destruction of the Universities of Dacca, Rajshahi and Chittagong, including mass murder of teachers and students. He also drew the Director-General's attention to the unabated genocide committed by the Pakistani Army in Bangladesh. The Director-General has sent a telegraphic acknowledgement expressing his sympathies for the victims of genocide. The Prime Minister also has acknowledged the telegram

One of our aims is to help those teachers of universities and other educational institutions in Bangladesh who have crossed over to India. We have offered and shall continue to offer temporary financial assistance to these teachers and we have opended a Register for them. Dr. Aniruddha Roy of Post-Graduate Islamic History and Culture Department, in co-operation with Shri Anil Sarkar of Post-Graduate Commerce and Shri Pijush Das, Shri Angsuman Mallik and Shri Anil Basu, has taken charge of this department. The Syndicate of the Calcutta University has drawn up a scheme for offering

visiting professorships/lecturerships to the scholars from Bangladesh. With the concurrence of University Grants Commission and the Ministry of Education, Government of India, the scheme can oe spread over the whole of India. The Scheme can also be extended to cover the schools with the concurrence of the State Governments. We have already written to the different State Governments and contacted some of them. We hope that something will come out of these efforts.

In addition to the publication of the present brochure, we have patronised a publication in Bengali dealing with Sheikh Mujib's six-point programme. The task was undertaken by Shri Ajit Mohan Gupta (an alumnus of the University), proprietor of the Bharat Phototype Studio. Shri Swaraj Bhattacharyya, staff photographer of *Chitrangada*, has helped us with many valuable photograps.

Our president has issued an appeal (both in English and Bengali) to the people, especially to the alumni of the University, for liberal donations to the fund of the Samiti The response has been encouraging. The first to donate was our National Professor, Shri Satyendranath Bose. Others to donate in quick succession were Krishnagar Women's College, Sarojini Naido College, Women's College, Calcutta Lady Brabourne College, Bethune School, Teachers and staff of Dr. B. C Roy Institute of Basic Medicine, Calcutta University, 61 teachers of the Post-Graduate Departments of the University, students of Economics, Political Science, Islamic History, Modern History and English Departments of the University, Bharat Charity Trust through Mr. N. L. Todi, Messrs Press Agents Pvt. Ltd, Messrs. Allied Agency, Staff of Pasteur Labouratories, Siddheswar Hosiery Factory, Gokhale Memorial Girls' College, Umesh Chandra College, Bangladesh Aid Committee, Bombay, Shri H P. Lohia, The Anglo-India Jute Mill (officers and workers), Shri Ajit Kumar Datta, former Advocate-General, Government of West Bengal, Father P. Fallon, S. J. Shri Amitesh Banerji, Principal Nirodkumar Bhattacharyya, Principal Mamata Adhikary and many others from all walks of life. Free gifts of medicine were collected by Shri Utpal Chowdhury and Sm. Soma Chatterjee University students of all departments are raising funds on behalf of the Samiti. We hope the number of donors will swell daily to help us tackle the gigantic task.

Professors Jnanes Patranabis, Jatin Chatterji, Dipak Hazra and P. Sen Sarma have taken overall charge of the office. The office of the Samiti is functioning on the first floor of the Darbhanga Building between 11 a.m. and 5-30 p.m. and at 14, Bidhan Sarani, first floor, between 6 p.m. and 8 p.m.

We need funds to carry on the tasks we have undertaken. Students, employees and teachers of educational institutions may kindly decide to make monthly contributions for quite some time to the Vice-Chancellor's fund. We

also appeal to all others for generous contributions. Cheques may be sent in favour of the Treasurer, Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti.

May 9, 1971.

D. K. CHAKRAVARTY,
Secretary,

Calcutta University Bangladesh
Sahayak Samiti.

বাংলাদেশের সাত কোটি মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্যে আমাদের আজকের এই সংগ্রাম। অধিকার বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে। বুলেট, বন্দুক, বেয়নেট দিযে বাংলাদেশের মানুষকে আর স্তব্ধ করা যাবে না। কেননা জনতা আজ ঐক্যবদ্ধ।

লক্ষ্য অর্জনের জন্যে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। ঘরে ঘরে গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধের দুর্গ। আমাদের দাবী ন্যায় সংগত। তাই সাফল্য আমাদের সুনিশ্চিত।

জয় বাংলা।

শেখ মুজিবুর রহমান
১৯/৩/৭১

This struggle of ours is for the complete liberation of seventy million people of Bangladesh. Our struggle will go on until our rights are secured. The people of Bangladesh will no longer be cowed down by bullets, guns and bayonets, for today the people are united.

We must be ready for any sacrifice in order to achieve our goal. Every home must be turned into a fortress of resistance. Ours is a just demand. So we are sure to win.

Jai Bangla.

SHEIKH MUJIBUR RAHMAN
19-3-71

(English version of Sheikh Mujibur Rahaman's message—facsimile on page 35.)

Published by Prof. Dilip Chakravarty, Secretary, Calcutta University Bangladesh Sahayak Samity, Senate House, Darbhanga Building, Calcutta-12 and printed by Mr Ajit Mohan Gupta, Bharat Phototype Studio, 72/1, College Street, Calcutta-12. Price Rupee one only.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ঈদ-ই-মিলাদুন্নবীর সমাবেশে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের দাবী।	দৈনিক 'আনন্দবাজার'	৯ মে. ১৯৭১

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান

জনমত গড়ে তুলতে জয়প্রকাশ বিদেশ সফরে যাবেন

নাসিক, ৮ মে—স্বাধীন বাংলা দেশ সরকারকে তাড়াতাড়ি স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সর্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ বিশ্বের সব দেশের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। এক সমাবেশে বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে শ্রী নারায়ণ বলেন—বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি বিদেশ সফরে যাবেন বলে স্থির করেছেন। শ্রী নারায়ণ জানান তিনি কায়রো, রোম, মসকো, বারলিন,, নিউইয়র্ক, জাপান এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে যাবেন। —পি টি আই

পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করুন —ইয়াহিয়া

নয়াদিল্লী, ৮ মে—জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য নিজেদের জীবন পুনরায় উৎসর্গ করতে তাঁর জনগণের উদ্দেশে আবেদন করেছেন।

পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে পাক প্রেসিডেণ্ট যে আবেদন করেন তাতে তিনি এই বলে স্মরণ করিয়ে দেন যে, উপমহাদেশের মুসলিম ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য, মানবিকতা ও ন্যায়পরতা ইসলামের সুমহান নীতি অনুসারে নিজেদের বসবাসের জন্য একটি বাসভূমি তাঁরা গড়ে তুলেছেন। তাঁর এই আবেদনের মধ্যে 'ইসলাম বিপন্ন' এই সুর যেন ফুটে উঠেছে।

আজ ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী দিবস উপলক্ষে তাঁর এই বাণী।

পাক বেতারে বলা হয়: জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ বলেন, পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে অবিনশ্বর। পাকিস্তান আমাদের আশা আকাংক্ষার মূর্ত প্রতীক এবং আমাদের জাতীর অস্তিত্বের দুর্ভেদ্য প্রাচীর।

পাক বেতারে আরও, বলা হয়, আজকের এই দিনটি পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে এবং পূর্ববঙ্গের ঢাকা শহরেও উদ্‌যাপিত হচ্ছে।—পি টি আই

পয়গম্বরের জন্মদিবসে সভায় 'বাংলাদেশের' স্বীকৃতি দাবী

(স্টাফ রিপোরটার)

শনিবার শহীদ মিনার ময়দানে ইসলামের ধর্মগুরু পয়গম্বরের জন্মদিবসে বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার ,দাবী জানানো হয়। প্রস্তাবে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয় যে, বাংলা দেশকে শুধু স্বীকৃতি নয়, অন্যান্য সাহায্যের সঙ্গে অস্ত্র সাহায্যও দিতে হবে। ভারত ও পাকিস্তান সরকারের কাছে সভা অনুরোধ জানায়—অবিলম্বে পাক ফৌজের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ ও দরগা মেরামতের ব্যবস্থা করুন এবং তার পবিত্রতা রক্ষা করুন।

পরগণরের জন্ম দিবসটি ছুটির দিন ঘোষণার জন্যও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানানো হয়।

সভাপতিত্ব করেন পশ্চিবঙ্গের বিচারমন্ত্রী শ্রীঅজিতকুমার পাঁজা। বক্তৃতা দেন সরদার বাহাদুর সিং, মওলানা মহম্মদ নসির আলি আজাদ প্রমুখ।

সর্বধর্মের সভায় নিন্দা

এদিন কলকাতায় সর্ব ধর্মের এক সম্মিলিত সভায় বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণের উপর পাক ফৌজের বর্বর রাষ্ট্রপুঞ্জের সেকরেটারি জেনারেল ও বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে আবেদন জানিয়ে বলেন এই নৃশংসতা বন্ধে আপনারাও তৎপর হোন।

সর্বশ্রী গোলাম আহমেদ কাদের, এস, বাকর, অমল গাঙ্গুলী প্রমুখ বক্তৃতা দেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশকে স্বীকৃতির প্রশ্নে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয়।	দৈনিক 'আনন্দবাজার'	২০ মে, ১৯৭১

স্বীকৃতিতে অস্বীকৃতি কেন?

সেই পুরাতন স্বীকৃতির প্রশ্নটা মাঝে মাঝে চকিতে আশার রেখা দেখাইয়াই যেন মরীচিকার মতো মিলাইয়া যাইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ প্রবল, প্রায় সমস্ত বিরোধী দল বারে বারে একবাক্যে বলিতেছেন, "বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিন"। এই দাবী নানা রাজনৈতিক দলের কণ্ঠে, এমন কী একাধিক রাজ্যের বিধানসভাতেও ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। শুক্রবার পশ্চিম বংগ বিধানসভার সর্বসম্মত প্রস্তাবটি নানা দিক হইতে ঐতিহাসিক। ইহার বয়ান বাংলাদেশের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতি সৌভ্রাত্রের নিদর্শন তো বটেই, সেই সংগে বলিয়া দিয়াছে, আমাদের প্রতিবেশী দেশের এই সংকটে তাহার কী প্রত্যাশা এবং কি প্রয়োজন।

দিল্লি তবুও মনে হয় এখনও মন স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই। কারণ ভয় নয়, প্রধানমন্ত্রী নিজেই এই কথা ঘোষণা করিয়াছেন। ভয় যদি না হয়, দ্বিধার মূলে তবে কী? মুক্তি আন্দোলনের প্রতি এই দেশ পূর্ণ সমর্থন জানাইবে, অথচ কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিবে না—এই দুইটা মেলানো একটু কঠিন। যেন দ্বিধার সংগে কোথাও দ্বন্দ্বও ঢুকিয়াছে। স্বীকৃতি আদৌ দেওয়া হইবে না, শ্রীমতি গান্ধী এ কথা অবশ্য বলেন নাই, শুধু অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন। অপেক্ষা আরও কতকাল অপেক্ষা? আরও কত নরবলির পরে?

ভারতের দ্বিধার উৎস্য-সন্ধানে বাহির হইয়া প্রথমেই আমরা সরাসরি কয়েকটা প্রশ্ন তুলিয়া ধরিতে চাই। স্বীকৃতির শর্ত কী, কোন্ কোন্ উপচার, উপাদান পূর্ণ হইলে একটি রাষ্ট্রকে রাষ্ট্র বলে? রাষ্ট্র মানে কী শুধুই একটি ভৌগলিক সত্তা, আর জনতা? রাষ্ট্র তাহার চেয়েও কিছু বেশী —সুসংগঠিত এবং আইন সংগত একটা সরকারও চাই। তাজউদ্দিন সরকারকে ভারত এখনই মানিয়া লইতে পারিতেছে না—উত্তম। কেন না ভারতের মতে ওই সরকারের হাতে কোনও স্থিতিশীল ভৌগোলিক বিভাগ নাই। কিন্তু ইয়াহিয়াশাহীর হাতে হাতে আছে তো? জংগীবাহিনী গায়ের জোরে শহরের পর শহর দখলে রাখিয়াছে বা আনিয়াছে ইহা ঠিক। কিন্তু ইহাও একই রকম ঠিক যে, ওই মুলুকে অসামরিক প্রশাসন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। সরকারের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য যদি স্বাভাবিক জীবনযাত্রা হয়, তবে পূর্ববংগে আজ পাক সরকারের কোনও প্রকার অস্তিত্ব নাই— দাপট আছে মাত্র। দাপটকেই কি দিল্লী অস্তিত্বের একমাত্র লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে? সবার উপরে সত্য তবে বাহুবল?

নহিলে আজ এই প্রশ্ন তোলা যাইত যে, ইয়াহিয়া সরকারেকেই বা দিল্লি তথা সারা বিশ্ব স্বীকৃতি দিয়াছিল কবে? আয়ুবের বদলে ইয়াহিয়া—ব্যাপারটা যদি নিছক সরকার বদল হইত তবে নূতন করিয়া স্বীকৃতির কথা উঠিত না অবশ্য। কিন্তু ১৯৬৯ সনে ইয়াহিয়া যে-ভাবে ক্ষমতা গ্রাস করেন, ভাঙিয়া দেন বিধানসভা, বরখাস্ত করেন মন্ত্রীদের, বাতিল করেন সংবিধান—তাহাতে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির মৌল চরিত্র একেবারে বদলাইয়া যায়। মিশরে নাগিব যখন এইভাবেই গদি দখল করেন, হইয়া উঠেন সর্বেসর্বা ডিক্টেটর, তখন কিন্তু ব্রিটেন তাঁহাকে নূতন করিয়া স্বীকৃতি দিয়াছিল। সেই স্বীকৃতি ছিল "ডিফাক্টো"। অর্থাৎ মিশর রাষ্ট্রের চরিত্র আন্তর্জাতিক আইনের চোখে আমূল বদলাইয়া গিয়াছিল বলিয়াই নূতন স্বীকৃতির প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল।

সেই দিক হইতে ইয়াহিয়াশাহী আজও অস্বীকৃত রহিয়াই গিয়াছে। অথচ পাকিস্তান রাষ্ট্র যে-ভাবে পয়দা হইয়াছিল, এ পাকিস্তান ঠিক সেই পাকিস্তান নহে। দুনিয়া চুপ করিয়া রহিয়াছে শুধু কী পেশীশক্তির প্রতি সম্ভ্রমবোধে? একটি অবৈধ সন্তান সকলের কাছে দিব্য জলজল হইয়া গেল, কিন্তু বৈধতার বিচার উঠিল সেই সরকার সম্পর্কে, বাংলাদেশ শাসন করার যাহার গণতান্ত্রিক অধিকার। এই সরকারের পিছনে জনতা আছে, আছে বিপুল জনসমর্থন, শুধু ভৌগোলিক ভাগটা বিরূপ বলিয়াই সে অসিদ্ধ হইয়া যায়? এইভাবে বোধ হয় স্বয়ং ঈশ্বরও অসিদ্ধ হইয়া যান প্রমাণাভাবে।

ইহার পর কেহ যেন গণতন্ত্রের নামে কথায় কথায় শপথবাক্য উচ্চারণ না করেন। শক্তিই একমাত্র শর্ত—গণতন্ত্রের এই তো অর্থ দাঁড়াইতেছে। পিণ্ডি সরকারও যে পাকিস্তানকে আজ এক জাতি বলিয়া মনে করে না তাহার স্বীকৃতি পিণ্ডি-ফৌজের আচরণেই আছে। বিশেষ করিয়া পশ্চিম-পাকিস্তানী সরকার বাঙালী জাতির নিধন-উৎসাদনে যখন মাতিয়াছে তখন ধরিয়া লইতে হইবে ওই দেশে জাতি আসলে দুইটা. দুইটি জাতিকে এক রাষ্ট্রের অন্তরালে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে ইহা কোন্ দেশী অবরদস্তি?

কূটনৈতিক বিধিবিধান ছাড়াও এই প্রসংগে অন্তত ভারতের আরও কয়েকটি দিক ভাবিবার আছে। নানা রাজ্য আর নানা দল সমস্বরে যে দাবী তুলিয়াছে, যে আহ্বান জানাইয়াছে তাহাকে ্ড়াইয়া দেওয়া সরকারের পক্ষে প্রাজ্ঞজনোচিত হইবে না, ন্যায় সংগতও না। কেননা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গণতন্ত্র মানে সকল দল। ইহা ছাড়া আজ বাংলাদেশের বিপুল প্রত্যাশা ভারতের প্রতি যে শুভেচ্ছা জাগাইয়া তুলিয়াছে অতিমাত্রায় বিলম্ব ঘটিলে তাহা ধীরে ধীরে লয় পাওয়ারও বিলক্ষণ ভয়। সেই হতাশা আর তিক্ততার পটভূমিতে চীনের ছায়াটি দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া যাইতে কতক্ষণ? আর আগানো কঠিন ভারত হয়তো শুধু এইটুকুই তাকাইয়া দেখিয়াছে, কিন্তু এখনও খেয়াল করিতে পারে নাই যে পিছানো অসম্ভব। সময় আর স্রোত কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না কথায় বলে। অপেক্ষায় অপেক্ষায় ক্লান্ত বাংলাদেশের আক্রান্ত জনগণের আহত মুখচ্ছবি হয়তো একদিন নীরস তিরস্কারে ভারতকে বলিয়া দিবে—চিরতরে অপেক্ষা করিয়া রহে যায় প্রত্যাশী একটি জাতির ভালবাসা একটি শুভেচ্ছা।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গান্ধী শান্তি ফাউণ্ডেশনের সভায় বাংলাদেশ প্রশ্নে জয় প্রকাশ নারায়ণের ভাষণ।	দ্য টাইমস অফ ইণ্ডিয়া	১৩ মে, ১৯৭১

D. P. REHABILITATION A SERIOUS PROBLEM : J.P.

(By A Staff Reporter)

NEW DHLHI, May 14.—The Sarbodaya leader, Mr. Jayaprakash Narayan, today said about 10 million refugees from Bangladesh were expected to cross into India. Already 25 million had sought shelter in this country.

Speaking at the Gandhi Peace Foundation, Mr. Narayan said these refugees fleeing from West Pakistani atrocities in East Bengal would pose a serious problem of rehabilitation. The rains would set in soon and make the relief operations considerably difficult.

He said it was a pity that while the rehabilitation of 1·5 million Palestinian refugees engaged the attention of the whole world, nobody seemed to care about the unfortunate people of East Bengal. Most of these refugees were Muslims. But even Muslim leaders in Arab countries had kept quiet about their plight.

The Sarvodaya leader said he would leave on Sunday on a tour of the U.S.A., the U.S.S.R., Japan and South-East Asian countries to mobilise public opinion for the homeless people of Bangladesh. He was going as a citizen of the world with the hope that there were people who could be roused to act for the victims of ruthless barbarism.

The Prime Minister, Mrs Indira Gandhi, had told him that it would be a "good thing, if you went", Mr. Narayan said. His visit had been sponsored by leaders of the Gandhi Seva Sangh, Gandhi Memorial Fund and a pacifist from America. He had also met in this connection leaders of the Bangladesh Government.

Mao's Game

Tracing events in Bangladesh since March 25, Mr. Narayan said Mao Tse Tung had supported General Yahya Khan on the Bangladesh issue, largely to contain India's influence in South East Asia. Peking felt that if as a result of the Bangladesh freedom movement Pakistan disintegrated, India would emerge as a dominant nation in the region.

But Peking would withdraw support to Pakistan as soon as pro-Chinese leadership came to power in Bangladesh. In that event the Chinese would support the Bangladesh movement by supplying arms and ammunition to the freedom fighters. The whole region would become another South Viet Nam.

Not only China but other nations also did not want India to play its rightful role in South-East Asia, Mr. Narayan said. Both the Super Powers had offered arms aid to Pakistan in the past only to help it engage India in big and small wars.

The Sarvodaya leader said that the scale and magnitude of the barbarities committed by West Pakistani troops defied belief. A news agency reporter, after a visit to East Bengal, had estimated the number of dead at half a million. It was quite possible that if people in West Pakistan fully realised what the troops had done in East Bengal, there would be a revolt in the western wing.

The happenings in Pakistan had fully shattered the unity of Pakistan. And for all this, the main culprits were General Yahya Khan and Bhutto. "I personally would not like to see Pakistan disintegrating, but what had happened seemed beyond repair."

Pleading for the recognition of the Bangladesh Government, Mr. Narayan said: "I differ with the Prime Minister on this question." A Sarvodaya Sammelan in Nasik had decided to collect 10 million signature for an appeal to the Government to recognise Bangladesh.

Mr. C. D Deshmukh. who presided, said it was clear from the case of Bangladesh that modern States were not influenced by ethical considerations. They were guided more by national interests. But a swing in public opinion could make them change their policies. As such the proposed visit of Mr. Narayan to European and other countries was very important.

———

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশকে স্বীকৃতির প্রশ্নে ভারতের বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও শিক্ষাবিদদের অভিমত: অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।	দৈনিক 'আনন্দ-বাজার'।	২০ মে, ১৯৭১।

বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত

বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও শিক্ষাবিদদের মত

(বিশেষ সংবাদদাতা)

নয়াদিল্লি, ১৯ মে—কয়েকজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দানের জন্য জোরালো যুক্তি খাড়া করেছেন।

এই আইনজ্ঞ ও শিক্ষাবিদদের মধ্যে আছেন শ্রী এম সি চাগলা, শ্রী সি কে দফতরি, শ্রী ভি কে কৃষ্ণ মেনন ও ডঃ এল এম সিংভী। আর একজন বিশিষ্ট আইনবিদ শ্রী এম সি শীতলাবাদ অবশ্য এ ব্যাপারে সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে বলেছেন। বাংলাদেশের উপর সংবিধান ও সংসদ বিষয়ক পঠন সংস্থা একটি বই বার করেছেন। তাতে প্রকাশিত নিবন্ধগুলিতেই এই যুক্তি দেওয়া হয়েছে।

শ্রীচাগলা স্বীকৃতির পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেছেন নৈতিক, আইনগত, রাজনৈতিক এবং অপরাপর দিক থেকেও ভারতের উচিত তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া। 'যখন আমি মাঝে মাঝে সরকারী মহল থেকে বলতে শুনি আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, অপেক্ষা করতে হবে এবং দেখতে হবে অপরাপররা কী করছেন, তখন আমার রক্ত টগবগ করে ফুটে ওঠে।' এই একটি মহান কারণে ভারতেরই উচিত এগিয়ে গিয়ে সব কিছু করা।

প্রাক্তন বহির্বিষয়ক মন্ত্রী বলেছেন, আমাদের সময়ের এই সবচেয়ে বড় সংকটের দিনে, আমরা যদি সঠিক কাজ করতে না পারি তবে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।

প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন বলেন, স্বীকৃতিদানের প্রশ্নটি এটা আইনসম্মত কী না তা নিয়ে যুক্তিতর্ক করার ব্যাপার নয়। যারা জনসাধারণের স্বাধীনতাকে দলন করে তাদের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ করার দিন চলে গেছে। একটা বিপ্লবের সময় আইন বা বিধির প্রশ্ন উঠতে পারে না। তাহলে ফরাসী শাসন থেকে আলজিরিয়া মুক্ত হতে পারত না। বৃটিশদের তাড়াবার সময়েও আমরা আইনের কচকচিতে মাথা ঘরাই নি।

ভারতের প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল শ্রীশীতলবাদ অবশ্য বলেছেন পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধতে পারে, এমন একটা অবস্থায় আমাদের টেনে নেওয়া যেতে পারে কিনা, তা সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করে দেখতে হবে।

আর একজন প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল শ্রী সি কে দফতরী তাঁর সঙ্গে একমত হননি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কায়রোতে সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশে জয়প্রকাশ নারায়ণ: 'দেরী হলে পূর্ববংগ ভিয়েতনাম হবে'।	দৈনিক 'আনন্দ বাজার'।	২০ মে, ১৯৭১।

দেরী হলে পূর্ববঙ্গ ভিয়েতনাম হবে

—জয়প্রকাশ

কায়রো ১৯ মে—পূর্ববঙ্গে রক্তপাত বন্ধ করে সেখানে সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের জন্য সংযুক্ত আরব ও মিত্র মুসলিম দেশগুলি ইয়াহিয়ার উপর চাপ দেবে বলে ভারত আশা করেছিল। আরব দুনিয়ার বন্ধু হিসেবেই ভারত এই আশা করেছিল। সর্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ আজ রাতে মিশরের একদল সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীর কাছে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, দ্রুত পূর্ববঙ্গ সংকটের সন্তোষজনক সমাধান না হলে চীনের জড়িয়ে পড়ার বিপদ রয়েছে। অনিশ্চয়তা চলতেই থাকবে। বৃহৎ শক্তি নাক গলাবে। সেখানে অবস্থা ভালোর দিকে না গেলে পূর্ববঙ্গ দ্বিতীয় ভিয়েতনামে পরিণত হবে।

ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীবাহাদুর সিং শ্রীনারায়ণের জন্য এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন। সেই সভায় শ্রীনারায়ণ এই কথাগুলি বলেন। পূর্ববঙ্গের জরুরী অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, সেখানকার পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। দেশে দেশে পূর্ববঙ্গের ঘটনাবলী সম্পর্কে জনমত গড়ে তোলার জন্য তিনি বিশ্ব সফরে বেরিয়েছেন। এখানে তিনি দু দিনের সফরে এসেছেন।

শ্রীনারায়ণ প্যালেস্টাইনের গেরিলা নেতা .বশের ও আরব লীগের সেক্রেটারী জেনারেল ডঃ হাসুনার সঙ্গে দেখা করেছেন। রাজনৈতিক কারণে সংযুক্ত আরবের নেতৃবৃন্দ ব্যস্ত থাকায় তাঁদের সঙ্গে শ্রীনারায়ণের দেখা হয়নি। আগামীকাল তিনি ভ্যাটিকানে পোপের সঙ্গে দেখা করবেন।

—পি টি আই

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কোলকাতার আর্চবিশপের বিবৃতি: 'শরণার্থীদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করতে হবে'।	হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড	২২ মে, ১৯৭১।

ARCHBISHOP OF CALCUTTA SAYS :

CONDITIONS MUST BE CREATED FOR SAFE RETURN OF EVACUEES

The Most Rev. L. T. Picachy, Archbishop of Calcutta, feels that repatriation of evacuees from East Bengal is the real answer to the problem of the increasing influx. In a statement, he says that it is the duty of the nations of the world to persuade the authorities to guarantee freedom and safety to everyone in East Bengal on humanitarian grounds.

The statement says that while relief for the sufferers is an immediate need, it is not the ultimate solution to an agonizing problem. The U N team found that evacuees desired to return home as soon as peaceful conditions there were re-established. But repatriation is impossible unless stable and peaceful conditions are speedily established in East Bengal.

The Archbishop says that the nations of the world have persistently refused to get involved in the tremendous sufferings of the people of East Bengal and have brushed aside all responsibility with the callous remark: "That's a purely internal affair." This rigid attitude "has caused surprise and sorrow in our part of the world. When we watch three million battered and homeless people forced to abandon their country to seek shelter in the austerity of a refugee camp we claim that their welfare demands international interest. Democratic rights are championed and safeguarded all over the world. Yet here are over 70 million who have been crushed under the military heel of their own nation and all this only because they scored a resounding poll victory at a free and fair election". The statement says.

It has been officially confirmed that three Catholic priests have been killed in East Bengal.

The Church in the dioceses of Shillong, Silchar, Calcutta, Darjeeling, Dumka, Jalpaiguri and Krishnagar is conscious of the heavy political overtones of the conflict in the neighbouring country. But neutrality may never stifle the claims of charity. Priests, religious and laity of all the dioceses have set out resolutely to help.

Prayer meetings and penitential services were organized. April 4 was a day of prayer in the Calcutta Archdiocese. On April 18 the parishioners of

St Teresa and Fatima. Calcutta, went in procession to Our Lady of Fatima Shrine to pray for the safety of Archbishop T. A. Ganguly of Dacca and the other prelates, clergy, religious and laity of the dioceses of East Bengal. The prayers took on a personal note as thousands of Catholics in East India still have close relations in East Bengal. There is little or no news of them, the statement says.

The Bengal Christian Council at its recent meeting held at the Baptist Mission Student's Hall, Calcutta expressed its deep concern for the people of Bangladesh. The council also requested the World Council of Churches to create a situation among the nations of the world through diplomatic channels to stop the genocide in Bangladesh and to prevent the supply of arms and ammuniations by the big Powers. The Council appealed to all their member Churches and institutions to come forward with generous help for the humanitarian cause All donations in cash or kind may be sent to the treasurer of the Bengal Christian Council.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে হবে'—অধ্যাপক সমর গুহ এম-পি'র নিবন্ধ।	যুগান্তর	২৩ মে, ১৯৭১।

অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে হবে

১। বাংলাদেশের জাতীয় অভ্যুত্থান ভারতের জনমতকে যে কী প্রবলভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে তার জাতীয় প্রতিফল ঘটেছে ভারতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত সর্বসম্মত ঐতিহাসিক প্রস্তাবে। সমগ্র ভারতীয় জনতা এই আশা করেছিল যে এই প্রস্তাবকে যথার্থভাবে কার্যকরী করা হবে বাংলাদেশের স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী সরকারকে আশু স্বীকৃতি দিয়ে। কিন্তু ৭ই মে বিরোধী দলের বৈঠকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এরূপ স্বীকৃতিদানে অক্ষমতা ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু সমগ্র বিরোধী পক্ষ ঐক্যবদ্ধভাবে এই মত প্রকাশ করেছেন যা সংসদে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে কার্যকর সাহায্য দেওয়ার জন্য অবিলম্বে এই দেশের স্বীকৃতিদান ভারত সরকারের পক্ষে এক অপরিহার্য জাতীয় কর্তব্য।

২। সরকার পক্ষ মনে করেন যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষে এখনও যথাযোগ্য সময় আসেনি এবং এরূপ স্বীকৃতিদান বর্তমানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে সহায়কও হবে না। পক্ষান্তরে বিরোধী পক্ষ প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকে প্রায় ঐক্যবদ্ধভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, বাংলাদেশের আশু স্বীকৃতিদান একান্ত আবশ্যক এবং এরূপ স্বীকৃতি-দানের পন্থায়ই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কার্যকর সহায়তা দিয়ে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এই সংগ্রামকে সম্পূর্ণ করা সম্ভব।

৩। শুধু বিরোধী পক্ষই নয়,—বহু রাজ্যের বিধানসভা, ভারতের অগণিত গণ-প্রতিষ্ঠান এবং শাসক কংগ্রেসেরও বহু প্রতিষ্ঠিত নেতা বাংলাদেশকে আশু স্বীকৃতিদানের দবী জানিয়েছেন। এখনই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ার সরকারী নীতি শুধু অস্পষ্ট, অসংগতিপূর্ণ এবং অযৌক্তিকতাই নয়—গণতান্ত্রিক দিক দিয়েও সরকার আজ ভারতের জনমত থেকে বিচ্ছিন্ন। কেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া এখন সে-দেশের পক্ষে সহায়ক নয়, কারণ যুক্তিসংগত বিশ্লেষণ প্রকাশ্যে বা নেতৃবর্গের বৈঠকে ভারত সরকার উপস্থিত করতে সক্ষম হন নি। অথচ, বাংলাদেশের প্রতিটি দেশ-প্রেমিক বাঙ্গালী, প্রতিটি রাজনৈতিক দল এবং তাদের সদ্যগঠিত জাতীয় সরকার সর্বসম্মতভাবে শুধু ভারত সরকারের কাছেই নয়, বিশ্বের প্রতিটি সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছেন তাঁদের সরকারকে আশু স্বীকৃতিদানের জন্যে।

নীরব কেন?

৪। তবু বিশ্বের ছোট-বড় রাষ্ট্র আজ বাংলাদেশের প্রশ্নে এরূপ নীরব ও নিষ্ক্রিয় কেন? একথা বহুবার নগ্নভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, বিশ্বের কোন রাষ্ট্রেরই আজ আন্তর্জাতিক স্বাধীনতা বা গণতন্ত্র রক্ষার দিকে দৃষ্টি নেই,—বড় রাষ্ট্রগুলি তো বটেই, ছোট রাষ্ট্রগুলিও আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণ করে সম্পূর্ণরূপে জাতীয় স্বার্থের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীতে। তা' ছাড়া বিশ্বের কোন রাষ্ট্রই চায় না যে পাক-ভারত সমস্যার সমাধান হোক, এবং তার ফলে ভারত একটি শক্তিশালী ও প্রধান রাষ্ট্ররূপে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হোক, এবং পাক-ভারতের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে সব কয়টি বৃহৎ রাষ্ট্রকেই ভারতীয় উপ-মহাদেশে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করার জন্য সদা-সচেষ্ট হতে দেখা গিয়েছে।

সবারই এক রা

৫। একথা আজ সুস্পষ্ট যে রুশ, মার্কিন, বৃটেন বা ফ্রান্স পাকিস্তানের বিখণ্ডন চায় না, পাকিস্তানের সংহতি রক্ষায় এই রাষ্ট্রগুলি উদগ্রীব তাই এই রাষ্ট্রগুলি বাংলাদেশের জাতীয় অভ্যুত্থানকে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ সমস্যার অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে রাজী নয়। সে জন্যেই পাক বর্বরতার বিরুদ্ধে মানবিক অধিকারের প্রশ্নটি রাষ্ট্রসংঘ পরিষদে উত্থাপন করে পাকিস্তানকে বিরত করতে পর্যন্ত এই রাষ্ট্রগুলি রাজী নয়। পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার উদ্দেশ্যেই রাশিয়া ও বৃটেন বাংলাদেশের স্বাধিকারের একটি রাজনৈতিক সমাধানের প্রস্তাব করেছে। এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য পশ্চিম পাকিস্তানের সংগে বাংলাদেশের একটি শিথিল কনফেডারেশন গঠন করে পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা করা। শোনা যাচ্ছে যে পিণ্ডিশাহীও এই প্রস্তাবে রাজী এবং এরূপ প্রচেষ্টায় রুশ উদ্যম গ্রহণেও অসম্মত নয়।

জনতার রায়

৬। রুশ-মার্কিন-বৃটেন—এই রাষ্ট্রত্রয় এই ঘটনাকে স্বীকার করতে রাজী নয়। যে বাংলাদেশের স্বাধিকারের প্রশ্নে রাজনৈতিক সমাধান বাংলাদেশে সার্বভৌম সত্তার অধিকারী জনসাধারণই করে দিয়েছে। ৯৯-৬ শতাংশ গণভোটে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিরাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিজেদের সার্বভৌম স্বাধীনতা ঘোষণা করে একটি নিজস্ব প্রজাতন্ত্রী সরকার গঠন করেছে। বাংলাদেশের সমগ্র জনতা এই সরকারের প্রতি নিরূপ সক্রিয় আনুগত্য জ্ঞাপন করেছে বাঙালীর বর্তমান সামগ্রিক গণ অভ্যুত্থান তার সুস্পষ্ট ও জ্বলন্ত স্বাক্ষর। কিন্তু জাতীয় স্বার্থান্ধ আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর কাছে এই প্রমাণ ও বাস্তব ঘটনার কোন মূল্য নেই।

৭। বাংলাদেশ সার্বভৌমিকত্বের যে শর্তগুলি পূরণ করেছে তার চেয়ে অনেক কম শর্ত পূর্ণ করেও বিশ্বের বহু বিদ্রোহী গোষ্ঠি বহু বিশ্বরাষ্ট্রের কাছ থেকে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশের নিজস্ব নাম নিজস্ব পতাকা নিজস্ব জাতীয় সংগীত এবং স্বদেশের জাতীয় ভাষার প্রবর্তন ছাড়াও গণভোটে নির্বাচিত প্রায় সকল প্রতিনিধির সমর্থন বে-সরকারী ও বাঙালী সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর আনুগত্যলাভ এবং এই দেশের মুক্ত অঞ্চল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের নৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা—এই শর্তগুলি বাংলাদেশের সার্বভৌম সত্তার স্বীকৃতির পক্ষে শুধু যথাপযুক্ত নয়—পর্যাপ্তও বটে। তাই সার্বভৌমিকত্বের শর্ত পূর্তির প্রশ্ন ভারত সরকারের পক্ষে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের পক্ষে বিশেষ কোন যুক্তিসংগত বাধা নেই। রাশিয়া বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামান্য শর্ত পূরণের ক্ষেত্রেও অনেক স্বাধীনতাকামী রাষ্ট্রকে যে স্বীকৃতি দিয়েছে তার অনেক নজীর রয়েছে আন্তর্জাতিক ইতিহাসে।

জাতীয় স্বার্থ

৮। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে পাক-ভারত সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটবে কিনা এবং পরবর্তী অধ্যায়ে এই সংঘর্ষ ভারত ও পিণ্ডি-পিকিং চক্রের পূর্ণাঙ্গ সামরিক দ্বন্দ্বে পরিণত হবে কিনা,—সেই প্রশ্নের বাস্তব বিশ্লেষণের আগে একথাটি বিচার করে দেখা প্রয়োজন যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগে ভারতের জাতীয় স্বার্থ কতখানি জড়িত।

৯। একথা আজ পরিষ্কার যে বাংলাদেশের প্রতি ভারতের দায়িত্ব শুধু এই দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতি আদর্শনৈতিক সমর্থনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। বাংলাদেশের ভাগ্যের সংগে পূর্বাঞ্চল ভারতের সামাজিক সাংস্কৃতিক, আর্থিক, রাজনৈতিক এবং দেশরক্ষার ভবিষ্যৎ সমস্যাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শুধু পূর্বাঞ্চল ভারতের স্বার্থেই নয়—সমগ্র ভারতের ভবিষ্যৎ প্রগতির জন্যও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছে।

১০। একথা বিশ্লেষণের আজ আর প্রয়োজন নেই যে, পশ্চিম পাকিস্তানের আর্থিক ও সামরিক সংগঠন এবং পিন্ডি জংগী শাসনের স্থায়িত্ব বাংলাদেশের শাসন ও শোষণের উপরে একান্তভাবে নির্ভরশীল। বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে বিচ্ছিন্ন হলে পশ্চিম পাকিস্তানের আর্থিক, সামরিক ও রাজনৈতিক ভিত্তির উপরে যে প্রচন্ড আঘাত পড়বে এবং তার পরিণামে পাকিস্তানে যে অনিবার্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে তার গতিও হবে সুদূর প্রসারী।

১১। দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিষ ভারত ভাগের পরেও বিচ্ছিন্ন ভূ-খন্ডের জনজীবনকে মর্মান্তিকভাবে বিষাক্ত করে রেখেছে। লক্ষ লক্ষ নর-নারী ও শিশুর অশ্রুজলেও এই বিষের নিত্য স্বাক্ষর নিশ্চিহ্ন হয়নি। বিধাতার এক মহান আশীর্বাদরূপে বাংলাদেশে যে নতুন জাতীয়তাবাদের আহবান দিয়েছে,- সেই ঐতিহাসিক ডাক সফল হলে ভারতীয় উপ-মহাদেশ এই প্রাণক্ষয়ী বিষের প্রকোপ থেকে মুক্ত হবে।

শরণার্থী

১২। বাংলাদেশের স্বদেশ নিতাড়িত গৃহচ্যুতরা অধিকাংশই হিন্দু--সংগ্রাম দীর্ঘায়িত হলে এদের সংখ্যা এক কোটির মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। এখনও এদের পরিচয় বাঙ্গালীরূপে এবং এরা স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক। কিন্তু দীর্ঘদিন শরণার্থী শিবিরে থাকলে এই গৃহচ্যুতের দল পুর্বাগত উদ্বাস্তুর দলে পরিণত হবে। এই শরণার্থীর অবিরাম আগমন পূর্বাঞ্চল ভারতের সামাজিক আর্থিক ও শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙ্গে ফেলবে এবং পূর্বাঞ্চল ভারতের দেশরক্ষা ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে বিপন্ন করে তুলবে। ভারতের আর্থিক কাঠামোর উপরেই যে এই শরণার্থীরা প্রচন্ড আঘাত হানবে তাই নয়, ভবিষ্যতে শরণার্থীর সমস্যা মধ্যে সংকট সৃষ্টি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনের কর্তব্যকে গোণ করে তুলবে।

১৩। বাংলাদেশের স্বদেশ-প্রেমিক মানুষ আজ ভারতের উপরে গভীরভাবে নির্ভরশীল। দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের পরিস্থিতি এবং পিন্ডিশাহীর বর্বর অভিযানে বাংলাদেশের মানুষ ভারতের উপরে বিশ্বাস হারিয়ে হয়তো চীনামুখী হয়ে যাবে ভারতের বন্ধুত্বে বিশ্বাসী মৌলানা ভাসানীকে ভারতের প্রত্যক্ষভাবেই যে পিকিংপন্থী করে তুলেছে, সেই ঘটনাও অজানা নয়। এরূপ পরিবর্তন ঘটলে বাংলাদেশ সম্বন্ধে চীনা নীতির আমূল পরিবর্তনেও যে বিলম্ব ঘটবে না, তা'ও বলা যায় না।

গেরিলা যুদ্ধ

১৪। বাংলাদেশে দীর্ঘায়িত গেরিলা সংগ্রামের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে? গেরিলা যুদ্ধের সাফল্যের প্রধান উৎস রাজনৈতিক নেতৃত্ব। এই নেতৃত্বদানের মানসিক প্রস্তুতি আওয়ামী লীগের নেই। আওয়ামী লীগের মানসিক গঠন ও সংগ্রামের প্রস্তুতি ছিল প্রাক-স্বাধীনতা যুগের কংগ্রেসের ন্যায়। এই আওয়ামী লীগ পরিকল্পনা করেছিল গান্ধীপন্থী অসহযোগ আইন অমান্যের। এই সংগঠাত্মক বৈপ্লবিক মানসিকতার রূপান্তরিত করবার জন্য নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ন্যায় নেতৃত্ব এদের মধ্যে নেই। উপরন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থেকে আওয়ামী লীগের কর্মী ও নেতাদের গেরিলা সংগ্রাম পরিচালনার সম্ভাবনা পিন্ডিশাহী চরমভাবে দুরূহ করে তুলেছে। তাই অধিকাংশ আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মী আজ দেশত্যাগী হতে বাধ্য হয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে গেরিলা সংগ্রাম দীর্ঘায়িত হলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব বদল এবং ভারত-বিদ্বেষী নেতৃত্বের আবির্ভাবের বিশেষ আশংকা রয়েছে। এরূপ নেতৃত্বের নির্ভরতা অনিবার্যভাবে হবে ভারত-বৈরী চীনের উপরে নির্ভরশীল। তাই, বাংলাদেশের দীর্ঘায়িত গেরিলা সংগ্রাম গোটা পূর্বাঞ্চল ভারতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গৃহ-যুদ্ধের সংকট যে সৃষ্টি করতে পারে,—তা' নিছক অতি-দূরদর্শী কল্পনা নয়।

১৫। বাংলাদেশকে এককভাবে স্বীকৃতি দিলে ভারতকে অনিবার্যভাবে পাকিস্তান বা পাক-চীনের সঙ্গে সামরিক সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হবে,—এরূপ আশংকাও সবল যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়।

১৬। রাজনৈতিক, আর্থিক এবং সামরিক,—কোনদিক থেকেই পাকিস্তানের পক্ষে ভারতের সঙ্গে বর্তমানে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। পূর্বাঞ্চলে একটি গোটা জাতি বিদ্রোহ করেছে পাক-ফৌজের বিরুদ্ধে। পাক-ফৌজ রণনৈতিক স্ট্র্যাটিজির দিক থেকে শুধু যে একটি সামগ্রিক বৈরী জনতার ঘেরাওয়ে আবদ্ধ রয়েছে তাই নয়—এই ফৌজ গণ-সংগ্রাম দমনের উদ্দেশ্যে মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। পূর্বাঞ্চলে সরবরাহ ও যোগাযোগ ব্যবস্থাও পাক-ফৌজের অনুকূল নয়। পশ্চিমাঞ্চল থেকে দুই ডিভিশন সৈন্য পূর্ববাংলায় পাঠাবার সঙ্গে পশ্চিম সীমান্তেও এই ফৌজের আক্রমণ ক্ষমতা ব্যাহত হয়েছে। এরূপ পরিস্থিতি সত্ত্বেও যদি পাক-ফৌজ কোন আক্রমণাত্মক দুঃসাহস দেখায় তাহলে দুই সীমান্তেই এই ফৌজের আশু বিপর্যয় সুনিশ্চিত। পূর্বাঞ্চলে পাক-ফৌজের পক্ষে এক সপ্তাহ টিকে থাকাও সম্ভব নয়। পূর্বাঞ্চল পতনের পরে ভারতীয় ফৌজকে পশ্চিমাঞ্চলে পাঠিয়ে পশ্চিম প্রান্তকে শক্তিশালী করা ভারতের পক্ষে কষ্টসাধ্য হবে না। পাক-ফৌজের পক্ষে এরূপ সম্ভাব্য পরিণতির কথা অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয় বলেই এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়ার অ্যাডভেঞ্চার করতে উদ্যত না হলে পাকিস্তানের পক্ষে বর্তমান অবস্থায় প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নয়।

চীন আর্সেনি

১৭। রাশিয়ার সম্মতি ও সাহচর্য চীনা ফৌজ কোরিয়ায় প্রবেশ করেছিল। কিন্তু ভিয়েতনাম লাওস বা ক্যাম্বোডিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্রে চীনের জাতীয় স্বার্থ গভীরভাবে জড়িত থাকা সত্ত্বেও প্রত্যক্ষভাবে চীন এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেনি। অস্ত্র সরবরাহ চীন এদেশ-গুলিকেও করছে—পাকিস্তানকেও করছে। চীন বহুবার হুমকি দেওয়া সত্ত্বেও বিশ্বের কোন অঞ্চলের সামরিক সংঘাতে প্রত্যক্ষভাবে অংশীদার হয়নি। পাকিস্তানকে সাহায্য দেওয়ার জন্য চীন প্রত্যক্ষ রণে অবতীর্ণ হবে, এরূপ চিন্তা আশংকার সামিল। তা ছাড়া চীন জানে যে আসন্ন বর্ষার সময়ে পূর্ব বাংলায় বা পূর্বাঞ্চল ভারতের কোন প্রান্তে বড় রকমের সৈন্য চলাচল করা এক দুঃসাধ্য প্রচেষ্টায় পরিণত হতে বাধ্য। চীন একথাও জানে যে ভারত বাংলাদেশের স্বীকৃতিদানের প্রশ্নে রুশ মার্কিন সমর্থন ও সহযোগিতা থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও চীন যদি পাকিস্তানের খাতিরে ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয় তা হলে রুশ বা মার্কিন রাষ্ট্র নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে দূরে সরে থাকতে পারবে না। চীন মার্কিন সমঝোতার সম্ভাবনাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে চীন পাকিস্তান রক্ষায় নিজের জাতীয় স্বার্থকে বিপন্ন করার এরূপ অন্তর্জাতীয় ঔদার্য চীন কখনও দেখায়নি। বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্নে চীন ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলে চীনের আদর্শবাদী প্রতিচ্ছবি যে আন্তর্জাতীয় ক্ষেত্রে কিভাবে কলঙ্কিত হবে সে কথাও চীনকে বিবেচনা করতে হবে।

১৮। তাই সমগ্রভাবে পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো অযৌক্তিক নয় যে, পাকিস্তান বা পাক-চীনের পক্ষে ভারত-বিরোধী আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণের ক্ষেত্র বর্তমানে অনুকূল নয়।

১৯। বিরোধী পক্ষের সঙ্গে বৈঠকে একজন মন্ত্রী বলেন যে, স্বীকৃতি না দিয়েও বাংলাদেশকে সাহায্য দেওয়া যায়। তা সাহায্য দেওয়া যায় অপ্রকাশ্যে, গোপনে। কিন্তু ভারতের ন্যায় একটি গণতান্ত্রিক দেশে এরূপ সাহায্য গোপন রাখা সম্ভব নয় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ন্যায় বিরাট কাজে এরূপ প্রচেষ্টা সাহায্যদাতা ও গ্রহীতা কারও পক্ষেই যথার্থ কার্যকর করা যায় না।

২০। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েই এই দেশের পক্ষে সরকার আন্তর্জাতীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হবে না। একথা সত্য হলে সেই সঙ্গে অন্য কথাও সত্য হবে যে একটা রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করার ফলে বাংলাদেশের সরকার যে মর্যাদা লাভ করবে তার ভিত্তিতে আন্তর্জাতীয় প্রচার চালিয়ে ভারতে মতামত স্থাপন করে অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি অর্জনের পথও সুগম করতে সক্ষম হবে।

২১। ভারত সরকারের স্বীকৃতি লাভ করলে বাংলাদেশের সরকারের পক্ষে প্রকাশ্যে এই দেশ থেকে রাষ্ট্রীয় ঋণ গ্রহণ করে, ভারতের সামরিক সাহায্য নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে দ্রুত সম্পূর্ণ করা সহজতর হবে।

২২। বাংলাদেশের মানুষের হৃদয় জয় করার এবং ভাবী বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্যও ভারতেরই বাংলাদেশকে সর্ব প্রথমে স্বীকৃতি দেওয়া কর্তব্য। ভারত যদি, এককভাবে হলেও, এই রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও নির্ভীকতা দেখাতে পারে তা হলে ভবিষ্যতে দক্ষিণ এশিয়ায় রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতের প্রতিষ্ঠা ও কর্তৃত্ব হবে অদ্বিতীয় এবং অদূর ভবিষ্যতেই ভারত বিশ্ব সমাজে প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হবে। বাংলাদেশের স্বীকৃতি দানে ভারত অন্য যে কোন রাষ্ট্রের অনুবর্তী হওয়ার অপেক্ষায় থাকলে ভারত আন্তর্জাতীয় ক্ষেত্রে পরনির্ভরতা ও পরমুখাপেক্ষিতার বর্তমান অবস্থা থেকে ভবিষ্যতেও উত্তীর্ণ হতে পারবে না।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে অত্যাচার বন্ধ করার জন্য বিশ্ব শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের দাবী।	'কালান্তর'	২৩ মে, ১৯৭১।

পূর্ববঙ্গে অত্যাচার বন্ধের জন্য বিশ্ব শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের দাবি

(স্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ২১ মে বিশ্ব শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মিঃ মরিয়াস ডেলসাল "পাকিস্তানের সামরিক শাসন জনগণের ও শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি ও গণতান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থার জন্য সংগ্রামকে দমন করার জন্য যে অত্যাচার চালাচ্ছে তা অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি ও সামরিক শাসনের সন্ত্রাসের তীব্র নিন্দা" করে এক বিবৃতি দিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সম্পাদক শ্রীমৃন্ময় ভট্টাচার্য জানান যে, সমিতির কাছে লিখিত চিঠিতে মিঃ ডেলসাল এই কথা জানিয়েছেন।

গত ১০ মে তারিখে প্রচারিত এই বিবৃতিতে বলেছেনঃ "পাকিস্তানের পূর্বতব পরিস্থিতিতে বিশ্ব-শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। সেখানে সাম্প্রতিক কঠোরতর সামরিক আইনের আওতায় শ্রমিক ও জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতার উপরে নির্মমভাবে আক্রমণ চালানো হয়েছে।

"গণতান্ত্রিক অধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতার উপরে সামরিক শাসনের এইসব আক্রমণের মোকাবিলা পাকিস্তানের শ্রমিক ও জনসাধারণ বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানের শ্রমিক ও জনসাধারণ সাধারণ ধর্মঘট ও অন্যান্য প্রতিবাদমূলক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে করেছেন। এই দমননীতির ফলে পূর্ব পকিস্তানে হাজার হাজার নির্দোষ প্রাণ বলি হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে।

"বিশ্ব শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন সামরিক শাসন কর্তৃক এই সন্ত্রাসের রাজত্ব ও উৎপীড়নের তীব্র নিন্দা করছে এবং জনপ্রিয় দাবি পূরণের জন্যও গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার জন্য শ্রমিক ও জনগণের সংগ্রামের বিরুদ্ধে দমন পীড়নমূলক ব্যবস্থার অবিলম্বে অবসান ঘটানোর জন্য দাবি জানাচ্ছে।"

এই ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত জাতীয় শিক্ষক সমিতিগুলির সভ্য সংখ্যা ৭০ কোটিরও বেশি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশকে সহায়তার উদ্দেশ্যে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা গঠিত।	'হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড'	২৬ মে, ১৯৭১।

ALL-INDIA TRADE UNION BODY TO HELP BANGLADESH

From Our Special Correspondent

New Delhi, May, 24.—A 34-member Committee with representatives of all important all-India trade union bodies has been set up with Dr Maitryee Bose as President to moblise public opinion in favour of the liberation movement in Bangladesh.

This is probably one of the rare issues on which all the major trade union bodies have agreed to work closer. The Committee, to be known as National Trade Union Committee of India for solidarity with Bangladesh, will contact international trade union bodies and trade union organisations in other countries to acquaint them with the struggle in Bangladesh.

The Committee includes Mr. S. S. Mirajkar and Mr. S. A. Dange of AITUC, Mr. P. Ramamunthy and Mr. Monoranjan Roy of CITU, Mr. Santi Patel and Mr. Mahesh Desai of HMS, Mr. Jatin Chakravarty and Mr. Sreekant Nair of UTUC, Mr. George Fernendes of Hind Majdoor Panchayet, Mr. Subodh Banerjee of UTUC (Lenin Sarani) and Mr. A. P. Sharma and Dr. Maitryee Bose of INTUC. Dr Bose has been elected the President of the Committee.

Dr. Maitrayee Bose told newsmen here today that the Committee had decided to hold an All India Bangladesh Day on June 19 when peaceful demonstrations would be organised demanding recognition of the "democratic republic of Bangladesh." Demand would also be made for the release of Sheikh Mujibur Rahman, now in custody of the West Pakistani military rulers.

The Committee would also appeal to the workers in India to donate one-day's wage to help the workers of Bangladesh. The workers would be asked to send their donations to the Bangladesh mission in Calcutta.

Dr. Bose said that there was tremendous response to the "solidarity with Bangladesh call" from all major trade Union organisations in the country. She hoped to raise the Bangladesh issue at the international workers' meet in Geneva in June.

The Jana Sangh Parliamentary Party decided this morning that each member of the party would contribute one day's allowance of Rs. 51 for schemes for the rehabilitation of refugees from Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'গেট ওয়ার্লড ইনভলভড্ ইন বাংলাদেশ'—ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী দিনেশ সিং-এর নিবন্ধ।	'অমৃত বাজার'।	২ জুন, ১৯৭১

GET WORLD INVOLVED IN BANGLADESH

—Dinesh Singh M.P.

(Former Minister of External Affairs)

The heroic struggle of the poeple of Bangladesh has to be seen in the context of the developments in the Indian sub-continent. The elections in India, Pakistan and also Ceylon have established beyond doubt the people's choice in favour of democracy, change and stability. In selecting their leaders and parties people have, unmis-takably, expressed their desire for rule by the people even in the face of military domination. They have equally opted for rapid transformation of their societies peacefully and have given their over-whelming support to those who they thought would be able to realise their aspirations.

It was against this background that India lent full support to the Government of Ceylon, when it felt that an attempt was being made to thwart the expressed will of the people. Therefore, it was only natural that when a similar situation was created in Pakistan, India should have taken the same stand. Our Parliaments pledge to extend sympathy and support to Bangladesh was based on the same considerations. The will of the people had to be respected. A society governed by democracy has no other option. Prime Minister Indira Gandhi's bold statement in the Lok Sabha on May 24, 1971 was a continuation of the sympathy and support resolved by Parliament and it should be welcomed.

Bangladesh is, therefore, not an exercise in isolation but a manifestation of the aspirations of the people living in this part of the world. It is a reflection of the struggle of the people of Pakistan to throw off the Yoke of military domination. It is a movement for the establishment of democracy and fundamental human rights. This is clear from the results of the elections held in Pakistan not long ago under the martial Law Administration. Out of 313 seats in the National Assembly 169 in East and 144 in West Pakistan. Sheikh Mujibur Rahman's Awami League and its suporters were expected to commend the allegiance of 207 members. A clear majority in the Assembly.

Their six-point plan was certainly not a recipe for secession either. Why should a majority want to break away from the minority? And President Yahya Khan had acknowledged Sheikh Mujibur Rahman as the furure Prime Minister of Pakistan. Besides in the six-point programme presented by Sheikh Mujibur Rahman a Federation of Pakistan was the first point. It was the sudden, unwarranted and ruthless attack by the West Pakistani armed forces in Bangladesh against defenceless civilians that split Pakistan.

Upsurge

Therefore, it is a case of the upsurge of the people of Pakistan against military dictatorship established by colonialist intrigue. It is a question of our

lending support not to a secessionist move as Pakistan is trying to make out but to the upsurge of the people of Pakistan to establish a democratic society.

This has been our traditional approach in foreign affairs. Should we not extend help to those across our borders when they are fighting for the same values we have supported in international fornmus? When we raise our voice against apartheid in South Africa, when we support armed intervention against the minority regime in Southern Rhodesia, when we press for the liberation of peoples under Portuguese domination, can we be mute spectators to the unprecedented atrocities across our borders? Can we shut our eyes to the ruthless repression, the wanton killings in Bangadesh? Are they not entitled to fundamental human rights? Will not millions of refugees come to India if this carnage is not stopped? Should we not help them? Never since independence have our national interests and our ideals converged so closely as they have done in Bangladesh.

We have the refugees now. Four million today; seven million tomorrow and ten million the day after. Nobody knows how many will come; how much we shall have to spend on them; and for how long.

How can this be Pakistan's internal affair? When large numbers of people are forced out of country's borders into another country, it is no longer an internal affair. It is a form of aggression, occupation of the territory of another country. If people can be forced out of a country into another without firing a shot to ease economic pressures and to find solutions to political problems, why go to war? Pakistan cannot be permitted to balance the problem of numbers between East and West Pakistan this way. Bangladesh is an international issue today. A case of genocide trampling of fundamental human rights and the violation of the frontiers of a neighbouring country.

But we are losing time. We have already missed the critical first three weeks in the euphoria that got built up. It should have been assessed that Pakistani repression would send a flood of refugees to India. If we could have assisted the Mukti Fauz to consolidate its position in the liberated areas, the refugees may not have been forced to come to India. And even if they had come to India, they could have been sent to the liberated areas. The Government of Bangladesh could have sought international support and the pressure would have been on Pakistan to settle the matter. The pressure today is on us. There are no refugees in Pakistan.

Recognition

The question of formal recognition of Bangladesh and the timing if it must be left to the Government to decide. Of course, recognition will give strength to the freedom fighters and there are no legal or consitutional barriers. The question now is of future action.

If the Mukti Fauz could give protection to people over a substantial area against attacks of Pakistani army the refugees from India could still be moved to Bangladesh. Alternatively a determined effort will have to be made to involve the international community in sending the refugees back. They will not want to go back unless their security can be guaranteed—unless they can be protected from the atrocities of the Pakistani army.

The approach to the world community has to be a positive one. We can certainly ask for more funds. But the response to the appeal of the U.N. Secretary-General has been disppointing. May be we shall get some more money. But that will not solve the problem. Pakistan must be made responsible by Untied Nations to reimburse us in full the expenditure we incur on the refugees. The international community must assume the responsibility of ensuring the safety of the refugees. Refugee camps should be established in East Bengal under U.N. supervision to house the refugees now in India and others that may come later, till a settlement is reached to establish Bangladesh on any basis freely acceptable to the people of East Bengal.

The military junta of Pakistan is desperately trying to cover up its ignominious action by creating an impression of Indo-Pakistan issue or even conflict. We must not allow this to happen. The matter has to be settled between the military Government of Pakistan and the Government of Bangladesh with international good offices as necessary. We must, therefore, give every support to the Government of Bangladesh. There is equally a danger of Pakistan fanning communal feelings. This must be firmly resisted. That is why the refugees must be sent quickly to camps to be established by U.N. in East Bengal

Pakistan's diplomacy has succeeded so far in preventing intervention by India; they have successfully kept up China as a counterpoise and they have manoeuvered to keep the United Nations and the big powers out. We need to take a vigorous international initiative to demolish the house of lies built by Pakistan and simultaneously present specific proposals for international action We must get the world involved in Bangladesh quickly.

No matter how long it takes—whether a couple of weeks, a couple of months or a couple of years, the people of Pakistan are bound to wrest their freedom from military domination and the people of Bangladesh are bound to win their independence or make any other arrangement they choose. We must wish them every success—(INFA).

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জয়প্রকাশ নারায়ণ কর্তৃক বাংলাদেশ প্রশ্নে লণ্ডনে বিশ্ব সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা।	দৈনিক যুগান্তর	৫ জুন, ১৯৭১

বাংলাদেশে শান্তি ফিরিয়ে আনতে বিশ্ব সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা।

(বিশেষ প্রতিনিধি সুন্দর কাবাদি)

লন্ডন, ৪ঠা জুন—সর্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ গতকাল বিকেলে এখানে এসেই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন বৃটিশ রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। প্রথমেই তিনি দেখা করেন কমনওয়েলথ রিলেশনস অফিসের মিঃ এন্থনী কেরশার সঙ্গে। মিঃ কেরশা ভারত-পাক সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল।

শ্রীনারায়ণ বলেছেন, পাক সামরিক বাহিনীর গণহত্যার ফলে বাংলাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ভারতে চলে আসার যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সেই ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের যথেষ্ট সহানুভূতি রয়েছে। মিঃ কেরশা ভারতের এই সমস্যায় বৃটিশ সরকারের অকুণ্ঠ সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন।

শ্রীনারায়ণের মতে, পশ্চিম পাতিস্তানকে আর্থিক সাহায্য বন্ধ করার ব্যাপারে পশ্চিমা শক্তিগুলির অনিচ্ছার কারণ আছে দুটি। একটি হোল পশ্চিমী শক্তিগুলি মনে করছে সাহায্য বন্ধ করলে পাকিস্তানের কাছে আগেকার পাওনা টাকা হয়তো ফেরৎ পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য না পেলে পাকিস্তান সাহায্য লাভের জন্য হয়তো চীনের দ্বারস্থ হবে।

শ্রীনারায়ণ এর আগে কায়রো, রোম, বেলগ্রেড, মস্কো, হেলসিংকি, বন এবং প্যারিস ঘুরে এসেছেন। রবিবার শ্রীনারায়ণ লন্ডন ত্যাগ করেছেন। তিনি এরপর ওয়াশিংটন এবং অটোয়া সফরে যাবেন। তাঁর সফরের উদ্দেশ্য বাংলা দেশের সমস্যা বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহানুভূতি প্রতিষ্ঠা এবং সেখানকার জনগণের জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন করা।

সমাজতন্ত্রী নেতাদের মনোভাব

গত সপ্তাহে শ্রীনারায়ণ হেলসিংকি সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে তখন আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্র সম্মেলন হচ্ছিল। এই সুযোগে শ্রীনারায়ণ বহু দেশের সমাজতন্ত্রী নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে পেরেছেন। যাঁদের সঙ্গে এখানে তাঁর কথাবার্তা হয়েছে তাঁদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার উইলি ব্রান্ট, বৃটেনের বিরোধী দলের নেতা হ্যারল্ড উইলসন নরওয়ে ও সুইডেনের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় এবং ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডের সমাজতন্ত্রী দলের নেতৃবর্গ।

এই নেতৃবর্গের সঙ্গে শ্রীনারায়ণের আলাপ-আলোচনা বেশ সন্তোষজনক হয়েছে। মিঃ ব্রান্ট বাংলাদেশের সমস্যা সম্পর্কে যথেষ্ট সহানুভূতিশীল হওয়া সত্ত্বেও তিনি জানিয়েছেন পশ্চিম জার্মানী পাকিস্তানের উপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে অক্ষম।

শ্রীনারায়ণ এই নেতৃবর্গের সঙ্গে সম্মেলনের বাইরে দেখা করেছেন এবং কথাবার্তা বলেছেন। এরপর তিনি বনে যান এবং সেখানে পার্লামেন্ট সদস্য এবং ক্রিশ্চান ডেমোক্র্যাট পার্টির সদস্যদের সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলেন। এঁরা বেশ সহানুভূতিশীল বলেই শ্রীনারায়ণের মনে হয়েছে।

ভারতে আগত শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য পশ্চিম জার্মানীর পার্লামেন্টে শীঘ্রই একটি বাড়তি বাজেট পেশ করা হবে।

শ্রীনারায়ণ যেদিন প্যারিসে গিয়েছিলেন সেদিন ছিল সেখানে ছুটির দিন। তাই তিনি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী নেতৃবর্গের সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি। তবে তাঁর ধারণা ফরাসী নেতৃবর্গ বাংলাদেশ সমস্যা সম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল আছেন। তাঁকে ফরাসী সরকারী সূত্র থেকে জানানো হয়েছে যে, পাকিস্তানকে কোনও অস্ত্র সাহায্য দেওয়া হচ্ছে না। তবে ফরাসী অস্ত্র ব্যবসায়ীদের পাকিস্তানে অস্ত্র বিক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়নি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন' —একটি সম্পাদকীয়।	দৈনিক যুগান্তর	৫ জুন, ১৯৭১

স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন

আজ শনিবার পাঁচই জুন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আসবেন কলকাতায়। কি দেখবেন তিনি? সীমান্তে নেই তিল ধারণের স্থান। কলকাতার উপকণ্ঠে এসে পৌঁছেছে শরণার্থীর ঢেউ। পাক লুঠেরা রাস্তায় কেড়ে নিয়েছে তাদের সর্বস্ব। প্রাণে মরেছে অনেকে। নিখোঁজ হয়েছে স্ত্রী-কন্যা। এপারে এসেও স্বস্তি নেই। মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে কলেরা। রাজ্য সরকার দিশাহারা। শরণার্থীর সংখ্যা চার লক্ষ ছাপিয়ে উঠেছে। অন্যান্য রাজ্যে না পাঠালে বাঁচবে না এই হতভাগ্যের দল। দু মাস অপেক্ষা করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার। কি পেয়েছেন তাঁরা? বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর চরম ঔদাসীন্য এবং রাষ্ট্রসংঘের অসহনীয় নীরবতা। ইয়াহিয়া আগের চেয়ে বেশী বেপরোয়া। বাংলাদেশে জ্বলাচ্ছেন তিনি সাম্প্রদায়িকতার আগুন। পুড়েছে অনেকে। যারা কোনমতে বেঁচেছে তারা আশ্রয় নিচ্ছে ভারতে। যতদিন যাবে শরণার্থীর সংখ্যা তত বাড়বে। ওদের ফেরার পথ বন্ধ। বন্দুক উঁচিয়ে আছে ইয়াহিয়ার বাহিনী। তাদের ইন্ধন জোগাচ্ছে স্থানীয় ধর্মান্ধের দল। গোড়ার দিকে বাংলাদেশ সরকারকে যদি স্বীকৃতি দিতেন নয়াদিল্লী তবে ঘটত না অবস্থার এমনিতর অবনতি। মুক্তিযোদ্ধারা পেতেন দ্বিগুণ মানসিক বল। বাড়ত সংগ্রামের তীব্রতা। গ্রামাঞ্চলে গড়ে উঠত প্রতিরোধ ব্যূহ। সাম্প্রদায়িক নেতাদের মধ্যে দেখা দিত সন্ত্রাস। কমত লুঠপাটের ব্যাপকতা। বিপুল সংখ্যায় শরণার্থীরা হয়ত ভিড় করত না। ভারতের সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে কেন্দ্রীয় সরকারের "দেখি কি হয় নীতি" এনেছে নৈরাশ্য। বাড়িয়েছে ইয়াহিয়ার স্পর্ধা এবং ভারতকে নিয়েছে আর্থিক সংকটের মুখে।

বন্ধ হবে না শরণার্থীর স্রোত। পূর্ব বাংলায় থাকতে পারবে না অসাম্প্রদায়িক সাধারণ মানুষ। কিসের আশায় দিন গুণছেন প্রধানমন্ত্রী? বৃহৎ শক্তিগুলো কি লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর হাত ধরে তাদের নিজেদের বাড়ী-ঘরে বসিয়ে দিয়ে আসবে? তারা কি এদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেবে? আর্থিক চাপে ইয়াহিয়ার নাকে খত আদায় করবে? গত দু মাসের আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি কি বুঝতে পারেন নি জল কোথায় গড়াচ্ছে? জিইয়ে রাখবে তারা ইসলামাবাদকে। শক্তিসাম্য ভাংগতে দেবে না। এশিয়ার এ অঞ্চলে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশ বাস্তব। অখণ্ড পাকিস্তানের অপমৃত্যু ঘটেছে। পূর্ব এবং পশ্চিমের বোঝাপড়া অসম্ভব। স্বাধীন বাংলাদেশ ছাড়া শরণার্থীরা ফিরতে পারবে না নিজেদের বাড়ী-ঘরে। এই সহজ সত্য মেনে নিতে কর্তৃপক্ষের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবই সৃষ্টি করছে যত জটিলতা। শ্রীমতী গান্ধী আশায় আশায় অনর্থক সময় কাটাচ্ছেন। এখন যে অবস্থা চলছে তার ব্যতিক্রম না ঘটলে ছ মাস কেন, ছ বছরেও শরণার্থীরা ছাড়বেন না ভারতের মাটি। পূর্ব বাংলায় শক্তি সংহত করবেন ইসলামাবাদ। মুক্তিসংগ্রামীরা পাবেন প্রচণ্ড বাধা আর ক্রমবর্ধমান শরণার্থীর বোঝা নিয়ে ভারত খাবে হাবুডুবু। সমূহ বিপদ সামনে দেখেও মন স্থির করতে পারছেন না কেন্দ্রীয় সরকার। গোটা জাতিকে কোন্ অন্ধকার গুহায় টেনে নিচ্ছেন তাঁরা?

বিভিন্ন রাজ্যে শরণার্থীদের অবিলম্বে সরিয়ে দেওয়া খুবই দরকার—সন্দেহ নেই। এ ব্যবস্থা অবশ্যই সাময়িক। তাতে পাওয়া যাবে না সমস্যার স্থায়ী সমাধান। গোঁজামিল দিয়ে সময় কাটাবার পালা শেষ হয়েছে। দেশবাসীর ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। জবাব দিন নয়াদিল্লী—শরণার্থীদের নিয়ে তাঁরা কি করবেন? কি করে থামাবেন বন্যার স্রোত? কিভাবে

পাঠাবেন তাঁদের বাংলাদেশে? বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর কাছে নয়াদিল্লীর আকুতি-মিনতি ব্যর্থ। প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত পত্রে এবং কূটনৈতিক তৎপরতায় যাঁদের টনক নড়ে নি পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্বরণ সিংয়ের সম্ভাব্য সফরে তাঁদের ঘুমের নেশা কাটবে না। লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে বুকে ধরে অনন্তকাল বসে থাকতে পারে না ভারত। নিরাপত্তা এবং বাঁচার তাগিদেই কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে নিজস্ব পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার প্রাথমিক অঙ্গ—স্বাধীন বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দান। বাড়ান দরকার তাঁদের সংগ্রামী শক্তি। ও'দের জয় ত্বরান্বিত হলেই স্বদেশে ফিরবেন শরণার্থীরা। নইলে তাঁরা থাকবেন ভারতে। একথা সত্য কোন শান্তিবাদী রাষ্ট্র সহজে বল প্রয়োগ করতে চায় না। ইয়াহিয়া খান নয়াদিল্লীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করছেন না। বাংলাদেশের সমস্যার সঙ্গে ভারতকে তিনি জড়িয়ে ফেলেছেন। চারদিকে দেখা যাচ্ছে অশান্তির দুর্লক্ষণ। মুখ বুজে থাকলেই বিপদ এড়ান যাবে না। বাস্তব অবস্থার মোকাবিলা করুন কর্তৃপক্ষ। অবিলম্বে স্বীকৃতি দিন স্বাধীন বাংলাদেশকে। প্রশস্ত করুন ইয়াহিয়ার চরম পরাজয়ের পথ। এতেই আসবে পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ শান্তি। শরণার্থীরা পাবেন স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের প্রেরণা।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
লণ্ডনে জয়প্রকাশ নারায়ণ বাংলাদেশ প্রশ্নে বিশ্বকে সক্রিয় হবার আহ্বান।	'যুগান্তর'	৭ জুন, ১৯৭১

জয়প্রকাশের হুঁশিয়ারী

বাংলাদেশের ঘটনায় বিশ্ব সক্রিয় না হলে ভারত কড়া ব্যবস্থা নেবে

লণ্ডন, ৬ই জুন (পি টি আই)—সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ বিশ্বের যে সমস্ত রাজনীতিবিদ এবং সরকারী প্রতিনিধিদের এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী. বিশ্ববাসী যদি দ্রুত উপলব্ধি না করেন, তাহলে ভারতবর্ষ পরিস্থিতির মোকাবিলায় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হবে।

গতকাল শ্রীনারায়ণ এখানে বলেন, তিনি তাঁদের জানিয়ে দিয়েছেন, অবস্থা যদি ক্রমেই খারাপ হতে থাকে এবং বিশ্ববাসী সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপে ব্যর্থ হয় তাহলে ভারত তার স্বার্থেই ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হবে। ঠিক কি ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা না বললেও সেটি খুবই কঠোর হবে বলে তিনি ইঙ্গিত দেন।

তিনি বলেন এ সম্পর্কে ইতিমধ্যেই জনগণ, রাজনৈতিক দল এবং পরিস্থিতি প্রধানমন্ত্রীর ওপর চাপ বাড়াতে শুরু করেছে।

পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশ্বকে অবহিত করানোর জন্য বিশ্ব সফরে বহির্গত শ্রীনারায়ণ শুক্রবার লণ্ডনে এসে পৌঁছান। এখানকার কাজ শেষ করে আজ তিনি ওয়াশিংটন রওনা হয়েছেন।

লণ্ডনে চারদিন অবস্থানকালে তিনি শ্রমিক, উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল দলের কিছু সংসদ সদস্যের সঙ্গে আলোচনা করেন।

শ্রীনারায়ণ দুটি বাংলাদেশ সংগ্রাম সমিতির (একটি অবাঙ্গালীদের সমিতি) সভায় উপস্থিত হন, ছাত্র সভায় বক্তৃতা দেন এবং দুটি বৃটিশ টেলিভিশন সংস্থা বি বি সি ও আইটি ভির প্রতিনিধিরা তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে।

ভারতীয় সংবাদ প্রতিনিধিকে তিনি জানান, শ্রমিক দলের মধ্যে বাংলাদেশের ব্যাপারে সহানুভূতি রয়েছে—রক্ষণশীল দলের কিছু এম-পিও সহানুভূতিশীল। তাছাড়া তিনি যে সমস্ত সদস্যের সঙ্গে কথা বলেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন।

তাঁদের এ উপলব্ধি হয়েছে যে, পাকিস্তান অন্যায় করছে এবং নিজেদেরই ক্ষতি করছে।

লণ্ডনে আলোচনাকালে তিনি লক্ষ্য করেছেন, কেউ কেউ মনে করেন আরো দুর্গতি ও সন্ত্রাসের মধ্যে দিয়ে চলে মুক্তি সংগ্রাম স্তব্ধ হয়ে যাবে এবং বাংলাদেশের অবস্থা আবার স্বাভাবিক হবে।

পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ দপ্তরের আণ্ডার সেক্রেটারীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে শ্রীনারায়ণ তাঁকে বলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আমেদসহ নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর এই ধারণা হয়েছে যে তাঁদের সার্বভৌমত্ব ছাড়া আর অন্য কিছু মেনে নেবার কোন সম্ভাবনা নেই।

এটা মেনে নিতে বৃটিশ সরকার কিভাবে পাকিস্তানকে বাধ্য করবে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, সব রকম সাহায্য বন্ধ করলেই এটা হবে। কেন না এখন যে সমস্ত সাহায্য করা হবে তা যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত হবে এবং স্বভাবতই সাহায্যকারী দেশ বাংলাদেশের ঘটনাবলীর জন্য দায়ী হবেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'ইয়োথ ফর বাংলাদেশ'-এর একটি আবেদন।	প্রচারপত্র	১০ জুন, ১৯৭১।

YOUTH FOR BANGLADESH : AN APPEAL

A tragedy too deep for toars, titanic in proportions stalks West Bengal. The rest of India may have read or heard about it. But the people at large in the sub-continent have yet to show a burning concern or involve themselves personally and individually with the unprecedented crisis that deepens each day like a gathering storm before it overwhelms this State and engulfs the country.

The ghastly upheaval in East Bengal, which we emphatically decclared not to treat as Pakistanis internal affairs and yet treated it as such, has now become very much our own affair! In course of the past 6 weeks, FIFTY LAKHS of refugees from Pakistani terror—exceeding 10% of crowded West Bengal's population—have poured into West Bengal They are still coming in at the rate of 60,000 a day and there is no abatement in sight. Experts estimate the total figure to go up to the region of ONE CRORE

The long term effects of this colossal influx will doubtless be left acutely through the rest of this Century

But the harrowing distress of this vast multitude who left everything and have trekked without proper food for weeks and the serious problems arising therefrom have to be tackled NOW and constitute a supreme challenge to the nation as a whole and specfically to the Youth of India.

Of the 50,00,000 nearly 20 lakhs are living under trees or in open unprotected grounds. Rains arrived early this year. The fate of these 2 million, exposed to heavy showers and cold nights can be imagined. Especially the condition of little children, some of whom have lost one or both parents by Pakistani bullets or in epidemics, beggars description.

Conditions in the camps due to shortages of food, medicines space and personnel is frightening, where death is a frequent and daily visitor.

As if this was not enough. Cholera has broken out in an epidemic form and is spreading fast. The 50-mile route from Krishnanagore to Shikarpur on the border is dotted with the dead and the dying. The stench of rotting flesh fills the air. Harrowing scenes of babies suckling at dead mother's breasts, lone widow still fanning the cold forehead of dead husband, of dogs tearing up the bodies of those two—weak to resist, line the roads in our border districts. The heart-ending sight of little bewildered children suddenly orphaned by cholera guarding their parents bodies on lonely roadsides are not uncommon.

Cholera, according to conservative estimates, has killed over 3000 refugees. But this is only the beginning! The epidemic is spreading fast. Emergency has just been declared in Calcutta, which had been free of cholera for years! And as the rainy season advances typhoid and later on small pox will join the train of mass killers.

So far the refugee problem has been tackled by the State Government with active assistance of the Union Government. But the problem is now too vast even for our Government, to tackle. Foreign help has been sought and has begun to arrive.

But there is tremendous scope and opportunity for us personally and collectively to do something. This appeal is an invitation to the Youth of every State of our Republic to oome forward and make their commitment.

There is urgent need for:

1. Voluntary Personal Service in refugee camps.
2. Organisational Work in one's own area
3. Contributions.

Service

1. Immediately needed are hundreds of Doctors (must be at least final year students but internees and qualified doctors preferred), trained Nurses, Compounders or Phamacists.
2. There is also need for dedicated general volunteers, both male and female, preferably with some esperience or training for care of the refugees and especially of the children, in camps and elsewhere

   Minimum period of service to be contributed will be 3 months Food and lodging will be available free at the place of posting.

Organisational:

For purposes of maximum mobilisation of young people, we will encourage formation of organised groups in State, District, Thana & even at Block levels. Through these bodies we propose to build up public opinion

1. Against the carnage committed by Pakistan by holding photographic exhibitions of the atrocities of the refugees, and public meetings etc.
2. In Favour of recognition of Bangladesh and collect signatures in support of a petition (for which we have already collected in Calcutta nearly 300,000 signatures) to be submitted to the Prime Minister and also to the Secretary General of the U.N.O. and
3. To collect the following articles which are urgently needed here:

   a. Food: Baby Foods, Tinned Foods, Rice, Dal, Salt, Sugar, Tea etc.
   b. Tarpaulins or Waterproof Covers for making tents
   c. Clothings (New or Old); Dhotis, Lungis, Saris, vests and children and baby wear.
   d. Bed Sheets (chaddars), blankets etc.

e. Umbrellas, Waterproofs or anything for protection against rain.

f. Canvas shoes and chappals (all sizes).

g. Medicines. All types of Vitamins, Tonics Medicines for Flu, Fever, Gastro-Enteritis, and Childrens diseases Vaccines, Antiseptics, Phenyl, Bleaching Powder, Detergents and Soaps, Surgical Dressings.

h. Money.

Contributions

Those who wish to make direct contributions in any form will also be welcome to do so,

Already such international voluntary organisations like OXFAM and WAR AGAINST WANT are here and working. Young British doctors are rendering admirable service. But I say this with deep regret that as yet no volunteers of any Youth Organisations from India are to be seen. The Youth in India needs a great cause to make their commitment. Here is a noble cause, a magnificient challenge: I am making this appeal in full confidence that Indian Youth will rise to the occasion and not only make the stay of the Five Mill-on guests from Bangladesh a pleasant one, but will see, is necessary, with with equal courage and determination that they return without hindrance and live in safety.

Any offers of assistance and enquiries may please be addressed to:

CHAIRMAN
YOUTH FOR BANGLADESH
14 Ezra Mansions,
Calcutta-1

Dated· June 10, 1971,

MIHIR SEN
Chairman.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গারো পাহাড়ের কেন্দ্রীয় ত্রাণ সংস্থা কর্তৃক প্রধান মন্ত্রীর কাছে পেশকৃত স্মারকলিপি।	প্রচারপত্র	১২ জুন, ১৯৭১।

MEMORANDUM SUBMITTED TO THE PRIME MINISTER OF INDIA BY THE CENTRAL RELIEF COMMITTEE OF GARO HILLS.

SRIMATI INDIRA GANDHI,
Prime Minister of India.

RESPECTED PRIME MINISTER,

We, on behalf of the people of the Garo Hills, welcome you on your first visit to the district. Perhaps never before have we looked forward and eagerly awaited your visit to the district as today when your presence among us on this strategic border is so keenly needed and awaited.

Together with our brothers and sisters all over the country we share in the legitimate pride and proud hope in your brave and progressive leadership of the country and wholeheartedly pledge our co-operation in your efforts to give our country a new image of strength and social justice to our people. You have again and again demonstrated your genuine concern, friendship and solicitude for the people of this region. We pray that your special care for the people of this area will ever grow.

Today however owing to the aggressive acts of the Army of West Pakistan of oppression and wanton outrage on the unarmed civil population of East Bengal and of naked aggression on our own borders, more recently, a difficult situation has arisen in our district. All along the one hundred and forty-four miles of international border, people have been crossing into our district since the start of the Pak army depredations on the 25th March, 1971. The influx is still continuing and to-date about two lakhs of evacuees have entered into this district, thereby swelling its population of about four lakhs to six.

Coming in the wake of the mass influx of evacuees in 1964 some of whom are still in camps within the district this has imposed a severe strain on the people and the administration owing to the long and tenuous lines of communication.

As it is, the district is almost entirely covered by hills with only small patches of flat land in the border areas, most of which is under cultivation. This committee has been grappling with the problem of finding enough suitable land for pitching tents or putting up temporar shelters for the evacuees.

We believe our Chief Minister, Captain Williamson Sangma, has already apprised your Government of the critical situation now prevailing in the district the lack of flat land, the difficult communications posed by a poor road system, the fact that our district is deficit in food requiring a very large part of its normal requirements to be brought from outside, and the occurrence of floods and landslides in the monsoon cutting off communications makes the presence of an evacuee population equal to half the population of the district an immensely difficult problem. We cannot therefore but stress the need to move the

bulk of evacuees from the district as the continued temporary stay of such a large number of evacuees has created many social, economic and other problems.

Besides, the influx of so many evacuees into the border areas has brought about great dislocation in the lives of the people living there. To this was added the repeated aggression by the Pak army into our territory forcing our border villagers to flee abandoning their cultivation and other means of livelihood and making them evacuees in their own land. For our unfortunate brothers and sisters who have been uprooted from the border villages we would request the special consideration of your Government for relief and other assistance.

We humbly reiterate our support to your stand on the problem as stated in your speeches on the floor of the Parliament and from public platforms. The evil motives of the rulers of Pakistan has thrown this unwanted burden on every part of India's body politic to thwart our development by imposing on our limited resources the mass influx of evacuees and the aggressive intrusions on our borders. Wereiterate our support to your efforts to find out a political remedy, your repeated messages to the major powers and your addresses to the conscience of the world.

This is no time to emphasise local issues however important they may be. Nevertheless taking advantage of your visit, we would like to draw your kind attention to the vital need for strengthening security arrangements along the border as well as ensuring facilities for building up a sound infrastructure for agro-industry in order to accelerate development of this economically backward area which has had to bear the brunt of the consequences of partition in 1947, including stoppage of border trade, repeated influx of evacuees and a dislocation of social and cultural life.

We pray to the Almighty that you may be vouchsafed with long stewardship of our country and that under your leadership it will grow from strength to strength and in peace and prosperity.

JA Jai Hind.

Yours in service,

GROHONSING A. MARAK,

Deputy Speaker, Meghalaya Legislative Assembly & Chairman, Central Relief Committee, Tura.

MODY K. MARAK,

Chief Executive Member, Garo Hills District Council, Tura.

SINGJAN D. SANGMA, M.L.A.,

President, Garo Hills, District Congress Committee (R) & Vice-Chairman Central Relief Committee, Tura.

ALBINSTONE M. SANGMA,

Member of the Executive Committe Garo Hills District Coundcil & Vice-Chairman, Central Relief Committee, Tura.

TURA, GARO HILLS,
the 12th. June, 1971.

শিরোনামা	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের জন্য মি: এম, সি, চাগলার দাবী।	টাইমস অফ ইণ্ডিয়া	১৩ জুন, ১৯৭১।

CHAGLA WANTS INDIA TO RECOGNISE BANGLADESH

"The Times of India" News Service

BOMBAY, June 12.—While expressing gratitude to India for giving five million refugees from East Pakistan, four leaders of Bangladesh appealed to the Indian Government yesterday to recognise their country.

They made the appeal at a public meeting here and were strongly supported by Mr. M.C. Chagla, who said : "India has committed the greatest error is not recognising Bangladesh. History will not forgive us."

Mr. Chagla, who presided over the meeting, said that if India had recognised Bangladesh, it would have given a deadly blow to the two-nation theory, the vicious basis on which Pakistan was formed.

Mr. Phani Bhushan Mazumdar, leader of the Bangladesh delegation now touring India, said that if India granted recognition to Bangladesh the Mukti Fauj would get a psychological boost.

He said the other members of the delegation, Mr. Shah Moazzem Hossain, Mr. K.M. Obaidur Rahman and Mrs. Noorjehan Murshed felt that India should not hesitate to recognise Bangladesh as both believed in democracy, socialism and secularism.

Mr. Mazumdar said that since the inception of Pakistan, East Pakistan had been exploited by West Pakistan, both economically and politically. Even when 56 per cent of the people spoke Bengali, Urdu was imposed as the State language and Bengali students had to sacrifice their lives to resist Urdu.

The uprising in East Pakistan, he said, was spontaneous. The Awami League had fought and won the elections on the six-point programme of Sheikh Mujibur Rahman. When the negotiations between Gen. Yahya Khan and the Sheikh were under progress, the people had no idea that Yahya Khan was planning the greatest genocide in world history.

Mr. Shah Moazzem Hossain said that the formation of Pakistan was a blunder. The only link between East and West Pakistan was religion. Culturally, they had nothing in common. Many had felt that there was a conspiracy to wipe out the Bengalis. Economically East Pakistan was exploited and, while huge amounts were spent in building new capitals, nothing was spent on East Pakistan.

He said that it was Gen Yahya Khan, Mr. Bhutto, the army and the capitalists of Pakistan who were disintegrating Pakistan, not Sheikh Mujibur Rahman, who had once been described by the present regime as a great patriot.

The younger generation in Pakistan knew that the formation of Pakistan had been a mistake and that its functioning was an impossibility.

The crimes committed by the Pakistan army, he said, were much greate than those of Nadir Shah, Chengis Khan and Hitler. In one day in March, 10,000 people were killed. "The whole army was let loose on the sleeping innocent people of Bangladesh."

He said he had been shot at thrice and had seen women being raped. He demanded trial of Gen. Yahya Khan for his crimes.

Mr. K.M. Obaidur Rahman said India had a responsibility, as the biggest democracy, to democracy in Bangla Desh.

Mrs. Murshed demanded the release of Sheikh Mujibur Rahman, the release of all prisoners and the withdrawal of the Pakistan army from Bangladesh.

Two Nation Theory DEAD

Mr. M.C. Chagla said that Bangladesh had killed and buried once and for all time the two-nation theory. I had demonstrated that it was no religion but culture and race which constituted a nation.

Pakistan, which wanted to propagate Islam, had massacred thousands of Muslims.

Mr Chagla said hat if India had recognised Bangladesh, it could have supplied arms to Bangladesh According to international law India had every right to recognise Bangladesh.

He appealed to the Government, in the name of national interest, freedom and democracy, not to hesitate in recogni ing Bangladesh.

Bangladesh, he said, would not agree to anything short of freedom and Pakistan would have to concede it. He felt that if a plebiscite was taken in India, 95 per cent of the people would vote for granting recognition to Bangla-desh. He warned that if recognition was denied, a new leadership might emerge in Bangladesh which might turn to China.

শিরোনাম।	সূত্র	তারিখ
'শরণার্থীদের দায়িত্ব সকল রাজ্যকেই নিতে হবে' বলে কমিউনিস্ট নেতা রাজেশ্বর রাওয়ের বক্তব্য।	হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড	১৩ জুন, ১৯৭১

ALL STATES MUST SHARE BURDEN :

Rajeswar Rao

GAUHATI, JUNE 12—Mr. C. Rajeswar Rao general secretary of the CPI said here today that the influx of evacuees from Bangladesh had created a national crisis for India and no State had any right to refuse to temporary accommodate the refugees, says PTI.

Addressing a Press conference here this morning, the CPI leader asked the Union Government to press upon the States to accommodate the evacuees.

Mr. Rao said the Centre appeared to have not yet felt the seriousness of the evacuee problem and had burdened the border States beyond thier capacities. It was not the responsibility of border States alone but all the States of the Indian Union to share the responsibility.

The CPI leader also advised the States to open hospitals with capacity of 200 to 250 beds in the border States for evacuees in expression of their solidarity with the Bangladesh movement and the people who were fleeing to this country for shelter and security.

He said an explosive situation had developed in the border States with millions of evacuees entering them and more and more coming daily. Only five per cent were getting shelter in Government camps and 25 per cent getting rations. The rest seeking shelter and food whereever possible. Such thing created tensions. There was also the cholera epidemic which had aggravated the situation.

The CPI leader said the party had instructed all the State units to press their respective States to take share in the national burden and not to make the evacuee problem a partisan issue. So far as our party is concerned we are not making it a partisan issue and hope that other parties also do not do it, he said.

Mr. Rao hoped the liberation movement would soon come to a successful end in Bangladesh and said, "We are grateful to the people of Bangladesh because they have raised the banner of democracy and secularism. By the movement in Bangladesh our secularism has been strengthened."

শিরোনাম।	সূত্র	তারিখ
সারভেণ্টস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটির সভাপতি কর্তৃক রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকার সমালোচনা।	টাইমস অব ইণ্ডিয়া	১৪ জুন, ১৯৭১।

KUNZRU assails U.N.'s

Lukewarm stand on E. Bengal DP problem

"The Times of India" News Service

POONA, June 13—Dr. K.M. KUNZRU, President of the Servants of India Society, yesterday called for "serious thought" on ' our course of action" if conditions were not created by Pakistan for s.curity and safe return of the others of refugees to their homes in East Bengal.

No one would like a crisis to arise, but if it did in spite of the restrain returned by India "we should be fully prepared to meet it", he added. He was delivering the annual public address on the founder's day of the ....

Dr. Kunzru made a scathing criticism of the United Nations, particularly the United States, for their "incrudulouness" in the beginning and the lukewarm attitude now towards the refugee problem.

He pointed out how in spite of the belated appeal by the U.N. Secretary-General, "no substantial" international aid for the relief of the refugees had been received so far.

He contrasted this with the Hungarian crisis of 1956 and said that when he "Hungarian freedom fighters" had to leave their country both the U.N. and America were anxious to relieve their distress. But provision for relief by them for East Pakistani refugees was "extremely inadequate" and slow in coming.

East Bengal had been a victim of one of the "most ruthless massacres known to history'" The West Pakistani troops had committed "brutal atrocities to destroy the political and intellectual leadership, extreminate the minority community or drive it out of East Bengal and terrorise the whole population," he said.

ARMS SUPPLY

He said the tragedy had been treated as an internal affairs of Pakistan by England and America as if the gross violation of human rights was not their concern and that of the U.N.

America, which was the "main source" of arms supply to Pakistan, had not expressed its strong disapproval of the brutalities committed by the West Pakistani troops in Bangladesh. Nor had it stopped the supply of spare parts to Pakistani armed forces or its economic aid to that country.

Dr. Kunzru pointed out that the conflict in East Bengal had long ceased to be an internal affairs of Pakistan.

The Western world, he thought, was not prepared "in their own interest" to take any step which would weaken Pakistan vis-a-vis India.

GDR relief consignment

CALCUTTA, June 13 : The first consignment of aid from the GDR Government consisting of six tonnes of cholera vaccines, antibiotics, vitamins and five tonnes of beds, tents, blankets etc, was handed over to Col. R.N. Luthra, Additional Secretary of the Union Ministry of Rehabilitation, at the Dum Dum airport Mr. Werner Horney, representative of the Presidium of the Red Cros Society of the GDR was present,PTI.

শিরোনাম।	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ প্রশ্নে পাশ্চাত্যের প্রতি জয়প্রকাশ নারায়ণের আহবান।	টাইমস অব ইন্ডিয়া	১৪ জুন, ১৯৭১

JP APPEALS TO WEST TO INTERVENE

UNITED NATIONS, June 13: World leaders has still time, though not such time, to solve the Bangladesh problem and restore peace, the Sarvoday a leader Mr. Jayaprakash Narayan, said yesterday addressing a rally before the United Nations.

If they did not intervene, the whole sub-continent would be seething with trouble with unknown consequences for the whole world, he warned.

Nearly 1,000 persons had marched from New York's Central Park to the United Nations in a demonstration organised by the Save Bangladesh Committee.

On the way they demonstrated before the Pakistani Mission in New York.

(Earlier about 30 West Pakistanis had marched from the United Nations to the Indian Mission and demonstrated there accusing India of intervention.)

About 250 persons participated in the rally. The rain, however, thinned the numbers but some stayed behind to hear, among others, Mr. Jayaprakash Narayan and Mr. Iqbal Ahmed, a West Pakistani teaching in the U.S.A. and one of the accused in the Berrigan Brothers Conspiracy Case.

Mr. Narayan, now on a world four, said that Pakistani propaganda was saying that the trouble in East Bengal was the India-Pakistan problem or the Hindu-Muslim problem.

But thanks to foreign correspondents, the world had slowly become aware of the real issue and the Pakistani propagandist attempts to fool the world and bide their crimes had failed.

Analysing the history of the problem and the current situati on in which over half a million people have been killed and over six million forced to seek refuge in India, Mr. Narayan said, "All these events have left the Western world indifferent and except for a few journals in the West and in America and Western Europe, there seems to be very little reaction. It seems the conscience of the world is dead".

Mr. Narayan referred to the talk of "free world" and asked why the "free world" and its leaders had remained silent in the face of this attack on freedom.

Mr. Narayan sarcastically added, "It was left to President Podgorny of the Soviet Union, whom the "free world" calls leader of "a captive world" to raise his voice and appeal publicly for an end to the carnage. But neither President Nixon nor the Prime Minister, Mr. Edward Heath, nor President Pompidou has so far said anything openly.

Mr. Narayan paid tributes to the young fighters in Bangladesh who had braved the artillery and planes of the West Pakistani army.

"My feeling and my conviction after talking to various people, including refugees, and leaders of Bangladesh Government, is that the guerilla war will go on. I have no doubt in my mind that Bangladesh will certainly win its freedom."

AID TO PAKISTAN

Mr. Narayan said any aid given to Pakistan could only feed the West Pakistani military machine and those giving the aid would bear the responsibility for the genocide in East Bengal.

Appealing to world leaders to act, now when there was still time, Mr. Narayan said that the leaders of the "free world" must openly come out to condemn these crimes. They must stop all aid to Islamabad. They should press the Yahya regime to end fighting, send the army back to the barracks release all political prisoners including Sheikh Mujibur Rahman and ask them to seek political settlement.

Mr. Narayan said that the world should not be surprised if Sheikh Mujibur Rahman and others even refuse to shake hands with President Yahya Khan on the ground that his hands are dripping with Bengal people's blood.

But it was for the West Pakistan leaders to negotiate peaceful settlement with the Bangladesh leaders, he said.—PTI.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশকে স্বীকৃতির প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারের বিলম্বের সমালোচনা।	'টাইমস অব ইন্ডিয়া'	১৬ জুন ১৯৭১

CENTRE'S NIGGLING OVER RECOGNITION RESENTED

(From our own Correspondent)

MADRAS, JUNE 15.—Though Tamil Nadu is now far away from West Bengal which is bearing the full brunt of maintaining the unprecedented influx of refugees from Bangladesh, people here are as much aroused against the genocide by the Yahya Khan regime.

Innumerable representations are daily pouring into the local daily Press by rate leaders who accuse the Government of India with tardiness in recognising Bangladesh.

This is but one of the many dozens of published letters addressed daily to the local press by angry readers on what they feel "inaction of the Government of India in not recognising Bangladesh".

The three-member Bangladesh Parliamentary delegation headed by Mr Phani Majumdar in the course of its three day stay in the city did its best to educate the public on the actual conditions prevailing in the unhappy land. Mr. Majumdar hoped that the influx of refugees would be raised by India in the Security Council. Mr. Shah Mozzam, another member of the delegation stated that Bangladesh had its own representative in the UN and the matter of refugees would be raised by him along with the question of recognising the Bangladesh Government and help to the refugees.

Mrs. Noorjehan Murshid, the third member of the delegation, pointed out that it was too much for India to maintain the refugees, the victim of Yahya Khan's blood thirsty military regime.

She described the establishment of camps by the Yahya regime in Bangladesh as "fraud and trap to round up people and drive them farther into India".

There could be no wage stability unless the Government is compelled to abandon its policy of inflation, Mr. P. Ramamurthy, General Secretary of the General Council of the Centre of Indian Trade Unions, said inaugurating the four-day meeting of the centre in Combatore this week.

He wanted in the alternative a statutory guarantee of full neutralisation of the rise in the cost of living for all sections of the people.

He described the "inflationary policy of the Government as an open robbery of the people".

Mr. Ramamurthy called for the widest possible unit of trade unions in the country for action and a united front of all central labour organisations. He welcomed the eight-point declaration by represntatives of major trade unions and that would be sufficient basis for rallying the workers for united action against the Government.

The eight-point declaration wanted abolition of property rights, nationalisation of monopoly capital without compensation, genuine land reforms, a wage policy providing for real wages provision of full employment and unemployment relief, public control of all necessities of daily life, moratorium on all public debts and change in industrial and financial policy to free the economy from foreign influence.

Those who attended this meeting included Mr. P. Sundarayya Mr. Jyoti Basu, Mr. Umanath, Mr. K. Ramani, Mr. A. Balasubramaniam and Mr. Basava Punniah. About 120 labour leaders attended this conference. This is the first annual meeting of the General Council after the formation of the centre of Indian Trade Unions.

As usual Mr. Ramamurthy was a big report which he read from a written pamphlet. He analysed the Central Budget and said that though the deficit was stated to be 320 crores, it could as well be Rs. 500 crores.

After analysing the index of wholesale prices Mr. Ramamurthy doubted whether the Indian economy was posed for a big advance as claimed by the authorities. The first sign of a developing economy he pointed out was rising employment, but the results of last year and the year before showed deterioration in employment.

Citing the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry report Mr. Ramamurthy said the number of unemployed in the first half of 1970-71 in the country was 13 million the number of man days lost rose from 17 million in 1967-68 to 19 million in 1969 when the economy was said to turn the corner, he said.

Mr. Ramamurthy's criticism against the "green revolution" was also frank. Compared with the production of 89·34 million tonnes]in 1964-65. he pointed out the achievement of 95·05 million tonnes in 1967-68 appeared to be barely three per cent increase per annum.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অধিবেশনে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানে কেন্দ্রের বিলম্বের সমালোচনা	স্টেটসম্যান	১৮ জুন, ১৯৭১

CPI(M) Resolution

CENTRE CRITICIZED FOR 'RESILING' ON RECOGNITION ISSUE

COMBATORE, June 17.—The politburo of the CPI(M) has criticized the Government of India for "resiling" on the question of recognizing the Government of Bangladesh, and "harping" on the quostion of finding a political solution says PTI.

The Politburo, the top-policy making body of the Party which has been in session here since yesterday, said the Government had "evidently done so under pressure from the USA and certain other quarters".

Eight out of the nine members particpated in the day-long cloosed door discussions on policy matters. Mr B T. Ranadive who is not well, was the only absentee. The party's resoultion was released to the Press last night

The resolution said: "The failure to recognize the provisional Government and render all material assistance had tremendously hampered the struggle of the poeple of Bangladesh and led to the migration of over 5 million people of Bangladesh into India as refugees This huge refugee influx has created huge problems for India and parucularly to the border States of West Bengal, Tripura, Assam and Meghalaya. Thus it is the Government of India that is responsible for this situation by its failure to recognize the Provisional Government and render all material assistance to it".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্রের বিরুদ্ধে কোলকাতায় 'ইয়োথফর বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল।	হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড	২০ জুন, ১৯৭১

PROTEST AGAINST US SHIPMENT OF ARMS TO PAKISTAN

A mass demonstration was held by members of Youth For Bangladesh outside the USIS in Calcutta on Wednesday evening. Slogans condeming the arms shipments made to Pakistan by the USA in a deceptive and surreptitious manner, despite the embargo proclaimed to have been placed by the American Government on arms supplies to Pakistan were raised.

Mr. Bhajan Nag, Secretary of Youth For Bangladesh, addressed the gathering. A copy of the protest note was left with the USIS for transmission to the US Government.

Mr. Mihir Sen, Chairman of the Youth For Bangladesh, in a statement condemned the two-faced diplomacy and heartless cynicism of the Nixon administration.

"We are being treated to the incomprehensible spectacle of American C-130 planes flying life-saving relief materials for the victims of Pakistan's outrage on one hand and death-dealing military planes being surreptitiously shipped post-haste to Pakistan to kill and maim more Bengalis and to turn further millions into refugees, on the other," Mr. Sen said.

"Surely this perfidious act on the part of the US Government will remain for a long time as the worst instance of two faced diplomacy and of morbid cynicism in international politics.

"We demand that the US Government freeze the entire cargo abroad these two ships on arrival at Karachi and undertake not to make further shipments of arms or even of 'spares' till Bangladesh becomes independent.

"We demand that the Government of India should make the above the condition precedent for acceptance or use of materials sent by the USA for relief work." Mr. Sen concluded.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের ওপর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিরাপত্তার প্রশ্ন নির্ভর করছে বলে সিংগাপুরে জয়প্রকাশ।	হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড	২৫ জুন, ১৯৭১

S.-E. ASIA'S SECURITY INVOLVED IN BANGLADESH ISSUE: JP

SINGAPORE, JUNE 24.—India's veteran leader, Mr. Jayaprakash Narayan, today warned that unless the political problem of East Bengal was settled soon, the security of South and South-East Asia would be in danger, report agencies.

Mr. Narayan told a Press conference that Big Powers of the world should put pressure on Pakistani President Yahya Khan to make a political settlement in East Bengal to avoid a catastrophe.

He said the civil war in East Bengal brought a "colossal burden upon India economically, politically and socially.

"It is essential to end martial rule in East Bengal. The people in jail, including Sheikh Mujibur Rahman," should be freed.

Then he added the Pakistan Government should begin negotiations with Mr. Rahman, "the representative of the people of Bangladesh."

"I doubt if the people of Bangladesh will be contented anything less than an independent Bangladesh, as the provisional Premier of Bangladesh the other day said Pakistan is dead and buried in the heaps of Bengali corpses".

Asked about world opinion towards the Bangladesh independence movement and brutal treatment by Pakistani troops towards the Bengalis he said "They are now conscious about it, but some are still undermining the nationalistic spirits of Bengalis, thinking that Pakistani troops will gradually subdue them

"But don't forget that 90 per cent of the revolutionaries in the former British India came from East Bengal. It is not possible for freedom."

"Bangladesh will be free," he said. "The sooner Pakistan realizes it the better for all of us in South and South East Asia."

He said: "Bangladesh is in a strategic position as far as South-East Asia is concerned, and if the Bangladesh movement does not succeed a Maoist movement will fill the vaccum there."

Asked whether Bangladesh soldiers were getting any arms help from outside, Mr. Narayan said: "Yes, in London, I met people who are collecting funds to buy arms and ammunition."

On reports of U S arms shipments to Pakistan, he said he requested American officials to halt all economic and military aid to Pakistan until martial rule is ended and power is handed over to elected representatives.

In Beirut, India's Minister for Agriculture, Mr Fakhruddin Ali Ahmed, arrived early yesterday on the first stage of his four-nation tour of West Asia

to acquaint its leaders with the gravity of developments in Bangladesh and the massive problem faced by India on account of in flux of over six million refugees.

Mr. Ahmed is espected to meet the Labanese Foreign Minister on Friday.

In East Berlin, Dr. Karan Singh. India's Minister for Tourism and Civil Aviation, has said that this country could not take responsibility for the refugees who fled to India from Bangladesh after the recent fighting there.

"India cannot take over the responsibility for all these millions of refugees who have flowed into over-populated parts, of India like a tidal wave, the East German news agency, ADN quoted him as saying yesterday.

"Conditions must be created in East Bengal to enable the refugees to return safely," he added.

Dr. Karan Singh, who came here as special envoy of the Indian Prime Minister, said he was very satisfied with the talks he had on Monday with the East German Prime Minister, Mr. Willi Stophn and the Foreign Minister, Mr Otto Winzer.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাব : 'বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র ও সামরিক শিক্ষাসহ' সর্বপ্রকার সাহায্য দিতে হবে।	কালান্তর	২৬ জুন, ১৯৭১

অস্ত্র, সামরিক শিক্ষা ও সর্বপ্রকার সাহায্য দিতে হবে

বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা প্রসঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টির দাবী

''বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র ও সামরিক শিক্ষাসহ সর্বপ্রকার সাহায্য করতে হবে''—ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পরিষদ এক বিবৃতিতে এই দাবী করেন। বাংলাদেশের সরকারকে এখনো স্বীকৃতি না দেওয়ার জন্য এই বিবৃতিতে ভারত সরকারের সমালোচনা করা হয়েছে। এবং অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য দাবী জানানো হয়েছে। বাংলাদেশের সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে দেখার জন্য এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ও শরণার্থীদের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টি এই বিবৃতিতে পার্টি সদস্য, সমর্থক এবং জনসাধারণকে আবেদন জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি জাতীয় সংহতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বনের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন আহবানের জন্যও পার্টি দাবী জানিয়েছেন।

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ গত ১৬ ও ১৭ জুন তারিখে দুদিন ব্যাপী অধিবেশনে মিলিত হন। এই অধিবেশনে অন্যান্য আলোচ্যসূচীর মধ্যে বাংলাদেশের বর্তমান মুক্তিযোদ্ধেরও পর্যালোচনা হয়। এই অধিবেশনে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীরাজেশ্বর রাও এবং কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শ্রীভবানী উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যপরিষদের এই সভায় রাজ্যজুড়ে যে নৃশংস ভ্রাতৃঘাতী আন্ত-পার্টি সংঘর্ষ চলেছে সে বিষয়েও আলোচনা হয় এবং এই হানাহানি বন্ধের জন্য কিছু কার্যকরী ব্যবস্থা সম্পর্কেও এই সভায় আলোচিত হয়।

অধিবেশন শেষে এক বিবৃতিতে বলা হয় যে বাংলাদেশের মুক্তি যোদ্ধাদের সমর্থন ও সংহতি জানানো সারা ভারতবর্ষের জনগণের এখন জরুরী কর্তব্য বলে কমিউনিষ্ট পার্টির পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পরিষদ মনে করেন। প্রায় ষাট লক্ষাধিক মানুষ ইয়াহিয়া চক্রের অত্যাচারের মুখে দেশ ছেড়ে এই দেশে শরণার্থী হিসাবে এসেছেন। মুক্তিযোদ্ধারা যাতে তাদের দেশকে যথাসম্ভব মুক্ত করতে পারে তার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র, সামরিক শিক্ষা ও অন্যান্য সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সাহায্য করতে হবে এর ফলেই গৃহহীন মানুষ তাদের ঘরে ফিরে যেতে পারবে বলে পরিষদ মনে করে। এই প্রয়োজনেই বাংলাদেশ সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন বলে রাজ্য পরিষদ মনে করে। এই স্বীকৃতি দানের বিষয়ে কিছু না করার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টির রাজ্য পরিষদ ভারত সরকারের সমালোচনা করেছেন এবং পার্টি তার সমস্ত শাখাকে বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য বলেছেন।

পার্টির রাজ্য পরিষদ তার সমস্ত শাখাকে বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরের ব্যবস্থাদি উন্নত করার জন্য কাজ করতে বলেছেন। শরণার্থী শিবিরে তাঁরা আছেন তাঁরা যাতে আশ্রয়, খাদ্য, ঔষধ রীতিমত পান এবং যারা বিভিন্ন ব্যক্তির কিংবা আত্মীয় বাড়িতে আছেন, তাঁদের প্রয়োজনে তাঁরাও যাতে সাহায্য পান তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। বৃদ্ধ, শিশু ও মহিলাদের

যাতে যথাসম্ভব ভালভাবে রাখা যায় এবং যুবকদের যাতে মুক্তিবাহিনীতে যোগদানের জন্য অনুপ্রাণিত করা যায় তার জন্য পার্টি কর্মীগণ বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরগুলিতে সক্রিয়ভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

শরণার্থী শিবির পরিচালনায় কেবলমাত্র নেতিবাচক স্বরূপ উদঘাটন নয় পরন্তু ব্যর্থতা ও দুর্বলতাগুলিকে কাটানোর জন্য পার্টি কর্মীদের সক্রিয় হস্তক্ষেপ করতে হবে যাতে শরণার্থীদের সুষ্ঠ ও কার্যকরীভাবে সাহায্য করা যায়।

কমিউনিষ্ট পার্টির রাজ্য পরিষদ মনে করে, বাংলাদেশের এই সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে দেখতে হবে। রাজ্য পরিষদ বাংলাদেশের শরণার্থী গ্রহণের বিষয়ে উড়িষ্যা সরকারের মনোভাব এবং মেঘালয়ে দাঙ্গার বিষয়ে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশ প্রসঙ্গে একটি জাতীয় সংহতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন এবং সীমান্ত রাজ্যগুলির স্কন্ধভার ভাগ করে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সকল রাজ্যগুলিকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রীসমূহের সম্মেলন আহবানের জন্য পার্টি প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন, জানিয়েছেন। এর কারণস্বরূপ বলা হয়েছে যে যদি বাংলাদেশের সংগ্রাম ব্যর্থ হয় তাহলে ভারতের গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলি সাম্প্রদায়িকতা ও প্রতিক্রিয়ার জোয়ারে ভেসে যাবে।

সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াসমূহ যারা গোলযোগ করার চেষ্টা করছে তাদের বিষয়ে হুশিয়ার থাকার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের কাছে আহবান জানিয়েছে। পার্টি স্থির করেছে যে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের পক্ষে সংহতিজ্ঞাপক প্রচার অভিযানই বর্তমানে কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম মূল কার্যসূচী। ট্রেড ইউনিয়ন সমূহ শ্রমিকদের মধ্যে কিষাণ সভা কৃষকদের মধ্যে এবং যুব, ছাত্র, মহিলাদের মধ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে হবে। এই মুক্তি যুদ্ধের পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমস্ত মানুষের সমাবেশ ঘটাতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে আন্তঃপার্টি ভ্রাতৃঘাতি হত্যাকাণ্ড জনিত গুরুতর পরিস্থিতির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে রাজ্যপরিষদ এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছে যে খুনীদের গ্রেপ্তার করতে এবং ব্যক্তি সন্ত্রাস রোধে পলিসী অক্ষমতার পটভূমিকায় শুধু প্রশাসনিক ব্যবস্থা নয় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে এবং রাজনৈতিক দলগুলির সক্রিয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এই ধরনের সন্ত্রাস বন্ধ সম্ভব। রাজ্য পরিষদ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই অনুরোধ রাখবে যে বিধানসভায় প্রতিনিধিত্ব করছে এমন প্রত্যেকটি পার্টির এবং ব্যক্তিসন্ত্রাস বিরোধী অন্যান্য পার্টির সদস্যদের সম্মেলন আহবান করে এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একটি ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণ করা হোক।

সর্বশেষে বাংলা কংগ্রেসে ভাঙ্গন জড়িত পরিস্থিতিও রাজ্য পরিষদে আলোচিত হয় পার্টির বক্তব্য এই যে শ্রীসুশীল ধারাকে মন্ত্রিসভায় নেওয়া উচিত নয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের অনুকূলে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিদেশ সফরশেষে সংবাদ পত্রে প্রদত্ত জয়প্রকাশ নারায়ণের অভিজ্ঞতা ও বলিষ্ঠ বিবৃতি।	বিবৃতি	২১ জুন, ১৯৭১

PRESS STATEMENT

A. **Left Delhi** 16th May and **returned** 27th June. In all 47 days.

B. **Places visited:** Cairo, Romo, Belgrade Moscow, Helsinki, Stockholm, **Bonn**, Paris, London, Washington, New york, Ottawa, Vancouver, Tokyo, Bangkok (for rest—no interviews), Djakarta, Singapore, Kaula Lumpur, Bangkok (to catch Air India flight to Delhi).

1. I had undertaken this mission as a servant of peace on behalf of the Sarva Seva Sangh and the Gandhi Peace Foundation. I am very thankfull indeed, for all the help, financial and otherwise, that I received from them.

2. Equally, I must express my warm appreciation of all the help and hospitality that we received from our country's representatives in all the capitals we visited. We are most thankfull to them in particular and to the Government of India in general for all that they did to make my mission as useful as possible.

3. It was not to beg for aid for refugee relief or only to talk about human suffering and to arouse the moral conscience of the world that I undertook the arduous trip. Succour for millions of refugees who have fled to India, as well as succour for many millions more subjected to terror in Bangla Desh and faced with famine and epidemic there, is of course urgent and I naturally spoke about it. As for the moral conscience of the world or what is left of it, the press everywhere except for Cairo, have done, and I think are still doing, a wonderful job.

4. My greater concern was with the political issues involved and the need for their urgent resolution, because as I tried to point out, to those whom I met, the refugee probelem and the humanitarian problem were only by-products of the underlying political problem.

5. Thanks to the world press as well as to other sources of information including their own diplomatic channels, I found that governments were fairly well posted in regard to the political aspects of the question. I think it was generally felt that the Government of Pakistan by using its brutal might to suppress the democratic verdict of the people of Bangla desh had put into jeopardy the very survival of Pakistan as a united nation. Yet, I found the spokesmen of some governments clutching at the straw of hope that some links between the two wings might still be preserved. Therefore, they all seemed to be pressing Pakistan to stop military operations and seek a political accomodation—this was the popular term in Washington—with the leaders of Bangla Desh. When questioned if they had accommodation with stooges in their mind, they were emphatic in dielaiming any such thought. Again, when confronted with the veiw that after what the Pakistan army had done in Bangla

Desh no self-respecting Bengali would accept even a "tenous link" with West Pakistan, wishful thinking took the place of hard reason.

6. The fact of the matter is, and left this be understood clearly in this country, that the great powers are all anxious to preserve the *status quo* in terms of the balance of power already established in the world. Some of them are particularly keen to preserve the balance in South Absia which has been created by them through a deliberate policy of neutralising India by lostering up Pakistan.

7. The adverse consquences of a prolonged guerilla warfare in Bangla-Desh for the Stability and progress of the sub-continent are also realised, but the hope is nourished that somehow the evil might be warded off.

8. Some of the policy-markers in world capitals still remain to be convinced of the inevitability of the emergence of a strong resistance movement in Bangla Desh. It is not untill the freedom fighters in Bangla Desh convincingly disprove the Pakistani claims of "normalcy" that they can be expected to face the realities of the situation.

9. For the r.st they will continue to render "friendly" advice to President Yahya to put his house in order and may even refuse to provide all the aid that he wants from them.

10. In any event, it is India that is immediately concerned and will have to face the consequences of Pakistan's action, and I found no evidence anywhere that any one was prepared to pull the chestnuts out of the fire for us.

11. Some of the econimic burden of caring after the refugees they may be prepared to share—though our estimate of numbers perhaps appeared exaggerated to them—but it is obvious that the social and political burdens will have to be borne by India alone. And heaven knows these burdens are far heavier than the economic ones.

12. The decision of the Aid Pakistan Consortium is a welcome decision. But, first of all, it does not rule out bilateral aid by members of the consortium, and, secondly, it remains to be seen if a quisling set-up in Bangla Desh, such as the President of Pakistan seems to be envisaging, will be accepted by the consortium as a fulfilment of its conditions.

13. To sum up the impressions of my tour, we in India must understand that we cannot expect others to solve our difficulties for us. We have to do that ourselves. Secondly, we have to decide if continued suppression of the people of Bangla Desh, with all its attendant economic, political and social consequences, will be in our national interest This is not the same as asking whether a break-up of Pakistan will be in India's national interest. President Yahya Khan and his advisers have already succeeded in breaking up their nation. The question to be answered is whether the attempt by West Pakistan to occupy Bangla Desh by force, with all its present and future consquences for us, is a spectacle which we can continue to behold with little more than brave words. For myself, I am quite clear in my mind that it would be a grave betrayal of India's national interests to delay action much longer.

14. It is quite obvious from the shocking statement made by President Yahya Khan yesterday that Islamabad has neither the willingness nor the ability

to devise a satisfactory political solution of the problem it has created in Bangla Desh. It is not contemplating any agreement with the elected leaders of Bangla Desh and is in fact planning to hold farcical new elections in a large number of constituencies to legitimise its colonial stranglehold over Bangla Desh. It should now be clear to us and to the whole world that it is chimerical to expect the present rulers of Pakistan to revise their basic attitudes to Bangla Desh. This has, in fact, made the hope of a political sttlement in Pakistan more unrealisable than before.

15. Everyone, I met abroad was full of praise for the Prime Minister's restraint and statesmanship in dealing with a difficult crisis. I too admire her for that. But she must decide now if the time for action has not arrived. Action, not from any altruistic motives of rescuing East Bengalis from Pakistan terror and restoring to them their lost democracy, but to prevent Yahya Khan from exporting his internal chaos into this country and achieving a demographic re-distribution of his population at our cost, and, above all, to defend our national security and our political, economic and social institutions. I concede that the Prime Minister must choose her time because she alone is in a position to know and weigh all the pros and cons involved. But even to a private citizen like me the basic considerations are clear and it is on that ground that my plea for action is being advanced.

NEW DELHI;
June 29, 1971.

JAYAPRAKASH NARAYAN

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য	পুস্তিকা	জুলাই, ১৯৭১

বাংলাদেশ সম্পর্কে বক্তব্য

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের ভাষণ ও বিবৃতি থেকে মনে হয় নয়া দিল্লীর আশা "আন্তর্জাতিক চাপের ফলে বাংলাদেশের জনগণের সমস্যা আগামী ছয় মাসের মধ্যে শেষ হবে। এ-মন্ত্রীদের ধারনা যে, যে-৭০ লক্ষ শরণার্থী পশ্চিম বাংলা, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরাতে এসেছে তারা ঐসময়ের মধ্যে স্বেচ্ছায় তাদের জন্মভূমিতে ফিরে যাবে।

আওয়ামী লীগের নেতা যাঁরা মুজিব নগর থেকে বাংলাদেশ সরকার চালাচ্ছেন তাঁরাও এ-রকমই আশাবাদী। এঁদের সকলেরই ধারণা ইয়াহিয়া গোষ্ঠি আজ ভীষণ চাপের তলায় আছে। শুধু যে দেশের আর্থিক সমস্যা প্রবল হয়ে তাদের দুর্বল করেছে তা নয়। রুশ ও আমেরিকা প্রমুখ শক্তিশালী দেশগুলিও মুজিবরের সঙ্গে রাজনৈতিক বোঝাপড়া বা মীমাংসার জন্য চাপ দিচ্ছে।

কেউ কেউ একথাও বলেন ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের নরমপন্থী সহযোগাদের সঙ্গে মীমাংসা না করে পারবেন না। পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক গোষ্ঠিকে বাঁচাবার এ-ছাড়া আর পথ নেই। দেরী হলে বিপ্লবের নেতৃত্ব বামপন্থী বা চরমপন্থীদের হাতে চলে যাবে। তখনকোন মীমাংসাও হবে না আর এ-গোষ্ঠিকেও বাঁচিয়ে রাখা চলবে না। মুক্তি ফৌজের গেরিলা আক্রমণের জোর এখন আগের তুলনায় অনেক বেশী, ফৌজের শক্তিও বেড়েছে—অনেক নতুন লোক অস্ত্র শিক্ষা পেয়েছে। এ-সমস্তই ঠিক কিন্তু উদ্দেশ্য হোল ইয়াহিয়া গোষ্টির উপর চাপ-বৃদ্ধি। গেরিলা আক্রমণের পক্ষে, বর্ষাকাল খুবই উপযোগী। একেই পাক সৈন্যের মনোবল ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। তার উপর গেরিলাদের তৎপরতা চলছে বেড়ে। ফলে পাক সেনা বাহিনী ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য। এ-হোল আওয়ামী লীগের নেতাদের বিচার। ইচ্ছা পূরণ ছাড়া একে আর কি বলা যায়।

মুক্তি ফৌজের যে সমস্ত নেতারা হাতে হাতিয়ার নিয়ে লড়াই করছেন তাঁরা কিন্তু এতটা আশাবাদী নন। অল্প কিছুদিন আগে জাতীয় আওয়ামী পার্টির মৌলানা ভাসানী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে অন্য বামপন্থী দলগুলি গ্রামে গ্রামে সর্বদলীয় কর্ম পরিষদ গড়ছে। উদ্দেশ্য হোল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য গণ-প্রস্তুতি।

তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হলে কি নতুন নেতৃত্বের উদ্ভব হবে না। উত্তরে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন, বাঘ কখনও মানুষের রক্তের স্বাদ ভুলতে পারে না। বাংলা দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ১৩ লক্ষ। হাতে হাতিয়ার পেলে মানুষের চাল-চলন, ধ্যান-ধারনা ও আচার-ব্যবহার সবই বদলে যায়। অধ্যাপক জাফর আহমেদের জাতীয় আওয়ামী পার্টি, পূর্ব বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টি (মস্কোপন্থী) ও অন্য কম্যুনিষ্ট গোষ্ঠি (যারা এক কালে মাও নীতি ঘেঁসা ছিল) এ-সমস্ত দলের নেতাদের ধারনা বিপ্লব কষ্টসাধ্য ও দীর্ঘায়িত হবে। এর জন্য প্রয়োজন সশস্ত্র মোকাবেলার উপযুক্ত রণকৌশল ও বাংলা দেশের অভ্যন্তরে জনগণের রাজনৈতিক প্রতিরোধের কার্যক্রম। বৈপ্লবিক দলগুলির মধ্যে পূর্ব বাংলা কম্যুনিষ্ট পার্টি যার নেতা মতিন আলাউদ্দীন ও কম্যুনিষ্ট গ্রুপ যার নেতা আবদুল জাফর ও রসিদ খাঁ মেনন। তৃতীয়টি হোল পূর্ব বাংলা কম্যুনিষ্ট পার্টি (মার্ক্সিলেনিনিষ্ট) এর নেতা মহম্মদ তোহা। এ দলটি পিকিং

পন্থীর কাছ ঘেঁষেই চলে। কাজেই বর্তমান বিপ্লব সম্পর্কে এর নীতি দ্বিধাগ্রস্ত ও অস্পষ্ট। কিন্তু তাতেও পাকিস্তানী জঙ্গী বাহিনীর হাতে একে মার খেতে হয়েছে।

মুক্তি ফৌজের নেতাদের মধ্যে কারু কারু অভিমত যে জমি ও শিল্প নিয়ন্ত্রণ-জাতীয় শ্রমিক কৃষকদের নিজস্ব দাবী মেনে নিলে ভাবতে শরণার্থীদের সংখ্যা কিছু কম হোত। প্রকৃত চাষীদের মধ্যে জমি বেটে দেওয়ার কথা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে এখনও ঘোষণা করা সম্ভব। শিল্প ও অন্যান্য শ্রমিক এবং অনেকেই স্বদেশ ছেড়ে এদেশে আসেননি ও মধ্যম শ্রেণীর চাকুরী জীবিদের জন্য উপযুক্ত কার্য্যক্রম ঘোষণা করা যায়। কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতারা এ-জাতীয় শ্রেণী স্বার্থ পোষণ কার্য্যক্রম গ্রহণ করতে রাজী নন। তাঁদের যুক্তি এ-কাজ করলে মুক্তি ফৌজের মধ্যে অন্তর্বিরোধ দেখা দেবে। এর অর্থ হোল জোতদার, ব্যবসায়ী দোকানী ও সম্পত্তিশালী ব্যক্তিরা যাঁরা এখন আওয়ামী লীগের সমর্থক তাঁরা লীগ গড়া ছেড়ে দিতে পারেন। আওয়ামী লীগের নেতারা বামপন্থীদের আরও একটি দাবী মানতে রাজী নন। বামপন্থীরা চেয়েছিলেন সমস্ত প্রতিরোধকারী শক্তিদের নিয়ে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট হোক। দাবী প্রত্যাখ্যানের যুক্তি জনগণের সমর্থন শুধু আওয়ামী লীগেরই আছে।

বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক লীগের অস্থায়ী সভাপতি মহম্মদ শাজাহান বলেন বাংলাদেশ সংঘবদ্ধ শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই ইউনিয়নের সদস্য। সামরিক শাসন বাধা দিতে পারেনি। এক লক্ষের উপর শ্রমিক পাকিস্তানী জঙ্গী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। তাঁর বক্তব্য ১৯৬৭ সালে আওয়ামী লীগ নারা লাগান লাঙ্গল যার জমি তার। ১৯৭০ সালে ঢাকার মে দিবস সমাবেশে শেখ মুজিব যে বাণী পাঠান তাতে একথা বলা ছিল, সেদিন আর দূরে নয় যেদিন শ্রমিকরাই হবে উৎপাদন শক্তির মালিক এর উপর সামাজিক কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রথম ধাপ হিসাবে তিনি ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স কোম্পানী, পাট রপ্তানী ব্যবসায়ী, মূল শিল্পসমূহ ও জনস্বার্থ সম্পৃক্ত সেবা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির রাষ্ট্রীয়করণ সমর্থন করেন। আওয়ামী লীগের ম্যানিফেষ্টো ন্যায়ভিত্তিক সাম্যবাদী সমাজ গঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে আস্থাশীল। প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে কোন কোন শিল্প ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করা হবে তারও ফিরিস্তি আছে ম্যানিফেষ্টোতে।

উপরন্তু মুজিব নাকি ৭ই মার্চ তারিখে নির্দেশ দেন যে আওয়ামী লীগের নেতারা হঠাৎ গ্রেফতার বা নিহত হলে জনগণ যেন বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকদের নিয়ে বিভিন্ন স্তরে কর্ম পরিষদ গড়ে ফেলে। সর্বতোভাবে পাক সৈন্যদের সঙ্গে অসহযোগ করে, রেল ও সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা বানচাল করে দিয়ে এবং প্রত্যেক গ্রামকে প্রতিরোধের দুর্গে পরিণত করে।

বিদ্রোহী জনগণ এ নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। কিন্তু বাঙলাদেশ সরকারের বিভিন্ন ঘোষণার বিপ্লবের এ-জাতীয় ভবিষ্যৎ পরিণতির কোন আভাস বা ইঙ্গিত নেই। বাঙলা-দেশের বিপ্লবী বামপন্থীদের এ-খুঁত, এ-ত্রুটি দূর করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে পাক সৈন্যদের নৃশংসতা বন্ধ করতে হলে চাই জনগণের হাতে অস্ত্র। আত্মরক্ষার জন্য জনগণের হাতে তুলে দিতে হবে হাতিয়ার। সমস্ত গণ-বিপ্লবেই এমন একটা সময় আসে যখন জনগণের হাতে হাতিয়ার তুলে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায়েই বিপ্লবকে বাঁচান যায়না। বর্তমানেও পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সন্ত্রাসের জবাব দেবার এবং জনগণের মনোবল দৃঢ় করার জন্য চাই জনতাকে সশস্ত্র করা। আজ মুক্তিফৌজে আছে ৩০,০০০ সৈনিক। আরও ৩০,০০০ এর চলছে শিক্ষা পর্ব।

মুক্তিফৌজের নেতাদের আজ কাজ হোল গেরিলা আক্রমণের সঙ্গে স্থানীয় জনগণের প্রতিরোধের সমন্বয় ঘটান। জনগণের সক্রিয় সহযোগ ছাড়া শুধু গেরিলা আক্রমণ মারফত বিপ্লবের বিস্তৃতি ঘটান সম্ভব নয়। জনগণকে এমন কিছু দিতে হবে যার জন্য তারা লড়তে ও মরতে রাজী হয়। শুধু স্বাধীনতার নামে এ কাজ হয়না, হতে পারেনা। অন্য কথায় বলতে গেলে বর্তমান বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপ দেবার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

ভারতে ৭০ লক্ষ শরণার্থীর প্রবেশে অসুবিধা ও বিপদ নিশ্চয়ই দেখা দিয়েছে। তাতে এখানকার বুর্জোয়া সরকারের সুবিধাও হয়েছে এ সমস্যার উপর সমস্ত গুরুত্ব আরোপ করতে এমন বুর্জোয়া রাজনীতিক আছেন যাঁরা বলেন—ইয়াহিয়া সরকার যদি বাংলাদেশে গণহত্যার জন্য দিন ১ কোটি টাকা খরচ করে আমরা দৈনিক খরচ করছি ১ কোটি টাকা ৫০ লক্ষ শরণার্থীকে প্রাণে বাঁচাতে।

এ অর্থ বাংলাদেশ এখন আর শুধু পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার নয়। এটা এখন ভারতেরও ঘরোয়া সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শরণার্থীদের ভরণ পোষণ ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে আজ ভারতের বুর্জোয়া শাসকরা ন্যায়ত ধর্মত দায়ী. ভারতের পার্লামেন্ট সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ করেছিল বাংলাদেশের জনগণের মুক্তি আন্দোলনের সমর্থনে ও তার সঙ্গে সংহতি জানিয়ে।

নয়াদিল্লী অবশ্য বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। বিশ্বের দরবারে শরণার্থীদের জন্য সাহায্য ভিক্ষা করাই এর প্রধান কাজ। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা বিশেষ করে আমেরিকা ব্রিটেন যাদের পাকিস্তানের দু-অংশেই প্রচুর মূলধনের বিনিয়োগ আছে, তাদের বিবেককে শান্ত করার জন্য শরণার্থীদের জন্য কিছু ঔষধ পত্র পাঠাচ্ছে

এদিকে চীনের মাও-আমলাতন্ত্র ইয়াহিয়া সরকারকে প্রকাশ্যে মদত যোগাচ্ছে আর সোভিয়েট আমলাতন্ত্র তার দায় সেরেছে বাংলাদেশের জনগণকে মৌখিক সমবেদনা জানিয়ে। পূর্ব বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টির যে প্রতিনিধিদল সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির চব্বিশতিতম সম্মেলনের জন্য মস্কো যায় সে দল গভীর আশাভঙ্গ নিয়ে ফিরে এসেছে। সোভিয়েট নেতাদের বাংলাদেশ সম্পর্কে কোন ঔৎসুক্য এ-দল দেখেনি। সোভিয়েট নেতারা শরণার্থী পুনর্বাসনের জন্য আমেরিকার সঙ্গে সহযোগিতা ছাড়া আর কিছু করতে প্রস্তুত নন বলে এ-প্রতিনিধিদলের ধারণা।

বিপ্লবের বিভিন্ন তাৎপর্য যতই পরিষ্কার হচ্ছে ভারতের রাজনীতিকদের মতামতে ততই পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। এখন আর বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রামের সমর্থনে পূর্বের ঐকামত নেই। বাংলাদেশের সংগ্রামের ভিতর এখন অনেকে বিচ্ছেদের ও বিভেদের ভূত দেখছেন। তাদের শুধু একথা মনে করিয়ে দিলেই চলবে যে বিচ্ছেদ ও বিভেদ ইচ্ছা করলেই ঘটান যায় না আর তা ঘটবার হলে কিছুতেই ঠেকান যায় না। ইয়াহিয়া খানের হাতে কমপক্ষে ১০ লক্ষ লোকের প্রাণ গেছে। কিন্তু তাতে বাংলাদেশ সংগ্রাম কাবু হয়নি। আবার সি, পি, এর শত চেষ্টা করলেও পশ্চিম বাংলায় বাংলাদেশের গণবিদ্রোহ সৃষ্টি করতে পারবে না।

এখানে একথা বলা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে বাংলাদেশ সম্পর্কে এদেশে প্রথমে যে স্বস্তিবোধ দেখা দিয়েছিল তা সবটাই ন্যায্য ও যুক্তিযুক্ত নয়। ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তানের অবমাননায় অনেক ভারতবাসীই তাঁর উগ্র জাতীয়তাবাদের লাভ দেখেছেন। কিছু লোক হিন্দু সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে বাংলাদেশের বিদ্রোহকে দেখেছেন। আর পুঁজিপতিরা ও তাদের উৎপন্ন মালের জন্য বাজারের প্রসার হবে এ স্বপ্নে মশগুল।

বাংলাদেশের বিপ্লবের প্রকৃতি অর্থ যতই পরিষ্কার হবে ততই প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি এ-সমস্যাকে সাম্প্রদায়িক মোচড় দেবে। বাংলাদেশে সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে ভারতীয় পুঁজিপতিদের ভীষণ ভয়। এ-বিপ্লবের ফল তাদের সপক্ষে হবে মারাত্মক।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে বাইরের লোকের পক্ষে বাংলাদেশের বিপ্লবের রূপ ও তাৎপর্য্য নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া সম্ভব নয়।

ভারতের বিপ্লবী বামপন্থীরা যদি বাংলাদেশ বিপ্লবের স্বরূপ বুঝতে পারেন। বিপ্লব যে সামাজিক শক্তিগুলিকে শৃংখলমুক্ত করেছে তাদের গতি প্রকৃতি যদি তাঁরা ধরতে পারেন তবেই বাংলাদেশ বিপ্লবের হবে সর্ববৃহৎ সাহায্য। এ-ছাড়া অবশ্য অন্যান্য ভৌতিক ও নৈতিক সমর্থন ও সাহায্য করতেই হবে। মিথ্যা ভয় ও অপপ্রচারে বামপন্থীদের কোন লাভ নেই।

এ বিপ্লব এক অভূত-পূর্ব গণতান্ত্রিক বিপ্লব। চীন বিপ্লবের পর এটাই এশিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যদি এ বিপ্লবকে সফল করতে হয় তবে একে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত করতে হবে আর সে কাজে নেতা হবে বাংলাদেশেরই শ্রমিক শ্রেণী।

বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য চাই। ভারত, পশ্চিম পাকিস্তান ও বাংলাদেশের শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সংহতি চাই।

সোশালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি
(চতুর্থ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ভারতের শাখা)।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ।
বাংলাদেশের সংগ্রামকে সহায়তা করার জন্য 'সর্ব আসাম বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি'র আহ্বান।	পুস্তিকা	জুলাই, ১৯৭১

বাংলাদেশের সংগ্রামকে সহায়তা করুন

সর্ব আসাম বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি

সভাপতি—শ্রী শরৎ সিংহ

উপ-সভাপতি—ডঃ ঘনশ্যাম দাস

শ্রী ফণী বরা

সাধারণ সম্পাদক—

শ্রী গৌরেশ্বর কলিতা

শ্রী বিশ্ব গোস্বামী

শ্রী দেবেন্দ্র শর্মা

শ্রী বিশ্ব গোস্বামী কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ—জুলাই, ১৯৭১।

বাংলাদেশের সংগ্রামকে সহায়তা করুন

সর্ব আসাম বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির আহ্বান

সামরিক শাসকের অত্যাচার এবং ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণ বিদ্রোহ করেছে। সারা বিশ্বের প্রগতিশীল জনগণ বাংলাদেশের জনগণের সহায়তার জন্য সহানুভূতির সাথে এগিয়ে এসেছে। ভারত সরকার, সকল রাজনৈতিক দল এবং ভারতের জনগণ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। কিন্তু এই সহায়তা ও সহানুভূতি যথেষ্ট হয়নি।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুকে দেশত্যাগ করে আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, পশ্চিম বংগসহ সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। উদ্বাস্তুর স্রোত আমাদের রাজ্য আসামকেও নাড়া দিয়েছে। সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ই বর্তমান পরিস্থিতিতে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশের জনগণকে এ ব্যাপারে সজাগ ও সচেতন হতে হবে। তদুপরি আরো কিছু মানুষ রয়েছে যারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য এবং তার বিজয়ের সুদূর প্রসারী গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছে না।

এই আলোকেই আমরা এই পুস্তিকার দ্বারা আমাদের দেশের জনগণের মধ্যে বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলন এবং তার বিজয়ের সাথে উদ্বাস্তুসহ আমাদের দেশের সমস্যা কি ভাবে জড়িত তা ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছি।

আমরা আশা করবো যে এই পুস্তিকা বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের পক্ষে আমাদের দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করবে এবং বিভেদ সৃষ্টিকারী সাম্প্রদায়িক আর বিদেশী শক্তির দালাল চক্রকে উৎখাত করতে সাহায্য করবে।

বাংলাদেশের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর আক্রমণ

উনিশশ' একাত্তর সনের পঁচিশে মার্চ বাংলাদেশের জনগণের সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে পাকিস্তানের সামরিক শাসকগোষ্ঠী অমানুষিক গণহত্যা অভিযান শুরু করে। এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছে বাংলাদেশের সকল জনবসতি, স্কুল, কলেজ, ছাত্রাবাস, অধ্যাপক, শিক্ষক, উকিল এবং ডাক্তারগণসহ বুদ্ধিজীবীরা। লক্ষ লক্ষ মানুষ হয়েছে গৃহহারা, অত্যাচারের মুখে এক বিশাল জনস্রোত প্রবেশ করেছে আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং পশ্চিম বংগে।

সভ্যতার ইতিহাসে এই অত্যাচারের তুলনা নেই। চেংগিসখান আর হিটলারের বিভৎস হত্যাকাণ্ডও ইয়াহিয়ার কাছে ম্লান হয়ে গেছে। এই বর্বরতার উদ্দেশ্য হলো পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল শক্তি সমূহকে চিরকালের জন্য উৎখাত করা। হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের ছাত্র-যুবক বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের পূর্ণাংগ উপনিবেশে পরিণত করাই ইয়াহিয়ার উদ্দেশ্য। পশ্চিম পাকিস্তানী জমিদার সামরিক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার সামন্ত বিরোধী জাতীয়তাবাদী সংগ্রামকে ধ্বংস করতে পারলে পাকিস্তানের বালুচী, সিন্ধী আর পাখতুনদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দমন করাও সহজ হবে। কিন্তু ইয়াহিয়াচক্র অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করছে, ইতিহাসের চাকাকে পেছনে ঘোরানো যায়না। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর চব্বিশ বৎসরের অনুসৃত নীতির ঐতিহাসিক পরিণতিই বাংলাদেশের বর্তমান মুক্তি সংগ্রাম। পাকিস্তানের ধ্বংসের বর্তমান পর্যায়ের জন্য দায়ী ইয়াহিয়া চক্র এবং তার সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী মিত্ররা। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং প্রতিটি জাতি-গোষ্ঠীর ন্যায্য অধিকার স্বীকার না করে পাকিস্তান রক্ষা করা সম্ভব নয়।

মুক্তিযুদ্ধ সকলের সংগ্রাম

পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর এই অকথ্য অত্যাচারের মুখে বাংলাদেশের জনগণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। প্রথম অবস্থায় ইষ্ট বেংগল রাইফেলস, বেংগল রেজিমেণ্ট আর পুলিশ বাহিনী পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর মুকাবেলা করে। বর্তমানে হাজার হাজার যুবক মুক্তি বাহিনীতে যোগদান করে ইতিমধ্যেই যুদ্ধে নেমে গেছে। তাদের পেছনে আছে ব্যাপক জনগণের সমর্থন। পাকিস্তানী বাহিনী জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ভিয়েৎনামে মার্কিনী এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সরকারী সৈন্যদের মতো তাদের অবস্থা। মুক্তিবাহিনী ইতিমধ্যেই গেরিলা কৌশল অবলম্বন করে রাজধানী ঢাকার ওপর আঘাত হানা শুরু করেছে। তারা এখনো চূড়ান্ত আঘাত হানতে পারেনি এই জন্যে যে মুক্তিবাহিনীর সেনারা নূতন এবং অনভিজ্ঞ, অন্যদিকে পাকিস্তানী বাহিনী আমেরিকা ও চীনের সাহায্যপুষ্ট এবং আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত। কিন্তু জনগণের সক্রিয় সমর্থনে মুক্তিবাহিনী যে চূড়ান্তভাবে বিজয়ী হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের স্বরূপ

বাংলাদেশের জনগণ আজ আধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত এক পাশবিক শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। এই ঐক্য সম্ভব হয়েছে এ জন্য যে আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহ পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর হীন প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে হিন্দু মুসলিম অসাম্প্রদায়িক ঐক্য গড়ে তুলতে পেরেছে। এই সংগ্রামী ঐক্যে ফাটল ধরানোর

অন্য ইয়াহিয়াচক্র মুসলিম লীগ ও জামাত-ই-ইসলামীসহ সাম্প্রদায়িক দলসমূহকে দিয়ে প্রচেষ্টা নিয়েও ব্যর্থ হয়েছে। সেজন্যে ইয়াহিয়া খান নূতন করে দালাল স্থষ্টির প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। ভারতকে উস্কানী দিয়ে পৃথিবীর জনমতকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সীমান্তে সংঘর্ষ স্থষ্টি করছে।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের ওপর গুরু দায়িত্ব এসে পড়েছে। বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্র, মানবিক অধিকার এবং শোষণের কবল থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। আমাদের দেশের জনগণও গণতন্ত্র রক্ষা এবং শোষণহীন সমাজের জন্যে সংগ্রাম করে আসছে। তাই বাংলাদেশের সংগ্রাম সফল হলে তা আমাদেরও সহায়তা করবে। মুক্তিসংগ্রাম জয় যুক্ত হলে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক আর প্রতিক্রিয়ার শক্তি পরাজিত হবে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ফলে আমাদের দেশেও সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়ার শক্তি দুর্বল হবে। অন্যদিকে বাংলাদেশের সংগ্রাম পরাজিত হলে উভয় দেশেই সাম্প্রদায়িক আর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মাথা তুলে দাঁড়াবে এবং ফলে আমাদের দেশে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা বিপন্ন হবে। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হলে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের অলীক কল্পনা চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হবে।

গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের জন্ম হলে ভারতের সাথে উন্নত এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হবে। দু'দেশের মাঝে বাণিজ্যিক প্রসার ঘটবে। দেশ বিভাগের পরে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর ভারত বিরোধী মনোভাবের ফলে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। আগে পূর্ব বংগ থেকে আমদানীর ফলে মাছ ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য আসামে অনেক কম মূল্যে পাওয়া যেতো। দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আসাম ও মেঘালয়ের অর্থ-নীতি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে সে বাণিজ্য আবার শুরু হবে এবং ফলে আসাম ও মেঘালয় রাজ্যদ্বয় বিশেষভাবে লাভবান হবে। উদ্বাস্তুরাও সকলে ফিরে যাবে।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম জয়যুক্ত হলে আমেরিকার যুদ্ধজোট আর চীনের চক্রান্ত ব্যর্থ হবে আমাদের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশ হবে বন্ধুরাষ্ট্র এবং ফলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি আরো সফল হবে।

উদ্বাস্তু সমস্যা

পাকিস্তানী দস্যু বাহিনীর অকথ্য অত্যাচারের মুখে লক্ষ লক্ষ মানুষ বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। আসাম আর মেঘালয়েই এসেছে কয়েক লক্ষ। এদের মধ্যে শিশু, নারী আর বৃদ্ধের সংখ্যাই বেশী। এই ছিন্নমূল সবহারা মানুষদের আশ্রয় ও সকল প্রকার সহযোগিতা করা আমাদের মানবিক কর্তব্য।

এই লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু স্থায়ীভাবে থাকলে মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে—আসাম ও মেঘালয়ের জনগণের মাঝে এমনিতর ধারণা বদ্ধমূল হতে চলেছে। কিন্তু ভারত সরকার ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে যে উদ্বাস্তুদের সাময়িকভাবে রাখা হবে। বাংলাদেশ হলেই তাদের ফেরৎ পাঠানো হবে। উদ্বাস্তু সমস্যা এক জাতীয় সমস্যা। কথা বুঝতে হবে যে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম জয়যুক্ত হলেই কেবল তাদের ফেরৎ পাঠানোর মতো পরিবেশ স্থষ্টি হবে।

পরিস্থিতি আমাদের ওপর দুটি দায়িত্ব এনে দিয়েছে। একদিকে উদ্বাস্তুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সহায় শুশ্রূষা করা এবং অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র ও সমর্থন যোগানো, যাতে তারা সংগ্রামে জয়লাভ করতে পারে। ইতিমধ্যেই তারা বেশ কিছু সাফল্য অর্জন করেছে। আমাদের সক্রিয় সমর্থন পেলে তারা নিশ্চিতভাবেই বিজয়ী হবে। এজন্যই আমাদের সকলকে এই সংগ্রামের সাফল্যের জন্যে এগিয়ে আসতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন আমাদের মধ্যে

ঐক্য ও শান্তি বজায় রাখা। আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হলে ইয়াহিয়া চক্রই লাভবান হবে। তাই সাম্প্রদায়িক ও বিভেদকামী শক্তির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে।

আমাদের সমর্থন ও সহযোগিতায় বাংলাদেশের সংগ্রামের অগ্রগতির সাথে সাথে আন্তর্জাতিক সমর্থনও এগিয়ে আসবে। ইতিমধ্যেই প্রগতিশীল বহু রাষ্ট্র বাংলাদেশের জনগণের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে। মার্কিনীরা ইয়াহিয়া চক্রকে সামরিক সাহায্য ও সমর্থন দিয়ে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠিকে ইন্ধন যোগাচ্ছে। চীন সরকারও ইয়াহিয়া চক্রকে সমর্থন দিয়ে মুক্তিসংগ্রামের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কিন্তু আমেরিকা ও চীনের এই চক্রান্ত সত্ত্বেও মুক্তি-সংগ্রামের বিজয় সুনিশ্চিত। এই সংগ্রাম পাকিস্তানের ইতিহাসের এক অবধারিত পরিণতি। আর এর জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সমগ্র এশিয়ার জন্য এক ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই সংগ্রাম স্বাধীনতা, গণতন্ত্র আর শোষণমুক্তির সংগ্রাম। এর বিজয় সুনিশ্চিত। এই বিজয় যত শীঘ্র হবে ততই আমাদের উভয় দেশের জন্যই মংগল। আসুন, আমরা সকলে এই সংগ্রামকে সফল করার জন্য সঠিকভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করি।

(আসামীয় ভাষায় প্রকাশিত মূল গ্রন্থ থেকে সংক্ষেপে অনুদিত)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রধান মন্ত্রীর প্রতি জয়প্রকাশ নারায়ণের আহবান।	হিন্দুস্তান স্টান্ডার্ড	১ জুলাই, ১৯৭১

TIME FOR PM TO DECIDE NOW AGAINST YAHYA: JP

(By A Staff Reporter)

Looking remarkably fit for his 68 years even in the hot and humid atmosphere of the Press Club on Thursday evening and in spite of conjunctivities which made him wear dark glasses. Mr. Jayprakash Narayan, back from his crusading tour of the world for the cause of Bangladesh, said he had little to add to what he had said in Delhi previously.

The great powers, Mr. Narayan said, were still interested in preserving the statusquo in Pakistan in order to maintain a political balance in South Ea t Asia. Some of them were perhaps Willing to share with India the burden of the evacuees but none would pull the chestnuts out of the fire for Bangladesh or India.

The time had come, he said, for Mrs. Gandhi to decide whether action should be taken against the Yahya regime which was exporting internal chaos to India.

Since his Delhi statement, Mr. Narayan added, two things had happened. The U.S.A. had shipped arms to Pakistan under whatever pretext it might have been. And despite the stoppage of aid by the Aid-Pakistan Consortium, she was considering resumption of aid.

This] went plump against the assurances Mr. Swaran Singh and he had received in Washington. U. S. policy makers had made it clear to Mr. Narayan that they wanted to see political accommodation made with the real representatives of Bangladesh not with stooges.

What was behind this? Mr. Narayan gave two explanations. The powerful Pentagon had close personal relations with the military rulers of Pakistan. Secondly, Mr. Nixon while he was Vice-President during the Eisen-hower administration had visited the sub-continent and had submitted a report advocating large-scale arms supply to Pakistan, which unlike-non-aligned India, was thought to be a stable and constant ally. History Mr. Narayan caustically pointed out, had falsified this assessment of staebility. But, there was no indication of Mr. Nixon having departed from it a wee hit.

The Soviet attitude, according to Mr. Narayan, was some-what more helpful The Russian President Mr. Podgorny, was the only head of a State who had expressed dis-approval,—albeit mild—of Pakistani action in his letter to Yahya Khan.

Mr. Narayan had only been to Cairo in the Arab countries and at that time it was in the throes of political disorder. He was however disappointed

by the lukewarm interest of the people and the inaequate coverage by the Press in Cairo which contrasted sharply with what he found in Indonesia or Malaysia.

Did Mujib commit a blunder by switching over from non-violent resistance to fighting? "I cannot sit in judgment on Mujib", said Mr. Narayan. In any event he saw signs of non-violent resistance in the offensive of the ill-equipped Bangladesh forces. Yahya who obviously took his lessons from Hitler was clearly determined to stamp out the freedom movement. As a true Gandhite. Mr. Narayan said that a situation which would have led to the degrading of human dignity called for the taking up of arms.

Then came up the crucial question. What should India do? Mr. Narayan made his point in no uncertain terms, "I had said even before the formation of the Bangladesh Government and respeat now, India must recognise the concept of Bangladesh and give it all possible assistance": This might conceivably to lead to Pakistani military action against India but that was an unavoidable risk. He hastened to add that he was no warmonger and was against India taking a warlike initiative. And following India recognition of Bangladesh, he hoped. material help would flow to the afflicted area from other countries.

Mr. Narayan could not say how long it would take for the evacuees to return safely to their homes. Six months, may be a year. But the right conditions for their return must be—and, he hoped, would be—created. And that of course meant Bangladesh throwing off Yahya's military Yoke.

শিরোনাম	সূত্র	
জনসংঘের সভাপতি বাজপায়ী কর্তৃক অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের দাবী।	স্টেটসম্যান	১২ জুলাই, ১৯৭১

PM FLOUTING PLEDGE ON BANGLADESH: Vajpayee

(From Our Own Correspondent)

BHOPAL, JULY 11.—The Jana Sangh President Mr. Atal Behari Vajpayee' today alleged that the Prime Minister was flouting the pledge given in parliament for an effective action with regard to the Bangladesh problem.

Speaking to newsmen, he rulled out the possibility of war with Pakistan merely on the ground of recognition to Bangladesh by India.

"Under pressure of super powers Mrs. Gandhi is not recognising Bangladesh as an independent nation," he said.

The long-drawn guerilla struggle between the Mukti Fouj and the West Pakistan Army would deteriorate the situation in the eastern part of the country comprising West Bengal, Assam, Nagaland and Bihar, Arms and ammunition were being smuggled to neighbouring India States by Naxalites and others.

He urged the Prime Minister to immediately convence a meeting of the National Integration committee and wanted her "not to sidetrack the burning issue of Bangladesh under the bogey of communalism."

Agencies add: Recognition of Bangladesh should no longer be delayed, otherwise the history to Tibet might be repeated here. After recognition all sorts of aid including military aid could be made available to them, Mr Vajpayee added.

Mr Vajpayee alleged that a sum of Rs. 42 lakhs had been withdrawn through fraudulent means from the branch of a Nationalised bank in Ahmedabad sometime before the recent mid term poll.

Talking to newsmen, Mr. Vajpyace said that according to his original information, Rs 80 lakhs had been withdrawn but the Union Finance Minister, Mr. Y.B. Chavan in a letter to him yesterday, had said that the amount involved was Rs. 42 lakhs.

Mr. Chavan had also stated in his letter that some persons, including some employees, had been taken into custody and a part of the amount had been recovered since, Mr Vajpayee said.

Mr. Vajpayee, however, declined to name the bank and said the case was similar to the one that occurred at the State Bank of India in Delhi.

He wanted a high power commission to inquire into the two cases.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্নে সবাই একমত, তবু সরকার নীরব কেন ?' মি: সমর গুহ, এম, পি'র প্রবন্ধ।	আনন্দবাজার	১২ জুলাই, ১৯৭১

বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্নে সবাই একমত, তবু সরকার নীরব কেন ?

বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নে ভারতের জাতীয় জনমত প্রায় সর্বসম্মতভাবে এক। ভারতের অধিকাংশ বিধানসভা, প্রতিটি বিরোধী দল, উচ্চ সারির আইনজীবি এবং অগণিত জনসভা বাংলাদেশের আশু স্বীকৃতি দাবী করছে। একমাত্র মুসলীম লীগ এবং মজলিস-ই-মাসারওয়াত ছাড়া প্রতিটি মুসলিম সংগঠন এবং রাজ্য বিধান সভা ও পার্লামেন্টের মুসলিম সদস্যরাও এই দাবী সমর্থন করেছেন। বাংলাদেশকে আশু স্বীকৃতিদানের প্রস্তাব নিয়ে সম্প্রতি পার্লামেন্টে যে বিতর্ক হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস পার্লামেন্টারি দলে পর পর তিনদিন যে আলোচনা হয়েছে, তাতে সব বক্তাই শুধু যে স্বীকৃতি দাবী করেছেন তাই নয় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যও সরকারের কাছে তীব্রভাবে অনেকে দাবী জানিয়েছেন। পার্লামেন্টের দু'দিনের বিতর্কে প্রায় প্রতিটি সদস্য আশু স্বীকৃতি দানের প্রস্তাব সমর্থন করেছেন। ফ্রী ভোট হলে প্রস্তাবটি ভোটাধিক্যে গৃহীত হ'ত। অর্থাৎ গোটা দেশ এবং রাজনীতিকেরা প্রায় সবাই একমত। শুধু সরকার আশ্চর্য্যজনকভাবে নীরব। একটি গণতান্ত্রিক দেশে সরকার ও জাতীয় জনমতের এমন পার্থক্য অত্যন্ত অসংগত।

বাংলাদেশ ও বিশ্বজনমত।

বাংলাদেশের উপরে ইয়াহিয়াশাহীর গণহত্যার বর্বর অভিযানের বিরুদ্ধে এবং বাঙ্গালীর স্বাধীকারের সমর্থনে আজ বিশ্বের সংবাদপত্র এবং জনমত সোচ্চার—এমন আন্তর্জাতীয় ঘটনা, যুদ্ধোত্তর বিশ্বের ইতিহাসে খুব বেশী ঘটেনি।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছেন যে, ভারত ছাড়া বিশ্বের কোন রাষ্ট্রই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে রাজী নয়। কিন্তু শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ন ৪৮ দিন ১৮টি বিদেশী রাষ্ট্রে সফর করে বলেছেন যে, ভারত স্বীকৃতি দিলে অবিলম্বে অন্তত বিশ্বের চার পাঁচটি রাষ্ট্রও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে। শুক্রবারের মস্কো মিশন নয়াদিল্লীকে জানিয়েছে, 'রাশিয়া বাংলাদেশের অস্তিত্ব বাস্তব ঘটনা বলে মেনে নিয়েছে।' বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্নে ভারতীয় কমুনিষ্ট পার্টির সোচ্চার ধ্বনি শুনেও নিশ্চিন্তে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, রাশিয়া এরূপ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিরোধী নয়। বিদেশের বহু রাষ্ট্রবিদ বলেছেন যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্নে পথ দেখাতে হবে ভারতকে।

সরকারী আপত্তি কেন ?

নীতিগতভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের বিরোধী নন ভারত সরকার। তবে, ভারত সরকার মনে করেন যে, এখন স্বীকৃতি দিলে বাংলাদেশের পক্ষে সহায়ক হবে না, ক্ষতি করা হবে। অর্থাৎ সরকারী ভাষায় "হেলপফুল হবেনা, হার্মফুল হবে।" এদিকে বাংলাদেশের জাতীয় সরকার এবং সমগ্র জাতীয় দল বার বার বিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের আবেদন জানাচ্ছেন। বাংলাদেশের পক্ষে কোনটা স্বার্থসম্মত এবং কোন্ কাজ ক্ষতিকর সেই বিচারের প্রধান যোগ্যতা এবং অধিকার যে বাংলাদেশের সরকারের,—এই মূল কথাটি স্বীকার করে নিয়ে ভারত সরকারের বরং স্পষ্ট করে বলা উচিত যে, ভারতের স্বার্থে ভারত সরকারের পক্ষে এখন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব নয়—যদিও, ভারতীয় জনমত মনে করে যে, বাংলাদেশকে আশু স্বীকৃতি দেওয়াই ভারতের পক্ষে স্বার্থসম্মত।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সম্বন্ধে বলেছেন 'রাইট টাইমে রাইট ডিসিশন' নেওয়া হবে। এই সঠিক সিদ্ধান্তের ঠিক সময়টি কখন আসবে? ঠিক সময় ও ঠিক সিদ্ধান্তের নিয়ামক বা নির্ণায়ক অথবা পারিপার্শ্বিকতার সূচকই বা কি?

সরকারী ধারণা নির্ভুল নয়

বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থানের পরে ভারত সরকার মনে করেছিলেন যে, পিণ্ডি সরকার পশ্চিম পাক সীমান্ত থেকে পূর্ব বাংলায় ফৌজ পাঠাতে সাহসী হবে না। প্রধানমন্ত্রীর সংগে বিরোধী দলের নেতাদের বৈঠকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী জগজীবন রাম বলেন যে, ৩০ লক্ষের বেশী শরণার্থী ভারতে আসবে না। ভারত সরকারের আরও ধারণা হয়েছিল যে, সামরিক খরচ এবং পূর্ব বাংলার বিপর্যয়ের কারণে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়বে। ভারত সরকারের এই তিনটি ধারণার একটি ধারণাও সঠিক প্রমাণিত হয় নি।

পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের বিকল্প

পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ পরিহারের একমাত্র রাজনৈতিক বিকল্প পন্থা হলো বাংলাদেশের আশু স্বীকৃতি দান। বাংলাদেশের সরকার স্বীকৃতি লাভ করলে যে রাজনৈতিক ও সামরিক উদ্যমের স্বাধীনতা লাভ করবে তার সুযোগে শুধু ভারতের কাছ থেকেই নয় বিশ্বের আরও কয়েকটি রাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ যে সামরিক ও রাজনৈতিক এবং আর্থিক সহযোগিতা লাভ করবে তার সংবাদ ভারত সরকারেরও অজানা নয়।

স্বীকৃতি লাভ করলে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ভারতে আগত উদ্বাস্তুদের ভিতর থেকে এক লক্ষ শক্তির গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলাও অসম্ভব হবে না। স্বীকৃতি লাভ করে যে প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ সাহায্য লাভের সুযোগ বাংলাদেশ সরকার পাবে, সেই সুযোগ গ্রহণ করে মুক্তি ফৌজের পক্ষেই পাক ফৌজের কবল থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে।

শিরোনাম।	সূত্র।	তারিখ।
বিহার রাজ্যে বাংলাদেশ সম্মেলন সমিতির জনসভায় জয়প্রকাশ নারায়ণের দাবী: অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়া হোক।	'কম্পাস'	১৭ জুলাই, ১৯৭১

বাংলাদেশের স্বীকৃতি সম্পর্কে জয়প্রকাশ নারায়ণ

সম্প্রতি ৬ই জুলাই পাটনায় বিহার রাজ্যে বাংলাদেশ সম্মেলন সমিতি কর্তৃক আয়োজিত এক জনসভায় দেশের সব রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংস্থা এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্দেশ্যে সর্বোদয় নেতা শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ন এই মর্মে আবেদন করেন যে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সকলেই যেন পারস্পরিক মতভেদ ও মত পার্থক্য ভুলে গিয়ে ভারত সরকারের ওপর বিশেষ চাপ দেবার ব্যবস্থা করেন। বাংলাদেশ স্বীকৃতি পেলেই ঐ দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র পেয়ে ইয়াহিয়া খানের হানাদারী বাহিনীর বিরুদ্ধে মোকাবেলা করা, সহজ হয়ে উঠবে।

শ্রী নারায়ণ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খানের সেনারা যে যুদ্ধ সুরু করে দিয়েছে তার ফলে ভারতকে এক ভীষণ সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই সংকটের মধ্য দিয়েই ভারতকে প্রকৃত পরীক্ষা দিতে হবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। এই সংকটের মাঝেই ভারত সুদৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হবে অথবা তাকে ভাঙ্গনের মুখে দাঁড়াতে হবে। আজ বাংলাদেশে যে যুদ্ধ চলছে, তার বোঝা ভারতকে বহন করতেই হবে। বাংলাদেশ পরাজিত হলে, পরিণামে ভারতকেও পরাজয় বরণ করতে হবে। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনগণের সংগ্রামের সংগে ভারত সামিল হয়ে গেছে।

শ্রী নারায়ণ বলেন যে পাকিস্তানের ওপর অন্যান্য রাষ্ট্রের রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির জন্য ভারত অপেক্ষা করতে পারে না। বাংলাদেশের জনগণ যে রায় দিয়েছেন তার মর্যাদা ভারতকে দিতে হবে। পাকিস্তান বাংলাদেশে যে নিপীড়ন ও অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে, তা থেকে সে সরে দাঁড়াবে না। আর তার নীতির ও পরিবর্তন ঘটাবে না। এমতাবস্থায় এখুনিই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে হবে আর অস্ত্রশস্ত্রের যোগান দিতে হবে। ভারতের স্বার্থেই এ কাজটা করতে হবে। কারণ, বাংলাদেশ থেকে যারা শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে, তাদের আগমনের ফলে এদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানা রকমের জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। বর্তমানে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে বাংলাদেশে সামরিক অভিযান চালাতে গিয়ে পাকিস্তানের সামরিক চক্র যে টাকা খরচ করছেন, তার চাইতেও তিনচারগুণ বেশী টাকা খরচ করতে হচ্ছে ভারতকে বিনা যুদ্ধেই। যদি কেউ মনে করেন যে, যুদ্ধ চলতে থাকলে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়বে, তাহলে তিনি ভুল করবেন। পাকিস্তানের অর্থনীতি খানখান হয়ে যাওয়ার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, এখন পাকিস্তান বাংলাদেশে দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আরও দু ডিভিসন সৈন্য সংগ্রহ করছে।

তিনি আরও বলেন যে, বাংলাদেশে যে যুদ্ধ চলছে, তাকে বাইরে থেকে মনে হবে গৃহযুদ্ধ। কিন্তু বাস্তবে এ যুদ্ধ গৃহযুদ্ধ নয়। এ যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী একটা জাতির সংগে একটি মুক্তিকামী ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের জনগণের যুদ্ধ হিসেবে গণ্য করা উচিত হবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বার্তা বহন করে তিনি এটা উপলব্ধি করেছেন যে, বাংলাদেশের

ব্যাপারে বিদেশে পাকিস্তানী সামরিক চক্রের ভারত বিরোধী প্রচারকার্য্য ব্যর্থ হয়েছে। পাকিস্তান বিদেশে এরকম একটা ধারণা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল যে পাকিস্তানে বাংলাদেশকে নিয়ে যে রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে তার মূলে আছে ভারত। অবশ্য পাকিস্তানের এরকম ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। তবে বাংলাদেশের সমস্যাবলী নিয়ে বিশ্বের দুটি রাষ্ট্র অর্থাৎ আমেরিকা ও ফ্রান্স অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তাঁকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো যে পাকিস্তানকে আর অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হবে না। কিন্তু পরবর্তী কালে দেখা গেল, যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানে আরও ছ'সাত জাহাজ বোঝাই অস্ত্র-শস্ত্র পাঠিয়েছে। ফ্রান্স সরাসরি পাকিস্তানকে অস্ত্র-শস্ত্র না পাঠালেও, সেখানে খোলা বাজারে পাকিস্তানের জনগণের কাছে অস্ত্র-শস্ত্র বিক্রী করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক (Aid-Pakistan) কমিটি সাহায্য দেওয়া বন্ধ রাখলেও, দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বলে পাকিস্তান সাহায্য পেতে থাকবেই।

এখন ভারতের প্রায় ৭০ লক্ষ শরণার্থী এসেছে বাংলাদেশ থেকে। অদূর ভবিষ্যতে এই সংখ্যা এক কোটিতে দাঁড়াবে। পাকিস্তান এমন একটা কৌশল অবলম্বন করতে চাইছে যার ফলে এদেশে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে। এ ব্যাপারে ভারতকে সতর্ক থাকতে হবে। যদি ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে যায়, তাহলে পাকিস্তানের হাত বাংলাদেশে আরও শক্ত হবে এবং পরিণামে বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রাম বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়বে। কিছুকাল আগে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে বলেছিলেন সময় এলেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। এখন প্রশ্ন হলো, সে সময় আসবে কবে? বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে গড়িমসি করা হলে, ভারতের সমস্যাবলী আরও জটিল হয়ে পড়বে। অথচ, এটা ঠিক যে একদিন না একদিন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতেই হবে। বাংলাদেশকে এখুনি স্বীকৃতি না দিলে আমাদের জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। আর সারা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় শান্তি বিঘ্নিত ও বিপন্ন হবে। এজন্য যদি যুদ্ধ আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, আমাদের অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে।

বিহার রাজ্য বাংলাদেশ সম্মেলন সমিতির ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্যপাল শ্রী দেবকান্ত বড়ুয়া।

শ্রী বড়ুয়া বলেন যে ভারত পাকিস্তানের একনায়কতন্ত্রের বিরোধী. আজ বাংলাদেশে যে কায়দায় বুদ্ধিজীবিদের হত্যা করা হচ্ছে, ঠিক সে কায়দায় একদিন হিটলার বুদ্ধিজীবিদের হত্যা করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাস এই সাক্ষ্য বহন করছে যে, পাশবিক কার্য্যাবলী কখনই পরিণামে টিকে থাকে না। এর অন্যথা হলে, হিটলার অবশ্যই চূড়ান্ত পর্য্যায়ে সফলকাম হতেন।

তিনি আরও বলেন যে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামীদের ও দুর্গত শরণার্থীদের সাহায্য দেওয়ার জন্য এ পর্যন্ত বিহারের জনগণ ২৭ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছেন। এ দেখেই বুঝা যাব বিহারের আপামর জনসাধারণ বাংলাদেশের এই মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কে কী সহানভূতিশীল মনোভাব গ্রহণ করেছেন। বিহারের অধিবাসীগণ বাংলাদেশের শরণার্থীদেব জন্য ৫০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করার এক কর্মসূচী নিয়েছেন।

সারাভারত এস্‌,এস্‌,পি, দলের সভাপতি শ্রী কর্পূরী ঠাকুরও বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে ভাষণ দেন।

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ এ,কে, মল্লিক বলেন, বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনে বিহারের জনগণ যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তা কোনদিনই বাংলাদেশের মানুষ ভুলবেনা। তিনি আরও বলেন যে বাংলাদেশের মানুষ স্বায়ত্বশাসনের অধিকার চেয়েছিল পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চায়নি। স্বায়ত্বশাসনের যে দাবী বাংলাদেশের মানুষরা

করেছিলেন, সেই অপরাধে ২৫শে মার্চের মধ্যরাত্র থেকে পাকিস্তানী সামরিক চক্র নিরস্ত্র ও নিরীহ জনসাধারণের ওপর হত্যার অভিযান শুরু করে দেয় এবং এই হত্যাকাণ্ডই শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ নামে এক নতুন রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। বাংলাদেশে বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ যে কৌশল অবলম্বন করেছেন, তার মূল লক্ষ্য হল ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বানচাল করে দেওয়া। এ সম্পর্কে ভারতের জনগণকে সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে।

ড: মল্লিক আরও বলেন যে, বাংলাদেশে বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমানের মধ্যে কোন শক্তিই ফাটল ধরাতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত বাংলার মুক্তিকামী মানুষ জয়ী হবেই। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে বাংলাদেশে এখন যে যুদ্ধ চলছে তা হল গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার যুদ্ধ। এমতাবস্থায় গণতান্ত্রিক ভারতের জনগণ যদি বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তা হলে বাংলাদেশের মুক্তি আরও ত্বরান্বিত হবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'সেন্ট্রাল এ্যাকশন কমিটি অব বাংলাদেশ' এর বিবৃতি এবং খসড়া প্রস্তাব।	পুস্তিকা	জুলাই, ১৯৭১

CENTRAL
ACTION COMMITTEE ON BANGLADESH

Chairman .. .. .. Jayaprakash Narayan

Treasurer .. .. .. Mrs. Savitri Nigam

Convener .. .. .. S.K. Doy

Jt. Convener .. .. .. S.D. Sharma

MEMBER INSTITUTIONS

1. Sarva Seva Sangh, Gopuri, Wardha
2. Delhi Sarvodaya Mandal, Rajghat, New Delhi
3. Gandhi Samrak Nidhi, Rajghat, New Delhi
4. National Committee for Gandhi Museums, New Delhi
5. Gandhi Peace Foundation, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi
6. Servants of the People Society, Lajpat Bhawan, New Delhi
7. Loktantra Raksha Parishad, Lajpat Bhawan, New Delhi
8. All India Prohibition Council, 28 Theatre Communication Building, Connaught Place, New Delhi
9. Association of Voluntary Agencies for Rural Development (AVARD) A-23, Kailash Colony, New Delhi
10. All India Panchayat Parishad, A-33, Kailash Colony, New Delhi.

Printed at the Kapur Printing Press, Delhi and published by S D. Sharma for Central Action Committee on Bangla Desh, New Delhi.

CENTRAL

ACTION COMMITTEE ON BANGLADESH

STATEMENT

25th of March 1971 was the Black day in the history of the people of Bangla Desh (erstwhile East Pakistan). On this day, the Army Junta of West Pakistan backed by monopoly business interests, who have been exploiting East Bengal as a colony ever since the creation of Pakistan, launched their massive plan of genocide against the unarmed people. The crime of which the Bangla Desh people are guilty is, that in the national general elections held in December 1970, the people gave their verdict in favour of the Awami League headed by Sheikh Mujib-ur-Rahman assuring it a comfortable majority in the National Constituent Assembly and a virtual monopoly in the State Legislature. The Awami League's victory was based on a six-point programme which claimed effective autonomy for the people of Bangla Desh.

2. During the intervening months, countless men, women and children have lost their lives and atrocities have been perpetrated by the Pakistan Army which surpass that of the notirious Chengez Khan. In fact there could be no greater violation of the United Nations Charter, the Human Rights Declaration and the Geneva Convention regarding protection of civilian persons. The oppressed who have sought refuge in India already number seven million. The influx of Bengalees fleeing for life continues unabated, inflicting on this country an unprecedented burden, political economic and social.

3. Sheikh Mujib-ur-Rahman's party reacting to the compulsion of events, has declared Independence of Bangla Desh and has established a provisional Government. Although the World Press, by and large, has awakened to the tragic happening in Bangla Desh, the Governments of many countries in the world have failed to condemn this unprecedented crime. What is wrose, arms still continue to flow from some countries to aid the Army Junta in West Pakistan in its sinister design, with the result that the security of the Indian sub-continent has been put in jeopardy. The latest statement of the President of Pakistan has further dashed any hope of a political solution coming from the Army Junta.

4. The ruling party in our Parliament, the Opposition and the people in the country in general, are aware that our democracy in India is threatened if we fail to render help in this emergency to the people of Bangla Desh. In this grave crisis our Government, in pursuance of the unanimous resolution passed by the Parliament, should recognise the provisional Government of Bangla Desh, based on the will of the people constitutionally expressed. Only then could all possible moral and material aid be extended to the Government and the people of Bangla Desh. Other foreign Governments will not take a lead in this matter unless India first recognises Bangla Desh. There can be no hope for the millions of refugees ever returning to Bangla Desh unless favourable conditions are created at the earliest for this purpose and this cannot be done so long as Bengla Desh continues to groan under the heels of the Army Junta of West Pakistan.

5. Perhaps, what is standing in the way of action on the part of our Government is the absence of a visible demonstration of the people's will in

this matter supported by a clear understanding by one and all, of the implica tions that must follow as a logical corollary to recognition. This matter has been discussed by many an organisation concerned over the matter during recent days. It has been decided that a purely non-party and non-official Action Committee on Bangla Desh be constituted under the Chairmanship of Shri Jayaprakash Narayan who has just come back after a long trek across the wide world explaning the issues at stake in Bangla Desh. This Committee will act on behalf of Sarva Seva Sangh, Servants of the People Society, Loktantra Raksha Parishad, All India Panchayat Parshad, Association of Voluntary Agencies for Rural Development, Delhi Sarvodaya Mandal, Gandhi Smarak. Nidhi, Gandhi Peace Foundation, and all others who join the programmel They will launch a campaign throughout the country and take action in all States to mobilise non-official institutions and organisations who are wedded to democracy and human rights. The programme envisaged in the first instance will cover the following:

(a) Resolutions (on the lines indicated in the attached draft) to be passed by public organisations and institutions and by people in meetings specially called over the subject of action on Bangla Desh in villages, towns and cities and in the capitals of the States and Union Territories including the national capital. The resolutions passed in these meeings will be conveyed to the Prime Minister.

(b) A signature campaign urging on the Government of India to accord recognation to the provisional Government of Bangla Desh.

(c) Peaceful demonstrations and selective basis at the appropriate time.

6. It is expected that public debates on politically non-partisan lines will be conducted over the country as a whole to lend moral and material support to the Government of India when it takes firm action on the Bangla Desh issue. These will prepare the people of India for the eventualities that may follow in the wake of the recognition of Bangla Desh as an independent entity. If the Government proves reluctant to take this step, the campaign will be intensified to generate sufficient pressure in the country to make the Government act. It will also help to rouse world opinion to the gravity of the situation in this sensitive region in South Asia.

7. The Chairman Shri Jayaprakash Narayan in a meeting held at the Gandhi Peace Foundation on Sunday the 4th of July has formed an Action Committee for this purpose with Shri S.K. Dey, President of the All India Panchayat Parishad as the Convenor and Shri S.D. Sharama, Secretary of the Loktantra Raksha Parishad of Servants of the : ople Society as the Joint Convenor. It has been decided that the head quarters of the Action Committee on Bangla Desh shall be located at Lajpat Bhawan, Lajpat Nagar, New Del 24 where all letters, telegrams and contributions to the cause of Bangla Desh may kindly be sent.

Lajpat Bhawan, Lajpat Nagar,
New Delhi-24.
July 12, 1971.

RESOLUTION

This meeting of the..hereby

Places on record its deep sympathy and support for the people of Bangla Desh in their hour of trial and agony;

Condemns unequivocally the inhuman atrocities and genocide perpetrated by the military regime on the unarmed men, women and children of Bangla Desh resulting in the exodus of millions of Bengalees to India inflicting an unprecedented burden—political, economic and social—on this country;

Deplores the suppression of democratic urges of the people of Bangla Desh and their duly elected representatives by the Army Junta of West Pakistan in utter violation of the U.N. Charter and the Human Rights Declaration;

Appeals to the Government of India to recognise the provisional Government of Bangla Desh formed in accordance with the verdict of the people, and extend to it all possible moral and material aid so that favourable conditions are created for the return of the refugees to Bangla Desh;

Apeals to all fellow citizens in the country to promote national awareness and solidarity in the present crisis and sustain communal peace and harmony in the spirit of our secular traditions despite any provocation;

Appeals to the people of the World to extend their sympathy and support to the people of Bangla Desh and calls upon the people of such countries, as may still be supplying arms to West Pakistan, to prevent their Government from adding fuel to the fire of Pakistani aggression; and

Pledges all support and co-operation to the Government of India in pursuance of the objectives outlined above.

Excerpts From A Press Statement

By Shri Jayaprakash Narayan

The present crisis is so serious that either this nation shall emerge from it as a steeled, united strong and respected power or as a demoralised confused and spineless weakling no longer to be taken seriously by the world. Therefore, let no one try to confuse the issues.

What I have been advocating is not war against Pakistan but formal political recognition of the People's Government of Bangla Desh. It is true that when questioned if redognition of the Government and open assistance to the Mukti-Bahini may not provoke Pakistan to start a war with India I have admitted that the risk was certainly there, but it had to be accepted.

If this is tantamount to saying that India should declare war on Pakistan, then I am surely a war-monger. The only difference, as far as I have been able to understand, between people of my way of thinking and the Government of India is that while the latter is waiting for the right moment to arrive when recognition may be given, we are saying that the right moment is now.

The unanimous resolution passed by the Lok Sabha was an excellent beginning of this approach. But unfortunately sypmtoms have appreared recently of a divisive, even partisan, approach. It is understandable that differences between parties even on such a non-partisan issue as Bangla Desh, might arise in course of time, particularly in view of Government's continued hesitation to take effective action.

There are two main blocks of opinion. One is represented by the ruling Congress which is not opposed to recognition in principle but wants in practice to leave it to the Prime Minister to chose the appropriate momen for it, though without making it clear what factors would determine the choise of the moment. The other block is constituted of almost the entire Opposition plus many non-party organizations and individuals like myself who feel that the time for recognition is here and now.

July 28, 1971

শিরোনাম।	সূত্র।	তারিখ।
বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের দাবীতে সারা পশ্চিম বংগে সফল ছাত্র ধর্মঘট পালিত।	'যুগান্তর'	৪ আগস্ট, ১৯৭১

বাংলাদেশকে স্বীকৃতির দাবীতে সফল ছাত্র ধর্মঘট।

(স্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ৩রা আগষ্ট—স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতির দাবীতে মঙ্গলবার গোটা পশ্চিমবঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্র ধর্মঘট হয়েছে।

আজকের এই ছাত্র ধর্মঘটের উদ্যোগ দক্ষিণ-বাম সবকটি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠনের। এদিন রাজ্যের সর্বত্র ছাত্র ধর্মঘট হলেও পরীক্ষা যথারীতি হয়েছে। ধর্মঘটের আওতা থেকে পরীক্ষা বাদ দেওয়া হয়েছিল।

ছাত্র ধর্মঘটের পর ছয়টি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠন রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে একটি ছাত্র জমায়েত ডাকেন। সেখানে সভা হয়। সফিউল আলম সভাপতি ছিলেন। সভার পর ছাত্ররা মিছিল করে রাজভবনের সামনে যায়। ছাত্র প্রতিনিধিরা রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে একটি স্মারকলিপি দিয়ে চলে আসে।

স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র-ছাত্রীদের দাবী—স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে অবিলম্বে ভারত সরকারের স্বীকৃতি দিতে হবে। এবং কেবল স্বীকৃতিই নয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতার মুক্তিযোদ্ধাদের হাতকে শক্ত করার জন্য মুক্তিফৌজকে অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে হবে।

রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের ছাত্র সভায় বক্তৃতা দেন—বাম ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী, পি-এস-ইউ'র ক্ষিতি গোস্বামী, ডি-এস-ও'র সন্ধিত বিশ্বাস, ছাত্র ব্লকের ভোলা কুণ্ডু প্রমুখ। এই সভাস্থল থেকে এসপ্ল্যানেড ইস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতির দাবীতে ছাত্রদের বিক্ষোভ ধ্বনিতে সরগরম ছিল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল কাউল কর্তৃক বাংলাদেশ প্রশ্নে সরকারী নীতির সমালোচনা।	হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড	৩১ জুলাই ১৯৭১

We Blundered By Not Intervening In Bangladesh, Says Gen. Kaul

NEW DELHI, July 30—Gen. Kaul former Chief of General Staff and author of the controversial, "The Untold Story", has criticised the Government for its failure to take timely action in Bangladesh, says UNI.

In his new book "Confrontation wth Pakistan' Gen. Kaul says: "We missed a great opportunity, the like of which may not come our way in the foreseeable future. We could have liquidated a substantial chunk of the Pakistani Army in Bangladesh and this would have weakened Pakistan considerably reducing a major threat to our security. But we have missed the bus".

India should lose no time in discussing with the Soviet Union and Japan the measures to be taken against China in the context of the present threat of a joint Sino-Pakistan military offensive against this country, Gen. Kaul suggests.

Criticising the political leadership, Gen. Kaul writes: "When suggestions were made in certain quarters soon after March, 25, that India should strike on aid of the liberation forces certain personages hummed and hawed and said that if we took armed action we would bring China in against us".

And here, as though troubled by haunting recollections of the NEFA campaign Gen. Kaul asks sarcastically: "But why should that have deterred us, remembering the boast that India was so well prepared militarily that it could take on China as also Pakistan '?

Gen. Kaul whose meteric career in the Indian Army was cut short by his voluntary retirement in the wake of the NEFA debacle in 1962, had, in his earlier book, sought to lay the main responsibility for the Indian military reverse on the political leadership particularly of the then Prime Minister Mr. Nehru and his Defence Minister, Mr. V.K. Krishna Menon- and its alleged errors of judgement in forcing its decisions on the army commanders.

The present book which has been updated to include references to President Nixon's dramatic July 16 announcement of his acceptance of his acceptance of Premier Chou En. Lai's invitation to visit Peking.

"In view of the fact that Pakistan may attack us in collusion with China, Gen. Kaul says, "we must strach and test our diplomacy and make advance arrangements with some friendly countries to cope with such a situation.

"Whatever we do, we must not allow China or Pakistan to take the initiative against us on the next occasion. Indeed we should take the first step Ourselves with suitable allies once China or Pakistan creates provoking circumstances."

Gen. Kaul says,, "If our Army had gone into East Pakistan in aid of th liberation forces soon after March 25, we would have had overwhelming advantages,

We would have found under two divisions of Pakistani troops engaged in putting down the civil war. It would have been the correct campaigning season.

"We would have caught the Pakistanis disembarking from ships along the coast line, without unloading facilities. The Civil population, hostile to Pakistan would have been emotionally with us and would have welcomed us for coming to its aid.

"But this action would have been possible only if there had been some *anticipation on our part of the growing crisis in East Bengal and if we had advance plans of action. Actually, we did little except indulge in academic* discussions and make empty gestures of sympathy.

Ge. Kaul goes to say, "As Pakistan has now inducted in East Bengal troops whose total strength stood at more than four divisions on May, 1, 1971, we are at a disadvantage with them operationally. If we had hit Pakistan and in March or April, 1971 we would have fought a war in the most favourable conditions.

"Now the initiative has passed to the enemy, who will choose the time and place which suits him most to hit us. Those who fear that recognition of Bangladesh might lead to war should ask whether not recognising it will prevent one."

After referring to the current political development in Pakistan, Particularly *Mr. Bhutto's bid to gain power with the aid of younger army officers.* Gen. Kaul "*If Yahya wins in this struggle for power, there is likely* to be a result in both wings of Pakistan.

In the present circumstances, Gen. Kaul says, "The only course available to Yahya Khan may be to wages war India, but, whether Pakistan has a war with India or not, one thing seems certain: Once leadership in East Bengal passes into the arising hands, as is already heppening. East and West Bengal inspired by China, may become an enlarged Bangladesh.

"China would told great influences in these two regions under one banner and would thus gain ultimately at the expense of both India and Pakistan."

Without outlining any definite plan or military action, the battle-scarred of the NEFA campaign proffers the following advice.

"Our Government should not take a month of Sundays to make an assesment speedy action as time is of great consequence, we should soon come to a concreate agreement with the USSR to meet this new threat."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শেখ মুজিবের মুক্তির দাবীতে কোলকাতায় বিরাট সমাবেশ।	দৈনিক 'আনন্দবাজার'	৮ আগস্ট, ১৯৭১।

বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবী :
শত-সহস্র কণ্ঠ মুখরিত আকাশে বাতাসে ওঠে ধ্বনি

(স্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ৭ই আগষ্ট—শনিবার মুজিবর দিবসে ময়দানে শিল্পী-সাহিত্যিকদের সমাবেশে শত-সহস্র কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু মুজিবরের মুক্তি এবং মানবতাবিরোধী ইয়াহিয়া চক্রের বিচারের দাবী সোচ্চার হয়ে ওঠে। বিশাল এই জনসমাবেশের অনুষ্ঠানসূচী ছিল ছোট্ট। মুজিবের মুক্তি-দাবী সম্বলিত প্রস্তাব পাঠ করলেন তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়:

৭ আগষ্টের পুণ্যদিনে সমবেত শ্রেণী-মত-ভাষা নির্বিশেষে সর্বরূপের শিল্প সাহিত্যের স্রষ্টা, কর্মী ও অনুরাগীবৃন্দের এই সমাবেশ বিশ্বের সমস্ত জনগণ আর ছোট-বড় সমস্ত শক্তির দরবারে এই ব্যগ্র উৎকণ্ঠিত দাবিটি পৌঁছে দিতে চায় যে, পাকিস্তানের নরহন্তা শাসকদের গুনঘর থেকে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানকে অবিলম্বে মুক্ত করে না আনলে ভবিষ্যতের কাছে আজকের জগৎ কখনও মুখ দেখাতে পারবে না—তাই আমরা চাই মুজিবর রহমানের প্রাণহননে উদ্যত পাকিস্তানী জল্লাদদের হাত বিশ্ব মানবের হস্তক্ষেপে স্তব্ধ হোক, অভিশাপে পাথর হোক, আমরা চাই অবিলম্বে নিঃশর্তে বঙ্গবন্ধু মুজিবের মুক্তি। এই বলে আমরা সারা দুনিয়াকে হুশিয়ার করতে চাই যে, বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের সঙ্গে আলোচনার ছলনা করে যে বিশ্বাসহন্তার দল সারা বাংলাদেশকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিত, নেলিহান আগুনে পুড়িয়ে দিতে কোটি কোটি মানুষকে দেশছাড়া গৃহহারা, স্বজনহারা নিঃসম্বল করতে একটুও দ্বিধা করেনি—তারা মুজিবর রহমানের প্রাণ যে-কোনো মুহূর্তে, যে কোনো ছুতোয় হরণ করতে পারে। যার পৈশাচিকতাকে বল্গাহীন করে মানুষ নামে কলঙ্ক লেপন করেছে, তাদের বিশ্বাস করা পাপ।

এই সমাবেশ মনে করে, পাকিস্তানের বর্তমান শাসকচক্র আর তার সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ঘৃণ্য রাজনৈতিক কুচক্রীর দল মানবতাকে হত্যা করার জঘন্যতম অপরাধে অপরাধী।

এই সমাবেশ মনে করে, পাকিস্তানের শাসকেরা তাদের হীন স্বার্থের যুপকাষ্ঠে শুধু বাংলাদেশকেই বলি দেয়নি, সেই সঙ্গে সমগ্র পাকিস্তানের জনগণকেও চোখ বেঁধে বধ্যভূমির দিকে নিয়ে চলেছে। আমরা আশা করি, পাকিস্তানের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবি-শুভ বুদ্ধিমান সমস্ত মানুষ যেভাবেই হোক তাদের শাসকচক্রকে প্রতিরোধ করার জন্য স্বদেশবাসীর চোখ খুলে দেওয়া এবং মুক্তির সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সাহসে বুক বেঁধে দাঁড়াবেন।

এই সমাবেশ একবাক্যে দাবি করছে, বঙ্গবন্ধু মুজিবের মুক্তি এবং মানব বিরোধী ইয়াহিয়া চক্রের বিচার।

শিল্প সাহিত্য জগতের এই সমাবেশ এদেশের অন্যান্য কাজে নিয়োজিত শহরের ও গ্রামের বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, শ্রমিক-কর্মচারী, কৃষিজীবী এবং শ্রমজীবী সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছে যে, বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানকে বাঁচাবার জন্যে যে যেখানে আছেন এগিয়ে আসুন। মৃত্যু আর অন্ধকারের শক্তিকে আমরা কিছুতেই কোনখানেই জয় হতে দেব না। জীবনের আর নতুন সৃষ্টির জয় হবেই।

সংগীত পরিবেশন করলেন দ্বিজেন মুখার্জী, অশোকতরু বন্দোপাধ্যায়, উৎপলা সেন প্রমুখ শিল্পীরা। ধ্বনিত হলো 'মুজিবের বিনা সর্তে মুক্তি চাই' 'বিচার প্রহসন মানিনা।'

কমিউনিস্ট পার্টির বিবৃতি

পূর্ব পাকিস্তানের, (বাংলাদেশ) কমিউনিস্ট পার্টি থেকে প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলেছেন, চরম অত্যাচার চালিয়েও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম দমন করতে না পেরে ইয়াহিয়া খান এখন বাঙালীর প্রিয় নেতা মুজিবর রহমানকে হত্যা করতে উদ্যত। পূঃ পাঃ কমিউনিস্ট পার্টি এব্যাপারে উদ্বিগ্ন এবং শেখ মুজিবরের মুক্তি দাবী করছে।

বিবৃতিতে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সকল প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে ইয়াহিয়া খাঁকে বাধ্য করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুজিবকে রক্ষার জন্যে বিশ্বের প্রতি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বান।	হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড	২২ আগস্ট, ১৯৭১

CPI URGES NATIONS TO SAVE MUJIB

NEW DELHI, AUG. 21—The CPI National Council yesterday appealed to the Indian and world governments to secure the release of the Bangladesh leader Sheikh Mujibur Rahman—says UNI.

The appeal was made in a resolution adopted at the end of a week-long meeting of the National Council here yesterday.

It said, the combine of the United States, China and Pakistan had threatened the peace of the subcontinent and the Indo-Soviet friendship treaty at this juncture came as powerful deterrent to Gen. Yahava Khan's aggressive designs against India.

The National Council reiterated its demand for the recognition of the Government of Bangladesh and rendering of all necessary help to the freedom fighters. It also appealed to the people of West Pakistan to stand by the people of Bangladesh who were fighting the common enemy.

It also called for immediate allocation of adequate funds by the Government to implement the master plan in West Bengal and to complete the DVC flood control plan.

The National Council has demanded setting up of a permanent commission on the lines of the Brahmaputra Commission for other major river systems—like the Ganga—for devising adequate flood control and drought control measure.

It also urged that a national plan of irrigation and flood control should be formulated and implemented on priority basis.

In a resolution the Council demanded an allocation of Rs. 2,000 crores from the nationalised banks to execute major flood protection and irrigation schemes.

The Central Secretariat of the party today welcomed the Centre's proposal for the diffusion of the newspaper ownership and demanded that the newspapers owned by trusts should not be exempted.

In a statement issued here the Secretariat congratulated the Indian Federation of Work-in Journalists, the All India Newspapers Employees' Federation and others "whose movements and struggles have led to the government move to introduce a bill to that effect in the next session of Parliament."

It said certain loopholes in the legislation should be plugged and the monopolists should not be allowed to retain disproportionate influence on the board of directors.

———

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মালাড নাগরিক বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট।	প্রচারপত্র	২২ আগস্ট, ১৯৭১

MALAD NAGARIK BANGLADESH SAHAYAK SAMITI
GENERAL SECRETARY'S REPORT

First of all, on behalf of the Malad Nagarik Banglahesh Sahayak Samiti, I salute to those Freedom-Fighters of Banglahesh, those known and unknown patriots—who laid down their valuable lives to achieve the freedom of their Motherland. I also salute to Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the greatest revolutionary of our time and earnestly pray to the Almighty God for his sound health and well-being.

Brothers and Sisters : On behalf of our Samiti, I welcome you all, I am putting before you the work which has been done by us and I consider you as the best Judge.

You know that in the annals of the World's history, people had never witnessed such genocide, atrocities and brutalities as committed by Yahia in East Bengal since 25th March, 1971. You are aware that when the conscience-keeper of Islam are murdering muslims in Bangla-Desh, can we remain silent? The only reply is No.

We being the citizens of a democratic country felt it our moral duty and an obligation to humanity, to support the struggle of others to achieve their country's **Democratic Independence**. Therefore, to uphold the flag of democracy —Malad Nagarik Bangla-Desh Sahayak Samiti was formed on 9th April, 1971. It is an organisation where workers of various political parties were combined together including workers of trade unions, cultural, social and educational institutions.

After formation of our Samiti, we had arranged a silent procession on 18-4-71 in the memory of those Martyrs who had laid down their lives for the creation of A SWADHIN BANGLA-DESH. More than five hundred determined men and women marched with the procession—carrying bannors and placards in their hands and it converged into a public-rally where Samiti's programme was declared. We appealed to the citizens to co-operate with the Samiti, in all respects, to strengthen the hands of freedom fighters of Bangla-Desh.

I would like to mention here that the Samiti had decided to arrange lectures, study classes etc., to educate the masses about the importance of the struggle launched in Sonar Bangla-Desh. Accordingly, on 6-6-71, we arranged a talk on "My Visit to Bangla-Desh" of Shri Hamid Dalwai, a noted Journalist and the Chairman of the Muslim Reforms Committee—which was attended by a large number of people. So on so, a group of about twenty workers of the Samiti was moving throughout Malad, continuously for few days with banners, placards and megaphones for propagating the cause. During this time, we arranged more than hundred street corner meetings in different parts of this town wherein more than ten thousand people attended and listened to us with keen interest.

As per the decision of the Committee, we had printed one rupee coupons and blank receipt books to collect funds from the people of all walks of the Society. I feel glad to declare here that this money has mainly swelled from the down trodden, rom the members of the middle class and lower middle class families, from gangman to the Divisonal Superintendent of the Railway, from students, from petty shopkeepers and businessmen, from Police and RPF personnel, from Intellectuals, from clerks both in public and private sectors from taxiwallas, from vegetable sellers and so on. We have collected this amount from the people living in defferent parts of this great cosmopolitan city. It gives me pleasure to declare here that whereever we had visited for the Funds—we have received spontaneous response from the people. The Public were very generous and they donated generously for the cause. We are heartily thankful to them.

To organise the movement more vigorously, women section was also formed under the banner of the Samiti and they played an important role in collecting of funds and propagating for Bangladesh. I, therefore, also feel it my moral duty to convey my hearty greetings to those sincere collectors (Ladies and Gentlemen)—who came forward and rendered their valuable support and services from time to time, for collecting funds and supplying materials free of charge to our Samiti. It is needless to say that it would have been next to impossible on our part to collect even such amount (whichever is collected), if they would have not rendered their valuable support and help to us.

We know that our collected amount is nothing for this big dimensional affairs, and I can rather say, it is not even a drop of water compared to a big ocean. Even though with an honest and sincere intention "Only to help the freedom fighters of Bangladesh", to create an atmosphere in favour of the struggle and to educate the masses—till to-day, we have collected Rs. 8,152 out of which we are paying Rs.8,101 to the Prime Minister's National Relief Fund, later to be transferred to Bangladesh Assistance Committee, New Delhi.

I shall agree here that due to our limited strength, .. was not possible on our part to approach you all for funds. But I am sure that in near future, we will get all-out support from all of you, when we will knock at your doors for help.

I will be failing to discharge my responsibilities if I do not enlighten you about the procedure we adopted for correct disposal of the money collected for the cause. In this regard, we wrote to Hon. Shri Ajoy Mukherjee, the then Chief Minister of West Bengal but unfortunately when our collection was in progress- the Ministry was dissolved. Then we wrote a letter on 24-6-71 under Registered A/D to Hon. Shri M. Hossain Ali, Mission of the Peoples Republic of Bangla Desh, Calcutta-17. But when we found that the Head of the Mission was not in a position to send us the reply upto 18-7-71, we again reminded him by a letter dated 19-7-71 and in that letter we have clearly stated that our Samiti has decided to handover the collected amount on 15th August 1971. But it seems that the Mission was much busy with their responsibilities.

Hence after waiting for the reply from the Head of the Mission upto 4-8-71 (as the Secretaries were authorised to take a final decision in this

respect) we ultimately on 5-8-71 wrote a letter under Reg. A/D to Honourable Smt. Indira Gandhi, Prime Minister of India, New Delhi and we are advised that this amount will be transferred to Bangladesh Assistance Committee, New Delhi.

We have received two letters from the Head of the Mission, Calcutta on 9th and 19th instant. We have now decided that henceforth onward collection of funds to be sent to the Head of the Mission, Calcutta-17.

The report of accounts will be submitted in due course as the same is under Audit.

Before, I conclude, I earnestly request you all to carry this message of **Unity and United Action**—to safeguard the very sovereignty and national integrity of our beloved Motherland. I am afraid if we do not realise till now the seriousness of the Bangladesh issue—in near future we may have to pay more dividends for our short-comings. History will never forgive us for our mistakes. Our Samiti firmly believes that the issue of Bangladesh is not confined only amongst the people of that countries—who are undauntedly fighting since 25th March '71, against the Military Regime, but it even endangers the World Peace. India has consistently upheld the cause of the weak and the oppressed. She has been an advocate of Justice and fair play and **whenever there has been tyranny and oppression, India has raised her voice against it**, no matter how powerful the tyrant might be.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ।
'স্টাডিং বাংলাদেশ'—কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত চিত্র সংকলনে সমিতির সভাপতির বক্তব্য।	পুস্তিকা	আগস্ট, ১৯৭১

SENATE HOUSE
CALCUTTA-12.

The 18th August, 1971.

S. N. SEN, M. A., Ph. D. (Lond)

This is an attempt to tell the story of repression in Bangladesh in pictures. Each of these photos provides a true and authentic accounts of the trails left by the heavy hand of the Pak Army as it was let loose among the unfortunate unarmed civilians of Bangladesh. As the pages reveal, they are mostly very simple folk, whose only fault was that they loved their own country. No body has escaped this mad army hunt upon destroying the will of a people to be free— children, women, old people—all of them were made to suffer materially,— their humble homes and all ordinary possessions were either looted or burned. These picture are eloquent and the brutalities they reveal raise serious doubts as to whether we have made any progress at all from our wild savage state. And all this happened in the seventies of the twentieth century when, on one side men have started to walk on the moon, while on the other side, other men have been repeating the same cruel acts that their forefathers performed more than 2000 years ago.

These pictures, moreover, reveal only a small part of the actual facts regarding repression in Bangladesh. It has not been possible to take pictures of all that did happen and are even now happening in that unfortunate country, nor have we been able to collect and print all the pictures taken and smuggled out of that country. But even this small number of photographs is enough to give a glimpse of the large-scale and indiscriminate repression carried out by the Pak Army. They tell their own tale of how deeply downwards a Dictator and his army can sink in their frenzied attempt to fight the forces of freedom.

Vice-chancellor,
Calcutta University.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সার্বভৌমবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাব : বাংলাদেশের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চীনের ভূমিকার সমালোচনা।	দৈনিক 'আনন্দবাজার'	২৬ আগস্ট, ১৯৭১

বাংলাদেশে জংগীশাহীর বর্বরতা :

চীনের নীরবতা বিস্ময়কর

—সুন্দরায়া

ব্যাংগালোর, ২৭শে আগষ্ট (পি,টি,আই)—মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি'র কেন্দ্রীয় কমিটি ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে চীনের সংগে সম্পর্কের উন্নতি সাধনের জন্য অনুরূপ চুক্তি সম্পাদনের আহবান জানিয়েছেন। অপর এক প্রস্তাবে সব রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পরিহার করে অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতেও আহবান জানানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় কমিটির এই সব প্রস্তাব প্রকাশ করে দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুন্দরায়া আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেই পাকিস্তান চীনের সাহায্য নিয়ে ভারত আক্রমণ করবেন বলে তিনি মনে করেন না। পাকিস্তান আমেরিকার সাহায্য নিয়ে ভারত আক্রমণ করলে চীন তা সমর্থন করবেন বলে তিনি মনে করেন না। তবে চীন যে পূর্ববংগে পাক জংগীশাহীদের বর্বর অত্যাচার সম্পর্কে একেবারেই নীরব হয়ে রয়েছে এটা সত্যই একটা "তাজ্জব" ব্যাপার।

ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তি প্রসংগে কেন্দ্রীয় কমিটি বলেছেন যে, ভারত-সোভিয়েট যুক্ত বিবৃতিতে সমগ্র পাকিস্তান পরিস্থিতির রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দানের প্রশ্নটাকেই এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কমিটির দৃঢ় অভিমত হচ্ছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকারের অনুকূলে বাংলাদেশের জনগণ যে সুস্পষ্ট রায় প্রদান করেছেন একমাত্র তার ভিত্তিতেই বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান সম্ভব। কেন্দ্রীয় কমিটি অপর এক প্রস্তাবে উত্তর ভিয়েৎনাম, কোরিয়া, পূর্ব জার্মানী এবং প্রিন্স সিহানুকের কম্বোডিয়া সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়ারও দাবী জানিয়েছেন।

—— - ——

জেহাদ। আর শেষত: ২৩ বছর পর সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ রায় দিলো ছয় দফার পর। শেখ মুজিব নেতৃত্ব হোল এই দীর্ঘ সংগ্রামের প্রতীক।

ইসলামাবাদ চক্র ও শেখ মুজিব

ইসলামাবাদ চক্র প্রতিনিধি জেনারেল ইয়াহিয়া বাংলাদেশের ভাষাকে এবং রায়কে পদদলিত করবার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে "সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের দলনায়কদের সংগে পরামর্শ মাত্র না করিয়া" জাতীয় পরিষদের বৈঠক বাতিল করে দিলেন। তাছাড়া ইয়াহিয়া শেখ মুজিবরকে প্রধান মন্ত্রিত্বের টোপ দিয়া ছয়দফা দাবী হইতে বিচ্যুত করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু, "জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করিয়া তিনি স্পষ্ট জবাব দিলেন: জাতি আমাকে এবং আওয়ামী লীগকে প্রধান মন্ত্রীত্বের জন্য ভোট-দেয় নাই, তাহারা ছয়দফা দাবীতেই ভোট দিয়াছে; আমি তাহা বিসর্জন দিয়া জাতির সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিব না।"

তাহের সাহেব তাই বললেন: ইহাতেই শোষকের আতে ঘা পড়ে; তাহারা ভাবে—বৃটিশ সরকারকেও একদা যে অসহযোগ আন্দোলনের অস্ত্র শেষ পর্য্যন্ত ঘায়েল করিয়াছে, ভারত ছাড়া করিয়াছে, শোষিত বাঙ্গালীরা যদি সেই অস্ত্র ব্যবহার করে তবে আর রক্ষা নাই, ইহাতেই জোকের মুখে চুন পড়িবে....। অতএব সূচনাতেই সামাল দাও; এই শোষিত অবাধ্য বাঙ্গালী জাতিকে ডাণ্ডা মারিয়া ঠাণ্ডা করিয়া দাও......তাহাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দাও।" ...এবং বাঙ্গালী নিধনের নির্দেশ দিয়া ইয়াহিয়া ঢাকা হতে করাচী যাত্রা করেন।

সবই চলে ধর্মের নামে

ইসলাম ধর্ম ...রক্ষা নামেই ইয়াহিয়া সবকিছু করিতেছে। শিশু হত্যা, নারী ধর্ষণ, নিরাপরাধ জনতা নিধন, বাঙ্গালী নিধনের নামেই সবই চলিতেছে। "তাহারা মযলুমকে ঠাণ্ডা এবং জগৎ কে ধোকা দিবার জন্য একই সঙ্গে বন্দুকের-গুলি এবং ধর্মের বুলি ব্যবহার করত: মযলুমের-শোণিত রক্তের হোলি খেলিতেছে। বাংলাদেশের সর্বত্র চলেছে তাহাদের এই পৈশাচিক নৃত্য।

জেহাদ ও মুক্তিবাহিনী

প্রায় ২৩ বছর ধরে যে অব্যক্ত ও জেহাদ চলে আসছিল তাই ২৫শে মার্চের রাতে রূপ নিল ভিন্নভাবে।

ইয়াহিয়া খানের বিশ্বাসঘাতকতার ও বুলেটের গুলীতে পরিবেশে জন্ম নিল মুক্তিবাহিনী। বাধ্য হোল মানুষ জবাব দিতে। "তাহারা যে যেখানে পারল শোষক সরকারের জালেম সেনাদের প্রতিরোধে প্রয়াস পাইল...তাই তাহাদের প্রত্যুত্তর সুসংবদ্ধ ছিল না। পরস্পরের সংগে যোগাযোগ ছিলনা; ক্রমে মাস দুই পরে তাহারা সুপরিকল্পিতভাবে তাহাদের অভিযান চালাইতে থাকে।"

এই মুক্তিবাহিনীর উদ্দেশ্যে তাহের সাহেব হাদীস শরীফ হতে উল্লেখ করে বলেন: "নিজেদের প্রাণ, ধন-মান রক্ষায় যে নিহত হয় তাহার মৃত্যু শহীদের মৃত্যু"।

এই কনভেনশনে সভাপতি হিসেবে আজাদ হিন্দ বাহিনীর জেনারেল শাহ নওয়াজ খান, সারা ভারত জমিয়তে উলামার সাধারণ সম্পাদক সংসদ সদস্য মওলানা সৈয়দ আসাদ মাদানী প্রভৃতিও একটি ঐস্লামিক রাষ্ট্রের স্বরূপ নিয়ে যেমন বলেছে, ঠিক তেমনি বাংলাদেশের সংগ্রামী জনসাধারণকেও অভিনন্দন জানান। আর সকলেই তাহের সাহেবের—"আমেরিকা, চীন

প্রভৃতির নিজ স্বার্থে জামিল ইয়াহিয়া খান ও তাঁর সরকারের সাহায্য যদি দোষের না হয় তবে নির্যাতিত মযলুম বাংলা দেশবাসীর সাহায্য সহায়তায় হিন্দুস্থানের অপরাধ কি? উক্তির সমর্থনে নিজেদের কথাও বলেন।

শেষত : এই কনভেনশন প্রস্তাব গ্রহণ করে—

(১) নিঃশর্ত সমর্থন জানান বাংলাদেশের সংগ্রামকে; (২) ঘৃণা প্রকাশ করে ইসলামাবাদ-চক্রের ফ্যাসিস্ত পদ্ধতিকে; (৩) দাবী করে মুজিবের মুক্তি এবং ঐ সংগে বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন করে ইসলামাবাদ সামরিক চক্রের বিচার, এবং (৪) আশা প্রকাশ করে যে ভারত সরকার সময়মত স্বীকৃতি দেবে প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশকে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
এ্যান এ্যাপিল টু জেসীস টু মুভ দা পিপল অফ দেয়ার ওয়ার্ল্ড —ইণ্ডিয়ান জুনিয়র চেম্বারের পুস্তিকা।	পুস্তিকা	.. আগস্ট, ১৯৭১।

"AN APPEAL TO JAYCEES TO MOVE THE PEOPLE OF THEIR WORLD"

UN Resolutions on Genocide

In its resolution 96 (1) of 11 December 1946 the General Assembly affirmed that "Genocide is a cirme under international law which the civilized world condemns".

By resolution 260 III A, of 9 December 1948 the General Assembly approved, proposed and ratified,

That Genocide whether committed in time of peace or in time of war is a crime under International law which they undertake to prevent and to punish.

A Glimpse of Genocide and Destruction

In the name of God and a united Pakistan, Dacca is to-day a crushed and frightened city . .

After 24 hours of ruthless, Cold blooded shelling by the Pakistan Army thousands of people are dead, large areas have been levelled and East Pakistan's fight has been brutally put to an end .

Only the horror of the military action can be properly gauged the students dead in their beds, the butchers in the market killed behind their stalls, the women and children roasted alive in their houses, the Pakistanis of Hindu religion taken out and shot *en masse* the bazar and shopping areas razed by fire.

The first target as tanks rolled into Dacca on the 25 March was the students.

Simon Dring
Daily Telegraph, London
30 March, 1971.

The cost to all concerned has been agony Newsmen have seen tens of thousands of levelled gutted buildings In the towns, concrete walls are pocked by hundreds of bullets where firing squads did their work Bodies were dumped in community wells and general desolation testifies the ferocity of events

Malcolm W. Browne
The New York Times, New York

U. Thant : UN. Secretary General While the civil strife in itself is an internal affair of Pakistan, some of the problems generated by it are necessarily the concern of the international community.

Aga Hilaly: Pakistan's the then Ambassador to the U.S.: People have lost thousands of their friends and relations in East Pakistan.

Charter of the United Nations:

Preamble

WE THE PEOPLES OF THE UNITED NATIONS DETERMINED to save succeeding generations from the secourage of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind; and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and to promote social progress and better standards of life in a larger freedom."

And for these ends to practise tolerance and live together in peace with one another as good neighbours, and to unite our strength to maintain international peace and security; and to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples.

Why this conflicte?
Socio-Economic Background

The distance between West and East Pakistan (Bangla Desh) is over 1,200 miles of Indian territory. West Pakistan is economically highly advanced and East Pakistan which consist 56% of the total population of Pakistan, is extremely backward and under developed. Because of enormous disparity, there is a terrific unrest among the population of East Pakistan. Except Religion there is no similarity between the two sectors. Even the language is different; West Pakistan--Urdu, East Pakistan - Bengali, and culturally, they are poles apart.

	Economic disparity:	E. Pakistan (Bangla Desh).	W. Pakistan.
I.	Area Sq. miles	55,[illegible]16	3,10,403
	Population (million)	7 5	4.3
	Population per Sq. mile	922	138
II.	Govt. Dev. Expenditure	36%	64%
	Private Investment	25%	75%
	Annual growth rate	4%	6%
	Export Earnings	50·70%	50·30%
	Imports	25·30%	75·70%
	Total Foreign aid used	30%	70%
	Burden of Repayment of foreign Aid	56%	44%
III.	Man Power Employed:		
	Armed Forcces and Police	8.1%	91.9%
	President's Secretariat	19%	81%
	Central Public Service Com.	14.5%	85.5%
	Industries Dept.	26%	74%
	Agriculture	21%	79%
	Education	27%	73%

All senior military members of the administration have been West Pakistani. The Deputy Chairman of the Planning Commission and the Central Finance Minister, key indivduals in resource allocation have always been West Pakistanis.

Jaycees—Bangla Desh

"From within the walls of the soul of this organisation wherein the foundation of character and good citizenship are laid I hope a message will come in the sometime of tomorrow that will stir the people toward the establishment of a permanent and everlasting world peace".

These are the words of the founder of the Junior Chamber movement, Henry Gi ssenbier. Obviously the ultimate objective of all our efforts, according to the founder of our movement, is "permanent and everlasting world peace". This objective is an understa dable one. It was in the midst of the first world war that the idea of the movement was born in 1915. It was in the midst of the second world war that the Junior Chamber International was founded, in 1944. After twentyseven years of its existence, it is cetainly time we consider how far we have moved towards this ojbective estatblishment of a permanent and everlasting peace. What have we done so far to fulfil the dream of our founder? Obviously "foundation of character and good citizenship" cannot be effective if kept passive in a world torn apart in war and violence.

The world has seen in the present century two major wars involving the whole of humanity. During the same time the world has witnessed the continued enslavement of certain countries by others. This too is a form of war It certainly is against the Jaycee creed, which believes "that the brotherhood of man transcends the sovereignty of nationsk that economic justice can best be won by free men. through free enterprise".

Interpreting this creed, it has been maintained that "Free'Enterprise" expresssses faith in the sanctity of freedom, proclaims belief in the basic nobility of human life, protects the right of an individual to live with dignity and in peace, provides each individual an opportunity to develop his maximum potential within his own society, with limited regulating influence.

The Jaycee is a movement of the youth. The largest such movement in the world. It aims at developing the individual abilities and stimulating the joint efforts of young men for the purpose of improving the economic, social and spiritual well being of mankind. One of the ways of achieving this objective is through economic development.

All these objective are frustrated because of war and warlike actions in different parts of the world. Twentyfive years after the last world war, we still find savage wars raging in different parts of the world. Instead of the area of peace expanding, it seems as if the areas of war are expanding.

First, it was Korea, then came Viet Nam, the Middle East, India-Pakistan, India-China and now we have a war on the borders of India in Bangladesh, It seems as if we are going to have another Viet Nam on our borders. Apart from these wars there have been civil wars in Africa, Asia, Europe and South America. Some of these are still co tinuing as in Ireland.

What does this state of affairs mean? Is this the way to ensure economic justice, sanctity of freedom, defend the nobility of human life, protect the right of an individual to live in dignity and peace, and provide each individual an opportunity to develop his maximum potential within his own society?

We, as Indians in this context cannot but look at a situation that has developed on our own borders. Many fact can be given to show how every objective and principle that the JAYCEE stand by has been violated in just as they have been violated and continue to be violated in other parts of the world. The Bangladeh issue is not an isolated issue. It is a part of the malaise that has gripped the world, The only difference is that its impact on India is unprecedented. No country in the world at no time in history has had to bear the burden of so many million refugees. Although it is a question bristling with political overtones, it has a much wider humanitarian aspect.

This is what demands consideration by JAYCEES from all over the world. Youth displaced from normal life by war, youth inured to violence, youth degraded. It is no use involving the youth in activities that develop leadership, if the only prospect open to them is the denial of every principle that we proclaim as inviolable. A youth denied freedom, a youth denled education, a youth denied food, a youth denied a land of his own, a youth denied prospects of development in own land, is really youth denied his very existence.

We can go on providing succour and relief to suffering humanity. We can help our youth gain the experience of leadership in these sort of activities. Can such an attitude take us anywhere near the cherished goal of our founder? Can such an atmosphere in the world, which instead of changing for the better seems to be changing for the worse, help us move steadily towards our objectives? Do not all our efforts seem futile and puny gestures?

It is this situation that demands of the JAYCEES the world over to take a stand. It is true that our creed forbids us from taking part in any partisan political activity and from promoting of one national interest over another. The question that has been brought home to us by the developments in Bangla Desh cannot be evaded as a political question. It is a humanitarian issue. It is question that may soon be faced by many other developing countries, because Bangla Desh has brought to the forde the relations between sub-nationalities in a multinational developing country. If apart from war between different nations, wars dvelop within the developing countries as well, we shall soon beheading for choos and savagery beyond limit. We have already witnessed this in many parts of the world. We are now witnessing it in Bangla Desh. It is no longer a strictly political issue. It has become a human issue.

It is in this humanitarian context that we JAYCEES must look at the problem of Bangla Desh and give the question of working out a programme of action on a world scale to move towards the objective of peace. In the meantime we must mobilise all our resources to provide succour to the victims of war.

As the largest world wide organisation of the youth we certainly have the responsibility to ensure that our future is not negated by such acts of human destruction, acts that deny the nobility of man, acts that degrade the human personality. It is a programme of action against war and the causes of war justified by our creed, by our objectives, by the dream wihch inspired our founder, Henry Glessenbier.

That "sometime of tomorrow" has now come for a message to come "from within the walls of the soul of this organisation..that will stir the people towards the establishment of a permanent and everlasting world peace".

HOW BANGLADESH WAS BORN

1969

March 25 : Gen. Yahya Khan assumes power, imposes martial law throughout the country and dissolves the National and Provincial Assemblies.

March 27 : The Military Government craks down on martial law violators. Awami League Leader Sheikh Mujikbur Rahman announces plans for a federal set up.

March 31 : Government bans all political activity.

November 28 : Yahya Khan fixes October 5, 1970 for elections to the National Assembly.

1970

December 7 : Elections to the National Assembly are held. Sheikh Mujibur Rahman's party, the Awami League, secures 167 seats out of the 169 reserved for East Pakistan Z.A. Bhutto's People's Party comes second.

December 17 : In Provincial Assembly elections, the Awami League wins by an over-whelming majority in East Pakistan

1971

January 14 : Yahya Khan refers to the Sheikh as the country's future Prime Minister.

February 13 : Yahya Khan fixes March 3 for National Assembly session.

February 16 : Rahman is elected leader of the Awami League Legislature Party. Bhutto reportedly puts forward proposal for separate Prime Ministers for the two wings.

March 1 : Yahya Khan, postpones Assembly session and sacks East Pakistan Governor, Vice-Admiral S.M. Ahsan. Rahman calls for general strike in Dacca to protest against postponement of Assembly session.

March 2 : Popular resentment erups into violence in Dacca and some other places; troops move into action and curfew is imposed.

March 3 : Awami Legue launches peaceful non-cooperation movement Rahman rejects Yahaya Khan's invitation to a conference of political leaders on March 10.

March 5 : Reports speak of 300 persons killed in army action.

March 8 : Civil disobedience movement is launched.

March 19 : Yahya Khan and Rahman begin a round of onstitutional talks.

March 22 : Yahya Khan again postpones inauguration of National Amssebly.

March 26 : Genocide commences. Mujib's whereabouts not known since then.

April 10 : Proclamation of independence: The elected representatives of B.D. constitute themselves into a Constituent Assembly. B.D. declared a sovereign People's Republic.

April 17 : The birth of the Sovereign Democratic Republic of Bangla Desh at Mujibnagar (150 km. from Calcutta) by the acting President Nazrul Islam.

April 27 : The Bangla Desh Prime Minister, Tajuddin Ahmed, appeals to neighbouring countries to grant immediate recognition to Bangla Desh to provide arms and to help a new-born country to set itself free from the clutches of a murderous army.

May/June/ July/August./ Sept./Oct. 71. : Since then, about 1 million people including women and children have been killed by the Pakistani Army. Another 9 million people have come to India to escape genocide.

Refugees

Thousands of terrified and impoverished Bengalis who have attempted to flee to India have collapsed and died of exhaustion and starvation on the roadside. Penniless, exhausted and in a stupor many of the refugees described the tragic flight:

(1) "We started to walk north towards the Indian border. We saw people dying all along the way. Others were lying on the ground exhausted. The first to die were the babies, then further along the road the old and children collapsed and then the women."

(2) Two sisters, Rohina Begum, aged 16, and Jinat Begum, aged 5, have bullet wounds in their legs and arms. Rohina said her entire family was wiped out when Pakistan' troops fired on their small boat as they attempted to cross the river Into India.

(3) Ahmed Ali, a cultivator, aged 25, his right leg and left arm in plaster cases, said that troops entered his village and rounded up all the able bodied young men they could find. They asked us whether we were Bengal's or non-Bengal's and told us to lie down on the ground. They surrounded us and started shooting bullet hit me in the arm and I lay still. And they left, they bayoneted me in the groin and crushed and stamped on my legs".

Peter Hazelhurst
The Times London.

Conscience and Bangla Desh

In just a few months, since early April, the civil war in East Bengal has driven nearly 8 million men, women and children into India to escap conditions in their homeland. Unnumbered thousands of others have been slaughtered in the civil strife or displaced within their country. Millions more in East Bengal face continued terror, disease and starvation, unless they receive immediate relief.

This stark tragedy is not yet understood by the world. I can tell you that not until you see it first hand can you begin to understand its immensity. listened to scores of refugees, their faces and their stories etc a sage of shame which should overwhelm the moral sensitivities of people throughout the world.

Conditions in refugee camps defy description. You see infants with their tiny bones—lacking the strength even to lift their heads. You see children with legs and feet swollen with edema and malnutrition. You see in the eyes of their parents the despair of ever having their children well again. And most difficult of all, you see the corpse of the child who died just the night before.

The Indian Government has made Herculean efforts to assist and accommodate the refugees—efforts which history will record and remember.

The tragedy of East Bengal is not only a tragedy for Pakistan. It is not only a tragedy for India. It is a tragedy for the entire world community and it is the responsibility of that community to act together to ease the crisis.

—Edward Kennedy

(Speech before the National Press, Club, Washington, on August 26 1971.)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'বাংলাদেশ—টাইম এণ্ড লজিক রানিং আউট" এ্যাকশন কমিটি বাংলাদেশের পত্রিকা।	পত্রিকা	সেপ্টেম্বর ১৯৭১

"BANGLADESH"

Time and Logic Running Out

Whenever Pakistan is in trouble, the first reaction of the world almost invariably is of India being the villain of the piece. This disability derived from her massive population and her open society, India has to live with When. therefore the world Press was slow to react over the reality of Bangla Desh since the evening of March 25, this year, despite the alarms raised universally through the Indian Press, there was nothing to be wondered at. Barring the Middle East, indeed virtually the entire Muslim world, the world is veering round almost universally to the "genocide" that has taken place in Bangla Desh through the Army Junta of Yahya Khan and what continues still unabated. The U. N. delegation, despite the delicate position of the world body, has tacitly recognised that there is something terribly wrong that has taken place in Bangla Desh and the situation continues to be critical. This view is reflected in even more outspoken terms by Parliamentary Delegations which have come from U. K., Canada and elsewhere and still more so by the World Bank Team.

The situation today is that India has on her hands nearly seven million refugees from Bangla Desh who belong there by right, who cannot be rehabilitated in India and who cannot go back in the foreseeable future. The refugee influx continues despite the mon soon and the blatant claims of normalcy having been restored in Bangla Desh, by the Army junta which is in iron grip of the State. Guerilla activities by the Mukti Fouj continue and are bound to grow. Bangla Desh Provisional Government based on the Awami League which secured a majority in the National Assembly and a virtual monopoly in the State Legislature, continues sending its emissarises to the wide world pressing their claims for ' 'Power to the People' and the reality of the atrocities unleashrd by the Army of Yahya Khan. Mainland China continues supplying major assistance, both Military and economic, to the Army Junta. The reasons are not far to seek, Mao-se-Tung regime, for logic of its own, has nothing but contempt for the middle class bourgeoisie. In the continuance of the Bang'a Desh imbrogli. they see the eventual elimination of the middle class leadership which they consider reactionary from the point of view of the people's revolutio which most overtake the world as a whole. They recognise that Bangla Desh is already "gone" so far as Pakistan is concerned; the extremists will sooner or later take over and ther is no question in Chinese mind as to their eventual linkage with Mao's thoughts and Mao hegemony in the world.

What is strange however is that the lessons the American Government had learnt till now in Mainland China, in Korea, Vietnam and in the Latin American continent have been totally lost on them. Elementary prudence would have dictated some sense of wisdom on the part of the American Government. They should have realised that it is they who were responsible for the birth

of Mao-se-Tung as the Chinese leader and the take over of that sub-continent by his extremist party. They should have learnt that the pillage and concubinage by Chiang-Ki-Shek and his gang supported by American arms and money provided the nucleus seeds for the harvest that followed and the same feature repeated in every other country where American surplus arms and produce found and easy engineered outlet aggravating the gulf between the few and the many. Despite initial denials it has now come to light, and the American Government is brazen enough to declare in the open, that American supply of arms has continued and will continue despite the dismay of India and the ridicule of the wide world to the pranks of this runaway administration. USSR is on the fence. But one cannot quite predict how she will act. The Middle Eastern countries, whether Iran, Turkey or others countinue supplying massive arms to the Army Junta of West Pakistan. They are utterly indifferent to the fact that West Pakistan is using all these to suppress the natural urges of a predominant Muslim population in Bangla Desh which holds the major population of the erstwhile country known as Pakistan. The conclusion seems irrefutable that all these actions are being dictated by arbitrary powers to foster and perpetuate arbitrary authority based on the Army and the monopoly capitalists in Pakistan.

It will be appropriate here to analyse how and why all this should have happened in a part of the erstwhile United India when the other part—the Indian Union with nearly four times the population of Pakistan—can forge ahead with the struggles for a democratic way of life for her future. The British colonial power took over the reigns of India in the late 18th century from a decayed, fragmented Mughal Empire. The British bolstered up the Hindus at the expense of the Muslims. A new spurt of life and a renasissance followed amongst the Hindus by virtue of the preferential treatment meted out by the ruling power. The Hindu re olt began towards the end of the 19th century The Imperial policy changed to convert Hindus and Muslimss who had begun to live as common citizens of a common land during Akbars regime, as rivals to each other. Gandhiji managed to weld all the communities of India under one banner for national crusade against colonial domination. After a series of enginnecred communal flare ups in the country Jinnah was put up as the ideal instrument for dividing the Hindus and Muslims on the infamous theory of Hindus and Muslims being two nations. Left to themselves the political differences would have been resolved in time. But the leaders at the helm of the movement had already been tired out. They also had some taste of power. The Colonial British power had been weakened beyond an hope of recovery after World War II. The opportunity was seized by the leaders to secure Independence from the British power which was only too eager to get out from what they foresaw would soon follow if they did not. To the consternation of Jinnah India was divided into Pakistan and India. Union despite the helpless cries against it by the Mahatma. The Mahatma paid the price for his acquiescence over this monstrosity. The country saw the giant two -way exodus—an up-rooted humanity—Muslims towards Pakistan and non-Muslimas towards India.

The twentyfour years of the existence of Pakistan have had many a lesson to offer to which we could turn a blind eye only to our peril as a nation. The departing British power who partitioned India with the covert objective of acting the Umpire between two warring brothers as they did during the later part of British rule, has already suffered a rude jolt. The vacuum created by the British was filled up readily by the American Pakistan and the USSRU in India. It must be admitted that Pakis e cmnts ainto existence because the

elite and the neo-elite amongst the Muslims succeeded in marshalling the Muslim masses behind the demand for an independent Pakistan based on their poverty and underdevelopment, by-passed as they were, by the modernising influence which the British injected into this sub-continent inspite of themselves. No wonder, the elite and the neo-elite having had little share in the national struggle for independence of India, got busy appropriating the major share of the fruit of indepen dence for themselves and their kin. At the critical moment, after the deah of Jinnah and Liaqat Ali, the Army camein as the new custodian of power in Pakistan supported by the capitalist business putting the so-called representatives of people in cold-storage. The deprived political representatives dominantly from West Pakistan found new avenues for self-expression in the exploitation of the major population of Pakistan residing in Bangla Desh as a colony from where flowed the major share of the loaves and fishes of office whether to the Army or the administration and the butter and cream which flowed from the produce of the agriculturally rich territory to the business interests. Even a blind person could see that religion connot be a binding mortar for a nation today or how else can we explain the continuning wars between Christian nations in Europe and Muslim nations in the Middle East?

Bangla Desh is a case apart because it has a people who are totally different whether in ethnology, language, tradition, culture or ecology from those that inhabit West Pakistan separated by a thousand miles from East Pakistan. The music and literature loving people of Bangla Desh raised their banner of revolt for power to mould their own destiny according to their will. Meanwhile demands for self rule rather than Army rule also began to find expression in a chorus inWest Pakistan itself. Yahya Khan agreed to constitution making in favour of 'Power to the People'. His advisers were obviously out of touch totally with what was going on in the mind of the people whether in West Pakistan or in erstwhile East Pakistan. Totally contrary to the calculation of the ruling group, the elections threw up the Awami League headed by Sheikh Mujibur Rahman as the unquestioned majour party in Pakistan as a whole and with a virtual monopoly in the State legislature. The Shaikh acted the true Gandhian and made co-existence with India the neighbour as the background of his six-point programme on which he won the massive mandate in elections. This was an anathema to the overloads whether in the Army or in Industries and Commerce which ruled over the people of Pakistan from West Punjab. Yahya Khan acted the tool of destiny in the inevitable dismemberment of the unnatural State of Pakistan.

The world as it stands today has three major powers -the U. S. USSR and Mainland China. These three powers do not want a fourth power to raise its head in the world. The smaller powers, whether in Europe or elsewhere would dread the prospect of a fourth power equally. The only way India could be prevented from occupying the position which belongs to her by right based on her massive population, her wealth above and below the earth she occupies, is to have a powerful Pakistan checkmating this potential colossus The shock of the world, whether of the big brothers or the middle or minor ones over the impending disintegration of Pakistan heralded by Yahya Khan and his associates should be seen on this perspective as also the continuance of support through Military and economic aid by big powers and middle powers and the mute character of their reaction to the happenings in Bangla Desh.

The world had been waiting for Yahya Khan's expected broadcast on the political settlement with the people he had lately been talking of. India was

waiting with bated breath, for apart from the unbearable burden thrust on her by nearly seven million refugees and what further still threatens round the corner, Pakistan with which we agreed to part under compulsion of history, going up in flames is sure to involve the sub-continent as a whole in the conflagration. The world is replee with example of political upheavals being phenomena which are indivisible. The long awaited declaration of Yahya Khan is now out of t e bag, The Army Junta bolstered up by the big powers seems determined like Duryodhan of the Mahabharata days of old, not giving an inch of ground even if it means annihilation of West Pakistan herself. The flame therefore must spread. Nature is working its inexorable logic out. By now our emissaries, both official and non-official, have completed a survey of the world. We must now be convinced that the world is asleep and even those who are awake are unwilling to be disturbed unduly and would acquiesce in the *statusque* or *fair acc mpli*, whatever the case may be. India cannot wait any longer for others to pull the chestnu' out of the fire for us. Being direct neighbours we are directly involved. We cannot afford to get ourselves swallowed by the flame which is spreading if we wish to survive as a nation. Even our honest wishes to the people of Pakistan to co-exist in peace with us demand some action from us as the direct neighbours today and common citizens of same country yesterday.

The British power avowedly divided India to let the people of the sub-continent co-exist at peace. Our acquiescence even though under duress was based on the assumption that the peop e of Pakistan would mould their life according to the will of their people. The past twentyfour years of Pakistan history culminated in the anti-climax since 25th of March this year, has confimed beyond dispute that it is not Bangla Desh with a population of 75 million which is seceding from West Pakistan with a population of 65 million The majority does not and cannot secede. It is the minority which is seceding. What is worse, an Army Junta backed by monopoly capital with an engineered backing of a minority is suppressing the will of a majority. Communist powers are ready to come to the rescue of their brothers in difficulty in whatever part of the globe they may be, Cuba for example. Democracy has no chance for survival unless people in a democracy can assert themselves collectively and on free volition to come to the rescue of their brothers where freedom has been threatened. America could provide no justification for going into the First or the Second World War, to cite by way of an example, but for this basic consideration which prompted their action. Even if we have no other nation in the world coming to our side we are massive enough as a people and have a moral obligation to come to the aid of the major population in Pakistan who have declared their independence by having a provisional Government, no matter where that Government is located and what the extent of the territory under its present control may be. The first pre-requisite therefore is the recognition of the rights of 'Power to the People' in Bangla Desh and as a logical corollary the recognition of the provisional Bangla Desh Government and facilitate this Government securing such assistance from India or from elsewhere as can enable the 75 million people of Bangla Desh to overpower the tyranny that has been unleashed on them.

If India can act on this moral plane there is no reason to suspect that the world as a whale will be dead to what is basically right for survival of the human race in decency and freedom. Others are bound to join us. Even if no one joins and if for instance Pakistan declares war on India it is an obligation of this massive population of 550 million to face it with all that it may involve. The world by now will know, the war was not of our

seeking. Therefore the patience we have shown till now and the pains we have from to awaken the world will not have gone in vain. Looking at it purely from the Indian angle the opportunity is a rare one in hisory to vindicate the will of the people, gird up the lions, cut across the fissiparous pulls within us, which dissipate our major energies today and prevent us from growing to be a nation we were once. We must wake up if we are to earn the place in the comity of nations, that belongs to us by right and is we are to earn the wherewithal for survival in history. It is blood, sweat and tears alone, since the very dawn of history that has provided the mortar for the build up of a nation. The games in which we have dissipated ourselves over recent years has been a journey in the reverse direction with investment of national energies almost all of which has ended in smoke. When shall we learn to be a manly people to reflect manliness in our Government and our community? The nation has to be awakened to the reality of the jungle world we live in and the implications of our nationhood. This is not a task which will be undertaken by Government or by political parties structured and arrayed as they are today. The people must assert in every nook and corner of the country. Those who have had satiety with the play of partisan politics or who have seen enough of its pranks must wake up and assert till the echoes of their voice grow into a thunder to convince the powers that be, of the will of the people and their impatience with our present sugarcoated patience with ourselves.

SUPPORT

ACTION COMMITTEE 'BANGLADESH'

Please pass the Resolution in the facing page and send a copy to the Prime Minister of India and another to the Action Committee ' 'Bangla Desh' Lajpat Bhavan, New Delhi-24.

RESOLUTION

This meeting of the..hereby

Places on record its deep sympathy and support for the people of Bangla Desh in their hour of trial and agony;

Condemns unequivocally the inhuman atrocities and genocide perpetrated by the military regime on the unarmed men, women and children of Bangla Desh resulting in the exodus of millions of Bangalees to India inflicting an unprecedented burden—political, economic and social—on this country;

Deplores the suppression of democratic urges of the people of Bangladesh and their duly elected representatives by the Army Junta of West Pakistan in utter violation of the U. N. Charter and the Human Rights Declaration;

Appeals to the Government of India to recognise the provisional Government of Bangla Desh formed in accordance with the verdict of the people, and extend to it all possible moral and material aid so that favourable conditions are created for the return of the refugees to Bangla Desh;

Appeals to all fellow citizens in the country to promote national awareness and solidarity in the present crisis and sustain communal peace and harmony in the spirit of our secular traditions despite any provocation;

Appeals to the people of the World to extend their sympathy and support to the people of Bangla Desh and calls upon the people of such countries, as may still be supplying arms to West Pakistan, to prevent their Governments from adding fuel to the fire of Pakistani aggression; and

Pledges all support and cooperation to the Government of India in pursuance of the objectives outlined above.

Printed and Published by Shri S.D. Sharma, Joint Convener, Action Committee Bangladesh Lajpat Bhavan, New Delhi and Printed at Naya Hindustan Press, Chandi Chowk, Delhi.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'মুজিব নিহত হলে ভারত দায়ী হবে' : মিঃ রাজনারায়ণের বক্তব্য।	হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড	২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

If Mujib is killed, India is to blame : Raj Narain.

(From Our Special Correspondent)

NEW DELHI, SEPT. 1.—Mr. Raj Narain, M.P., yesterday called upon the Government of India to tell the people what information it had about the fate of the Bangladesh leader, Sheikh Mujibur Rahman.

In a talk with newsmen, he said, many people feared that Sheikh Mujib had already been executed.

He felt that the Government of India is to blame if Sheikh Mujib has already been done to death by the Pakistanis. For, he added, Sheikh Mujib's trial would become an international issue if the Government of India had accorded recognition to the Bangladesh Government.

While welcoming reports that there was a possibility of a dialogue between India and China. Mr. Raj Narain spelt out three pre-conditions for it.

He said China should accept the Macmahon Line as the boundary between India and Tibet, should agree of Tibet's independence and also should recognise independent Bangladesh.

He also felt that Mr. Swaran Singh should have resigned as External Affairs Minister after the induction of Mr. D.P. Dhar for the purpose of drawing up foreign policy plans.

Mr. Raj Narain said that the decision of Mr. S. N. Dwivedy and others to keep away from the Socialist Party would harm the cause of democracy and socialism.

Talking to newsmen, he said that he admired Mr. Dwivedy's decision for it was " the first time in his political career that his profession and action are in mutual harmony".

Mr. Dwivedy. it may be recalled, has resigned from the national Ad Hoc Committee of the newly formed Socialist Party and the Orissa PSP, which decided to retain its separate identity, has entered into an agreement with the Congress (R).

He said, he would like all Socialist Party Committees, formed or yet to be formed, to draw most members from backward communities.

In case any committee has been formed with no backward community members, some members should resign to make room for them, he added.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নজরুলের পুত্র কর্তৃক কবিকে দেয়া পাকিস্তান সরকারের ভাতা প্রত্যাখ্যান।	হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড	৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

Yahya's money untouchable : Nazrul's Son.

(From Our Special Correspondent)

NEW DELHI, SEPT. 3.—Kazi Sabyashachi, son of Kazi Nazrul Islam, outright rejected today Pakistan's offer to renew payment of monthly allowance to the poet.

He said, they would not touch the blood-stained money of Pakistan.

Kazi Sabyashachi, now here on a personal visit, said in a statement: "I am surprised at the audacity of Pakistan proposing to renew payment of monthly allowance to my father, who has been in sick bed for the last so many years.

"It is known to all that in poems, songs and other writings, Nazrul Islam has been the embodiment of Bengal's cultural and revolutionary spirit, sought to be crushed today by the barbarous Army of Pakistan in Bangladesh. Whatever difficulties we may have to face, we shall not touch any of Pakistan's money stained with the blood of innocent millions."

Radio Pakistan reported yesterday, quoting an official spokesman in Islamabad, payment of monthly allowance to the poet "had been resumed through Pakistan High Commission in New Delhi."

When Pakistan stopped the allowance, the Government of Bangladesh announced a allowance to the ailing poet. The Government of West Bengal has for a long time been giving a pension to the poet.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গান্ধী শান্তি ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশের জন্য স্বাধীনতা অভিযাত্রার আয়োজন করবে।	হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড	৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

'Freedom march' to Bangladesh

(Express News Service)

CALCUTTA, Sept. 7.—A "freedom march" to East Bengal sometime in October is being organised by the Gandhi Peace Foundation.

At least a lakh of Bangla Desh evacuees, living in different camps, will return to their homes in batches of a thousand and live there as citizens of independent Bangladesh.

They will not co-operate with the Pakistani Government and organise their own administration in their areas.

The Peace Corpse, as they are called will move into Bangla Desh by main roads openly.

Peace workers of different countries are expected to join the march. Tw- Americans, Mr. Charle Walker and Mr. Alexander Paul, who resisted the load ing of the Pakistani ship "Padma" with war materials, have already arrived in India. Workers of the "Operation Omega" are also likely to join the march.

The Foundation has already selected 50 youngmen each of whom will lead a group of 1,000 evacuees.

At a convention here today various aspects of the "march", including what the marchers will do in the event of the Pak Army blocking their way, were discussed.

Besides an "Omega" representative, Mr. Walker, an American pacifist, will join them.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বিশ্বশান্তি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক অবিলম্বে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান দাবী।	দৈনিক 'কালান্তর'	১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

অবিলম্বে বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান চাই

জামশেদপুরের জনসভায় বিশ্বশান্তি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের দাবি

জামশেদপুর, ১৫ সেপ্টেম্বর (সংবাদদাতা)—সম্প্রতি জামশেদপুরে এক জনসভায় বিশ্বশান্তি সংসদের সদস্য ইতালীয় কমিউনিষ্ট নেতা ও সংসদ সদস্য শ্রীআন্তোনীনো ট্রাবোদরী এবং লেবাননের জননেতা মহম্মদ চৌবেবো তাঁদের ভাষণে অবিলম্বে বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের দাবি করেন। স্থানীয় সাকচী বেঙ্গল ক্লাবে জনসভাটি বাংলাদেশ সংহতি কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় কমিউনিষ্ট ও শ্রমিক নেতা শ্রীবারীন দে।

শ্রীট্রবোদরী পাকিস্তান ইয়াহিয়া খাঁর সামরিক একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে সেখানকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর ভাষণ শুরু করেন। বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে পাকিস্তান যে ব্যাপক গণহত্যা ও চণ্ডনীতি গ্রহণ করেছে তার বিরুদ্ধে তিনি ধিককার জানান। শ্রীট্রবোদরী বলেন, যদি ইয়াহিয়া খাঁ ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করেন তবে তাঁর মুসোলিনীর অবস্থাই হবে। তিনি দাবী করেন, অবিলম্বেই শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি দিয়ে জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্যের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে। বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামকে সহায়তা করার জন্য তিনি ভারত সরকারের প্রশংসা করেন।

মহম্মদ চৌবেবো সভায় ঘোষণা করেন যে, শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যা করার চক্রান্তকে ব্যর্থ করার জন্য তাঁরা বিশ্বের জনমতকে জাগ্রত করবেন। তিনি মুক্তি সংগ্রামকে সাফল্যের জন্য যুক্তফ্রন্ট গঠনের উপর বিশেষ জোর দেন।

বাংলাদেশ শান্তি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জনাব আলি আকসাদ তাঁর ভাষণে বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামের পটভূমি বর্ণনা করেন। মুক্তি সংগ্রামকে সাহায্য করার জন্য ভারতসহ বিশ্বের প্রগতিশীল জনগণের কাছে তিনি তাঁর ভাষণে আহবান জানান।

উল্লেখযোগ্য ঐ সভায় জামশেদপুর "বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতির" সভাপতি ডা: বিষ্ণুপদ মুখার্জি জনাব আলি আকসাদের হাতে এক হাজার টাকার একটি চেক মুক্তি সংগ্রামীদের সাহায্যের জন্য প্রদান করেন।

সভার পূর্বে বিশ্বশান্তি সংসদের ঐ দুই নেতার আগমন উপলক্ষে স্থানীয় স্টেশনে তাঁদের বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানান হয়। তাঁরা সভাশেষে কয়েকটি আলোচনা সভায়ও যোগ দেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দিল্লীর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অবিলম্বে মুজিবকে মুক্ত করার দাবী।	'অমৃতবাজার পত্রিকা'	১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

E. B. TRAGEDY

NATIONS SHOCKED, ANGRY

Call to set Mujib free at once

NEW DELHI, Sept. 18.—The world's sorrow and anger over the events in Bangladesh were voiced by delegates from 24 countries at an international conference today with a powerful demand for "immediate and unconditional release" of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

The three-day conference voiced the demand in a resolution sponsored by Sarvodaya leader Jayaprakash Narayan, who presided over the inaugural session and adopted by the conference with all the delegates standing up in support.

It was also condemned the secret trial of the Sheikh and appealed to world Governments to bring pressure on the military regime of Pakistan to desist from this grave violation of all canons and law governing civil liberties and human freedom recognised in all civilised communities.

Messages from President V.V. Giri, former French Prime Minister Mendes-France and intellectual Andre Malraux, musician Yehudi, Meuhin, Senator Edward Kennedy of the United States and from a large number of Indian leaders were received wishing success to the conference and the people of Bangladesh.

The first to address the conference after the Chairman was Bangladesh representative and former Chittagong University Vice-Chancellor A. R. Mallick who narrated the harrowing chain of events before the nightmare of March 25-26, leading to the annihilation of a million of Bengalis and the rendering homeless of more than eight million who had to cross into India to save their lives.

He was followed by Ceylon's Senarat Gunwardane who, in an impassioned speech said, "The people of Bangladesh had exercised their right to self-determination as no nation had ever done in the past, and it was the duty of the international community to ensure that they got their legitimate right".

Nepal's former Prime Minister B.P. Koirala warned, "If the lights go out in Bangladesh, the lights in many more parts of the world would go out."

Nazi Way

French League of Human Rights President Monsieur Daniel Mayer sawier the happenings of Bangladesh a ghastly tragedy akin to the Nazi purge of the Jews.

Former Indonesian Foreign Minister Mohammad Roem asked: "Are we to concern ourselves only with the result—refugees—and not the cause?"

Dr. Roem, in direct opposition to his country's stand, said the Bangladesh issue could not be considered an internal issue as it was a threat to world peace.

He also emphasised that the first issue was the release of Sheikh Mujibur Rahman. He said, "One Sheikh Mujibur Rahman dead is more dangerous than a thousand Sheikhs alive."

Professor Stanley Plastrick of New York said that as far as the Americans were concerned "one Vietnam was more than enough for a century. They do not want a second Vietnam."

He regretted that despite protest and pressure from all sections of U.S. opinion, the administration had placed the United States in a position where "apart from the military rulers of Pakistan, the U.S. bears the responsibility of all that has happened in Bangladesh."

Polls will Tell.

Prof. Plastrick said in the next year's Presidential election, the administration was sure to get a surprise at the hands of the shocked people of the United States.

British House of Commons Socialist member Fred Evans finished his pungent hard-hitting speech with "Joy Bangla : joy freedom fighters."

Mr. Gani Fawehinmi of the Nigerian Lawyers' Association said, "We will not allow the millions of people of Bengal to be crushed."

He called upon the world community to ensure that bombs, guns and death did not succeed in crushing the aspirations of the people of Bangladesh who, he said, were the victims of continued exploitation and were now demanding what was just.

Vice President of the War on Want Sir George Catlin of the United Kingdom said the conference should press the United Nations to take effective measures to ensure that the democratic wishes of the people of Bangladesh were fulfilled and an end put to their unparalleled misery.

Prof. Tsuyoshi Nara of Japan, who had come to the conference despite a protest by the Pakistani ambassador in Japan called for ways and measures for ensure that the Bangladesh problem did not erupt into a major Asian war decided by world powers.

Mr. Clovis Maksoud of Egypt also speaking for Libya and Sudan, said the problem of Bangladesh must not be made a part of the Indo Pakistan dispute.

In an impassioned speech he said the release of Sheikh Mujibur Rahman was the concern of all humanity, Mr. Maksoud said denying justice to the people of East Bengal was perpetrating a racialist policy.

Mr. Maksoud said the Arabs thought that the elections would mean an end to the denial of equality and dignity to the Bengalis.

He said he had come to see to himself along with other representatives of the Arab world the real state of affairs. The Arabs were not "as totally informed as they should be silence they were deeply involved the crises in their homelands.

The World Federalists through their two representatives Mr. Neilson of Denmark and Mrs. Sigrid Hannisdahl of Norway joined in expressing concern over the denial of the right to self-determination to the people of East Bengal.

Afgan Support.

Mr. Q. Herdad of the Afghan Millet of Kabul assured the Bengalis of the solidarity of the Afghan people. He said the Afghans fully supported the desire of the East Bengalis to shed the shackles of exploitation.

Dr. Homer A. Jack, General Secretary of the World Conference of Religious for Peace narrated horrowing incidents of unparalled cruelty which he came to know of during his stay in Bangladesh.

Prof. John Dunham of Australia repeated the demand made by more than 400 leading intellectuals, politicians and socialites of his country that Sheikh Mujibur Rahman should be immediately released and all arms and material aid to Pakistan stopped.

Regretting the Australian Government's "unfortunate ostrich-like attitude," he said that non-governmental organisations in his country had begun a systematic campaign to enlighten public opinion to the political problem of Bangladesh so that pressure of public opinion may force the Government to change its attitude.

Mr. Pavie Jevremovic of the Yugoslovian League for peace also said that the people of Bangladesh must be granted the right to fulfil for self-determinations, which they had already exercised.

The Sapru Hall, where the inaugural session was held, was packed to capacity with a distinguished gathering of foreign and Indian delegates, special invitees diplomats, party leaders, journalists and other eminent people.

About 140 delegates of whom about nearly 70 came from 23 foreign countries spread over five continents—the largest contingents coming from UK and USA—attended the morning session.

Among prominent persons present at the conference were Mrs. Vijaylakshmi Pandit, Acharya J. B. Kripalani and Mrs. Sucheta Kripalani, Mrs. Kamala Devi Chattopadhyaya, Messrs M. C. Chagla, R. R. Diwakar, J. J. Singh Bhimsen Sachar, N. G. Ranga, M.L. Sondhi, Sadiq Ali, S.N. Mishra, L.M. Singhvi, Samar Guha, Sibbanlal Saxena, Shah Nawaz Khan, Sheikh Muhammad Abdullah and others.

Among the political parties in India, the Congress (R) and the CPI did not formally participate in the conference.

The historical conference started with a welcome speech by the Secretary of the conference, Mr. Radhakrishna.

The proceedings commenced with the observance of silence for two minutes as mark of homage to the people of Bangladesh who laid down their lives for the liberation of their country.

Main Agenda.

The main agenda and themes for consideration of the conference relate to (1) Case for Bangladesh, (2) Support to the freedom struggle and the Government of Bangladesh, and (3) Obligations of the international community—governmental and non-governmental.

These issues will be discussed threadbare in three separate commissions of the conference. On the concluding day of the conference the reports of the three commissions and resolutions will be discussed.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দিল্লীতে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশের মুক্তির জন্য সশস্ত্র বিশ্ববাহিনী গঠনের আহবান।	দৈনিক 'যুগান্তর'	১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

দিল্লী সম্মেলনে

বাংলাদেশের জন্য আন্তর্জাতিক ব্রিগেড গঠনের প্রস্তাব

(বিশেষ সংবাদদাতা)

নয়া দিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর—আজ এখানে বাংলাদেশ সম্পর্কে তিন দিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধন-দিনে মুক্তি বাহিনীর হাতে হাত মিলিয়ে জংগীশাহীর বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্য একটি আন্তর্জাতিক ব্রিগেড গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়। সর্বোদয় নেতা শ্রীজয় প্রকাশ নারায়ন ও নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী পি কৈরালা এই প্রস্তাব করেন।

শ্রীকৈরালা বলেন, প্রস্তাব দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আসবে না। ফরাসী সাহিত্যের প্রাজ্ঞ মালরোর অভিমত সমর্থন করে তিনি বলেন যে এই সময় বাংলাদেশের জনগণের সবচেয়ে জরুরী যা দরকার, তা হচ্ছে কার্যকর সাহায্য শ্রীমালরো সম্প্রতি এক চিঠিতে বাংলাদেশে সামরিক কমাণ্ড-এর ভার নিতে চেয়েছেন। শ্রীকৈরালা বলেন যে, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ব্যর্থ হলে বিশ্বের এই অংশের সমস্ত মানুষের মুক্তি সংগ্রামও ব্যর্থ হবে।

এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সমবেত বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট নাগরিকরা বাংলাদেশের ব্যাপক নরহত্যার তীব্র নিন্দা করেন এবং সেখানকার মানুষের আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার সমর্থন করেন। তাঁরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, আধুনিক ইতিহাসের এই হত্যাকাণ্ডের আর কোন তুলনা নেই।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এবং পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানানো হয়।

সম্মেলনে গৃহীত এক সর্বসম্মত প্রস্তাবে শেখ মুজিবরের গোপন বিচারের নিন্দা করা হয় এবং এর থেকে বিরত রাখতে পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য বিশ্বের রাষ্ট্রগোষ্ঠির কাছে আবেদন জানানো হয়। প্রতিনিধিরা সবাই দাড়িয়ে উঠে প্রস্তাবের প্রতি তাঁদের সমর্থন জানান।

বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও মানবিক মূল্য রক্ষায় যাঁরা জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে দু'মিনিট নীরবতা পালন করে সম্মেলনের সূচনা হয়।

২৪টি দেশের প্রতিনিধিরা উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সর্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ।

স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় যেমন করা হয়েছিল, বাংলাদেশের মুক্তির জন্যও সে রকম একটা সশস্ত্র আন্তর্জাতিক ব্রিগেড গড়ে তোলার প্রশ্ন ভেবে দেখতে সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশজী আজ আহবান জানান।

তিনি মনে করেন, প্রতিটি পাকিস্তানী সৈন্য বাংলাদেশ থেকে সরে না গেলে এবং বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত শরণার্থীরা দেশে ফিরে যাবে না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীনারায়ণ বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বলেন: ফরাসী বুদ্ধিজীবী আঁদ্রে মারলো বাঙালী গেরিলাদের সাহায্যে এগিয়ে আসার যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তাকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাতে হবে। আঁদ্রে মারলো শুধু একজন বিশিষ্ট লেখকই নন—তিনি স্পেনের যুদ্ধে একজন গেরিলা নেতা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রানসে বিরোধী নেতা ছিলেন।

সামরিক শাসনের অবসানের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে ক্রমবর্দ্ধমান সোচ্চার দাবির উল্লেখ করে তিনি বলেন বাংলাদেশের মর্মান্তিক ঘটনাব জন্য যিনি প্রে: ইয়াহিয়া খানের চেয়ে কোন মতেই কম দায়ী নন, সেই ভুট্টোও আজ ওই দাবী জোর গলায় তুলেছেন। তিনি আরও বলেন: বালুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত ও সিন্ধুর মত ছোট ছোট প্রদেশেও এখন ব্যাপক অসন্তোষ।

তিনি বলেন: পূর্ব বাংলা নিছক এক উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। নানা কারণে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক ও অসামরিক অফিসারের একটা ক্ষুদ্র অংশে সেখানকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা সব সময় ভোগ করে আসছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও শেখ মুজিবর এবং তাঁর দল কখনো পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসার কথা ভাবেনি। বরং মুজিব বলেছেন, সংখ্যা গরিষ্ঠরা কখনই সংখ্যা লঘুদের কাছ থেকে বেরিয়ে আসেনি।

পাকিস্তানের ঘটনাবলীর পটভূমিকা বিবৃতি কবে শ্রীনারায়ণ বলেন: পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়াব জন্য বাংলা দেশের নেতারা দায়ী নন—দায়ী পাকিস্তানেব জংগীশাহী।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দিল্লী সম্মেলনে বাংলাদেশের মানুষের দুর্দশা লাঘবের জন্য রাষ্ট্রসংঘের প্রচারণার আহ্বান।	হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।

WORLD ACTION TO END SUFFERING URGED

(Hindustan Times Correspondent)

New Delhi, Sept. 19—International campaign in the United Nations through the Commission on Human Rights to alleviate the situation in Bangladsh was advocated by delegates at the International Conference on Bangla Desh at it second day of deliberations here today.

On Sept. 20, the foreign delegates to this non-official conference, conveneds by Gandhian Organisation, are expected to fly to Calcutta for a "field trip" to see for themselves conditions in the refugee camps on the eastern border.

A suggestion was made that they cross the border into East Bengal to demonstrate "the peoples recognition of independent Bangla Desh". Considering the obligations of the international community, one of the three commissions appointed by the conference, urged a peace march from Kabul to Rawalpindi

There was general agreement in all the three commission that time had come for universal action to alleviate human suffering caused by Pakistan'. military junta.

It was pointed out by many delegates that the formation of a peace brigade would only amount to a symbolic support for the cause. The full implications of forming an armed international brigade to fight alongside the liberation forces in East Bengal (as had been organised at the time of the Spanish Civil War) were discussed.

Other commissions established the case for Bangla Desh and urged material support of the Government of Bangla Desh in its freedom struggle.

The conference appointed a drafting committee to formulate the various recommendations and present them before the plenary session tomorrow.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দিল্লীর আর্ন্তজাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্ন।	হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।

CONFLICTING VIEWS ON RECOGNITION OF BANGLADESH EXPRESSED

(By A Staff Reporter)

New Delhi, September 19—Conflicting viewpoints were put forward on the desirability of the Government of India according recognition to Bangla Desh at the three-day international conference on Bangla Desh here today.

The session which was devoted to "the Obligations of the International Community" towards Bangla Desh was marked by exchanges which forced the Chairman, Sir Senarat Gunawardana, to call the participants repeatedly to maintain decorum.

Heat was generated when a suggestion to visit a number of foreign missions in Delhi to prevail upon them to recognise Bangla Desh was under consideration. Some participants objected to the inclusion of the Indian Government in the list.

Another section opposed this view on the ground that the conference "should not embarrass the Government of India." One of the participants even suggested that they should on the contrary, call on the Prime Minister and commend her for the steps taken so far by this country to rehabilitate the refugee from Bangla Desh.

Mujib's Release

As the debate became more heated, an agitaed L'Abbe Pierre stood up and sought the permission of the chair to say a few words. He said that there was no government which had the moral courage to recognise Bangla Desh. Would it not be better in this context to urge the Yahya Khan Government to release Sheikh Mujibur Rahman and respect the massive electoral mandate given to him and his party in Dcember last? he asked.

Mr. Pierre defended the India Government a second time when the session was considering a suggestion for leading a freedom march to Bangla Desh with foreign delegates participating in it. He said that this march could put the India Government in an "untenable possition as it would start from its territory.

Some other participants had also expressed their doubts about this suggestion. One fellt that the move should have the blessings of the Government of Bangla Desh otherwise it would fail to achieve its purpose.

The suggestion for forming an international brigade on the lines of the one which fought in the Spanish civil war did not find favour as it could lead to complications.

The session agreed that a copy of the resolution asking for the release of Sheikh Mujibur Rahman should be presented to the Pakistan High Commissioner in New Delhi. They decided to do so on Tuesday.

March To Islamabad

The session also considered a suggestion that an international march to Islamabad from New Delhi or Kabul should be organised to acquaint the West Pakistanis with the facts about what was happening in the estern wing of their country. At a participants suggestion, Teheran was included as a possible starting point for the march.

A suggestion that participants visiting refugee camps should cross into Bangladesh as a "symbolic act" of defying the Yahya regime met with stiff opposition.

The Commission on "support to Bangla Desh" debated a number of steps to help the people of East Bengal. Mr. K. Subrahmanyam, Director, Institute for Defence Studies and Analyses, said that India should seriously consider creating some sort of a situation preferably short or war, on her western border with Pakistan to deflect attention of General Yahya Khan and his hatcher men from Bangla Desh to the western wing of their country

More Troops

He said after the rains Pakistani Generals would favour movement of more troops and lethal weapons from the western wing to Bangla Desh to deal a hard blow to Bangla Desh freedom fighters.

Notwithstanding noteworthy gains made by the freedom fighters, the presence of more enemy troops in Bangla Desh was likely to make a difference to the ultimate outcome of their struggle. As such, India should do something before the balance was tilted against the Mukti Bahini.

Explaning American motives for pumping military aid into Pakistan despite wanton killing by its troops in Bangla Desh, Mr Subrahmanyam said in the beginning Pakistan was used as a countervailing power to India and also as a member of U.S. sponsored military pacts. Pakistan was also used as a channel of communication to other Muslim countries. And now, the Americans had used it as a channel of communication with China.

Other speakers at the session, which was presided over by Mr. William Molloy, British M.P., underlined the need for propagating the Bangla Desh cause in Australia, Africa and South-East Asian countries. They said because of the failure of communication colossal ignorance prevailed about the issue in many areas of the world.

Plea For Recognition

Speaker from Bangla Desh and several other countries made a fervent plea for recognition of their Government. They said Bangla Desh was a vibrant reality whose frontiers were advancing day by day. It had territory, sovereignty and all other concomitants of a modern State, "By recognising our Government foreign powers will be greatly extending areas of their influence."

Mrs. Sally Ray from Australia said although wanton destruction of life and property in East Bengal was beyond belief, Bangla Desh had not come in Australia an issue of such topical interest as Viet Nam and Biafra were. It was because people had not been told about the problem. Delegations should be sent there.

Another Australian delegate said: There are many skeletons in our cup-board. For instance, we have been accused of being indifferent to plans for the uplift of our aborigines. We have been accused of denying independence to New-Guinea. But I can assure you all we shall not be found lacking in sumpathy and support for the Bangla Desh cause. All those who know the issues involved in Bangla Desh feel very upset".

The U.S.A., Saudi Arabia, Iran, Turkey and other Arab countries had reportedly offered substantial economic and military aid to Pakistan. The U.S. attitude was most untenable. That country which held aloft the beacon of liberty and gave the world such slogans as "Give me liberty or give me death" should now be a party to the complete denial of human rights to people in East Pakistan is most shocking".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বিশ্বের প্রতি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য দিল্লী আর্ন্তজাতিক সম্মেলনের আহ্বান।	হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড	২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।

NATIONS URGED RECOGNISE BANGLADESH

(From Our Special Correspondent)

New Delhi Sept 20.—The international conference on Bangladesh today called upon Governments of the world to recognise the Bangladesh Government and to stop all military assistance to the West Pakistani regime.

It declared in a resolution that the political struggle of the people of Bangladesh should be viewed by the international community as a national struggle for freedom.

It appealed to Governments and people across the world to offer immediate and effective assistance to the Bangladesh Government.

Such assistance the resolution said might mean military aid to some nations and individuals to others this might imply economic and non-violent aid.

Bangladesh had all the characteristics of a sovereign nation and the people's Provisional Government of Bangladesh based on the will of the people could alone speak for them, the resolution said.

It requested members of the United Nations to place the Bangladesh problem before all organs of the international body as a violation of human rights and as a threat to world peace.

More than 150 delegates from 24 countries spread over all the continents assembled for the conference which was the first international gathering in support of the Bangladesh liberation movement.

Among the delegates about 65 were from 23 foreign countries. They included former Prime Ministers and Foreign Ministers, members of Parliament from several countries, leading intellectuals and distinguished publicists besides men and women dedicated to the cause of peace.

It was obvious at the end of the conference that in spite of minor difference on the nature of assistance that could be extended to the liberation movement all the delegates now have a better apprecia on of the problem.

On their return home many of the delegates would plunge themselves into action to organise help for the Bangladesh people and the movement for the liberation of the country from Pakistani repression.

Differences among the delegates about the nature of assistance came to the open at the concluding session.

In the draft resolution Governments were asked to offer "immediate an effective military and economic assistance to the Government of Bangladesh."

Several delegates were of the view that it ran countries to the appeal issued by the conferences to different Governments to "stop forthwith the supply of arms, ammunition, spare parts and military facilities to the Government of Pakistan."

Eventually, a compromise between those who were in favour of military aid to Bangladesh and those who wanted such a suggestion to be left ambiguous was arrived at. The amended text left it open to the Governments and people to decide for themselves whether such aid should be military or should be economic and non-violent.

The resolution also appealed to the UN and other international organisations to channelise aid meant to relieve the sufferings in Bangladesh through the Government of Bangladesh under international supervision in order to ensure that such aid reaches those for whom it is meant.

It recommended the establishment of an international committee of friends of Bangladesh to diseminate information based on authoritative sources to the people's government and non-governmental agencies with a view to fostering public support for the liberation movement.

The conference expressed its appreciation of the "commendable work done by the Government of India in giving relief to refugees from Bangladesh". It urged the International Red Cross Society to assume direct responsiblity for the organisation and distribution of relief supplies in Bangladesh.

"In no circumstances", said the resolution "should this be entrusted to the Pakistani martial Law authorities. The participation of the Government of Bangladesh is essential and constent with the terms of Article III of the Fourth Geneva Convention of 1919".

Spelling out the actions that individuals and non-Governmental bodies could take the conference said a freedom march should be inaguated with participants from different countries crossing non-violently from India into Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফ্রেণ্ডস অব বাংলাদেশ সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত	দৈনিক স্টেটসম্যান	২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।

FRIENDS OF BANGLADESH: TO SET UP WORLD BODY

(From Our Special Correspondent)

New Delhi, Sept. 21.—Some of the participants in the international conference on Bnagladesh today decided to set up an international committee of friends of Bangladesh with its headquarters in London.

Mr. Jayprakash Narayan, who presided over the conference which ended yesterday, was authorised to finalise the composition of the committee.

Mr. Donald Chessworth, one of the Bristish delegates to the conference, was appointed convener to take initial steps to bring the committee into being.

The committee will keep itself in touch with Bangladesh assistance bodies, collect and disseminate information on Bangladesh and coordinate the activities of national committees and other national bodies.

Today's meeting also discussed possibilities of action at the UN and support to the Bangladesh Government's request to the International Red-Cross to take direct responsibility for the organisation and distribution of relief supplies

———

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দিল্লী আর্ন্তজাতিক সম্মেলনে প্রতিনিধিদল কর্তৃক বাংলাদেশে প্রবেশের সিদ্ধান্ত বাতিল	হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড	২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।

DELEGATES DROP PLAN TO CROSS BORDER

(By A Staff Reporter)

Delegates to the recently-concluded International Conference on Bangladesh in Delhi who arrived at Dum Dum airport at 11-35 a.m. on Wednesday dropped their proposed plan to cross into Bangladesh.

It was earlier declared in Delhi that the delegates would cross into Bangladesh to demonstrate that the international community did not recognise the Pakistani occupation of the country.

Thirty-five delegates including three women representing 24 countries has a close-door conference immediately after their arrival to decide whether they should cross the border.

After the conference Mr. Les Johnson, an Australian MP, declared that the proposal to cross into Bangladesh from Petrapole was cancelled to "avoid giving the impression that any country other than Bangladesh and Pakistan are involved in the problem."

Explaining the reason for the cancellation, Mr Johnson said the delegates had come to Calcutta on chartered plane as guests of the India Government So the proposed crossing into Bangladesh territory might cause misunderstanding. "While expressing our sincere and grave concern over the denial of the sovereign right of the Bangladesh people we think it would be inappropriate to cross the border", he added.

It is learnt the delegates has a hot discussion over the issue of crossing the border when they were on the plane. Some were reported by in favour of crossing the border.

It was decided that some individual members could cross the border on their own. Some members of the Omega peace mission openly declared that they would prevail on some delegates to cross the border within a few days in their individual capacity.

Afterwards the delegates visited the Salt Lake Camp where about 232,000 evacuees were sheltered. They were taken to the area in two station-wagons at about 1 p.m. They saw the sufferings of people and had talks with them. When the delegates were going round the camp, slogans were raised by evacuees demanding release of Mujibur, recognition of the Bangladesh Government by different nations, punishment of President Yahya for the genocide, etc.

Among the delegates were Mr. and Mrs Hannisdahb of Norway. Mrs Hannisdahl said she was deeply moved by the sufferings of the evacuees. She herself was a refugee during the last World War. So she had first-hand knowledge of the misery of being a refugee.

She said it was the duty of different nations to drive out the Pakistanis from Bangladesh to ensure the safe return of evacuees.

Mrs Viviane Gunawardana said when she went back to Ceylon she would put pressure on the Prime Minister Mrs Bandarnaike, to stop the refuelling facilities being given to Pak planes.

Praising India she said considering the immensity of the problem India's performance was really creditable. The only solution to the Bangladesh problem was independence of the country.

Mr. Mohammed Ali Saliah from Sudan said that he favoured autonomy and not independence for Bangladesh.

Asked why he did not favour the demand for complete independence he said: "We do not the want disintegration of Pakistan or any country.

Dr. A. Soorian Malasian, MP of Malaysis, said that "Bangladesh should be recognised by the nations and India should take the lead in giving recognition to it"

After visiting the Salt Lake camp the delegates came to Hotel Hindusthan International for lunch. They called on Mr. Hussain Ali, chief of the Bangladesh Mission in Calcutta, at 5 p.m. and discussed the political situation in Bangladesh with him.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকারের ওপর ভারত সরকারের প্রভাবের প্রশ্নে স্বতন্ত্র পার্টির বক্তব্য	'যুগান্তর'	১০ অক্টোবর, ১৯৭১

স্বতন্ত্র পার্টি জানতে চায়

ভারত কি বাংলাদেশ সরকারকে মস্কোমুখী করছে?

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

বোম্বাই, ৯ই অক্টোবর—বাংলাদেশ মুক্তি ফ্রন্টের বিভিন্ন কমিটিকে 'সোভিয়েটের অনুকূল' করে গড়ে তোলার জন্য ভারত সরকার কি বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন?

স্বতন্ত্র পার্টির সেক্রেটারী শ্রীবিধু মেহতা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে এ প্রশ্নের সরাসরি জবাব চেয়েছেন। লণ্ডন টাইমস্ এর নয়াদিল্লীস্থ সংবাদদাতা এ সম্পর্কে যে চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট পাঠিয়েছেন, শ্রীমেহতার প্রশ্ন সেই রিপোর্ট কেন্দ্র করেই।

টাইমসের সংবাদদাতা পিটার হেজেল হার্স্ট বাংলাদেশ সরকারের খুব একজন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছেন, ভারত সরকার সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে পূর্ব-বঙ্গের স্বাধীনতা আন্দোলনকে এমন একটি সংস্থায় পরিণত করতে চেষ্টা করছেন যা শেষ পর্যন্ত মস্কোর সঙ্গে জোটবদ্ধ হতে বাধ্য হবে।

বাংলাদেশ সরকারের এই সদস্যের মতে,· ভারত সরকারের মস্কোপন্থী ব্যক্তিরা মুক্তি ফ্রন্টের বিভিন্ন কমিটিকে মস্কোর পক্ষে সুবিধাজনক সংস্থায় পরিণত করার জন্য দু'দুবার বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছেন।

টাইমসের সংবাদদাতার প্রেরিত রিপোর্টে প্রধানত সোভিয়েটপন্থী বাঙ্গালী কম্যুনিষ্টদের নিয়ে আওয়ামী লীগ সদস্যদের উপদেষ্টা কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে, রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন বিশিষ্ট প্রবীণ কর্মকর্তা সর্বপ্রকার রাজনৈতিক মতা-মতের ব্যক্তিদের নিয়ে উপদেষ্টা কমিটি গঠনের নাম করে মস্কোপন্থী অধ্যাপক মুজাফর আহমেদ সমেত তিনজন কম্যুনিষ্ট নেতাকে ঐ কমিটির অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হন। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে প্রফেসর আহমেদ গত নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন।

স্বতন্ত্র পার্টি কেন্দ্রীয় সরকারকে এসব ব্যাপার সম্পর্কে পূর্ণ সত্য জনসমক্ষে উপস্থিত করার দাবী জানিয়েছেন।

মি: হেজেল হার্স্ট বলেছেন, রাষ্ট্রসংঘে সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে যে প্রতিনিধি দল যান প্রধানত শ্রী ডি পি ধরের হস্তক্ষেপেই সেই দল থেকে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোস্তাক আহমেদকে বাদ দেওয়া হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নমনীয় বলে জনসংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির অভিযোগ।	দৈনিক টাইমস অব ইণ্ডিয়া	১১ অক্টোবর, ১৯৭১।

GOVT. IS PREPARING FOR SELL-OUT OF BANGLADESH, ALLEGES SANGH

["The Times of India" News Service]

Madras, October 10.—The central working committee of the Jana Sangh today accused the Union Government of "betraying the cause of Banga Desh" and said that Mr. Swaran Singh's statement in Simla calling for "a political settlement within the framework of Pakistan" was "a shameful let-down."

A resolution adopted by the committee on Bangla Desh said that ludged by the touchstone of efficacy in helping to solve the Bangla Desh problem, the Indo-Soviet treaty had proved unhelpful.

Briefing newsmen on today's discussions, Mr. L. K. Advani, a member of the working committee and secretary of the Jana Sangh Parliamentary Party, said for the first time a senior government official—Mr. Swaran Singh—had spoken about a Bangla Desh solution within the framework of Pakistan.

Almost all the parties had demanded the recognition of Bangla Desh and the Government of India, too, was in agreement though it seemed to have reserved the right to choose the timing, Mr. Advani said.

Mr. Swaran Singh's statement, however, had come as a big surprise to the working committee, he said, "It leaves no doubt in our mind that it has been done to prepare the country for a sell-out of Bangla Desh," Mr. Advani said.

Indo-Soviet Treaty

Asked when, according to him the Government's attitude on Bangla Desh had started changing, Mr. Advani said that even after the signing of the Indo-Soviet treaty some Government leaders were hopeful of being able to bring round the Soviet Union to the Indian way of thinking. But at Moscow, Mr. Advani said, Mrs. Gandhi realised that Russia was not prepared to budge from its stand.

The Prime Minister, he alleged, had "surrendered" to Soviet pressure when she signed a joint statement which contained phrases like "the entire people of Pakistan" and "within the framework of Pakistan." Mr. Advani said these phrases indicated the mind of both the Soviet Union and the United States which were committed to the integrity of Pakistan.

The resolution said the Prime Minister had promised the nation the refugees from Bangla Desh would return to their healths and homes wihin six months. But instead of the refugees returning, more were streaming into India in large numbers. "With the end of the monsoon, Yahya's tanks will begin fresh atrocities and there will be a heavier influx into this country," the resolution said.

Recognition Plea

Mr. Advani said the Mukti Bahini was in no position to destroy or dislodge the army. If Bangla Desh were to be liberated, India should first recognise the new republic and give all aid, including guns, tanks, planes and ships, on a government to government basis.

The resolution noted then a joint statement issued by the Soviet Union with Algeria on October 9 affirmed "respect for the national unity and integrity of Pakistan" and appeal to India and Pakistan to "find a peaceful settlement for the problem conforntiog them.... in the spirit of the Tashkent meeting."

"The Tashkent in the offing would be a betrayal not only of the brave freedom fighters of Bangla Desh and the millions who have laid down their lives for the cause but also of India's own national interests," the resolution said.

Mr. Advani said the working committee was drawing up details of a national agitation on the Bangla Desh issue and the general rise in prices and would be announced by the Sang President, Mr. A. B. Bajpayee, on Tuesday.

— —

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের যুদ্ধ প্রস্তুতির মোকাবেলার প্রশ্নে আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস (বাষিক) কমিটির প্রস্তাব।	দৈনিক হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড।	২৪ অক্টোবর, ১৯৭১।

APCC(R) TAKES SERIOUS NOTE OF PAKISTAN'S WAR PREPARATIONS

(From our Gauhati Office)

October 22.—The Assam Pradesh Congress (R) Committee in a lengthy resolution yesterday took a serious note of the "warlike preparations of the Pakistani forces" and called upon the Government and the people "to become alert and take necessary steps in face the situation with courage and determination."

In the critical situation, it said, the north-eastern region, particularly Assam, "Will have to play a major role being in the position of sentinel." The committee presided over by Mr. B.C. Bhagawati, appealed to the people of the region to rise to the occasion as one man, maintain a unity of purpose irrespective of party and other considerations and, in the interest of national security, take all necessary steps in consert with the Government."

The discussion on the resolution proceeded even when secret noting was going on in an antecham ber for elections of the committee's Vice-President and three AICC members.

The resolution moved by the Finance Minister, Mr. K.P. Tripathy, also note the massive anti-India war hysteria whipped up in Pakistan by the military junta headed by Gen. Yahya Khan. The committee viewed, "Only point to the seriousness, and gravity of the situation....which every citizen of India needs take serious note of".

The committee still hoped that the international community would succeed to create pressure on Pakistan to bring about a political settlement with Bangladesh leaders and ensure the return of about 10 million evacuees with safety and honour.

The committee also feared that the intervention by the world community might not happen "Due to intransigence of the Pakistani military dictator." The committee called upon the Government and the people to organise civil defence including airraid precautions and to be vigilant against "Fifth Column activities of enemy agents and spies—particularly, their attempts at sabotage".

The committee felt that strengthening of the security arrangements, home guards and fire-fighting organisations and building up Shanti Senas and emergency relief committees were immediately necessary.

The Government should see that the supply of essential commodities to this part of the country is maintained, a sufficient reserve built up and controls on the distribution is introduced where necessary.

The people should be prepared to face any situation of depreciations and work for the production aiming at self-sufficiency."

The APCC today and also recorded its consensus of no objection to the revised NEC scheme, though no formal resolution was adopted.

Mr. Dharanidhar Basumatari, MP out of three constestants, was elected Vice-President of the APCC. Out of the eight candidates for three vacancies, Mr. Robin Kakoti, MP. Dr. Bhumidhar Barman and Mr. Pradeshkumar Choudhury, were elected to the AICC.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের হুমকি মোকাবেলার ব্যাপারে সরকারের সাথে তিনটি বিরোধী দলের সহযোগিতা।	দৈনিক স্টেটসম্যান	২৫ অক্টোবর, ১৯৭১।

3 OPPOSITION PARTIES BACK GOVT. IN MEETING PAK CHALLENGE

New Delhi Otober 24.—The Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, is understood to have told some of the Opposition leaders late last night that the Indo-Pakistan border situation continued to be grave and the country should be prepared for all eventualities.

Mrs. Gandhi, who met separately Mr. Bhupesh Gupta (CPI), Mr. S. N. Mishra, (Cong. O) and Mr. Dahyabhai Patel (Swatantra), warned against any complacency that the danger of war had receded.

The Prime Minister assured that the defence forces were in a state of alert and any provocation by Pakistan would be adequately answered. She said she had discussed the whole situation with her senior colleagues who would handle any developments in her absence. If necessary, she would cut short her trip.

Firm Support

Mrs. Gandhi also said that Pakistan had brought about this confrontation of troops of both the countries on the border with a view to Sabotaging her foreign trip.

She had an apprehension that the Yahya regime was particularly concerned about her visit to U.S. and was apprehensive that she might carry conviction with President Nixon and other American leaders on the Bangla Desh problem. It was in this context that she had decided to stick to her trip.

All the three leaders declared their firm support to the Government in meeting any challenge from Pakistan.

Mr. Gupta is understood to have and that efforts should be made to avoid a war, though Pakistan seemed to be bent on declaring it. India should not slacken in its support to the liberation forces in Bangla Desh.

Referring to the new levies. Mr Gupta said the Government should have raised the extra money from the richer classes, including the monopolists, Indian and foreign. There was no need to subject the common man to additional tax burdens.

Mr. S.N. Mishra also said that his party would stand by the Government in the event of any emergency.

Mr. Patel was reported to have criticised the policy of indecision of the Government in regard to the present situation. He pledged his party's support to any firm action by India against Pakistan. He warned against the possibility of Pakistani saboteurs provoking communal riots in India.

The Swatantra leader presented to Mrs. Gandhi a copy of the report prepared by an all India convention on the plight of East Pakistan minorities in 1964. Mr. Patel said the Government had been faced intermittently with the problem of influx of refugees from East Bengal since partition. He pleaded for a lasting solution to the travails of the minorities in East Bengal.

Mrs Gandhi told the opposition leaders that she was meeting them separately since no joint meeting could be arranged owing to the illness of the Jana Sangh President, Mr A. B Vajpayee. Mrs. Gandhi had met Mr. Vajpayee on Friday —UNI

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের প্রশ্নে জয়প্রকাশ নারায়ণের বিবৃতিসমূহের সংকলন।	বোয়েন্ট	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৭১।

Jayprakash Narayan

ON BANGLADESH

Few causes have stirred Jayprakash Narayan so deeply and involved him so intensely as the Bangladesh issne. Freedom fighter, founder-secretary of Congress Socialist Party, Sarvodaya leader, founder-member of the Indian Committee for Cultural Freedom, J. P., an ardent Gandhian has been most forthright in his condemnation of the genocide being perpetrated by the hordes of Yahya Khan in Bangladesh. He has been also advocating formal recognition of the people's Government of Bangladesh. More than anyone else, J. P. has succeeded in rousing public opinion both here and abroad in favour of Bangladesh.

We give below extracts from J. P.'s press statements on Bangladesh (Emphasis added).

New Delhi, March 16, 1971

For fear of being misunderstood I had been hesitant to comment upon the developments in East Pakistan. but after reading Sheikh Mujibur Rahman's appeal to day to freedom fighters the 'world over' I feel impelled to say a few words in response.

First of all, I must express my deep admiration for the extraordinary leadership that the Sheikh has given to the people of Bangladesh.

It would be hard to find another example in all history of a leader who had succeeded in uniting his people behind him in the total manner that Sheikh Mujibur Rahman has done.

It would be harder still to find another example of such over-whelming support being used with so much forbearance and wisdom in the face of so much forbearance and wisdom in the face of so much provocation.

Since Gandhiji it has been given to Sheikh Mujibur Rahman to demonstrate the power of non-violence on such a vast scale ...

Let me make it clear that just as I believe in the territorial integrity of my country, I do not wish to see the breakup of Pakistan. Sheikh Mujibur Rahman himself has been asking for nothing more than full autonomy for his state and in spite of acts of genocide on the part of the West Pakistan military rule, he has desisted from taking the last irrevocable step of secession. That is a measure of his statemanship. The responbility of pushing him beyond his self-imposed limit would be entirely upon the civil and military powers in West Pakistan. Let us hope that they would be wise enough not to push him that far....

Sitabdiara, March 27, 1971

In a recent statement I had hoped that the military and bureaucratic leaders of Pakistan would have wisdom enough not to push Sheikh Mujibur Rahman and the people of East Pakistan beyond the point of no-return. Events have belied the hope and President Yahya Khan has ordered what is euphemistically called stringent martial law but what in reality is a military subjugation of a whole people..

Some aspects of the situation should particularly weigh with democratic peoples and governments of the world, namely that Sheikh Mujibur Rahman, having won a majority of the seats in the Pakistan National Assembly and 98·8 per cent of the seats in the Eastern wing, is by all canons of democracy the rightful ruler of Pakistan and further that since Bangladesh contains 58 per cent of the people of Pakistan it is really a minority in the united Pakistan that is trying to suppress the majority.

The minority must in reality be very small because except for the paranoiac West Punjabi Muslims, the peoples of Sind, North-West Forntier and Baluchistan do not appear to be so united behind the military dictatorship and have themselves, been demanding various degrees of autonomy .

April 2, 1971

The time has, however, come when it must be realised that not much useful purpose will be served by mere expressions of resolve and promises of sympathy What the occasion cries for is the immediate implementation of the promises made Material support in the shape of relief of every kind and the opening of the borders to all those who might cross over has, of cours , to be arranged ... But it is as much required to ensure that the struggle for liberation for Bangladesh is not crushed by the Army of West P kistan. All help required for this purpose should be made avilable without further delay. What that help could be, what concrete form our active support should take, may best be left to the Government to decide. **I have only to say that my senes of history and knowledge of international affairs tell me that it will not be any violation of international law to accord immediate recognition to Bangladesh.** Eminent international jurists like Mr Chagla and Mr. Krishna Menon have also taken the same view.

Another factor to be taken into accoun is the proven fact of legitimacy of Government of Sheikh Mujib r Rahman **There is no parallel outside of the communist states in which any political party at a free and fair election was able a to achieve the kind of near-total victory as the Sheikh's Awami League was able to register. From the democratic standpoint Sheikh Mujibur Rahman's Government is unquestionably much more legitimate than the military rules of President Yahya Khan, whose only sanctionis force. Therefore, those who are supporting West Pakistan in the name of unity and constitutionality are indeed strengthening the causes of social reaction colonialism and militarism.** The countri s of the third world, especially of Africa and Asia, who talk so much of revolution and the people are, therefore, on trial today. Will it not be major tragedy of history if this

great example of people's upsurge is crushed by the military, anti-people and anti-democratic junta with the "revolution aries" and "champions of the people standing by in obedience to the wishes of that junta?"

J. P. went on an extensive tour of several countries during May-June, 1971 to rouse public opinion abroad on the Bangladesh issue,. He visited Cairo Rome, Belgrade, Moscow, Helsinki, Stockholm, Bonn, Paris, London, Washington, NewYork, Ottawa, Vancouver, Tokyo, Djakarta, Singapore and Kuala-Lumpur. On his return, he issued a press statement from New Delhi on June 29, 1971 on his "mission as a servant of peace." We give below extracts from the statement. (Emphasis added)

I had undertaken this mission as a servant of peace on behalf of the sarva Seva Sangh and the Gandhi Peace Foundation. I am very thankful indeed, for all the help, financial and other wise, that I received from them.

Equally, I must express my warm approcation of all the help and hospitality that we received from our country's representatives in all the capital we visited. We are most thankful to them particular and to the Government of India in general for all that they did to make my mission as useful as possible.

It was not to beg for aid for refugee relief or only to talk about human suffering and to arouse the moral conscience of the world that I undertook the arduous trip Succour for millions of refugees who have fled to India, as well as succour for many millions more subjected to terror in Bangladesh and faced with famine and epidemic there, is of course urgent and I naturally spoke about it As for the moral conscience of the world or what is left of it, the press everywhere, except for Cairo, has done, and I think is still doing, a wonderful job.

My greater concern was with the political issues involved and the need for their urgent resolution, because as I tried to point out to those whom I met, the refugee problem and the humanitarian problem were only by-products of the underlying political problem.

Thanks to the world press as well as to other sources of information including their own diplomatic channels. I found that governments were fairly well posted in regard to the political aspects of the question. I think it was generally felt that the Government of Pakistan by using its brutal might to suppress the democratic verdict of the people of Bangladesh had put in to jeopardy the very survival of Pakistan as a united nation. Yet, I found the spokesmen of some governments clutching at the straw of hope that some links between the two wings might still be preserved. Therefore, they all seemed to be pressing Pakistan to stop military operations and seek a political accommodation—this was the popular term in Washington—with the leades of Bangladesh. When questioned if they had accommodation with stooges in their mind, they were emphatic in disclaiming any such thought. Again, when confronted with the view that after what the Pakistan army had done in Bangladesh no self-respecting Bengali would accept even a tenuos link" with West Pakistan wishful thinking took the place of hard reason.

The fact of the matter is, and let this be understood clearly in this country, that the great powers are all anxious to preserve the status quao in terms of the balance of power already established in the world. Some of them are particularly keen to preserve the balance in South Asia which has been created by them through a deliberate policy of neutralising India by bolstering up Pakistan.

In any event, it is India that is immediately concerned and will have to face the consequences of Pakistan's action, and I found no evidence anywhere that anyone was prepared to pull the chestnuts out of the fire for us.

Some of the economic burden of caring after the refugees they may be prepared to share – though our estimate of numbers perhaps appeared exaggerated to them— but it is obvious that the social and political burdens will have to be borne by India alone. And heaven knows these burdens are far heavier than the economic ones

To sum up the impressions of my tour, **we in India must understand that we cannot expect others to solve our difficulties for us. We have to do that ourselves. Secondly we have to decide if continued suppression of the people of Bangladesh, with all its attendant economic, political and social consequences, will be in our national interest. This is not the same as asking whether a break-up of Pakistan will be in India's national interest. President Yahya Khan and his advisers have already succeeded in breaking up their nation. The question to be answered is whether the attempt by West Pakistan to occupy Bangladesh by force, with all its present and future consequences for us, is a spectacle which we can continue to behold with little more than brave words. For myselff I am quite clear in my mind that it would be a grave betrayal of India's national interests to delay action much longer.**

Everyone I met abroad was full of praise for the Prime Minister's restrain and states-manship in dealing with a difficult crisis I too admire her for that But she must decide now if the time for action has not arrived **Action, not from any altruistic motives of rescuing East Bengalis from Pakistan terror and restoring to them their lost democracy, but to prevent Yahya Khan from exporting his internal chaos into this country and achieving a demographic re-distribution of his population at our cost, and, above all, to defend our political reconomic and social institutions.** I concede that the Prime Minister must choose her time because she alone is in position to know and weigh all the pros and cons involved But even to a private citizen like me the basic considerations are clear and it is on that ground that my plea for action is being advanced.

We give below J. P.'s press statement released on July 27, 1971 from New Delhi. This statement does not seem to have received the wide coverage it deserves. (Emphasis added).

"A dove turned hawk", "a war-monger"—this is how I have been described in a section of the press. Others have pictured me as trying to embarrass or discredit the Prime Minister; and at least one imaginative weelkly of Bombay has suggested that by my present Bangladesh stance I am hoping to pressurise Indiraji to make me the next President of India! The Muslim press, barring few exceptions, is particularly on the offensive against me, As soon as I have a little breathing time, I hope to write more fully about the question of Bangladesh. Here, I only wish to clarify my position and make an earnest appeal.

I deny categorically that I have ever advocated a war with Pakistan. Indeed ever since the lie first appeared in the press I have been contradicting it, but as it happens, the mud splashed in headline continues to stick. This is not only grossly unfair to me but also creates confusion in the public mind and thereby weakens the national effort so essential at this critical and fateful moment. The present crisis is so serious that either this nation shall emerge from it as a steeled, united, strong and respected power or as a demoralised, confused and spineless weakling no lonnger to be taken seriously by the world Therefore, let no one try to confuse the issues.

What I have been advocating is not war against Pakistan but formal political, recognition of the Peolple's Government of Bangladesh. It is true that when questioned if recognition of the Government and open assistance to the Mukti Bahini may not provoke Pakistan to start a war with India, I have admitted that the rid was certainly there, but it had to be accepted.

If this is tantamount to saying that India should declare war on Pakistan than I am surely a war-monger. But then heaven knows who in this country is not a war-monger. The only difference, as far as I have been able to understand, between people of my way of thinking and the Government of India is that while the latter is waiting for the right moment to arrive when recognition may be given, we are saying that the right moment is now.

As for my wanting to embarrass or discredit the Prime Minister or to force her to give me a job, these are no vile suggestions to be taken notice of But as they have appeared in print and are likely to confuse the odd reader let me make it clear that have no political axe to grind, nor am I a candidate for any office, and that I have personal affection and regard for the Prime Minister. In fact, on this question of Bangladesh, my impression is that there is complete understanding between us, and that the public pressure that I am helping to build up in favour of immediate or early recognition can in no way embarrass her.

The appeal that I wish to make is to keep party politics out of the Bangladesh issue. In her very first statement on the subject in the current session of the Lok Sabha, the Prime Minister had emphasised that "this situation cannot be tackled in partisan spirit or in terms of party politics". The unanimous resolution passed by the Lok Sabha was an excellent beginning of this approach. But unfortunately symptoms have appeared recently of a divisive, even partisan, approach. It is understandable that differences between parties, even on such a non- partisan issue as Bangladesh, might arise in course of time, particularly in view of Government's continued hesitation to take effective action. There are two main blocks of opinion. One is represented by the ruling Congress which is not opposed to recognition in principle but wants in practice to leave it to the Prime Minister to choose the appropriate though without making it clear what factors would determine the choice of the moment. The other block is constituted of almost the entire Opposition plus many non-party organisations and individuals like myself who feel that the time for recognition is here and now. Though this un-fortunate division of the national mind has been allowed to occur, the difference of opinion is not so great, nor is the issue itself of such a nature, as to permit its partisan exploitation.

While the Congress (R) might wish to mabilise public opinion in favour of its own stand, it must concede the right to others to do the same. The later, however, must present a united front if they mean to be taken seriously. Happily Shri Atal Bihari Vajpayee. President of he Bharatiya Jana Sangh, has agreed to convert his party's programme scheduled for the 12th August into an all-party or even a non-party affair. I appeal to all the parties and personalities concerned to take advantage of this constructive offer.

At first pan-Arabism's political goal was freedom within the Ottoman empire, and this seemed possible of attainment with the growing revolutionary movement within Turkey itself, the centre of the empire. Arab nationalists and Turkish reformers co-operated in the Committee of Union and Progress the secret association through which the Young Turks took power in 1908—9 on a liberal programme that promised equality to the various racial, religious, and national groups. But the chauvinism of the Young Turks disillusioned the Arabs, who then adopted autonomy as their political goal. Christan leadership in the nationalists movement be gain to should with muslims who were also feeling the influeuce of new ideologies. Moreover, the illiberal turn of the Young Turks alienated the Moslem Arabs as much as it did the Christians. The Ottomization policy mean the discouragement of Arabic language and literature and the imposition of Turkish in administration and education. These developments set the stage for the failure of the Ottoman effort to defend itself against the allied powers by cooling for a holy war 1914.

Morrore Berger, The Arab World Today, Doubleday & Company
New York 1962, p. 338

— ——— ———

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
"এ ক্রাই ফর হেল্প"-- মহারাষ্ট্র বাংলাদেশ এইড কমিটি আয়োজিত শরণার্থীদের সাহায্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা (রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী)	'এ ক্রাই ফর হেল্প' পত্রিকা	২৪ নভেম্বর, ১৯৭১

PRIME MINISTER

In Bangla Desh, it is not a small minority which is being terrorized and annihilated, but the vast majority of the people the people who voted democratically and constitutionally. The sheer number of the refugees calls for a relief operation of unprecedented magnitude.

The world must reinstate the refugees in their homes in the not distant future. In the meantime, the Government and people of India must be united in giving them whatever help we can. Our country has always been a haven for those escaping persecution in their own countries.

My good wishes to the Bangladesh Aid Committee of Maharashtra

Sd -
(INDIRA GANDHI)

Bonn (West Germany),
November 11, 1971.

RASHTRAPATI BHAVAN
NEW DELHI-4.
October [illegible], 1971.

I am glad to know that the Bangla Desh Aid Committee, Maharashtra, is holding a function on the 24th November, 1971. My best wishes for the success of its endeavours.

Sd/-V.V. Giri

Dear Friends:

It was indeed a privilege for me to organise and present "STRINGS & STARS" on behalf of the Bangla Desh Aid Committee, Maharashtra in aid of the refugees from Bangla Desh. The Bangla Desh Aid Committee ((Maharashtra) has been playing a significant role in making the people of this State to feel their responsibility towards millions of Bangla Desh refugees and in trying to improve their plight. The success of collecting funds depended solely on the help and co-operation of persons like you, and had it not been for your sympathy and interest in this noble cause, I would not definitely have been able to achieve my objective.

I take this opportunity to convey my gratitude to those of my colleagues especially, Waheeda Rahman, R. C. Chowdhury, and Ram Kamlani, who have been in no small measure responsible for the successful presentation of "STRINGS & STARS."

May I also take this opportunity to express my sincere thanks to His Excellency, Nawab Ali Yaver Jung, Governor of Maharashtra, who in spite of heavy responsibilities of the State, took keen interest in this work from the very b ginning and helped us in various ways.

All this and more has been made possible by the dedicated, hard working members of various committees by their selfless and untiring service for this noble cause.

I am grateful to you all for gracing this occasion by your mass participation here today.

Sd/- ....

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ ও ভারতের ভবিষ্যৎ—জয়প্রকাশ নারায়ণ লিখিত নিবন্ধ	কম্পাস	২৭ নভেম্বর ও ৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ও ভারতের ভবিষ্যৎ

জয়প্রকাশ নারায়ণ

বর্ষার অবসান হতেই ক্ষমতাসীন নেতৃবর্গ সোচ্চার হয়ে উঠেছেন এবং রীতিমত কলরব শুরু করেছেন। সবচেয়ে সামরিক ঢংএর কলরব করেছেন আমাদের সুযোগ্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রী; কিন্তু এর দ্বারা তিনি এদেশের জনসাধারণের বুদ্ধির অবমাননা করেছেন আর নিজেকেও পৃথিবীর লোকের কাছে হাস্যাস্পদ করে তুলেছেন। জলন্ধরে তিনি নাকি বলেছেন—'পাকিস্তানের প্রায় অর্দ্ধেক তো শেষ হয়ে গেছে। ভারতের আর লড়াই করবার দরকার না-ও হতে পারে। জেনারেল ইয়াহিয়া খান উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন বাংলাদেশে মুক্তি বাহিনী তাদের প্রাধান্য স্থাপন করে চলেছে আর বিশ্বের মতামতও ক্রমে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সবচেয়ে বিচিত্র উক্তি হল—'মুক্তি বাহিনী আর একটি মুষ্ট্যাঘাত করলেই বাংলাদেশ মুক্ত হয়ে যাবে!''

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে শ্রীজগজীবন রাম নিশ্চয়ই অন্যের চাইতে ভাল জানেন। তিনি জানেন বাংলাদেশে গেরিলারা কত সামান্য হাতিয়ার নিয়ে লড়ছে—তাদের নিয়মিত সংগ্রাম করার বাহিনী কত ছোট, আগ্নেয়াস্ত্রে তাদের কী শোচনীয় স্বল্পতা রয়েছে, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এবং ভারী সামরিক সরঞ্জাম তাদের প্রায় কিছুই নেই। এত সামান্য জনশক্তি এবং অর্দ্ধশিক্ষা নিয়ে তারা বাংলাদেশে পাকিস্তানের পাঁচ ডিভিশন সেনাকে ঘায়েল করতে পারবে এ রকম আশা করা মানে অতিবড় মূর্খের স্বর্গে বাস করা। আরও খারাপ কথা হল—এ দেশের জনসাধারণ যাদের ভাগ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের ভাগ্য অবিচ্ছেদ্যরূপে বাঁধা হয়ে গেছে, এ ধরনের উক্তি তাদের শোচনীয়রূপে বিভ্রান্ত করবে। আজ যখন জনগণের মধ্যে এরূপ মানসিকতা সৃষ্টি করা জরুরী প্রয়োজন যাতে সংগ্রামী চেতনায় তারা শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে পারে, নিজেদের মধ্যেকার সবরকম ভেদাভেদ ভুলে যেতে পারে, কর্মের প্রতিক্ষেত্রে সর্বাধিক উদ্যম নিয়ে আত্মনিয়োগ করতে হবে, জাতীয় স্বার্থকে এক ভয়ানক বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হতে হবে, তখন আর কেউ নয় স্বয়ং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এই মারাত্মক আত্ম-সন্তুষ্টির মধ্যে জাতকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চাইছেন, যে বিনা সাহায্যে বাংলাদেশের সৈন্যরাই কাজ খতম করে দিতে পারবে।

একথা অবশ্যই সত্য বাংলাদেশের মুক্তির জন্য বাংলাদেশের লোকদেরই লড়াই করতে হবে কিন্তু যেহেতু বাঙ্গালী মুক্তিযোদ্ধারা সাহসী, সংকল্পবদ্ধ এবং অনন্যনিষ্ঠ, সেইহেতু তারা নিজেরাই পাকিস্তানী বাহিনীকে পরাজিত করতে পারবে এ ধরনের কথা বলে আমাদের নিজেদেরকে এবং বিশ্ববাসীকে প্রতারণা করা নিরর্থক। তাদের সাহায্যে কাউকে আসতে হবে। ভারত ছাড়া সে ক্ষমতা এবং সে উদ্বেগ আর কার আছে? এটা যদি কেবল আর্ত প্রতিবেশীকে সাহায্য করার প্রশ্ন হত তাহলে এ যুগের জাতি—রাষ্ট্রের অনৈতিক নৈরাশ্যকর ও হৃদয়হীন রীতি অনুসরণ করে নিজের দোরগোড়ার বাইরেই লুঠতরাজ, নারীধর্ষণ ও বিধ্বংসী কার্যকলাপ সম্পর্কে চোখ বুঁজে থাকলেও হয়ত ভারতের পক্ষে তা যুক্তি যুক্ত হত। আমাদের বিবেককে

সমস্ত মুক্তি সংগ্রামে উচ্চকণ্ঠে তার পরিপূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আসছে বটে কিন্তু তার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলোর ওপর তার দখল শিথিল করবার কোন ইচ্ছাই দেখাচ্ছেনা: নিতান্ত ভদ্র ভাষাতেই এগুলো তাঁবেদার, আসলে এই রাষ্ট্রগুলো সেই পুরাতন উপনিবেশেরই মতন। এই দুই মহা-শক্তি নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে বিশ্বের ভবিতব্যের মুঠি ধরে রয়েছে। এবং তা কোন নৈতিক ক্ষমতায় নয়, সংহারের ভীষণতম হাতিয়ার হাতে থাকার জোরে। বাংলাদেশের পক্ষে নিদারুণ বেদনার যে, পাকিস্তানের 'আভ্যন্তরীণ সমস্যা' সম্পর্কে এই দুই শক্তির দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে—রুশ-ভারত চুক্তি সত্ত্বেও কোন মৌলিক তফাৎ নেই। নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থ অনুসারে এই দুইদেশেই পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন—পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বন্ধন যতই ঢিলে হোক না কেন। কিন্তু বাংলাদেশের বিপর্যয়ের মধ্যে কী কী প্রশ্ন নিহিত রয়েছে অন্তত ভারতের সে বিষয়ে কোন ভ্রান্ত ধারণা থাকা উচিত ছিল না। ভারতের তো কোন ঔপনিবেশিক উচ্চাশা নেই, তার ভারত সরকারের আজও কিছু সদস্য আছেন যাঁরা নিজেরা এক সময়ে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন। গোড়া থেকেই এটা পরিষ্কার যে, 'পাকিস্থান যুক্তরাষ্ট্রে' যা ঘটেছে তা কোন জাতির বিচ্ছিন্নতা নয়। তা হচ্ছে স্বাধীনতার জন্য ঔপনিবেশ বিরোধী সংগ্রাম। অত্যন্ত বেদনার কথা, অনেক বেশী অস্ত্রশক্তি সম্পন্ন একটা বাহিনীর বিরুদ্ধে সাত মাসের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের পরও, সার্বভৌম স্বাধীনতার কম কোন কিছু তাদের এবং তাদের জনগণের কাছে কদাচ গ্রহণীয় হবে না। বাংলাদেশের ন্যায্য সরকার স্বয়ং বার-বার এই ঘোষণার পরও, ভারতের নেতৃবৃন্দ আলোচনার ভিত্তিতে বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলে চলেছেন। এর চেয়ে অন্তঃসারশূন্য আর কিছু কল্পনা করা কঠিন। গত সাতমাসের অভিজ্ঞতার পরও তাঁরা কী করে আশা করতে পারেন যে, পাকিস্তানী সামরিক শাসকগোষ্ঠীকে তাদের পূর্বাংশের কলোনী হাতছাড়া হওয়ার সত্যি স্বীকারে চাপ দিয়ে রাজী করানো যেতে পারে--বিশেষ করে যখন তার কিছু শক্তিশালী বন্ধু জুটেছে? না কি আমাদের শাসকরা নিজেরাই পাকিস্তানকে অখণ্ড রাখার প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা পোষণ করেন. তা-ই যদি হয়, ঈশ্বর এই দেশকে রক্ষা করুন।

সমস্যাটা যদি শুধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়েই হত তাহলে আমরাও বাস্তবতার দিক থেকে অপ্রাসঙ্গিক অনেক যুক্তি খাড়া করতে পারতাম। কিন্তু আমাদের মৌলিক জাতীয় স্বার্থ যে কতখানি বিপন্ন তা যদি আমার কথা দিয়ে [illegible] আমাদের শাসকদের বোঝাতে পারি না, তাই প্রধান মন্ত্রীর কিছু উক্তি উদ্ধৃত করছি (উক্তিগুলো ২৪শে মে ১৯৭১ লোকসভায় প্রদত্ত এবং সরকারীভাবে মুদ্রিত প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ থেকে): শরণার্থী স্রোতের কথা বলতে গিয়ে প্রধান মন্ত্রী বলেছিলেন, "এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিপুল সংখ্যক মানুষের দেশান্তর গমন ইতিহাসে অভূতপূর্ব। গত আট সপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৩৫ লক্ষ লোক ভারতে এসেছে। দেশবিভাগের পর থেকে উদ্বাস্তু বলতে আমরা যা বুঝে এসেছি এরা তা নন। এরা যুদ্ধের কবলে পড়েছেন. সীমান্তের ওপারে সামরিক সন্ত্রাস থেকে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে এদেশে এসেছেন।" এরপর প্রধান মন্ত্রী প্রশ্ন করেন, "শত শত সহস্র [illegible] নাগরিককে বেয়নেটের মুখে তাদের ঘরবাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য করার অধিকার কি পাকিস্তানের আছে। [illegible] এ অসহ্য অবস্থা।"

তা ছিল মে মাসের চতুর্থ সপ্তাহ এবং এখন অক্টোবরের চতুর্থ সপ্তাহ। তখন শরণার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৫ লক্ষ, এখন ৯৫ লক্ষ। স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীর মতে তখনই যদি অবস্থা 'অসহনীয়' হয়ে থাকে তারপর গত পাঁচমাসে যে ক্রমাগত শরণার্থীর স্রোত বেড়েই চলেছে তা আমরা কী করে সহ্য করতে পারলাম? সম্ভবতঃ আমাদের বিদেশী আন্তর্জাতিক উপকারীদের বন্ধুসুলভ চাপই আমাদের সহ্যের স্তর উন্নীত করতে সাহায্য করেছে। জানিনা কোনদিনই আমাদের সহ্যের সীমায় আমরা পৌঁছিব কিনা।

একটি বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, "ভার[illegible] এবং ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানকে তার রাজনৈতিক বা অন্যান্য সমস্যার সমাধান করতে দেয়া যায়

না।" পাকিস্তান কিন্তু ঠিক তাই করে চলেছে, তথাপি তা থামাবার জন্য প্রধান মন্ত্রী এই মাত্রই তিনি করেছেন তার দূতদের অন্যান্য রাষ্ট্রে পাঠিয়ে তাদের অনুরোধ উপরোধ করেছেন যে কাজ পাকিস্তানকে করতে দেওয়া যায় না বলে তিনি গম্ভীর ভাবে ঘোষণা করেছেন তা থেকে তাঁরা যেন পাকিস্তানকে বিরত রাখেন। পাকিস্তান অন্যান্য রাষ্ট্রের ক্ষতি করে এবং তাদের মাটির উপর দাঁড়িয়ে তো তার সমস্যা সমাধান করতে চায়নি, তাহলে ভারত তার নিজের জাতীয় স্বার্থে করতে প্রস্তুত নয় তা তাদের কেউ করবে—খুব কম করে বললেও এ আত্ম-বঞ্চনা নয় কি? অন্য কোন রাষ্ট্র যে আমাদের কল্যাণে ভারতকে তার 'অগত্যা' বিড়ম্বনা থেকে উদ্ধার করার জন্য বীর পুরুষের ভূমিকা নেয়নি তাতে অন্তত আমি তো তাদের দোষ দিতে পারি না। বীর্যবত্তার যুগ যদি কখনও থেকেও থাকে, বহুকাল তা অতিক্রান্ত হয়েছে। প্রধান মন্ত্রী আরও বলেছেন: "শুধু ভারতই নয় প্রত্যেক দেশকেই তার নিজের স্বার্থ দেখতে হয়। ওরা (অর্থাৎ পাকিস্তানীরা) বিশ্ব-মানবতার এক নিদারুণ রূপও এই যে ভারত তার শান্তি ও স্থায়িত্ব বিপন্ন করছে। তারপর মন্তব্য করেন তাঁর বক্তৃতার উপসংহার টেনে প্রধান মন্ত্রী বললেন—'বিশ্ব যদি এ অবস্থায় বসে থাকে তাহলে আমরা আমাদের নিরাপত্তার জন্য এবং আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন কাঠামোকে বাঁচাতে এবং পরিপুষ্ট করার জন্য বাধ্য হয়েই প্রয়োজন মত সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করব। বাংলাদেশ প্রশ্নে দেশের মৌলিক স্বার্থ কিভাবে জড়িয়ে আছে এর চেয়ে স্পষ্টতর ভাষা এবং যে কোন অবস্থায় দেশ রক্ষা ও দেশের স্বার্থ রক্ষার তাগিদে সর্ববিধ ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে পাকিস্তানকে এর চেয়ে পরিষ্কার ও শক্ত হুশিয়ারী আর কিছু হতে পারে না।

আজ পাঁচ মাস পরে এই কথাগুলো কত অসার মনে হয়। এই পাঁচ মাসে আমাদের অবস্থাতো কেবলই সঙ্গীন হয়েছে। কাজ করার যখন কোন ইচ্ছাই ছিল না তখন এধরনের বীরত্বব্যঞ্জক উক্তি করার কী প্রয়োজন ছিল। কথা এবং কাজের এই ব্যবধানই পৃথিবীতে এই দেশের মর্যাদা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে, দেশের নেতাদের সম্পর্কে লোকে আস্থাহীন হয়ে পড়ছে — কথা-কথা-কথা, কিন্তু কোন কাজ নয়, এর আর একটি মারাত্মক পরিণাম হল দেশের মধ্যে দিনের দিন অনিশ্চয়তার ভাব ছড়িয়ে পড়েছে, সম্ভাব্য পাকিস্তানী দুষ্কর্মের মোকাবেলা করার মত কোন মানসিক প্রস্তুতি নেই। স্বাধীন ভারতের এই সাম্প্রতিক সংকটে জাতীয় নেতৃত্বের এর চেয়ে দুর্ভাগ্য ব্যর্থতা কল্পনা করা কঠিন।

তাঁর সাহস ও দৃঢ়তার নিদর্শনের জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী অবশ্য রাশি রাশি প্রশংসাপত্র পাচ্ছেন, কিন্তু তাতে এই দেশ যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বোঝার চাপে আর্তনাদ করছে তা বিন্দুমাত্র হালকা হয়নি এবং জাতির অস্তিত্ব যে ভাবে বিপন্ন হয়েছে তাকেও ঠেকানো যায়নি। মাসের পর মাস আন্তর্জাতিক স্তরে রাজনৈতিক সমাধানের খোঁজ চলছে, কিন্তু তার এখনো কোন ফল হয়েছে বলে জানি না, আর বন্ধু-অবন্ধু সবাইকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন এবং তাঁর পর হাত গুটিয়ে বসে থাকাকে অস্বীকার করেছেন। তা তিনি করতেই পারেন, তাঁর একাধিক শক্তিশালী বন্ধু আছে।

আসলে বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের চাবিকাঠি কেবল ভারতের হাতেই আছে। আমি এর আগেও বলেছি স্বাধীনতা ছাড়া কোন রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব নয়। সুতরাং যার জীবন মরণের প্রশ্ন বাংলাদেশের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত সেই ভারতকেই রাজনৈতিক সমাধানের এই নিষ্ফল সন্ধান বন্ধ করতে হবে এবং সাহস করে বাংলাদেশ ও তার ন্যায়সঙ্গত সরকারকে স্বীকার করে শত্রু দেশের প্রশ্নটিকে চিরদিনের মত মোকাবেলা করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর সেই উপযুক্ত কথাই বারবার বলে চলেছেন। ইতিহাস প্রমাণ করবে তিনি ইতিমধ্যেই এ রকম কয়েকটি উপযুক্ত মুহূর্ত হারিয়েছেন।

সবচেয়ে উপযুক্ত সময় ছিল এপ্রিলের প্রথম পক্ষে, যখন বাংলাদেশের নেতৃবর্গ ও মুক্তিযোদ্ধাগণ সাহায্যের জন্য চীৎকার করেছিলেন, যখন তাঁরা তাঁদের সরকারও প্রতিষ্ঠিত করে

আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতা আরও ক্ষুন্ন করা ছাড়া এ ধরনের নিরর্থক দোমুখো কাজে কী ফল হচ্ছে? কোন কোন দেশ যদি অভিযোগ করে যে আমরা গোপন সাহায্যের দ্বারা বাংলাদেশে সংঘাত জীইয়ে রাখছি তাহলে সত্যিই কি আমরা তাদের দোষ দিতে পারি? অতএব এখন আর বীরত্বব্যঞ্জক উক্তি নয় বীরত্বপূর্ণ কাজের প্রয়োজন। আমি আগেই বলেছি বাংলাদেশ প্রশ্নের রাজনৈতিক সমাধান শুধু ভারতের হাতেই আছে। ভারত যদি এগিয়ে যায়, নিশ্চিতরূপে অন্যরাও তা অনুসরণ করবে। ভারত এত বন্ধুহীন নয়। অন্যদের সাহায্য যদি ভারতের প্রয়োজন, ভারতের সাহায্যও অন্যদের কম প্রয়োজন নয়।

শুরুতে ভারতীয় সংসদ পরিষ্কার ভাষায় ও একমত হয়ে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে যে প্রস্তাব নিয়েছিলেন তাতে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সমগ্র জাতি এই প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে তাঁর দ্বিধাগ্রস্ততা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষমতা, একই সময়ে গরম ও নরম উক্তি জাতির মানসিকতা বিভক্ত ও হীনবল করে দিয়েছে। দুর্ভাগ্যের কথা, এত বড় সংকটে—যখন জাতীয় ঐক্য অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন—তখনও তিনি তাঁর, ভাগ করার রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছেন, কয়েকটি পার্টির বিরুদ্ধে এই অশোভন অভিযোগ করেছেন যে তারা শুধু দলের স্বার্থে নয় সাম্প্রদায়িক স্বার্থেও বর্তমান অবস্থাকে কাজে লাগাচ্ছে। কিন্তু কোন পার্টি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জাগাবার উদ্দেশ্যে বর্তমান পরিস্থিতিকে কাজে লাগাচ্চে একথা অসত্য।

প্রধানমন্ত্রীর একজন শুভাকাঙ্খীরূপে আমাদের ইতিহাসের এই সংকট মুহূর্তে তাঁকে আমার বিনম্র পরামর্শ: তিনি দলীয় রাজনীতির ঊর্ধে উঠুন, তাঁর নেতৃত্বে সারা দেশ ও রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করুন, জনগণকে পরিষ্কারভাবে পথ দেখান। এবং তাদের খোলাখুলি বলুন জাতিকে টিকিয়ে রাখতে হলে ত্যাগ ও দুঃখবরণ করতেই হবে। তা যদি তিনি করেন এবং এই জরুরী মুহূর্তে উপযুক্ত কর্মে প্রবৃত্ত হন তাহলে তাঁর যে ব্যক্তিগত আকর্ষণ আছে, যোগ্যতা আছে, তা দিয়ে জনগণের মহত্তম শক্তিকে তাঁর পশ্চাতে দুর্ভেদ্য ব্যূহের মত সত্য করতে সমর্থ হবেন।

প্রধান মন্ত্রীর প্রতি গভীর প্রীতিবশতই আমি বলছি তিনি আমার এই কথাগুলো গুরুত্ব দিয়ে শুনুন। আমি যে সমালোচনা করেছি তা তাঁকে সাহায্য করার জন্য, হেয় করার জন্য নয়। যে রাজনৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে তাতে কারুর সততাই প্রশ্নাতীত নয়। কিন্তু আমার কোন রাজনীতি নেই, যা কিছু আমি বলেছি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সরাসরি বলেছি, আমার সাধ্যমত সততা ও দেশপ্রেম অন্তরে রেখেই আমি কথাগুলো বলেছি।

(মূল ইংরেজী। অনুবাদ—মনকুমার সেন)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির 'রিপোর্ট' (১৯৭১ সনের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত)	পুস্তিকা	ডিসেম্বর, ১৯৭১

CALCUTTA UNIVERSITY
BANGLADESH SAHAYAK SAMITI

President

Prof S. N. SEN

Vice-Chancellor, Calcutta University

Working President

Prof. P. K. BOSE

Pro-Vice-Chancellor (Academic)
Calcutta University

Treasurer

Sri H. M. MAJUMDAR

Pro-Vice-Chancellor (Finance)
Calcutta University

Secretary

Prof. D. K. CHAKRAVARTY

Joint Secretaries

Prof. Ila Mitra

Prof. S. N. Bhattacharya

Prof. S. K. Mitra

Prof. S. Dasgupta

Calcutta University,
Senate House,
Calcutta
West Bengal, India.
The 1 th December, 1971

CALCUTTA UNIVERSITY BANGLADESH SAHAYAK SAMITI

AN APPEAL

We hope you are aware that the Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti of the teachers, students and others of the University and the Affiliated Colleges, founded in early April, 1971, has already served the cause of the patriots of Bangladesh by publishing a number of booklets and brochures revealing the truth about Bangladesh and circulated them all over the world. The Samiti has collected the biodata of thousands of teachers of Bangladesh to help institutions willing to help them in any way. Moreover the evacuee teachers need immediate financial help for their mere subsistence.

We have already distributed more than a lakh of rupees amongst the displaced teachers and intellectuals from Bangladesh apart from another lakh worth of subsidiary assistance to the Mukti Bahini youths. We have also distributed medicines worth nearly 80,000 rupees amongst the evacuees from Bangladesh sheltered on Indian soil apart from various other types of assistance which we received in kind that have been distributed amongst the people of Bangladesh.

We acknowledge with gratitude the massive contribution received through Dr. P. B. Gajendragadkar, the then Vice-Chancellor of the University of Bombay and Professor Atin Majumdar of the Australian National University amongst others.

Should you suppose that with the recognition of the Bangladesh by the Indian Government, such help is no longer needed? May I stress that it is expected to be a long time before the refugees, in particular the displaced teachers amongst them, are again resettled and found regular employments in their own country. Many have lost their homes and their families in the fighting; and many of their school or college buildings have been damaged or destroyed.

As President of the Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti I address this appeal to all (3rd in the series) to send their contributions in cash or kind. The alumni of this century old University must be distributed all over India and the world. I am sure, the people will extend their generous help to us to help suffering humanity.

The Government of India has kindly accorded exemption to our donors from the payment of Income Tax to the extent of their donations.

The central office of the Samiti is located at the Darbhanga Building. Calcutta University, Calcutta-12. India.

S. N. SEN
Vice-Chancellor,
Calcutta University,
and
President,
Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti.

Contributions may kindly be sent by cheques issued in favour of "Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti".

April, 1971

The Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti was formed on April 3 1971, at a meeting of students, employees, officers and teachers of the University, teachers of affiliated colleges and members of different University bodies. The committee has Prof Satyendranath Sen, Vice-Chancellor, as its President, Prof. P K. Basu, Pro-Vice-Chancellor for Academic Affairs, as Working President and Shri Hirendramohan Majumdar, Pro-Vice-Chancellor for Business Affairs and Finance, as Treasurer

An initial donation of Rs 5,000 by the Calcutta University formed the nucleous of the committee's fund and the committee started functioning immediately.

Since its inception the committee has been rendering considerable assistance to the war evacuees. Apart from food packets, medicine and first aid equipment have been sent Because of the heavy influx of war evacuees whose number has already crossed fifteen lakhs we have had to spend several thousands of rupees and considerable energy in this sphere Sm Bina Bhowmik (an alumnus of the University) along with a small team of Sm. Kamala Bose Sm. Mrinmayee Bose, Sm. Meera Sen and others has rendered us considerable assistance in this matter Teachers and students of schools and colleges have also lent a ready hand.

Our President sent telegrams to the Prime Minister of India and the Director-General, UNESCO, amongst others, on April 5, 1971. In his telegram to the Prime Minister our President drew the attention to the need for giving recognition to Bangladesh Our President drew the attention of the Director General UNESCO to the dastardly attack on Bangladesh and substantial destruction of the Universities of Dhaka, Rajshahi and Chittagong, including mass murder of teachers and students He also drew the Director-General's attention to the unabated genocide committed by the Pakistani Army in Bangladesh. The Director-General has sent a telegraphic acknowledgement expressing his sympathies for the victims of genocide. The Prime Minister also has acknowledged the telegram.

One of our aims is to help those teachers of universities and other educational institutions in Bangladesh who have crossed over to India We have offered and shall continue to offer temporary financial assistance to these teachers and we have opened a register for them Dr Aniruddha Roy of Post-Graduate Islamic History and Culture Department, in cooperation with Shri Anil Sarkar of Post-Graduate Commerce and Shri Pijush Das, Shri Angsuman Mallik and Shri Anil Basu, has taken charge of this department. The Syndicate of the Calcutta University has drawn up a scheme for offering visiting Professorships Lecturerships to the scholars from Bangladesh With the concurrence of the University Grants Commission and the Ministry of Education, Government of India, the scheme can be spread over the whole of India. The Scheme can also be extended to cover the schools with the concurrence of the State Governments We have already written to the different State Governments and contacted some of them We hope that something will come out of these efforts.

In addition to the publication of the present brochure, we have patronised a publication in Bengali dealing with Sheikh Mujib's six-point programme. The

task was undertaken by Shri Ajit Mohan Gupta (an alumnus of the University), proprietor of the Bharat Phototype Studio. Shri Swaraj Bhattacharyya, staff photographer of *Chitrangada* has helped us with many valuable photographs.

Our President has issued an appeal (both in English and Bengali) to the people, especially to the alumni of the University, for liberal donations to the fund of the Samiti. The response has been encouraging. The first to donate was our National Professor, Shri Satyendranath Bose. Others to donate in quick succession were Krishnagar Wonem's College, Sarojini Naidu College, Women's College, Calcutta Lady Brabourne College Bethune School, Teachers and staff of Dr. B.C. Roy Institute of Basic Medicine Calcutta University, 61 teachers of the Post-Graduate Departmnts of the University, students of Economics, Political Science, Islamic History Modern History and English Department of the University, Bharat Charity Trust through Mr. N.L. Todi, Messrs. Press Agents Pvt. Ltd., Messrs. Allied Agency, Staff of Pasteur, Laboratories Siddheswar Hosiery Factory, Gokhale Memorial Girls' College, Umesh Chandra College, Bangladesh Aid Committee, Bombay, Shri H.P. Lohia, The Anglo-Indian Jute Mill (officers and workers), Shri Ajitkumar Datta, former Advocate-General, Government of West Bengal, Father P. Fallon, S.J, Shri Amitesh Banerji, Principal Nirodkumar Bhattacharyya, Principal Mamata Adhikary and many others from all walks of life. Free gifts of medicine were collected by Shri Utpal Chowdhury and Sm. Soma Chatterjee. University students of all departments are raising funds on behalf of the Samiti. We hope the number of donors will swell daily to help us tackle the gignatic task.

Professors Jnanes Paranabis, Jatin Chatterji, Dipak Hazra and P. Sensarma have taken overall charge of the office. The office of the Samiti is functioning on the first floor of the Darbhanga Building between 11 a.m. and 5-30 p.m. and at 14, Bidhan Sarani, first floor, between 6 p.m. and 8 p.m.

We need funds to carry on the tasks we have undertaken. Students employees and teachers of educational institutions may kindly decide to make monthly contributions for quite some time to the Vice-Chancellor's fund We also appeal to all others for generous contributions. Cheques may be sent in favour of the Treasurer, Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti.

May, 1971

The Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti continued its work in support of the cause of Bangladesh. During the period under review the Samiti continued to offer (i) aid to Mukti Fauj by supplementing Civil Supplies, sometimes in cooperation with other Committee with similar objectives, (ii) assistance to teachers and non-teaching staff of educational institutions in Bangladesh, (iii) assistance to Bangladesh Government agencies to corodinate their activities as and when desired by them and in the form and manner outlined by them The first major publication of the Samiti "Bangladesh—The Truth", with a foreword from our president, the Vice-Chancellor of the Calcutta University, Prof. S.N. Sen, appeared on May 9, 1971, the birthday of Poet Tagore. This publication has been sent out to all the world Universities, notable elites, Parliamentaria s, Newspapers. As far as we are aware this publication has evoked very wide interest amongst the world elites regarding the happenings in Bangladesh.

Two other publications have made its appearance during the period, 'Mukti Yuddhe Bangladesh' by Prof. Asaf-uz-Zaman has been published by the C.U. Bangladesh Sahayak Samiti with the help and assistance of Shri Sudhir Chandra Mukhopadhyay of the Radiant Process. The Radiant Process did the work free of cost. The other publication, also in Bengali, containing the historic call of Sheikh Mujibur Rahman at Dhaka to his countrymen was printed by Shri Ajit Mohan Gupta with a little subvention from the Committee.

Presently two more publications are being processed - (i) two volumes of picture album—one to be processed by the Bharat Phototype Studio and the other is being processed by the Radiant Process. Both these publications will appear with foreword from Mr. M. Hossain Ali, Head of the Bangladesh Mission in India, Calcutta, (ii) one reproduction in print of the document prepared by Mr. Dorfman and two other American scholars presenting the case of Bangladesh. This booklet is also being printed at the Radiant Process on our behalf free of charge

The Samiti has presented several copies of a Bengali text Book on Military training, named "Prathamik Juddhavidya" to several training camps of Bangladesh. This book has helped them to remove a longfelt demand We received the books as complimentary copies from the publisher, Messrs Nava Prokash and the author.

Our student workers organised several picture exhibitions at the following places on the date mentioned against each:

May 9 --Circus Avenue-- visitors, nearly 2,000

May 21, 22 and 23--Nabin Chand Boral Lane
--visited by nearly 4,000 persons

May 25, 26 and 27—Gobardanga --visitors, nearly 5,000

During the month teams were sent out to different Mukti Fauj camps. Shrimati Ipsitagupta with the help of a team of workers is doing very good work at Berhampore (Murshidabad Dist.). We also visited 3 different areas in Tripura State. Prof. P.K. Basu, our working President headed the team in all such visits. We also met the Education Minister, Tripura State and informed him of our experience. A press statement was also issued from Agartala which was carried by some newspapers.

During the period our President, the Vice-Chancellor of the Calcutta University had been to New Delhi to finalise a scheme with the assistance of University Grants Commission and the Government of India to absorb some teachers from Bangladesh as Visiting Fellows. It was at his initiative that all Vice-Chancellors' Committee of all the Vice-Chancellors of West Bengal has been formed with Shri Arun Ray, Registrar, Calcutta University as the Secretary. The Committee is functioning with the objective of absorbing the teachers from Bangladesh on an extra-temporary basis.

A scheme for having Camp Colleges with School section attached to each such is also being finalised. Prof. Sourindranath Bhattacharyya, one of our Joint Secretaries had been to Delhi and had some discussions in the matter with responsible persons at Delhi.

Our President is going to Delhi again to take up all these schemes with the U. G. C. and the Government of India.

It was at our initiaitve that meeting of Bangladesh teachers was convened on May 21 where the Bangladesh Sikshak Samiti has been formed with Dr. A. R. Mullick, Janab Quamaruzzaman and Dr. Anisuzzaman as President, Executive President and General Secre.ary of .he Samiti.

On May 21 we received a combined Irish-British team who visited this area. Mr. William Barnes, M. P. (U. K.) and Mr. Donald Chesworth, Member—London County Council and Chairman, War on Want met our President on May 31 at the University premises after a whirlwind tour around Bangladesh. The team held a Press Conference at the Press Club, Calcutta on the same day. Srimati Mrinmoyee Bose arranged part of their programme on behalf of the Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti.

We received contributions during the month from many friends and well-wishers. The month started with the laudable promise of contributing full one month's salary, which has since been materialised by Prof. (Dr.) Asima Chatterjee our Dean of the Faculty of Science. We have also received donations from Bangladesh Mukti Sangram Sahayak Samiti, Bangladesh Aid Committee, Bombay, Agra University, Supervisory staff Association, C. U., Egra Sarada Sashibhusan College, Presidency College, Sett Soorajmal Jalan Girls' College; Vidyasagar College for Women, Vivekananda Satabarshiki Mahavidyalaya, Bagnan College, Jogmaya Devi College, R.K.N. College of Commerce, Berhampore, Jangipur College, Karmachari S.miti, Indian Institute of Management, Students of P G. Political Science Department, P.G. Teachers of Zoology, Sewnarain Rameswar Fatepuria College, Prof. Tarun Ray, Shri H.P. Lohia, P.G Students of the Department of English and many others. Sri Nirodekumar Sen donated water bottles for Mukti Fauj personnel and these were sent to appropriate quarters Messrs. Dey's Medical Stores and Ciba donated medicines for the same purpose.

We need funds for carrying on the work we have undertaken. We hope funds will flow in to reach our goal.

June, 1971

The month of June witnessed hecti activities on all the four aspects of our programme: (i) Assistance of Mukti Fouz, (ii) Assistance to teachers, (iii) Publications and (iv) Picture Exhibitions

During the period we continued to offer assistance of a subsidiary nature to Mukit Fouz personnel in the form of medicines, equipping their Red Cross Centre at Krishnagar and also in various o. er ways.

A joint teachers' team, headed by Dr. A. R. Mullick, Vice-Chancellor, Chittagong University and President, Bangladesh Sikshak Samiti, went round some of our Universities in Uttar Pradesh and Delhi. The team included, apart from Dr. A. R. Mullick, Dr. Anisuzzaman, Janab Subid Ali, Dr. Aniruddha Ray, Profs. Sourindranath Bhattacharyya, Vishnu Kant Shastri and Anilkumar Sarkar. The joint team of teachers from Bangladesh and the Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti visited Allahabad, Aligarh. Delhi, Agra and Lucknow. The entire expenditure was borne by the Samiti

The team created an excellent impression wherever they went, and coulds create a climate of appreciation of special problems of teachers and intellectual from Bangladesh.

Our Vice-Chancellor, Prof. S. N. Sen and the President of the C. U. Bangladesh Sahayak Samiti had been to Delhi to negotiate with the U. G. C. and the Government of India the question of temporary absorption of teachers from Bangladesh in the Indian Universities. As the Education Minister was away from the country the pending problems could not be straightened and no progress could be achieved on this score. President held a Press Conference at Delhi on June 17 at Banga Bhawan where he laid a special stress on the immediate need for temporary absorption of teachers from Bangladesh, implementation of our Camp-School scheme and other Research Projects which would offer some gainful and useful occupation to the teachers and intellectuals from Bangladesh apart from keeping the teen-agers in the Camps occupied. Dr. S. N. Sen, the President of the Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti declared in the Press Conference at Delhi which was attended among others by Al Haj Lutful Huq, Sri Chitta Basu and Sri D. L. Sengupta, all M.Ps. that one of our academicians Father P. Fallon S.J., Head of the Department of European Languages could be sent out to meet His Holiness the Pope at the Vatican with our accredition. The travelling expenses of Father P. Fallon are being borne by the Lord Bishop of Calcutta. Shri N. B. Mukherji of the Radiant Process gave a quiet reception in honour of Father P. Fallon before his departure. It has come out through the All India Radio and also the International Press that Father Fallon met His Holiness the Pope already and apprised him of the situation in Bangladesh and the genocide perpetrated by the Yahya regime.

Mr. V. N. Thiagarajan, Executive Secretary, World University Service, Indian National Committee, called at our office and was highly impressed by our publications already made and also the pending programme of future publications. He also took interest in our Camp School Scheme and assured us his cooperation in these ventures

A team from International Rescue Committee consisting of Ambassador Angier Biddle Duke, Mr. Morton Hamburg (General Counsel--I.R.C), Mrs. Lee Thaw (Director, I.R.C.), Dr. Daniel L. Wadner (Professor of Surgery, Albert Sinst College of Medicine, N. Y.) and Mr. Thomas W. Phipps (an author) visited our office and discussed our various programmes of which the Camp Echool scheme attracted their attention. After several discussions they verbally assured financial help of dollars 10,000 per month and have actually handed over dollars 1,000 to the Bangladesh Sikshak Samiti as per our suggestion With this Bangladesh Sikshak Samiti has actually started seven camp school Prof. Sourindranath Bhattacharyya, Jt. Secretary and Prof. P. Sensarma represented the Samiti in discussions with the I.R.C. and are still in constant touch with the working of the programme.

Various organisations of different countries have been cooperating with us. Mention must be made of three Universities of Victoria, Australia; the Institute of Ceylonese Studies, Colombo; Friends of Dhaka University, London—asociety of eminent scholars and teachers of U.K., the Bangladesh Students Action Council, London.

The students, teachers and staff of Melbourne University, Victoria, Australia have already donated Rs. 13,265·52 as the first instalment. Thankful mention in this connection must be made of the efforts of Prof. Atindra Majumdar of that University. The Vice-Chancellor of that University and the Vice-President of the Students' Association of the same University have also taken keen interest in Bangladesh affairs.

Shrimati Nimal Perera of the Institute of Celyonese Studies, Colombo, has informed us that they have taken up a programme, 'OUT TO THE PEOPLE' and could persuade the Venerable Mahanayake (the High Priest) to address a gathering of Buddhist monks with feelings for the cause of Bangladesh.

Prof. Esra Bennathan, Director, Friends of Dacca University, Bristol, has been impressed by the data supplied by us and has assured us cooperation for academic rehabilitation of these teachers.

Besides these organisations, some individuals, as for example, Mr. A.H. Saaduddin of the University of California, Prof. Priyatosh Maitra of Otago University, New Zealand, and Prof. Naresh Nanda of London, have also been cooperating with us actively.

A number of Universities and institutions of India have come forward with extra-temporary employment of Bangladesh teachers on the basis of the relevent bio-data supplied by us. In this connection thankful mention must be made of the West Bengal College and University Teachers Association (WBCUTA), for their valued cooperation. The University of Kerala have decided to invite some Bangladesh teachers to deliver their Rabindra Lecture this year.

The WBCUTA has also given one type-writer to us on loan for which we record our sincere thanks.

Messrs. Radiant Process should be thanked for printing the 'Conflict in East Pakistan—Background and Prospects' free of cost and also for free engraving of the connected blocks and figures.

Shri Sudhir Mukherji, a Rotarian, deserves our thanks for his active cooperation with us.

Shri Nirode Mukherjee, President, Bangladesh Sangram Sahayak Samiti, Lake Gardens, has contributed Blankets and Waterproofs for Mukti Fouz. We are also thankful to him for this cooperation.

The Samiti has sent three emissaries to various parts of Europe with the complete financial assistance made available by other organisations for apprising the elites of Europe with the latest information about Bangladesh and supporting documents and photographs provided by us. First to leave the country was Father P. Fallon, S.J. about whom mention has been made earlier.

Mr. Justice Arun K. Das, a retired Judge of Calcutta High Court, has gone to London and he will visit other important cities of Europe. Though he himself is bearing all his expenditure yet he will act as our emissary.

Mrs. Ila Mitra, one of our Jt. Secretaries, has flown to Moscow. She may visit other centres in U.S.S.R.

During the month of June the Samiti has brought out the following:

1. **Conflict in East Pakistan—Background and Prospects:** written by Profs. Edward S. Mason, Robert Dorfman, Stephen A. Marglin. In fact we have reprinted this paper in the form of a booklet in collaboration with the Publicity and Information Department of the Government of Bangladesh, and we have circulated this booklet mainly to the countries in the Middle East and Africa.

2. **Bangladesh—Through Lens:** the first picture album.

The following books are in Press and will come out shortly.

1. **Bangladesh—Throes of new life:** edited by Dr. B. Ganguly and Mrs. Meera Ganguly, with a foreword from Shri Chapalakanta Bhattacharyya.

2. **Bangladesher Mukti Yuddha:** edited by Prof. Jatindranath Chattopadhyay and with a foreword from Shri Annada Shankar Roy.

3. **The second picture album.**

The undersigned along with Shrimati Mrinmoyee Bose of Shantiniketan Ashramik Sangha joined the roving team of Bangladesh teachers at Delhi, where along with the whole team they met the Prime Minister and apprised her of the problems as also the programme pursued by the Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti. We are thankful to Prof. Samar Guha, M.P., convener, National Coordination Committee for Bangladesh, for arranging this meeting. Shrimati Padmaja Naidu, ex-Chancellor of the Calcutta University was contacted She has kindly promised some assistance in the form of baby food and medicines. A Press conference had been held at Delhi on June 17 of which mention has been made earlier. Contacts were also made with the UGC and many other Government officials during the short stay at Delhi

A team of two, including Shrimati Mrinmoyee Bose of Jodhpur Park Girls' School along with the undersigned, visited Bombay. People from all walks of life could be contacted fruitfully

Nawab Ali Yaver Jung, Governor of Maharastra and Patron, Bangladesh Aid Committee, Bombay, was contacted on 29 and he assured assistance for implementing the Camp School scheme. Mr. Harish Mahindra, Chairman of the Bangladesh Aid Committee, arranged the meeting at Bombay Raj Bhawan.

Shri Salil Chowdhury, Sm. Sabita Chowdhury and Shri Manna Dey have donated the Royalty proceeds of one of their records entitled *Bangla, Amar Bangla*.

Fertilizer Corporation of Bombay—officers and workers have promised a handsome donation.

Shri Hrishikesh Mukherjee and Shri Hiten Chowdhury have promised us regular contributions.

Shri C. L. Gheewalla, Secretary, Indian Merchants' Chamber, Bombay, had helped us in contacting people and promised help to our Committee.

It was originally through Shrimati Monobina Roy, wife of Late Bimal Roy, and Dr. Ashoke Majumdar of Bharatiya Vidya Bhawan and Shri Girish Munshi, Advocate, Bombay High Court that we could fruitfully contact so many people at Bombay. Mr. Banshibhai Mehta and his wife Shrimati Sushila Mehta offered us all assistance during our stay at Bombay. Mr. R. C. Javeri also rendered useful assistance to the team.

At the Bombay University, Justice Gajendragadkar, Vice-Chancellor of the Bombay University, has kindly agreed to form a Committee, raise funds and funnel the resources through the Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti to pursue the programme we have undertaken. Our heart-felt thanks are due to Prof. Dantwalla, Prof. (Miss) Aloo Dastur, Dr. Usha Mehta and many others of the Bombay University for arranging various programmes for the team while they were at Bombay.

We offer our gratitude to the Films Division, Bombay, for giving us a few excellent photographs for publication in our picture album. It was through Shri Arun Chowdhury of the Films Division that we could get these photographs and through the good offices of Shri P. Pati. Shri W. M. Bhandare of Shantiniketan Ashramik Sangha have promised us the entire sales proceeds of their four day charity function at Bombay in October next. For this we are also grateful to Shri Ksh men Sen of Calcutta for putting the roving team in touch with Shri Bhandare. Mention must also be made of Prof. K.M. Deodhar, Vice-President of A.I.F.U.C.T.O. for what he did and promised to do in future, as also to Shri Prabir Sandell, Shri Basanta Banerjee, Mrs. Beena Banerjee, Shrimati Chitra Barua, Mr. Minoo Masani, Mr. S. V. Raju and many others.

Shri S. Ramkrishnan, Secretary, Bharatiya Vidya Bhawan, undertook to arrange variety performances in Bombay in aid of our Samiti.

Contributions were made during the period by Shree Sangha, the organisation of the teachers, ex-students and present students of Shri Shikshayatan, Sewnarain Rameswar Fatephuria College, the Radiant Process, teachers of Raja Peary Mohan College, Amta Balika Vidyalaya, Udbodhan Trust, Secretary T. C. Mugheria Gangadhar Mahavidyalaya, etc.

We need funds and a regular flow of the same. We. appeal to all here and elsewhere, in India and abroad, to undertake to funnel enough resources at our disposal so that the Samiti can carry on the laudable tasks for a period of time.

We beg to record our appreciation of the services rendered by Sri Debabrata Mukhopadhyay and Sm. Sipra Aditya for preparing the posters which formed part of the photographic exhibition organised by our Students' unit.

We shall be failing in our duties if we do not place on record the devotion with which Sri Manas Halder, Sri Anil Basu, Sri Angsuman Mallik and many of our friends from Bangladesh are working for the Samiti

Mention should also be made of the voluntary services by the supervisor and other staff of the Calcutta University.

Our Publications:

(1) ৬-দফা দাবী
(2) মুজিবরের ঐতিহাসিক ভাষণ
*(3) মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ   Re. 1·00

*(4) BANGLADESH : THE TRUTH Re.1·00

(5) CONFLICT IN EAST PAKISTAN

(6) BANGLADESH : THROUGH THE LENS

(7) BANGLADESH : THROES OF A NEW LIFE

(8) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

(9) Pakistanism and Bengali culture by Osman Jamal Rs.3·00

*(10) Bleeding Bangladesh (a picture album) Rs. 10·00

AVAILABLE AT

(a) C.U. Sales Countes, College Street.

(b) Forward Publications, College Market.

July, 1971.

The month of July was a continuation of our efforts on the four aspects of our programme: (1) Assistance to Mukti Fouz, (2) Assistance to teachers, (3) Publications and (4) Picture exhibitions. Under programme 2 we could extend facilities by supplying teaching equipments to the different Camp Schools which have already been started with financial support from the international Rescue Committee and under the direct supervision of Bangladesh Sikshak Samiti.

During the period we continue to offer assistance of a subsidiary nature to Youth Camps around the border of Bangladesh in the form of medicines, subsidiary food supplies to some camps and also in various other ways. The gradual fading out of the former Chief Minister's Committee which was doing the major work is creating a vacuum which it is difficult for us to fill up due to paucity of funds. Inspite of the hurdles we have to carry on.

Our Vice-Chancellor, Prof. S. N. Sen, the President of the C.U. Bangladesh Sahayak Samiti had been to Delhi but unfortunately the schemes for temporary absorption of Bangladesh teachers in our Universities could not be finalised. The undersigned, the Secretary of the Committee, had been to Delhi to take up with the Government and the UGC the early implementation of the various schemes sent to Delhi for approval. With the help of Shri D.L. Sengupta, M. P. the undersigned met the Prime Minister on July 22 and subsequently met Shri Chavan and Shri Siddhartha Sankar Ray—the Union Ministers. The Prime Minister was informed of the latest situation regarding the Bangladesh evacuees as far as it could be assessed by us with special reference to the teachers. The Prime Minister was very happy to note our activities and particularly she had a word of praise for our Publications. The Prime Minister advised us to meet Shri Ray—the Union Minister for West Bengal Affairs The Union Minister for West Bengal Affairs advised the undersigned at Delhi to meet him at Calcutta for a discussion in detail of the problems posed by us. Inspite of our best attempts he could give us no time and only a written note could be handed over to him at the Writers' Building, Calcutta on July 29 last. We sent a copy of the note to the Prime Minister.

Publications

The following books have been published during the period and mailed to arious world centres:

(1) **Bangladesh—Throes of a New Life**—edited by Dr. Bangendu Ganguly and Dr. (Mrs.) Meera Ganguly.
(2) **Bangladesher Muktiyuddh**—edited by Prof. Jatindra Chattopadhyay.

The second one is an anthology of the reports of personal experience of Bangladesh teachers who were the first target of Yahya.

Further, we have received 500 copies of a book 'Bangladesh and International Law written by Dr. S. K. Mukherjee, Head of the Department of Political Science, Calcutta University and published by West Bengal Political Science Association. We have mailed the book to different world addresses as per our mailing list.

Our second picture album is expected to come out shortly. Our Board of Editors are screening some more manuscripts.

Camp School Programme

This programme is receiving effective support. By now 31 schools have been started at different evacuee camps (in West Bengal alone there are 604 such camps) with the financial assistanc received by the Bangladesh Sikshak Samiti from the International Rescue Committee and with the cooperation of the local people and Camp Commandants. From the contributions received from the Melbourne University, Australia, we have distributed slates, exercise books and other materials to the students of these schools. In this connection a thankful mention must be made of Messrs Bharat Stationers of Shyamacharan De Street who have kindly supplied the articles on 'no prof.. basis.

The Publishers and Book Sellers Association of Bengal, Calcutta has agreed to supply books either free or at 'no profit' basis to the students of these schools. They are presently deciding the mechanism of distribution of the books by directly negotiating with the Camp School Directorate of Bangladesh Sikshak Samiti.

We are also thankful to the Publishers and Book Sellers Association for kindly making their Hall available to the Camp School Directorate for one day free of cost. Messrs Naya Prakash has very kindly allowed Camp School Directorate to function in one of their offices which is furnished and equipped with telephone.

A team of this Samiti consisting of D.K. Chakravarty, S.N. Bhattacharyya, Inanes Patranabis and Priyadarsan Sen Sarma met His Excellency Nawab Ali Yavar Jung, Governor of Maharastra at Raj Bhawan, Calcutta to discuss the Camp School programme in which His Excellency showed a keen interest. According to the desire of His Excellency a scheme for residential school has been prepared by Prof. P. Sen Sarma and sent to him. Shri A.K. Roy, Assistant Engineer, P.W.D. (West Bengal) has very kindly made the blue print for school and Hostel buildings. He has also made the engineering estimates. This Samiti is thankful to him for his cooperation.

We have also approached CASA with the Camp School programme which has caught their imagination. Being invited by CASA we sent Prof. Amiya Chaudhuri to attend a seminar on Bangladesh at Delhi

Bangladesh Fact Finding Committee

Our Samiti is cooperating with the Bangladesh Fact Finding Committee and has already printed some of their Questionnaires

We have sent two student representatives—Shri Manash Halder and Gautam Ghosh with the picture exhibition materials to Poona on invitation of Bangladesh Mukti Sangram Sahayak Samiti of Poona Our exhibition has been appreciated by the Samiti of Poona and they are requesting to send the exhibition to Bombay and other places of Maharastra. These proposals are under consideration.

The Samiti proposes to send a team of Bangladesh teachers accompained by some of our representatives to Bombay University very soon on an invitation from Dr P B Gajendragadkar, Vice-Cancellor, Bombay University. The Samiti proposes to send a simillar team to Ceylon along with a team of renowned musicians headed by Shrimati Kanika Bandyopadhyay who has kindly agreed to go to Ceylon

The Samiti participated in the protest rally organised by Bangladesh Sikshak Samiti and others against the sham trial of Shaikh Mujibur Rahman

Relief Work

We received clothes and other garments from Andhra University and Mahila Samiti of Sadharan Brahmo Samaj which we have distributed amongst the evacuees generally, teachers and others The Sadharan Brahmo Samaj has promised further and continous assistance We are thankful to Rector Arun Kumar Sen of the Sadharan Brahmo Samaj for this

Dr P.K Chatterji—member of the Academic Council and the Senate is contributing free medicine to us regularly Dr Bibek Sengupta - member of the Syndicate C U, Dr P K. Chatterji and Dr Probodh Roy have kindly suggested that their help will be available for treatment of serious patients from Bangladesh

Mr Kalyan Mukherji and his wife Mrs Mukherji has undertaken the responsibility of getting some sick or injured Mukti Fouz personnel treated at their cost We are grateful to them

Father P Fallon, S J has returned from his European tour and submitted a detailed report to the Committee He also held a Press Conference on July 19 at the University premises. His report was handed over to the Prime Minister at Delhi on July 22 Copies of the Report was submitted to Shri Swaran Singh and Shri Siddhartha Sankar Ray.

Justice A.K. Das, a retired judge of Calcutta High Court has also returned after touring different centres in Europe as our emissary.

Institute of Ceylonese Studies

The Institute of Ceylonese Studies, Colombo has invited a joint team of teachers from Bangladesh and from us. Prof P.K. Bose, Pro-Vice-Chancell or (Academic) will lead the team from our side.

Visitors

Mr. Kan-ichi Nishimura, an M. P. in Japanese Parliament and General Secretary, Japanese Parliamentary Group for World Government and Honorary Chairman, Council of World Association of World Federalists (WAWF) came to Calcutta on his way to Honefoss, Oslo. Prof. P. Sen Sarma received him at the Dum Dum Airport and presented him a set of English publications of the Samiti. Our books helped Mr. Nishimura to collect facts about Bangladesh.

Profs. Amiya Chaudhuri and P Sen Sarma also saw him off on July 26 on our behalf.

Prof. Setsure Tsurushima, Secretary General, Bangladesh Solidarity Front, Japan, Mr. T. Susuki, an Executive Committee member of Japan-Bangla Friendship Association and Mr Temisuka, a TV cameraman from Japan called at our office. They were presented with our publications which they would translate into Japanese and publish for campaigning in favour of Bangladesh. They have further agreed to work in close cooperation with our Samiti.

The Samiti has equipped Shri Shayamkant D More, Secretary Bangladesh Muktisangram Sahayak Samiti, Poona and also an M L A of the Maharashtra Assembly with facts and figures regarding Bangladesh, before he left for KUALA LAMPUR to attend the International Parliamentary Conference.

World University Service

Mr Thiagarajan of the World University Service is in communication with us and we hope to receive his cooperation in implementing our various schemes Prof. A.L. Basham, the noted historian, presently at Australian National University kindly visited our office and took interest in our activities. He was so impressed that he promised to raise funds and funnel them to our fund

Mukti Bahini

We have supplied during the month to different Mukti Fouz camps around Bangladesh the following

1. Transistor Radios,
2. Blankets
3. Water-proofs
4. Medicines,
5. Chaffed rice.

Financial Contributions

During the peiod under review we have received donations from the teachers and students of Melbourne University through Prof Atindra Majundar, Dr. A. Majid Khan of Victoria University, Wellington (NZ) and Prof. Priyatosh Moitra, Department of Economics, Otago University, Dunedin (NZ).

Contributions have also been received from teachers and students of Andhra University, Jawharlal Nehru University Support Bangladesh Committee, Sri Swapan Bhadra of Fertiliser Corporation of India, Chembur Trombay, Inter State Association for Cultural Integration, Bombay (through Sri Prabir Sandell) Mr. Rooj Ansari, Bombay, Indian Plastic Federation, Sri Barin Mitra of M/S Good Company and Prof. Arun Dasgupta of Uluberia College, Students of Department of Education, C.U. and of Palpara Y. S. College and the Teachers, Council Srikrishna College, Bogula (Nadia) have also come forward with their financia help.

Assistance to Creative Artists

Through the ceaseless efforts of Miss Mrinmoyee Bose, a representative of our Samiti, some of the Bangladesh singers have been introduced to AIR Calcutta Station. We thank Shri Biman Ghose of the AIR for this.

Income Tax Exemption for Our Donors

We are thankful that it has been possible for the Government of India to exempt the donors to the Samiti to the extent of their donation.

Our Emissary

A team of two, Shri Banshibhai Mehta and Shrimati Sushila Mehta are presently touring Europe as our accredited representatives.

We appeal once again to all concerned to maintain the flow of donations to the Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti so that we may carry on the tasks we have undertaken to help the victime of genocide in Bangladesh and also to help the Freedom Fighters.

August, 1971

The Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti carried on its activities on the basis of the four-fold programme: (1) Assistance to Mukti Fouz, (2) Publications, (3) Assistance to techaers and intellecturals and (4) Picture Exhibition, Added to these we have undertaken the setting up of a News Bank in collaboration with the Advertising Council consisting of the magnates in the Advertising world, Calcutta. The project is being manned by some young boys and girls from Bangladesh.

As usual we are maintaining contact with the different 'Y' camps and continuing assistance according to our limited capacity to Mukti Fouz personnel. During the month we could supply a very limited quantity of mosquito nets, boots etc. for fighters for Liberation. We have requisition for more and attempts are being made to secure resources from other Committees. The West Bengal College and University Teachers, Association and other public committees with similar objectives have been/are being approached for the purpose. Mr. Kalyan Mukherjee and Mrs Banee Mukherjee were kind enough to supply a consignment of chaffed rice and sugar which we distributed in three camps in presence of Mr. and Mrs. Mukherjee.

We regret to report that we could not bring out any publication this month but mailing of our already published literature continues as usual. We are, however glad to report that our second picture album, designed on a chrono

logica basis is now in the Press and another publication written by Dr. Ashok Mazumdar of Bharatiya Vidya Bhawan, Bombay will shortly go to the press.

Camp School Scheme

Till now 31 camp schools have been started—21 in West Bengal and 10 in Agartala. More than 400 teachers from Bangladesh could be provided hereby. It had been reported in the last meeing that His Execellency Nawab Ali Yavar Jung, Governor of Maharashtra evinced a keen interest in the Camp School Scheme. On his return to Bombay he telegraphically suggested some modifications in the scheme submitted by us which has been done and sent back to him for his consideration. We hope some tangible results in the near future.

Assistance to Teacher

Since the beginning our Vice-Chancellor Prof S.N. Sen the President of the Samiti tried his best to absorb some teachers from Bangladesh on an extra-temporary basis. He had fruitful talks with the UGC and also with the Union Education Minister on the isssue as early as in May last. Subsequently the undersigned along with others apprised the Prime Minister of the situation in June and July last. The Union Education Minister was also kept infomed of the gradually deteriorating situation. Several schemes prepared by the Calcutta University Bangladesh Shahayak Samiti with the concurrence of the Bangladesh Sikshak Samiti were submitted to the Government for temporary absorption as Visiting Fellows etc. of Bangladesh intellectuals. Unfortunately nothing tangible could be done in the matter till now. It would have been excellent if the idea mooted by the Samiti to absorb temporarily some intellectuals in the top bracket from Bangladesh in our Indian Universities was accepted by the policy framers in our country

We are, however, glad to note that the Universities of Patiala, Jodhpur, Muzaffarpur, the Indian Institute of Technology, Bombay, the Indian Association for Cultivation of Science, Calcutta, Indian Statistical Institute Calcutta, Jadavpur University have absorbed some scholars from Bangladesh. Delhi University and Jawaharlal Nehru University, Delhi also kindly offered their cooperation.

We in the circumstances stated above, continue to offer financial assistance to the teachers etc. from our own resources. We need continuing flow of funds for the purpose.

Information Bank

We have ventured organising an Information (News) Bank with cooperation and guidance from Advertising Council stated above. Sri Ram Roy of Hindusthan Thompson Associates Limited is guiding the project on behalf of publicity magnets of this region. The work centre for the purpose is situated at Netaji Bhawan, Calcutta. The leadership of the Bangladesh Volunteer Service Corps is co-operating with the scheme. They are aslo manning the Project.

Photographic Exhibition

Shri Manash Halder with our Photographic Exhibition is still touring different parts of Maharashtra as guests of Bangladesh Mooktisangram Sahayak Samiti, Poona. This has been highly appreciated. Letters of appreciation from S. P. College, Poona and from other places are reaching us.

Contacts with Foreign Organisations

We have established contacts with nearly 200 foreign Organisations working in support of Bangladesh cause.

Medical Equipments and Medicines

We have recived a message from 'Bangladesh Green Cross-London' requesting us to be ready to receive a large consignment of medicines and medical equipments.

Appeal for Woollen Garments

The winter is approaching. Already in many open camps the chill is felt We have sent out an Appeal to all educational institutions for woollen garments for (1) children (2) olds and (3) Mukti Fouz personnel. Special efforts have to be made to enthuse the Girls Institutions

Miss Marie Saton

A complete set of rolls of registered teachers from Bangladesh (from Primary to University) has been sent to Miss Marie Saton on her request. She is organising the Prime Minister of India's Relief Fund for Bangladesh.

Kerala Visit

Dr. Mazharul Islam, Head of the Department of Bengali, Rajshahi University, Bangladesh is presently touring Kerala on an invitation from the University He will deliver a course of lectures on Rabindranath in the University and receive an honorarium. This has been sponsored by us

Registration of the Samiti and exemption of donors from income tax.

During the period we have registered our Samiti under the Registration of Societies Act. We have also secured exemption from the payment of Income tax for our Donors to the extent of the donated amount.

Charity Performance at Rabindra Sadan

Two Cultural shows were held at Rabindra Sadan on August 23 and 24 last. On August 23 the show was inaugurated by Prof S.N. Sen—Vice Chancellor Calcutta University and Dr Azizur Rahman Mullick Vice-Chncellor, Chittagong University and President Bangladesh Shikshak Samiti was the Chief Guest. On August 24, Prof. P.K. Basu our Working President and the Pro-Vice-Chancellor Calcutta University inaugurated the show and Janab Amirul Islam, M. N. A. (Bangladesh) was the Chief Guest. We offer our heartfelt thanks to Nava Nalanda Group and Santiniketan Ashramik Sangha for staging the shows free of any charge on us. We also offer our thanks to the Rabindra Sadan authorities, the generous advertisers Shri Sukumar Das, Shriman B. Chakrabarti, Dr. Dhurba Lahiri, Prof. Somen Bose and many others for their kind cooperation.

Tour Projects

We are sponsoring two tour projects—one to Bombay on an invitation from the Bombay University and the other to Ceylon on an invitation from the Institute of Ceylonese Studies.

Delhi Seminar

Prof. Amiya Chaudhuri represented the Samiti in a Seminar at New Delhi on Bangladesh.

Financial Contributions

During the period we received contributions from Prof. A. Mazumdar and students of University of Melbourne, Australia. Miss Colletto Dutilla, France Probashi (through Shri K.L. Mukherjee). London, employees of the Calcutta University, Vice-Chancellor, Andhra University, Prof. Hari Kintar Nandi and other teachers of the Department of Statistics, Calcutta University, Bengali Social and Cultural Association, Prof. Pradip Mittra, Western-Australian Institute of Technology. Mr. K.L. Jaura, President, Punjab University Teachers Association, T.C., Bhawanipore Education Society College, Calcutta.

September and October, 1971

During the months of September and October the Calcutta University Bangladesh Sahavak Samiti continued its efforts on the four aspects of our programme: (1) Assistance to Mukti Fouz, (2) Assistance to teachers and intellectuals, (3) Publications and (4) Picture Exhibitions.

During the period we continued to offer assistance of a subsidiary nature to youth camps around the Bangladesh border. Practically all other public committees are fading out and the pressure on us is increasing without our capacity to fulfil the obligations. We are maintaining liaison with Shri S.C. Roy, ex-Sheriff of Calcutta who is bearing the major brunt on behalf of the Bangladesh Aid Committee of Shrimati Padmaja Naidu and the National Co-ordination Committee for Bangladesh headed by Shri M.C. Chagla with Head quarters at Netaji Bhavan.

We met Shri Siddhartha Sankar Ray, Union Minister for West Bengal Affairs at Calcutta on September 2 and submitted a note which was presented to the Prime Minister. The note contained a reiteration of our earlier submissions regarding assisting the teachers from Bangladesh originally initiated by the President of the Samiti. Upti l now no official intimation has been received at this end regarding the Government decision.

Camp Schools

The number of Camp Schools have now come to 51 including 10 in Tripura. So far 714 teachers have been provided. The Camp Schools are being run in co-operation with Bangladesh Siksahk Samiti and with major financial suport from the International Rescue Committee. If more funds are available it is possible to extend the scheme.

General Assistance to teachers and Intellectuals

Dr. P. B. Gajendragadkar before retiring from Vice-Chancellorship of the Bombay University has handed over to us a donation of Rs. 67,000 collected from teachers and students of Bombay. This is the highest contribution

made through any University and also from any single source. The second is from the Australian National University with its up-to-date contribution in several instalments of Rs. 41,000 . We are in correspondence with Prof. Tope, the present Vice-Chancellor, Bombay University and expect him to take some initiative in offering us continued assistance for aiding the teachers from Bangladesh.

Shri Jayprakash Narayan has handed over a sum of Rs. 2 lac to Mr. M Hussain Ali, High Commissioner for the Peoples Republic of Bangladesh for rendering financial assistance to the evacuee teachers in consulation with us A programme has been drawn up in consultation with Bangladesh Sikshak Samiti and is awaiting execution

Information Bank

Work of the Information Bank is progressing steadily and satisfactorily British Information Services, Calcutta has very kindly contributed copies of three newspapers covering three months each Other foreign journals and clippings are also trickling in. Now scholars and historians can use the bank for purpose of research In this connection we must record our gratitude for the service rendered by Mr. Jamil Chowdhury of Dacca University, under whose able guidance and supervision 14 students of Bangladesh are working there very efficiently Thankful mention must be made of the Press Information Department of the Government of Bangladesh for their co-operation We are financing the project as usual Bangladesh Shikshak Samiti is giving us all co-operation in the matter

Photographic Exhibition

During the Puja Vacation the exhibition was shown in Howrah Murshidabad and other parts of West Bengal

Contacts with foreign Organisations

Our contacts with various fraternal foreign organisations is only increasing and it is becoming difficult to maintain the contacts effectively as the expenditure on postage has increased

Foreign tours

Shri Sibnath Banerjee, a former teacher of Maktab-e-Habibia, Kabul in 1922 was sent as our emissary to Afghanistan in October, 1971. During his stay there he met Khan Abdul Gaffar Khan and other Afghan leaders. Shri Banerjee apprised them of the latest position with special reference to the plight of evacuee teachers and intellectuals.

Shri Purnendu Narayan Ray another emissary of ours is presently touring U.S.A., after visiting U K and other countries of Eurpope. Shri Roy has given us many new contacts A Norwegian team headed by Dr. All is presently in Calcutta with Shri Ray's reference. They have expressed a desire to set up a high protein food factory in India for producing protein food at a cheap cost. The team met the Health Ministry, Government of India. We are also taking it up with the Government.

Visitors from foreign Lands

Prof. Knud Nielson, Chairman World Council of World Federalist Association was received by Prof. P. Sen Sarma on our behalf on his arrival at Calcutta. He was taken to some evacuee camps. Prof. Nielson visited our office and had discussion with the Bangladesh intellectuals on their problems. Mr. Jack Laksirct of WSCF—Geneva, visited our office and discussed the problem of Bangladesh teachers. He was presented with a set of our publications and appreciated the same.

The undermentioned journalists visited our office and sought our help in ascertaining facts about Bangladesh:

(1) S. A. Nilsson (Stockholm)

(2) A. M. Skipper (Denmark)

(3) V.S.B. Balkert (Denmark)

(4) M. I. Ojha (Sweden)

Medical Unit

Shrimati Mrinmoyee Bose has been put in charge of our Medical Unit. It has been possible to secure a steady supply of Medicines under Instructions from Shrimati Padmaja Naidu. Mention must be made of Shrimati Lal's efforts to put us in touch with Shrimati Padmaja Naidu. The local Red Cross functionaries are giving us all co-operation.

Appeal for woollen garments

Our appeal for woollen garments sent out in September has met with some response. But the resources at our disposal are still very insufficient to cope with the huge problem during the winter. Fresh efforts are being made on this line.

Publications

We have brought out during the period the following priced publication. Pakistanism and Bengali Culture by Osman Jamal of Chittagong University. Shri Barin Mitra of Good Company has printed the Publication free of cost.

National Seminar on Bangladesh

We are organising a National Seminar on Bangladesh with financial assistance from the University Grants Commission. Teachers and intellectuals from various Indian Universities will participate in the Seminar. Some noted intellectuals from Bangladesh are also expected to participate. Prof. Jatindra Nath Chattopadhyay is working as the Convener of the Seminar Sub-Committee.

Formation of Bombay Unit of the Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti

To continue efforts to raise funds and funnel the resources through us some friends in Bombay have formed the Bombay Unit. Shri Navin T. Khandwalla is the Convenor Treasurer and His Excellency Nawab Ali Yavar

Jung, Governor of Maharastra has kindly agreed to be the Chief Patron. The Bombay unit is presently organising some Cultural shows to raise funds. The Governor of Maharashtra will inaugurate the shows.

Financial Contributions

During the period under review donations have been received from Prof. K. L. Jaura, President, Punjab University Teachers' Association, Prof. S. K. Bishnu, Jt. Secretary and Treasurer, North Bengal University, West Bengal Government College Teachers Association, Krishnagar Unit, Staff, Messrs. Good Company, Sri R. N. Bhattacharyya of London, Prof. Attin Mazumdar, University of Melbourne, Australia, apart from University of Bombay mentioned earlier. We regret to have omitted in our previous report the contribution made by the Calcutta University Supervisory Staff Association.

We need funds to carry forward with the tasks we have voluntarily undertaken and we need the co-operation of all concerned to contribute their mite regularly to our funds.

November and December, 1971

The Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti continued its work as before on the following lines during the months of November and December 1971:

(a) assistance to Mukti Bahini;

(b) assistance to Teachers and Intellectuals,

(c) publications

(d) information bank; and

(e) camp schools.

Assistance to Mukti Bahini

As is known to all, the liberation struggle was intensified by the death-defying youths of the Mukti Bahini and necessarily demands for help for various items from us from the various centres also increased. With our very limited financial resources we tried to supply with and have been able to distribute blankets, woollen garments, transistors, books and medicines to the Mukti Bahini camps at various centres in the districts of Murshidabad, Nadia and 24-Parganas around the districts of Rajshahi, Khulna, Jessore and Kushtia of Bangladesh. We have also sent books, transistors to the Directors of Youth Camps at Tura, Meghalaya. Some Mukti Bahini boys, injured in one operation received medical care and treatment through us in different hospitals of Calcutta. Dr. Probodh Ray, a teacher in the Institute of Basic Medicine and the Secretary, Board of Health including his staff gave all necessary help in our tasks.

Assistance to Teachers and Intellectuals

The programme of rendering financial assistance to the evacuee teachers and intellectuals continued during the period. We have received a sum of **Rs.1,99,900 through Mr. M. Hossain Ali the High Commissioner for Bangladesh**

in India from Sri Jaiprakash Narayan. A plan has been chalked out for the distribution of the amount in cooperation with Dr. A. R. Mallick, Vice-Chancellor, Chittagong University and President of the Bangladesh Sikshak Samiti and also of the Bangladesh Planning Cell operating at Mujibnagar. The money is being distributed to the evacuee teachers with the untiring cooperation of Bangladesh Sikshak Samiti. In this connection thankful mention must be made of Dr. Ajoykumar Ray, Secretary, Bangladesh Sikshak Samiti, Janab Anwarujjaman, Asstt. Secretary, Bangladesh Sikshak Samiti and Sri Nityagopal Saha of the said Samiti.

Publications

During this period we have brought out a photographic document on different phases of liberation struggle of Bangladesh with a brief chronology of events from 1947 to 1971 which led to the emergence of Bangladesh. Dr S.H. Sen, our Vice-Chancellor and President of the Calcutta University Bangladesh. Sahayak Samiti has written a fore-word of the book, while Janab M. Hossain Ali has given the Preface. The title of the books is "Bleeding Bangladesh". Sri N. B. Mukherjee of Radiant Process, has very kindly borne all the financial burden in producing the book. Sm. Sipra Aditya has edited the same and the renowned artis' Sri Debabrata Mukhopadhyay has drawn the sketch appearing in the front page of the book.

We have also published during the period a small booklet in Bengali "Mukti Yoddhader Prati". This is actually a collection of messages from leaders of all walks of life of Bangladesh to the valient fighters. This book has been jointly edited by Prof. Jatindranath Chatterjee of the Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti and Prof. Sukumar Biswas of Bangladesh Sikshak Samiti.

Though we could not hold any photographic exhibition during these two months collections of photos of different aspects of liberation struggle of Bangladesh and also the liberated areas continued.

Information Bank

During this period work of the bank has progressed satisfactoritly under the guidance of Dr. A. Majumdar, Reader in Physics, Dacca University. Some leading newspapers in Calcutta have covered the achievement of the Bank. Sri Durgadas Tarafdar has taken a keen interest in it and given some valuable suggestion for extending its area of activities. Mr. Ram Ray has taken up the responsibility of making photo-copies of some important news items. We have already advanced him an amount of Rs. 2000 for doing so. As the voluntary workers of the Bank have expressed their desire to take the bank to Dacca for continuing the job there, it has been decided by a meeting attended by Dr. A. K. Ray, Secretary, Bangladesh Sikshak Samiti, Janab Amirul Islam, M.N.A., Chairman, Bangladesh Volunteer Service Corps, Mr. Ram Ray and our representatives that the bank will ultimately be shifted to Dacca under the custody of the Bangladesh Volunteer Service Corps or the Dacca University.

Camp Schools

Camp schools mentioned in the earlier report functioned smoothly during his period. Only during the last part of December when the evacuees started

moving inside Bangladesh some of the camp schools also vanished in the process The International Rescue Committee has spent some sizeable amount of money for purchasing books for the students of these schools The lists of such books were prepared jointly by the Camp Schools Directorate and our representative

In this connection a reference may be made of Senator Edward Kennedy, who, in a letter to us has appreciated the efforts on these lines

Mr V N Tmagarajan, Executive Secretary, Indian National Committee, World University Service visited some of the camp schools and was very much satisfied with their functioning He has promised a sizeable financial help for educational programme for Bangladesh pupils

International Contact

At long last our continuous efforts in course of the last 9 months to awaken the people of Middle East have achieved some initial success Letters from Kuwait and Afghanistan enquiring about the details regarding Bangladesh have started coming in Probably in the near future a greater response will be forthcoming, if we continue our efforts of informing them about the reality of Bangladesh and its struggle for liberation

Our Ceylonese friend, Sm Nimal Perera has played a significant role in exposing the despicable role of Sri Tridip Ray, M N A from Chittagong Hill Tract, Bangladesh while he was on tour as Yahya's representative to Ceylon. Sm Perera has sent a Buddhist hymn of Fourteenth Century wishing the prosperity of Bangladesh to the President and Prime Minister of Bangladesh through us We have already forwarded the same to Prime Minister of Bangladesh.

Mrs. Alvin F Arnold and Mr Trevon J Walton, Secretary and Vice-Chairman respectively of Youth International Committee, New Zealand visited our office on November 30

Mr Evelyn Chatkin of the Friends of the Bangladesh Movement, Chicago Illinois, U S A was taken round some of our camp schools She promised assistance to our Samiti for carrying on our projects

During the period we met in Calcutta along with Mr Amirul Islam, MNA and Chairman Bangladesh Volunteer Service Corps, Mr John Stonehouse, a British M P of the War on Want We discussed with him our future plans for helping Bangladesh He took a keen interest in our plans

Omissions in our previous report

In our previous report we omitted inadvertently to mention that a joint tour of Bangladesh teachers and the teachers of the Calcutta University was undertaken in the month of September to Bombay and neighbouring areas Dr, A R. Mullick, Vice-Chancellor, Chittagong University and President Bangladesh Sikshak Samiti, Prof Ali Ahsan and Prof Subimal Mukherjee and Dr, Buddhadeb Bhattachayya constituted the team

We also failed to mention that Dr. Buddhadeb Bhattacharya attended the International Seminar on Bangladesh, organised by Sri Jaiprakash Narayan

at Delhi, as a representative of the Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti All expenses of these tours were borne by the Samiti.

Mujibnagar Tour

On recognition of Bangladesh Government by our own Government we sent felicitations to the leaders of Bangladesh through Janab M. Hossain Ali

On complete liberation of Bangladesh we also sent similar felicitations to Mujibnagar. Probably as a response to this we were hurriedly invited to visit Mujibnagar and met the leaders of Bangladesh Government. A team formed in haste and composed of Sri N Bose, Deputy Registrar, Sri G C Banerjee, Deputy Contoller of Examinations, Sm M Bose, Prof P. Sensarma, Sri Manas Haldar, Sri S. Mukhejee and the undersigned went to feliciate the Bangladesh Government Syed Nazrul Islam, the Acting President and Janab Tajuddin Ahmed, the Prime Minister, received the team and expressed their sincere thanks to the Samiti for what all we have been doing so long. Syed Nazrul Islam requested the team to convey his feelings of gratitude to the Vice-Chancellor, Calcutta University and to the members of the samiti. He also said that due to his pressure of work he could not visit the University inspite of his earnest desire to do so He would surely find sometime to do so in the near future when he might be to Calcutta He felt that as he was basically a teacher he had some special relationship with the academicians.

Financial and other contributions

During the period we received contributions from Istari Sat Sangh Sabha of Maharashtra, Mr [illegible] Rahman, Mr S R Paris Raman, Mr S Ullah, Mr S Prakash Khanna, Mr Iswarlal Patel, Mr N C De Mr Aluddin Mr M A. Chaudhury, Mr Munir Ali, Mr. Nareschandra Nanda, Mr. Mozaddar Ali of London, Mrs. Neepa Banerjee, Catholic University Faculty (Mons) of Belgium, Dr Nihar Sarkar of Bankok, Mr Rick Rodgers Prof. Edgar Lederer of France and Sri Jaiprakash Narayan

We need even now a continuous flow of funds from national and international sources in order to help the Bangladesh Government to tackle the tremendous task of reconstructing the new socialist democracy

Foreign Tour

One of our emissaries, Sri P N Ray, has just returned after his long tour of Europe of U S A His detailed report is still awaited

Bombay Unit of the Samiti

The Bombay Unit of the Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti is organising three cultural shows at Bombay from February 12 The Santiniketan Ashramik Sangha, Calcutta Centre is going to Bombay to stage the shows. A small team of the Samiti will also proceed to Bombay to help the organisers in Maharashtra.

Surrender of Pak Armed Forces to the Combined Forces of Indian Army and Mukti Bahini

With the complete liberation of Bangladesh some revealing facts about the killing of intellectuals of Bangladesh have been unearthed This has put heavier responsibility on this Samiti. Incidentally, it can humbly be submitted that ou

Samiti has earned the confidence of people and leaders of Bangladesh. For this reason requests for additional help for the helpless people of the liberated areas started pouring in. Teams of the Samiti composed of Dr. D. Lahiri, Sm. Mrinmoyee Bose, Prof. A. Cha .dhuri, Sri J. Chattopadhyay, Sri Manas Haldar, Sri Anil Bose and the undersigned along with some friends of the Bangladesh Sikshak Samiti composed of Dr. A. K. Ray, Janab Anwaruzzaman, Sri Nitya Gopal Saha, Dr. Anisuzzaman and many others visited the districts of Jessore, Kushtia and Khulna. In these districts we have distributed medicines, blankets, baby food and even occasional financial assistance. We have supplied the upholsteries for the hurriedly rebuilt circuit house of Kush ia. Mr. N. B. Mukherjee has borne the entire expenditure on our behalf. We have contributed financial donations to the Sahid Fund opened in several districts inside Bangladesh. Our representatives collected the first list of the intellectuals through Janab Safiuddin (Babu) Sarwar of Bangladesh killed by the Pak Army just before surrender and we could release the same to the Press here. One of our representatives Prof. V.K. Shastri was sent to Dacca and on his return he has submitted a valuable report to the Samiti about his experience.

Seminar on Bangladesh

The National Seminar on Bangladesh which was to be held in Calcutta from December 21 had to be postponed due to emergency. We now propose to hold the Seminar from April 14, 1972. It is expected that Professor D.S. Kothari, Chairman, University Grants Commission will inaugurate the seminar and some reputed teachers and intellectuals from Bangladesh will participate along with Indian scholars. Dr. A. R. Mallick Vice-Chancellor, Chittagong University has already accepted our invitaion formally.

Programmes for cooperation in rebuilding Bangladesh

According to the suggestion of Sri A. L. Dias, Governor of West Bengal, we have out ined various programmes where we can contribute effectively to the task of rebuilding Bangladesh. We feel strongly that at least for one academic session we should help Bangladesh to rebuild the academic institutions as also to sustain the famileis of the killed intellectuals. We have already submitted some papers on different problems of Bangladesh to the undermentioned people and organizations:

(1) Janab Amirul Islam, M. N. A. Chairman, Bangladesh Volunteer Service Corps: On the problems of armed young boys and relief and rehabilitation.

(1) Planning Cell of the Bangladesh Government:

(i) on cooperative farming.

(ii) on education.

Sd/-..................

Secretary

ভারতীয় রাজ্য সভায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রাজ্যসভায় বিতর্ককালে প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যবর্তী ভাষণ।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৭ মার্চ, ১৯৭১।

TEXT OF THE PRIME MINISTER'S INTERVENTION DURING THE DEBATE IN RAJYA SABHA ON MARCH 27, 1971.

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs, Minister of Planning and Minister for Information & Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi):

Mr. Deputy Chairman, Sir, we have watched the happenings in Pakistan earlier, that is the election in East Bengal, with great admiration and hope that it was the beginning of a new future for the whole country, a future which would make them more united and strong. But as my colleagues Sardar Saheb, has said, far from leading into this brightness they have turned along a dark path, a tragic path, bringing suffering—in fact, perhaps, suffering is too small a word—to an entire people. I am sure hon. Members will appreciate that however heavy our hearts may be, however deeply we may be sharing the agony of the people there, it is not possible for the Government to speak in the same words as hon. members can do. In fact, it is because we are so deeply conscious of the historic importance of this moment that we are, at the same time, aware of the seriousness of the situation when a wrong step, a wrong word, can have an effect entirely different from the one which we all just intend.

The House is aware that we have to act within international norms. It is good to see that the Parties here have expressed certain views For instance, the Swatantra Party has expressed admiration for the socialist programme of Shri Mujibur Rahman. The Jan Sangh has supported his secular policy and have also said that the people of East Bengal are their brothers. I hope they will extend the same sympathy to all the people of our own country too. As I said earlier, we are not unaware of what is taking place in East Pakistan and of what it means not only to the people there but the danger that it holds for us, not for any one part of our country but for the entire country. So we are interested in this matter for many reasons, firstly as one Member has said, that Shri Mujibur Rahman has stood for the values which we ourselves cherish the values of democracy, the values of secularism and the values

of socialism. We are also concerned with the truly wonderful and unique way in which the people there had stood behind him and behind these values. We are no less full of sorrow and grave concern and even agony at what is happening there but I can only apeal to the hon. Members that this is not a moment when the Government can say anything more and whatever the Government may or may not be able to do, it would not be wise if this becomes a matter for public debate. I do not think that hon. Members expect us to give replies to the various questions that were asked. I think the purpose of this discussion was more that we should know their mind and hear their suggestions. As hon. Members know, I held a meeting this morning with the Leaders of the Opposition which I hope to continue. We are as closely in touch with the happenings in East Bengal as is possible in this situation and I hope to keep closely in touch with the leaders of the Opposition as well as other Members who would like to come and meet us so that we can know their minds. We cannot always, I must admit, give our mind but we will certainly tell them as much as is possible in this situation.

SHRI MAHAVIR TYAGI : Can she assure the House that the air spaces of India would not be allowed? *(Interruption)*

SHRIMATI INDIRA GANDHI . I can assure the hon. Member and this House that there is no intention to resume the permission.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব।	রাজ্যসভার কার্য বিবরণী।	৩১ মার্চ, ১৯৭১।

No. 8 MARCH 31, 1971

RESOLUTION *RE*: RECENT DEVELOPMENTS IN EAST BENGAL

THE PRIME MINISTER ATOMIC ENERGY MINISTER OF HOME AFFAIRS, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : Mr. Chairman Sir, the tragedy which has overtaken our valiant neighbours in East Bengal so soon after their rejoicing over their electoral victory has united us in grief for their suffering, concern for the wanton destruction of their beautiful land and anxiety for their future. I wish to move a Resolution which has been discussed with the leaders of the Opposition and, I am glad to say, approved unanimously.

Sir, I beg to move the following Resolution :

"This House expresses its deep anguish and grave concern at the recent developments in East Bengal. A massive attack by armed forces, despatched from West Pakistan has been unleashed against the entire people of East Bengal with a view to suppressing their urges and aspirations.

Instead of respecting the will of the people so unmistakably expressed through the election in Pakistan in December 1970, the Government of Pakistan has chosen to flout the mandate of the people.

The Government of Pakistan has not only refused to transfer power to legally elected representatives but has arbitrarily prevented the National Assembly from assuming its rightful and sovereign role. The people of East Bengal are being sought to be suppressed by the naked use of force, by bayonets, machine-guns, tanks, artillery and aircraft.

The Government and people of India have always desired and worked for peaceful, normal and fraternal relations with Pakistan. However situated as India is and bound as the peoples of the subcontinent are by centuries old ties of history, culture and tradition, this House cannot remain indifferent to the macabre tragedy being enacted so close to our border. Throughout the length and breadth of our land, our people have condemned in unmistakable terms, the atrocities now being perpetrated on an unprecedented scale upon an unarmed and innocent people.

This House expresses its profound sympathy for and solidarity with the people of East Bengal in their struggle for a democratic way of life

Bearing in mind the parmanent interest which India has in peace, and committed as we are to uphold and defend human rights, this House demands immediate cessation of the use of force and of the massacre of defenceless people. This House calls upon all peoples and Governments of the world to take urgent and constructive steps too prevail upon the Government of Pakistan to put an end immediately to the systematic decimation of people which amounts to genocide.

This House records its profound conviction that the historic upsurge of the 75 million people of East Bengal will triumph. The House wishes to assure them that their struggle and sacrifices will receive the wholehearted sympathy and support of the people of India.

The questions was put and the motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : The Resolution is passed unanimously.

SHRI MAHAVIR TYAGI (Uttar Pradesh) : Hearty congratulations.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ থেকে বিপুল সংখ্যক শরনার্থীর আগমনের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রম ও পুনর্বাসন মন্ত্রীর বিবৃতি।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৪ মে ১৯৭১

STATEMENT MADE BY THE SHRAM AUR PUNARVAS MANTRI (LABOUR AND REHABILITATION MINISTER) ON MAY 24, 1971, IN THE RAJYA SABHA IN RESPONSE TO THE CALLING ATTENTION NOTICE, BY SRI D. D. PURI AND OTHERS REGARDING THE GRAVE SITUATION ARISING OUT OF THE HEAVY INFLUX OF REFUGEES FROM EAST BENGAL TO INDIA.

Following the internal strife in East Bengal and the subsequent unspeakable atrocities let loose by the Pakistan Army there from the last week of March, 1971, large numbers of refugees have been entering the border States of West Bengal, Assam, Meghalaya and Tripura. The influx was only nominal up to the middle of April, when it started gathering momentum. The pace at which the influx has built itself up will be evident from the following figures :—

(i)	Week ending	17-4-1971	1,19,566 Persons
(ii)	Week ending	24-4-1971	5,36,308 Persons
(iii)	Week ending	1-5-1971	12,51,544 Persons
(iv)	Week ending	7-5-1971	15,72,220 Persons
(v)	Week ending . . .	14-5-1971	26,69,226 Persons
(vi)	Week ending	21-5-1971	34,35,243 Persons

Up to 21-5-1971, 34·35 lakh persons have entered India as refugees from East Bengal. Approximately 50 per cent of them are staying in relief camps, and the rest outside the camps with their friends and relations.

The Government of India have decided on humanitarian considerations to extend necessary relief assistance to these refugees in the shape of improvised shelter and food. In addition, arrangements have been made to provide medical assistance and steps have been taken to control epidemics. Supply of milk powder has also been arranged for children. pregnant and nursing mothers and the sick. Other essential articles of daily use, e.g., clothes, utensils etc., are also being supplied in deserving cases. The extremely heavy expenditure involved in providing relief assistance to these refugees, whose number is mounting every day, is causing a severe financial strain on India's economy. The Government of India have, therefore, urged the United Nations and Foreign Governments, through Indian Missions abroad, to share the responsibility in tackling this vast refugee problem which should be the concern of the International Community.

The Government of India hope that these refugees will be able to return to their home-land within a period of 6 months or earlier, as soon as favourable conditions are available in East Bengal. Keeping this in view, the Government

of India have prepared an estimate of about Rs. 132 crores which will have to be spent on necessary relief assistance to these refugees for a period of 6 months These estimates have been conveyed to the UNHRC Delegation which recently visited India and made an on-the-spot study of the situation by going round the refugee camps in the border States of West Bengal, Assam and Tripura On the basis of their study and these estimates, the United Nations have already issued an appeal to all Member countries for contributing liberally for relief operations among the refugees from East Bengal. It is hoped that the response will be favourable and other foreign countries will come to India's assistance in tackling this terribly tragic human problem which has assume colossal propotions

In order to cope with the immense problem of refugee relief, a Branch Secretariat of the Department of Rehabilitation has been set up at Calcutta with an Additional Secretary in charge The Branch Secretariat is co-ordinating the efforts of the border State Governments and stepping up all work in providing relief The Governments of our border States of West Bengal, Tripura, Assam and Meghalaya are all doing their bit and have the assurance of the Government of India of full support in their exxtremely difficult and taxing relief effort

---

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশকে স্বীকৃতির দাবীর প্রশ্নে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর জবাব।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	২৫ মে, ১৯৭১

FOREIGN MINISTER'S REPLY TO THE SHORT DURATION DISCUSSION REGARDING DEMAND FOR RECOGNITION OF BANGLA DESH IN RAJYA SABHA ON MAY 25, 1971.

Mr. Deputy Chairman, Sir, the speeches that have been delivered by the hon. Members representing different political parties reflect the general sentiment that prevails in the country. This sentiment is the natural and spontaneous expression of sympathy for those in Bangla Desh who have suffered so grievously and have faced the babarous atrocities and ruthlessness of the military regime. Historically the whole situation has been analysed in bits by the hon. Member who have participated in this debate

Here is a situation which has arisen because the Awami League Leadership got such a solid majority. It appears that the fault of the Awami League was their support by the people of Bangla Desh and the result of the elections was so solid that it confounded the military regime. Although President Yahya Khan initiated some talks.

I agree with the analysis put forward by my esteemed friend, Shri Jain, that it appears, in retrospect, that when these talks were going on, military reinforcements were being moved from West Pakistan to East Pakistan and suddenly the talks were broken off and the military machine with its modern ruthlessness was unleashed against the unarmed people of Bangla Desh. The atrocities that have been committed have been testified to not only by the hundreds and thousands of unfortunate people who have sought shelter in India but by independent observers from various countries of the world. Groups of people who happend to be stationed in Bangla Desh at the time when the military action against the defenceless peoples started, they have given out their testimony their evidence of the ruthlessness with which the military machine was swung into action against the people of Bangla Desh. Although the foreign correspondents some of whom happened to be stationed in Dacca, were swiftly asked to leave Bangla Desh and Dacca and therefore a veil of secrecy was sought to be maintained by the military regime even then those groups of foreign correspondents who visited Bangla Desh several days after the start of the operation that have come out with stories which have rocked the entire world and if I say so, the general public opinion in the world has been more alive and more responsive to the situation than the cautious Governments of various countries. I would like to pay a tribute to the independent journalists and several other foreigners who have given faithful accounts of the happenings in Bangla Desh. It is because of the manner in which these accounts appeared in the British press and the American press and the European press and even in several countries of Asia that slowly the reality is coming out and it also appears that this is having some influence upon the Government leaders of the world. I would like here to share one piece of information with this hon. House. It is true that many Government leaders have not come out openly in criticism of the action taken by President Yahya Khan's military regimein Bangla Desh but it is a fact that a fairly substantial number of world leader

in Government have assured us that they are aware of the happenings in Bangla Desh and they have further laid that they are using whatever influence they have with the Pakistan Government to impress upon them the futility of the pelity pursued in Bangla Desh.

As a matter of fact some of them have gone to the length of remarking that the policy pursued by the military regime of Yahya Khan, if it has achieved any thing, has created a situation where Pakistan after this military oppression against the people of Bangla Desh will never be the same Pakistan and all these steps are bound to embitter further the feelings of the poeple of Bangla Desh and no amount of supression and oppression can subdue the will of the people and if the military regime and the Government of President Yahya Khan thinks that they can for all time suppress the voice of freedom raised by the valiant fighters in Bangla Desh then they are sadly mistaken. These fires of freedom, these flames, once they are lit, their intensity might be lowered but they never go off. That is the history of the world and the oppression and suppression undertaken by the military regime is not likely to subdue the forces of freedom and the forces that stand for democracy in Bangla Desh. In this situation we are faced with this sad spectacle where, as the Prime Minister pointed out in her statement in this House yesterday, the problem, which was described all the time by Pakistan as an internal affairs of Pakistan has now become our internal problem and it will be naive for anyone to suggest that this problem that is faced by Bangla Desh and by India is an internal affair of Pakistan. In the situation in which millions of people have found it necessary to flee from East Bengal for their safety and seek refuge in India for anybody to argue that it still continues to be an internal affair of Pakistan is something which cannot be accepted and we have categorically said so. The Prime Minister has very clearly said in her statement that this is a situation which cannot be tolerated on the ground that it is an internal affair of Pakistan. In this situation where such vast number of evacuees or refugees are in India we cannot accept the Pakistan position acquiesced in and supported by certain other countries and somewhat in a subdued tone that this is an internal affair of Pakistan. This is something which is totally unacceptable to us.

It is in this background that we have clearly taken this matter up with other countries that this is a matter in which they must act in such a manner that Pakistan has the requisite pressure put on her to create conditions in which in the first place this situation of pushing out people comes to an end straightway. Secondly, conditions must be created under which all these people who have left Pakistan should feel secure that they can go back and they can live in that part of the world because they are citizens. Thirdly, we have made it absolutely clear that we cannot and we will not accept this as our permanent responsibility. This is as much the responsibility of the international community, and whole it is true that India on account of its traditions of toleration would be prepared to give temporary succour and relief to these people, the burden must be shared by the international community because it is an international problem, not a national problem of India. It is in this perspective that we have to view the entire situation.

In the first place it is not customary when we are dealing with such vital problems to disclose or to enunciate all the steps that should be taken if X does not come about or Y doet not come about. It is neither wisdom not is it practical. If you fist say, well, this thing should be done by the international community and if it is not done, then what do I intend to do, even

that has been said very clearly but with a great sense of responsibility by the Prime Minister in her statement where she has said that we appeal to the international community to see the reality of the situation that this is a matter which should be the concern of the entire international community, this burden of refugees; that this evacuation must come to an end and conditions must be created where these people can go back in safety but if they do not succeed, then we reserve the right to take whatever action we might consider appropriate, and that is the important part of the Prime Minister's statement. It is very easy and perhaps I would say very catching to ask me as to what I will do or the country do if we do not succeed in that. Those matters are not discussed in this open manner and we cannot proceed on this basis that Pakistan will be so intransigent or, if I may use the expression, so unwise that they would ignore easily the will of the international community, provided the international community can be mobilised to realise the seriousness of this problem, and it is in this direction that we have to concentrate our attention.

Mr. Varma with his experience of the functioning of Government and also experience of Parliaments knows fully well that no one can say anything about what has happened in the Cabinet, and it is idle for him to expect of me to say what are the opinions expressed in the Cabinet. The Parliament should not have any interest in what goes on inside the Cabinet because it is the Government that matters, and whatever may be the individual opinion of any individual member, so long as I say something I speak on behalf of the Government not on my behalf or on behalf of anybody else. But I would at the same time like to take this opportunity to say that any suggestion of the type made. by Shri Rajnarain and obliquely referred to by Mr. Varma is totally unfounded.

In this respect all the members of the Government are of one mind and there is no difference of opinion. This is a favourite pastime of some friends who might be friendly to us but obliquely critical of us and also of some others to do some kite-flying in the hope that, well, somebody might contradict or confirm it. We do not fall into that trap. Because some body says something, the responsibility should be cast upon me either to contradict it or confirm it, is a position which is totally unacceptable to any member of the Government. So long as Government decisions are there, Parliament should not at all be concerned about the discussions which precede the ultimate evolution of the decisions or the formulation of the final decisions. That should be accepted as Government policy.

I have given a great deal of thought to the problem that has been posed by hon. Members. It is a fact that will of the nation was reflected in the Resolution which was unanimously adopted in both Houses of Parliament in the March Session and thereafter describing the situation, we had pledged our full sympathy and support to the people (Interruptions from Shri Chitta Basu) Mr. Chitta Basu, we should treat this matter a little more seriously.

Do not interrupt please. Have patience.

Now, what is that Resolution? I would like to recall the Resolution because memories are generally short and sometimes we are prone to forget our own resolve. After describing the other things, we say—

> "Bearing in mind the permanent interest which India has in peace and committed as we are to uphold and defend human rights, this house demands immediate cessation of the use of force and of the massacre of defenceless people."

This was the unanimous demand of the House—

"This House calls upon all peoples and Governments of the World to take urgent and constructive steps to prevail upon the Government of Pakistan to put an end immediately to the systematic decimation of people with which amounts to genocide."

That is, we have called for the cessation of the use of force and have also appealed to all the Governments of the world and to the people of the world. This we have faithfully carried out because we have taken it up with most of the Governments. We have taken it up in the United Nations and in the ECOSOC Social Committee; this matter of violation of the human rights has been taken up with them.

"This House records its profound conviction that the historic upsurge of the 75 million people of East Bengal will triumph."

We still continue to stick to this view that it will triumph.

"The House wishes to assure them that their struggle and sacrifices will receive the wholehearted sympathy and support of the people of India."

They have undoubtedly received the sumpathy and support of the people of India So, there is no doubt, there should not be any doubt in the mind of anybody, that there has been any slipping on the part either of the Government or the people of India in the resolve unanimously expressed in this Resolution.

On this question of recognition of Bangla Desh so much has been argued and argued with a great deal of emotion and some honourable member have marshalled facts This is a question about which we have not the intention to adopt a purely argumentative style. It is not the intention of the Government to try to reply to the various arguments. That does not mean that there are no counter arguments to some of the points that have been urged by honourable members. But we have to approach this problem from a rather bigger angle and we have already enunciated our position in reply to a question which was tabled in the Lok Sabha and a similar question is coming up for reply in this House tomorrow. We are clarifying our position. Our position in a nutshell is that the situation does continue to be fluid. We continue to give our thought to this aspect from time to time. We are constantly in touch with the situation and there is no fixed position in this regard. And if at any time we feel that it is in the interests of peace, it is in our national interest and it also helps the people who are fighting for their freedom, we will not hesitate to take the step even in regard to recognition. But this is a matter in which we have to take all aspects into consideration and as soon as the Government feels that a situation has been reached and a stage has been reached when we should formally recognise the Government, we will not hesitate to do that. There are certain norms that have to be carefully weighed although there are no hard and fast rules even according to international standards. But things like the extent of territory that might be under its control, the extent of support, the quantum of writ that runs, what it actually means, these are all factors which have to be carefully weighed before a formal decision of that nature is taken. We have also to carefully weight the repercussions of it on our relations with even West Pakistan because we have a long border with them, and if we recognise a part of another country which

by the United Nations is accepted as one country. It is quite obvious that that country whose part is recognised as a sovereign, independent country, will react. It should be quite obvious to us and it need not be spelt out by me. All these are considerations which cannot be lightly brushed aside, however strongly one might feel at an emotional level on an issue of this nature. I would not go into this matter any deeper. I would like to repeat what we have said on this issue that this is a matter about which we give a great deal of thought from time to time and if at any stage we feel that a step in the form of formal recognition is necessary, we will not hesitate to take that step. With these words, Mr. Deputy Chairman, I conclude. I do not want to detain this House any longer.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারতে পাকিস্তানের বিপ্লবী তারিক আলার গোপন উপস্থিতি এবং কোলকাতায় তার বক্তৃতার ওপর আলোচনা।	রাজ্য সভার কার্য বিবরণী।	৩১ মে, ১৯৭১।

REFERENCE TO REPORTED SECRET PRESENCE AND STATEMENTS IN CALCUTTA OF MR. TARIQ ALI A. REVOLUTIONARY FROM PAKISTAN

MR. A.G. KULKARNI (Maharashtra): Sir, I was mentioning earlier that a very serious news appeared in the press on 10-5-1971. A similar news was coming from border areas and Bangla Desh that the struggle in East Bengal may move closer to the Assam border. This is the statement made by the Chief Minister of Assam. I wanted particularly to draw the attention of the Home Minister to a statement of Mr. Tariq Ali who was staying in India, in Calcutta, secretly. He is a revolutionary leader from Pakistan. He stayed in India secretly and he had negotiations with Naxalites. He had also contacts with the East Bengal Naxalites. I want to quote what he said. He suggested the creation of a revolutionary front of both East and West Bengal to pave the way for a united socialist Bengal. This news is very damaging to the policies of this Government. Now I want to know from the Government what it is doing in this matter

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, this is a matter on which you should direct the Government. An article has appeared the day before yesterday in the Hindustan Standard by Tariq Ali and in that article all these things are said apart from the alleged interview which has been managed by some people. Now Tariq Ali is not an Indian citizen How did he come to India? Who gave him the visa? How did he seek entry here? Nothing is known although the Government should know it. This is one point. Secondly, I should like to know whether the Government has found out from the British Government as to how Tariq Ali left—he must have left either by sea or by air. That can also be found out from the British Government. It is clear that he has come here with a very disruptives slogan which will harm Bangla Desh struggle, which will harm everybody. He stated that Bengal should be a united entity, a socialist republic, independent. He wants to separate West Bengal from India. This is an uterly disruptive slogan and one should take it extremely seriously. This kind of a slogan today is harmful from the point of view of the struggle for Bangla Desh. The Government, in fairness, *suo motu*, should move in this matter. I am very glad that my friend has raised it here. Tariq Ali claims to have been sent here by what is called the Trotskyites International which is well known for disrupting any great struggle. Now he has said, "I have come here with this mission and assignment. Everybody knows that this young chap is a very able man in some respects. He can do quite a lot of mischief. I have read his book on Pakistan and also other material. I do not know what the Central Government is watching . They should take serious note of this because there is something behind it. Just at this moment the raising of the slogan of uniting the two Bengal into a socialist Bengal outside India, as a separate entity altogether is highly disruptive. I think this should be fought politically and ideologically. The Government should take note of it and keep track of it because Tariq Ali has come here from England. Facilities he must have got. Somebody must have given him the facilities to come here; otherswise, this man

has been watched in England. He has not been allowed to enter France or Germany. How is it that the British Government allowed him to leave from an airport or by ship just at this moment? I am not making any question as to his other *bona fides*. His politics is bad enough. The Government should deal with this question.

SHRI KRISHAN KANT (Haryana): Sir, this question has been rattling the minds of many people in this country. I am sorry till now there is no statement from the Government whether Tariq Ali even came to India or not. My filling is that it is a deeply laid Chinese game involving both Mohammad Toha and Tariq Ali in order to weaken both Bangla Desh and West Bengal so that the Chinese can fish in the troubled waters in these areas. That is why I said in my speech on the last occasion that government should take immediate steps for the solution of the Bangla Desh problem. In the desire to prolong the movement in Bangla Desh Mohammad Toha and Tariq Ali will weaken the whole of India. I would like to know how Tariq Ali came here and after he came how he went back to write articles.

SHRI BHUPESH GUPTA : Going back is not important,

SHRI KRISHAN KANT: The whole operation of coming here, visiting people and going back is important. I would request the home Minister to investigate into this.

SHRI A.G. KULKARNI: The Home Minister is here. He should make a statement. He must say something.

SHRI BHUPESH GUPTA: Trotskyites have sent him. When the Spanish civil war was being fought, Trotskyites disrupted it. The Trotskyites disrupted the United Front in France when they were fighting Fascism and Hitler. The record of Trotskyites is disruption of great mass struggles. This, I fear, is something going to be attempted here in this country.

SHRI KRISHAN KANT: The Minister must come out with a statement.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS SHRI K. C. PANT: We have no information that this matter will be raised. Therefore, I cannot make any statement.

SHRI A. G. KULKARNI: Will you promise any inquiry? I can understand that he has no information. But when Members of Parliament bring this to his notice, he should inquire into this. It is a national demand.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What would be the attitude of the Government to the points made here? Do you want to make any statement?

SHRI K. C. PANT: There are so many avenues open to Members to put questions, calling attention notices, etc. We do not have any previous intimation that the matter is going to be realised here. We have to be very careful and see that whatever we say here is properly processed and for that purpose we have to come prepared for these things. I would not like to make any *impromptu* statement. I agree with the sentiments expressed by some honourable friends that anything that is said or done which militates against the success of the movement in Bangla Desh or which directly or indirectly

seeks to impair the unity of our country is something which is serious and which we have to take serious note of and we shall take serious note of it and whatever steps will be necessary will be taken.

REFERENCE TO WITHHOLDING OF CORRESPONDENCE ADDRESSED TO MEMBERS OF PARLIAMENT

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) This is a point for you to consider as Members of Parliament we do get correspondence from very many people all over the country. Today in the 'Patriot' there is a news that some political workers belonging to tribal community from an Andhra jail had sent me a copy of the memorandum they have submitted to the Prime Minister. A copy had also been sent to the General Secretary of our party, Shri Rajeswara Rao. I checked up with him. Neither Shri Rajeswara Rao nor I received the said copy of the letter which the prisoners have sent from the jail. It seems that they have stated in this communication that they are supposed to be Naxalites, that they have changed their political views and they have disowned such kind of wrong techniques. This is very important. Now, who has withheld this communication? Surely, it has been withheld by somebody either in the Central Government or the State Government. I would, therefore, request the Home Ministry, through you, that they should intervene in this matter to find out who is responsible for withholding this communication sent by some political prisoners from a jail to the General Secretary of our party and to me as a Member of Parliament. I hope some inquiry will be made.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is lunch time now.

SHRI BHUPESH GUPTA: Shall I get the letter? It had been sent to me.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI OM MEHTA): I will try.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will continue after lunch. The House stands adjourned till 2-15 P.M.

The House then adjourned for lunch at twenty minutes past one of the clock.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ থেকে বিরত থাকার ভারতীয় আহবান ব্রিটেন কর্তৃক প্রত্যাখ্যানের ওপর পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিংয়ের বিবৃতি।	রাজ্য সভার কার্য-বিবরণী।	১ জুন, ১৯৭১।

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Refusal by the Government of U. K. to suspend aid to Pakistan.

SHRI N. R. MUNISWAMY (Tamil Nadu) Sir, I beg to call the attention of the Minister of External Affairs to the refusal by the Government of U K to suspend aid to Pakistan on a suggestion reported to have been made by the Government of India in a view of the present situation in Bangla Desh

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SADAR SWARAN SINGH Mr Chairman, Sir. the Government of India has been in constant touch with foreign governments, including the British Government, on the events in East Bengal. One of the points which we have emphasised is that those countries which are in a position to do so should use their influence with the Government of Pakistan to persuade the rulers of Pakistan to stop military action against the unarmed people of East Bengal and to solve the problem politically and not by the use of force We have also been pointing out that economic help to the rulers of Pakistan to rehabilitate the shattered economy of Pakistan as a result of their military action in East Bengal would, in the circumstances prevailing in Bangla Desh, amount to condoing their oppression and will make them more intransigent and enable them to divert economic help for military purposes, thus prolonging the conflict

It has been stated in the British Parliament that it is the British Government's objective to do everything possible to bring about a political solution and that it has been British policy to deal with aid regardless of the political aspects of a country's national life It also believes that the reconstruction of the Pakistan economy cannot be undertaken till stability has been restored.

SHRI N. R. MUNISWAMY From the statement I gather this impression that the proposal was sent not only to U.K but to other world powers also

[MR DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

Practically this is a refusal by them to accept our proposal. Whether you call it refusal or not, they have not conceded to our proposal. Because of this refusal, in one sense the relationship between India and U.K is getting, deteriorate Certainly it also gives the impression that the U.K. now recognises that either side of the Bengal frontier would become one of the world's trouble sports and it might lead to several years for its settlement. If that is so, I would like to know from the hon. Minister whether instead of going in for a political settlement, any settelment could be arrived at through negotiation with the permanent members of the Security Council so that some quiet amicable settlement is reached either through the UNO or through other agencies Lastly I would like to know whether our government will see that this flow of refugees is arrested by negotiating ourselves with other countries.

SARDAR SWARAN SINGH: There is nothing by way of information that the hon. Member has asked. He has given several suggestions. We will give careful consideration to those suggestions and will try to benefit by them.

SHRI N. R. MUNISWAMY: What is the reaction of the Government of India to all the suggestions that I have geiven?

SARDAR SWARAN SINGH: Our reaction is that we will give due consideration to his suggestions.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): Sir, the statement that was made by the Minister is most sad. It is an attempt just to evade the main issue and to digest an insult by not trying to find fault with U.K.

Sir, may I know from the Government particularly this fact, whether they are aware that the attempt by the Government of India to rouse the international community to come to the assistance of the Indian Government in solving the Bangla Desh problem is coming to such a grief that no world power is comming to our assistance to the required level? Sir, in Rhodeshia or South Africa such killings and such injustices are going on but no world power, for its own national interest, has taken courage to help them So Sir, I want to know .

SHRI A.D. MANI (Madhya Pradesh). Sir, ...

SHRI A. G. KULKARNI: What do you want Mr. Mani?

SHRI A.D. MANI: I was rising only to support you.

SHRI A. G. KULKARNI: I do not require you support

MR. DEPUTY CHAIRMAN · Order, order, please

SHRI A G KULKARNI : I can support myself very well. Sir, I want to particularly ask whether the Government will agree that the attempt to rouse the world community on this matter is having lukewarm sympathy and particularly the U K is at fault and whether the Government is agreeing to my proposal Sir, very recently I had gone abroad . .

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : Where did you go ?

SHRI A G. KULKARNI : I will tell you afterwards. There I found, Sir, that the U K. Government is losing interest in the Commonwealth and it is the Commonwealth through which our Indian sub-continent has been linked with the U.K.'s sphere of influence and that is why they are influencing the Americans and the Americans are going on their line. This is very important Sir, and I would like to know whether the Government will make a reappraisal of their attitude to the U.K.

Then, Sir, I want to know whether the Government of India will react strongly towards the U.K. Government because Mr. Wilson has prevented Shri Jay prakash Narayan from addressing the World Peace Conference. This is very much insulting and this is something which we cannot digest. They are the culprit and it is because of the imperialistic attitude of the U.K. Government,

whether they are the Labour Group or the Conservative Group. Sir, my point is that the Government of India has to take certain decisions in this connection to keep up our prestige and also help the Bangla Desh people to form a government of their own.

Then, my third point, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I think these are enough.

SHRI A.G. KULKARNI : Sir, the last point that I wanted to mention is that the Government will be well aware that up to now it is reported that Rs. 12 crores has been received. I can understand that it is a staggering problem and the amount that is required is a staggering amount. So, will the Government of India take any political decision or will they take any other action to solve this Bangla Desh problem? They should do something instead of knocking at the door's of the other countries of the world where there is lukewarm sympathy where they are trying to pull the chestnuts out of the fire and they are not helping India, in this......(*Interruptions*).

SHRI BABUBHAI M. CHINAI (Gujarat) : Sir, I am on a point of order. While a Calling Attention Motion is descussed, a Member is allowed to seek clarifications only. Is he allowed to make such long speeches ? He says that he is against all monopoly and monopolists. But he is monopolising the time of the House.

(*Interruptions*)

SHRI BHUPESH GUPTA : It is perfectly in order, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Order, order, please.

SHRI BABUBHAI M. CHINAI : Mr. Deputy Chairman, Sir, I do not want Mr. Bhupesh Gupta's ruling ; I want your ruling only

SHRI BHUPESH GUPTA : It is the ruling only that I am objecting to. I say that it is perfectly in order. If he has said less, it would have been an injustice to the national cause.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Order, order, please. It will be desirable if the hon. Members do not make long observations and confine themselves to questions only so that we can accommodate a large number of members.

SOME HON. MEMBERS : Yes, Sir.

SARDAR SWARAN SINGH : Sir, I agree with the hon. Member when he made the observation that the response from the international community has been lukewarm. But I am not quite sure whether his observation that the U.K. is losing interest in the Commonwealth is correct.

SHRI A.G. KULKARNI : Why not ?

SARDAR SWARAN SINGH : I do not accept that. Please try to understand The real point is that the hon Member is not authorised by the U.K. to say that they have lost interest We know from informed sources that they continue to have interest

Then, the second question that is asked is whether the Government is prepared to take some strong action in relation to our attitude to U K...

SHRI BHUPESH GUPTA Sir, on a point of order. The hon, Minister should not say this thing (*Interruption*) He says that the U.K. has not authorised him to say that the U.K. has lost interest in it Is anybody authorised to say that Islamabad has no faith in democracy .

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN . Order, order, please

SHRI CHITTA BASU (West Bengal) . Listen to the reply

MR. DEPUTY CHAIRMAN . Please sit down, Mr Chitta Basu.

SARDAR SWARAN SINGH : Then, I am constrained to remark that his expression that I should not be guided by South block is unfair to the members of the Foreign Service And to imagine that the Minister or the Government should not be serviced by their own civil servants or members of the Foreign Service is, I think, an unkind cut We can take any attitude in Government as we like. But there is no use of having these digs at the members of the Foreign Service. They carry out Government policy and they are responsible for the implementation of these policies

DR BHAI MAHAVIR (Delhi) : It is too flattering for the Ministers also

SARDAR SWARAN SINGH I don't know it may be, perhaps, castigating for the Opposition Should I take it that way ?

Then, he said that we should take some strong action I don't know what precisely is meant by that

SHRI A.G KULKARNI Take the Bangla Desh

SARDAR SWARAN SINGH : That has got nothing to do with Bangla Desh. You are talking of our attitude towards U.K. We have received some amount. The question is what other steps we should take to solve the problem. Obviously, we have to continue to create consciousness amongst the international community about their responsibility in this respect. It is important that we should try to mobilize international opinion against Pakistan to make them refrain from carrying on their military oppresion against the unarmed people and also to take such steps by which a situation is created; so that the refugees who have now come to India should go back. The political situation should be such that they should go back and we should not hesitate to mobilize the entire international community in support of this because we are on firm and just ground. Apart from whatever money might be contributed

by the international community to look after these refugees, this is the most important part in which we should enlist their support.

Lastly, his question is something which is beyond me. He says that unless this matter is sorted out with the U.K. our problem in Bangla Desh cannot be resolved. I do not think that he should feel so helpless that our attitude in relation to Bangla Desh and this problem should be totally dependent on the attitude of one country. If the attitude of one country is not favourable, we should try to correct that. But we have got other means of carrying out our policies, and it will be an over-simplification to say that everything is linked with whatever attitude the U.K. may take. I would appeal to the hon. Member that this is not a correct approach....

(*Interruptions*)

SHRI A.G. KULKARNI : I would ask the Minister about the attitude of the Government of Mr. Wilson, barring Mr. Jai Prakash Narain from addressing an international gathering. What has the Government to say on that....

(*Interruptions*)

SARDAR SWARAN SINGH : Sir, we take strong objection to that attitude.

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa) : The facts as they stand and the statement given by the hon. Minister of External Affiairs go to prove that Pakistan has been able to successfully sell falsehood abroad, while India has been unable to sell even the truth.

We have not been able to sell the truth abroad while Pakistan has been very successfully in selling untruth and falsehood.

SHRI A.D. MANI : Truth is difficult to sell.

SHRI LOKANATH MISRA : Truth is not difficult to sell. (*Interruptions*) It may be difficult for Mr. Mani to sell truth, but it is not difficult for a Government to sell the truth.

The point I wanted to stress was that in spite of all efforts, in spite of all our good relationships whith the U.K. Government, we have not been able to impress upon the U.K. Government that genocide is being perpetrated in Bangla Desh and, therefore, any help that is given to Pakistan now is going further to perpetrate genocide in that area. We have not been able to impress upon them this truth. It may be the deficiency of our High Commission there. It may be the deficiency of the Government's entire publicity media all over the world, and more so I have been convinced of the deficiency of our publi city media because almost all the countries of the world have started disbelieving what we say even if it is the truth. Therefore, all the time, whatever the Swatantra Party has been saying is now going to be proved, namely, that we have no friend in the world, that we have lost one by one all the friends that we had.

SHRI A.D. MANI : Except the Swatantra Party.

SHRI LOKANATH MISRA : The Swatantra Party is a friend of the Government, not Mr. Mani, who only tries to speak pleasant words on the floor of the House.

DR. Z.A. AHMAD (Uttar Pradesh): The Swatantra Party has lost all friends.

SHRI LOKANATH MISRA: The Swatantra Party might have lost all friends but Swatantra Party talks as a friend to anybody and everybody. We are not hypocrites.

SHRI BHUPESH GUPTA: The Swatantra Parry is losing in both money and friends.

SHRI LOKANTH MISRA: Ultimately you have lost much and you are still losing. Mr. Bhupesh Gupta has very lately realised that he is going to lose both Mrs. Indira Gahdhi and her party in the country. He was trying to be very friendly with Mrs. Indira Gandhi's party. Now he has come to realise he is losing both his friend and the money.

Now, as I was asking the question I was saying that the Government has lost all friends in the world so that we have not been able to impress upon the countries of the world even about the truth of the matter so far as Bangla Desh is concerned. What is being done particularly to activise the publicity media of the Government?

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE (Bihar): Please see the world opinion appearing in the newspapers. Then you will come to know that we have friends also.

SHRI LOKANATH MISRA: Do you understand anything about international affairs or our external affairs? Kindly don't try to get into an arena where you do not understand anything, nor are you understood.

Sir, I was asking the question what specifically is being done by the External Affairs Minister to activise the publicity media? Now he is going round the world and is visiting the capital cities of the important countries. I am happy about it and I hope he would impress upon the Governments and the peoples that he is visiting about the truth of the matter. But hi persuasion may not be lasting persuasion. So, our Embassies must be activised so that something concrete is being done and something concrete is being pursued all the time. His visit and his persuasion may be momentary, may have momentary effect. Certainly he would go and try to impress on all those Governments. But what is being done to activise our publicity media so that a lasting impression can be created in those areas where we have some interest?

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh): What is your proposal?

SHRI LOKANATH MISRA: The Governments publicity media in those countries should be activised. We have not been able to do it yet. What is wrong in that? Would the hon, Minister kindly try to find out now? After our repeated failures in international relations, would he at least now try to find out as to where the lacuna lies? If our publicity media were weak, what could be done to activise them? Would he kindly do something in the matter?

SARDAR SWARAN SINGH: Sir, what is described by the hon. Member as failure is not a correct description. Failures or setbacks are not always due

to lack of publicity : for example, the Swatantra Party has been doing excellent publicity but they failed in the elections. So, publicity does not always produce results. The hon. Member says that we have not been able to sell. The trouble is that for sale both a customer and a seller are required and some times if the customer happens to be like my friend opposite it becomes very difficult to sell. For instance, I have been trying to sell this idea that we should have a national policy in this respect but I have never been able to sell it to my friend there. It is not for any fault of mine ; the country supports my policy. So, the question of sale depends not only on the seller but in avery large number of cases, on the customers also, and other governments have their own policies. I would like to say that we have not failed on the publicity front and the hon. Member who I presume, keeps himself well informed of the general opinion of the world press will agree with me that on the whole, by and large, the press has been reporting fairly well the events in Bangla Desh—the actual happenings, the atrocities at the hands of the military regime and also the political situation. These have been analysed in a very fine manner. The main praise is due to our press and also the Press of Western European and the East European countries, notably the Soviet Union ; France and Germany. In all these countries generally the press reaction has been quite adequate and has depicted the situation more correctly. There is no need to tell you that the response from governments has been very tardy. The governments have been tardy, of course with a few honourable exceptions. In this respect, I would like to acknowledge the very forthright and clear statement made by President Podgorny which he has sent to President Yahya Khan asking him to desist from the pursuit of a policy due to which innocent people were being tortured. The world leaders in the government have been more cautious by saying that their capacity to influence Pakistan is diminished if they make open statements. We have told them that this is incorrect. If anything, if what is being done by the present rulers of Pakistan is openly condemned, that itself will have the greater effect of restraining them rather than these hush-hush talks—the policy that they are now acopting in relation to Pakistan. Therefore, there is greater realisation about this and we have to preseveres and there is no use of talking of failures in this respect. These are long-drawn our struggles in which we have to relentlessly pursue our policy to realise the objectives which we have set before us.

শ্রী জগদীশ প্রসাদ মাথুর (রাজস্থান) : মাননীয় মন্ত্রী এখন বললেন যে আমাদের প্রতি পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের প্রতিক্রিয়া অনুকূল। তিনি কেবল রাশিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানের নিন্দা করেছেন। কিন্তু রাশিয়ার পরবর্তী স্টেটমেন্ট থেকে মনে হচ্ছে, সেও পাকিস্তানের প্রতি নরম সুরে কথা বলছে। এ থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে পৃথিবীর কোন দেশই, কি প্রাচ্যের, কি পাশ্চাত্যের, এ যাবত আমাদের নীতি ও প্রস্তাবের সমর্থনে কোন বক্তব্য রাখেনি। ইংল্যাণ্ড সম্পর্কে আপনি যতদূর বলেছেন, শুধু পার্লামেন্টের ভেতরে যে আলোচনা হয়েছে তারই রেফারেন্স দিয়ে নিজের বক্তব্য জোরালো করেছেন। কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাঁদের যে চিঠি লিখে-ছিলেন তার জবাবে কি তাঁরা লিখিত ভাবে কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন? যদি করে থাকেন তাহলে তা 'হাঁ' বাচক না 'না' সূচক? মাননীয় মন্ত্রী কি অনুগ্রহপূর্বক সে পত্র সংসদে আনবেন? শ্রী জয়প্রকাশ নারায়নের সম্মানের প্রশ্নে উল্লেখ্য যে, শুধু হেলসিংকী-তেই নয়, বরং আরব দেশগুলিতেও তাঁকে অপমান করা হয়েছে। বিশেষ করে, আমা-দের একান্ত বন্ধু রাষ্ট্র মিশরের প্রেসিডেন্ট, দুদিন অপেক্ষা করার পরও নীতিগত কারণে তাঁর সাথে সাক্ষাৎকার দিতে সম্মত হননি। এ থেকে সুস্পষ্ট হয় যে শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নয় বরং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিও আমাদের প্রতি যে মনোভাব পোষণ করছে

সেজনা দাবী আমাদের নীতি। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আবেদন, তিনি বলুন, ২৫শে মার্চ, যখন থেকে বাংলাদেশের যুদ্ধ শুরু হয়েছে পৃথিবীর কোন দেশ—রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা বা চীন কেউ কি পাকিস্তানকে আর্থিক বা অন্যকোনভাবে সহযোগিতা করে?

SARDAR SWARAN SINGH I do not agree with the observations made by the Member that subsequent statements by the Russian leaders have in any way been different from the first statement that was publicly made by President Podgorny I do not accept the correctness of that observation The second question was about the letters that have been written by our Prime Minister These are letters which have been written by the Prime Minister to the Heads of Governments and some of them have replied other replies are awaited and it has never been the practice to publicise such letters which are written by one Head of Government to another and we have no intention to depart from the practice which is well-established and no copies are proposed to be laid on the Table with regard to this correspondence

SHRI BHUPESH GUPTA It has not been the convention In some cases you had published also That does not satisfy us

SARDAR SWARAN SINGH In this particular case we have no intention to publicise the letters About the third question it is true that Shri Jayaprakash Narayan could not get an appointment with President Sadat of UAR I am sorry for that but we have to view this in the context of the great internal struggle that was going on at that time and the UAR leaders were in the midst of a complete overhaul of their governmental set-up in which they took action against several high-ranking dignitaries in their government

SARDAR SWARAN SINGH That is very much after that If you look up your files, you will agree that the timing was such in which Shri Jayaprakash Narayan was in Cairo at the time when they were in the midst of these changes and they expected difficulties and could not see him

SHRI AKBAR ALI KHAN . They could have expressed their sympathy and their agony

SARDAR SWARAN SINGH I agree with you and I will add this voice of yours to my voice which has always been projected to them that they should do something of that type The last question was if Pakistan, after they started the military action against Bangla Desh, got any arms from any country According to our information the only source from which they got arms after they started the military action against Bangla Desh is from China. We are not aware of their having got arms from any other country I cannot say anything about economic aid because I cannot really give you any information

SHRI AKBAR ALI KHAN . What about Turkey and Iran?

SARDAR SWARAN SINGH : I cannot say if they have got any arms aid from Iran and Turkey after they started the military action.

SHRI BHUPESH GUPTA Nobody here has even remotely suggested that our attitude towards the struggle in Bangla Desh should be dependent on the wishes of the Government of the U. K. but then, Sir, the attitude which the U. K. has taken towards this great struggle in history is certainly relevant to

the relations between India and the U. K. and it is in that context we are asking him questions. What the British Government has done is nothing new. At the time of India-China conflict you will remember Mr. Duncan Sandys suddenly came to Delhi and Karachi in order to trap Government of India to join with the Government of Pakistan to sign that infamous statement in which we even compromised some of our national positions in regard to Kashmir and various other things. You will remember that statement. They exploited the situation against India. At the time of the Indo-Pakistan war in 1965 again we found the British Government openly coming out against India and takins the initiative in moblilsing world public opinion or at least the Government of the West against our country and this is a well-known fact. In fact we were accused of committing aggression by the so-called Commonwealth friend of India. Now again we find that the British Government of the day is openly backing up Yahya Khan and is giving an anti-India edge to the campaign. What the British papers have written is immaterial : here we are discussing the role of the Government. Even in the Labour Party many people have raised their voice against the slaughter and genocide perpetrated by Yahya Khan. British public opinion is not to be judged only by what the British Government does, but we are concerned with the Government. Our diplomacy with the British Government has completely failed. We may be good sellers but they are the most [illegible] most vicious customers with whom we have to deal. Accordingly this is what I would suggest. Even in the United States Senator Edward Kennedy has said something very strong but not one man of the ruling party in England not one Minister, has said anything which goes against Yahya Khan or his crime. On the contrary they are talking of a political solution in order to pressurise other people to surrender to Yahya Khan and to his tactics. That is their idea; they are whipping up certain elements, followers of Yahya Khan, in England against others from the erst-while East Pakistan. That is also happening. They have decided to give money, when others have stopped Britain has decided to give additional funds in the name of relief to Yahya Khan so that these funds could be used as a morale booster and also for other purposes by the West Pakistani troops in Bangla Desh where they are now in occupation. These are seriou matters and the Government has no policy towards them. Where do we stand in regard to our relations with the United Kingdom? That is what we ask. Why should you still continue in the Commonwealth when every time at the testing moment we find the British Government kicks India. Every time we find we have been let down, kicked, attacked and betrayed but yet we continue in the Commonwealth. We are continuing in the Secretariat of the Commonwealth even now. Sir, these are matters which should receive attention: Now I should like to know why the Government is not developing a line of action against the U. K. especially in the context of the relations between the two countries. I think, Sir, in the light of what they are doing we should stop all kinds of visas and other things to the British people coming here except those who are friendly to Indians and proved as such. We should with-draw some of the concessions which Britain i now enjoying.

We should not allow any of their capital to be remitted from here or profits or other things till we have taken up the problem of refugees with West Pakis-tan which is imposing on us as a part of their diabolic plot against the Bangla Desh. We should really ask all such imperialists who are remaining in this country especially from Britain to leave this country when we know that they are sending men like Tariq Ali in order to create difficulties here. These are steps we should take immediately. We should also at the same time

take away the resources from the British investors here and utilise them for relief and succour of the refugees who are coming. Every year crores and crores are being remitted by the British coalmines and other British concerns including the oil concerns. Why should we not take some of these in order in utilise them for the relief and succour of the refugees who have come from Bangla Desh? Such steps we can take. We should certainly withdraw from the Secretariat, we should certainly withdraw from the Commonwealth, we should reconsider our entire relations with the United Kingdom. This habit of continuing in the Commonwealth is something which is becoming intolerable from the national point of view.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI BHUPESH GUPTA : Therefore, I say that the Government should come out not only by saying that we strongly object to it but we should also express national sentiments, national feelings against the British Government's abetment of Yahya Khan in terms of concrete diplomatic, political and economic action. That is what we demand of you. That would be the best way of championing the cause which we are championing. These are some of my suggestions or some of the points made for clarification. The Government should state its position.

SARDAR SWARAN SINGH : I think we should concentrate at the moment on trying to build our energies for resolving the situation that faces us in relation to Bangla Desh and should not open other fronts. These are matters which he has suggested but we should not convert our problems in relation to Bangla Desh into this type of attitude against one country. That is a separate issue. We should not link it with that.

SHRI BHUPESH GUPTA : They are abetting this murder. The British Government is pursuing this policy ever since the Heath Government was formed. You know they are adopting an anti-Indian attitude, an attitude against Asians, and now they are using this policy with a vengeance in regard to the developments in Bangla Desh. They want the people of Bangla Desh to be suppressed as a part and parcel of their attack against the Asian people, against the people of India. That is why I think the action is called for.

SARDAR SWARAN SINGH : There is nothing more to add.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Goray.

SHRI BHUPESH GUPTA : No answer? This is the trouble in this Parliament. Whenever the British thing is raised, our Ministers become silent. That is the trouble. I have been seeing this thing in all these ten years. They are heroic when other peoples are mentioned. Whenever Britain is mentioned they are absolutely silent. They evade the thing.

SARDAR SWARAN SINGH : I would say that this observation of the hon. Member is very unkind. We have in very unmistakable and clear terms stated our position in relation to important matters where we did not agree with the British attitude in Rhodesia, in supply of arms to South Africa, on general questions of colonialism, and it is unkind on his part to say that we are in any way soft towards them. But when we are dealing with a particular situation, we should concentrate on this problem and I would repeat that we should be careful not to open too many fronts.

DR. BHAI MAHAVIR : But what strong action is taken?

SHRI BHUPESH GUPTA : You say a second front is being opened. What is the second front? Are we in World War II to talk of second front?

SHRI N. G. GORAY (Maharashtra) : Unless this front is quiet I cannot put my questions.

Sir, this question has become very important in the light of the news that we have got only today that the Foreign Minister is going to the various capitals, starting from Moscow, when he will go to London, Paris and Washington. I would like to know what is the mission that he has in his mind, because since the 25th March when Yahya Khan marched his army and started liquidating the Bangla Desh freedom fighters, two things have happened. One is that no country in the world has shown active sympathy for Bangla Desh. So far as words are concerned, they have flown freely, but so far as giving aid to Bangla Desh is concerned no country has come forward. That is number one.

The other thing is, when this influx of the refugees started and now they are well above the four million mark—no country has given any massive support no country has come forward with any massive aid Sir, we have been sending our emissaries outside. One of our Ministers is already abroad, and now the Foreign Minister himself is going out. I do not know what is the purpose of these visits. Is it to get more aid for the refugees or is it to stop the carnage that Yahya Khan's army is perpetrating in Bangla Desh? I would like to know what is the purpose for which the Foreign Minister is undertaking this tour during the Budget Session, which is a very important session, when we have known that repeated attempts have failed, to convince people. Somebody pointed out that our publicity media are not working properly. I do not think so. Publicity has done its work. Foreign correspondents have been inside Bangla Desh. They have made detailed reports. The whole thing is, whether it is China or Russia or England or An America or France, they have their own national interests to guard, and because it is their policy to safeguard their national interest, to put their national interest above everything else, though they know that such a crime is being perpetrated on Bangla Desh, nobody is ready to get involved in it. Bangla Desh is just like Droupadi in the Kaurava sabha. Everybody knows and is saying that what is happening is bad but nobody is prepared to stop it. I would like to know from the hon. Minister—is it not now conclusively proved that in spite of your efforts, nations which want to safeguard their own national interests are not going to fall in line with your plea? They are not going to come forward with any help and if you think that even for the refugees are going to get any massive aid from them, they are not going to do so, and the refugees are going to be our headache for a very long time, and it is only the Indians who will have to deal with the problem.

Sir, reference was made to the letters written by the Prime Minister to the heads of other countries and the Foreign Minister said that it is not customary to publish those letters. I agree with him. But is it not a fact that when the relations between China and India got strained, all the letters between the Prime Minister of China and the Prime Minister of India were published in the form of a White Paper? I would suggest that the time has come.. (*Interuptions*) No, no, Long before the conflict, It took place in 1962 and the letters were published in 1958. One White Paper after another, three White Papers were published.

Sir, I would suggest : In order to let the people of the world understand what efforts India made to save Bangla Desh and what was the attitude of other nations, will the Foreign Minister consider issuing a White Paper on this and bring out all the literature that is being there on our behalf, the correspondence, the case that was pleaded by our emissaries abroad including Mr. Jaya Prakash Narain and the reply, the response from them, etc? These are the two or three questions on which I would like the Foregin Minister to throw light.

SADAR SWARAN SINGH Sir, it is correct that there is a proposal that I should visit some of the capitals, and I know -I do not find it easy to be away from Parliament

But in the overall interest, we thought that it is better that this effort should be made. But no details have yet been settled and I cannot give at the present stage more concrete information with regard to this The effort will be to explain the happenings in Pakistan, the political implications and all the facts of the problem. So, it will not the correct to say that it is to achieve one particular thing or another particular thing. It is only to reinforce the efforts that our missions have been making to make the world leaders important leaders of countries, appreciate the the true state of affairs there and how the efforts of the international community should be mobilised to rectify the situation, both. as put by the hon. Member to stop these military actions and to make a move towards normally

SHRI N. G. GORAY Will you plead for a political solution

SARDAR SWARAN SINGH Do not ask me to say everything that I am going to say. It is not just done.

Then, Sir, he has made a very pertinent remark that other countries will take action in accordance with what they consider to be their best self-interest That is a hard reality of international life But here is considerable scope even in that because even in assessing their own interests, they may have missed something important which may be vital not only from our point of view or from the point of view of Bangla Desh, but also from the point of view of their own self-interest, and it is important that efforts should be made to highlight such aspects.I Lastly, I am sorry that I am unable to change the position that I have already mentioned, that we have no intention to publish the letters that our Prime Minister has written or the replies that our Prime Minister has received.

DR K MATHEW KURIAN (Kerala) Sir, the hon. Minister has said that one of the purposes of his visit is to impress upon the foreign governments the various aspects of the Bangla Desh. problem But he refused to give a straight answer to the concret question whether the Government of India will impress upon the foreign governments to recognise Bangla Desh. How can they, because they have themselves not recognise Bangla Desh? Will India impress upon the foreign countries to give all material, economic and military aid to Bangla Desh revolutionaries ? How can they, because they are not themselves doing it? Sir, I would like to know from the Minister how India can suggest to the United Kingdom Government to suspend aid to Pakistan in view of the fact that the Government of India is increasingly indebled to be the United Kingdom for external aid, for private monopoly capital, and they continue

to be an insipid member of the insipid Commonwealth. Secondly I would to know from the Hon. Minister whats moral right the Government of India has to ask the United Kingdom Government to suspend aid to Pakistan when the Government of India itself has been giving military aid to the tottering Mrs. Bandaranike's Government, against the people there who are fighting agains that Government. I should make it clear that I am not here taking any particular position regarding tne insurgency in Ceylon. Whatever be the character of the insurgency in Ceylon, it is a shame on the part of the Government of India to send military aid to foreign governments when they are fighting their own peoples. I would like to know what moral right his Government has to tell the United Kingdom Government suspend aid to Pakistan when it is going the same with reference to other countries.

SARDAR SWARAN SINGH : I would appeal to the Hon. Member to apply this moral standard to judge the implications of the question that he is raising. There are very unfortunate insinuations that the Hon. Member is making and I would appeal to him and to others of this way of thinking . ..

DR. K. MATHEW KURIAN : Unfortunate for you.

SARDAR SWARAN SINGH : ....that this approach is very dangerous and it is against our national interest. I will request him to desist from this.

DR. K. MATHEW KURIAN Whose national interest? The people,s national interest?

SARDAR SWARAN SINGH : I would like to make it clear that our attitude both to Bangla Desh and Ceylon is identical. In Bangla Desh we are supporting the Awami League because they represent the majority. We are supporting Mrs. Bandaranaike's Government because she represents the majority Our position is absolutely identical. The trouble with gentlemen of his way of thinking is that .(*Intrruptions*) Do not get excited.

SHRI BHUPESH GUPTA. Mr Swaran Singh, this is not a very intelligent argument.

SARDAR SARAN SNGH : Then, let us not enter into an argument. I would like to say that these is no moral right for honourable Members to ask these questions. We are perfectly within our right, both moral and constitutional, to pursue the line that we are pursuing and we will continue to pursue this line.

মি: ডেপুটি চেয়ারম্যান, রাজনারায়ণ বাবু, এখন আপনি প্রশ্ন করুন

শ্রী রাজনারায়ণ (উত্তর প্রদেশ): আমি জানতে চাই, ভারত সরকার বিদেশী রাষ্ট্রনায়কদের কাছে যে সব চিঠি লিখেছেন সেগুলোতে আরো অধিকভাবে 'পলিটিক্যাল সল্যুশন' বা পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে কি না? 'সমাচার' পত্রিকার সূত্রে জানা গেছে, প্রধান মন্ত্রী লিখেছেন, স্বাধীন বাংলাদেশের 'রাজনৈতিক সমাধান' করাতে হবে। আমি জানতে চাই যে, এই রাজনৈতিক সমাধানের স্বরূপ কি? রাজনৈতিক সমাধানের অর্থ কি? এই রাজনৈতিক

সমাধান কি সন্নিবেশ (include) করতে হবে? এর অর্থ কি এই যে, আগ্রাসন অভিযান বন্ধ করতে হবে? স্বাধীন বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী বিদেশী হামলা কি এখানেই শেষ? সমস্ত সৈন্য সেখান থেকে অপসারিত হবে আর স্বাধীন বাংলাদেশ তার নিজস্ব স্বাধীনতা নিয়ে চলবে? আমি যা বলছি ভারত সরকারের রাজনৈতিক সমাধানের অর্থ কি এটিই? আর আমি জানতে চাচ্ছি এই 'পলিটিক্যাল সেটেলমেণ্ট' শব্দটি কখন থেকে এসেছে? স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশ্নে পলিটিক্যাল সেটেলমেণ্ট শব্দটির ব্যবহার প্রথমে ভারত সরকার করেছে, না রাশিয়া, আমেরিকা, বা বৃটেন এটি আবিষ্কার করেছে? পলিটিক্যাল সেটেলমেণ্ট শব্দটি এরূপ অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত যে এর একটি অর্থ বেরিয়ে আসতে পারে। একটি অর্থ আওয়ামী লীগের ৬-দফা পরিকল্পনায় পৌঁছতে পারে। এও হতে পারে যে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক রূপে উভয়ের সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে এজন্য আমি খোলামনে প্রথমে জানতে চাই যে ভারতের সরকারী দফতরে রাজনৈতিক সামাধানের কি ব্যাখ্যা রয়েছে? সরকারের মনোভাব ও একজন ভারতীয় নাগরিকের মনোভাব কি অভিন্ন? স্বাধীন বাংলাদেশের ব্যাপারে আমাদের পরিষ্কার মনোভাব হচ্ছে—সেখানে সম্পূর্ণভাবে বিদেশী হামলার অবসান ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক সমাধান হতেই পারেনা। পশ্চিম পাকিস্তানের বিদেশী শক্তি, আজ যারা সেখানে অবস্থান করেছে, সমস্ত শক্তি সরিয়ে নেবে এবং স্বাধীন বাংলাদেশ স্বাধীন ও স্বতন্ত্ররূপে আপন অস্তিত্বে টিকে থাকবে। দু'জন সোশ্যালিষ্ট আছেন। একজন ইন্দিরা গান্ধী, অপরজন বৃটিশ লেবার পার্টি। উভয় সোশ্যালিষ্ট আজ স্বাধীন বাংলাদেশের স্বতন্ত্র দাবী রাখার প্রয়াসী। আমি সর্দার শরণ সিংহ এর কাছে জানতে চাই, আপনি কেন বিদেশে যান? কি বুঝাবার আছে তাদেরকে? ভারত সরকার অপেক্ষা কেউ কম জানে না। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ আছে যে, আজ স্বাধীন বাংলাদেশে যা ঘটছে সে সম্পর্কে অবহিত নয়? স্বাধীন বাংলাদেশ সম্পর্কে সকলে খবর রাখে। জাতীয় স্বার্থেই সকল দেশ নিজেদের কথা ভাববে। তাহলে আমাদের জাতীয় স্বার্থ কি? আমি বিদেশ মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় কল্যাণার্থে কি ভাবছেন? স্বাধীন বাংলাদেশের টিকে থাকা না তার লুপ্ত হওয়া ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পক্ষে? আমি প্রথমে এটিই দেখতে চাই যে, ভারতের রাষ্ট্রীয় কল্যাণ ভারত সরকার কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন? এই সাথে আমি এও বলতে চাই, যারা কমনওয়েলথ কমনওয়েলথ বলে চীৎকার করছেন (আমি গোড়াগোড়াই যার বিরোধী ছিলাম) যতক্ষণ কমনওয়েলথের সাথে আমাদের সম্পর্কে ছিন্ন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের স্বাধীন বিদেশ নীতি হবেনা। আমার চোখের সামনে এখন এই পরিস্থিতি। এ সময় বৃটিশ সরকার যা কিছু করেছে, সর্দার শরণ সিংহ হুবহু এখানে ওইসব করার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন।

সর্দার শরণ সিংহ: সম্পূর্ণ ভুল কথা আপনি বলেছেন।

শ্রী রাজনারায়ণ: আমি জানতে চাই, ভারত সরকার আজো একথা মানেন কি না যে, হিন্দুস্থান বিভক্ত হলো, এবং ভারত ও পাকিস্তানের সৃষ্টি হলো, এতে বৃটেন, রাশিয়া, আমেরিকা তিন দেশেরই চক্রান্ত ছিল। এটা ভিন্ন কথা যে, হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষের আশংকা বেড়ে ছিল, এটা ভিন্ন কথা যে মিঃ জিন্নাহ নাছোড় হয়েছিলেন এবং নেহেরুজি বৃদ্ধ বয়সে ক্ষমতালাভের জন্য প্রলুব্ধ হয়েছিলেন, এতদসত্ত্বেও রুশ, আমেরিকা ও বৃটেন এই ত্রিরাষ্ট্রই চাইতো ভারত এক বৃহৎ রাষ্ট্ররূপে যেন না থাকতে পারে এবং দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়, সুতরাং তারা কিভাবে মেনে নেবে যে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হোক যা ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্টে সংঘটিত অস্বাভাবিক দেশ বিভাগের বিলুপ্ত ঘটাবে। এজন্য বৃটেন, রুশ, আমেরিকা, এরা সকলে চাইবে যে পাকিস্তানের সাহায্য লাভ অব্যাহত থাক। বৃটেন, স্পষ্টভাবে যা বলেছে আমাদের সর্দার শরণ সিংহ কি তাহা জানেন না—পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ অর্থব্যবস্থাকে সে ধ্বংস হতে দেবেনা? পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কাঠামো অটুট রাখার জন্য বৃটেন পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাবে একথা পরিষ্কারভাবে বলা হচ্ছে। অতএব, আমি জানতে চাই, এই সরকার, আজ স্বাধীন বাংলাদেশ সম্পর্কে

কি পরিকল্পনা মনে মনে পোষণ করছেন? সর্দার শরণ সিংহ কোন রূপরেখা নিয়ে বিদেশে যাবেন? বিদেশী রাষ্ট্র প্রধানদের কি কথা বলবেন? এবং স্বাধীন বাংলাদেশে কোন্ ধরনের সেটেলমেণ্ট করানোর জন্য উদ্যোগ নেবেন?

উপ-সভাপতি: আপনার প্রশ্ন শেষ।

শ্রী রাজনারায়ণ: আমি কামনা করি এবং বিদেশ মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞেস করতে চাই যে, তিনি যখন বিদেশে যাবেন তখন কি বলবেন যে বাংলাদেশ স্বাধীন।

উপ-সভাপতি: মন্তব্যপূর্ণ কথা যা আছে বলুন কিন্তু নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে বলুন।

শ্রী রাজনারায়ণ: আমি বলতে চাই যে ভারত সরকার কি বিদেশে একথা অকপটে বলবেনা যে বাংলাদেশ এখন স্বাধীন, পশ্চিম পাকিস্তান তার উপর চড়াও হয়েছে, পশ্চিম পাকিস্তানের হামলা মুক্ত করতে হবে, তার সৈন্য ফিরিয়ে নিতে হবে, এবং স্বাধীন বাংলাদেশকে আমরা স্বীকৃতি দেবো....

উপ-সভাপতি: ঠিক আছে, বলুন। পুনরুক্তি হচ্ছে রাজনারায়ণ বাবু।

শ্রী রাজনারায়ণ: এখন বৃটেন, রুশ এবং আমেরিকার মনোভাব জানার জন্য আমরা প্রস্তুত নই, আমরা জানি ভারতের এই অকপট মনোভাব রয়েছে যে স্বাধীন বাংলাদেশকে এ যাবত স্বীকৃতি না দিয়ে ভারত সরকার ভুল করেছে। ২৫শে মার্চ হতে আমরা অনাবশ্যক শব্দজাল বিছিয়ে চলছি।

উপ-সভাপতি: ঠিক আছে, রাজনারায়ণ বাবু, আপনি বসে যান।

শ্রী রাজনারায়ণ: জুন মাস এসে গেল। আমি চাই ভারত সরকার বাস্তবিকভাবে এসব কথার জবাব দেবেন।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Swaran Singh, will you reply to the points made?

SARDAR SWARAN SINGH: Sir, the hon. Member has asked me to elucidate the expression "political settlement or political solution." I would like to say, Sir, that some such expressions have been used by the Prime Minister in her statement. There was some criticism.

SARDAR SWARAN SINGH: Please wait. There was some criticism. But I think it was not well informed. Our attitude, when we use an expression of that nature, is that the military action upon which the West Pakistan Army has embarked and the forces of operation and the forces of repression unleashed by the military rulers of Pakistan are not likely to and will not solve the basic problem of Bangla Desh and that they should bend their energies to find a solution of this problem, not by resort to military means. This is the expression used in relation to several other situations in the world also. This is to highlight the futility of continued military action that the expression to that effect has been used and it will not be fair for the hon. Members to read anything more than that, that we are in favour of any particular type of solution, one way or the other. But we have also to keep this in mind that it is essentially a matter between the people of Bangla Desh and the military rulers with whom they are at present fighting.

শ্রী রাজনারায়ণ : যে কেউ বলতে পারে।

MR DEPUTY CHAIRMAN Mr. Rajnarain, please let him finish.

SARDAR SWARAN SINGH I would appeal to the hon. Member, to leave this matter to be settled by them and it is not for us to suggest any particular line of action. They have already clarified their position quite well. The Awami League Leaders, Maualna Bhashani and several other leaders of Bangla Desh have clarified their attitude with regard to this and we should aid our voice also to this that the military operation should cease and efforts should be made to meet their viewpoint by means of which are non-military and this is perfectly a legitimate stance, legitimate stand, and we should not be apologetic

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA (West Bengal) It is our problem also and that must be realised

SARDAR SWARAN SINGH So far as our problems are concerned we should be able to settle them. We have not said that we are not going to settle them In fact, the Prime Minister had, in her statement made on the 24th May, clearly said –I would like to quote

"If the world does not take heed, we shall be constrained to take all measures as may be necessary to ensure our own security "

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA How ?

SARDAR SWARAN SINGH " and the preservation and the development of the structure of our social and economic life "

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA How and when ?

(*Interruptions*)

SARDAR SWARAN SINGH You ask, how and when ? . . . . .

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA Yes

SARDAR SWARAN SINGH How and when ? It should be left to us You are not in any capacity to do that.

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA It is your monopoly ! (Interruptions) The Government has absolutely failed. I say it has failed

SARDAR SWARAN SINGH . I am sorry, I don't agree with your analysis. There is only one other question that the hon Member has asked, and he has repeated it a number of times as to what the Government is going to say, either here or abroad, on the question of Bangla Desh. Our attitude in this respect .

SHRI MAHAVIR TYAGI (Uttar Pradesh) : Are the Government trying to persuade other Governments to agree to the justification of the demand that in view of the infiltration of refugees on such a massive scale, we want living space from the Bangla Desh?

SARDAR SWARAN SINGH : I am not going to discuss this in details.

On the question that is asked by Shri Rajnarainji about our attitude in relation to Bangla Desh, I think......

SHRI BHUPESH GUPTA : There cannot be a solution, except on the basis of the freedom of the people of Bangla Desh to shape their destiny. Let us not try to indulge in......

SARDAR SWARAN SINGH : Government have clarified their position in relation to Bangla Desh. But, unfortunately, my friend, Shri Rajnarainji, walked out on that day. I would request him to read the proceedings of that day.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর আগমনের উপর আলোচনার জবাবে প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিবৃতি।	ভারত সরকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রকাশিত পুস্তিকা।	১৫ জুন, ১৯৭১।

REFUGEES ARE INTERNATIONAL RESPONSIBILITY

Statement of
Prime Minister Shrimati Indira Gandhi
in Rajya Sabha on June 15, 1971.

Intervening in the discussion on the situation arising out of the influx of millions of refugees from Bangla Desh Prime Minister Shrimati Indira Gandhi said in Rajya Sabha on June 15, 1971 :

Sir, I had not expected to intervene in this discussion, because we have made our policy very clear. I was rather astonished to hear from one of the Members that our policy is not clear. I think our policy is quite clear. I am astonished at the lack of confidence in our people, in our country, which our Members are constantly displaying. Are we citizens of a great country? Are we citizens who have confidence in ourselves or not? Listening to this debate, it seems to me that this is a far more important question than the question of what is happening to the refugees from Bangla Desh. Because, if we have no confidence in ourselves, it doesn't matter what we say, we will not be able to implement it.

I speak here with tremendous confidence in my people and in my Government. I have no doubt at all that we can face the problem which has come upon us. What does this mean? Does it mean that no refugee will suffer? It cannot possibly mean that. When any country has to face a large influx — not an influx over a long period, but a sudden influx within a few weeks, of nearly six million people — it is not a joke, it is not a small thing. I would like to know from hon. Members: Do they know of any country in the world which has faced even one tenth of this situation before? It is very easy to sit in this House and just criticize and criticize instead of trying to assess the realities of the situation. If even ten thousand refugees arrive in any European country, the whole Continent of Europe will be afire with all the newspapers, the Governments and everybody aroused. We are trying to deal with nearly 6 million human beings who have fled from a reign of terror, who have come wounded, with diseases, with illness, hunger and exhaustion. And they have come to our country, which is one of the poorest in the world. We certainly have the fullest sympathy with these war evacuees or refugees, or whatever you would like to call them.

We are going to do our very best to look after them. Even if we have to sacrifice, even if we have to go hungry, I hope the hon. Members will be the first to initiate a movement of missing a meal. But at the same time we have to see that our own poor people do not suffer, do not die. We have a double responsibility to our people and a responsibility to our friends from across the border.

One hon. Member spoke of our taking a begging bowl to other countries. Sir, I am not in the habit of begging. I have never begged. I am

not begging now. And I have no intention of begging. If our emissaries go from this country to other countries, they are not speaking with a voices of weakness; they are not begging. We are sending them because this is an international responsibility. And we are not going to let the international community get away with it. They cannot avoid their responsibility. They may give help, or they may not give help. But they will certainly suffer from the consequences of whatever happens in this part of the world. We must put this problem to them in its proper perspective. We certainly want help, and the more help we get, the better we shall be able to look after the refugees. But, so far, this help has been pitiable in proportion to what is needed; it is about one-tenth of what is actually needed, so far as we have been able to assess. I hope that this help will increase. This is very important from the point of view of saving lives, of giving better nourishment to children and of giving better treatment to those who are suffering from cholera and other diseases. But the point is not the quantity of help. Our appeal is even more important from the point of view of putting this problem in perspective. What are we concerned about? We are concerned about the lives and the comforts of the refugees, but we are even more concerned about the problem of democracy, the problem of human rights, the problem of human dignity, which have now been brought into focus before us and the whole world in such a poignant and heartrending manner. And, if our representatives have gone, whether they are Members of the Council of Ministers, whether they are non-official people or other people, it is with this end in view, namely, that all the countries should be told about the reality of the situation, and I think that our efforts have succeeded in this in some measure. Today, the world press is reacting more sharply and is devoting greater space to this question; I think that we have had something to do with this change of attitude. So, we should not sneeze at all the efforts that are being made. As I said on a previous occasion here, I can understand the emotionalism and the sense of sorrow and of helplessness which hon. Members and many people outside feel. It is understandable and I sympathise with it. But it should lead us to something more. It should not lead us to a dead end, to a feeling that nothing is being done, that nothing can be done, and that we are going to be engulfed. We are bearing a tremendous burden, and as I said—I do not know whether the world is parliamentary or not; if it is not please strike it out, Sir—as I said in my meetings with the people even in the camps where I had gone, we will have to go through hell to meet this situation. But I have no doubt that we can emerge, and we will. It will hurt us in many ways, economically and in other ways, but we will get through if we have the courage, the determination, and the endurance. I personally believe that our people have these qualities, and therefore, we will be able to handle this situation. But it cannot be done cheaply either as regards financial effort or physical effort. The effort may hurt all sections of the people, all along the line. It may even affect some of our essential programmes. But this is something which we cannot avoid, because, as I have said on an earlier occasion, what happens in Bangla Desh will have an impact on Ind We are concerned with the general principle of democracy, but we are more concerned here because Bangla Desh is so close to our border that its impact will be very much greater than if such a thing had happened in a distant place.

My colleague just now mentioned the much publicised reception centres opened by the West Pakistan Government in Bangla Desh. I do not know what these reception centres are going to do. So far, nobody has returned from any of our refugee camps except a small number—about two thousand—

who are reported to have gone back from a part of northern India for various reasons which had nothing to do with the opening of the reception centres in East Bengal.

So far as I remember, it was Shri Goray, or may be one of the other hon. Members—who asked something about what we meant by political settlement.

I think he will excuse me; he has put rather an extraordinary interpretation on that word. Does he for a moment believe that we would accept a political settlement which means the death of Bangla Desh, which means the ending of democracy or of those who are fighting for their rights? India could never accept such a state of affairs. When we talked of a political settlement, we meant that a political settlement must be arrived at with those people who are today being suppressed. I am not expressing a view whether such a settlement is possible or not, but clarifying what we have said at an earlier stage. If international pressure through whatever means available to the big powers and to other countries were exerted, I think that a political settlement would have been possible at an earlier stage. Now, of course, with each passing day this possibility becomes more remote

We are looking after the refugees on a temporary basis. We have no intention of allowing them to settle here, nor can we allow them to go back merely to be butchered.

One hon. Member said something about China having become free after us. I have not quite understood what this means So far as I know, China has not been under foreign rule in the way that we have been It has always been a free country It is true that earlier it did not have a communist government, and now it has one But it was a free country all along.

There is some confusion in the minds of hon. Members whether refugees are being removed or whether they are to be kept where they are. It is not easy to be clear on this matter because of the magnitude of the problem. Even if we want to remove the refugees, it is physically not possible to do so. Each train carries about 1,200 or it may be little more. But, with the best will in the world, we can only move a small portion of them We are trying to move them specially to land which belongs to the Central Government in different States, but it is not an easy matter to do, and however we may try to move them there still will be a tremendous burden on the States where they are today.

We have used trucks; we are using planes; we are using railway trains; we are using goods trains. But with all that—they are six million people—you cannot remove them easily or quickly.

In this country, we have a shortage of practically everything which they need. We have a shortage of tarpaulins; we have a shortage of corrugated iron sheets; we have shortage of every possible thing you can think of. We have tried to round up these items from every part of the country; we are rushing them to the camps. But, no matter what we do—I am sorry to say—we cannot keep the refugees on anything remotely ressembling comfort, because of the nature of the problem. And I am glad to say that wherever I have been, the spirit in these camps has really been magnificent. They are living under extremely difficult conditions, but they understand and appreciate our

difficulties. So we should continue to try and do our best, but we should always keep in view the long-term aspect of the problem, and specially the aspect that it will mean tremendous hardship for all of us and for our people. We must all, as leaders or members of political parties, as citizens of this country, prepare our people for this period of hardship, because without it we can neither help the refugees nor deal with the larger problem.

This House has always shown a great deal of understanding. I know that it is necessary from time to time to have opportunity to blow off steam and to work off emotions. This is natural and understandable, but when all is said, I am grateful to the House for the understanding it has showed and for the cooperation which it gives.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানকে সাম্প্রতিক অস্ত্র সরবরাহের রিপোর্টের উপর আলোচনা।	রাজ্যসভার কার্য বিবরণী।	২৪ জুন ১৯৭১

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Report of Recent Shipments of Arms By The U.S.A. to Pakistan

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): Mr. Chairman, Sir, I beg to call the attention of the Minister of External Affairs to the reports of recent shipments of arms by the U.S.A. to Pakistan.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SARDAR SWARAN SINGH): Mr. Chairman, Sir, Government appreciate and share the concern of all sections of this House about the reported shipment of certain items of military equipment from the United States to Pakistan recently. 'The New York Times' report of June 22 about two ships, "Sunderbans" and "Padma" flying the flag of Pakistan having sailed from New York on the 8th of May and 21st of June respectively, with cargo of the United States military equipment seems to be substantially correct. Our Ambassador in Washington took up the matter immediately on receipt of this report with the Under Secretary of State on the evening of 22nd June. The matter was also taken up with the U.S. Embassy in New Delhi on 23rd June. According to the U.S. Government, no foreign military sales to Pakistan have been authorised or approved since March 25 and no export licences have been issued for commercial purchases in U.S. since March 25, nor have export licences been renewed since that date. The U.S. Government has further stated that the New York Times article is incorrect in stating that such shipment included 8 aircraft. According to them, no aircraft are on board these vessels. The U.S. Government have, however, admitted that it is possible that foreign military sales items authorised or approved prior to March 25, have been delivered to the dock-side since that date and may be aboard the two ships referred to in the New York Times. They have further stated that it was also possible that commercially purchased items where export licences were required and were issued before March 25, may aboard these ships. Further, there are some items for which export licences are not required. So it is possible that some such items are also on the ships. They have stated that it is thus probable that these ships do carry items of military equipment resulting from actions taken prior to March 25.

The Under Secretary of State has appreciated our concern and expressed regret that this loophole regarding past authorisations had not been brought to our notice. He has further explained that full facts regarding what had been covered by export licences issued in the past, the shipments of which have not been effected, were still not known and he could not, therefore, say that there would be no further shipments yet to be made. He has however added that up to the moment they had not come to any conclusion on the subject and they were examining the matter.

We have pointed out to the U.S. Government that any accretion of military strength to Pakistan, particularly in the present circumstances when military oppression and atrocities are being let loose on the unarmed and defenceless people of Bangla Desh, would not only pose a threat to the peace and security of this subcontinent but the whole region. What is more, it would not only amount to a condonation of these atrocities, but could be construed as an encouragement to their continuation. We have stressed that this is not merely a technical matter, but a matter of grave concern involving social, economic, political and security considerations. We have, therefore, urged the U.S. Government that they should try to stop the two ships which have already sailed, from delivering military items to Pakistan and, in any case, to give an assurance that no further shipments of military stores will be allowed even under "past authorisations". The United States Government have promised to give urgent consideration to this matter and we are awaiting their response.

We hope that the U.S. Government which cherishes the principles of democracy and freedom, will not encourage the wanton violation of these principles which is taking place in Bangla Desh today by the shipment of any kind of military weapon, spare parts, etc. as long as the military authorities of Pakistan do not stop their military atrocities and come to a peaceful political settlement with the duly elected representatives of Bangla Desh and thus bring about a stoppage of the further influx of refugees and the safe and early return, under credible guarantees, of the large numbers of refugees who have already crossed over into India.

SHRI CHITTA BASU: First of all may I know this from the hon. Minister? He is on record to say only on 22nd of June that supply of arms to military regime of Pakistan would be against a number of assurances given by the USA to India. May I know what are the specific assurances he has got in his mind and how far they have been violated by the supply of arms?

My second point which is very important is this. I think the hon. Minister has been satisfied with the statement or the information which has been given by the US authorities. But, Sir, it appears to me nothing but hoodwinking our Government with regard to the intention of the US authorities in connection with the arms supply to Pakistan. Sir, he has agreed in his statement that the supply of arms to Pakistan at this critical stage would naturally intensify the drive for genocide on the defenceless people of Bangla Desh today. It would also squeeze out larger number of refugees from Bangla Desh to come to India. It would also increase the belligerence of Pakistan and thereby pose a serious threat to our security and the integrity of our country. In view of this, does not the Government consider that this action of the USA in continuing to supply arms to Pakistan constitutes an unfriendly act on the part of the USA, a hostile act on their part, which is very harmful to the interests of India herself? In this background has the Government the courage to say to the Government of the USA that these unfriendly and hostile activities of the USA would not be tolerated by the people of India and the Government of India and we are free to take action in the way we like? May I know whether he is going to assure the House in that regard?

In his statement it is also said that the exposure which has been made is substantially correct, but would he be kind enough to say how much arms have so far been supplied to Pakistan even after the 25th of March when

it was said by the USA that there has been an embargo placed on the supply of arms to Pakistan, because I have got in may possession information........

MR. CHAIRMAN : You have put a number of questions.

SHRI CHITTA BASU.... that Pakistan has been buying arms and spares in the USA since March which might have already been shipped to Pakistan not only on their ships, as has been pointed out here, but it has already been reported that the US Air Force alone had sold to Pakistan nearly 48 million worth of goods and the Navy has also supplied arms to Pakistan. Will he be kind enough to let the House know and the country know what has been the total amount of arms supplied by the USA to Pakistan after the 25th of March when the army cracked down on Bangla Desh with its military action?

SARDAR SWARAN SINGH : Sir, I would like to say that the House is no doubt aware of the history of the US supply of arms to Pakistan the embargo after the 1965 conflict, and the one-time exception. I will not repeat that because statements had been made at length on the floor of the House about those aspects, but after the military action in Bangla Desh, the US spokesmen had said that further supply of arms to Pakistan was being stopped in view of the situation that had developed in East Pakistan, Bangla-Desh When I say that this is against the assurance, we got the clear assurance from those statements and clear understanding that no further supplies would be made to Pakistan. Therefore, when these supplies have now materialised, they are against those assurances.

About my second question, I would like to say that I am not satisfied with what they have said I have only given for the information of the House and for the information of the country the statements that have been made to us by the US representatives.

And we would not like to leave any impression that the Government is satisfied with the statement. We do continue to hold the view strongly that having made that statement it was their responsibility to ensure that there were no further supplies made by the United States authorities, whether they are the local people or whoever else, and we feel that, apart from being a negation of the assurance, this is also something which certainly we cannot accept as any satisfactory explanation

Now, when I have said that the statement is substantially correct, I have used the word 'substantially' to cover the point that the report that appeared in the American press, the New York Times, had mentioned whereas the planes the US authorities have said now that these ships did not carry the places. So, whereas the statement is correct that military equipment has gone, I have used the expression 'substantially correct' in order to show that the fact of the military equipment having been shipped from the United States to Pakistan is correct, although there is some discrepancy between the press report and what the official spokesmen of US have said.

SHRI CHITTA BASU : Sir, the main point was not answered whether the Government considered it a hostile or unfriendly act of the US Government towards the India Government and whether they would tell the American Government that we are not agreeble to this kind of action being taken by

them and that we are free to take action in any way we like. That is the moot question which he has not agreed to reply.

SARDAR SWARAN SINGH : So far as our right to take any action that we like is concerned, we are not subject to any Government, either the US Government or any other Government, and I do not see why we suffer under this complex. Why should we suffer under this complex that we are to tell another country that we will take whatever action we like? Of course, it is for us to decide as to what action we may like to tape or we may not like to take. About describing it as a hostile or an unfriendly act, these expressions have certain connotations in international life, and we have left the US authorities in no doubt about our disappointment on this attitude of theirs.

SHRI N. G GORAY (Maharashtra) : Sir, in this connection, two things stand out. One is that we must be really gratefu to the newspaper people in the United States of America who have, on a series of occasions, been exposing the activities of their own Government. Sir, this was the latest when they told us for the first time that such ships were proceeding towards Karachi. I would like to know whether the Government has any independent source of authority or information to tell us how many ships like these are likely to sail and what sort of ammunition is being sent to Pakistan. Sir, just now the Foreign Minister said that the moveroment of the United States of America as stated that there are no claims on these ships. But the New York Times correspondent has very specifically stated that there are some claims. Now, I would like to know whether there is any independent source which could verify whether the statement made by the US authorities is correct or whether what the correspondent of the New York Times stated is correct. The planes might be dismantled and they can be shown as spare parts and they can again be ressembled on arriving at Karachi. That is quite possible.

The other thing is that they have expressed their dissatisfaction, etc., etc. Sir, after the Foreign Minister undertook this strenuous tour, a whole balloon of hopes and satisfaction was crrated. The Government of the US has timed the whole thing in such a way that the baloon was simply pricked and the whole thing has gone off.

And we now find that while the U.S.A. is giving us all sorts of assurances, in practice it is betraying us. Therefore, Sir, I would like to know whether this note which they have sent saying "dissatisfied" etc. is enough.

SHRI ARJUN ARORA (Uttar Pradesh) : America is giving assurances to India and arm to Pakistan......

MR. CHAIRMAN : No, please, I shall call you.

SHRI N. G. GORAY : ......Whether the Government will have the courage to tell them that these arms......

MR. CHAIRMAN : Please, let us not waste the time of the House.

SHRI ARJUN ARORA : It is the time of the House.

SHRI N. G. GORAY :.....which are despatched to Pakistan, it will be perfectly within our right to stop these arms from reaching Bangla Desh?

Will you intercept them on the high seas in the Bay of Bengal and see to it that they do not reach the shores of Bangla Desh? Will you make it explicit to the Government of the U. S. A. that we shall see to it that these arms do not reach the Yahya Government?

SHRI S. D. MISRA (Uttar Pradesh) : If they had that courage they would have recognised the Bangla Desh Government much earlier. No guts.

SARDAR SWARAN SINGH : About the question whether we have any independent source to come to the conclusion as to whether the U.S.A. Government's statement is correct or the New York Times report is correct I must say that we have no other independent source which could either confirm the one or the other because this is a matter......

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : You have an Embassy there. They do not seem to know anything. Then why are you spending money over these Embassies?

SHRI A. P. CHATTERJEE (West Bengal) : They simply know how to dance.

SARDAR SWARAN SINGH : That is a separate matter. When there is no independent source, I cannot say that there is an independent source. For any country to say that any country can find out what is contained in a ship which is sailing or what is contained in the various crates is asking for too much. That is not possible.

Now, Sir, about the other question, I agree with the suggestion made by him................

SHRI BHUPESH GUPTA : What is your Ambassador doing there?

SARDAR SWARAN SINGH : What independent source can he think of in order to see what is contained in the crate ? This is not the function of the Ambassador.

SHRI A. P. CHATTERJEE : They spend their time only in cocktails and dances.

SHRI ARJUN ARORA : He is advising the Government of India to devalue the Rupee.

SARDAR SWARAN SINGH : Their object is not to indulge in any espionage activity.

শ্রী রাজনারায়ণ (উত্তর প্রদেশ) : মহোদয়, একটা ব্যবস্থার প্রশ্ন ( ) আছে। মহোদয়, আমি শান্তভাবে বসে আছি।

SARDAR SWARAN SINGH : The only other point......

শ্রী রাজনারায়ণ মহোদয়, আমি বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করেছি, ব্যবস্থার প্রশ্ন ( ) আছে।

সভাপতি: কি ব্যবস্থার প্রশ্ন?

শ্রী রাজনারায়ণ: প্রথমে তিনি বসুন। যতক্ষণ মন্ত্রী বসবেন না ততক্ষণ আমি বলব না।

SARDAR SWARAN SINGH : May I ask him to sit down.......

শ্রী রাজনারায়ণ: মহোদয়, দেখুন মন্ত্রী মহোদয় জবাব দিতে অর্ধেক বললেন, কেউ শুনলেন কি শুনলেন না, তিনি বললেন, অনুসন্ধান করে খবর দেয়া আমাদের বিদেশী দূতাবাসের কাজ নয়।

মহোদয়, তিনি বললেন, এটা আমাদের বিদেশী দূতাবাসের কাজ নয়। তাহলে বিদেশী দূতাবাসের কাজ কি?

MR. CHAIRMAN : This is no point of order.

শ্রী রাজনারায়ণ: এর চেয়ে বড় বৈধতার প্রশ্ন আর কিছু নেই। মন্ত্রী এরূপ বলতে পারেন না। তবে বিদেশী দূতাবাস কিজন্য? আপনি দয়া করে মন্ত্রীকে বলুন তিনি এই শব্দসমূহ প্রত্যাহার করুন। আমরা জানি বিদেশী দূতাবাসের কি কি কাজ করতে হয়। শুধু নিয়ন্ত্রণ করা, খাওয়া ও নৃত্যকরা তাদের কাজ নয়।

SHRI BHUPESH GUPTA : It is very important because our Embassy there is very expensive and we are receiving letters from the Embassy officials saying what kind of things go on there.

শ্রী রাজনারায়ণ: আমাদের কি এই শুনতে হবে যে এটি বিদেশী দূতাবাসের কাজ নয়। আমি জানি কোন মন্ত্রী কি কাজ করেন। ননসেন্স।

SHRI A G KULKARNI (Maharashtra) : On a point of order. We have a legitimate point of order. We must be heard. How can you dispose of like this? The demand made by the Opposition is legitimate. The Minister says that the foreign Embassies are not spying. He said we have not got independent source. Is it not the legitimate duty of an Embassy to have an independent wing to find out what is happening in the interest of our country?

How are you, Sir, allowing the Minister to get away with the statement that he has no other independent source? This is a rightful demand by the Opposition and I also think that the Government must come out with a statement as to what information they possess what their intelligence source is and so on. How evcan you say that the Minister can run away with such a reply?

MR. CHAIRMAN : Please sit down Mr Minister.

SARDAR SWARAN SINGH : I think there is some confusion and I would like to clarify.

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh): Sir, I would submit that even if any embassy has got espionage, it is not their duty to expose it and teil it in the House.

SOME HON. MEMBERS : No, no.

(*Interruptions*)

SHRI A. G. KULKARNI : It is the duty of the Government to satify us. How can you say like that ? A shipload of arms are going and you are pleading that he should not give information.

(*Interruptions*)

SHRI SYED AHMED (Madhya Pradesh) : Sir, may I say a word ?

SHRI BHUPESH GUPTA : We are not getting any report because Mr. L. K. Jha, the Ambassador, is one of the greatest pro-Americans.....

(*Interruptions*)

SHRI SYED AHMED : Sir, if the *New York Times* had not revealed this information about shipment of arms, had the Minister any other means of knowing about it ?

MR. CHAIRMAN : Please sit down. Mr. Minister.

SHIR BHUPESH GUPTA : Sir, what is your ruling ?

MR. CHAIRMAN : Please allow the Minister to speak.

SHRI BHUPESH GUPTA : Sir, why are you getting angry ? It is a very relevent question as to what our Embassy is doing. (*Interruptions*). If we are not getting information, is it because you have got an American stooge as our Ambassador ? He had made a mess of things here.

(*Inrerruptions*)

SHRI A. G. KULKARNI : Sir, it is your duty to ask the Minister..

MR. CHAIRMAN : Have I not asked him to speak ?

SHRI BHUPESH GUPTA : The Ambassador should be recalled.

SARDAR SWARAN SINGH : Sir, I am unable to understand this excitement. The question is simple. If you look up the record, Sir, and if the House is patient, this limited question was asked of me, namely, whether I have indepeendent method of checking as to which of the two reports—*New York Times* report that there are planes on the ships, as against the official spokesman's statement that there are no planes—is correct And I have made a factual statement saying that when the ship has been loaded and it is on the high seas, I have no independent means of checking as to whether the *New York Times* report is correct..........

SHRI C. D. PANDE : (Uttar Pradesh) : On a point of order.

SARDAR SWARAN SINGH : ..or the other report is correct.

SHRI ARJUN ARORA : On a point of order.

SARDAR SWARAN SINGH : Will you not permit me to finish ? This is unfair. I do not give in.

MR. CHAIRMAN : Mr. Arora, let the Minister finish. Then if there is anything, I will hear you.

SARDAR SWARAN SINGH : Then, on this general question as to what type of work our Ambassador or Embassy should do and what type of work they should not do, on that also there are certain international conventions, and strongly reject as absolutely unfounded the remark made by the Communist leader calling our Ambassador a stooge of America.

SHRI BHUPESH GUPTA : Absolutely.

SARDAR SWARAN SINGH : Absolutely incorrect and unjustified.

SHRI BHUPESH GUPTA : We know it for a fact. (*Interruptions*).

SARDAR SWARAN SINGH : It is my duty to defend our Ambassador. The remark is absolu ely unjus ified and I will not accept it.

SHRI C. D. PANDE : On a point of order, Sir.

MR. CHAIRMAN : Let him conclude. I have asked Mr. Arjun Arora also to sit down.

SHRI C. D. PANDE : No, no.

SARDAR SWARAN SINGH : I have not finished. I do not give in.

(*Interruptions*)

SHRI C. D. PANDE : Point of order, Sir.

MR. CHAIRMAN : A point of order must relate to the procedure.

SHRI. C. D. PANDE : Yes.

MR. CHAIRMAN : What is the procedure involved ?

SHRI C. D. PANDE : Sir, the Minister made a statement which undermines the entire foundaton of the intelligence department. He said that there is no independent source of knowing..

MR. CHAIRMAN : He has exp' 'ned it.

(*Interruptions*)

SHRI C. D. PANDE : We are spending crores of money on the Embassy and the Minister says that the Government has no means of knowing....

Mr. CHAIRMAN : This is no point of order. I over rule this point of order.

SARDAR SWARAN SINGH : About the Embassy's functioning, let us consider this question calmly......

SHRI C. D. PANDE : We have secret sources of information. We are spending so much of money on these sources, and the Minister says he has no sources of information.

MR. CHAIRMAN : There is no point of order in this.

SHRI M. K. MOHTA (Rajasthan) : Sir, on a point of order.....

SARDAR SWARAN SINGH : According to the well-established conventions...

SHRI C. D. PANDE : Sir, the Minister has no right to say he has no source of information.

SHRI M. K. MOHTA : On a point of order .

MR. CHAIRMAN : I overruled the point of order.

SHRI M. K MOHTA : Sir, I have not even submitted my point of order to you.

MR. CHAIRMAN : But I have not called you also. (*Interruptions*) If you all want to prolong these unnecessary points of order the business cannot go on. Please sit down, Mr. Mohta.

SHRI M. K. MOHTA : I have not even made by submission How can you say 'No' ?

MR. CHAIRMAN : Then I will have to call everybody. These are not points of order, one of them.

SHRI M. K. MOHTA : My point of order is this..

MR. CHAIRMAN . No, Mr. Mohta, please sit down

SHRI M. K. MOHTA · Sir, am I not entitled to my point of order ? What is this?

MR. CHAIRMAN Please sit down

SHRI M. K. MOHTA : My point of order is this. The honourable Minister is stating something which he does not....

MR. CHAIRMAN : No, no, Mr. Mohta, this is no point of order. Please sit down.

SHRI M. K. MOHTA : Let me make my submission. The House is interested in getting the information. We want to know what the information of the Government of India on its own is.

MR. CHAIRMAN : This is no point of order.

SHRI M. K. MOHTA : What is the use of stating what is printed in the New York Times ? The House is not interested in second-hand information....,

SHRI ARJUN ARORA : At least in the House Mr. Mohta and I are equal. Outside I and Mr. Mohta are unequal in the eyes of the income-tax authorities. Sir, my point of order is this, the Minister is misleading the House when he says that the ships are on the high seas, because Senator Church of the United States has pointed out that the ships are going to call at another U. S. port and has suggested that the arms could be of loaded when the ships call at another U. S. port or even when the ships call at Montreal in Canada. And the Minister says they are on the high seas, so nothing can be done. Is he entitled to mislead the House ?

SARDAR SWARAN SINGH : Even if they have to touch another port, they will pass through the high seas. All that I am saying is they are on the high seas and I do not think electronic and other things can be arranged in such a way that you can look at what is contained in the cases.

SHRI NIREN GHOSH (West Bengal) : The ships pulled away from the pier after the publication of this report. How can you say they are on the high seas ? They are in the harbour.

SARDAR SWARAN SINGH : If they are pulled away from the pier, they go into the high seas after three days or so. I think by just questioning on matters of procedure, on matters of machines, we are missing the essential points. I am one with the House and we are registering our protest against this violation for which the United States Government responsible.

SHRI A. G. KULKARNI : What about this ?

SARDAR SWARAN SINGH : And about action this is one way of action if we can present our disappproval in a united form. This is one form of action. But if we fritter away our enegies and quibble for words, I am sorry that we are missing the essential points. The essential point is in a united manner to register our strong disapproval of their action. This is the main point....

SHRI BHUPESH GUPTA : Under your timid leadership.

SARDAR SWARAN SINGH : Then on the last question that has been asked I would not like to say at the present stage as to whether India would take any action by way of interception of these ships. I would not like to make any statement at this stage with regard to this.

SHRI N.G. GORAY : I would like to ask only one thing......

MR. CHAIRMAN : Is there anything unanswered ?

SHRI N. G. GORAY : My main point is missed. Supposing you think that the stage is not reached when you can tell the USA that you will intercept the ship, will you at least reserve your right to do that before the arms reach Bangladesh ?

SARDAR SWARAN SINGH : I have already mentioned in this statement that we have asked the United States Government itself even at this stage to ensure that they themselves intercept these ships and recall them and do not permit these supplies to Pakistan.

SHRI N. G. GORAY : If they do not do it, will you do it ? Sir, you must protect us...

MR. CHAIRMAN : Shri Krishan Kant.

SHRI KRISHAN KANT (Haryana) : Sir, it is a very interesting situation. The Special Assistant to the Secretary of State was here yesterday and the press report says that he told our Ministry and officials that the reports about two ships coming are wrong and the State Department says that there is something in it. This is how the American Government functions. Not only that, can we rely on Government of the United States of America, when Senator Church says that the government says something and later on something else happens. Senator Kennedy says that the Government is indulging in doubts talks, duplicity and they are behaving......(*Interruptions*). Sir, the New York Times says that it is a government which has committed breach of faith to the people of America, the Senate, the Congress and friendly countries We are grateful to the New York Times for bringing out the whole thing We know that the people of America, the press in America and the journalists of America are not with Pentagon. Can you rely on this military junta of Pentagon in the United States of America which is indulging in duplicity, double talk and betrayal of India ? Have you told them clearly : "The arm you are giving to Pakistan are to be used against us. They are friends of China. They are friendly with Russia. They are not going to fight Afghanistan with these arms. They are meant to be used against India". Have you told America clearly that any arms aid, direct or indirect - direct by themselves and indirect through CENTO and SEATO --will be used for abeting and aiding not only in their activities in Bangla Desh, but against India as a whole and therefore such arms aid will be considered as a war-like act done by America and we are free to take any action in this matter ? I would like to know this.

What the American government has done is deliberate because they do not want the balance of power in Asia to be titled and they do not want India to grow. They want bases in Asia. That is why they are doing it. I would like to know whether the Government of India is convinced that the United States of America is giving arms aid to Pakistan deliberately knowing that it is in the interests of Pentagon and not in any way in the interests of democracy, freedom and other things. Shri Sadruddin in speaking in the same language. United Nations is speaking the same language. The United States is speaking the same language. Therefore, it is a conspiracy of Pakistan, United Nations, United States, Britain and all the western powers. In the present situation, I would like to know one thing. When this arms aid is going to Bangladesh, why is the Government hesitating to impose a blockade—naval and air blockade round Bangladesh--so that no military aid reaches Bangladesh ? I want to know from the government why they have not done it up till now ? The Minister said that they would consider it. May I know from the government another thing in this connection ? On the 25th March there were only two divisions in Bangladesh. Now there are five divisions. How were these three divisions transported from West Pakistan to Bangladesh ?

Were any big powers helping Pakistan in the movement of these troops and arms ? Have they any information? If that information is not there, let us know how they were shipped. What steps are being taken to see that more shipments do not take place ?

MR. CHAIRMAN : All right. Yes, Mr. Minister.. (*Interruptions*) Please wait. I am allowing everybody.

SARDAR SWARAN SINGH : Sir, the question that was asked is whether our attitude with regard to the US supply of arms to Pakistan has been expressly and clearly conveyed to the US Government. My reply is in thet affirmative. We have been telling the US Government in unmistakable terms tha any supply of arms by the United States to Pakistan will increase the military strength of Pakistan and even according to Pakistan, India is their only enemy as they describe India and therefore, any help to Pakistan is something to which we are totally opposed, because this help is directly to be used against us. So, we have not left the United States Government in any doubt and more so, Sir, when any supply of arms at the present stage after the military regime's atrocities in Bangladesh, is a clear condonation of the atrocious acts perpetrated by the military regime and also thus amounts to creating conditions in which the agony of the people fighting for their rights is prolonged. Therefore, Sir, we have clearly expressed our view-point to the Government of the United States.

SHRI JOACHIM ALVA (Maharashtra): Sir, in 1965, the US did not send any shipments to Pakistan. Sir. it is an important point. The United States, in 1965, stopped shipments to Pakistan.

SARDAR SWARAN SINGH : Then, Sir, the last two questions that the hon. Member is putting as to whether we should undertake naval blockade and try to stop the movement of either trops or movement of equipment from West Pakistan to East Pakistan are certainly not questions which arise out of the US supply of arms to Pakistan. That is a general question.

(*Interruptions*)

SHRI KRISHAN KANT : Sir, on a point of order.

(*Interruptions*)

SARDAR SWARAN SINGH : Sir, that is a general question....(*Interruptions*)....Sir, that is a general question which I do not want to answer while answering these questions.

SHRI KRISHAN KANT : Sir, on a point of order. According to the "New York times" report, one ship started on the 8th May and reached Karachi yesterday and that ship, loaded with arms, is going to Bangladesh. That is a very relevant question.

MR. CHAIRMAN : He was referring to the questions which you put, namely..

(*Interruptions*)

SHRI KRISHAN KANT : Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN :....that transort of these army personnel from....

SARDAR SWARAN SINGH : From West Pakistan to East Pakistan.

MR. CHAIRMAN :..from West Pakistan to East Pakistan did or did not take place.

(*Interruptions*)

SHRI KRISHAN KANT : Sir, before that I asked another question. The shipment that has reached Pakistan yesterday is going to be sent to Bangladesh. So, Sir, the hon. Minister is not replying to the question. Earlier troops and equipment went to Bangladesh from West Pakistan. How did they reach there ? Have they any information on whether any world powers are helping them ?

MR. CHAIRMAN : No, that does not arise.

SHRI KRISHAN KANT : Sir, that is a very relevant question.

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : No.

SHRI KRISHAN KANT : Sir, the Minister for Foreign Affairs should know.

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Yes, Mr. Minister

SARDAR SWARAN SINGH : So far as the question of any help being given by the Big Powers to enable Pakistan to move either their army or other equipment to East Pakistan, according to our information, no such help had been given by any of the Big Powers in the matter of enabling Pakistan to move either their Army or their-Air Force

(*Interruptions*)

SHRI C.D. PANDE : Not even China ?

MR. CHAIRMAN : He cannot answer like this. Mr. Pande, you go to your seat.

SHRI A. D. MANI : Sir, he is sitting here.

SHRI BHUPESH GUPTA : Sir, if the American action is not an instigation to Pakistan to start a war against India. I do not know what it is. American arms are going.

MR. CHAIRMAN : Please sit down.

SHRI BHUPESH GUPTA : Still he says that no world power is helping.

SARDAR SWARAN SINGH : That is a separate issue. The question that was asked..(*Interruptions*)..The question that was asked.

MR. CHAIRMAN : Please sit down, Mr. Bhupesh Gupta.

SARDAR SWARAN SINGH : The question that was asked is whether any of these Big Powers have given any help to Pakistan in the matter of transportation of their equipment or men from West to East.

I cannot say about China. The Chinese have been giving all manner of help and equipment, but not in this matter, transport, so much. But there is no doubt that the Chinese have been giving all types of equipment....

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Mr. Pande, you are not the Minister. Let the Minister answer....

(Interruptions)

SARDAR SWARAN SINGH : This is the answer to the last question.

শ্রী রাজনারায়ন: আমাকে আবার বৈধতার প্রশ্ন তুলতে হচ্ছে। আপনি এখানে রুলিং দিবেন। আমার প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার একথা মেনে নিয়েছেন যে এখন থেকে ইষ্ট পাকিস্তান শব্দটি ব্যবহার করা হবেনা শুধু বাংলাদেশ শব্দটি ব্যবহৃত হবে কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় বার বার ইষ্ট পাকিস্তান ইষ্ট পাকিস্তান বলছেন। একবার যখন বললেন আমি ভাবলাম অসতর্কতা বশতঃ বলে ফেলেছেন কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সরকার প্রথমে যে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন তা থেকে পেছনে সরে যাচ্ছেন। আপনি দয়া করে এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা দিন। এই সংসদে একথা অনুমোদিত হয়ে গেছে যে ইষ্ট পাকিস্তান' ও ইষ্ট বাংলা ' শব্দ দুটি আর ব্যবহার হবেনা , তদস্থলে 'বাংলাদেশ' বলতে হবে। এরপরও মন্ত্রী 'ইষ্ট পাকিস্তান' শব্দটি কেন ব্যবহার করেছেন।

SARDAR SWARAN SINGH: I have nothing more to answer. This is the expression used by the international community.

(Interruptions)

শ্রী রাজনারায়ন: মহোদয়, আমি একটি প্রশ্ন করেছিলাম। মন্ত্রী তার কি জবাব দিয়েছেন আমি শুনিনি। আমি জানতে চাই সরকারের সঠিক মনোভাব কি? তিনি বাংলাদেশে বিশ্বাসী না ইষ্ট পাকিস্তানে। সরকার সোজা উত্তর দেবেন। এটা কৌতুক নাকি। আমি জিজ্ঞেস করলে তাঁর কুকীর্তি ফাঁস করে দেবো।

সভাপতি: এই ষ্টেটমেন্ট তিনি তো বাংলাদেশই লিখেছেন।

শ্রী রাজনারায়ন: ষ্টেটমেন্ট যা লিখা আছে তাই বলুন, যা বলবেন তাই লিখবেন, যা লিখবেন তাই বলবেন।

সভাপতি: আপনি বসে পড়ুন।

শ্রী রাজনারায়ন: তাহলে আমি বুঝব যে আপনি মন্ত্রীকে আদেশ করছেন যা লিখা হয়েছে তাই বলতে। দেখুন, আমি এসব শব্দের জটিলতায় অনেক পড়েছিলাম।

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, I have a submission. Kindly give your rul ng that wherever the expression 'East Pakistan' is used it should be expunged from the proceedings or that the proceedings shall never be disgraced by the words 'East Pakistan.' A standing ruling should be there. Wherever the words 'East Pakstan, are used, they shall be expunged and substituted by the expression 'Bangladesh.'

শ্রী রাজনারায়ন: সরকারের নির্লজ্জতা দেখুন, এটা নাকি ইন্টারন্যাশনাল এ্যাক্সপ্রেশন। ইন্টারন্যাশনাল এ্যাক্সপ্রেশনে বাংলাদেশ কি অন্তলীন হবে।

সভাপতি: আচ্ছা, হয়ে গেছে।

শ্রী রাজনারায়ন: আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি ওঁকে বলুন। আপনি সত্য বলেছেন যে ষ্টেটমেন্টে বাংলাদেশ লিখা রয়েছে। আমি মনে করেছিলাম মন্ত্রী অজ্ঞতাবশতঃ বা অভ্যাস বশতঃ তা বলছেন কিন্তু তিনি স্বীকার করলেন যে এটা ইন্টারন্যাশনাল এ্যাক্সপ্রেশন। আমার জানা নেই। রাশিয়া, আমেরিকা, বৃটেন এবং ত্রিশক্তির ষড়যন্ত্রে ভারত-পাকিস্তানের সৃষ্টি। আমাদের মগজে একটা পরিষ্কার প্রাপ্তি সমান শরণাপিত এর মত বিদেশে দাওয়াত খেয়ে বেড়াইনা আমি আমার নীতি বদলাতে পারিনা। তিনি বিদেশে গিয়ে কি কি করলেন পরে প্রকাশ করব। আমার আবেদন এই যে, যেমন ভূপেশ গুপ্ত মহাশয় বলেছেন, আপনি আদেশ করুন, যেখানে যেখানে 'ইষ্ট পাকিস্তান' ব্যবহার করা হয়েছে তা কার্যবিবরণী হতে বাদ যাবে এবং তদস্থলে 'বাংলাদেশ' শব্দটি আসবে যা বিবৃতিতে লিখা আছে।

SHRI KRISHAN KANT: My point of order was this The hon. Minister in his reply had said that they had asked the American Government to see that those shiploads do not reach Pakistan. Supposing the Government of America does not do that, I had asked the question, how will the Government see that those shiploads do not reach East Pakistan or Bangla Desh. That is my simple question

SARDAR SWARAN SINGH: I would not like to answer as to what will be done under those circumstances. I would not like to say anything at this stage. I have already replied to that question

MR. CHAIRMAN: Have you anything to say about using the words "Bangla Desh"?

SARDAR SWARAN SINGH: I do not know, Sir, if in my absence any other decision was taken But when I attended the session on the last occasion about a fortnight ago, I did not know of any particular direction in this respect. And I would like to study the record to find out as to how binding is that and I must be quite frank and say that, while talking to other countries, I cannot see how I should be prevented from talking in a language which alone is understood by others. So I would like to study that. I have not taken a final view and I would like to understand what has been the direction of the Chair in this regard.

SHRI BHUPESH GUPTA: You can easily say that before 25th March it was East Pakistan and from 25th March it is Bangla Desh.

SHRI A. G. KULKARNI: He should express it in the language of Parliament. He should refer to it as Bangla Desh only.

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa) : You can kindly repeat your direction for the information of the hon. Minister.

MR. CHAIRMAN : The Deputy Chairman probably gave the direction.

SARDAR SWARAN SINGH : I have already said that I will study what has been the direction.

SHRI RAJNARAIN : What is there to study ?

SARDAR SWARAN SINGH : I am accustomed to studying.

SHRI RAJNARAIN : The words "Bangla Desh" have been used in your Statement itself.

SHRI BHUPESH GUPTA : Nothing is there to be studied. The Prime Minister has been using the words "Bangla Desh" frequently now. The Defence Minister has been using the same words. In Parliament we are using the words "Bangla Desh". This is our language. It has a political connotation; it has a moral connotation.

SARDAR SWARAN SINGH : The same words have been used in several other replies, as you pointed out, but I would like to study what transpired when I was away and I will certainly abide by whatever convention was adopted.

Mr. CHAIRMAN : I hope, Mr. Minister, you will take note of the wishes of the House. Now Mr. Mohta.

SHRI M. K. MOHTA : Sir, the hon. Minister has said that the Government of the USA is hiding bheind technicalities when the US Government says that no new authorisation has been permitted after the 25th of March. Sir, I accuse the Government of India also of hiding behind technicalities and playing with the lives of the million of refugees coming from Bangla Desh into West Bengal, Assam and other border States of India. This House is entitled to know what are the reasons why the Government of India would not take steps to intercept the arms supplies to Pakistan which are going to be used against the unarmed people of Bangla Desh and also against the people of India. This House is entitled to know the reasons that the Government has in mind. Secondly, Sir, I would like to ask the hon. Minister whether it is not a fact that among the shipments from the USA are included the components required by Pakistan to convert their civil planes also into military planes to be used against Bangla Desh, whether it is a fact or not, and if it is a fact, whether the Government of India has protested to the US Government against this. Lastly, I would like to know which are the countries that have given arms aid to Pakistan since the conflict in Bangla Desh and what is the quantum of such arms.

SARDAR SWARAN SINGH : With regard to the first question, this really depends on the manner in which you deal with this problem Let us be quite clear when we are suggesting these actions like intercepting the movement of supplies of ships. Then these are obvious steps that are taken when the conflict between the two countries is on the point of escalation. That would be a deliberate step rather than in this manner casually saying

'you do this or that'. One should carefully weigh as to what will such an action lead to and whether you want to propose to take that action. It will not be wise to make such suggestions in isolation. One has to take a co-ordinated view and a view of what it leads to and it is only after a deliberate decision is taken that you can take these isolated individual steps. On the second question he said that if the spare parts for civilian planes are there, then they can also be used for military purposes. Yes, they can be. Therefore, any accrual of any economic aid to Pakistan when they are engaged in this bloody action and these atrocities against a people, is something to which we are totally opposed and we have made our position quite clear to the US and to all other countries, whether it is spare parts for civilian aircraft or in fact any economic aid of any type at the present moment given to Pakistan has the effect of condoning the military atrocites that are being committed by the military regime.

SHRI BHUPESH GUPTA : It is abetment. Is'condon ing' the proper word? Somebody is killing, I am giving arms. Is it condoning or helping the murder or abetting the murder?

SARDAR SWARAN SINGH I agree his English is more forceful and more expressive, there is no doubt. This was only one expression. I have also said that it increases the potential of the military regime and enables them to carry on their ruthlessness with even greater ferocity—that is another word for abetment.

SHRI BHUPESH GUPTA ; Use that

SARDAR SWARAN SINGH : I have used that

SHRI BHUPESH GUPTA : I can supply better language sitting here.

SHRI ARJUN ARORA : Mr. Gupta was in Britain.

SARDAR SWARAN SINGH Therefore we always accept his amendment on words. About the arms aid given by other countries to Pakistan after their Bangla Desh situation developed, according to our information, besides these pieces equipment that have been shipped from the US, China appears to be the only other country that has given military aid to Pakistan.

SHRI A D. MANI (Madhya Pradesh): May I ask the Minister whether in view of the fact that the State Department has been completely exposed by the New York Times in regard to its disclosures about the US involvement in Vietnam, there is no ground whatever in our having any credibility in the statements of the US Government? May I ask whether in view of the widespread dissatisfactory in the country over the Government's policy, the Government would at least raise this matter formally in the Security Council to prevent other countries from extending military supplies to Pakistan. We have done it in the case of Rhodesia but not in the case of our own brethren across the border. Why should the Government drag a lame foot in raising this before the Security Council? A question was raised about our Embassy in New York. The Minister knows that we have a delegation at 3, E-64 which is in the Consul General's office. May I know whether after the Bangla Desh trouble broke out he has strengthened the staff of

the Consul General or whether there is any Military Attache attached to the Consul General to keep a watch on what is going on? The Consul General is in 3, E-64 and you know about it Sir.

12 Noon

May I know whether this office has been strengthened to find out what is happening in the United States regarding the efforts made by Pakistan to get arms supplies from that country? Thirdly, may I draw the attention of the Minister to a broadcast last night of 'Spotlight' over the All India Radio where it is alleged---Some Members told me that some-body was putting forward the point of view of the State Department, which is certainly involved in this matter, that the administrative machinery of the United States is of such a character that these things happen? Why should our Government become the apologists of the US State Department? May I ask him whether these broadcasts are cleared by the External Affairs Ministry or put up by the I and B Ministry themselves on their own initiative?

SARDAR SWARAN SINGH: I know, Sir, that the New York Times has also exposed certain volumes which have come into their possession relating to their actvities in Vietnam and that is a matter of great interest and debate at the present moment in the United States. In fact, the matter is before the United States courts. The New York Times, I think is doing excellent work throwing open to the public some of those things which have remained hidden so far. Now, Sir, regarding his second question on the supply of arms, whether his matter could be raised in the Security Council, this is a matter which requires very careful consideration. I will be quite frank with you. Our experience of the Security Council has not been very happy. There is a great deal of preliminary thinking and preliminary sounding and in the Security Council there might be strong speeches and counter-speeches equally strong. The effectiveness of the Security Council to do anything substantial unfortunately does not at the present moment enjoy any high reputation. His third question is a suggestion that there should be a Military attache in the Consul-General's Office in New York. I cannot say off-hand whether this is feasible or practical or whether there will be any use of it. About the All India Radio's broadcast, I have not heard it and I cannot make any comment on it, but, as you know, there is no arrangement for clearing any statements by the External Affairs Ministry. There are some press people, some non-officials also and there are some important speakers who want to retain their right even not to get their statement cleared. I cannot make any comment because I do not know the content of that AIR broadcast. It could not be an official broadcast. It might be the comment of some press person or some political thinker or somebody else. He must have been a non-official.

Now Sir, as the House is no doubt aware, I have to answer a Call Attention Motion in the other House.

SHRI BHUPESH GUPTA: On a point of order............

HON. MEMBERS: No, no.

SHRI BHUPESH GUPTA: The past when Lok Sabha discussed such motions we waited till two o'clock. I think Lok Sabha can wait till we have

finished this. In the middle of it he should not go away. This is very wrong and improper, putting this House absolutely in a second category in this matter. Therefore, as we have followed, I hope my hon. friends in the Lok Sabha may not mind it. When the Minister had been there we had waited till he came here, although the motion was given simultaneously. Under your instructions, he will go there only after we finish this business here.

MR. CHAIRMAN: All right. Mr. Muniswamy.

SHRI N. R. MUNISWAMY (Tamil Nadu): Sir, we all thought that our External Affairs Minister has landed in India in a victorious way. But unfortunately as he landed in India the unwelcome news disclosed by the New York Times has upset our equilibrium in giving encomiums and congratulations to him. I would like to know whether during his stay in America this fact of two freighters going to Karachi with military items has been brought to his notice. If that was not brought to his notice whether directly or indirectly what explanation he is going to offer as regards their word and deed so far in dealing with him ?

The second question is Pakistan is a member of SEATO and CENTO with other countries and probably is a member of NATO. They are getting all sorts of aid both economic and military, but we seem to suffer from a lot of disabilities. I thank it is better in this context to revise our non-alingment policy, in the context of the present changing situation.

The third question is, he has created a very good impression in all these countries where he had gone in explaining our stand and attitude in respect of Bangla Desh. Now Mr. Bhutto has started going to all those countries to counterblast all the good impressions created by the External Affairs Minister. I want to know whether he would see to it that whatever impression he had created is not spoiled by this.

So far as America is concerned the administration of the State Department is full of technicalities, and the Defence Department carries on its own things merrily in supplying military arms, and the White House seems to support it. These three wings are not working in a co-ordinated way. I wish to know whether there is any difference of opinion among these three wings of the administration, whether the pentagon is in favour of Pakistan and the White House also is supporting it. I would like to know in this connection whether he would see that the impression created in the U.S.A. is maintained and also that these military items which are sent in two freighters, not only aircraft but several other lethal weapons, are intercepted and recalled to America.

The last and final question is whether we would take adequate steps to meet any contingency in case of war. Are we prepared to meet this contingency ?

SARDAR SWARAN SINGH: Sir, about the first queston I have nothing more to add except to say that the action has to be inline with whatever are the assurances, and our strongest objection is that this action is not in accordance with the statements and assurances.

In the second question he makes a suggestion that we should revise our policy of non-alignment. I do not think that while dealing with only

a calling attention notice you can go substantively into a long discussion or really discuss in depth about the efficacy of the present policy and if it requires any revision, if so, to what extent and for what reason; that is a bigger issue which cannot be dealt with obviously in this short calling attention notice.

Then the third question he has asked is that Mr. Bhutto is planning visits. He is most welcome to go. It is for us to put across our viewpoint, and if they have anything to tell, they are also entitled to put across their viewpoint. It is just in the international life one has to take the hard facts of life and try to do one's best. I have no means of ensuring that the effect or anything that is created by my visit is not spoiled. It is beyond me. I will be making a very tall claim if I were to give any impression to the contrary. But I have no doubt that there is at the present moment, whatever may be our own doubts, a great deal of understanding of the vital issues involved in Bangla Desh, and I think that there is much greater support for our viewpoint than what meets the eye. Then the fourth question that he has asked is as to whether the different wings of the US Administration function differently. That is a matter of their internal functioning. We are concerned with the end-result. We are at the wrong end and therefore it is not our concern to be satisfied that one wing is working or is not working in cooperation with the other wings. And if anything that is prejudicial to our interest takes place, we cannot take any satisfaction from this thought that all their wings are not working in a coordinated manner. It is their concern and it is their responsibility that if they give us any assurance or they make any statement, then they have to control all their wings to ensure that such an assurance is implemented and not permitted to be whittled away.

Then the last is a general question as to what steps if any, are taken to meet any situation of a war like nature. My colleague, the Defence Minister, is here, and he has assured the House on several occasions that if our integrity and sovereignty are in any way threatened, we will give a befitting reply.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, the hon. Minister said that he would take language from me. But he does not suffer on account of lack of language. He has enough strength in this respect. But he and his Government in this matter, when it comes to the Americans suffer from lack of courage, lack of resolution and lack of decision.

Sir, when the hon. Minister arrived at the Palam Airport from his recent tour, he was confronted by the newspapermen and they invited his attention to what appeared in the New York Times. He said, according to the Times of India,

"I cannot accept the correctness of the report. I got a clear assurance that no US arms will be given to Pakistan."

I do not know whether the Times of India has quoted him correctly. But he seems to have some illusion, even after arriving here after going through all this process, whether the Americans would observe their assurance. I am surprised that so easily he makes such a statement. Is it not a fact that even at the time of India........

SARDAR SWARAN SINGH : You read out the remaining part of my statement.

SHRI BHUPESH GUPTA : I will read out—only two sentences are there:

"I got a clear assurance that no US arms will be given to Pakistan."

You used the words 'clear assurance.' The other sentence is :

"I cannot accept the correctness of the report."

What makes you think that the New York Times has not reported correctly in such a matter when the experience shows that on several such occasions the New York Times' report has been found to be correct ? I would like to know. You will say what you wish to say.

Now, is he aware that even at the time of the Indo-Pak war in 1965 the US declared an embargo on arms sale and supply to Pakistan and yet the supplies continued ? Now we find, according to the International Herald Tribune, that the US State Department spokesman Robert McCloskey has said that since 1966-67 the sale of military items to Pakistan had been running just under ten million dollars annually. Now the New York Times has disclosed that between 1967 and April 30 1970, the flow of military equipment to Pakistan amounted to nearly 42 million dollars. All these facts were known to you, should have been known to your Ambassador also. What is he doing ? I should like to know. In this connection what policy decision is the Government taking ? Does he not consider that this is a clear criminal abetment by the US of the genocide perpetrated in Bangla Desh by Yahya Khan to suppress the 75 million people, to drown their aspirations in a sea of blood ? If this is an abetment—we think it is an abetment—he should tell the world, talk to the other countries, that America is guilty of violation of the UN Charter, the UN Human Rights Charter and other international conventions and commitments in so directly and openly abetting a crime like the genocide that is being perpetrated there. This is number one. Does he recognise, in addition, that this arm supply today is a provocation against India and indeed an instigation to Pakistan to prepare for war against India, that with the arms supply coming to Pakistan from the U.S.A. tension on the border is mounting, that the West Pakistan troops are mounting up military provocation which indicates that they may even do something worse. Since our national interests are involved, this arms supply to West Pakistan by the U.S.A. should be taken as not only an attack on the freedom loving people of Bangla Desh but a hostile military action and military preparation against the security and peace of our own country. If that is so, we are certainly entitled to call the attention of the world and take such action, including not only political but other actions also, to prevent this thing from materialising. Sir, there is no indication at all. He will say the Defence Minister is sitting by his side.

MR. CHAIRMAN : Please put your question.

SHRI BHUPESH GUPTA : His answer would be that the Defence Minister is sitting by his side to answer the question. When the Americans are arming the Yahya regime the West Pakistan troops against our country apart from the people of Bangla Desh, what steps are you going to take to forestall a situation of this kind ? I think our answer should be

recognition of Bangla Desh, open assistance to Bangla Desh including military assistance, supply of all types of weapons that are required in order to meet the situation and to intercept the ships on the high seas. Bangla Desh certainly is entitled to do so. Where are they going to get the weapons from Where are they going to get aircraft from? That should be thought over seriously. In this connection nothing of the kind is being done. And we should take certain other actions also. We should declare on the floor of the House that we should consider the American action as being aimed against India, against our security, our independence, our people, and therefore, we consider this whole action to be hostile to our country Take action against American business interests. Nationalise the American oil concerns. Seize some of their properties here and then they will understand your language, not the present language of Sardar Swaran Singh. Recall your Ambassador Mr. L. K. Jha...

MR. CHAIRMAN : That is enough.

SHRI BHUPESH GUPTA : The Indian Embassy in the United States of America has failed in its duty. We are spending lots of money over this Embassy. The wives of the officials there indulge in blackmarketing and all kinds of things. Mr. L.K. Jha is well known for his sympathy for the Americans. I know from some of the Cabinet Ministers in the past Government how Mr. L.K. Jha functioned the Prime Minister's Secretariat or in the Reserve Bank of India Such a man is eminently misfit for the job. Replies made by a person, by a political figure who really shares the sentiments of the nation, who has got a different background. I should therefore, like to know what decision is the Government of India going to take. I feel a Parliamentary Commission of good type of people is needed to go into the functioning of the External Affairs Ministry. It has not yet come out of the cobwebs of American influence there. Whenever the question of America comes they use such a language. They should speak a proper language. Therefore, I demand a change in policy towards the Americans in conformity with the reality of the situation and with the situation which the Americans are creating.

SARDAR SWARAN SINGH : Sir, it is very difficult to answer because no questions as such have been posed. He has expressed in a very strong manner his own views as to how we should deal with the situation, and perhaps a counter-speech will not be very welcome to the House. So, I will, at any rate refrain from doing so. I would, however, like to make very brief comments on some of the points that he has raised.

The first point that he raised was that he had noted my statement as reported in the press on my arrival at Palam. Now, I was shown this on arrival that a news item has come and this is what is reported in the New York Times. And I said quite clearly that I would have to check the correctness of this report and if this report is correct, then it is contrary to all assurances given to us So I made the position absolutely clear even at that stage. I was hoping that Mr. Bhupesh Gupta would refer to that operative part. Now something is shown to me just on the spot I cannot proceed on the basis that all that is reported is correct. But even then I said that if this turns out to be correct, it is contrary to all assurances, I do not see what objection can be there to this attitude of mine.

The next point that he has mentioned is the effect of the U.S. supply of arms on the situation in Pakistan, the effect that it has on Bangla Desh. Now, I agree with him that any accr al of military strength to Pakistan, from whatever sources it may be, is to-day directly oppesed to the interests of the people of Bangla Desh, and as such, this is the main reason why we have been pressing all the countries .

SHRI BHUPESH GUPTA No, no, it is an international crime.

SARDAR SWARAN SINGH : Please, I have not finished.

SHRI BHUPESH GUPTA · You use the words "abetment of an international crime--genocide".

MR. CHAIRMAN Please sit down You cannot prescribe the language to him.

SARDAR SWARAN SINGH As to what are the appropriate expressions for what is happening there, I myself have used this word "genocide" in places more than one. And there are even stronger words that can be used for this. But it is not the words ; I think everybody in the country now knows and everybody abroad knews that the situation there Bangla Desh is such in which the military repression that has been unleashed has created untold miseries to innocent people and, therefore there is a great deal of sympathy for the sufferings of these people

SHRI BHUPESH GUPTA · Sir you should have noted that even now he would not use the word "genocide".

SARDAR SWARAN SINGH Even now I will prefer my own language I am not prepared to accept that I should repeat the sentences which Mr Bhupesh Gupta enunciates for me I will not accept it I will use my own language It may be defective, or you may not like it But I refuse to be dictated about the use of language.

SHRI BHUPESH GUPTA I am stating a fact I want to know whether you consider it as abetment or not (*Interruptions*). Why not ? American dollars are sticking in your throats

SARDAR SWARAN SINGH . Obviously any accrual of strength further strengthens the military regime and enables them to carry on their ruthlessness with even greater ferocity. These expressions are stronger than abetment. I do not know why he is asking me to confine myself (*Interruptions*) He cannot say that his choice of words is always the most appropriate. I will use my own words.

SHRI BHUPESH GUPTA You are the Foreign Minister.

SARDAR SWARAN SINGH : I know my responsibility as Foreign Minister and, therefore, I refuse to be dictated.

SHRI BHUPESH GUPTA · What about the effect on India ?

SARDAR SWARAN SINGH : About the effect on India, we have consistently taken the view that it is not linked with this Bangla Desh situation, but it is a substantive issue, a separate issue. And we have never left any

Government in doubt, whether it is the United States or any other Government who have supplied arms to Pakistan, that it is directly helping them against India because Pakistan does not say that they have got any other country with whom their relations are inimical; I am using the words used by Pakistan itself.

So obviously this is a consistent stand that we have taken with regard to all arms supply to Pakistan from whatever source it may be. Then he has given his own prescription as to what should be the Government's attitude in a situation like this and he has suggested recognition of Bangla Desh. These are bigger issues about which the Prime Minister has been keeping the house fully informed and I have no new information to give to the house. Then about the other suggestion that he has made about nationalisation of U.S. oil interests or other U.S. interests, those are economic matters which depend upon what attitude we take about nationalisation. Depending upon that we will take proper action. But we should not try to mix these issues in this form. I am sorry I very strongly differ from his description of the capacity of our Ambassador Jha. I have myself visited the United States twice when he has been the Ambassador and on all accounts he is doing good work and he is putting across Government of India's view point in a proper manner, in an effective manner. And I would appeal to the honourable Member not to indulge in this type of criticism and in the process weaken our own instruments through whom we want to put across our viewpoints. It is quite easy for anybody to criticise an Ambassador...

SHRI BHUPESH GUPTA: Can you not find another person to replace him?

SARDAR SWARAN SINGH: . and in this particular case even the facts on which he is relying are not quite correct. He talks of many years whereas Mr Jha went there only about a year ago and he was before that Governor of the Reserve Bank. During this period both on the economic side and on the political side he has done good work and I would strongly reject as completely unfounded the insinuations that have been launched against one of our distinguished Ambassadors.....

SHRI BHUPESH GUPTA: He is a stooge, a notorious imperialist stooge.

SARDAR SWARAN SINGH: If he wants me to use that type of language, I will hesitate to use that. I would say that if we come to stooges, we do not know where we end.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, let him tell me who the stooge is. Let him have the courage to say that I say Mr. L. K. Jha has been a stooge of Britain and America and you have put him as our Ambassador in America.

SHRI PITAMBER DAS (Uttar Pradesh): This is the unkindest cut of all.

SARDAR SWARAN SINGH: About the last question in which he has said that there should be a parliamentary commission to go into this aspect

of external affairs, I do not think that parliamentary commissions should be unnecessarily bothered with something which is essentially an administrative matter and they should depend upon those Ministers who are responsible to Parliament to carry out the wishes of Parliament.

SHRI LAL K. ADVANI (Delhi): So far as the United States Government is concerned, not all the facile explanations which have been offered now can conceal this fact—Mr. Bhupesh Gupta may call it abetment and may insist on that word; there can be so many words for it—this hard fact that by giving or selling these shiploads of arms to Pakistan at this time the Nixon Government has been guilty of collaborating with the Yahya Khan regime in perpetrating genocide in Bangladesh and which stands condemned before the bar of world opinion on this account. There is no doubt about it. But what I am really surprised at is the abysmal failure of our own mission in Washington to know about this episode. After all there is no justification for this situation that a ship leaves the U.S. shores on the 8th May and we are absolutely ignorant about it till the 23rd June and that too only when the New York Times reports about it that we come to know of it. I have nothing to say about Ambassador L. K. Jha. I do not know about him, and what the Minister has said about him and his abilities may be perfectly correct. But I presume and suppose that one of the primary functions of a mission abroad is to be posted about all matters and all information that is vital to our interests.

In this particular case, this was a vital bit of information which the New York Times could secure on the basis of dock registers and not from any intelligence source. On the basis of dock registers, it was able to find out that on the 8th May a shipload of ammunition and arms was sent to Bangla Desh. We were ignorant about this. We did not know about this. Even when the hon. Foreign Minister visited Washington or New York, this fact should have been known to him. If this fact had been known to him, I am sure that the entire conversation and the entire dialogue with Washington would have centred round this shipload of arms and this could possibly have enabled him to assert our position and perhaps then the second ship might not have left New York. This is the first abysmal and dismal failure for which I would seek an explanation from the Minister as to how it happened. Have we asked for any explanation from our Ambassador? There is no use issuing certificates and chits to our Ambassador there when this is a serious failure, the enormity of which should be realised and appreciated by our Missions abroad.

My second question is this: The hon. Minister has said that the U.S. authorities have been asked to intercept both the ships and to call those ships back. I would like to remind him on this occasion that during the war with Pakistan in 1965 some six ships carrying arms for India were halted on the way. They were actually on their way to India. But they were halted just 15 miles from our shore. I have before me the Hindustan Times clipping which quotes Shri L. N. Mishra as having given this information. I would like to know from the hon. Minister whether this information is correct and whether these six ships carrying arms to India were intercepted by the U.S. authorities during the Indo-Pakistani war. The U.S. Government at that time gave the explanarion that they did not want to add to the tension on the subcontinent and therefore stopped aid both to India and

Pakistan. This was the plea they gave at that time on the basis of which these six ships bound for India were halted just 15 miles from our shore and called back. I would like to know whether this fact has been recalled on this occasion and brought to the notice of the U. S. authorities.

Lastly, the entire House has pointed out that in the present context these two ships should be intercepted. When Shri Mohta suggested this, the hon. Minister was pleased to say that decisions like this cannot be taken off-hand and they should be taken with due cosideration. I think ever since this genocide in Bangladesh has started, we have been listening to this kind of replies on every issue, namely, 'we have to take decisions after due consideration'. I agree that every decision has consequences. When we called upon the Government to recognise Bangla Desh, we were conscious of the consequences of that action. When we call for interception of these ships, we are conscious of the consequences. But we think that this present Government on the plea of 'due consideration' is only providing apologia for inaction and doing nothing. What is the Govenment's stand on this particular issue? Are we going to do nothing about this shipment of arms? If the Government of U. S. agrees to call them back, well and good. Otherwise, are we helpless? Can we do nothing? Are we just to keep quiet and sit back? Is this the Government's stand?

SARDAR SWARN SINGH : The first question was about our inability to know from the beginning that this ship had been loaded and sent to Pakistan. I have already replied and I have nothing more to add to it..........

SHRI LAL K. ADVANI : You have not replied..........

(Interruptions)

SARDAR SWARAN SINGH : I have already replied. You know what I have replied.........

(Interruptions)

SHRI LAL K. ADVANI : This is no reply.

SARDAR SWARAN SINGH : I have nothing to add to what I have said. You have repeated what others have said..........

(Interruptions)

SHRI LAL K. ADVANI : I said that this is the primary function of our Missions abroad.

SARDAR SWARAN SINGH : I do not know. About primary functions, secondary functions and more important function we can have a separate discussion.

SHRI LAL K. ADVANI : My point is..

SARDAR SWARAN SINGH : If you want a very forthright statement on the duty of the Ambassadors and missions, by international conventions they are not expected to do what in normal term is called spying...

(Interruptions)

SHRI LAL K. ADVANI : This is not spying.

DR. BHAI MAHAVIR (Delhi) : The Minister is again reapiting the statement..(*Interruptions*). He is making a statement which will make our Ambassadors fuuction most ineffectively.

(*Interruptions*)

SARDAR SWARAN SINGH : Vigilance and intelligence are defferent. The question of mechanism of vigilance and mechanism of intelligence are never discussed. I do not know why you are repeating it, why you are pressing it again and again.

(*Interruptions*)

SHRI LAL K. ADVANI : Sir, it is a relevant question

DR. BHAI MAHAVIR : Sir, it is a relevant question.. (*Interruptions*..) What is this, Sir. He should reply.

SARDAR SWRAN SINGH : About the second question, Sir, all that the hon. Member has said is that on an earlier occasion the U. S. Government had stopped the delivery of equipment to Pakistan.

(*Interruptions*)

SRI BHUPESH GUPTA : Never. Never, It is India.

MR. CHAIRMAN : That is right. It is only a slip.

SARDAR SWARAN SINGH ; These were stopped when they were on the high seas. Therefore, even if they decide now, they can stop and there is no doubt about it and there is no question of citing any earlier precedent or not citing any precedent. It is a question of a conscious decision by the Government If they now decide which we are pressing them to decide,..(*Interruptions*) ..it is a substantial thing and that need not be linked with any earlier supplies or stoppage of supplies. We should deal with them as they come rather than try to build up precedents.

শ্রী লাল কে, আডভানী : আমি প্রশ্ন করেছিলাম, তাদের সংগে আমাদের কথা হয়ে থাকলে তার রেফারেন্স (উদাহরণ) দেয়া হয়েছে কি না। হতে পারে তিনি তা দেননি, তাহলে বলে দিন আমরা সেইটি পরে দিয়ে দেব।

MR. CHAIRMAN : Yes, please ? Anything left unanswered, I will look into.

SARDAR SWARAN SINGH : Sir, he has added another argument although I am not convinced about the effectivness of this argument. But we can try this also. Sir, about the third question......

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Let him finish please.

SARDAR SWARAN SINGH : Sir, he has again repeated the same question of interception of ships. I would like to say that this is not a matter in which the usal tactics of pressuring the Government can be adopted. We refused to submit to those tactics of pressurisation. These are decisions which we have to after careful consideration of the implications of anything and everything we do and about the question why is the Government trying not to accept their suggestions on the ground that we want to weigh all aspects, we continue to adopt that attitude, because the responsibility is on us and we want you to appreciate it.

SHRI PITAMBER DAS : Sir..................

MR. CHAIRMAN : Yes, what do you want,

SHRI PITAMBER DAS : Sir, the question is not of equating it with the stopage of ships. It is equating it with the reason of it when that was stopped: it was stopped on the plea that it would add to the tension. And now, on the same plea can't you say that it is adding to the tension, therefore, it should be stopped That was the point. We were not equating it with stoppage. We were equating it with the reason for it.

MR CHAIRMAN: Mr. Pitamber Das, that is quite clear.

SARDAR SWARAN SINGH: I have already said, Sir, we have definitely pointed out that this adds to the military might of the military regime against the innocent people and enables the military regime to carry on the atrocities and also adds to the tension between our two countries and strengthens Pakistan against India.

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Rajnarain.

শ্রী রাজনারায়ন: মহোদয়, আমি আপনার কাছে প্রথমেই অনুরোধ জানাচ্ছি মন্ত্রী মহাশয়কে একথা বলে দিতে তিনি যেন না বলেন যে, আমি জবাব দিয়ে দিয়েছি।

সভাপতি: আপনি প্রাসংগিক কথা বলুন এবং অল্প বলুন।

শ্রী রাজনারায়ন: জাহাজ ভরে যে সামরিক সরঞ্জাম আসছে সে ব্যাপারে সরকার কি আমেরিকান সরকারকে বলেছে তোমরা এটি থামিয়ে দাও, কখনই পাঠাবেনা। আরও স্পষ্টভাবে সরকার একথা বলেছেন কিনা যে এই সরঞ্জাম পাঠানো হলে বাংলাদেশ ব্যবহৃত হবে এজন্য সমর সরঞ্জাম কখনই পাঠাবেনা, থামিয়ে দাও। প্রথম প্রশ্ন।

শ্রী মহাবীর ত্যাগী (উত্তর প্রদেশ): পাকিস্তান নারাজ হয়ে যাবে ভাই।

শ্রী রাজ নারায়ন: দ্বিতীয় কথা। মন্ত্রী মহোদয় যখন বিদেশ ভ্রমণে গিয়েছিলেন তখন তিনি কি "Civil aggression" শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন? মাননীয় মন্ত্রী কি "Civil aggression" শব্দ ব্যবহার করেছিলেন আর যেহেতু এটা মিলিটারী

এগ্রেশন নয়, সিভিলিয়ান এগ্রেশন, তাই আমেরিকা সরকারের কৌতুহল হল যে, যখন মিলিটারী এগ্রেশন এটি নয় বরং সিভিলিয়ান এগ্রেশন তখন আমরা কিছু সামরিক সরঞ্জাম পাঠিয়ে দেই। এত বিতর্কের পরও মন্ত্রী মহোদয় কি এখনও একথা বিশ্বাস করবেন যে আমাদের বিদেশী দুতাবাসের কর্তব্য হচ্ছে স্বদেশের স্বার্থ রক্ষা করা এবং দেশের কল্যাণার্থে, দেশের স্বার্থে আঘাত আসে এমন ঘটনাবলী সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান করা। মাননীয় মন্ত্রী বলছেন, সাধারণ অর্থে যা বুঝায় তা আমরা করিনা। একথা কে বলে যে তারা স্পাই-এর কাজ করবে এটা কেউ বলেনি স্পাই-এর কাজ করা আর সঠিক তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে সরকারকে অবহিত করা এ দুইয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য।

SARDAR SWARAN SINGH. Sir, the reply it the first question is 'yes'

About the second, I have not used this expression "civilian aggression" in relation to the position in Bangladesh. But I have used some expression to this effect that the large influx of refugees into Indian territory means a short of aggressive action against us in India because this amounts to shaking our socio-economic fabric by the induction of these large numbers. I have used this expression. But I would like to assure the hon. Member that it has got nothing to do with the supply of arms by the U. S. A. to Pakistan

All this took place, the first one, the main ship, that took place long before I want there. In this respect there should not be any confusion in the mind of anybody, and I think the hon Member is stretching the language too much when he tries to import that aspect here. Now, for once I agree with him that our embassies should do everything possible to sefeguard and protect our interests being vigilant always, and they are constantly reminded to do so, and I think we should contnue to impress upon them the necessity of showing alertness and vigilance to protect our interests We should not also try to bring in extraneous considerations like mithayee from Banaras or things of that nature These are in the nature of trying to ridicule our institutions which, I think, does not redound to our credit

শ্রী রাজনারায়ন: মহোদয়, আমার প্রশ্নের জবাব পাইনি। আমি বলেছিলাম, যে মাসে যেসব অস্ত্র সেখান থেকে এসেছিল সে সম্পর্কে ভারত সরকার তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছেন কিনা যে এসব অস্ত্র কি জন্য পাঠানো হলো? যে মাসে অস্ত্র পাঠানো হয়েছিল এখন জুন মাস চলেছে, আমি মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট হতে একটা সুস্পষ্ট উত্তর চাই যে যে মাসে অস্ত্র পাঠানো হয়েছিল কিনা।

সভাপতি: এখন আপনি বসুন।

SARDAR SWARAN SINGH : I have said that we have come to know of it after this '*New York Times*' report I have said that and thereafter; we have taken that the subject vigorously with them.

শ্রী রাজনারায়ন: মহোদয়, আমার প্রশ্নের উত্তর এখনো আসেনি।

সভাপতি: তাঁর মনে ছিলনা।

শ্রী রাজনারায়ন: যে মাসে অস্ত্র এলো এটাও জানা ছিলনা। এখন আপনারা উপলব্ধি করুন এই সরকার কিভাবে আমাদের দেশ রক্ষা করতে সক্ষম হবে।..................

SHRI GODEY MURAHARI (Uttar Pradesh) : There is some confusion. Mr. Rajnarain has been asking about the shipments made in May, much before the Minister went to New York.

শ্রী রাজনারায়ণ: মহোদয়, আমি আরও জানতে চাই, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বিলম্ব কেন করা হচ্ছে? এই সরকার এযাবত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। যে মাসে যেখান থেকে অস্ত্র এলো, তার পর থেকে জনতার দাবী, সরকার বাংলাদেশকে সত্বর স্বীকৃতি প্রদান করুক। এই সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে ফেললে আমেরিকা, বৃটেন ও রাশিয়া পাকিস্তানকে অস্ত্র দিতে সাহসী হতনা।

সভাপতি: এখন আপনার মত জানা হয়ে গেছে। এর জবাব তিনি প্রথমেই দিয়ে দিয়েছেন।

শ্রী রাজনারায়ণ: স্বীকৃতির প্রশ্ন।

সভাপতি: মন্ত্রী বলেছেন, প্রধান মন্ত্রী এ ব্যাপারে বলেছেন আমার আর বলার কিছুই নাই। সরকারের . . . . . . সময়ের জন্য।

শ্রী রাজনারায়ণ: প্রধান মন্ত্রী তো পাঁচদিন পূর্বে বলেছিলেন।

SHRI NIREN GHOSH : Sir, I would like to know what exactly is the assurance that Mr. Swaran Singh got from the U. S. A. Government because he got an assurance that there would be no arms shipments from U. S. A to Pakistan. But U. S. officials say that they never told anybody that an embargo on all U. S. military sales to Pakistan has been placed or that the licences have been abrogated. So what is exactly the position, I would like to know.

Did not L. K. Jha apprise him that there were licences pending with the U. S. Government, that regular shipments have been taking place and that unless an embargo was declared or a ban was imposed the arms shipments would continue to be made? So I would like to know what is the correct position. If L. K. Jha did not care to inform the hon. Minister in this particular respect, I think L. K. Jha did not safeguard the interests of India. And so he ought to make this point clear.

Another thing is what according to the Government of India, is the purpose of the U. S. Government in making these arms shipments to Pakistan? Is it to keep both India and West Pakistan in such a state that this Bangla Desh affair is prolonged, that both these countries are ruined and they can thoroughly establish their grip over both these countries? What exactly is the purpose? It serves no purpose, saying that it would add to the agony of Bangladesh that everybody knows. What is the political purpose behind? What is the assessment of the Government in this respect? That is also what I would like to know.

Thirdly, the Prime Minister says that India would not participate in any conference on Bangladesh unless the atrocities there are stopped. My I take it that during his visit to the U. S. the U. S. Government gave an assurance or whatever it is that they, including other powers, propose to have a conference on Bangla Desh and with that assurance he cames back very pleased—

with the vague assurance that no shipments would be made—whereas no embargo had been declared; that is going on—? And the Prime Minister thought that the cards were now on her table when she declared that she would not participate in any conference unless the atrocities were stopped there whereas India had been made a game of and has fallen a prey to the designs of the U. S. Government; and we have been brought to this pass with our economy as well as the economy of West Pakistan—I say West Pakistan because I recognise Bangla Desh, whether the Government does it or not. I recognise the Government of Bangla Desh headed by Tajuddin Ahmed, the Awami League leader—whether the Government recognises it or not is another thing. That being the position I would like to know whether he would clarifiy the position—what matters about this conference whether he has got the assurance and what exactly they have said.

MR. CHAIRMAN : Mr Ghosh, it is quite clear......(*Interruptions*) Your question is very clear.

SHRI NIREN GHOSH : And lastly, I would like to know whether in view of the unfriendly and hostile act of the U. S. A. he would take any measure apart from expressing their disappointment or their strong attitude : whether the Government has in view any action so that they could reply to the unfriendly act of the U. S. Government apart from voicing protests and all that, whether you have any action in view, even to call it an unfriendly act. If you call it an unfriendly act, in international affairs it is an action. So I would like to know whether the Government at all has in view or is contemplating any such thing or other things like declaring it an ......

MR. CHAIRMAN : That is all right, Mr. Ghosh Now you are repeating it. Please sit down.

SARDAR SWARAN SINGH : The U. S spokesmen have tried to make a distinction in regard to the actual shipment of that equipment for which licences for exsport had been issued prior to their making a statement but we had all along been assured that no further actual physical supplies would be made. So this is the main reason why we have been stressing the importance of implementing the assurances and not tried to take shelter behind this distinction between the issue of an export licence because what we are interested in is, these supplies should stop forthwith. I do not think that in this respect there has been any failure on the part of our Ambassador. The second question is not easy for me to answer when he asks what is the political purpose of the U. S. Government in the matter of supplying arms to Pakistan. Whether political purpose they have, we have always said that to us any strengthening of Pakistan by military supplies from the U. S. also from China, is something to which we are totally opposed and therefore we have been urging on all these Governments to stop such supplies. In fact in this particular case the U. S. Government themselves had said that they are proposing to stop the supply of arms to Pakistan and I cannot therefore spell out the so-called political purpose. Perhaps that type of thesis or analysis may have to be extended to the attitudes of certain other countries as well. Thirdly, he has suggested as if there were any proposal for a conference between President Yahya Khan and our Prime Minister. No such suggestion at any stage was mooted during my visit. So there was no question of any matter having been raised.

SHRI NIREN GHOSH : The Prime Minister said in some press conference that India would not participate in any conference on Bangladesh. Who are to be the participants she did not elaborate. That is why I asked whether in the course of the talks with the U. S. Government such a proposal was broached either from your side or their side about the Big powers calling a conference on Bangla Desh?

SARDAR SWARAN SINGH : The answer is in the negative. About the fourth question, our present attitude in this respect is to ensure that these supplies should stop and no further supplies should be made and it will not be proper or wise for us to widen this thing and try to envelop other things beause it must have some objective and our objective at present is to take every possible step to ensure the stoppage of supplies of arms and if the hon. Member has any influence with China, I will request him to ask the Chinese Government also to stop supplies.

SHRI NIREN GHOSH : You have men there and they have their men here We have no contact with China. Now due to the subservient attitude of the Minister to the US Government it tantamounts to the betrayal of Bangla Desh ....

MR CHAIRMAN : I am not permitting any other question.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মস্কো, বন, প্যারিস, অটোয়া, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন এবং লণ্ডন সফর শেষে প্রত্যাগত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	২৫ জুন, ১৯৭১।

STATEMENT IN THE LOK/RAJYA SABHA ON JUNE 25, 1971, BY THE FOREIGN MINISTER ON HIS RETURN FROM VISITS TO MOSCOW BONN, PARIS, OTTAWA, NEW YORK, WASHINGTON D. C. AND LONDON FROM 6TH JUNE TO 22ND JUNE 1971

Between 6th and 22nd June, 1971, I visited Moscow, Bonn, Paris, Ottawa, New York, Washington and London, in that order. In each of these capitals I had detailed discussions, with the head of Government and the Foreign Minister. At the UN Headquarters I had discussions with the U N Secretary-General U-Thant and his colleagues. I also met in every capital a number of other Government Leaders, Legislators, Editors, Social workers and Leaders of public opinion.

In these discussions the focus of attention and emphasis was all along on the grave and serious situation created for India by the influx of 6 million refugees from East Bengal and the continuing crisis caused in our region due to the massive killings by the West Pakistani military machine in East Bengal.

In Moscow, Bonn, Paris, Washington and London statements were issued at the end of my visits on behalf of the respective Governments, in consultation with us and these indicate the general line of the reaction of host Governments. In Ottawa Foreign Minister Mitchell Sharp made a statement in the Canadian House of Commons which indicates their general line.

Copies of all these Statements are being laid on the Table of the House.

As a result of my talks with the Governments of countries visited by me, the following areas of agreement emerged.

(i) That there could be no military solution and all military action in East Bengal must stop immediately.

(ii) That the flow of refugees into India from East Bengal must immediately stop.

(iii) That conditions must be created enabling the refugees to return to their homes in peace and security, and that this could happen only if the refugees could be assured of a secure future in their respective homes in East Bengal.

(iv) That a political solution acceptable to the people of East Bengal was the only way of ensuring a return to normalcy.

(v) That the present situation was grave and fraught with serious dangers for the peace and security of the region.

It was generally agreed that the burden placed upon the resources of the Government of India by this massive influx of 6 million refugees into this

country from East Bengal, a process crowded into just a few weeks, was intolerable, and that the international community must give assistance in this effort, both in cash and in kind.

I made it clear in each capital that any assistance to the refugees from East Bengal was essentially an assistance given to Pakistan, for they are nationals of that country, uprooted through deliberate and wanton action on the part of their own Government. I also clarified, and it was by and large accepted, that any military assistance to the Military rulers of Pakistan at the juncture would have the effect of encouraging and sustaining them in their anti-people activity; and any economic assistance to them would be tantamount to condoning their deplorable actions in East Bengal, so fully and so irrefutably documented by eye-witness accounts which have been appearing in the world press all these weeks. I pointed out also that, in fact, any economic assistance, excepting that given on humanitarian considerations to the victims of oppression in East Bengal under international surveillance would have the effect of maintaining in power the military machine of the minority now engaged in oppressing the majority of the people of that country, and thus would constitute an unfortunate form of interfernce in their internal affairs.

I found in all these capitals great appreciation for the generosity displayed by the Government and people of India in looking after this large influx of refugees, which was recognised as an unprecedented one in human history, a man-made calamity for the people of East Bengal, and also for this country. The gravity of the situation, the enormity of the burden-placed on us, for no fault of ours, and the serious repurcussions for the people and security of this entire region if the present situation was not brought under control speedily, was recognised everywhere.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সাম্প্রতিক পরিস্থিতির ওপর প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বিবৃতি।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১২ জুলাই, ১৯৭১

DEFENCE MINISTER SHRI JAGJIVAN RAM'S STATEMENT ON JULY 12, 1971

Following are excerpts from Defence Minister Shri Jagjivan Ram's reply to the debate on Budget Demands of the Ministry of Defence, on July 12, 1971.

I was talking about the tragic developments in Bangla Desh The resurgence of sentiment for Bangla Desh after the brutal intervention by West Pakistan's military forces has exposed in all its nakedness the colonialist designs of the present regime in West Pakistan. It has further proved that the root of democracy is too deep and too strong to be snapped by a military rule of nearly a quarter of a century The people of Bangla desh are manfully resisting the efforts of Pakistan Junta to suppress freedom and democracy The terror widely has been unleashed on Bangla Desh has stirred the the conscience of the world. The bravery and heroism of those engaged in this struggle is widely admired and applauded. The House has expressed the support and sympathy for our friends in distress

A significant percentage of the population of Bangla Desh has been forced out and has sought shelter in India It is clear that the Pakistan Army is engaged in a ruthless genocide of the people of Bangla Desh and is in the process, mounting a threat to our economy, our society, and on the basic principles which our Constitution enshrines The values we cherish and the commitments we have made for our own social and economic development are in jeopardy. Government are alive to their responsibility to meet this threat.

The House is aware of the intrusions that have been attempted by the Pakistan Army our eastern borders. The House is also aware of the report which have appeared in the Press in regard to the preparations which are being made by Pakistan on our western borders more particularly across the cease-fire line.

The House is aware of the frantic attempts which are being made by the Pakistani military junta to raise new regiments, to conscript their youth, and to procure military hardware, arms and ammunition stealthily or through the agency of their friends in some countries. All these preparations are being made with a view to extinguish the flame of freedom and democracy on this sub-continent. We hope that those who are helping them in this effort are conscious of their responsibilities, are aware of the purposes for which these death-dealing weapons are being procured.

We have had occasion to discuss these threats to our security in this House. I can only say that we keep reviewing these matters from day to day, and I can assure the House that vigilance has been strengthened all along the eastern and western borders and every precaution has been taken to defeat all

possible manoeuvres on the part of our adversaries. Our security forces have instructions to deal firmly with infiltrators and other hostile elements which may attempt to intrude into our territory.

Our people on the borders, whether it is in Kashmir, Jammu, Nagaland, Meghlaya or anywhere else, are conscious of the stakes. The brutal methods employed by the Pakistan Army in Bangla Desh have strengthened their determination to resist and defeat Pakistan manoeuvres.

Mukti Fauj

The demand for the early recognition of Bangla Desh by Government has been reiterated by various sides of the House. We are aware of the feeling in the country on the question of recognition of Bangla Desh. Our Prime Minister has explained Government's stand on the matter on more than one occasion in the House and outside. There is nothing to add to what the Prime Minister has said on the subject. One thing, however, is clear. The indomitable courage of the freedom fighters of Mukti Fauj will ultimately succeed in establishing Bangla Desh. The reports trickling from across the border indicate how manfully freedom fighters are harassing the Pakistan Army. One guerilla, one commando, of the Mukti Fauj is worth many marauders of the imperialist army of Pakistan. With the ever increasing activities of the freedom fighters, it is clear that the military junta will not be permitted to continue their exploitation of the people of Bangla Desh and perpetuate their colonial rule there. In their determination to establish a democratic order in Bangla Desh, freedom fighters have all our sympathy and support.

Army

There has been insistent demand for improving our defence preparedness. For obvious reasons, caution has to be exercised in disclosing details of our strength and our preparedness. I can however, safely say that in every arms and in every role, we are more than a match for our adversary. The House has naturally not been apprised of the enormous exertions our armed forces have made to improve their skill in the use of the equipment given to them. Every effort has been made to enhance the mobility of our land forces, to increase the fire power of the infantry and artillery and of our armoured units. Our anti-tank capability has been enhanced by the introduction of missile units. New methods of weapon training and battle inoculation have been introduced. Altogether, the defensive capability and striking force of the Indian Army cannot but cause serious concern to our adversaries.

It is true that Pakistan has acquired Mirage-IIIE aircraft. Our Air Force has fully taken into account the increase in Pakistani air power The strength and capability of our holdings are superior to Pakistani acquisitions Our fighter bomber squadrons have been progressively modernised. We have recently carried out reorganisation of Commands in the Air Force Operational exercises including Weapon Meets are being continually conducted to ensure a state of operational readiness. Heavy repair and depot maintenance facilities have been modernised and augmented. I have every reason to hope that, as a result, the rate of serviceability of our aircraft will improve The measures which have been taken do not merely increase the striking power of our Air Force : they also ensure the most effective co-ordination of air operations in support of actions on land and on high seas.

Navy

Some concern has been expressed in regard to the strength of our Navy. It is true that Pakistan has acquired new capabilities in the field of submarine warfare We also have improved our capabilities. Our Navy has now a submarine arm. Its anti-submarine role has been strengthened by acquisition of modern anti-submarine aircraft. The Navy also holds and operates missile carrying crafts. The dockyard at Bombay is being modernised. A new dockyard is under construction at Vishakhapatnam The Navy too has streamlined their provisioning procedures and maintenance facilities. I am sure, our Navy is in a state of readiness to give a good account of itself.

Civil Defence

Our anti-aircraft defences have been modernised and strengthened. We now have surface-to-air guided weapon complexes installed in vital arease. Steps are also being taken to activate our civil defence measures. The Central Government is meeting the greater part of the expenditure on these measures. A large number of persons has volunteered for manning civil defence services.

Defence Procurements

The possibilities of procurements from abroad are somewhat limited for us, But I would like to assure the House that we are not neglecting these possibilities. Our main reliance, of course, is on ourselves. Our ordnance factories and defence undertakings are working to capacity to meet the requirements of the Services. Several new types of weapons and equipments have been developed and are being manufactured. The Defence Research and Development Organisation has made a commendable contribution. Our scientists and their associates in the Defence Research and Development Organisations are making commendable efforts to make us self-reliant in our requirements.

While no country is completely self-sufficient, most advanced countries endeavour to develop a technological viability so that they are able to establish mutually beneficial relationships with other countries These nations thus acquire a certain freedom of action because of their ability to develop equations and engage in a give and take exercise with other nations. This viability, or to put in other words, this scientific, industrial and technological maturity reinforces self-reliance. We are expecting that such viability or maturity will be achieved by our scientists and technologists, particularly those working on our Defence laboratories and establishments, at not too distant a date. I can only assure the House that we will not allow their work to be hampered for lack of funds.

I would like to remind the House that National security goes beyond development of Armed Force or preparedness to meet threats to our borders; it is interwoven with our national objectives, our national interests, and our national capacity. In the quest of National Security, it will be Government's endeavour to take all these factors into account. I am sure, our people led by this august House will participate in these efforts and lend their full support to them.

Peaceful Uses of Nuclear Energy

In this connection, I have noted carefully the wish of many Hon'ble Members for our Defence Forces to acquire nuclear capabilities. We have

discussed this matter in this House on a number of occasions. Our present policy is to use nuclear energy for peaceful purposes. In our view the possession of nuclear weapons is no substitute for our capability in the use of conventional weapons. I would like to remind the House that our military capabilities must be based on the advances we are able to make in the field of science, technology and industry. The House is aware of the position. India occupies in the field of nuclear science. The House is also aware of the plans and programmes for making further advances in this field. The House I am sure, will not wish me to say more on this subject or to lose my sense of perspective in dealing with it.

International Peace-Keeping

Apart from the defence of our borders, our Defence Forces have certain other responsibilities also. The House is aware of the responsibilities discharged by our defence forces in the past in a peace keeping role assigned to them by the United Nations on a number of occasions.

On April 6, 1971, while we were engrossed in our own problems, we received an urgent request from our friendly neighbour, the Government of Ceylon. Similar requests had been made by that Government to other countries. Our response was prompt. We agreed to provide all assistance that was possible within our resources. We made our helicopters available. Our naval ships assisted the Ceylonese Navy in patrolling Ceylon's coasts. Our personnel did not deal with insurgency : they provided relief for the Ceylonese personnel and assisted them in surveillence and patrol duties only. With the completion of their task, the small forces made available to the Government of Ceylon were withdrawn.

We have also supplied some items of equipment and stores needed by the Ceylonese Defence Forces. At the request of the Ceylonese Government, we have agreed to provide training facilities to their officers. Our co-operation in this field, the House will be pleased to know, has been mutually satisfactory.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্রের অবিরাম সরবরাহ এবং তার ফলশ্রুতির ওপর আলোচনা।	রাজ্য সভার কার্যবিবরণী	১৯ জুলাই ১৯৭১

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Continued U. S. Arms Supply to Pakistan and Implications thereof

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : Sir, before I take up this thing I should like to have your direction. This question was discussed in the other House during the period when we were not in session as a regular debate. Now, Sir, just a discussion on Calling Attention is not adequate. May I suggest therefore that this Calling attention be transformed into a motion for discussion rather then a mere calling attention? As you know, Sardar Swaran Singh made a statement in this House but we could not discuss it because the same day we adjourned The other House discussed it and a lot of time was given to it and I do not see why we should not also get an opportunity for a thorough discussion on his statement and subsequent developments Therefore my request to you is that this Calling Attention should, as we have done in the past, be transformed into a motion for discussion

SHRI GODEY MURAHARI (Uttar Pradesh) . Sir, I also support the contention of Mr Bhupesh Gupta Several things have taken place in the last few days major events have taken place as far as the world is concerned and we should have a full-dress debate on all these issues As far as the United States and Pakistan are concerned there have been new developments with regard to China also and therefore it would be in the fitness of things that we have a full discussion and not just this Calling Attention

MR. CHAIRMAN : I follow.

SHRI KRISHAN KANT (Haryana) : We should have the Calling Attention plus a debate also This Calling Attention should be gone through and we should also have a debate.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI OM MEHTA) : Let this be gone through and then we will try to find some time for a short duration discussion

SHRI NIREN GHOSH (West Bengal) 'What is some time'? We must have it today.

SHRI BHUPESH GUPTA : It is not a question of finding some time, it should be done as soon as possible, today or tomorrow.

SOME HONOURABLE MEMBERS : No, no

SHRI BHUPESH GUPTA : You see it can be easily done today. The subject of the Calling Attention is the same; it can be converted into a motion for discussion as had been done in the past. Why again go through all this?

MR. CHAIRMAN : I want to make one suggestion. I suggest that after the Bills are disposed of, this may be taken up as a Short Duration Discussion today.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SARDAR SWARAN SINGH) : I would crave the indulgence of this House because the Demand relating to the Ministry of Extermal Affairs is coming up for discussion in the other House today. Thses dates are already fixed and both today as well as tomorrow I will be busy in the other House. I do not want to come in the way of your decision for arranging a Short Duration Discussion. But I will not be available today and tomorrow.

SHRI BHUPESH GUPTA : If he is not here, there is no point. I understand the hon. Minister will not be replying to the debate in the other House today. He will be only listening to the debate. It is important for him to listen to the speeches, I agree.. ....

SHRI NIREN GHOSH The Bills that are there are regarding Gojarat and Panjab.

SHRI BHUPESH GUPTA : I suggest that this be discussed today as the hon. Minister will not be replying in the other House today.

SHRI OM MEHTA : It is entirely for the House to decide.

SHRI BHUPESH GUPTA : The calling attention should come. I beg to call the attention of the Minister of External Affairs to the continued arms supply by the Government of U. S. A. to Pakistan and the implications thereof.

MR. CHAIRMAN : Mr. Gurupadaswamy wants to say something.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI M. S. GURUPADASWAMY) : I just want to say that to day may not be utilized for a general debate on this issue. I would like that a separate day may be fixed for this. This motion, as he has started it, may be gone through, but the general question may not be taken up today.

MR. CHAIRMAN That will be considered. In the meantime this will go on.

SHRI BHUPESH GUPTA : I have already called his attention

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

SARDAR SWARAN SINGH : Sir, I regret to inform the House that since the issue of shipment of American arms to Pakistan was discussed last in this House. there has been no change in U. S. policy. On the contrary, it has come to our notice that U. S. Military equipment still in the pipeline for delivery to Pakistan may be even more than has been publicly admitted by the U. S. Government. While the U. S. State Department spokesman mentioned on July 8th, 1971 that the average approximate annual figure for the last five years of supply of arms to Pakistan has been in the order of $ 10 to 15 million. Senator Churcr quoted an estimated figure of $ 35 million, in respect of military equipment still in the pipeline. We have reason to believe that his figure is nearer to the correct one. In any case amounts in Dollars alone do not give a correct

picture. As we know, Pakistan has been in the past obtaining equipment from certain governmental sources at throw-away prices. Spare parts which may cost very little can reactivate deadly weapons.

I would like to assure the House that our views on the supply of arms to Pakistan have been conveyed in unequivocal terms to the United States Government. We have explained to them the adverse impact it could have on the peace and stability of the sub-continent. It could have an impact on Indo-US bilateral relation as well. It is surprising that the US Government which has been counselling restraint to us should have itself taken a measure which will aggravate the situation.

The supply of arms by any country to Pakistan in the present contex amounts to condonation of genocide in Bangla Desh and encouragement to the continuation of atrocities by the military rulers of Pakistan. It also amounts to intervention on the side of the military rulers of West Pakistan against the people of Bangla Desh.

SHRI BHUPESH GUPTA : We have been very carefully following the statement made by the hon. Minister apart from what has appeared in the newspaper from the side of the United States of America. I must say that we remain disappointed by the manner in which the hon. Minister has reacted to these things. Sir, first of all, even now he has said that the supply of arms to Pakistan in the present situation is a condonation. He would never use the world abetment. Yet, Sir arms are being supplied for the act of committing the crime of genocide there and the USA is acting as the principal in the second degree in aiding that genocide and still, he says, it is 'condonation'. I am surprised that the Government does not have the courage to say that it is a direct help and abetment to the crimiral act of genocide. It is a violation of the International Convention on Genocide, the UN Charter and the Human Rights Charter, thereby making the US guilty of violation of these International laws. Sir, now what is the assessment of the Government, political, military and otherwise, of the present step by the United States of America of the supply of arms in the present situation to Pakistan? That assessment has not been made. Sir, is it not a fact that since the US-Pak military pact was signed in 1954, just with a view to facilitating the ouster of the Fazlul Haq Government after the East Bengal Elections—a Government of which Sheikh Mujibur Rahman was also a Minister—US military hardware worth about 2500 million dollars nearly Rs. 2000 crores—have been sent to Pakistan?

Is it not a fact that even though there was a so-called embargo at the time of Indo-Pakistan War in 1965 the US were still supplying arms through Iran, Turkey, West Germany and other conutries of the CENTO and the NATO in order to replenish the armaments of the Pakistani forces? Sir, in the present situation we find that it has been continuing ever since 1966; now it has been stepped up.

In today's newspaper we read that the Padma is carrying cannons also, not merely spares and other things. In this connection, I should like to know the policy of the Government. He has said, 35 million dollars in the pipelin, as one of the Senators has stated. It is much more but the significant part of it he has not mentioned. Now, it is krown that these things are not part of 'slippage" an American expression, or 'bureaucratic bungling' another American

expression. The supplies are being made on orders from President Nixon himself. This is what has been disclosed in the American Senate by the Senator from Idapo, and it has not been since denied. In fact, the State Department has more or less admitted that President Nixon's orders are responsible for the supply of these arms. Arms are being given to Pakistan at throw-away prices. It is no price at all. It is a nominal price. It is like a director getting a salary of Re. 1 per month. It is like that. Arms have been gifted to Pakistan by the Americans. In such a situation, I should like to know what is the policy of the Government. Is it not a fact that it is an abetment of the genocids there and, apart from that, provocation of war against India? And with the supplies of arms arriving at the Bangla Desh borders, we find bellicosity on the part of the West Pakistan troops rising every day. I come from Calcutta, everybody is saying that as Pakistan is getting arms from the US the troops on the other side are being moie and more bellicose and developing provcative action including shell-fire into oui territory This is happening, Sir, I am a little surprised. Here, the hon hom. Minister made a statement in which he has made an assessment of the United States thing. What he has said here is rather intersting—

As a result of my talks with the Government of countries visited by me the following areas of agreement emerged:

"(1) That there could be no Military solution and all Military action in East Bengal must stop immediately".

On your arrival here you told Parliament, we were told, that America is giving more arms for the continuance of the military action.

The second item of area of agreement is—

"(2) That the flow of refugees into India from East Bengal must stop immediately."

The next day the Americans made it known that arms will go and that they were justified in supplying the arms.

That does not stop the flow of refugees. It increases the flow of refugees Yesterday I found out in Calcutta that the refugees in West Bengal are coming at the rate of 30,000 per day even now.

The third item, according to his statement, is that conditions must be created for the return of refugees. Are the Americans creating conditions for the return of the refugees by giving arms to butcher Yahya Khan's Military junta?

The fourth item in his stateme ' is political solution. The other day a statement was made here in this House and on the 28th June Mr. Yahaya Khan made his broadcast and he told the world the kind of solution he wants. I do not wish to go into thtis thing. Even after that, the Americans made a special point to make it known to the world what kind of things they were supplying to Pakistan. Is that the way a political solution would be found?

The fifth item is that the situation is frought with grave danger to the peace and security. Now American arms are comming to maintain peace and ecurity here. Now what is the remedy for us? Here is the statement of the

Minister made in this House. We will have our full say when a full-dress debate takes place. But the hon'ble Minister was misleading the House. He has no business to tell us that America has come to this kind of agreement. If he has the courage he should declare that he has been bluffed and swindled by the Americans.

Sir, what is more shocking is that along with the statement he made on the 25th of June, the spokesman of the State Department, immediately following their meeting, issued a statement which did not warrant what the Minister said in Parliament here. Therefore, I charge the Government with some kind of connivance, with having no courage to speak to the Americans that they are endangering the peace and security of this region. I should like to know why even now he is not saying that this is an act not only for the suppression of the struggle of the people of Bangla Desh, but the arms supplies are meant against India also. It causes war provocation. It is provoking the West Pakistani troops to start military actions. Provocations are coming from the other side of our borders. Therefore, whereas his assessment is neither a political assessment nor an economic assessment, the Americans are giving so much aid (*Time bell rings*) I am finishing.

The Government should rectify its position. I would urge upon the Government to develop a little courage and not just be led by the brief given by Mr. L. K. Jha who is a thorough unfit as our Ambassador in the United States of America. His performance makes it clear that he has totally failed to serve the national interest there. On the contrary, I believe, Sir, he has been instrumental in misleading the hon'ble Minister. The hon'ble Minister is making a statement which he made on his return from the United States of America. What is our Ambassador talking there? I should like to know why you are spending so much money in the United States of America. It is to get arms for Pakistan by the Americans and then to be told in this manner that they are helping the cause of peace? Therefore I take a serious view of this matter. This thing should be discussed. Mr. L. K. Jha, should be recalled straightaway for having failed to carry out the limited responsibility expected of him. This is number one.

Number two, the American action should be declared as a hostile act towards India. Our diplomacy and policy have failed. For its warlike actions against India, its hostile action against India, America should be charged in the United Nations and outside of helping the genocide, of violating the Conventions, of violating the U. N. Charter, of violating the Human Rights Charter and creating tension in the Indo-Pak sub-continent. These things should be done—not this kind of wishy-washy, hanky-panky, ridiculous statement that the hon. Minister has made. These are the demands I am making. Besides, I do not know why the American Ambassador was sent to Calcutta to meet the refugees. Sir, I was ashamed when I saw a picutre of Mr. Keating meeting the refugees. Who allowed the American Ambassador to go there? They are allowing Americans to take photographs of the Tripura airport, the Agartala airport and so on. Do I understand that when that country is responsible for helping genocide, the envoy of that country should be sent to the Indian border to meet the refugees? I am surprised. The Ambassador should be kicked out of West Bengal. I would ask the people to kick him out. I would ask the people of West Bengal to kick him out, to kick him in the streer, when they have been behaving in this manner.

It is an insult to our people. By supplying arms to Pakistan, they are sending refugees to West Bengal, and they are sending, with the permission of the Central Government, the American envoy here, Mr. Keating, to go and put on airs as if he is sympathetic to them. This is absolutely double-facedness unworthy of a responsible Government. Ask Mr. Keating not to go out of Delhi. You can ask him to go back home, but certainly you should not send him to West Bengal to talk to the reufgees as if they are being of service to us. Never have I seen such a weak-kneed policy. America is preparing West Pakistani troops for war against India. We are being told that anything may develop. And the people who are supplying arms to West Pakistan are being sent there to our border in order to pretend as if they are our friends. I say, Sir, this policy has got to change. I lodge my strong protest against the manner in which theGovernment is handling matters with regard to the United States of America. I demand that a Cabinet metting should be held on this subject. The national sentiment should be taken into account and proper preparation should be made politically and diplomatically to meet the challenge the United States has flung against us. We are being driven to the position of 1965. Pakistan is being egged on to start war against our country. We do not want war. We do not want armed actions by India or military action of this type. But certainly we want all help to be given to the Bangla Desh freedom fighters. And recognition must be given to Bangla Desh. These two things should be done.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : That will be enough.

SHRI BHUPESH GUPTA : I am finishing. I shall say more later. There is no suggestion of any concrete action. What prevents them from recognising Bangla Desh and giving massive assistance to the freedom fighters. I should to know These points should be clarified by the hon. Minister.

SHRI NIREN GHOSH Sir, the Government uses their services, but never listens to their advice.

SARDAR SWARAN SINGH : We also know the contribution of the party to which the hon Member belongs, the Marxist Communist Party

Sir, in his characteristic and eloquent manner, Mr. Bhupesh Gupta has unburdened himself of everything that was on his chest during this period when the Rajya Sabha was in recess In one speech, he has compressed all his ideas, whether they relate to the present Calling Attention Notice or otherwise. And perhaps he has drawn very heavily upon the brief which he has prepared for participating in the general discussion and has made a full-fledged speech.

SHRI BHUPESH GUPTA : On a point of personal explanation, Sir, I left Calcutta last midnight and this morning I saw the Calling Attention Notice. This is an extempore speech.

SARDAR SWARAN SINGH : You do not require a written speech. It is in your mind all the time.

SHRI NIREN GHOSH : I can testify to what he said just now because I came in the same plane.

SARDAR SWARAN SINGH : But you did not come from the same place in Calcutta.

Sir, on way of dealing with his speech would be to make a counter-speech I have to resist that temptation. I will, therefore, try to answer specifically some of the suggesstions that he has made because he has not asked anything from me. He has made several suggestions and in a very forceful manner.

SHRI A G KULKARNI (Maharashtra) Why don't you send him to America in the place of Mr L K Jha ?

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa) He has asked for a Cabinet meeting.

SARDAR SWARAN SINGH I would like to answer his suggestions First, he says that our Ambassador Jha should be recalled. I am sorry I cannot oblige Mr Bhupesh Gupta I must say, and I repeat what I had said on an earlier occasion, that Mr Jha has done good work there.. ...

SHRI BHUPESH GUPTA I protest against it What good work has he done—producing a statement of this kind ?

The only quality of Mr Jha is that he has accredited himself to the United States

SARDAR SWARAN SINGH Whatever may be the country to which an Ambassador is accredited, we cannot always judge his work from the attitude of the host country If we go into this, then perhaps it will not be the proper way of approach to a matter of this nature Secondly, he said that we should use a more strong language while describing the action of the U S in supplying arms to Pakistan I think that the language used is pretty strong although it is not as strong as Mr Bhupesh Gupta's language

SHRI BHUPESH GUPTA The question is IDoes he consider it a violation of the UN Charter? Use any language it is helping genocide and creation of tension in this part of the world in violaton of the UN Charter

SARDAR SWARAN SINGH In the last paragaph of the statement that I read I have said quite clearly that arms supply to Pakistan in the present context amounts to condonation of genocide in Bangla Desh and encouragement to the continuation of atrocities by the military rulers of Pakistan If Mr. Bhupesh Gupta has patience and he looks up the dictionary, he will find that abetment means the same thing as encouragement to the continuation of the atrocities in that part of the world. So he cannot compel me to use a word which he used He should give me the latitude to select my word.

SHRI BHUPESH GUPTA : No, it is very important, it is not the same thing. Abetment does mean more than encouragement. I may encourage many things, yet I may not come under the law, the law of mischief. Here the moment you say abetment, he is liable for action under the provisions of the UN Charter.

SARDAR SWARAN SINGH : Then the third question that he asked was why Mr. Keating went to Culcutta or to West Bengal ..

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): And why he should not be kicked

SARDAR SWARAN SINGH : We should be a little more decent than just kicking people. The question that he asked was why he went there to have a look at the refugee camps. It has been our policy that the representatives of other countries, the Ambassadors of other countries, Members of Parliament from other countries and pressmen should freely go and see the refugees. And I can tell you that any person who has gone, any foreigner who has gone, and has had a look at the refugee camps and seen the misery writ large on the faces of people, has returned a different person altogether, and there is nothing for us to hide there and I do not see why there should be any objection to any Ambassador of any country going to the refugee camps and seeing for himself the plight of refugees and also the tale of woe which they recite and which can aslo be read from their condition. I Strongly reject the suggestion that while dealing with the United States we are adopting another attiude than the one warranted by the circumstances. We have told the United States Government, their representatives at all levels, of the strength of our feeling and we have also pointed out in unmistakable terms that the continued US supply of arms to Pakistan in the present conditions is not only encouraging and helping the military rulers to carry on their atrocities against the unarmed people of Bangla Desh, but it also makes Pakistan more intransignete more bellicose, and as such it affects our security also. We have all along taken this stand that any supply of arms to Pakistan by any country amounts to encourging Pakistan to carry on Pakistan's policy of confronatation against India and thus this is a matter which affects our security. This is a perhaps what the honourable Member was suggesting. We have already done that. Then he has made a suggestion that there should be a special Cabinet meeting. I would like to assure Mr. Bhupesh Gupta that Cabinet meetings do take place from time to time and it is hardly a matter in which Parliament as such should make any suggestion. We can always meet at the shortest notice. We have met on several occasions. We have discussed in the Cabinet and in the various sub-committees of the Cabinet this issue almost on a continuous basis I would like to assure Mr. Bhupesh Gupta and the House that this is a matter of the highest impoitance which is constantly under discussion and under review the Government at all levels.

I would like to assure him that we attach the highest importance to this question.

Lastly he raised the question of recognition. This has got nothing to do with the present Calling Attention.

SHRI LOKANATH MISRA : I am surprised at the suggestion of Shri Bhupesh Gupta. He suggested the recall of our Ambassador in USA. If anybody has failed in his task, it is not the Ambassador, but it is his friend Sardar Swaran Singh.

RDAR SWARAN SINGH : I am your friend also.

SHRI LOKANATH MISRA : Now this shows where the shoe pinches. I thought that from the public posture shows by Shri Bhupesh Gupta they were not in collusion yet. But by his suggestion to recall the Ambassador, Igot the impressionthat Shri Bhupesh Gupta is still hand in glove with the Congress because he does not want any of the Ministers to resign for their

failures He does not want the Prime Minister to reisgn on this issue. He only wants to recall the Ambassador from Washington.

SARDAR SWARAN SINGH : That is your privilege. You can very irresponsibly ask others to resign. That is the privilege of your Party.

SHRI LOKANATH MISRA : My Party may or may not be able to do anything

SHRI BHUPESH GUPTA : My friend is an intellignet man If I refuse to be stupid, is it a crime?

SHRI LOKANATH MISRA : My party may or may not come to power, when it comes to power, it will shoulder its responslibility. But the fact is that today Sardar Swaran Singh has to shoulder his responsibility He cannot shir kit Therefore, if I accused anybody of failure, it will not be Shri I K tha whom. Shri Bhupesh Gupta wants to recall I accuse Sardar Swaran Singh Is it not a fact thaSardar Swarn Singh. on his return from his highly talkied of tour of eighttor nine capitals of the world made a statement in the aerodrome of Delhi that he was assured that the USA would do nothing against the interests of India? He said hat he had been assured by the President of the United Statesthat nothing would be done agains the int rests of India Now, hwe has failed in his duty If he had been briefed by Shri I K Jha, that I would have taken him to task and asked for his recall from Washington But the Foreign Minister himself went to the capital and he had personal know-ledge of everything He talked to the President of the USA and carried the impression that nothing would be done by the USA against the interests of India. My first question is whether Sardar Swaran Singh did not mislead the entire country by his wrong statement which he made when he came back from the USA saying that nothing should be done by the USA against the interests of India Let him answer that question If he could say that he was cheated, let him frankly say so I would be happy
(*Interruptions*) Shri Bhupesh Gupta took his own time Now by his interrup-tions, he is taking part of my time also Again he will take his own tim when we have a debate. Sir let me put my second question In the context of the changed cirumstances in the international field, we have absolutely no friend. either near about or even far away

We have none Is it not a fact that the new association between the United States of America and China, the People's Republic of China where Pakistan acted as the priest, as reported in some newspapers.

SHRI A P. CHATTERJEE (West Bengal) : Pakistan acted as what?

SHRI LOKANATH MISRA : Pakistan acted as the priest in the marriage of convenience or in this grand alliance

AN HONOURABLE MEMBER : In this unholy marriage?

SHRI LOKANATH MISRA : Yes, that is a better phrase. In this unholy marriage in which Pakistan acted as the priest, is it the price that the United States of America is going to pay through supplies of arms and ammunitions?

Then, Sir, has the External Affairs Minister tried to know something about it Even during his visit to the USA he did not have any sent of it. His amba-

ssadors in the different countries could not post him with information, up-to-date information, so that he could tell us that this is going to happen and that there may be a changed situation in the international field and therefore, India may have to face a new situation He did not tell us about it any time Therefore, Sir he was always back-dated so far as the international information was concerned and the information supplied to him by our ambassadors was concerned Now that it has happened, now that it is a matter of fact I want to ask whether he would try to know whether Pakistan would be getting additional arms and ammunitions as a price for the task that it undertook in bringing both these countries together

Then No 3 Sir has our Foreign Minister ever attempted to find out what the total quantum of supply of that blessed agreement through which the United States of America was supposed to supply arms and ammunitions to Pakistan? What is the total qutantum? Nobody seems to know any thing about it

SHRI BHUPESH GUPTA I think it is about 2 billion dollars or something like that

SHRI LOKANATH MISRA I cannot believe that

MR DEPUTY CHAIRMAN Mr Misra you continue

SHRI LOKANATH MISRA I can believe what Mr Swaran Singh says I do not believe either what the "Pravada" says or the "New York Times" says

SHRI A P CHATTERJEE You said that he is misleading the entire nation

SHRI LOKANATH MISRA Till he continues as the External Affairs Minister he is responsible to this House He has misled the country Let him mislead the House Then he can face the consequences

SHRI A P CHATTERJEE Does misleading lead to real leading?

SHRI LOKANATH MISRA Sir, Mr Chatterjee has come to his rescue Now Sir you can find a charge in their attitude

SHRI A P CHATTERJEE I have not come to the help of Mr Swaran Singh He is too big a man

SHRI LOKANATH MISRA: Mr Chatterjee, you have your opportunity and then you might put whatever you want to put Let me have my say Now Sir my third question is

SARDAR SWARAN SINGH You have asked four or five question and still you say, "My third question".

SHRI LOKANATH MISRA Sir I wanted to know the quantum It should be told to us that this would be the final shipment and nothing beyond, the amount the quantum that the "Padma" or any other ship carrying arms and ammunition which would be a part of the agreement which was signed before the 24th April or whatever it is Therefore, Sir I think that our External Affairs Minister has that much of intelligence to find out either from the American Ambassador or our

Ambassador there what the total quantum was under the agreement. Let us know that and let us also know how much has been supplied and how much is left out. Therefore, once it is known, we shall be sure that once that is fulfilled, once the commitment is fulfilled, the USA cannot fall back on this particular plea of supplying a part of the agreement which is still left out. Now, Sir...

MR. DEPUTY CHAIRMAN I think that is enough.

SHRI LOKANATH MISRA : Sir, this is the last question, if you allow me. It is all right if you do not allow me. Mr. Bhupesh Gupta is a privileged person, but I am not.

SHRI BHUPESH GUPTA : He fought for the special privileges of the princes and calls me a privileged person.

SHRI LOKANTH MISRA . I did it on the basis of conscience and you have done it against the consensus and the conscience of the House.

The last question I wanted to ask was whether the USSR was not generous enough to supply spares to Pakistan .

(*Interruptions*)

Mr CHITTA BASU, I donot think, recently visited Moscow or was brinked by the USSR Ambassador here Kindly do not say anything about which you do not know anything

The point is that this particular news-item which appeared in many newspapers in the country is still there.

AN HON MEMBER · Undenied.

(*Interruptions*)

SHRI LOKANATH MISRA : I would like Mr Swaran Singh to deny it I do not believe in what Moscow says or what Pravda says or last of all what Mr. Bhupesh Gupta says ..

(*Interruptions*)

SHRI A P CHATTERJEE . The U.S. President, Mr Nixon, is going to Peking

SHRI LOKANHTH MISRA . Nixon is running after Chou-En Lai. There is no doubt about it

SHRI BHUPESH GUPTA . Now, Sir after the election debacle ....

(*Interruptions*)

MR DEPUTY CHAIRMAN: Please ask your question. There should be no interruptions .

SHRI LOKANATH MISRA : My last question is that the U.S.S.R is also guilty of supplying spares to Pakistan, and thus perpetrating the genocid

The U.S.A. is also perpetrating it. Now, in this context may I ask M. Swaran Singh what he is going to do about recognition of Bangladesh. He says that it is neither here nor there. It is not contained in the Calling Attention Motion. So many things are not contained in the Calling Attention Motion. Mr. Swaran Singh's name is not in the Calling Attention Motion. All the same, he is replying to it. I would therefore ask him : What is the latest attitude of the Government of India so far as the recognition of Bangladesh is concerned ? Unless they recognize it, unless they take a categorical decision in the matter, these things are surely to continue.

SARDAR SWARAN SINGH : Sir, about the first question, I would like the honourable Member to have a second look at my statement about it. He has referred to the statement that I made to the Press on my arrival at Palam airport after visiting several capitals. He has based his first question on a wrong quotation from my statement. And I am not expected to reply if the statement is read out of context, and also the statement upon which he bases his question is not correct. I never made any statement to mislead any body, and the charge is absolutely ill-founded and ill-conceived.

In the second question he says that there is a new change in the situation on account of the process of detente that has been started between the People's Republic of China and the U.S.A. It is a very signficant development, and I have already made a public statement about this new development. But I do not see as to what connection this has with the US supply of arms. Both the U.S.A. and China have been supplying arms to Pakistan even before this process of detente, and I do not see what is the qualitative change, at any rate, in this process of detente. This is a separate, significant development. But at this moment we are discussing the quesion of arms supply to Pakistan by the U.S.A. The third question he asked was, whether as a result of Pakistan's efforts to serve the United States and China to come closer to each other, is Pakistan likely to get more arms ? I cannot reply to this question either in the affirmative or negative. All that I know of is, even without this Pakistan we getting arms and is likely o continue to get arms both from the People's Republic of China and also from the U.S. Then lastly he asked whether I am able to say what is the total quantity involved in these transactions. I have already said that the figure given by Senator Church of 35 million dollars worth of equipment being in the pipeline does appear to be correct. Whether any more arms come or not I cannot say because I cannot foresee or foretell what the future supply is likely to be.

SHRI LOKANATH MISRA : Under the agreement orders mostly have been placed. There must be some figure in the agreement. I went to know whether he knows anything about the figure.

SARDAR SWARAN SINGH . There is not one agreement, Mr. Misra. You should try to understand that they have placed several orders, under that relation of the original ban which the US Government had placed after the 1965 conflict. There are two separate things. One is exception to supply of non-lethal equipment. I have said that the quantity in the pipeline is likely to be of the value of about 35 million dollars. Whether more will come I cannot speak on behalf of the US Government but perhaps he can, Mr. Misra, not withstanding his protest to the contrary. Then he asked about the press statement about USSR's supply of spares for military equipment to Pakistan. The USSR Government has very clearly made a statement that after April,

1970 they have not supplied any arms or any spares to Pakistan and I have no information to the contrary. We should accept the word of the Government of the USSR when they categorically say that they have not supplied any arms or any equipment or any spares to Pakistan after April, 1970.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI (Rajasthan): Have they included spares?

SARDAR SWARAN SINGH: Yes.

SHRI LOKANATH MISRA: The US also said specifically.

SARDAR SWARAN SINGH: I do not think they have said so specifically. If they have said that they have not supplied, I will accept that statement.

SHRI LOKANATH MISRA. They said that they supplied because they have an agreement.

SARDAR SWARAN SINGH: Mr. Misra, why should you talk on behalf of the US Government?

SHRI BHUPESH GUPTA: The US is saying that it is supplying. .

SHRI LOKANATH MISRA: When did they say?

(*Interruption*)

SARDAR SWARAN SINGH: The last question he repeated was about the Government's policy in relation to the recognition of Bangladesh. I have already made a statement and I have said that this matter is under constant review. We are not opposed to the recognition of Bangladesh. We will take a decision at the appropriate and suitable time and we will not hesitate to recognise Bangladesh when we find that it is in our national interest and also in the interests of peace and in the interests of the freedom fighters.

SHRI BHUPESH GUPTA: Do I take it that in principle it is agreed that Bangladesh should be recognised?

SARDAR SWARAN SINGH: I have said and I would repeat that we are not opposed to the recognition of Bangladesh.

SHRI NIREN GHOSH. There are Directive Principles in the Constitution it is agreed. Why do you talk of principles?

ডাঃ ভাই মহাবীর (দিল্লী): আমাদের মন্ত্রী আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন আমি জানতে চাই, এখন অস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ভাষ্য কি? কেন অস্ত্র দেয়া হচ্ছে? পাকিস্তানের উপর কোন হুমকী আছে না কি? পাকিস্তান কি কোনভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ? নাকি বহিরাক্রমণের ভীতি রয়েছে তার? আমি আমেরিকার সাম্প্রতিক বক্তৃতা সংবাদপত্রে দেখেছি, যার মধ্যে তিনি ভিয়েতনাম নীতির ব্যাখ্যা করেছেন, আমরা ওখানে দেখেছি: "To see that the small country can exercise the right, to choose its own way of life." তিনি আরো বলেছেন:

"The U.S. wants nothing but the right of everyone to live and let live" যে সরকার এই দাবী করে তাকে আপনি কি জিজ্ঞেস করেছেন যে পাকিস্তানকে অস্ত্র দেয়া right to live and let live."

নীতির মধ্যে পড়ে কি? কোন্ যুক্তিতে এই অস্ত্র সরবরাহ করা সংগত মনে করা হচ্ছে তা মার্কিন নেতারা আপনাকে বলে থাকলে সেটি কি আমি জানতে চাই। আপনার বক্তৃতায় আপনি বলেছেন:

It is a condonation of the genocide being perpetrated,........

এর দ্বারা আপনি বুঝিয়েছেন, ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশের লোকেদের ওপর যে আক্রমণ চালিয়েছেন আমেরিকা তাতে সমর্থন জানাচ্ছে অস্ত্র সরবরাহের দ্বারা। ঠিক আছে, কিন্তু আপনি একথা বলতে সম্মত কি না যে আজ যা ঘটছে তা আরো গুরুতর।

It is much worse. It amounts to an aggression on this Country. Aggresssion has already takeu place. It is continously taki g place. Civil agg ssion and economic aggression. আমি বলব aggression has also the form of of something like a gorm warfare,............

সব শেষে আমি বলব, যে জাহাজটি আমাদের সর্বপ্রকার বিরোধীতা সত্বেও পাকিস্তানের অস্ত্র বহন করে আনছে তাকে বাধা দেবার জন্য আমাদের সরকার কি পাকিস্তানের 'নৌ অবরোধ' করবে সরকার কি এই চেষ্টা করবে যে, এসব অস্ত্র সেখানে পৌছাতে দেয়া যাবেনা, নাকি বলা হবে যে ওটা High seas তাদের নিজেদের, Internatinnal water.

SARDAR SWARAN SINGH : Sir, so far as information about the supply of arms, their quantum and nature, by the United States to Pakistan is concerned, besides the information to which I have made a reference in my statement, we have information from other sources also. That is why I have said in the statement that the figure that is given by Senator Church appears to be nearer the correct figure. This is based on our own sources of information. Then the second question that he asked is. Have the US leaders ever said as to why they are supplying arms to Pakistan? Yes, this question has been asked on several occasions since 1954 when they first started supplying arms to Pakistan. And at that time they were clinging to this argument that this arms are being supplied for—what they described as the containment of communism, although we knew that this is an excuse which is totally untenable. We knew that the type of equipment supplied by the United States to Pakistan was meant against India. And from the very beginning we have been making that position clear.

Then the Hon. Member has asked as to whether they have been saying that they are supplying arms to Pakistan to wean them away from China. Yes they have been using that argument also not in these terms, but somewhat indicating an attitude to that effect because the words that the Hon. Member has used are not quite correct. But there is one over-riding argument that they always use that they are supplying arms in their own international interest, that is in the national interest of the United States of America. This again is an argument which is difficult to understand. But in international affairs even if any party wants to put forth an argument, they have the right to do so. You may accept it or you may not accept it.

Then the third question asked is: Have we told them that giving arms to Pakistan by the United States amounts to helping Pakistan in their aggressive actions and aggressive attitudes against India? Yes, we have done so, not only now, but even on earlier occasions.

DR. BHAI MAHAVIR : This is not there in your statement.

SARDAR SWARAN SINGH : Now you are asking the question, I am saying that. I have also said that on several earlier occasions.

Then the fourth question that he asked is this ; He agrees with my statement about the proposed or the forthcoming visit of President Nixon to Peking and he says that there is a lesson to be learnt that we should look after our own national interests. Well, I wish the Hon. Member could learn that interests. We always know that we should act in a manner which is in our own national interest and we do not require a sermon from him, we know what our national interests are.

DR. BHAI MAHAVIR : Results belie your claims.

SARDAR SWARAN SINGH : And also he has said that this mean that India should be strong. Yes, India should be strong I am not sure whether the Party to which the Hon. Member belongs always helps India to be strong. The divisive element that they always introduce does make India weak and I would request the Hon. Member to approach the problems in the correct spirit That military strength, that capacity to manufactur all the arms that we require in the three wings of our Armed Forces lies in our economic strength in our industrial growth and above all, in the unity of the people and any single formula or prescription that the Hon Member may put forward does not answer that question. We have to be strong, we should be strong. This means strength on all these fronts rather than patcking up one and trying to toe a particular line

Then, Sir, he has made three suggestions. He asked : In view of the continued US supply of arms to Pakistan, am I prepared to accept the three suggestions that he has made? I will give reply in one sentence : I am sorry, I cannot accept them.

SHRI KRISHAN KANT From the whole history of nearly twenty year of American behaviour, is it not clear that America is interested in creating a certain balance of power in Asia and that is why all the various actions that America has taken have been anti-Indian? Even now through arms supply to Pakistan they are trying to create a certain balance of power in Asia which policy they are pursuing Are they not aware that besides arms supply, American ships have been transporting soldiers to Bangladesh for genocide? even though. America has said that they are not doing it, our information is that American ships have been utilised for transporting soldiers : not only ships but some of the aeroplanes have also been utilised It is not also a fact that between 1962 and 1965, after the India-China war the US gave arms to Pakistan, which arms would not be utilised either against China or against the Soviet Union, but would be used only against India? In 1963 a submarine was given to Pakistan by the United States. But that submarine was useless against the Soviet Union or China which was not operating either in the Arabian Sea or in the Bay of Bengal ; it was specifically against India. After the India-China war when we wanted certain lethal weapons for use against China, we were not given, not even American rifles were given to us. Does that not show the anti-Indian stand of America?

Sir, certain radar sites were set up in Pakistan and they all confronted India. There was a radar site in Multan and that site was utilised for what purpose? For striking down the plane in which the former Chief Minister of Gujarat, Mr. Balwantrai Mehta, was killed. Then, when our Minister for External Affairs went to Washington, they talked sweetly. The President met him. But they kept him completely in the dark and in a dubious way supplied arms to Pakistan. Does that not show the real intention of the United States of America? They have been functioning in a completely anti-Indian and unfriendly way to us. It is not time that we told them frankly, all your actions all these years have been anti-Indian and to help a certain power, which is not to the benefit of India?

Sir, when my friend says that Mr. Nixon is going to China, it is not to see either the cultural revolution or the Chinese culture. He is going there because China has now got nuclear bombs, because of the eleventh test that they are performing on their nuclear bomb. It is a hard fact which counts.

Mr. Deputy Chairman, how America is behaving is not clear. Even on the 5th July, the State Department spokesman said that they had not till then got the text of Mr. Yahya Khan's speech which he made on the 28th June. With all their communication links, with all their scientific advancement they could not get a text of Mr. Yahya Khan's speech till the 5th of July. So this is how they are functioning, Mr. Deputy Chairman, is it not time that we also function, in this game of balance of power, in order to safeguard our interest? Is it not time that we also have understanding with the various Asian countries. After all, understanding is growing between the Soviet Union, Japan and North Vietnam Is it not time that we too have a proper understanding of the whole situation and have a dialogue with them? Russia is having a dialogue with Japan. Is it not time for us to have a four-power dialogue between Russia, Japan, North Vietnam and China? That time has come.

Sir, we know that no power in the world functions just on ideology. It functions for a country's real interest. Bangladesh, if it becomes free it will change the balance of power in Asia which America does not want, which the imperialist countries do not want. Therefore, is it not in the interest of India that Bangladesh comes into existence because its very existence is for the existence of India? Mr. Kissinger and Mr. Nixon are not oblivious of this and that is why they are trying to play it up. May I know whether India will look to its own interest? What ever India does for Bangladesh today it will be doing for its ownself.

(Times-bell rings.)

Mr. Deputy Chaiman, it is said that Mr. L. K. Jha is doing good work there. He may be doing good work. But what is the use of keeping him there when the information that he gives is useless? I do not think it is any use keeping him there. Why not get him back because we know America is determined to pursue its policy? Therefore, utilise Mr L. K. Jha els-where. Do not keep him there. It is time that we act and act in our own interest. Bangladesh is going to act as balance of power and the power which America is trying to disturb will be harmful to India. Therefore, India has to stand on its own feet. Then alone will we achieve a proper solution. Nobody else will come to our support.

SARDAR SWARAN SINGH: I have very carefully noted his views. He has not asked any question. Therefore, there is nothing for me to reply.

SHRI NIREN GHOSH : You answered Mr. Bhupesh Gupta. Why do you not answer him ?

SARDAR SWARAN SINGH: It is difficult to understand what you say.

SHRI CHITTA BASU: Mr, Deputy Chairman, I am constrained to say that the statement made by the hon ble Minister in reply to the Calling Attention does not measure up to the requirements of the situation. On the ot er hand, the statement is insipid, weak-kneed and capitulating. And that naturally causes anger not only among the Members of this House but it also causes frustration among the people outside.

Sir, may I know from the hon. Minister whether he agrees with me that it has been the constant policy and endeavour of the United States of America to arm Pakistan so that Pakistan can wage war against India at a time of their choice? It has been the policy of the United States of America to continue to supply arms to Pakistan right from the year 1954 and the money value of the arms so far supplied to Pakistan comes to about two billion dol ars. And not only that, some other NATO and CENTO countries have also been obliged as third parties to send arms to Pakistan. Therefore, it has all along been the principle and policy of the United States of America to strengthen Pakistan against India. And it is known to all that all the damages suffered by Pakistan in 1965 have been recouped by the supply of spares and military hardware by the United States of America. To-day it is estimated by all that the striking capacity of Pakistan has far exceeded its 1965 position. In this context, may I know from the hon. Minister whether he agrees with me that this arms supply from the United States of America to Pakistan is perpetuating genocide in Bangla Desh and they are perpetuating aggression on Bangla Desh and also on our country ? Is this not the proper time for us to say that our cause is the common cause of the people of Bangladesh because both of us have been victims of common aggression by the United States of America ? If so, does not the Government consider it appropriate to recognise the sovereigin Democratic Republic of Bangla Desh and offer them all kinds of military aid so that they can vacate the aggression from he soil of Bangladesh and we can also lensure the security and integrity of our country ? Is it not in our own interest that the sovereign Democratic Republic of Bangladesh should be recognised immediately ? If so, would the Government consider this the appropriate time, particularly after the continued supply of arms by the United States of America to Pakistan.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Minister has replied to that question.

SHRI CHITTA BASU: He has not answered this question whether he considers it appropriate to-day to accord recognition to Bangladesh because we have been victims of common aggression by the United States of America. They have committed aggression on our soil and they have also committed aggression on Bangla Desh. Are we not prepared to make common cause with the people of Bangladesh so that the aggression by the United States of America can be vacated from the soil of Bangladesh and we can also ensure the security and integrity of our country? I would also like to ask whether in the changed context of the world situation which has particularly been brought about by the axis being established between the United States of America, China and Pakistan, the requirement has become all the more immediate for the recognition of Bangladesh. May I also know from the

Hon. Minister whether it is a fact that the United States of America has offered military aid worth 5 million dollars to India? If that is so, will the Government of India reject that offer with the contempt, it deserves? May I also know from the hon. Minister why, even after all these things, the Government does not declare this act of the United States of America as an act of hostility, an unfriendly and warlike action against India? Why is h not plucking up courage to declare it in clear and plain terms. Will the Government say that in retaliation, they are determined to take certain action, namely, stopping repayment of loans, stopping all kinds of negotiations with the U.S. A. and confiscating all American interests in this country, because America should be told in the language that it understands? Will the Minister clarify all these points?

SARDAR SWARAN SINGH: It is true that from the time in 1954 when the United States started arming Pakistan, Pakistan has already received from the United States military equipment worth between US $1,700 million and US $ 2 billion, and this enabled them to have the real basis of their Army, their Navy and their Air Force, and this enabled them to build their war machine. About the question of recognition, he has spent quite a good part of his speech on this. I am sorry I have nothing to add to what I have already stated on the question of recognition. There is no use linking the same question with several other matters. That is the basic, substantive question and we do not do justice to this question by linking it with the United States or with China or with any country supplying arms to Pakistan. That is a separate, substantive question about which I have already stated Government's position and I have nothing more to add. Lastly, he asked one specfic question as to whether India. I would like to say that this mention US $ 5 million worth of aid to India I have also read in the newspapers and their statements. There is no truth in this........

SHRI CHITTA BASU: Are you going to reject it?

SARDAR SWARAN SINGH; There is no truth in it. What I have to do with resenting? We are not taking anything.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: He say "reject" not "resent".

SARDAR SWARAN SINGH: There is nothing, we are not taking anything.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: Even if it is.

SARDAR SWARAN SINGH: What do you mean by "even if it is"..? All these are hypothetical things to be answered by the Opposition.

SHRI CHITTA BASU: What about your attitude?

SARDAR SWARAN SINGH; About our attitude with regard to the US supply of arms to Pakistan I have already stated and I would like to repeat that in the present stage this amounts to helping the military rulers of Pakistan to carry on their atrocities against the unarmed people of Bangla Desh, and it has always been, and is more so now, a threat to India because on Pakistan's own showing they have no enmity with any other country except India. So any accrual to the arms strength of Pakistan is directly a threat to use and it is for this reason that we have not left any of these countries, which are supplying arms to Pakistan, in any doubt about the danger that we face on account of any accrual to the military strength of Pakistan.

May I, Mr. Depty Chairman, submit for your consideration that we have heard a fairly large number of observations and that really the same questions are being repeated again and again? I would like the Chair to exercise some discretion and decide as to whether any new idea or new question is being asked or whether the same thing is put over and over again.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Order, order please.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY. Sir, much ground has been covered already. I shall be very brief. I want to pose one question to the hon. Minister. Do we or do we not understand that the present military aid to the military regime of Pakistan has made all the difference between victory and defeat to the popular forces of Bangla Desh? Do we have this basic appreciation of this situation in this light? There is no use beating about the bush. Mr Swaran Singh has very cleverly, in a subtle manner said that he is not opposed to the recognition o Bangla D sh. The question is whether we have not lost the opportunity of recognising already. That is the issue before us.

SHRI A. D. MANI (Madhya Pradesh). We have lost completely.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY : I have put it that way. In regard to this particular matter, the military aid by the United States, I only make an observation. I would ask Mr. Swaran Singh whether he would share that observation also. The United States has been following and is still following a policy which is reminiscent of the attitude of what we find in the story of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. The U S Government is adopting the same attitude of Dr. Jekyll in some circumstances and the attitude of Mr Hyde in certain other circumstances. The Government there is playing a dual role, a dual diplomacy—an open diplomacy where they express a lot of sympathy for the refugees, a secret diplomacy where they give all the assistance to the very Government who created the situation. May I know whether this is a price that the U S is paying to the political brokerage of the Pakistani Government for arranging the meeting of President Nixon and Mr Chou En-Lai some time later? Is it the commission or is it the price for this political mediation?

Sir, I would come to the very specific question. It may be too difficult for us accept extreme positions. I share the view of the hon Minister—we would not be able take a very drastic, draconian action. But I would like to call the bluff the double standard, dual role played by the U. S. on this country. At one and they are trying to give us some short of assistance for the refugees. At the other end they want to support the very regime which is creating this problem. To call a halt to this bluff, Sir, may I ask Mr. Swaran Singh to consider seriously whether we should not stop taking any economic assistance for these refugees? This is a very limited step than I am suggesting. Mere protest has no meaning, has no relevance.

But it has got to be accompanied by some action even though it is at our cost. We need assistance for the refugees, there is no denying of that fact, but in the peculiar circumstances, may I ask the Gouernment, if the government has got a sense of duty to the nation or if the Government has got certain standards of its own whether they will say to that Government immediately that they will not accept any economic aid for the refugees? This is my small question.

SARDAR SWARAN SINGH: About the first question, I agree that continued supply military arms by the US to the Military Rulers does make a very significant difference in the situation in Bangladesh. It heartens them and it gives them the wherewithal. Therefore, from both these angles, this is a situation which is a matter of grave concern to us and to the people of Bangladesh. It also amounts aiming Pakistan against us. For both these reasons, we are totally opposed to the US supply of arms to Pakistan. The second question he asked is whether the US Government is having a dual policy. The Policy is there and you can call it by any expression—Biblical or literary—but the fact is there that they continue to supply arms to the Military Rules and thus continue to encourage them. The last question that he asked is whether we should stop the aid that comes to us from the US in the matter of refugees. Let us try to understand the situation cleanly. The refugees in India are, firstly, they are Pakistan's responsibility and we have reserved our right to ask for adequate compensation for looking after the Pakistani citizens in India. In the second place, this is very much the responsibility of the international community. It is no help to India if any country, in response to the call of the UN Secretary-General, contributes to the looking after of the refugees. This is the international responsibility and we should continue to take this attitude that it is for the entire international community to look after the refugees and to bear the expenditure. Let us not mix our sense of pride with this issue which is a hard and nacked issue. It is very much international responsibility and it does not do us any good to feel very angry in this matter.

SHRI NIREN GHOSH: Just now the Minister has made a very revealing statement or remark. It is this that they are Pakistani citizens—the refugees—and we are reserve our right to claim compensation. The question arises, if we recognise Bangladesh, they will not remain Pakistani refugees and they would have become the citizens of Bangladesh driven by the Pakistani aggressors into our country. The question arises—is it precisely because to avoid that situation, that the Government is not giving recognition to Bangladesh? Though it may not be the case but the way he has put it, the question arises and so I would like a clarification on th .

SARDAR SWARAN SINGH: Why should you make statements which help the other party? Are you helping them or us.

SHRI NIREN GHOSH: Mr. Swaran Singh, unfortunately the point of view of the Government and we, on the Opposition, on this question, on certain points, differ. Let us remember it. That is not our fault. We wanted to be one with the Government on this question but by way you are tackling this, you have driven us to this position. That is a very unfortunate thing, regrettable thing, but that position exists now. We have no other option.

Secondly, I would like to ask—though he has tied to by pass the question—if the question of recognition and arms supply is not related. Now, after March 25 if we had given recognition then we would have given them arms. Of course, after recognition it would have become our commitment. Then if the U. S continued to supply arms to Pakistan, in that case it would have become clear that the USA is supporting Pakistani aggression in Bangladesh and India is actively supporting the freedom struggle by recognising that country and giving them help. Is it because of that

you are not in a position to go against America? Is it because you are afraid of that that you do not take up this position? It said in the country that the Government of India cannot do wi hout ⁄ merican aid. If that is the position, if America does not want that recognition should be given to Bangladesh, yon are unable to take up a different position.

I would also like to ask another thing. Are you considering any other step except what you say, a strong note? If you are not prepared to precisely define it, at least give us some indication and say whether you are prepared to t ke anv otl.er step to exprsts our disapproval or whether you are confining yourself merely to that note and nothing else. Pakistan has declared a temporary moratorium on debt payments. It says: our economy is in a crisis and we have no foreign exchage. In view of this crisis they have declared a moratorium. As far as we a e concerned, the situation is being accentuated by this armes supply, some 70 lakhs have already crossed over the border, and our economy is cracking. Whether we like it or not, the international community is not giving us that help and our exchequer has to bear the burden. I have no worry on that scor : we should bear that. There are horrible conditions there and if occasion arises I will tell the House. How it is a disgr ce to the Government and how things are being mismanaged; I am not going into all that just now. Siuce our economy is cracking, because of this arms supply and the influx of refugees, can we not declar a temporary moratorium cn our debt payments to America? Can we not recall Mr. L. K. Jha to express our disapproval, not for Mr. L. K. Jha's work there: that is another question. We can recall our Ambassador and express our protest in that way. You did recall our Ambassador from Peking. I am not asking you to snap diplomatic relations; I am just asking you to recall our Ambassador to express our disapproval. So I say, do something.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is now enough, Mr. Ghosh.

SHRI NIREN GHOSH: Is the Government aware that our attitute, our tackling these t ings, our enunciations, are creating a deep suspicion in the minds of the people of India about the Governm nt of India, very deep suspicion? Are they aware of it, and will they even now reverse it and proceed boldly to give recognition and give arm supply and let rhe freedom fighters fight out their struggle. India should sact as a true friend in their struggle.

SARDAR SWARAN SINGH: I would like to say that both the premises on which he based his first two questione are completely incorrct. There is no question of India being afraid of the United States or any other country in the matter of taking a decision about the recognition of Bangladesh That is a question upon which we will take a d cision according to our likes. He may not agree with that, but for every action, to import the United States opposition to any particular line of action as the reason for Government of India taking a particular attitude is, if I may say so, completely an embroidery of his own imagination and brain; it has no substance at all.

Then he said that Pakistan has declared a moratorium on foreign debts. They have because they were unable to pay any of those debts, and what I think the hon. Member is suggesting is that though India may be able to repay ts debts, it should declare a moratorium with a view to showing our anger

or displeasure. Moratorium is never declared to show any anger or any displeasure. It is a decision which is taken on economic considerations.

SHRI BHUPESH GUPTA: We can do it for very pragmatic reasons.

SHRI NIREN GHOSH: Why are you crying hoarse? It is a contradictory statement.

(Interruption)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please listen to him.

SARDAR SWARAN SINGH: Luckily for us our economy is not such that we have come to such a stage that we should ask for a moratorium. Our economy is in good shape, and for looking after the refugees we do not require any foreign exchange. We require only our own internal resources to look after their requirements of food, clothing etc. The hon. friend will never believe that. I cannot help him if he takes a completely negative attitude. I cannot give him any help. I know that some parties, some friends, do want also to create a situation where they should be able to say that the Indian economy also is in a bad way. It is true that we are facing a great burden on account of these refugees being on our hands, it is a great burden financially, it is a great burden because it causes social and economic tensions, it is a great burden because it takes all our attention.

শিরোনাম।	সূত্র।	তারিখ।
পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি।	রাজ্যসভার কার্য বিবরণী।	২১ জুলাই, ১৯৭১।

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported Threat of the President of Pakistan To Declare War on India

SHRI N. G. GORAY (Maharashtra): Sir, with your permissiou, I beg to call the attention of the Minister of External Affairs to the reported threat o the President of Pakistan to declare war on India and the reaction o' the Government of India thereto.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SARDAR SWARAN SINGH): Mr. Chairman, Sir President Yahya khan is reported to have said that "if India made any attempt to seize any part of East Pakistan: he wil declare War.

Pakistan has been trying for some time to mislead the world into thinking that the situation in Bangladesh is a matter between Pakistan and India whereas in fact it is a matter between the military rulers o West Pakistan and the people of Bangladesh. It is the Pakistan regime's own actions, and the brutalities committed by the Pakistan Army in Bangladesh, that have landed Pakistan in a morass in Bangladesh Only a settlement with the a ready elected representatives of the people o Bangladesh will enable the military rulers of Pakistan to extricate themselves from this morass.

So long as Pakistan does not recognise this, the activities of the Bangladesh freedom fighters will coutinue and increase. When the freedom fighters succeed in liberating territory in Bangladesh and Pakistan uses it as a pretext for attacking us, then I must make it clear that we are ready to defend ourselves.

We have no desire to seize any part of Pakistan. President Yahya Khan is either trying to mislead his people and the world at large or preparing them for an aggression against India by making such unwarranted any baseless statements.

SHRI N. G. GORAY: Sir, I have raised this question because it comes at a time when we have to rethink about the whole strategy. I would like to point out first that General Yahya Khan has minced no words when he gave the interview to Mr. Nevill Maxwell, the author, whom we know very wel. He said that if India attempted to step up its interference in East Bengal, he would declare a general war and let the world take note of it. I would like to know from the Minister of External Affairs whether he has tried to understand the implications of this threat. Only a few days back our Defence Minister assured the whole country that so far as

weapon-to-weapon is concerned India is very well prepared, but this assurance by him seems to have created no impact or no impression on General Yahya Khan. He has been bold enough to say: "I will declare a general war and he further goes on to point out : "I am not alone".

So he has really served notice not only on us but on the entire world and he is accusing India of interfering in the internal affairs of Bangla Desh. So the irony of the whole thing is that what started as a trouble, as a revolt, of the people of Bangladesh has now been made a source of trouble for us, and we are being accused of interfering in the affairs of Pakistan. I would like to know how long this Government will continue this particular posture which is really heaping humiliation on our head. We have to receive all the refugees, and the refugees are coming in such large numbers that only yesterday the Minister in charge of refugees said that he did not know when the influx would stop. Not only that. He said that they had already reached the colossal figure of 70 lakhs. He said that lakhs of refugees are expected because there is likely to be a famine in Bangladesh So it looks that India will always be at the receiving end. On the top of it, Yahya Khan threatens a general war. and he also says that he is not alone. What is the reaction? The reaction is, again he has repeated what he said in the Lok Sabha that if we are attacked. We will defend ourselves. Is this the posture? Are we not already attacked? This number of 70 lakhs of refugees, he himself said, is a sort of civil invasion. Now, when this invasion continues when it continues to a point where the entire economy of this country will be ruined, where this country may be involved in communal strife, where this country will be completely humiliated in the eyes of the internal world, when all this is happening, all that the Foreign Minister has to say in reply in the Lok Sabha and even today is that if we are attacked, we shall defend ourselves. When wil you give up the defensive position and when will you tell the world frankly ahd unequivocally that India has reached its limit of patience, we cannot bear any more now, we just cannot tolerate any further civil invasion or any other invasion and we will be within our rights to take possesssion of such territory of East Bengal where we can rehabilitate these refugees,, and if it means war, we are ready. Instead of that, he goes on saying that we shall defend ourselves, we shall defend ourselves, and Yahya Khan says that he will declare war, I would like to know what posture India will adopt.

SHRI GODEY MURAHARY : (Uttar Pradesh): He will take note of what is happening.

SARDAR SWARAN SINGH : I hope he does not expect me to answer his question. So far as our posture is concerned, I have spelt it our very clearly in the statement and I would appeal to the hon. Member not to crate difficulties by verbal presentation which is not in our own interest. That is the only appeal that I can make.

SHRI CHITTA BASU (West Bengal) : That has been no answer from the Minister.

SHRI CHITTA BASU : May I know from the hon. Minister whether he has considered that the question of recognising Bangladesh today has acquired greater and larger urgency in the context of what is happening round the world?

SARDAR SWARAN SINGH : Why do you ask me every day?

SHRI CHITTA BASU : He says that everyday the question raised by me. I raise it every day because according to me, if the Government of India is really interested in fulfilling the pledge given by it to the people of this country and to the people of Bangladesh, then there is no other way but to recognise the free, democratic Republic of Bangladesh. They have been saying that they will consider the question of according recognition at the appropriate time. They have not ruled it out. If I am incorrect, he is on record to say that we are not opposed to giving recognition to Bangladesh only a few days ago, a day or two before. But the question is not being opposed to recognition, but the question posed is whether we are to give recognition today if not tomorrow in the sense that it has acquired a larger and greater urgency in the charged conditions.

My second question is this. Now I am quite in agreement with the Government that we do not went war with Pakistan. But that does not mean that we do not want to help in a material way, the freedom fighters of Bangla Desh who are fighting for the liberation for the freedom of their own country In view of the threat being given by President Yahya Khan, does the Government want to slacken the material aid that they propose to give In the existing situation they should make it quite clear to the people of the world, to the people of Bangladesh, that the Government of India is determined to give all material help and take all possible steps for the intensification of their liberation struggle in Bangla Desh.

My second question is this Pakistan has now given a threat that they will declare war against India. It is already not a fact that they are waging an undeclared war causing damages to the life and property of Indian nationals ? May I know what is the reaction on our Government to this kind of undeclared war now being waged by Pakistan even today ?

Again, Mr. Yahya Khan said that he is not alone. What does he mean when he says that he is not alone ? Does our Government not see a deliberate collusion between Pakistan, the United States of America and China in the matter of suppressing the freedom movement of Pakistan ? If that is, may I know wath measures the Government have taken in the matter of countering the this kind of collusion between these three big powers and mobilising international opinion in favour of India's position and in the matter of strengthening the freedom movement of Bangla Desh to day ?

SARDAR SWARAN SINGH Sir, he asked me as to whether I can declare today if we are prepared to recognise Bangladesh. I am sorry my reply is in the negative.

SHRI CHITTA BASU : What about tomorrow?

SARDAR SWARAN SINGH Not even tomorrow Therefore, do not asked this question again and again. The second question that is asked is

SHRI RAJNARAIN If not tomorrow, then day after tomorrow.

SARDAR SWARAN SINGH The second question that is asked is.. About the second question, Parliament has adopted a unanimous Resolution of sympathy and support for the freedom fighters and we are doing everything to implement that Resolution of Parliament.

The third point that he has made is that the Pakistani military regime has already driven on to Indian territory a large number o refugees which accounts to a sort of civilian aggression. With regard to this question of refugees I have enunciated our position very clearly in unmistakable terms.

These refugeas are with us on a temporary basis. They must return to Bangladesh and it is for this reason that we have been steadfastly adhearing to this principle that conditions should be created in Bangladesh which would enable these refugees to return. which means a Government which represent the people, which consist of members already elected by the people of Bangladesh. This is the policy that we have pursued and will continue to pursue. It is true that President Yahya Khan in his statement has said that they will not be alone and the hon. Member wants me to spell out as to who would be those other persons who would be with Pakistan. This is not a matter which we can discuss in this manner. There is no doubt that there are certain countries which have even made open statements that they are likely to be on the side of Pakistan Pakistan is also a member of certain Alliances But it does not serve any purpose for us here to enumerate them now You can go on assessing but there is no use making public statements as to who will be with Pakistan at the time any hostilities star.

MR. CHAIRMAN : Mr Kulkarni.

SHRI CHITTA BASU : What steps does the Government propose to take in the matter of mobilising international opinion in favour of us and against this threat.

Mr. CHAIRMAN : Please sit down.

SARDAR SWARAN SINGH . We are all ready doing every thing possible both by contacting the representatives of foreign Governments in Delhi and also by contacting there representatives in the United Nations and also in the Capitals o various countries

MR. CHAIRMAN : Mr. Kulkarni.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra) Sir may I know If the Government is aware that their hope that the international community will react favourably.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

SHRI A. G KULKARNI; Sir, the intention of the Government in inviting the international community for help in solving the Bangla Desh issue has fallen flat, I can appreciate the position of the Government when the Minister says that he cannot reply to the straight question whether the Government will take military action immediately. I can appreciate that. But Sir, it is a question o humiliation that is uppermost in the mind of every. Indian. I want to know whether the Government is aware that the arch enemy in all these affairs in the United States of America. I want to draw the attention of the Government to the attitude of the United States because of which President Yahya Khan. who was defeated in 1965, is taking courage again to talk such nonsense that he will attack India again. The Government must take some courage to show its reaction and recall our Ambassador in the United States, at least temporarily for six months. Only if this action is taken, the United States will not over-estimate its own strength. Secondly,

I want to know whether the Government will also take note that like the United States, the U.K. and the U.S.S.R. also have not done anything to stop the atrocities of Yahya Khan. The U.S.S.R. has not come to our assistance to the extent expected. So, Sir, the Government should review the whole Bangladesh problem and take proper steps. They should recall our Ambassador in the United States. This will create some impact on the minds of the American public and some fruitful dialogue will be started.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I think he has already replied to this question about recall of our Ambassador. Let us not repeat the same questions to which the hon. Minister has already replied.

SHRI A. G. KULKARNI : I have raised it in a different context

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Whatever it is he has replied that the Ambassador will not be recalled.

SHRI A. G. KULKARNI : That question was regarding the dismissal of the Ambassador. I have asked for the recall of the Ambassador temporarily.

SARDAR SWARAN SINGH Sir, I do not think it will be wise to recall our Ambassador. We must not forget that this suggestion generally is made and experience shows that this does not help. We have not recalled our Ambassador—our High Commissioner—even from Pakistan and even in Peking we keep a mission. Therefore, it is not proper for us, merely because we do not agree with the policy of a particular Government, to recall our Ambassador That is not a very practicable suggestion. That is all that he has asked

MR DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Lokanath Misra.

SHRI BIJU PATNAIK (Orissa) · Is the Minister in a position to give an assurance..

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I have called Mr. Lokanath Misra please.

SHRI BIJU PATNAIK : I was just asking for a clarification. .

MR. DEPUTY CHAIRMAN But I have to follow the list before me

SHRI BIJU PATNAIK : I am not making a speech. I am just asking for a clarification.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I think Mr Misra is also seeking a clarification.

SHRI BIJU PATNAIK : I only wish to know from the Minister...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : No, no, please sit down.

SHRI A D. MANI (Madhya Pradesh) : Sir, he comes very raerly to the House. You should please allow him.

MR. DEPUTY CHAIRMAN · After all, we have to follow the list first.

SHRI V. ANANDAN (Tamil Naru) : It is not a question he is asking. He is only asking for a clarification and you can allow him.

SHRI BIJU PATNAIK : I wish to know from the Minister if he will kindly clarify..

SHRI A. P. CHATTERJEE (West Bengal) : On a point of order. I hope my friend will not take it otherwise The practice has been that you call the list first and thereafter the list is exhausted, if anybody else wants to ask for clarifications he can ask. I think the honourable Member there can ask for clarifications. Certainly he is entitled to ask for clarifications.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : All right, Mr. Patnaik, please sit down. Now Mr. Misra.

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa) ; The United States of America has betrayed all the democracies of the world by chasing after Chou-En-Lai's favour who is an aggressor thereby ultimately supporting Yahya Khan, which has given Pakistan, rather which has emboldened Pakistan to throw a challenge to India for war. Our Foreign Minister is very complacent when he says that in case of war we shall take up the challenge, we shall defend ourselves. I do not know how far the gentleman sitting by the side of the Foreign Minister is in agreement with him even though outside Parliament House he makes all sorts of statements saying that we are prepared to face anything. That is what we were also hearing from Mr. Krishna Menon before 1962. And since the Minister gets protection from the Chair in regard to our defence preparedness in the garb of national interest, all this is concealed from the House and no Member of the House really knows what the Pandora's box contains in the shape of defence preparedness..

SHRI P. C. MITRA (Bihar) : You know that India has got no capacity to defend.

SHRI LOKANATH MISRA : Extra smartness of Shri Mitra will carry him nowhere—neither here nor in Pakistan.

This

also been served with a warning by China. To that particular warning. I have my greatest of objections. India is not a student in a Chinese class room where the Chinese Government could serve India with a warning. We should have rejected that warning and thrown it in the waste paper basket.

That apart, since Yahya Khan has been emboldened to issue this threat, supposing he cooks up a case..

SHRI A. P. JAIN (Uttar Pradash) : That is very hypothetical.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You do not reply to interruptions. You put your question.

SHRI LOKANATH MISRA : I object to Shri Ajit Prasad Jain's remark. He had the experience of being a Central Minister and still he becomes irresponsible. Therefore, I take objection to that. People of his status should he a little received on matters like this. He should not be flippant like others standing in the queue for Ministership. He should not be that flippant.

SHRI A. P. JAIN : I said it is hypothetical.

SHRI LOKANATH MISRA : I should have that reply from Sardar Swaran Singh and not from Shri Ajit Prasad Jain till he becomes a Minister. He does not count now.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You put your question.

SHRI LOKANATH MISRA : Shri Ajit Prasad Jain, so far as Government of India is concerned, is insignificant, whatever might be his loyalty for Shrimati Indira Gandhi.

SARDAR SWARAN SINGH : In this respect you are wrong.

SHRI LOKANATH MISRA : He may be somebody in the Congress Party.

SARDAR SWARAN SINGH : He counts a great deal—much more than you count in your Party.

SHRI LOKANATH MISRA : But so far as this House is concerned, I take no notice of Shri Ajit Prasad Jain.

SHRI LOKANATH MISRA : That is right. It is very well put.

Supposing in the guerilla warfare launched by the Bangladesh people, they take possession of some area in Bangladesh and Yahya Khan said that it is because of the interference by the Indian Government and then wages a war against India. In that case, would Sardar Swaran Singh give his reaction to such a proposition which is very likely? Probably this appears to be a hypothetical question to Shri Ajit Prasad Jain's fertile mind ...

SHRI A. P. JAIN : You said you would not take notice of me. Why do you take notice of what I said? I think, I am too much in his head.

SHRI LOKANATH MISRA : In such a situation, what would be the reaction of the Government of India? The Foreign Minister always makes tall statements that we have also some nations on our side. Could he name any such nation or one such nation on our side? I shall be grateful to the Foreign Minister if he could name one such nation which will come out openly in favour of India in the case of a war with Pakistan? In that case, his foreign trip will prove to be worth while.

SARDAR SWARAN SINGH : With regard to the first question. I will refer him to paragraph 3 of my statement which I have already read out. His second question does not arise out of this.

SHRI LOKANATH MISRA : We do not have a copy of his statement. I take objection to this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You have heard his statement.

SHRI LOKANATH MISRA : How do I know the third paragraph? The statement was dictated and got typed by him.

SARDAR SWARAN SINGH : I will read it :

> "When the freedom fighters succeed in liberating territory in Bangladesh and Pakistan uses it as a pretext for attacking us, then I must make it clear that we are ready to defend ourselves".

SHRI LOKANATH MISRA : Is that the reply to all the questions?

MR. DEPUTY CHAIRMAN : What about the second part of the question? Can you name any one country which will be with India?

SARDAR SWARAN SINGH : That does not arise out of this.

SHRI LOKANATH MISRA : Suppose there is a threat of war. On a point of order.

SARDAR SWARAN SINGH : This cannot go on. I am sorry this has gone on like this. I am not going to enter into such a discussion.

Sir, it is amazing that these things are talked in this light manner. It is not in our public interest....

(Interruptions)

SHRI LOKANATH MISRA : Sir, who is this gentleman to say?

(Interruptions)

SARDAR SWARAN SINGH : It is not in our public interest to disclose those things and I will never disclose them.

SHRI LOKANATH MISRA : Sir, who is this gentlman to say that? Sir, he is going beyond his limits.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : He says that it would not be in our national interest to disclose all those things that you are asking.

SHRI LOKANATH MISRA : Is it in the public interest not to say that?

MR. DEPUTY CHAIRMAN : That is what he says.

SHRI LOKANATH MISRA : Sir, do you agree on this point? If it is so, then what are we here for?

(Interruptions)

SHRI PITAMBER DAS (Uttar Pradesh) : Sir, at least onepoint very clearly arises. He may not like to give the names. But is he in a position to tell us that we are not alone? Can he tell us this?

SARDAR SWARAN SINGH : I have already said that.

SHRI LOKANATH MISRA : How many countries does he think are on his side ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN : He has said that India is not alone. That is what he has said.

(Interruptions)

DR. BHAI MAHAVIR (Delhi) : The Minister is not alone. He has so many other Ministers on his side.

SARDAR SWARAN SINGH : Yes, I am not alone. Dr. Bhai Mahavir is with me.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Yes, Mr. Bhandari

SARDAR SWARAN SINGH : Really he has not asked me any question except that he has put forward his own thesis of the likely unfolding of war-like activities. You cannot expect anybody to answer in public as to what action yon take when your own security is threatend. It will be for the experts to decide as to what action, if any, they have to take.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : At least Pakistan is indicating them.

SHRI A. P. CHATTERJEE : We have heard the statement of the hon Minister for External Affairs. If the statement means this that in spite of provocations, we shall not be provoked into sending troops into Bangladesh, our country will not be provoked into sending troops into Bangladesh. Our Party agrees with that proposition. Our Party agrees with the proposition that the Indian Government must not send any troops into Bangladesh. But, agreeing with that proposition, may I ask the hon. Minister.. (*Interruptions*) May I ask the hon Minister this question : As far as guerilla warfare is concerned, the guerilla action in Bangladesh is concern d. is it a fact that the statement that all possible help will be given to the guerillas fighting in Bangladesh or for Bangladesh, will be stuck to by this Government ?

My second question is this : If that is the position, then is it a fact or not that the guerillas who are going inside Bangladesh, capturing Pakistan army equipm nt come back near our border, and our Army, ou Border Security Force, is confiscating that equipment on the ground that this equipment may fall into the hands of the Communists? Is it a fact or not ?

My third question is this : Is it also a fact that the guerillas are going into Bangladesh, capturing Pakistani military equipment, which is being confiscated by this Gov rnment and when they again go there this Government is giving them only 203 bullets and ordinary arms, and are not giving these arms which are being confiscated ?

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh) . May I appeal to the hon. Member to reconsider his question?

SHRI A. P. CHATTERJEE : May I ask : Is this the way the Government is supporting the guerillas fighting for Bangladesh?

My last question is this : The hon. Minister has said that if the guerillas.

SHRI A. G. KULKARNI : What is the necessity of this question?

SHRI A. P. CHATTERJEE : I am entitled to ask questions. My last question is this : When the guerillas will be able to lib rate the terriory, if that pretext is made by Pakistan to attack the liberated territory as well as our own country. What steps do the Government propose to take? These are my question.

SARDAR SWARAN SINGH : I am sorry that al the facts that he has mentioned are not correct. These are questions which are not based on facts, these are not at all corr ct. He has based his questions on absolutely wrong premises. .(*Interruptions*).. Let me answer the questions.

SHRI A. P. CHATTERJEE : That is the allegation against the Government of India that the Government is confiscating the equipment which the guerillas

are capturing from Pakistan. I have talked to the leader of the guerilias who are actively pursuing the guerilla activities. You are sabotaging the Bangladesh struggle.

SARDAR SWARAN SINGH : I am not generally accustomed to make prophesies but I am sure that all that the Member has today stated will be quoted against us in the several international forums and I will appeal to him not to indulge in this exercise.

SHRI A. P. CHATTERJEE : On a point of order.

SHRI NIREN GHOSH (West Bengal) : It is time you desist from diabolical activities.

SARDAR SWARAN SINGH : It is time you desist from fomenting anti-national activities.

SHRI A. P. CHATTERJEE : I charge that Mr. Swaran Singh is a person in the pay of the Americans. Therefore he is fighting against Bangladesh.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You cannot make irresponsible statements in this House. It is very wrong to make irresponsible statements.

SHRI A. G. KULKARNI : Anything said against the Minister of External Affairs should be expunged. All the things said about equipments etc. is a political thing and that should go out of the proceedings. It will be internationally used against our Indian Government.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Order, please.

SHRI A. G. KULKARNI : I am on my leg. Let me complete. Mr. Chatterjee has taken this occasion to propagate his Party's views which are akin to the Chinese and Naxalite views. All this has gone into the record. It has to be expunged. Mr. Swaran Singh has rightly replied to him. All that Mr. Chatterjee said should go out of the record. It should be expunged from the record.

MR. DEPUTY CHAIRMAN . Sit down please.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI M. S. GURUPADASWAMY) : I want to submit that all of us are very much concernd about this issue but till now we have been debating this issue, though critically, but we never took a partisan attitude. All along, all the political parties tried to rise above party interests and took into consideration mainly the national interest. To-day, I am sorry to say, Mr. Chatterjee indulged in certain things which are not conducive either to help the formulation of a policy or to give a redefinition of our attitude or to project our thinking in this important matter. On the contrary his questioning has exposed us to certain things. I am sure they are not his intentions but I would appeal to him, as a fellow Member, that on an important issue like this, when we are formulating a national approach, whatever may be the differences between us and the Government—we have differences with them—when we are projecting our view, we should, I think, be

careful and avoid all references which may expose us and this country and our people to criticism which will not be good at all and which will jeopardise our interests. Therefore, as a Member of the Opposition, I appeal to Mr. Chatterjee to reconsider the whole thing and whatever may be truth or otherwise of what he said, he should desist from making such statement on the floor of this House.

SHRI A. G. KULKARNI : It should de expunged.

SHRI M. S GURUPADASWAMY : I do not say expunged. Let us not create to controversy over this issue. I would say that he should not press this question further and this does not require any answer from the Minister. Whatever may be the differences between us we should confine our remarks within the framework that we have been following all along and I hope and trust that my oolleague, Mr. Chatterjee, will reconsider this position and resile from the position he has already taken and will not press his question further.

SHRI NIREN GHOSH : Sir, may I say....

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please sit down.

SHRI NIREN GHOSH : I have got to say something on what he has said just now.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Niren Ghosh, please sit down.

SHRI NIREN GHOSH : Afterwards what ? I have to say

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I am standing, sit down please

As suggested by Mr. Gurupadaswamy, we are just trying to evolve a national policy and we must always try and think from this point of view whether our saying anything or asking any question will serve the national interests or not. If it does any harm to the national interests I would appeal to hon Members that they should desist from making such observations and from asking such questions in the House.

The hon Member Mr Chatterjee has also made some very objectionable remarks about Sardar Swaran Singh. When we are performing our duties in this House

SHRI A. P. CHATTERJEE : I am prepared to withdraw provided he withdraws the word 'anti-national'.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : . hon. Member should use responsible language in the House. The paramount consideration in everybody's mind should be that we will not do anything which will do even the slightest harm to our national interests.

Now, Mr. Bhupesh Gupta.

SHRI A. G. KULKARNI : What about the records? The records should be corrected.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I will go through the record and see what can be done.

SHRI NIREN GHOSH : Sir, I do say that it would have been proper for you to make your observations after you have heard me. Upon Mr. Gurupadaswamy's remarks without allowing me to say anything you stood up and from the Chair. . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN : It is not necessary that every Member should be allowed to say something after one Member has mentioned something.

SHRI NIREN GHOSH : Please let me finish. From the Chair you made certain observations and by way of reply and explanation I would like to say this that it is quite correct that we should try to evolve a unanimous approach to this question but unfortunately you, as well as the House, and the entire country, know that the Government is not doing so. That is the trouble; that is the point of difference. They have succeeded in dividing the country. Now, Sir, in a renowned paper like the Statesman with a banner headline that report appeared which was referred to by Mr. Chatterjee, and so far they have not come up with any rejoinder or any denial.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : He has already denied it today.

SHRI NIREN GHOSH : Today fifteen days back that report appeared with a banner headline and it is not a party paper.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : It is all right; he has denied it now.

SHRI NIREN GHOSH : We know from experience that they are engaged in divisive activities, the Government of India is engaged in divisive activities harmful to the freedom struggle and is it not the right of Members of Parliament to expose it? Would we not betray the trust that is reposed in us as Members of Parliament if we did not bring it to the notice of the country? We should always remember that.

SARDAR SWARAN SINGH : I never said 'you'. May I clarify? I never said that any of the Members is anti national, but I did say that to raise this discussion is not in our national interest.

SHRI NIREN GHOSH : You used the word 'anti-national'.

SARDAR SWARAN SINGH : Anything that is not our national interest is anti-national.

SHRI NIREN GHOSH : Go through the record.

SARDAR SWARAN SINGH : I did not say that any Member is anti-national, but what he said is anti-national and I repeat that.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : Yahya Khan's—I do not call him President nowadays—statement came almost immediately after the announcement from Peking and Washington that Mr. Nixon would be visiting China. Therefore, there is some connection between the announcement

of the proposed Nixon visit to China and Yahya Khan's statement threatening a general war against our country. It seems that the first contributory act of the proposed Nixon visit to China is the statement of Yahya Khan threatening war against our country and yet we are told that the Peking-Washington detente would lead to the relaxation of international tension. We are very happy that at least in the Democratic Republic of Vietnam, the central organ of the Working People's Party of Vietnam. "Man Dan" has come out with an editorial which was reproduced here yesterday in which the Nixon doctrine has been denounced and the proposed visit has been branded as a move to have some kind of compromise between the big powers at the cost of the small nations and various other things have been said. Well, Sir, coming from the Democratic Rebublic of Vietnam such an open, frank and forthright castigation of the Nixon policy in relation to the proposed visit to China is certainly welcome and that only shows that the potential allies of India are.

DR. BHAI MAHAVIR : Have the e things anything to do with this Calling Attention motion ?

SHRI BHUPESH GUPTA . Please do not disturb me.

MR. DEPUTY CHAIRMAN · Please do not disturb him

DR. BHAI MAHAVIR : You are not talking on the Calling Attention motion, but . .

SHRI BHUPESH GUPTA : I am talking on the Calling Attention motion, just as you talk. I need not be told how to talk. When you discuss so many things I do not object The moment I say this thing, my friend gets up

(Interruptions)

DR. BHAI MAHAVIR · You propagate the point of view of the USSR even on this.

SHRI BHUPESH GUPTA . This is objectionable. They do not want any friend at. They are interested in communal riots in our country. This is what I say. If you are interested in friends, then at least try to understand their reaction to the proposed Nixon visit to China

SHRI MAHAVIR TYAGI (Uttar Pradesh) · Do not speak in tone of Yahya Khan.

SHRI BHUPESH GUPTA : I think you speak in the tone of Chenghis Khan. There is some connection. The war declaration has come after the announcement of the proposed visit of Mr. Nixon. Now, in this conection one thing I do not understand. Why should Sardar Swaran Singh say that he welcomes the style of Chinese diplomacy ? What is the style in it ? He welcomes the style, but we would like to have some substance put in. The style, if at all as Machiavellism. There is no other style in it at all. This kind of style or diplomacy is harmful to the cause of world peace, harmful to the relaxation of international tension and certainly in our context extremely harmful to our national interest also.

Naturally, Sir, nothing is to be welcome. I believe some smart ICS officer sitting in the Secretariat has coined this phrase, "Style of diplomacy is to be welcomed". This is the style of the ICS. Sardar Swaran Singh is a wiser and more mature man. He should not take such things from the Secretaries and other people. There is no style in Chinese diplomacy. It is absolutely bad style. As a Communist I feel ashamed that a country with a socialist leadership, which belongs to Communism, should have entered into this kind of gun-boat diplomacy with President Nixon whose hands are dripping with the blood of the Vietnam people and who is supplying arms to West Pakistani troops Therefore I think. .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You ask your question please.

SHRI BHUPESH GUPTA. The style part is over. I do not blame Sardar Swaran Singh for it very much because I thought that he was trying to use some very smart phrase. He did so--and you also do so—and it is wide of the mark

Now the question arises. My friend has pointed out here. It is a very significant statement that if you try to take any part of territory of East Bengal or East Pakistan, we shall declare general war against you. This is an advance preparation for what in international law is called 'creations of *casus bell*'. When the liberation force enter Bangla Desh, taking territory after territory ultimately reaching Dacca, even before that, the West Pakistani troops and Islamabad will say that India is taking the territory. Therefore the declaration has to be implemented, a general war against India. That is the motive behind it. It is the preparation

Now Sir, I think here also we should take into account this threat also apart from his preparing the ground for an attack against our country. We need not be upset by it. I entirely agree with him. We are prepared for it if they do so. They are also trying to restrain by this kind of statement India help to the liberation forces. They want to blackmail India into a position of retreat instead of going forward in helping the liberation forces, Sir, Bangla Desh shall be liberated by the freedom fighters of Bangla Desh with the abundant support and goodwill of the entire people of our country.

1 P.M.

I have no doubt about it. We are not for war against Pakistan. We are not for armed intervention against Pakistan. But we are committed as a nations as a people, as a kith and kin to give full support to the liberation fighters of Bangla Desh, and we shall continue to do so whatever the threat or from wherever the arms may come to Islamabad That is the position and it shouldbe clearly stated.

Sir, this statement is also intended to provoke India and acts of indiscretion. Therefore, I am in agreement with Sardar Swaran Singh when he asked us to be restrained because General Yahya Khan has some political motives behind making such statements. He thinks that by making such statements he would put our people off the ground and make us say or do something which he may exploit for his own ends. I think we shall not play into his hands.....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is enough.

SHRI BHUPESH GUPTA: Let me finish Mr. Yahya Khan, That is the position. Therefore, in this matter two things clearly stand out The only lesson we draw from General Yahya Khan's statement is that we should recognise Bangla Desh as soon as possible, if possible tomorrow, if possible today. Why I say this is because General Yahya Khan is creating legal ground for his action, a fake ground. Certainly, recognition of Bangla Desh will create a *locus standi* for us, to render more help than the Indian are already giving at this time I am not mentioning the help by Government of India. Therefore recognition is important. Massive assistance should be given. And why not from this side and from the other side also thousands and thousands of people, well-trained, well-equipped, organised into a truly national liberation front march towards the centres of power. We should be interested in that, Sir, I think these are the two conclusions that we should draw from the statement .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That will be enough.

SHRI BHUPESH GUPTA and we should not allow ourselves to be upset or provoked

Finally, with regard to the appeal. An appeal is not needed here I entirely agree that we meet the situation only through a united national approach and there cannot be a national approach unless both sides of the House make a common cause to speak, as far as possible, in one voice, act as one man and also stand before the world representing the entire people of our country.

Sir, this matter will not be settled through supplementaries Such international questions are not decided by asking supplementaries or through clarifications put to the Ministers and answer given by them Some of the things we should speak in Parliament Other things we shall deliberately not speak in Parliament. For them there are other channels communication between the Opposition and the Government This is what should be done

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right.

SHRI BHUPESH GUPTA: Yes, Sir, This a very critical situation. China, the U.S.A and Pakistan are lined up against us Do not under estimate them. Let us not take a despondent view that India does not have friends in the world. We have many more friends than either the U.S.A or China or Pakistan or all the three put together Let us have that confidence It will be seen at the testing time who has more friends We have friends because our stand is honourable and just, because we stand for the United Nations Charter I am sure the conscience of the world is not lost and they shall really, nation after nation Let us not take a roll call of the nations to see as to who is supporting us and who is not supporting us ..

MR. DEPUTY CHAIRMAN Please sit down. That would be enough.

SHRI BHUPESH GUPTA Finally, the Government should also seek the opinion of the Opposition constantly, have constant consultations with them because they have grievances and other things. They have suggestions to make so that they can be communicated in a manner which would not be needlessly liable to misuse by others or exploited by others. I think the Government

should maintain proper initiative in this matter. Consultation with the Opposition is very essential at every step with a view to not only arousing the national conscience but also with a view to ensuring that it is implemented. At the same time we should also put our influence......

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That will be enough.

SHRI BHUPESH GUPTA; Please do not disturb me. I am finishing. We should give all help to the national liberation forces in the Bangla Desh and to the freedom fighters. All freedom fighters should unite in a Naitonal Liberation Front. That is a pre-condition for the final dictum.

SARDAR SWARAN SINGH: I am thankful to him for putting several aspects in proper perspective. I have taken a careful note of some suggestions that he has made.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Patnaik.

SHRI BIJU PATNAIK (Orissa): I have only one question to ask.

SHRI SITARAM KESRI (Bihar): I want to put a question.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have already called one Member from your Party.

SHRI BIJU PATNAIK: I am sorry that the hon'ble Minister made the statement that he will not entertain the question of recognising Bangladesh today and not even tomorrow. Does he realise that when this statement goes out into the world press and to Pakistan what reaction it would have on the morale of the freedom fighters of Bangladesh? The Prime Minister in this House has wisely stated that this refugee influx is only for six months.

She set a time limit and it was said that if it is not solved within six months. India would be forced to take certain steps. And to make a further impact on the world conscience, Ministers went round the world. So wil not the External Affairs Minister consider revision of at least this portion of his statement that is, "I will not recognise Bangladesh today, certainly not tomorrow"? This I think, is going against all the policy statements that he has made so far, all the policy statements that the Prime Minister has made so far, all the policy statements that the Government of India's Ministers have made so far and the statements the two Houses of Parliament have heard so far. The Prime Minister said six months. The External Affairs Ministry in its wisdom may extend it by another three months. But to say "not today, not, not tomorrow" is going against the Prime Minister's statement and Resolution of Parliament. I would request the hon. Minister to revise that portion of his statement.

SARDAR SWARAN SINGH: May I clarify? I would only appeal to the hon. Members that in a matter of that importance, the same thing need not be repeated again and again, I would like, however, to clarify that when I say "tomorrow" it does not mean any time in the future. Today is Wednesday, Tomorrow is Thursday. I mean only these two days; because you go on asking me, "Are you prepared to declare it today". I said "No".

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has clarified that by "tomorrow", he meant Thursday only.

SHRI GODEY MURAHARI: I thing Mr. Swaran Singh is not authorised even to say that tomorrow he will not recognise it. This evening the Cabinet

may meet and decide to recognise Bangladesh. How is he authorised to say "Tomorrow I will not recognise it"? This is absolutely wrong. He should not make such a statement, He can say, "At the moment, I have no intention of recognising it." But he cannot pre-suppose that he will not recognise it this evening or tomorrow. The Cabinet may meet the next hour and decide

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Perhaps the hon. Minister knows the mind the Government better.

SARDAR SWARAN SINGH: If that happens, I will come to the House and announce it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN Mr Rajnarain.

SHRI MAHAVIR TYAGI: I take it that the meaning is that they a going to recognise Bangladesh at the appropriate occasion.

MR DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rajnarain.

শ্রী রাজনারায়ন: মহোদয়, আমি বিনয়ের সাথে বিশেষভাবে আপনার কাছে নিবেদন করছি একটা প্রস্তাব পাশ করার পর তার ভাষা ও ভাব বিস্মৃত হব এমন কোন কুঅভ্যাস আমরা গড়ে তুলবনা। আমি আপনার অনুমতি নিয়ে ওই প্রস্তাবের একটা অংশ পড়তে চাই যাতে এই পরিষদের সম্মানিত সদস্য এবং সরকারী সদস্যগণও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবটি হৃদয়ঙ্গম করত: ভবিষ্যত কার্যক্রম নির্ধারিত করেন।

"ভারতের ভৌগোলিক অবস্থা ও ইতিহাস সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের শত শত বর্ষের প্রাচীন সম্পর্কে এই উপমহাদেশের জনগণ আবদ্ধ হওয়ার কারণে এই পরিষদ তার আপন সীমান্তের এত কাছাকাছি বর্তমান ভয়াবহ ব্যাপার সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারেনা।

এই একটি মাত্র বাক্য যথাযথভাবেই নিরূপণ করে যে আমরা এবং পূর্ব বাংলার জনগণ বাংলাদেশের জনগণ এক। আমাদের সংস্কার ও সম্পর্ক শত শত বর্ষের পুরাতন। আমাদের ইতিহাস, আমাদের ভূগোল এই প্রমাণ করে যে, আমরা এক ছিলাম, আমি চাই সর্দার শরণ সিং একথাও হৃদয়ঙ্গম করুন। ১৯৪৭ সালের ১৪-১৫ জুনে যে প্রস্তাব পাশ হবার পর ভারত পাকিস্তানের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল ওই প্রস্তাবের ভাষাও আমি এখানে পড়ে শোনাতে চাই। সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি তার জন্মলগ্ন থেকে এক অখণ্ড স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখেছে যা অর্জন করতে লক্ষ লক্ষ নরনারী কষ্ট সয়েছে। যে ভারতের স্বপ্ন আমরা দেখেছি তাকে ইতিহাস, ভূগোল সমুদ্র ও পাহাড় এক সত্তা বানিয়েছে।

আমি চাই সর্দার শরণ সিং একথা স্মরণ করে জবাব দেবেন এ প্রস্তাব পাশ করার পর সরকার কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন।

উপ-সভাপতি: ঠিক আছে একরূপ প্রশ্ন করুন।

শ্রী রাজনারায়ন. দ্বিতীয় প্রস্তাব শুনুন।

উপ-সভাপতি: প্রস্তাব সকলের জানা আছে।

শ্রী রাজনারায়ন: এই সভা গণতান্ত্রিক জীবন যাপনের জন্য পূর্ব বাংলার জনগণের সংগ্রামের প্রতি নিজের গভীর সহানুভূতি ও একাত্মতা ব্যক্ত করছে—একাত্মতা অর্থ ভারত ও স্বাধীন বাংলাদেশের

আত্মা এক। স্বাধীন বাংলাদেশের ওপর হামলা আমরা নিজেদের ওপর হামলা মনে করি এটি ওই প্রস্তাবের ভাষা ও তাৎপর্য। একাত্মার অন্য কোন অর্থ নেই। একাত্মা শব্দটির মানেই এই যে, আমরা ও বাংলাদেশের লোক এক। এই একাত্মা শব্দটি নেবার পরও এই সরকার চার মাস পর্যন্ত নিষ্ক্রীয় রয়েছেন এর অর্থ আমি বুঝিনা।

দ্বিতীয় কথা আমি বলতে চাই, প্রস্তাবের শেষাংশে রয়েছে এই সভা তাদের আশ্বাস দিচ্ছে যে, তাদের সংগ্রাম ও ত্যাগ ভারতের জনগণের আন্তরিক সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করছে। এতদূর সমর্থন দানের প্রস্তাব পাশ করার পর ভারত সরকার স্বীকৃতি দেবার প্রশ্নে পাশ কাটিয়ে চলেছেন এই সরকার কি ওই প্রস্তাবের প্রতি বিশ্বস্ত? আমি চাই, সর্দার শরণ সিং মহাশয়, তাঁর মধ্যে যদি sense of responsibility অবশিষ্ট থাকে, অকপটে স্বীকার করবেন যে, ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিয়ে ভারতের সংসদের সংগে, ভারতের জনগণের সংগে, ভারতের বিধান সভার সদস্যদের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। সর্দার শরণ সিং কি জানেন উত্তর প্রদেশ বিহার রাজস্থান যেখানে যেখানে তাঁদের দলের সরকার আছেন তারা প্রস্তাব পাশ করেছেন। উত্তর প্রদেশে শ্রী টি, এন সিং স্বীকৃতি দেবার জন্য প্রস্তাব পেশ করেছেন, কমলাপতি মহাশয় সমর্থন করেছেন। স্বীকৃতি দেবার জন্য প্রস্তাব পাশ করেছেন উত্তর প্রদেশ, বিহার, বাংলা, রাজস্থান। যে সময় যেখানে যেখানে অধিবেশন বসেছে প্রায় সব জায়গাতেই প্রস্তাব পাশ হয়েছে।

উপ-সভাপতি: ঠিক আছে রাজনারায়ণ বাবু এবার শেষ করুন, বসে পড়ুন।

শ্রী রাজনারায়ণ: কিন্তু সরকার এযাবত তাদের মর্যাদা দেননি। তাই আমি বলতে চাই এসব কিছু সত্ত্বেও এই সরকার আজ অবধি স্বীকৃতি দেবার কথা ঘোষণা করছেন না। আজও সর্দার শরণ সিং বৃহস্পতি, শুক্র, শনিবারের কথা বলছেন—Today, day after tomorrow. এরূপ বলা কি সর্দারজীর পক্ষে শোভনীয়? আমি বলি মোটেই না . . . . আজ ইন্দিরা গান্ধী আমেরিকা ও চীনের নতুন সম্পর্কের দিকে তাকিয়ে ঘোষণা করেছেন, মুক্তি সেনারাও যদি বাংলাদেশের কোন অংশ দখল করে নেয় তাহলে আমরা তাকে হামলা মনে করব এবং সাধারণ আক্রমণ হিসেবে তার জবাব দেব। এত কিছুর পরে সর্দার শরণ সিং-এর একথা বলতে কি অসুবিধা যে বাংলাদেশের ওপর পাকিস্তানের আক্রমণ ভারত তার নিজের ওপর আক্রমণ বলে মনে করে। জার্মানী পোলাণ্ডের ওপর হামলা করল। ইং ও বলল, আমরা এটা নিজেদের ওপর হামলা মনে করব। এখন আমাদের প্রতিবেশী দেশ বলছে ভারতের সংগে আমাদের একাত্মতা আছে। বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী, বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কি বারবার চাইছেন না যে ভারত তাদেরকে স্বীকৃতি দিক।

সর্দার শরণ সিং: ইনি তো সবার চেয়ে ওপরে গেলেন।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী (শ্রীজগজীবন রাম): চ্যাটার্জীকেও মাত করে দিলেন।

শ্রী নবল কিশোর: আমি সব সময় মাত করি।

শ্রী নবল কিশোর: আমি বলেছি যে, পাকিস্তান একপ করেছে।

শ্রী নবল কিশোর: আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনি আগে আগেই কোন ষ্ট্রং এ্যাকশন নেবেন?

SHRI BHUPESH GUPTA: I entirely agree with him, Sir.

SARDAR SWARAN SINGH: Sir, I do not think that he has asked any question. There is no question that he has asked except that he has given certain views.

Sir, I would only like to say one or two things about the questions that he has specifically asked. He has mentioned that there may be an attack by Pakistan against us in the Jammu and Kashmir territory or any other territory In this respect, the Defence Minister has already made clear statement that we are fully prepared to defend our territory and to defend our sovereignty. and integrity. You cannot expect either the Defence Minister or any other spokesman of the Government to spell out the details as to how this defence has to be organised.

SHRI N. G. GORAY : He mentioned the name of one General.

SARDAR SWARAN SINGH : Whether it is one General or two Generals it is immaterial.

SHRI N. G. GORAY : No, he only wanted to know whether you are aware of it.

SARDAR SWARAN SINGH : We are aware of it and we are aware of it much more than he is aware of it.

SHRI N. G. GORAY : Naturally it should be so.

SARDAR SWARAN SINGH : Now, Sir, he has raised several questions about the Resolution of Parliament, about the action taken by us, etc. I would humbly ask him to have a look at the Calling-Attention Notice. This relates to the war threat by President Yahya Khan and this does not at all arise out of the Calling-Attention Notice. So, let us observe some rules of relevance any way.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Nawal Kishore.

SHRI NAWAL KISHORE : Sir, before I put any question, I would like to make a small request to you and that too with the best of intentions, to kindly change, if possible, the timing of these calling-Attention Motion, particularly when they are in connection with the External Affairs Ministry. This is just a request to you. Now, so far as the Minister is concerned, may I ask.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : What is the implication of this? We would like to know, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : He has only made a suggestion.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : When he says that this should not be at this time, particularly when he is relating to the External Affairs Ministry, what does he mean by it?

SHRI NAWAL KISHORE (Uttar Pradesh) : I made a request to you. That's all. May I ask the hon. Minister or EXTERNAL AFFAIRS to shed off his indifference to the fast changing events of the world and tell us frankly whether he and his Government would ever act on their own, because the story goes round that the Indian Government never acts ; it only reacts.

Sir, after the declaration of President Nixon's visit to China, Pakistan has changed its position from being defensive to offensive and has threatened us with a general war. And still, Sir, there is no reaction of the Government, except

the statement of the External Affairs Minister that we would defend when attacked May I know : Is there anything in the mind of the Government to take any strong action in advance? And, Sir, lastly, will the Government now start immediately giving military supplies, if not troops, to Bangladesh?

SARDAR SWARAN SINGH : These cliches that the Government only reacts but never acts, have become quite old. And for a senior member just to pick up these phrases and frame a question on them does not behave his seniority and dignity.

The second question that he asked is : Are we going to change our posture from being defensive to offensive...

SARDAR SWARAN SINGH : We should be prepared to defend ourselves That is the best form of defence.

SARDAR SWARAN SINGH : Then he says that no reaction has come. This is the reaction that I have given to this House. I gave a statement in the other House yesterday. There was a statement by President Yahya Khan and there is a statement by me. This is the reaction......

(Interruption)

May I request the hon. Member to think over, when he goes home, the implications of the question that he has put? I have no doubt that he will agree with me that his question was ill-conceived. You should never put any idea of that nature and you should try to understand the implications when you make a suggestion of that type. I have no doubt that in a calmer moment he will agree with me that this is not the form in which questions should be put or in which the questions should de answered. I will only appeal to him to think over this matter once again, and not ask me to spell out any thing. It is unwise to pose a question in that form.

About the third question, I would not like to reply at all.

SHRI MAHITOSH PURAKAYASTA (Assan.) : May I know from the hon. Minister of External Affairs whether the Government of India's attention has been drawn to a report published in the first page of daily 'Dawn' of Karachi, dated June 9, 1971, on the visit of Dr. Kissinger, President Nixon's Assistant for National security affairs, I am quoting an extract from that. It reads as follows :

"According to foreign diplomatic circles here......".

SARDAR SWARAN SINGH : Why should we put in Pakistan's point of view in our Parliament?

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You can only ask a question. Why do you read it? You need not read it. Just put your question.

SHRI MAHITOSH PURAKAYASTHA : Background is necessary.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Why do you want to quote it?

SARDAR SWARAN SINGH : Why do you put forward Pakistan's point of view here?

SHRI MAHITOSH PURAKAYASTHA : According to foreign circles, the U. S. officials, that is, Dr. Kissinger and others, are exploring the possibility of placing a United Nations force on the border as a check against the possibility of breaking out a conflict between the two countries.

May I know from the External Affairs Minister whether Dr. Kissinger, when he was here, discussed this point with the leaders of our Government and may I further know whether it is to pave the way for posting a United Nations force on the India-Bangladesh border that General Yahya Khan is talking of war?

MR. DEPUTY CHAIRMAN : How can such a question be replied to?

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের দাবী জানিয়ে উত্থাপিত প্রস্তাব এবং তার ওপর আলোচনা।	রাজ্যসভার কার্যবিবরণী	৩১ জুলাই, ১৯৭১

RESOLUTION URGING THE GOVERNMENT OF INDIA TO RECOGNISE THE SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC OF BANGLADESH

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE (West Bengal) : Ibeg to move

"That this House urges upon the Government of India to recognize the Sovereign Democratic Republic of Bangla Desh, to establish diplomatic relations with it and to make a declaration to that effect before the conclusion of the current session of Parliament."

Sir, the content of this Resolution is not new. In various forms, through Short Duration Discussions, through Calling Attention Motions and in various other ways we discussed the question of recognising the Sovereign Democratic Republic of Bangla Desh on many occasions in this House. If I remember correctly, on the 31st of March this year we passed a Resolution unanimously which was moved by the Prime Minister herself in which we said in the last part :

"This House records its profound conviction that the historic upsurge of the 75 million people of East Bengal will triumph. The House wishes to assure them that their struggle and sacrifices will receive the whole-hearted sympathy and support of the people of India."

The same Resolution was passed by the Lok Sabha as well. Since 31st March four months have elapsed and now it is high time for us to think what we have done actually for the recognition of Bangla Desh, for fulfiling our commitment, for given effect to the pledges we solemnly made in the Solidarity Resolution. We sent our Diplomatic Missions to the various countries and our Foreign Minister led the Delegations in some of the very important countries as it appears from the statement which he laid on the Table on 25th June 1971. In the statement he had stated :

"Between 6th and 22nd June, 1971 I visited Moscow, Bonn. Paris Ottawa, New York, Washington D.C. and London in that order.'

What was the actual outcome? He has supplied also along with the statement the joint communique issued by the various Foreign Ministers along with Mr. Swaran Singh and from the contents of the joint communiques we find actually what we received for Bangla Desh for the evacuees who are coming to our country not in hundreds or thousands but in lakhs. In the statement the Minister has stated :

"I also clarified and it was by and large accepted that any military assistance to the military rulers of Pakistan at this juncture would have the effect of encouraging and sustaining them in their antipeople activity and any economic assistance to them would be tantamount to condoning their deplorable action in East Bengal."

This the Minister said on 25th June, 1971, and the joint communique was issued along with the Foreign Secretary of the USA on 17th June. He tried to impress upon the US and other foreign Missions that any military assistance even at this juncture to Pakistan, to the military junta of Pakistan would be tantamount to the violation of the international law and principles of humanity and would help the military junta, the ruling clique of Pakistan to perpetrate their barbarous activites against the civil population of Bangla Desh. The tragedy is this. Immediately after this joint commuuique issued by the Foreign Secretary along with our Foreign Minister, a ship-load of arms in Padma was sent to Pakistan. What was the outcome of the foreign diplomatic missions which he led only the Soviet Government assured the Goverment of India in the joint communique issued by them that they will keep in constant touch with the Goverment of India and will keep a watchful eye on the happenings in Bangla Desh.

What have the other Governments stated? What have other Foreign Ministers assured? They have assured their assistance for refugees of Bangla Desh. Sir, they talk of political solution; they express their desire that some sort of solution should be found out and the barbarities perpetrated on the civilian population of Bangla Desh should come to an end. Thus far and no farther. Mr. Chairman, Sir, since then, may I ask the hon. Foreign Minister. What they have done to reach a political solution of which they are talking so much? May I know from the Government of India what positive steps, what concrete steps. they have taken to see that a real political solution in accordance with the will of the people of Bangla Desh is evolved and this large influx of refugees which throws a heavy burden on India came to the end? If you look at the course of events the reply will be that the Government of India has done nothing so far. Mr. Chairman, it has been stated that the Government of India will take action at the appropriate time, they will recognise the Government of Bangla Desh at the appropriate time. What is meant by 'appropriate time'? Which is the apprepriate time? When will this appropriate time come? Will it be appropriate time when the 75 million people of Bangla Desh are totally liquidated, when the one crore Hindus living in Bangla Desh will cross over and come to India. When evry freedom loving person of Bangla Desh, when every politically-conscious young man of Bangla Desh when every vestige of intelligentsia of Bangla Desh will be totally liquidated? Then and then only will be the appropriate time for them to accord recognition to Bangla Desh? Mr. Chairman, Sir, is it not according to the principles of the United Nations, according to the laws established by the inter national community, high time for the Government of India to accord recognition to Bangladesh as a soverign democratic republic? Sir, you yourself are an eminent jurist of high standing and you yourself know that according to international law all the conditions have been created for the recognition of the sovereign democratic republic of Bangladesh. It hasbeen pointed out by eminent jurists like oppenhein add others that if a community renders habitual obedienc to an established Government and occupies definite portion of territory then that community is entitled to have recognition as a soverign democratic entity. Mr. Chairman, Sir, on 14th April this ear a full-fledged Government has been set up under the Presidentship of Mujibur-Rahman with an acting President Mr. Nazrul Islam and that Government is now conducting military operation; it has named its military commandant and it has launched a liberation movement or freedom struggle in Bangla Desh. It has been admitted not by the Indian press alone, not by

the Indian politicans alone but it has been admitted by almost all foreign diplomates and by many foreign parliamentary delegations, and foreign jurnalists who have visited Bangla Desh that practically 80 per cent of the territory of Bangla Desh inhabited by 75 million people of Bangladesh is under the actual control of the liberation army while the troops of the Pakistan Army are occupying only certain cantonments and certain towns and cities where they are perpetrating all kinds of atrocities on the civilian population. The civil administration is practically run by the soverign democratic Government of Bangla Desh headed by Mujibur Rahman under the Chairmanship of Mr. Nazrul Islam.

Therefore, I do not know what prevents the Government of India from giving recognition to the Sovereign Democratic Republic of Bangla Desh unilaterally. Are we afrid of the Gobbelsian probaganda of Pakistan ? Are we afraid that if we take action to recognise the Sovereign Democratic Republic of Bangla Desh unilaterally world openion will go against us ? I do not find any reason why the Government of India should be so shaky, should be so hesitant, should not speak in unmistakeble terms. The Government of India should take a decision not keeping their eyes towards other countries, not looking to the Gobbelsian probaganda by the military junta ruling Pakistan.

There has been an attempt to show that what is happening in Bangla Desh is the creation of India. Pakistan did that in past. They are doing it in the present and they will do it in the future. You can not stop it. You can not stop the Goebbelsian propaganda machinary of Pakistan, but what are the facts ? Mujibur Rahman himself admitted, when he gave evidence in the Agortola conspiracy case, that it is Mujibur Rahman who was the first signatory for the condemning Indian aggression in 1965 and that communique was issued by the Governor of the then East Bengal. Therefore, there is no point in saying that what is hppening in Bangla Desh is the creation of India. Pakistan may say it and some of the camp-followers of Pakistan may belive it, but the bulk of the world community and most of the nations will not believe it. They know that Mujibur Rahman's aims are fixed by the Awami Legue, that the election was fought on that programme and they get the massive mandate of the people of Bangla Desh. That is not the certain of India. That is not the creation of the Indian Government or of the people here. It is essentially a movement created by the people of Bangladesh. It is essentially a movement which has its origin in the socio-economic conditions of Bangladesh. If we go through the six-point programme on which they fought there election, on which they got massive support from the people, we will find that in the six-point programme there is nothing which is pro-India. In six-point programme on which they got their massive mandate from the 75 million people of Bangladesh there is not a single word which can be interpreted, which can be accepted as pro-Indian. These people are not doing anything in favour of India. These people are not doing anything on being instigated by India. The six-point programme is entirely based on the socio-economic problems of Bangladesh. They want to have autonomy. They want to have the right of self-determination. They want to get themselves freed from their economic exploitation. They want to have control over foreign trade. They want to have their own economic rehabilitation. They want to fight out against the exploitation committed by a small section of the West Pakistan people by keeping political power in West Pakistan. They want to have cultural emancipation. Is it wrong ? Has it not been

stated categorically in the Charter of the United Nations in article 1 that every nation, every group of people, which has a distinct culture, which has a distinctracial affinity will have the right to propagate its own ideas? They will have the right to resort to all sorts of democratic practice to fulfil their desire. Has it not been stated in the Charter of the United Nations? Article 1(2) says :

"To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace".

It is not a fact that in the Charter of the United Nations the right of self-determinations has been accepted ? The very principle of the United Nations, the very convention of the world body is that the right of self-determination is the most important right. If the 75 million people of Bangladesh want to assert their right of self-determination, want to have autonomy, want to control their own fate, want to have mastery over their lot, what stands in the way ? How does it become Indian propaganda ?

How does it become an aggression by India ? How does it become an attempt to secede from Pakistan ? Mr. Chairman ? I do not understand what prevents the Government of India from according recognition to Bangladesh. There are ample intances in the international law. Is it not a fact that in 1903 when Panama seceded from Columbia, within a week the United States recognised Panama ? Within a week the United States recognised Panama and prevented Columbia from asserting its control over Panama. Is it not a fact that even before the formal declaration of independence the United States broke off from the motherland, the United Kingdom ? Then in 1766 within one month of having a separate State France recognised the United States. Is it not a fact that when Greece declard its independence in 1827, within a week four European States accorded recognition to it ? Is it not a fact, Mr. Chairman, that when Rumania, Bulgaria and Serbia seceded from the Ottoman Empire within six weeks of its declaration of independence, they were accorded recognition by the European powers ? There are ample examples in the international law. Then I do not understaned why recognition should not be given by us to Bangladesh. It is on humanitarian grounds that we should accord recognition to them. Is it not a fact that brutalities, barbarities are being perpetrated on the people of Bangladesh, on the civilian people of Bangladesh ? There are ample reasons why the Government of India should come forward and accord recognition on humanitarian grounds. What happened in 1876 when Rumania, Bulgaria and Serbia seceded from the Ottoman Empire ? Civilian people were killed, they were butchered, massacre took place. And as a result of that almost all the European States took up arms against the Ottoman Empire and they gave recognition to those countries. Therefore I do not find any reason why the Government of India should feel hesitant. I do not know how much time they will require to come to a decision. On other occasions while were having discussions on the refugee influx, it was stated—and the Government refused—that they were not prisoners of indecision. They might have a very clear opinion in their minds. Sarder Swaran Singh may be very clear about the stand taken by the Government of India. The Prime Minister may be very clear about the stand taken by the Government But Mr. Chairman, I frankly admit my shortcomings. I fail to understand any clarity in the policy of the

Government of India. How much time will they take ? How much time would they have to wait for before giving recognition to Bangla Desh ? What conditions have to be fulfilled, according to the Government of India, for determining that unless and until these conditions are fulfilled, we shall not accord recognition ? The Foreign Minister should say. The House should be taken into confidence, the people should be taken into confidence, in a democratic country nothing should be done in secret, the people should be taken into confidence and here and now the Foreign Minister should speak to the House as to what conditions should be fulfilled under which the Government of India can give recognition to the people of Bangla Desh.

Mr. Chairman, I am not talking of intervention, though intervention is justified according to international law under similar circumstances. I am not saying that the Government of India should take up arms and stand up against the Pakistan military people there. I am not talking of that although there are sufficient reasons to say that it is high time that the Government of India took up arms and stood up against Pakistan. But I am not talking about that. What I want is, they should give recognition to Bangla-Desh. Let the people of Bangla Desh fight themselves in their liberation struggle; let them encounter the military rulers. They are competent enough to do that. But we have to recognise them, we have to give them international status, we have to recognise it as a sovereign democratic republic and we have to give due weight, due consideration to the people there as revealed through the massive mandate in the elections that took place in December. Mr Chairman, Sir, on many a time on the very floor of this House, it has been discussed how many times the intrusions took place on the Indian Border by Pakistani army.

12 Noon

Only the other day the Home Minister in reply to a question on the floor of this House stated the number of Pak intrusions in West Bengal was 13, Assam 3, Tripura 13, totalling up to 29. The number of firings by Pakistani Army into the Indian border West Bengal, Assam and Tripura came to 109, 28 and 104 respectively. The number of Indians citizens killed by Pakistani Army was : West Bengal 11, Assam and Meghalaya 31 and Tripura 30, totalling up to 77. The number of persons injured was 135. All these intrusions have taken place since May 1971. I am not talking of air intrusions. Is it not sufficient ground for intervention on the plea of self-defence as prescribed by international law ? Still Mr. Chaiman. I am not talking on intervention. My demand is very modest. I am very humble in putting my demand. Let us recognise the Government of sovereign Democratic Republic of Bangla Desh, give them assistance and establish full diplomatic relations. Let them Conduct their own liberation movement for their freedom. Let us give them international status. That is what we want. Is it too much that I am asking for ? Then why did we pass the Solidarity Resolution ? What was the need of it ? Did we just want to give them a little hope ? Did we want to bluff them ? Did we want to hoodwink the real desire of the people of this country represented by this Government ? Will we not feel ashamed if the Bangla Desh people condemn us ? Will they not say, "Well we are fighting against the millitary people of Pakistan, when we are fighting agains one of the most powerful military personnel in the world, we have natural expectations that our neighbouring

country with which we have cultural bondage, with which we have racial bondage, will come forward with assistance. Mr. Chairman, if any Bangla Desh freedom fighter, if any freedom fighter of Bangla Desh now feels that the Government of India by its dilly-dallying policy has deliberately forsaken its commitment, what is strange about it ? Mr. Chairman, again, I repeat that the Government of India is suffering from indecision. They are prisoners of indecision, and sometimes they are taking very wrong decisions. They say that these evacuees will go back if the normal situation is restored. I did not know how this normal situation will come back, how these people will go back. Is it a not fit case for the Government of India to place before the comity of nations the question of these seventy lakh refugees ? We are passing Budgets and Supplementary Demands. But what have we done for the refugees, the evacuees of Bangla Desh ? The basic question remains. If these people have come to our country, it is not my fault. They have come to this border not because of our fault. Can we not speak in unmistakable terms, can we not speak to the military rulers of Pakistan that if they propose to send refugees with the idea of destroying our economy, we shall not remain a silent spectator ? We must rise to the occasion. Cannot the Government speak in those terms ?

Mr. Chairman, Sir I am a simple man. I am a very common man. My language may be broken and my voice may be feeble. But why should the Government of India speak in a feeble voice and why should the Government of India speak in broken language, in a half-hearted language ? Why they cannot speak in unmistakable terms ? Since the very day of the Nehru-Liaqat Ali Pact the Government of Pakistan is flouting all sorts of international agreements.

They are perpetrating genocide. They are committing brutalities against the civilian people. At first, they did it on the Hindu population living there. Now they are doing it indiscriminately on Hindus and Muslims. Each and every Bengali is a victim of the military junta's barbarous atrocities in Pakistan. Therefore, Sir, we are disappointed. We feel extremely disappointed. We do not know what is in the mind of the Government of India. We have doubts that they may forsake their commitment. We are drifting from the commitment that we have made. The hon. Foreign Minister may deny it. He may say that we are still sticking to our commitment. But it is the apprehension of the common people that perhaps the Government of India will do nothing. When the emotional stage is over, the people who are now emotionally surcharged may forget it. Mr. Chairman if it continues for days together, for months together, for years together, psychologically one is bound to forget it. Perhaps the Government of India is waiting for that moment. As soon as the emotional stage is over, as soon as the people forget it the Government will cast its commitment to the winds. If the Government of India thinks so, if that is what is in the mind of the Government of India, Mr. Chairman, Sir, as a very ordinary, common citizen of the country. I can tell you and through you, this Government, that they are living in a fool's paradise. What is happening in Bangladesh and what is happening in West Bengal and other eastern parts of the country will have a serious repercussion on the economy and politics of this country. We cannot let them loose. We cannot allow them to forget it, we must take a stand and that stand should be clear and it should be clear and it should be spoken in unmistakable terms, in unambiguous terms. Mr. Chairman, Sir, I do not understand what the Government of India will do with this problem, with these refugees. The Government of India was saying at first

that they would go back within three months. Now they have extended the time to six months. Perhaps they will come forward with an other extension of time for more than one year. It is not a question of six months, it is a question of how you deal with it. If you are convinced that until and unless there is a political solution, until and unless there is a non-communal Government and the people's desire is given effect to by the popular Government these refugees will not go back, what are you doing to get that situation created in Bangladesh? That is my question. And I have failed to get reply to this question as to what the Government of India is going to do to get a climate created in Bangladesh in which these people can go back. The Foreign Minister has expressed the hope that these refugees will go back if favourable circumstances are created and normalcy is restored. But who is coming to your help? Who is taking your brief? What are the international organisations doing? (*Time bell rings*) I am finishing. The United Nations is trying to pose it as a matter between India and Pakistan. It is trying to snd observer to both India and Pakistan. What business has the United Nations to send observers here? What was U Thant, the Secretary-General of United Nations, doing when genocide was taking place, when foreign delegations reported on it, when the Labour Party leader in the House of Commons in the United Kingdom described it as one of the most tragic happenings of this century, when the Canadian delegation said that there was hardly any precedent for such blood curdling atrocities committed on the civilian population by the military administration in Pakistan? What was U Thant doing then? Why didn't he convene the General Assembly within 24 hours? If after the nationalisation of Suez Canal, if after the developments in Lebanon in 1958, the U. N. General Assembly could meet within 24 hours, why did not the General Assembly meet in this case?

Why did not the General Assembly meet to pass a resolution condemning the barbarous atrocities of Pakistan? (*Time bell rings*) Sir, I know my time is limited. I am going to finish. I want to request the honourable Foreign Minister again, let not the policy of the Government of India be limited, let not the policy of the Government of India be delayed. let the Government of India speak here and now in unmistakable terms, in unambiguons terms, that we are committed to the people of Bangladesh, not only in the interests of the liberation forces, but in the interests of ourselves.

With these words, Sir, I conclude. Thank you.

The question was proposed.

SHRI SITARAM KESRI (Bihar) : Sir, I move:

1. "That in the Resolution—

for the words, 'to establish diplomatic relations with it and to make a declaration to that effect before the conclusion of the current session of Parliament, the words, 'at the appropriate time' be *substituted*."

SHRI J. P. YADAV (Bihar) : Sir, I move :

3. "That in the Resolution—

after the words, 'to establish diplomatic relations with it', the words 'to give military and other assistance to it' be *inserted*."

The questions were proposed.

SHRI M. C. CHAGLA (Maharashtra): Mr. Chairman, I think it is agreed on all hands that what has been happening in Bangladesh is not only a crime but a tragedy. History has known many dark ages. History is full of deeds which make our blood curdle. But I think what has happened in Bangladesh is practically unprecedented. Every principle of international law, every purpose that is writ large in the United Nations Charter, every convention of human rights has been violated, crushed under feet, deliberately without any compunction, without any justification. I do not think history records in the long period in which history has been written, a spectable so horrible, so inhuman, so reveling, as the one that we have been witnessing in Bangladesh. And the question I want to ask myself is—I will try to be as brief as possible because I know many want to parcticipate in this debate—how has India reacted to this crime? I will deal with how others have reacted. But our interest and our concern is to find out how India has reacted. When this shocking crack-down as it is called was reported to India the Prime Minister instinctively reacted to it with horror and disgust. I very often found that the honourable Prime Minister's first instincts are sound. But then something happens. And in this case the instinct was converted into hard thinking, into considering the pros and the cons, in balancing the interests of our country, the prejudices of other countries, and so on. I say this with respect to my very great friend, the honourable External Affairs Minister. This is what always happens when the External Affairs Ministry gives advice. I know the Ministry fairly well and I can say that the officers of that Ministry are loyal, devoted able and competent. But—and this is an important 'but- the Ministry suffers from the defect which every bureaucracy suffers, and that defect is that they believe in the *status quo*, they believe in precedents, they believe in pouring over tomes of international law, and so on. And they found there was no precedent for what has happened. Sir, how, can there be a precedent of what has happened in Bangladesh? What has happened is that a lawfully constituted Government, a Goverment elected through the ballot box, has been subverted by a minority by the most violent means that history has ever known.

You will note that this is not a case of secession. If anybody has seceded, it is not Mujibur Rahman, but Yahya Khan because as a result of elections Mujibur Rahman would have been the Prime Minister of Pakistan. But Yahya Khan could not brook this Therefore, the majority was sought to be subverted by a whole-sale massacre or, what is known in the English language, genocide. Even genocide does not fully describe what happened in Bangladesh.

As was pointed out by the mover of the Resolution, the Prime Minister rightly came to this House and the other House and got a Resolution passed unanimously on the 31st March and wanted us to agree with the Government, to sympathise with what is happening there and also to give support. We have given full sympathy. Sympathy does not cost us anything. All over the country, there is a tremendous feeling that we should sympathise with the suffering of the people of Bangladesh. What I want to ask the Government and my friends is. What have you done to support Bangladesh.........

SHRI AWADHESHWER PRASAD SINHA (Bihar): You do not know that, Shri Chagla?

MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt.

SHRI M.C. CHAGLA: I am sure my hon. friend is wiser than I am.

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA: You don't know what support we are giving. Being an ex-Foreign Minister, you are supposed to know better. Do not be partisan. Mr. Chagla, You should be impartia so far as facts are concerned.

SHRI M. C. CHAGLA; I do not know why interruption is called for. Have I misstated any fact: ?

SHRI PITAMBER DAS (Uttor Pradesh): Some people rush in where angels fear to tread.

SHRI M. C. CHAGLA: The question that I want to ask is this: Either the hon. Minister or other hon. Members will answer that I believe. What have we done to support Bangladesh effectively? The only way to support Bangla Desh was to have immediately recognissd their Government when it was formed. I say this with deliberation and with a sense of full responsibility that the failure of the Govenment to recognise Bangla Desh at that time is the greatest blunder we have committed. I say history will never forgive us for this.

Recognition of Bangla Desh would have meant first of all recognition of a Government (as a neighbour) which was friendly to India. In the second place it would have undone much of the harms of partition. In the third place, it would have completely buried once and for all the two-nation theory which is one of the most evil doctrines that has been started before partition and which led to what we all know the breaking up of our motherland. Why was this recognition not given? I want to examine the reasons. First it was said that internationally we could not recognise the government. I Sir, emphatically differ from that view. As far as I know the international law, I do not pretend to be an expert--it is clearly established that whether to recognise a country or not is entirely within the discretion of the country which is to give recognition.

It was within our discretion either to recognise Bangla Desh or not. I would depend on our national interest. Secondly, Sir, it was said that there was no properly constituted Government or that conditions did not exist with regard to the formation of the Government which would justify the recognition of Bangladesh. There again, Sir, I differ. One of the tests for recognition is legitimacy, A country has to ask itself, "Is the Government I am recognising legitimate". If it is then that country has every right to recognise the other country.

Now, Sir, I ask this question: "On whose side is legitimacy? Is it on the side of Yahya Khan or is it on the side of Mujibur Rahman?" Sir, what has happened in Bangladesh was not military coup where a legitimate Government was overthrown and till the Government was properly established and people could give allegiance to it so that some sort of legitimacy is there. But in this case, it is clear beyond doubt that the legitimate Government of Bangladesh, even of Pakistan, was the Government constituted by Mujibur Rahman through democratic processes; through the ballot box. Yahya Khan

was a rebel. Yahya Khan had no justification, legal or otherwise to, subvert a legal, democratic Government formed in Bangladesh.

SHRI KALYAN ROY (West Bangal): What about Gen. Franco?

SHRI M. C. CHAGLA: Yes, I would say that it is so. But, even in Franco's case, he came as a sort of an outsider. But it is true that he tried to subvert the constitutional Government of Spain in the uufortunate civil war days. Sir, that was not a case again where a majority was trying to keep the minority within its fold, within the fold of the country. As I said before, Yahya Khan is representing a minority and it was the minority that was trying to subvert the majority not by political means, but by the very simple means of massacring as many millions of them as possible so that the majority should become the minority.

Sir, the most important result of recognition of Bangladesh would have been that legally, legitimately and under international law, we could have supplied arms to Bangladesh and if we had supplied arms to Bangladesh, then Bangladesh would have been in a position, if not completely to drive out the Pakistan army, but at least to keep a large part of Bangladesh within its jurisdiction, within its domination, within its control. But, by not giving arms to Bangladesh, by not recognising Bangladesh, you have permitted a situation to arise in Pakistan which is disastrous for the country. Now what has happened? Sir, the poor Bangladesh has been swept by the Army. Pakistan is in millitary occupation of that country. These brave, gallant men—and my heart goes out to them and one is moved to tears when one thinks of what Bangladesh is going through—are carrying on guerilla warfare there. But the Government should have foreseen and I accuse them of negligence, grave negligence. They should have foreseen that if they did not resist the Pakistani military machine, not by going there and fighting themselves, I am not suggesting that ......but by recognising Bangladesh and giving all arms to Bangladesh, the result would have been that hundreds of thousands of these refugees would have not come to India.

They have come to India. But this Government could have prevented it. I say it could have prevented this. These 6 million refugees would not have been here.

Now, Sir with regard to refugees, I wish to say something. Sir, I pay handsome compliments to the Government for what they done for the refugees. I think we should be proud as a country that we have taken upon ourselves the burden of receiving them, housing them and feeding them. It means a tremendous burden on our economy. Taxation is high enough but I see, my friend, the finance Minister, is going to ask for Supplementary Grants in the Lok Sabha very soon. But, Sir how long are we going to bear this burden? I wish to assure this house that the international community is not going to help us all the time. A lot of money has been given by some countries.

SHRI KALYAN ROY: Very little.

SHRI M. C. CHAGLA: But this is only for this year. If these refugees continue to come from year to year we will not be able to get anything at all and if we have to maintain these refugees indefinitely, what is going to hapen to our economy? Six million people are to be absorbed,

SHRI KALYAN ROY: Nine million people.

SHRI M. C. CHAGLA: Already there are many unemployed people in our country. We do not give them subsidy. It is a shame.

But with regard to these six million People

AN HON. MEMBER: More than six million. About 8 million refugees are there.

SHRI M. C. CHAGLA: With regard to these 8 million people, we will have to feed every month, we will have to shoulder the burden of everyone. we will have to clothe everyone and how long can India face this? Sir, with great respect to the Prime Minister, she has been saying and I have yet to see--that these refugees will go back. Will the hon. Minister, in heaven's name tell me how they will go back. How is the Prime Minister going to see that the refugees will go back? She cannot drag them out. You are not dragging them out.

SHRI KALYAN ROY. After their death, they will go back spiritually.

SHRI M. C. CHAGLA: But six million people take some time to die and they will produce some children also. There is no way. I know that Except that I am not going to suggest anything about sending these refugees back to Bangladesh.

Now, Sir we have to be strong. We forget that we are a great nation. We should be one of the big powers. But we act as if we are a second power.

SHRI KALYAN ROY: We are.

SHRI M.C. CHAGLA: I do not agree with that. I do not think so. Our country is the second largest in the world with a large population, with a great culture, with a great history. Why should we be a second class nation? But, Sir, we make ourselves so. I tell you why. We never take the initiative If a problem arises, we first think what China will do. We think what Pakistan will do, how Russia will act...

AN HON. MEMBER: ..how Egypt will react.

SHRI M.C. CHAGLA: Yes, we think how Egypt will react. But I want to know whether Pakistan ever thinks how India will react. In this House also what has been troubling the Government, my hon. friend may say it or not. but actually what has been troubling them is they are waiting for somebody to recognise it, they are waiting for Russia to do it for us. Why should Russia do it for us? Why should we wait for Russia, why should we wait for anybody? Sir, in the past, on great many occasions, when Shri Jawaharlal Nehru was the Prime Minister, he has given the lead to Asia in the world, he has spoken with a voice which has been listened to by the whole world. In every case when liberty was endangered. where there was political corruption in the sense that certain important principles were violated, when there was tyranny, when there was injustice, he stood up, he raised his voice—not waiting to see what others will say—and his was the first voice and that voice was listened to and

followed by whole Asia.

Sir, this is what we should do. Finally I will say about the reaction of the world. The resolution says that we should recognise Bangladesh before the end of the session. I say: 'Recognise it now, this minute. It is late, it is very late'. It will be a belated nation but even now we can do something. At least we can tell the World that we are taking the initiative in this matter. About the reaction of the world. I have never been more disillusioned, more disappointed, more disgusted than to see the way the world conscience has reacted to what is happening in Bangladesh. What has happened to the world con. science? It is muted, it is silent or it is dead. What has happened to non-alignment? What has happened to Africa and what happened to the Arab World-Sir, I have stood here as Foreign Minister day in and day out and I was attacked for the Government's policy on UAR. I justified it because I said we must support Nasser who stood for secularism against Muslim fanaticism and I think I was right then, but to day I am sorry to say that the UAR has become as communal. as fanatical as any other part of Arab World. Sir, I do not want to tax your patience. May I conclude in one sentence? The Government must face the consequences of doing the right thing. If something is in the national interest, it does not matter what will happen. If Pakistan goes to war, we can take on Pakistan. We have taken her on before and we will take her on again and let the Foreign Minister remember that Pakistan has been and will always be our enemy. China I am not afraid of China will make some noise as she usually does but I am not afraid of attack from China. What the Government needs today is courage, a sense of national interest and I want to assure the Foreign Minister that if he were to take a referendum in India today, 90% will ask for the recognition of Bangladesh.

SHRI BIPINPAL DAS (Assam): The Developments in Bangladesh which we have discussed several times in this House have to be recognised not as an internal affair of Pakistan. It has become an international question and therefore we have to examine this question not only on the basis the issues involved in the struggle of the people of Bangladesh but also in the context of the international implications.

[Mr. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

It is absolutely wrong for anybody to believe that Pakistan was created to serve the cause of Islam or the interests of the Muslims. What has happened in Bangladesh in the last four months has proved beyond any shadow of doubt that the life, honour and property of even the Muslims--millions of them have become absolutely insecure in the hands of a Muslim Government, in a country claimed to be governed under Islamic laws. The extent of mass killing and mass murders committed by the Muslim army on the Muslim population in Bangladesh has thrown into pale insignificance the extent of suffering caused to the Arabs by the Jews in West Asia over a period of 20 years of war. Pakistan sometimes—whysome times, very often—accuses India of ill-treating the Muslims. It is now for the whole world to see which country, whether it is Pakistan or India which guarantees greater security to the life, property and honour of the Muslims. The happenings in Bangladesh have not only exposed the myth of the ocratic State but has also exploded the so-called two nation theory itself.

The fact is that Pakistan was never created for the good of the Muslims It was creation of Anglo-American conspiracy backed by the capitalist—landlord bureaucratic combine of Pakistan or a free exploitation of the poor masses of. Pakistan on the one hand and to build a military potential against India on

the other hand. Neither Britain, nor the U S A sincerely wants India to be prosperous or strong and they have always used Pakistan as an instrument to serve their own ends. I do not know if the ruling circles of Great Britain have started doing some kind of rethinking about their attitude towards Pakistan after what has happened in Bangladesh. But let us not forget that it was primarily the British much more than the Muslim League itself which had planned Pakistan and till the other day they have always supported Pakistan as against India. Britain is no longer a great power and therefore the burden of the baby has been safely shifted to the care of the Americans. No other country has been so thoroughly exposed by the developments in Bangladesh than the United States of America. They talk of democracy, of human rights, of human values and so on and so forth, but still most shamelessly they are giving arms aid to Pakistan to continue to commit genocide on the people of Bangladesh The fact has been established beyond any shadow of doubt now that Pakistan is nothing but an American base in the sub-continent and the Pakistani rulers are acting as the agents of Pentagon and CIA in order to serve the interests of imperialist powers and never the interests of their people.

Sir, I am not at all surprised to see China also standing by the side of the military junta of Pakistan as against the people of Bangladesh. Their move for a rapprochement with America makes their international character much more clear. That a communist country professing to stand by the side of the peoples struggling for freedom and social justice can go to the extent of supporting a regime engaged in acts of exploitation, mass murder, mass raping and even to the extent of moving closer to the greatest imperialist power on earth is acandal of Himalayan magnitude. The real character and intentions of China have been thoroughly exposed today. The Sino-American rapprochement move be an entirely development, but I do not think it is entirely unconnected with the issue of Bangladesh. particulary when Pakistan has successfully played the role of a broker in this nefarious game of great power politics, politics of spheres of induence. It is in this context, Sir that we have to examine the question of Bangladesh and determine our course of action. The first thing that I would suggest is that our forign policy needs an immediate reorientation'd, and before we find ourselves entrapped by the policy of encirclement pursue by China, USA and Pakistan combined against our country, we should take steps to that any attempt at encirclement is broken through by countermeaure in the international field. I would strongly suggest that it is time we realised the hard reality of the developing situation and built up much closer and much more intimate relations with Soviet Russia on one hand and Japan on the other in order to safeguard our national interests and national security. The foreign policy of a country does not depend on the ideals or ideological considerations or on the character of the social systems of different countries It is based on and must be based on consideration of national self-interest ana national security It is for this reason that I strongly advocate closer relations with Russia and Japan. Such a policy will help not only this country but also the people and the cause of Bangla Desh ultimately.

The struggle of Bangladesh is basically a struggle for democracy and human rights. We are not concerned with whether Pakistan remains united as one country or breaks up into two or more units. That is a question for the people of Pakistan to decide and find out. But we are certainly concerned with the values of democracy, with the values of secularism, with the values of human rights and with the values of socialism. It is from that angle, it is from that consideration that we have declared our support and

sympathy to the people of Bangladesh in their struggle against the Pakistani junta. The question has been raised: What have you done to translate your resolution into action ? I do not think this can be discussed in detail here in the public interest. But I am sure that most of the hon. Members are aware of what is actually happening. I believe the Government are doing their best to translate the Resolution into action in the way they have considered fit and proper. Now, Sir, one thing should be....

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa): Then, shall we stop the discussion?

SHRI BIPINPAL DAS: I am coming to that. I know you always talk for the American imperialists. One thing must be fully understood. The people must right out their own war of liberation. Any liberation that is achieved by armed intervention from outside may lead to very dangerous consequences and, therefore, it is for the people of Bangladesh and the Mukti Fouj to fight out their own battle of liberation. In this connection while speaking in the last Session of this House I made one suggestion. Why not pick up at least a lakh of youngmen from out of the refugees, arm them and help them, so that they can fight out their own battle of liberation against the Pakistan junta? I repeat that suggestion and I have reasons to believe that the suggestion i.e. I made in the last Session has not fallen on deaf ears. I cannot discuss the matter in detail here. As I have said, it will not be in the public interest. But what is actually happening in Bangladesh today convinces me that things are going on of the righ line in the sense that the Mukti Fouj have been able to step up their operations and have been able to create serious difficulties for the Pakistan Army. It is for this reason that there is now a move for posting UN observers along the India-Pakistan border. It is a move to stifle the activities of the Mukti Fouj or to blunt the operations of the Mukti Fouj. It is a move to transform the whole issue -the issue of the Bangladesh people fighting againts the rulers of West Pakistan -into an Indo-Pakistan issue. This move is there only because the Mukti Fouj has been able to step up its operations and create serious difficulties for the Pakistani rulers. We should beware of this. We should be on our guard regarding whatever action we want to pursue. We must not do anything which may cause any harm to the struggle of the Mukti Fouj or give the impression that ultimately this is not a question of people of Bangladesh fighting the rulers of Pakistan; but it is an Indo-Pakistan conflict. We must not give that impression. If Pakistan attacks us tomorrow, certainly we shall fight back and defend our country. But I am not in favour of doing anything on our own initiative which might lead to a direct armed confrontation between India and Pakistan.

Therefore our entrie policy and approach should be to help those people to help them to fight and fight their own battle to success. I have no doubt in my mind that ultimately the people of Bangladesh will succeed have no doubt in my mind that ultimately the Mukti Fouj will be able I liberate their country from the hands of the Pakistani Army, and to that end I think we should carry out our policy, pursue our policy in the matter of giving support.

Now, Sir, the question raised by this Resolution which is before this House is about recognition. I do not think there is anybody in this country who is on principle opposed to recognition. If I remember correctly, even the External Affairs Minister said that the Government is not opposed to recognition of Bangladesh. The question is when. We say, people say, many

members have said, Mr. Chagla has said, it is already too late. Now, the question of recognition of Bangladesh is a matter which cannot be decided by anybody. It will have to be decided by the Government itsel in accordance with their own judgement. They are the best juegc of the situation, of the circumstances in which they have to act in this matter. Therefore, I do not think that it will be advisable on our part or appropriate on our part, to try to force the Government regarding the time factor. We may be dissatisfied, we may think that it is too late and that things are developing in a direction which will ultimately harm our own interests. We may suggest, we may advise, we may put pressure, we may say anything. But the ultimate responsibility in this matter lies with the Government. And therefore it is for the Government to decide, it is for them to judge the circumstances, examine the circumstances, and then decide at what point of time they want to recognise the Government of Bangladesh. It is for them to choose the appropriate time for this. Therefore. I repeat that while the policy of helping the Mukti Fouj to continue their war of liberation must be continued, on the question of recognition o Bangladesh, the entire responsihilit lies with the Government and therefore we should leave the matt r to the diseretion of the Government so far as the choice of the time is concerned.

MR DEPUTY CHAIRMAN: We are discussing a Private Member, Resolution, a very important Resolution, and naturally many members would like to participate in this discussion. Under the rule, every Member is allowed to speak for fi teen minutes. In view o the large num er of Members desiring to participate in the discussion, it will not be possible for me to give any extra time to any individual Memoer. Therefore, I would like to appeal to all the Members to restrict their speeches to 15 minutes

Mr. Biju Patnaik.

SHRI BIJU PATNAIK (Orissa): We have had many clashes in this House between the very able and adroit Minister of External Affairs and other Members of this House He is an able Minister, who can also be said as being a master of confusion. It it a credit, not a diseredit, to him as Foreign Minister. I would merely restrict myself to certain facts cold facts brutal facts, which may raise a controversy, but nevertheless facts to be axamined closely. All the statements made in this House from time to time on Bangladesh are well known. The views of this House both from the Treasury Benches and the Opposition in record to this question are identical and well known. The views of the Government apnear to change from time to time for reasons only known to themselves and that is what has brought him further trouble. and further doubt and suspicion in the minds of the Members of this House.

We briefly talk of the word "genocide' the word, "oppression" about the unprecedented massacres, human atrocities, etc. As it was pointed out earlier by some Members, during the partition nearly 6 million Hindus were sent into this country. But during this holocaust the Government record says that as on the 1st of June this year, 7 million people, evacuees from East Bengal have come, of which 6.5 million people happen to be Hindus. When it is stated here in this House by the Government that the Bangladesh question has exposed the hollowness of the two-nation theory, I humbly disagree.

In East Bengal there were about 10 million Hindus before partition. Let us take it that to this figure would have been added another 2 million by now. That

means in all 12 million Hindus. Now six million of them came out during the partition. And 6½ million have come out now. The result is that Mr. Yahya Khan and the rulers of Pakistan have decided to perpetrate the two-nation theory. We are a secular State who believe and have faith in secularism and make all-out effort to ensure that another secular leader like Mr. Mujibur Rahman or his party like the Awami League is installed in Bangladesh. If the movement of Bangladesh fails, it is not Pakistan which is going to be finished. It is India which is going to be finished I repeat this with all sincerity, with all conviction that Pakistan will remain as a hundred percent Islamic State. The involvement of the Indian Armed Forces will be on both wings. Then the records will show that of the 65 lakh Hindus that have moved over from East Bengal during this holocaust, wo en of the age-group of 15-25 are negligible. It is a known fact that during this time lakhs of young women are deported from there They are either being placed at the disposal of the Pakistani Armed Forces or sold abroad in the Middle East. These are known facts of life.

We, Sir, have the habit of closing our eyes like *Kabootars* and think that all is well with the world. We only specialise in bluffing ourselves. The world studies India's history The world has made a deep study of the Indian history. We call ourselves a great nation We may be a most populous nation.

SHRI A D. MANI (Madhya Pradesh): We never said that

SHRI BIJU PATNAIK We are happy to call ourselves a great nation Why do you not admit that? It is a nation, one of the most populous nations one of the most impoverished nations Its total striking Power is only 4 million tonnes of steel with 9 million tonnes of capacity.

Japan with one-fifth of our population produces 92 million tonnes of steel, without having any iron or coal This is the measure of our greatness, this is the measure of our great Government, this is the measure of our sovereign Parliament, in terms of international politics. We must admit what we are But we must try and grow out of what we are To-day I am sure Mr. Foreign Minister, you will admit that we are not even a nation to contend with in Asia, leave alone the world With the direct link of America and China that is in the offing, with the economic union that is being planned of the South-East Asian countries, India will be relegated to the position of even Nepal in another two years. Comparatively, let us see the status of a little country called Israel That country also is being ruled by a woman, but what a woman. That country has produced a Defence Minister like Dayan who wiped off the so-called Arab forces whom we have been pampering all along and who have dropped us like a hot potato in this great issue which is confronting us. That country wiped off the entire air force of Egypt at the crack of dawn and Egypt could never raise its head afterwards During 1965 in our confrontation with Pakistan, the External Affairs Minister would admit, two of our air force bases were wiped off at the crack of dawn Kalaikunda in the eastern sector and Pathankot in the weastern sector. They came and wiped off our fighter aircraft and we had no protection. We find the Defence Minister and External Affairs Minister, making statements in season and out of season that we are prepared. How are we prepared, If you are prepared why are you so afraid ? A Resolution comes in the House that we should recognise Bangldesh only to be able to give them material support, to help them to fight their own battles legimately, legally. Mr. Mukerjee said that it should be done before this session ends. Mr. Chagla improved on it and said that it should have been done yesterday and if it has

not been done it should be done to-day. I wish to go on record in this House Mr. Deputy Chairman, that this Government would never recognise Bangladesh.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE (Bihar) : Question.

SHRI BIJU PATNAIK : I will tell you the reasons.

SHRI MAHAVIR TYAGI (Uttar Pradesh) : We are already committed to recognise it.

SHRI BIJU PATNAIK : We will never recognise Bangladesh. The Bangladesh movement of this gallant Mukti Fauj will be scotched and Yahya Khan's military regime will continue not only to-day but for the next 20 years. I wish to record it for historical purposes.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE : You are wrong.

SHRI BIJU PATNAIK : I will tell you why. I will tell you my assessment. This Government has developed cold feet. This Parliament of ours sanctions Rs. 1,200 crores of expenditure for building up our armed forces, as against Rs. 350 crores of Pakistan. What are we prepared for? What we are frightened about? Our people get shot up on the ground day in and day out ; as was read out on the floor of the House, by mortar fire. Yesterday, I was surprised to hear the Minister of State for Home Affairs saying that the BSF as incharge of our border.

The BSF, the Border Security Force, does not have mortars. It does not have ground artillery. How is it responsible for long-range firing on our side? Who is fooling whom I do not know. Rs. 350 crores as against Rs. 1,200 crores in the direct Budget. Apart from this Rs. 1,200 crores, we spend Rs.300 to Rs.400 crores in terms of BSF, SSB, Assam Rifles, feeding all the border posts by the Air-Force, building border roads with Rs. 500 crores in support of our defence effort. We have divisions as against Pakistan's 9. On 31 March if you had recognised and if you had supplied Bangladesh with arms and ammunition, when Pakistan had only less than 2 divisions and its forces were in total disarray, the thing would have been completed in two days.

SHRI RAJNARAIN (Uttar Pradesh) : Right.

SHRI BIJU PATNAIK : And we allowed the Pakistani military force to go in for four divisions, we allowed them to raise two more divisions during the last six months, we allowed them to get extra divisions from the territorial force, and we have yet not considered it fit in this country to alert our armed forces, resulting in two intrusions and photographing and everything and aircraft encroaching and firing allround killing our people even in our side of the country. Therefore, I said 'never' our Government is frightened. Let what I say be recorded, it is frightened to engage Pakistan, it fears the 9-foot Chinese. I would like with all responsibility to state that the armed forces of India are frightened of the Chinese. I would like to say this. One day I shall ask a question in this House and the Minister of Defence shall reply : What is the calibre of our armed forces? What is the record in actual warfare of our command men, the Generals, the Commander-in-Chief and others? The House will be surprised to know the result of that query.

SHRI BIPINPAL DAS : Sir, it is not fair for a responsible Member to cast aspersions on the army.

SHRI BIJU PATNAIK : I fought for the liberation of this country. I ran an underground movement. I went to British prison for four years. And I have the right to say this.

SHRI BIPINPAL DAS : We also know what Mr. Biju Patnaik did during the Chinese attack.

SHRI BIJU PATNAIK : Ask Nehru for my record ..

SHRI KRISHAN KANT (Haryana) : On a point of order. Sir, we in this House are discussing a very serious matter.

SHRI RAJNARAIN : Yes.

SHRI KRISHAN KANT : We are discussing it so that we can meet the situation that might arise, whatever situation which might arise. But no Member has got the right to create a situation, to create an atmosphere, in the country of demoralisation ...

SHRI RAJNARAIN : On a point of order

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please sit down.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI (Rajasthan) : Sir, you must first hear all the things.

SHRI RAJNARAIN : We want to know everything

SHRI BIJU PATNAIK : Mr. Krishan Kant, what you are saying is not correct.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please sit down.

শ্রী রাজনারায়ণ : মহোদয়, একটি বৈধতার প্রশ্ন। আমি বলতে চাই, যাদের কারণে ভারতের অংশবাদী নস্যাৎ হয়েছে, নেফা হারিয়েছে, কাশ্মীর হারিয়েছে তাদের বলার কি অধিকার আছে। ইনি রাবিশ বলেছেন।

SHRI KRISHAN KANT : No Member has got the right to create an atmosphere of demoralisation. The honourable Member

(*Interruptions*)

শ্রী রাজনারায়ণ : যারা দেশের স্বাধীনতা বিক্রী করেছে আজ তারা এখানে চীৎকার করছে নাদান কোথাকার।

SHRI KRISHAN KANT : Mr. Deputy Chairman, you are not only the guardian of this House, you are not only the guardian of the voice of this House, but you are the guardian of our national interests as well.

SHRI RAJNARAIN : What do you know of national interests? You have sold the nation.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI M. S. GURUPADASWAMY) : May I make a submission?

SHRI KRISHAN KANT : Let m: complete first.

SHRI RAJNARAIN : No, no. W: are on a point of order . . .

SHRI BIJU PATNAIK : Mr. Krishan Kant, the nation is bigger than the House.

SHRI KRISHAN KANT : Sir, no speech which denounces our armed forces or the ability of our people should be allowed.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : What is this?

SHRI RAJNARAIN : This Government has corrupted the armed forces

SOME HON. MEMBERS : No. no.

SOME HONOURABLE MEMBERS : Yes, yes.

(*Interruptions*)

SHRI R. T. PARTHASARATHY (Tamil Nadu) : On a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please sit down. I have called Shri Gurupadaswamy.

SHRI A. G. KULKARNI : Sir, I want.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please sit down.

SHRI A. G. KULKARNI : I have got to be called ...

(*Interruptions*)

I have a point of order ..

(*Interruptions*)

Such nonsence cannot go unchallenged.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : Your nonsence also cannot go on ..

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Will you please sit down?

SHRI A. G. KULKARNI : This is against the armed forces of the country.

SHRI L. N. MISHRA (Bihar) : Please be a little generous.

SHRI GURUPADASWAMY : As I understand, the hon. Shri Biju Patnaik did not mean to denigrate or run down our Army.

AN HONOURABLE MEMBER : What else has he done?

SHRI BIJU PATNAIK : He said about the Commanders of our Armed Forces ..

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Order, order. Please sit down.

SHRI A. G. KULKARNI : I can understand what you are talking.

SHRI RAJNARAIN : We have seen the history of Kaul.

SHRI L. N. MISHRA : He is no longer there. He has gone away.

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh): He is a senior politician. I would appeal to him not to say anything against Generals or our military.

SHRI GURUPADASWAMY Shri Akbar Ali Khan is one of our Vice-Chairmen. He at least should know that he should not speak when I am standing.

Nobody in this House has any intention to denigrate or run down our Army. At the same time, as Member of this responsible House, we should also know the truth and certain things have to be expressed candidly. I take it only in that spirt. Shri Biju Patnaik has expressed certain things about the Commands in the Army .

AN HONOURABLE MEMBER : About the Army.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY : If he has mentioned about the Army. I am one with you.

SHRI A G KULKARNI : It is the Commander who has to inspire the Army under him. How can you denigrate the Commander ?

SHRI KRISHAN KANT: Do not put it in the proceedings.

(*Interruption*)

SHRI M. S GURUPADASWAMY; I would like to know from you whether it is not the patriotic duty of any citizen of India, let alone Members of parliament, to draw the attention of the House and the public at large to the hard realities If the hon Member has certain knowledge of the functioning of the Army, he has got a right to say that He is fulfilling his duty. He is rendering a service Why should you not take it in that spirit?

SHRI AKBAR ALI KHAN That can be done by private discussion with the defence Minister instead of saying somthing here which will go round the whole world .

(*Interruption*)

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI Mere mention of one fact does not mean that he is denigrating the Armed forces.

SHRI R. T. PARTHASARATHY This kind of talk will ultimately harm the security of our country

(*Interruptions*)

SARDER SWARAN SINGH : If I may make a suggestion, Shri Biju Patnaik has made a point The best thing is not to prolong it Let him move on to the next point

SHRI BIJU PATNAIK : I must say that the hon Members should go through the proceedings and see whether I have denigrated the Armed Forces of nation What I said was that it is necessary for the House to know the record of the Army Commanders who are today in Command.

AN. HON. MEMBER: They are among the best in the world.

SHRI BIJU PATNAIK : That is your opinion

I again say that the charge of Command of the Commanders has yet to be proved. They are not like that in Vietnam or like that of Dayan of Israel who have proved in action. What I say is that the Government must put our armed forces to test. What are they fighting for ? Why are they fighting ? Sir, I say, to go on record ..(*Interruptions*).. that all our actions, in fact, all our inactions, are guided by this sub-conscious lurking fear of the Chinese involvement. I say this to go on record. I say this, Sir, that we have, in the last five years ..(*Interruptions*) .. Please listen to me now We have, in last five years, developed 9 mountain divisions for protection of all the Himalyan in passes. Is it or it not a fact ? If that is so, with merely 13 to 14 divisions coveringt he area near Tibet. are we to be frightened of these Chinese ? If you are frightened sub-consciously about their guided missiles, that atomic war-head. I say, everyone missile that is released on India will lead to a coallagration. to an atomic war in the world and Chinese are not fools and they will not do it. Therefore, nine divisions are there, and fourteen divisions it has and against a total of nine divisions of which 50% is nearly in East Pakistan, our policy should not be dictated by a position of fear or non-involvement unless there is no leadership in the Government or their is no leadership in the armed forces to take on a job for upholding the prestige and dignity of the nation which has now suffered bitterly [illegible] is my point.

I would, therefore, want to know why it is that we do not recognise Bangladesh. It only means recognition of this country and legitimate supply of arms and ammunition. If you say that you are giving all that, I, say that is not the way of doing it. Why should India, which had at one time had moral influence in the whole world and which has now declined, go in for clandestine methods? This was not taught by Gandhiji or Nehru. Why should you go in for clandestine methods, giving antiquated guns, teaching them guerilla business, and all that?... (*Interruptions*) Mr. Swaran Singh; this is known to everyone in the world. This is entirely childish, if I may say so (*Interrupitons*). It is entirely childish.

Mr. DEPUTY CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI BIJU PATNAIK : Let me conclude, Sir.

The world forces know, the world agencies know and all I have to say is.. (*Interruptions*).. that the House should know, because everybody in the world knows and the only secret is that it is kept from this House unfortunately. The only secret is that we have no courage. Then, Sir, I should say that guerilla action has never occupied territories, and guerilla action has never defeated the enemy. In that case, the North Vietnames, who are uow fighting the most terriblie guerilla warfare in south Vietnam would have occupied it. It is the most acute, the most intensive, guerilla warfare that the world has ever known and they have not been able to occupy.

SOME HON. MEMBERS : It is the other way about.

SHRI BHUPESH GUPTA : Sir, I want to correct him.

SHRI BIJU PATNAIK : Yes. I stand corrected.

MR, DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI BIJU PATNAIK : I would take only two minutes.

Therefore, Sir, I say that this Government, by the sub-conscious fear of the Chinese, by lake of leadership, by not executing successfully the struggle, has no only let this country down, but has also demolished the movement in Bangladesh.

And I know that this would continuously be the policy. Today the refugees are seven million. Tomorrow there will be famine—I want to go on record for history—and another five or six million will move in.

(Interruptions)

SHRI A. G. KULKARNI : Tax dodger.

(Interruptions)

SHRI BIJU PATNAIK ; Now, that is expected from your Ministers ; as your Finance Minister.

SHRI A. G. KULKARNI : That was amply brought out in the House.

SHRI BIJU PATNAIK : Many lines have been propagated in this House. Why do you not raise a question of tax while I am here to defend myself ?

Therefore, I say this Government inspite of the resolution passed in this House, in spite of the demand of the situation, in spite of the fact that everyday's delay is reducing its prestige to dust, has done nothing And the Foreign Minister found out during his world trip that wherever he went he got sympathy: little crumbs; whereas Pakistan has got armaments and support. I say this and I wish to go on record : I shall feel proud to lie prostrate in this House if my prophecy is wrong—that this Government shall not recognise Bangladesh tomorrow during this session or even during the next session of this House. I make bold to say so because I know that their mind f nctions in a tortuous way, that there is no leadership to execute a war if a war come. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I think this is a sort of provocation from you to recognise Bangladesh.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : Are they at all provoked ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The House stards adjourned till 2 P. M.

The House then adjourned for lunch at seventeen minutes past one of the clock.

2 P. M.

The House reassembler after lunch at two of the clock, the VICE-CHAIR MAN (SHAI AKBAR ALI KHAN) in the Chair.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

THE FINANCE (No. 2) BILL 1971

SECRETARY : I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary of the Lok Sabha;

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. I am directed to enclose herewith the Finance (No. 2) Bill, 1971, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 31st July, 1971.

2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay the Bill on the Table.

SHRI BRAHMANANDA PANDA (Orissa). Mr. Vice-Chairman, I would rather say that it is unfortunate that we have got this Resolution to discuss before the House. Not only in this House or in the other House but almost all the people living in India are agreed that Bangladesh should be recognised by the Government of India. Now the question is whether it should be immediately done, here and now, as Mr. Chagla has said or, as the Mover of the Resolution says, whether it should be done before the end of this session or whether it should be done at an appropriate time, as the Government says.

So there is no quarrel so far as asking for the recognition of Bangladesh eithere from this side or that side. Mr. Chagla and others—not noly they but even a school child of the 5th or 6th standard—know the story of Bangladesh—its inception as East Bengal and the gradual development into Bangladesh is a story of misery, horror, of brutality and of fire. So I am not going to cover those things which are already covered and described in detail by my previous speakers

Sir, the question is the recognition has to be accorded by Government. Now, Sir, there is a saying that you cannot conduct a war democratically nor can diplomacy be popular. These are very delicate things. If you want to conduct a war and if you want to deploy your armed forces you cannot take decisions about it in Parliament and say here that this commander should be moved there, that battalion should be moved to another place and so on.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : Is this a Military decision?

SHRI BRAHMANANDA PANDA : I am giving an illustration. In the same way diplomacy cannot be a popular thing. You cannot speak out everything. You cannot keep all your books open because that is a game to be played with Governments with your own enlightened national interests in view. There are certain people in this country who are saying that immediate recognition should be given to Bangladesh. Sir, I am for recognition because I suffer most when I see that the freedom fighters are suffering. Mr. Chagla has said that tears come to his eyes, I would in his position wipe out my tears and with a cool and collected mind view the whole situation and come to a decision. So far as the Government is concerned. Government has always to deal in realities. There can be no question of hypothesis in a Government taking a particular action. In that view I would definitely leave it to the judgment of the Government to do it at the appropriate time.

SHRI RAJNARAIN : Same thing?

SHRI BRAHMANANDA PANDA : I will justify my case. Not that now that I am speaking from the Treasury Benches I am supporting the Government. Even if I were a supporter of Rajnarain I would have submitted the

same thing because this is not a question of parties ; this is a national question. Now, Sir, they say that Government should give immediate recognition and also help them with arms supplies and other things that are necessary for the freedom fighters and then things will be all right. But I do not agree with that point of view. Sir, recognition means, whether you declare war or not, Pakistan is bound to declare war and you have to take the entire burden—Mujibnagar from where the Government is functioning today—on yourself ; in that case do you think you will be serving the cause of the freedom fighters there? We will definitely not-be doing a service to them. And what will happen if you get into a war? After the second world war we know wherever wars have started they have not ended. Even in our confrontation with Pakistan in 1965 what happened? It was a political solution that was reached and that is your Tashkent Agreement. Nowadays wherever wars start in the battle fields it never ends. And any student of international politics know that now there is a trend of change in the political power pattern in the world. It is not that America is running to Chou out of love ; it is because the American Dollar is terrified by the Japanese Yen and the west German Mark. It is to safeguard their own economy and their markets outside. They cannot now compete in the Asian market because Japan is the biggest competitor there and in the European market west Germany is their biggest competitor. The warmongers and the people in the Pentagon think that if there is a world conflagration their production will rise by 300 per cent and out of that if 150 per cent is dumped either in the pacific or in the Atlantic 150 per cent will remain for home consumption. All these merchants of death and destruction will squeeze their blood and also give a little employment to their poor people because America is also suffering from unemployment. The last American Budget was a deficit Budget. So there is no more the question of the Dollar ruling the entire. The Pattern is being changed. I not know whether it will change but the trend has started. In that view and also with our enlightened national interests in view we should consider every situation in the light of the realities of the situation and then come to a decision to take action. In that case I would advise the Government not to rush into things.

Now, what is American next game? It is not simply to discover the world, as Mr. Biju Patnaik said, that our Minister of External Affairs went all over the world. He has already discovered the world. It may be that Mr. Biju Patnaik is trying to discover something more. Now, what happens? America is terribly losing in the Vietnam war. They have taken a view of the Chinese market. Secondly, they want to come out of thair involvement in Vietnam with grace. They would have done it peacefully, but the mongers of war in the Pentagon will not allow the Nixon administration to keep quiet. They want war somewhere or other. They want to transfer Vietnam into Bangladesh and if we get ourselves entangled in ihat we will be a party to that war. That war also is not going to end so soon. Therefore, I think that stand taken by the Government is the most correct stand and in stearing the ship of state over tidal waters we need not worry about private opinion. Private opinion will not help in running a Government. We have to take things as they are, accept things as they are and act keeping our national interests in view. We must not follow our friend, Mr. Biju Patnaik. Unfortunately, he made a little drama and walked out of the House. He is not here now. He said that during 1962 he gave advice to Mr. Nehru. I would rather say that Mr. Patnaik misguided Mr. Nehru by saying that the Chinese forces on the other side of the border were not adequate and he could take an adventure and the same Mr. Patnaik talks of war and war. Who wants war? The poorman does not want

war. The socialist, Mr. Rajnarain, does not want war. War is wanted by capitalists, by industrialists, by gangsters, by people who want to make money. I know that Mr. Biju Patnaik's industries are in a very bad condition and if there is a war he will ask the Government to give permits and licences so that he could mint money. That is the interest which will serve Mr. Bhandari or Mr. Biju Patnaik....

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : Is this the way in which you interpret Mr. Biju Patnaik's speech?

SHRI BRAHMANANDA PANDA : War, whetherit is for Bangladesh or anything else is always bad. I am sorry Mr. Patnaik attacked all our Generals. Through you, Sir, from this House I pay glorious tributes to the Indian Armed Forces. I appeal to our Armed Forces to be ready for any eventuality that at any time may come, so that people who talk in America's language, people who talk in Mr. Rajnarain's language will know their place and will know their size. I am proud of our Armed Forces. They have fought well in 1965. They had fought well in the second world war. I am not going to accept that our Generals are not prepared. I know when Mr. Patnaik say that he was a freedom fighter and for four years he was in jail, after the attainment of freedom how he cashed in by getting his industries and how many crores he made out of them. Also, in 1965 it was alleged that an airline owned by him, when goods were to be airlifted and dropped to the Jawans, was found to drop goods elsewhere. SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI (Uttar Pradesh) : He was in the Congress.

SHRI BRAHMANANDA PANDA : If he acts against the national interest, I will not spare him.

শ্রী রাজনারায়ণ : কোন্ কোন্ মন্ত্রী কত কামিয়েছেন, কত খেয়েছেন, কত লাইসেন্স নিয়েছেন এখানে কি তার বিবরণ দেয়া হবে। বাংলাদেশ সম্পর্কে বলুন।

SHRI BRAHMANANDA PANDA : Through you I want to assure Mr Rajnarain that all my life is an open book. For twenty years I have been in politics. If anybody says or if anybody can prove that I have made even a pie wrongly, not only I will retire from this House but I will retire from politics altogether. My life is an open book. Therefore if anybody, even Mr. Om Mehta, does anything wrong tomorrow and if it comes to my notice, I will ask Mr. Om Mehta and then I will also join issue. We have come to a stage in our life, in our country. We are not going to have the old techniques, we want a clean and good and also an efficient Government so that we can proceed with our ambitions. Mr. Biju Patnaik made another allegation that we are training a guerilla....

শ্রী সুন্দর সিংহ ভাণ্ডারী : এখানে কি বীজু পেটনায়েক-এর যোগ্যতার ওপর বিতর্ক চলছে।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : You will have your chance later on.

শ্রী সুন্দর সিংহ ভাণ্ডারী . আপনি যদি বীজু পেটনায়েক-এর ওপর বিতর্ক অনুমোদন করেন তাহলে আমিও তাঁর বিপক্ষে অনেক কথা বলতে পারি।

SHRI BRAHMANANDA PANDA : Mr. Bhandari, you will please bear with me. I am countering his points because they concern the whole debate

here. I am not talking anything irrelevant. He has made another allegation that we are having training camps inside our border and training guerillas and sending them. Sir, it is completely a lie, it is unfounded. There is no camp on our side of the border nor have we directly or indirectly got anything to do with their warfare. It is their fight, they are fighting. If anybody is there who says that there are training camps inside our border and we are sending people there. I may humbly say that he is talking Yahya Khan's words and not reflecting Indian views. I would say that they will have to fight their own battle and they are doing it. It is only we people who are feeling that they are weak.

Sir, some hon. member, pointed out that there is a fear that if you recognise, what will China do? If we recognise what will America do? If we recognise what will our country do? I would like to say that we are a nation. We are not a small island left out in the entire world. When you come to a decision, it is generally on a balance of fats; you have to know the realities; you must know where to take a decision and how to take a decision. You have to take into account who your enemies are, who your friends are, what will be the political aspects and what will happen, and the international complications can never be forgotten. That is why I say to my good friend Mr. Mukherjee, not to be impatient I know his feelings on Bangladesh. They are deeper, he is more sincere and he feels hurt more than I because he happens to belong to the same culture and language....

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): It is not a question of him

SHRI BRAHMANANDA PANDA: Personally and individually, I would rather give that complement to him. But these are not things to be decided or to be talked about or discussed openly on the floor of Parliament. And when such a Resolution comes up, it is natural that there will be a controversy Some will say in favour of it, some also will speak against it and that will not help the morale of the fighting people there who are now everyday fighting and dying in trenches and in the fields and who are also carrying on all sorts guerilla warfare. It will not help their morale. So, let us discuss this and try to know whatever to be got from the Government, but let us leave it to their judgement because I dare say—I do not say that they in the Cabinet are better and wiser than Mr. Rajnarain—always a Government is in touch with the realities, more than others. We may know certain facts from newspapers, from some other places, we may come to our conclusion with that analysis but they are the people who are concerned with realities. If at all it is to be decided whether it is war or it is recognition or non-recognitions it is the Government and their agencies who collect material and who are posted with uptodate facts that alone can do it.

SHRI CHITTA BASU: Then Parliament has to be overruled.

SHRI BRAHMANADA PANDA: I do not say that Parliament will be overruled. I am as good a Parliament Member as you are.

SHRI KALAYAN ROY: You are even better.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: There are many things. I do no want to report.

শ্রী জগদম্বী প্রসাদ যাদব (বিহার): যখন হতে আপনি সারেণ্ডার করেছেন তখন হতে আপনার ভাষা বদলে গেছে।

শ্রী ব্রহ্মানন্দ পাণ্ডা: ভাষা তো ঠিকই আছে, আপনার দেখা ও শুনার ভুল।

If anybody says that we are having training camps on this side of the border and training guerillas for the Mukti Fouj, I refute that charge.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): Thank you.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: Some friend drew the attention of the House to the history of the past. But for me the future is history and not the past. It is the future history that counts. My friends quote so many things from the history. But I look to the future as history. With our statesmanship and with our wisdom we can bring back glory to this ancient nation. India is a great country. I never say that we are not a great country. I am proud of it. We are a great country, and we should always look forward to create history and not lookback. We are creating our own history. Let us look at the histoy with a different angle.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): Thank you.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: Let us read the history in terms of [illegible] and not in terms of capitalists, Maharajahs and *Saudagars.*

Therefore, Sir, as the Government are aware of the sentiments of the country, of both houses of Parliament they should always be in touch with the realities as they are.

Again, before concluding, I would appeal to our Armed Forces, after [illegible] to be ever prepared for any eventuality which may be [illegible] any time because they are the people who will defend the nation at the borders, they are the People who will defend our homeland and the borders. They are the real people thank you.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI M.S. GURUPADASWAMY): Mr. Chairman, Sir, I have listened carefully to the debate and many points have been made by my friends. In the past also we have had many useful discussions on this issue. I am wondering, Sir, whether there is any change since we debated last, any change in the attitude of the Government. In spite of the fact that there has been considerable shift and change in the material situation in Bangladesh, the Government of India seems to be sitting quiet and on their face I see nothing but inaction. In their outlook I see nothing but chronic complacency (*Interruption*). That is what I am seeing. If you see something else you can tell later.

Sir, there are moments in the history of a nation, very rare moments which cannot come back. In my view, Sir, such a moment arose in the month of March, on the 25th of March, when the freedom fighter, the leaders of the popular forces, declared their independence. And the Government of India was expected to play a useful role. I for one thought that the Government would play a role of helping the construction of a statue liberty in Bangladesh. I for one thought that they would be the architects of the freedom arch in that area. But sadly I find to-day that they seem to be in a desperate mood of writing the epitaph on the funeral structure of Bangladesh. Sir, as I said, rare opportunities come very rarely to a country. And that opportunity has been missed by the Government of India. If the

Government of India had correctly assessed the situation, had the wisdom and the courage and the forethought, it would have been possible for the Government of India to respond to the call of the freedom forces of Bangladesh and the Government of India would have really helped the freedom forces if early recognition had been accorded. Sir, we are as a nation losing that opportunity very fast, a golden opportunity, a rare opportunity now slipping away from our hands, an opportunity which if it had been seized would have brought about a miracle of change, a metamorphosis wich would have cre..ted a new Government in Bangladesh, a new political re. lity, which would have enabled these forces to establish a sovereign democratic Government. It is known that without sympathetic external assistance by fratern l Groups and nations, no freedom struggle will be a success in this world. It is so because the other like-minded n. tions also come i autom. tic. lly. They have got to play a role; they influence events I ask this Government most humbly whether th.y have played their role properly, whether they have c inducted themselves well, whether it is not a fact that this r. re occasi n has been allowed to slip away from our hands. The Government is still harping upon recognition being given late. Mr. Swaran Singh is not opposed to recognition. Neither is he for recognition. This is a very curious p sition to take. This House is faced with a situation where the Government is neither positive nor negative. I can very well understand if the Gove nment s ys that we re not concerned with B ngladesh and we not recognising B ngl desh. That is not position of the Government Not does the Government say that they would accord recognition. Therefore, I say, the Government is p ying the typic l, classical role of Hamlet. You know, Sir, wh t Hamlet in the play did "To do or n.t to do". The Government of India is in a simil r situation today to do or not to do. They h.ve got strenght They have got power, I am sure.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL (West Bengal) The Government knows very well wh. t to do and what not to do.

SHRI M.S. GURUPADASWAMY They have got the wherewithal to face the situation, But the tragedy of the G vernment is there is no awareness on t eir p rt, there is no pprec tion of the re lity T ey do not kn w that the opportunity is slipping from t eir hands Do they honestly belive that in a distant future there will be opportuntiy when they will recognise Ban ladesh. Are they honest ab ut it Is not a f ct t at it is their hesitation, their procrastin t on, their v cill tion, looking outside lways, not looking to themselves, which h s caused a great damage to ourselves and which h s c used a great dam ge to the freedom fighters. T e Government st rted by saying that B ngl desh is not the issue of B ngladesh alone, but that it is also an international issue there they went wrong. It was primarily their issue and our issue And having taken that false position, they had to justify themselves, they had to have globe-trotting, they had to send their emissaries. Ministers and others, to other countries. Instead of taking a decision here, they resorted to glob-trotting and travels abroad. They made it an internatonal issue And with what results? Today because of our own action in trying to make it appear an international issue, we gave opportunity and scope to other powers, in particular, the United States. to twist and change the very character and nature of the struggle. When we said it is an international issue, the other Governments naturally felt happy that they could intervene, that they could suggest many things. Today there is a suggestion that observers on behalf of the United Nations have got to be there both on the side of Pakistan and India. And

we are opposing it. Do they realise that this is also one of the consequences that overflowed from the policy adopted previously? Do they imagine that the international powers, the big powers in particular, will bale us out? The Soviet Union is not interested to change the balance of power in the sub-continent. The United States is not interested to change the balance of power in the sub-continent, nor is China, nor is the Arab world, nor are other European countries, nor is Japan. This is the reality. They do not went to change the balance of power and they do not, therefore, want to see that Pakistan is in trouble. They would like to maintain the *status quo*. Was it not known before? Many of us said on the floor of the House long back that we should not run about like helpless people seeking help and assistance from other countries, My contention is if we had acted long back, three months back, within a fortnight when the Bangla Desh struggle began, if we had accorded recognition and if we had accepted the political and military implications of that recognition, the refugees would not have come to India. It is my contention we got the refugees because of our own policy. We expressed. sympathy here, we expressed sympathy in Lok Sabha, and promised them support. But the result is that the Bangla forces did not get any help and the Pakistan Army became more ruthless because we were not taking any interest excepting expression of sympathy. The consequence was that there was a huge exodus of refugees. Please believe me when I say, if we had accorded recognition to Bangla Desh and taken adequate steps to help them, the problem of refugees would not have been there in India. These very refugees would have been converted into soldiers and fighters. Because of our failure, they have become refugees on our land. This is the tragedy. This is the consequence of inaction This is the consequence of chronic complacency and this is the consequence of mis-application of judgement or taking wrong judgment. The refugees have to be cared for. The whole nation is undergoing suffering, the whole economy is collapsing and the whole eastern part of India is exposed to danger, for what? For the stupidity of this government. The government has been stupid, Sir, I must say. Their policies have been absurd. If they have not been mentally prepared to support Bangla Desh..

KUMARI SHANTA VASISHT (Delhi) : Our industry is collapsing and economy is collapsing. Will a war give fillip to industries?

SHRI M. S. GURUPADASWAMY : In my previous speech on Bangla Desh I made one observation. I want to repeat that for the benefit for the hon. lady Member. I said on the other occasion that without declaring an open war, Pakistan has imposed on us burdens which are more than war burdens. Is it not a fact? I think declaration of war against Pakistan would have been much better than being inactive. So, without war we are facing war burdens. This is the kind of tragic situation we are in today. Is it not a fact. By sheer helplessness and hopelessness of this government, our country has been dragged into this dangerous economic collapse followed by political instability. There was an opportunity to create an atmosphere of political stability and peace and to bring about development in this area. What is happening to days. What will happen tomorrow? My own forecast is -- I pray that this forecast may not come true - that if this situation is allowed to remain in a ffuid state, the whole area will be taken over by the extremists - call them by any name you like. The economic burdens caused by refugees will be so immense that the economy will go out of gear. It has gone already out of gear. Perhaps the Prime Minister and the Government of India may try to find out an alibi for their inaction and this economic collapse. They will say : "Oh" ! There;

are refugees and therefore we cannot bring about development; we cannot have economic growth". This alibi should not be given by the government. They have no moral authority to give this kind of alibi.

I pose this question. What is the alternative before us? Let us face this squarely. We have 75 lakhs of refugees and it may go up to 10 millions in course of time. Do they want to send these refugees? Do you think they will be able to do that in the immediate future? Is it the contention of the governent that the Mukti Fauj forces will be able to establish their authority and take over the country and drive away the military forces of West Pakistan? If that is so, I say I am sorry for this kind of assessment. I for one believe that Yahya Khan's Army is already strong compared to the Mukti Fauj forces. They have got sophisticated equipment Big powers are involved in this. Sardar Swaran Singh is following a policy of non-involvement. The truth is that there is involvement of big powers in this, including Soviet Union. Soviet Union has not come forward and said that they are in sympathy with the freedom fighters.

SHRI KALYAN ROY : They have.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY : They have only condemned genocide. Americans are giving the positive help China is supplying arms . Several middle east countries are actively involved in assisting the West Pakistan regime In this situation, do you expect Bangla desh forces and the freedom fighters will be able to triumph? I do not think so If you say that they will, it is foolhardy. I am putting this question before the Minister Do you think that the refugees will be going back within six months, one year or two years? If they want to send them back what measures they are going to adopt? They are harping upon the idea, and they have been telling Members of Parliament, that Bangla desh is not Indo-Pakistani affair Has it not become an Indo-Pakistani affair? You may repudiate Are you not confronting the regime of West Pakistan? Is there no confrontation with Pakistan? The Home Minister said the other day that our forces are posted on the Indo-Pakistan border. They have repeated it *ad nauseum* that Indian forces are ready to meet any contingency and they are going to defend our country and interests. Do you think that Pakistan Army will provoke us to make war against them? It is not in their self-interest. Why should they declare war against us?

SHRI BRAHMANANDA PANDA : One clarification.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY : I do not yield. I am giving my own analysis of the situation. Pakistan is not going to oblige us by declaring war against us. You believe me. There may be skirmishes to a small extent, here and there. Some friends gave the figures of death on the Indian side of the border. But I say there will be no general war Pakistan will not take initiative in declaring war against India. Why should they? They are having free run in Bangla desh There is no trouble for the Pakistan Army there. It is said in certain quarters that the Mukti Fauj forces are harrassing West Pakistan Army. They have no food supplies. Therefore, they will be starving out of existence. Can you believe all these? Can you mouth these? Sir, the Army will have the food supplies first and foremost. It is always the people who suffer. How long can this harrassment be maintained by the Mukti Fauj? Not for long. Is it contended seriously that the morale of freedom fighters is very high today?

AN HON'BLE MEMBER : It is high.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY : May be high for the time being. I may concede that. But is it so high which will enable them to achieve victory in the end? I do not believe this. Therefore, Sir, the question is this: What is the strategy, what is the policy, what is the attitude, that we should adopt? Firstly, to see that the Bangla Desh forces are helped and secondly, to see that conditions are created in Bangla Desh in such a manner that the refugees we have on hand may go back. But there is no answer to this except the helplessness on the part of the Government.

But the question is this: Where is the alternative for us except to have a confrontation with Pakistan? I am not a warmonger. But, where is the alternative for us? Do you mean to say that there will be a peaceful settlement between West Bengal and Bangla Desh? Do you mean to say that the refugees will go back and settle down and will shake hands with us after some time? I do not believe so, Sir, The purpose of this resolution is very clear. The resolution says that we should accord recognition within a short time. And, Sir the time is already late and time is our enemy. We have already missed the opportunity, the occasion, when we had to recognise Bangla Desh. I know there is an amendment from a friend on the other side. The amendment says that the Government should recognise Bangla Desh at the appropriate moment. When is the appropriate moment coming? I do not know, Sir, Even the Government is saying that. When is it coming, Sir? May I tell him that the apporopriate moment is already passed and it will never come?

Sir, perhaps Mr. Swaran Singh will recognise Bangla Desh after its death.

SHRI KALYAN ROY : He will do the same thing which they did to Czechoslovakia.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY : Yes. Perhaps, after the death of Bangla Desh they will recognise and will give recognition, recognition in the sense that we will remember that once upon a time there was a Bangla Desh movement and the people of Bangla Desh rose in revolt against the atrocities of the Pakistani Army and they died....

SHRI KALYAN ROY : Heroically.....

SHRI M. S. GURUPADASWAMY : ..... heroically, as my friend put it, and we would erect a memorial or write an epitaph on the tomb of Bangla Desh. That is what we will do Thank you, Sir.

শ্রী সুন্দর সিংহ ভাণ্ডারী (রাজস্থান) ঃ উপসভাপতি মহোদয়, শ্রী প্রণব কুমার বাবু একটি বেসরকারী প্রস্তাবের মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যাপারে এই সংসদে আলোচনার অবকাশ দিয়েছেন। যখন থেকে নতুন লোকসভা গঠন হয়েছে এবং অধিবেশন শুরু হয়েছে তখন হতে বাংলাদেশ প্রশ্নটি আলোচনার বিষয়বস্তু রয়েছে। যে প্রস্তাবের ওপর বিতর্ক আমরা ৩১শে মার্চে করেছিলাম এবং যেটি পাশ হয়েছে ওই প্রস্তাবও সরকার ও বিরোধী দলীয় সদস্যদের পারস্পরিক আলাপ আলোচনার ফলশ্রুতি। উভয় সভায় বাংলাদেশের প্রশ্নে বিতর্ক উত্থাপনের জন্য প্রস্তাব আনা হয়েছিল তখন সরকারের পক্ষ হতে বলা হল যে পৃথক পৃথক প্রস্তাব আনা উচিত হবেনা। আমরা কি একত্রে বসে এ প্রশ্নের একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব

আনতে পারিনা? এই পারস্পরিক আলোচনার ফলেই উভয় সভায় প্রস্তাব পেশ করার জন্য স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীর ওপর ভারার্পণ করা হয় যাতে এই প্রস্তাব কোন সংশোধন ও বিতর্ক ছাড়াই অবিসম্বাদিতভাবে উভয় সভায় গৃহীত হয়। এই প্রশ্নে আমরা একটি জাতীয় সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়েছি ভেবে আমি প্রসন্নতা বোধ করি। এটি স্বাভাবিক, ভিন্ন ভিন্ন দলের লোকেরা একত্রে সিদ্ধান্ত নিলে মিল মিশে চলতে পারা যেত। এখন একক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পর এই আওয়াজ উঠছে যে এর পর সামনে চলার চূড়ান্ত ক্ষমতা শুধুমাত্র সরকারী পক্ষের ওপর ন্যস্ত করা হোক, অন্যান্যরা এতে হাত না বাড়াক। সরকার পক্ষই শুধু নয়। সমস্ত সংসদের অনেক সদস্য এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রধান মন্ত্রীকে ছেড়ে দেয়ার জন্য আগ্রহী আমি এটা বুঝিনা। এমন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রশ্ন একজন ব্যক্তির সংগে সংশ্লিষ্ট কিভাবে হতে পারে। প্রধান মন্ত্রী দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন কিন্তু দেশের প্রতিনিধিত্বের অর্থ কখনই এটি নয় যে, দেশের অবশিষ্ট লোকদের নিয়ে তাদের ইচ্ছানুসারে একটি রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ করা হবেনা। ৩১শে মার্চে আমরা যে প্রস্তাব মেনে নিয়েছি সে মোতাবেক সামনে অগ্রসর হতে অনেক দেরী হয়ে গেছে। সরকার দলীয় একজন সদস্য প্রস্তাবে এই সংশোধন এনেছিলেন যে, স্বীকৃতি দানের প্রশ্নটি সম্পূর্ণ সরকারের ওপর ছেড়ে দেয়া হোক। বন্ধুবর শ্রী ব্রহ্মানন্দ মহাশয় ভাষণ দানকালে বলেছেন, আমরা প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিয়েছি, স্বীকৃতি দেয়া হবে কি না এসব ব্যাপারে মীমাংসা সরকারের হাতে ছেড়ে দেয়া হোক।

SHRI BRAHMANANDA PANDA: No, no I did not say like that.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: I would like you to look into the record.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: I said that recognition at appropriate moment should be left to the Government.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: Recognition, or no recogntion, that was the word you used. It is good that you take it back.

শ্রী সুন্দর সিংহ ভান্ডারী: আপনি হয়ত ভুলে এই শব্দটি উল্লেখ করেছেন কিন্তু আপনি যা ভুলে বলেছেন সমগ্র দেশের মানুষের মনে আজ তাই আশঙ্কা উদ্রেক করছে। স্বীকৃতি কখন দেয়া হবে আজ এ চিন্তা মানুষের মনে তত বেশী নয় যতটা এই যে, স্বীকৃতি দেয়া হবে কিনা, যেমন, জনৈক মাননীয় সদস্য তাঁর বক্তৃতায় খুব জোরের সাথেই বলেছেন যে, তাঁর সন্দেহ হচ্ছে সরকার এখন হয়ত পিছুটান দিতে চাচ্ছেন। এ কারণেই এই প্রশ্নে আজ দেশে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি হচ্ছে। এখন একথাও বলা হচ্ছে যে, এই ইস্যুতে দেশ ভাগ করার প্রয়াস চলছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশের প্রশ্নে যে রাষ্ট্রীয় ধারণা সৃষ্টি হয়েছে বা সবের সম্মিলিত প্রস্তাব ছিল সরকার যদি এর আলোকে অগ্রসর হতে কুণ্ঠিত হন বা পদক্ষেপ নিতে বিলম্ব করেন যার ফলে ওই প্রসংগ শেষ হয়ে যায়, তাহলে সারা দেশ এর ওপর প্রস্তাব পাশ করে বসে থাকবে এজন্য অপেক্ষা করা দেশের জন্যও শোভনীয় হবেনা। আমরা যদি বাংলাদেশের প্রশ্নে দেশের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ থাকতে চাই তাহলে সরকারকেও তার ঠিকাদারী ত্যাগ করতে হবে, দেশের আভ্যন্তরীণ সবকিছু উপেক্ষা করে সরকার সমস্ত দেশের সমস্যা সমাধানের যে ঠিকা নিজের ওপর নিয়েছেন এটা ছাড়তে হবে। ভারতের কল্যাণে কি আসবে বাংলাদেশের কল্যাণে কি আসবে। পরিস্থিতি সম্পর্কে অধিকতর ওয়াকিফহাল আপনারা হতে পারেন কিন্তু অবশিষ্ট সকল মানুষ অন্ধকারে আছে, তারা দেশের কল্যাণ বুঝতেই সক্ষম নয়, সবকিছু উপলব্ধি আপনারাই করতে পারেন আমরা আপনাদের এ অধিকার মেনে নিতে প্রস্তুত নই। এটি একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র। এদেশের শাসনভার আজ যদি আপনাদের বৈধ উপায়ে অর্জিত হয়ে থাকে তবে তার অর্থ এই নয় যে,

দেশের অন্য সব লোক এর কল্যাণ সাধন কিংবা এর নীতি নির্ধারণে নিজের চিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করার দায়িত্ব হারিয়ে ফেলেছে। সকল দায়িত্ব নিজ নিজ সরকারের মনে করা হোক বা ব্যক্তি বিশেষের মনে করা হোক, কিংবা নিজের দলের মনে করা হোক, হোকনা সে দলের দায়িত্ব ব্যক্তি বিশেষের ওপর--এ সকল দায়িত্ব আপনাদের ঘরের হতে পারে কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রশ্নে আপনারা সকল দায়িত্ব নিজের ওপর নিয়ে এবং অন্যদের অন্ধকারে রেখে এদেশে ঐক্য বজায় রাখতে পারবেন না। এ ব্যাপারে আমার আশংকা রয়েছে। আমি চাইনা, এই রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে কোন প্রকার বিভেদ সৃষ্টি হোক বা মতদ্বৈধতা হোক। কিন্তু এজন্য শুধু অন্যদের দোষারোপ করলে চলবেনা।

এ প্রশ্নে কেন বিলম্ব হচ্ছে সরকার তার কোন কারণ দেখাতে পারছেননা। এই বিলম্বের দরুণ যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা দুনিয়া দেখছে, ভারতের প্রতিটি মানুষ দেখছেন। আমার পূর্ববর্তী বক্তাগণ একটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, অন্ততঃ পক্ষে স্বীকৃতিদানের আশ্বাস না দেয়ার দরুণ উদ্বাস্তুদের সংখ্যা নিরন্তর বেড়ে চলছে। কোন ব্যক্তিই এজন্য আশ্বস্ত হতে পারছেন না যে স্বীকৃতি দেয়ার পরও দেশে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা এইরূপ হতো। আমি বুঝতে পারছিনা, যদি সরকার স্বীকৃতি দিয়ে তাদের সাহায্য চাইতো তারা সাহায্য করতে তৎপর হতো তবু এই ৮৫ লক্ষ লোক যারা উদ্বাস্তুরূপে এসে পড়েছে তাদের সংখ্যা অনুরূপ হতো। সরকার এখনো বলেছেন, প্রতিদিন ৫০ হাজার লোক আসছে। পুনর্বাসন মন্ত্রীর বিবৃতি অনুযায়ী এই সংখ্যা কোটির কোঠা ছুঁইতে পারে এজন্য আমরা এ প্রশ্নে কোন মীমাংসায় আসতে চাইছিনা, আমরা অপেক্ষা করছি আর উদ্বাস্তু সংখ্যা বেড়ে চলেছে। আমাদের পদক্ষেপ না নেয়ায় এই সরল পরিণতি আমাদের দেশের ওপর পড়েছে। এটি এরূপ প্রত্যক্ষ যে, যে কেউ এটি দেখতে পারে। বহির্বিশ্বের মতের প্রশ্নে যতদূর বলা যায় আমরা তা অর্জনের চেষ্টা করেছি। সরকারের ভাষ্য হচ্ছে, সারা বিশ্বে আমাদের প্রতিনিধি গেছেন এবং বার বার এই উত্তর দেয়া হয়েছে যে, আমরা আশা করি তারা ভারতের বিষয়টিকে খুব ভালভাবে উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন। তারা যদি বুঝতে আরম্ভ করেন তবে খুব ভাল কথা কিন্তু তারা বহির্বিশ্বে ও জাতিসংঘে যে কাজ করছে তাতে একথার পৃষ্ঠপোষকতা হয়না, জাতিসংঘে এ প্রশ্নে। জাতিসংঘের পক্ষ হতে ভারত ও পাকিস্তানে পর্যবেক্ষক পাঠানোর জন্য আলোচনা ও প্রস্তুতি চলছে। ভারতে পর্যবেক্ষক প্রেরণের বিষয়টি কিভাবে সৃষ্টি হোল। আমি বলছি, আমরা কখনই মেনে নেবনা। কিন্তু এ আলোচনা শুরু হোল কিভাবে? একদিকে আমরা উপলব্ধির কথা বলছি, একদিকে আমরা বলছি যে, বহির্বিশ্ব কর্তৃক এ সমস্যা উপলব্ধির পর আমাদের পক্ষে একটি..... সৃষ্টি হচ্ছে আর অন্যদিকে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক পাকিস্তানের সংগে সংগে ভারতে পাঠানোর কথা চলছে। এও হচ্ছে যে, ভারত ও পাকিস্তানের নেতাদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাধান বের করা উচিত। বিশ্বের যে সব রাষ্ট্র রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলছে, আমি সরকারের কাছে জানতে চাই, কোন আন্তর্জাতিক শক্তি একথা স্পষ্ট করে বলেছে যে ইয়াহিয়া খানের প্রবাসী লোকদের সংগে বসে রাজনৈতিক সমাধান করতে হবে। তারা আওয়ামী লীগের সংগে রাজনৈতিক সমাধান করার কথা বলে থাকলে এটি তার অন্তর্গত রয়েছে, এরূপ হলে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হোক এবং সরকার এটা পরিস্কারভাবে বলুন। আমি মনে করি, রাজনৈতিক সমাধানের জন্য যে আলোচনা চলছে তাতে বিশ্বের সকল রাষ্ট্র পাকিস্তান ও ভারতকে দুটি পক্ষ ভেবে আসছে। আমরা বাংলাদেশের প্রশ্নটি কিভাবে বুঝিয়েছি, আমরা কি বলতে গিয়েছি এ প্রশ্নে সাম্প্রতিক সফরের কি প্রভাব পড়েছে?

এই সফরের ফলে অবশ্যই মানুষের মধ্যে উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে কিছুটা সহানুভূতি জেগেছে। তাদের জন্য ঔষধ ও খাদ্য এসেছে এবং বিশ্ববাসীর কাছ হতে আমরা কিছু সাহায্যও পেয়েছি। আর হয়তঃ এরূপ কিছু সাহায্য আমরা পাব কিংবা সাহায্য বন্ধ

হয়ে যাবে কিছু বলা যায় না কিন্তু যেখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্ন বিদ্যমান সেখানে রাজনৈতিক সমাধানের কথাবার্তা বিষয়টিকে কোনভাবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে যার দরুন বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে এখনো কোন সিদ্ধান্ত হচ্ছেনা।

বাংলাদেশকে আমরা স্বীকৃতি দিলে পাকিস্তানের যুদ্ধ বাধাবার একটি কারণ সৃষ্টি হবে এই বিতর্ক বারবার উত্থাপন করা হয়। আমি বুঝিনা পাকিস্তান আমাদের স্বীকৃতির প্রশ্ন নিয়ে যুদ্ধ করার জন্য অপেক্ষা করছে। পাকিস্তান পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে বাংলাদেশের কোনও অংশ যদি এমন হয়ে যায়, যেখানে পাকিস্তানী সৈন্যের প্রবেশ অসম্ভব হয়ে পড়ে কিংবা কোন অংশ যদি স্বাধীন হয়ে যায় তবে তার দায়-দায়িত্ব ভারতের। এই ভিত্তিতে পাকিস্তান যুদ্ধ ঘোষণার অধিকারী হয়ে যাবে। এই ঘোষণা সে করে রেখেছে। সুতরাং আমরা যদি স্বীকৃতি না দেই তাহলে পাকিস্তান যুদ্ধ বাধাবেনা আর যদি স্বীকৃতি দেই তাহলে যুদ্ধ বাধাবে এমন কোন কথা নেই। আমার জিজ্ঞাসা স্বীকৃতির ব্যাপারে এত বিলম্ব কেন? এটা কি এজন্য যে বাংলাদেশের মুক্তি-বাহিনী নিজেরাই স্বাধীনতা যুদ্ধ করে নিজেদের দেশ স্বাধীন করবে, কিন্তু এই স্বাধীনতার দায়-দায়িত্বও পাকিস্তান ভারতের উপর আরোপ করতে চাচ্ছে। পাকিস্তান ভারতের সংগে যুদ্ধ বাধাবার কোন ছুতো পাচ্ছেনা। তার জন্য আপনারা কতদূরে নিজের দিক রক্ষা করে চলছেন। এমন একটি পথ খোলা আছে, মুক্তিযোদ্ধা যাতে পাকিস্তানের কোন এলাকা মুক্ত করতে না পারে, এটা এজন্য যে, ভারত তাকে সে এলাকা মুক্ত করে দিয়েছে এবং যেহেতু ভারত সে এলাকা মুক্ত করে দিয়েছে সেজন্য পাকিস্তান ভারতের সংগে যুদ্ধ করার পূর্ণ অধিকারী পাকিস্তান এই অজুহাত দেখাতে সক্ষম না হয়। আমি মনে করি এরূপ বিতর্কে লেগে আমরা নিজেদেরকেই প্রতারণা করার চেষ্টা করছি।

বাংলাদেশের প্রশ্ন [illegible] প্রশ্ন। বাংলাদেশের উদ্বাস্তু আজ [illegible] ভুগছে। [illegible] বাংলাদেশের [illegible] প্রশ্ন [illegible] বর্মার কেন [illegible] পড়ছে না। ভারতে কেন এলো। এটি ইতিহাসের [illegible] সংগে সংশ্লিষ্ট নয় এটি পুরানো ইতিহাস। এটি ১৯৫৭ সাল উত্তর [illegible] পাকিস্তানের [illegible] বাংলাদেশের মানুষ [illegible] পাকিস্তানী সৈন্যদের [illegible] মুক্তিকামী মানুষ বাঁচার সহজ উপায় মনে করে ভারতে এসেছে।

শ্রী চাগলা এখানে বলেছেন বাংলাদেশের প্রতি স্বীকৃতি, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে সহানুভূতির অর্থই এই যে, পাকিস্তান আর পূর্ব পাকিস্তানের [illegible] টিকে থাকবেনা, পূর্ব পাকিস্তান হতে পাকিস্তানের দিন শেষ হয়ে যাবে। শ্রী চাগলা বলেছেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে যদি পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানের বিলোপ ঘটে তবে আমাদের ভয় কিসের। যদি আমি একথা প্রথমেই বলতাম তাহলে আমাকে সাম্প্রদায়িক ও পাকিস্তান বিরোধী বলে অভিহিত করা হত কিন্তু এখানে এ সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে। এই প্রস্তাব উত্থাপনকারী শ্রী প্রণব কুমার মুখার্জী বলেছেন, বাংলাদেশের এই যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে পাকিস্তান পূর্ব বাংলা হতে প্রতিটি হিন্দুকে বের করে দেবার প্রয়াস নিচ্ছে। শ্রী চাগলা সরকারী হিসেবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, ৭০ লক্ষ রিফিউজীর মধ্যে ৬৫ লক্ষ হিন্দু। আজ এই সত্য কথাটি [illegible] সরকারের দিক হতে বলা হলে এই প্রশ্নকে সাম্প্র-দায়িকতার দিকে নিয়ে যাওয়া উচিত হবেনা। সত্য ভাষণে সাম্প্রদায়িক মোড় আসেনা। হয় আমরা যা ঘটছে তা থেকে নিজেদের চোখ ঢাকি, পাকিস্তানের অভিলাষ কি তা থেকেও আমরা দেশবাসীকে অন্ধকারে রাখি, নয়তঃ পাকিস্তান বাংলাদেশে কি করতে চায় তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের কোন মাথা ব্যথাই থাকা উচিত নয়। আমাদের দেশে এই প্রশ্নকে আমরা একটি জাতীয় সমস্যা মনে করি।

...আজ পাকিস্তান সামরিক তৎপরতার মধ্যে বেছে বেছে প্রতিটি হিন্দুকে পূর্ব বাংলা হতে ভারতে বহিস্কার করে দেয়ার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যখন থেকে পাকিস্তান হয়েছে তখন হতে তার এই মনোভাব সক্রিয়। ভারত পাকিস্তান বিভাগের শর্তসমূহ ১৯৪৭-এর ১৪ই আগষ্ট হতেই মুছে ফেলা হয়েছে। পাকিস্তান কখনও তার তোয়াক্কা রাখেনি। পাকিস্তান এসব পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে এবং... করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের বিপরীতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা হ্রাস করতে হবে, ওই নীল নক্সার অন্তর্গত এই শেষোক্ত বিষয়টির বিষক্রিয়া অধিকতর তীব্র। এটি তাদের নীল নক্সার অনুযায়ী পূর্ণ হচ্ছে। আজ আমরা যদি উদ্বাস্তুদের এই বোঝা হতে আমাদের দেশকে মুক্ত করতে চাই তাহলে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এটা তারা নিজেরাই চাচ্ছে, আমরা নিজেদের পক্ষ হতে করছিনা, এটা বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের লোকেরাই বলছে যারা নির্বাচনে বাংলাদেশের প্রায় ৯৮ ভাগ জনসমর্থন পেয়েছে। যে ক্ষমতাসীন দলের সরকার থাকে সেদলই নির্বাচনে নেমে জনগণের ভোট নেয় এটা আমবা দেখে আসছি কিন্তু মিলিটারী জান্তার অধীনে একটি বিরোধী দল ৯৮ ভাগ সমর্থন লাভ করে এটি পৃথিবীতে সম্ভবতঃ নজীরবিহীন আর এই প্রবল জনসমর্থনপ্রাপ্ত হয়েছে বাংলাদেশে আজকের নবগঠিত সরকার। তারা আবেদন করেছে তাদেরকে স্বীকৃতি দিতে, তাদেরকে সাহায্য করতে। আমরা তাদেরকে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের মিত্রতালাভ করতে পারি, ওই গণহত্যার ইতিহাস ওখানেই থামাতে পারি। গেরিলাযুদ্ধের দ্বারা তারা নিজেদের স্বাধীনতা অর্জনের একটি অন্তর্জ্বালা একটি আকাংখা প্রকট করছেন মাত্র। গেরিলাযুদ্ধ সৈন্যদেব হয়রানি করতে পারে, সৈন্যদের দ্বারা কৃত অত্যাচার ঠেকাতে পারেনা। যদি আমরা বাংলাদেশের ওপর নির্যাতন রোধ করাতে চাই, সৈন্যদের দ্বারা পরিচালিত গণহত্যা বন্ধ করাতে চাই—স্বীকৃতি লাভের পর বাংলাদেশ সরকার আমাদের কাছে একাজের জনাই সাহায্যের আবেদন রেখেছে -অতএব এ প্রশ্নে আমাদের আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

বাবু জয়প্রকাশ নারায়ণও এটি সমর্থন করেছেন। তিনিও বিশ্বসফর করে...তিনি এতদূর বলেছেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে পাকিস্তান যদি যুদ্ধ ঘোষণা করে তবে পাকিস্তান যুদ্ধ ঘোষণা করবে শুধু এই ভয়ে আমাদের এটি এড়ানো উচিত হবেনা। বাংলাদেশের প্রতিও আমাদের এটি কর্তব্য আছে, আমরা তা পালন করব। সরকার এতে বিলম্ব করে আপন কর্তব্য হতে পেছনে সরে আসছে এতে আমরা ক্ষুব্ধ এবং এ আশংকা সারা দেশে বিস্তারিত হচ্ছে। একারণে একটা অসন্তোষ সৃষ্টি হচ্ছে এই অসন্তোষ এখন প্রকট হবে। সরকারকে তার কর্তব্যের প্রতি সজাগ করার জন্য, সরকারকে তাঁর অবধারিত কর্ম সত্বর বাস্তবায়ন করানোর জন্য কাল থেকেই আমার পার্টি সত্যাগ্রহেব ঘোষণা করেছে। আমার নেতা শ্রী পীতাম্বর দাস এই সত্যাগ্রহের নেতৃত্ব করছেন। এটি সরকারের এই কর্তব্যবোধের প্রেক্ষিতে সত্বর মীমাংসা করার জন্য। কিন্তু সরকার যদি কোন পদক্ষেপ না নেন তবে তার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির কুপরিণতি সারা দেশে দেখা দিতে পারে। এমন এক বিষয় যার ওপর নীতিগত দিক থেকে আমরা সবাই একমনা আমি চাইনা, তার ওপর দেশে কোন প্রকার দ্বৈত সৃষ্টি হোক আমরা আজ পর্যন্ত মিলেমিশে একাজ করছি সামনেও একাজ মিলেমিশে করবার অবকাশ আছে এজন্য এ প্রস্তাবের মাধ্যমে একটি আবেদন করা হয়েছে।...সংশোধনের মারফত শ্রী জগদম্বী প্রসাদ যা এনেছেন... যে শুধু স্বীকৃতি দিয়ে চলবেনা স্বীকৃতির সংগে সংগে তাদেরকে সামরিক তথা অন্য সাহায্য দিতে হবে। এখন একথাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক যাতে এ থেকে পেছনে সরে যাবার কোন অবকাশ না থাকে। প্রস্তাবক মহোদয় বলেছেন যে, স্বীকৃতি দেয়া হোক, আমরা আরেকটি সংশোধন চাই যে, স্বীকৃতি দিয়ে তাদেরকে সামরিক সাহায্যও দেয়া হোক। এই সংশোধনীর সংগে প্রস্তাবকেও মেনে নেয়া হোক, আমরা এটাই চাই।

শ্রী শীলভদ্র ইয়াজী (বিহার) : উপ-সভাপতি মহোদয়, বাংলাদেশে মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে যে সরকার গঠিত হয়েছে তাকে স্বীকৃতি দেবার ব্যাপারে শ্রী প্রণব কুমার বাবুর প্রস্তাব আমি সমর্থন করছি কিন্তু তিনি যে পার্লামেন্টের এই অধিবেশন চলাকালেই স্বীকৃতি চাচ্ছেন আমি তার বিরোধীতা করবি। এই সংগে আমি শ্রী পুরকায়স্থ ও শ্রী সোনারাম কেশরীর সংশোধনী সমর্থন জানাই যাতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার বিষয়টি সরকারের ওপর ছেড়ে দেয়া উচিত।

উপ সভাপতি মহোদয় ২৫শে মার্চের পর উভয় পরিষদে বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রস্তাব পাস করার পর হতে বাংলাদেশে হিটলারশাহী চলছে। যখন প্রস্তাব পাস হয়েছিল তখন বাংলাদেশকে সর্বপ্রকার সাহায্য দানের আশ্বাস দেয়া হয়েছিল। এখন প্রশ্ন উঠছে, স্বীকৃতি দিয়ে যদি সাহায্য দেয়া হয় কিংবা না দিয়েও দেয়া হয়, আমি এর গভীরতায় যেতে চাইনা আমি সরকারের কাছে একটি কথা রাখতে চাই যে বাংলাদেশের মানুষ তাদের দেশে যে স্বাধীনতার সংগ্রাম গণতন্ত্রের সংগ্রাম করছে সেটা কি তাদেরই সংগ্রাম? না। তারা তো সারা বিশ্বের জন্য সংগ্রামরত, ভারতের জন্যও তারা সংগ্রাম করছে।

দোষী কে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের নেতারা দেশ ত্যাগ করেছে। দেশ ভাগের পর মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসীরা গদীতে বসছে। এ ব্যাপারে জনসাধারণের রায় মোটেই নেয়া হয়নি। দেশ ভাগের পর জনসাধারণ যদি মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে ইলেকশনে আসতো এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী হতেন তাহলে তার পরে পাকিস্তানকে ভাঙবার প্রশ্ন কোথা হতে ওঠতো। কিন্তু কাইয়ুম খাঁ ও ভুট্টো বলেছেন দুইজন প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং ইয়াহিয়া খাঁকে প্ররোচনা দিয়েছেন যে এমন কোনকিছু হওয়া উচিত নয়। মুজিবর রহমান তো সমগ্র পাকিস্তানের কথাই বলতেন, তিনি শুধু বাংলাদেশের কথা বলতেন না। মুজিবর রহমানের পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে শাসনের বাগডোর দেয়া হয়নি। ইয়াহিয়া খাঁ ও টিক্কা খাঁ ডান্ডা নিয়ে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে জনগণকে প্রহার করছে। এজন্য আমি বলতে চাই, এ যুদ্ধ শুধু বাংলাদেশেরই নয় ধরে নিন, আমাদের দেশেও কোন পাগল ইয়াহিয়া খাঁ হয়ে গেলে এখনকার সরকারকে জেলে আটক করল এবং জনসাধারণকে প্রহার করা শুরু করে দিল আমি সরকারকে জিজ্ঞেস করব তখন কি অবস্থা হবে। আজ বাংলাদেশের সংগ্রাম যারা করছে তারা গণতন্ত্রের জন্য, প্রজাতন্ত্রের জন্য এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য লড়ছে।

আমার ক্ষোভ রয়েছে রাশিয়া ও আমেরিকার ওপর। তারা জনগণের প্রতিনিধি বৃন্দের ওকালতী করেন প্রজাতন্ত্রের দোহাই দেন কিন্তু বাংলাদেশের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হচ্ছেন না। চীন নিজেকে জনগণের সবচেয়ে বড় ত্রাণকর্তা মনে করে, সেও আজ বাংলাদেশের জনগণকে নির্মূল করতে তাদের স্বাধীনতাযুদ্ধে ইয়াহিয়া খাঁর সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করছে এবং বলছে আমরা ইয়াহিয়া খাঁর হিটলারশাহীকে সাহায্য করব। আজ যাঁরা গণতন্ত্রপ্রিয় লোক আছেন, তাঁরা কোথায় চলে গেছেন, বাংলাদেশে যে গণহত্যা চলছে তা থামানোর চেষ্টা কেন করা হচ্ছেনা এবং তার বিরুদ্ধে কেন আওয়াজ তোলা হচ্ছেনা? এটি মহাভারতের মত ব্যাপার হয়ে গেছে। যখন দ্রৌপদীর শাড়ী হরণ করা হয়েছিল তখন যত বড় বড় ব্যক্তি ছিলেন ভীষ্ম পিতামহ এবং কৃষ্ণ এরা নিষ্ক্রীয়ভাবে তাকিয়েছিলেন এবং এরই ফলে তখন মহাভারতযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। আজ বাংলাদেশ হতে আমাদের দেশে ৭০ লক্ষ লোক এসে পড়ছে এবং ইয়াহিয়া খাঁর সৈন্যরা বাংলাদেশে ৭ লক্ষ লোক মেরে ফেলেছে। দ্রৌপদীর শাড়ী হরণ করা হয়েছিল। তখন মহাভারত যুদ্ধ হয়েছিল আজ এত মানুষ নিহত হয়েছে তবুও ভারতের জনগণ চুপচাপ বসে আছেন। রাবণ সীতাকে লঙ্কা নিয়ে গিয়েছিল, যার ফলে যুদ্ধ হলো এবং রামায়ন রচিত হলো। কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ দেশকে বিভক্ত করেছিলেন। বাংলাদেশের জনগণ ভুল করেনি, ভুল করেছিলেন আপনারা যারা দেশ ত্যাগ করেছিলেন।

জনসাধারণের কোন ভুল ছিলনা। আপনাদের দরুণ দেশ ভাগ হয়েছে, যারা ডিক্টেটর যারা সেনা পরিচালক যারা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। একথা বলতে আমার লজ্জা হচ্ছে যে বাংলাদেশে নারীদের ওপর কি কি অত্যাচার হয়েছে। এসব কথা আমি সংবাদ পত্র পড়ে বলছিনা, আমি সেখানে যাই, তাদের লোকজনদের সাথে সাক্ষাৎ করি এবং এই ভিত্তিতে আমি বলতে পারি, কোন মুর্দা লোকও যদি ওসব কথা শুনে তবে তার মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার হবে এবং ইচ্ছে হবে অস্ত্র নিয়ে বাংলাদেশে গিয়ে তাদের হেফাজত করতে। পরিস্থিতি এরূপ কিন্তু আমরা কিছু করছিনা। এক কোটি রিফিউজী এসে যাবে, সরকার বলছেন, ৭০ লক্ষ এসে পড়েছে।

শ্রী নাগেশ্বর প্রসাদ শাহী: ৮০ লক্ষ।

শ্রী শীলভদ্র ইয়াজী: আজ যখন গণতন্ত্রের সংগ্রাম চলছে তখন শরণ সিংহ ভীষ্ম পিতামহের মত নিক বসে থাকবেন, চাবন বসে থাকবেন ইন্দিরা গান্ধী বসে থাকবেন, রাশিয়া বসে থাকবে, চীন বসে থাকবে? আমেরিকাও বলছে যে, আমরা সারা পৃথিবীর গণতন্ত্রের জন্য লড়ছি তাহলে সেকি করছে? ওখানে গণতন্ত্রের কবর হচ্ছে এবং এর সাথে সাথে যে গণতন্ত্রপ্রিয় লোকেরা ভোট দিয়েছিল তাদেরকে বেছে বেছে মারা হচ্ছে। হিন্দু মুসলিম প্রসংগ আমি তুলছিনা, হিন্দুদের মধ্যে একশভাগই তো মুজিবর রহমানের নেতৃত্বাধীন ছিল

শ্রী যোগেন্দ্র মিশ্র (উত্তর প্রদেশ): আপনার জানা আছে একশ ভাগই ছিল?

শ্রী শীলভদ্র ইয়াজী: আপনি এখানে বসে আছেন আমি সেখানে যাই মুক্তিফৌজদের সাথে দেখা করে আসি, আপনি শুধু লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত যান, আপনি তো শুধু দর্শক।

আমি বলছিলাম গণতন্ত্রের যে সংগ্রাম চলছে তাতে আমাদের করণীয় কি। এখন স্বীকৃতি দেয়া হবে কি না। আমাদের আজাদ হিন্দের সরকার গঠিত হয়েছিল নেতাজীর নেতৃত্বে, কোন সরকার স্বীকৃতি দিল কি দিলনা আমরা যুদ্ধে গেছি। আমি সে বিষয়ের গভীরতায় যেতে চাইনা। স্বীকৃতি দিলে কাল যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে আমি এটাও মানিনা। পাকিস্তান আজ ভাঙ্গছে ভুট্টোর নির্বুদ্ধিতায়, ইয়াহিয়া খানের ভুলে পাকিস্তান ভাঙ্গনের প্রান্তে এবং চূড়ান্তভাবে ভাঙ্গবে কিন্তু আমাদের সরকার কি ভূমিকা পালন করবে। দ্বিজাতিতত্ত্ব চিরকালের জন্য নির্মূল করবে না কি করবে। সে যদি এখনই কোন পদক্ষেপ না নেয় তবে পূর্ববর্তী বক্তাগণ যেমন বলেছেন, তাদের সাহায্যার্থে অন্যকেউ আসবে, বাংলাদেশের লোক আপনাকে ধন্যবাদ জানাবে, (বলবে), যতখানি করেছেন ঠিক করেছেন, কিন্তু শুধু বাংলাদেশই নয়, সম্পূর্ণ ইস্টার্ণ জোন আপনার হাত থেকে বেরিয়ে যাবে, এরূপ ফোর্সেস আছে আমি আপনাকে সাবধানী দিচ্ছি। সরকার কখন এ্যাকশন নেবেন কখন কি করবেন, আমি জানিনা। কিন্তু সরকার বাংলাদেশে যুদ্ধরত মুক্তিফৌজের সাহায্য করা উচিত এটা নিশ্চিত করুন। অনেকেই একথা তোলেন যে, সাহায্য কিভাবে দেয়া হবে? পাকিস্তান কিভাবে করছে, বিদ্রোহী নাগাদের ট্রেনিং ঢাকাতে হয় মিজোদের হয় তারা বলেনা তারা, কিন্তু আপনি করেননি। আমাদের সরকার কি করেছেন? বিজু পেটনায়ক আশ্চর্য কথা বলেন, তাঁর বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, মুক্তিফৌজের যুদ্ধ কাগজের যুদ্ধ তিনি নিজেকে সৈনিক বলেন কিন্তু সংবুদ্ধি একটুও নেই। তারা কত বীরত্বের সংগে যুদ্ধ করছে। ফ্রন্টে গিয়ে আপনি তাদের মনোবল দেখুন আপনি দেখে আশ্চর্য হবেন, নেতাজীর নেতৃত্বে যে আজাদ হিন্দ ফৌজ যুদ্ধ করছিল তাদের চেয়ে এদের মনোবল বেশী উঁচু। মুক্তি ফৌজে যত যোদ্ধা আছেন কারো স্ত্রী নিহত হয়েছে, কারো কন্যা, কারো অন্য কেউ মারা গেছে কিন্তু তাদের চেহারায় কোন উদাসীন্য নেই। তাদের এই হুশও থাকেনা যে তারা খেতে

পাবে কি না। আজাদ হিন্দ ফৌজ যোদ্ধাদের স্ত্রী কন্যারা তো নিরাপদ ছিল, তাদের চেয়ে এরূপ অতিরিক্ত কষ্ট সয়ে এরা লড়ছে।

এজন্য সোজাকথায় আমি সরকারকে বলতে চাই যে, সরকার বাংলাদেশের স্বীকৃতি ঘোষণা করুন বা না করুন কিন্তু তাদেরকে সাহায্য দানের ঘোষণা যেন অবশ্যই করেন। রাজনারায়ন বাবু বলেছেন, শুধু পার্লামেন্টের যুদ্ধ ঘোষণা করলে চলেনা। কূটনীতিও সংসারে একটি বড় জিনিষ। উত্তম কূটনীতি হচ্ছে, মিথ্যা কতভাল বলা যায় তা জানা থাকা চাই। উত্তম কূটনীতি অনুসারে আপনার যা করণীয় তা করুন কিন্তু এটা বলবেন না। আমাদের চাণক্য ও কৃষ্ণের নীতি অনুসরণ করা উচিত। "অশ্বত্থামা হতঃ নরো ব কুঞ্জরঃ" নীতি গ্রহণ করে আমাদের শ্রীকৃষ্ণ ও চাণক্যের প্রদর্শিত পথে চলে কার্যসিদ্ধি করতে হবে। মুক্তিফৌজকে আমাদের সাহায্য করতে হবে এবং আমরা সাহায্যও করছি কিন্তু আমরা কিছু বলবনা। এভাবে তাদেরকে আরো রসদ ( ) দিয়ে সাহায্য করা আবশ্যক। যেভাবে চলছে সেভাবে কাজ হবেনা। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের প্রধান মন্ত্রী এই সংসদেই ঘোষণা করেছেন যে, বাংলাদেশের জন্য ভারতবর্ষের লোকদের যদি জাহান্নামে যাবার প্রয়োজন হয় তাহলে সেখানে যাবার জন্যও প্রস্তুত থাকা চাই। আগেও পাকিস্তান যখন গোলমাল (গড়বড়) করেছিল তখন আমরা লাহোর ও শিয়ালকোট পর্যন্ত গিয়েছিলাম ভবিষ্যতেও যদি দরকার হয় আবার আমরা তাই করবো।

শ্রী পীতাম্বর দাসঃ আপনি পরোক্ষভাবে লাহোরকে জাহান্নাম বানিয়ে দিলেন।

শ্রী শীলভদ্র ইয়াজী ঃ এ ব্যাপারে সমাধানের প্রশ্ন যতটুকু তা আমিকে করতে হবে আমি তা মানিনা। সিভিলিয়ান সরকারই সমাধান করবে। আমাদেরকে অতিসত্বর সমাধানে পৌঁছুতে হবে ..জেনারেল কায়ল ( ) এর কথা আমি সমর্থন করিনা। আমার বোঝা হয়ে গেছে আমেরিকা কতখানি গণতন্ত্রপ্রিয়, রাশিয়া কতখানি গণতন্ত্রপ্রিয়, চীন কতখানি গণতন্ত্রপ্রিয় সকলের মুখোশ উন্মোচন হচ্ছে। আজ বাংলাদেশে যে যুদ্ধ হচ্ছে তা গণতন্ত্র রক্ষার জন্য। ওটি শুধু মুজিবর রহমান ও আওয়ামী লীগের লড়াই নয়। তাদের থামানোর জন্য সারা বিশ্বের মানুষ ওঠে আসতে পারে।

সরকারের কাছে আমার নিবেদন, বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্নে আমি রাজনারায়ন মহাশয়ের সংগে একমত। কিন্তু আমি এও চাই যে, তাদেরকে এমন সাহায্য দেয়া উচিত যা দিয়ে সেখানে যত জুলুম অত্যাচার হচ্ছে সত্বর তার অবসান ঘটে। এভাবে যে দ্বিজাতিতত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রচিত হয়েছিল সে তত্বের শেষ আপনাআপনি হয়ে যাবে। এর সাথে সাথে সেখানে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য যে ঘোষণা হয়েছে, সমাজবাদের নামের ওপর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে কৃত্রিম প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে তাকে ধূলিসাৎ করতে আমরা সফল হবো। আজ বিশ্বে যখন কোরিয়া ও জার্মানীর একত্রীকরণের কথা হচ্ছে, তখন পাকিস্তানের ব্যাপারে বিশ্বশক্তিসমূহের আপন নীতির ওপর লজ্জা হয়না। বিশ্বশক্তিসমূহ যখন বলছে জার্মানীর একত্রীকরণ হওয়া উচিত, ভিয়েতনামের একত্রীকরণ হওয়া উচিত, তাহলে তাঁরা আজকে বাংলাদেশের ব্যাপারে নীরব কেন? সমাজবাদের নামে অতিসত্বর আমাদেরকে টু-নেশন থিওরী'র বিলোপ ঘটাতে হবে। এরই মধ্যে আমাদের কল্যাণ, আমাদের দেশের কল্যাণ, বাংলাদেশের কল্যাণ রয়েছে এবং সারা বিশ্বের যত গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ আছে তাদেরও কল্যাণ রয়েছে। এসব কথার সংগে শ্রী মুখার্জী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের যে প্রস্তাব রেখেছেন আমি তাকেও সমর্থন জানাই। সংগে সংগে পুরকায়স্থ মহাশয় ও সীতারাম মহাশয়ের সংশোধনীও আমি সমর্থন করছি। পরিশেষে আমি এই বলে বসে যাচ্ছি যে কচ্ছপগতিতে কাজ চলবেনা। আপনাকে আরো দৃঢ়তার সংগে অগ্রসর হতে হবে। জয় হিন্দ, জয় বাংলাদেশ।

[MR. DEPUTY CHAIRMAN IN THE CHAIR.]

SHRI S. G. SARDESAI (Maharashtra) : Mr. Deputy Chairman, the demand for the recognition of the Government of Bangla Desh has been placed before this house as well as the other House. And government has often taken the position that they are not oppoesd to this demand in principle, they accept it in principle, but they would give recognition to the Government of Bangla Desh at the appropriate time. But the fact remains that the insistence that this thing must be done immediately without any further delay has been growing not only in this House and the other house. but all over the country. This is the thing about which government must think today. This insistence is growing within the ruling Party it self. It is not just the question of opposition Parties. Why is this insistence grow. It is growing for certain patent fact which everybody can see, namely, that if this issue is delayed any longer, then it will bring greatest disaster in future not only for Bangla Desh but for our own country. Government very often comes forward and says that they have been giving a ceram assisance to the freedom fighters of Bangla Desh. That need not be denied. It is also a fact that the Mukti forces inside Bangla Desh are getting better organsised and their actions are more effective and are carried out in a Co-ordinated way.

But the other side of the picture is there and it is that which causes us concern, namely, that despite all these activities, week after week and month after month, this government is being forced into a defensive position. It is being concerned, it is being outmanouvered and it is being put in a position where the final victory for which we are fighting becomes diffcult. Take the very recent period. Refugees are growing in number. We go on saying that the number was 3½ millions till a few weeks ago—and which was a staggering figure—and now it is 8 million. One does not know where it is going to end. Only a few nonths ago Yahya Khan said that he wants no war with India and he is convinced that the Indian Prime Minister wants no war. This very Yahya Khan now threatens India with war. Even when the Foreign Minister was touring the United States, he was assured that no further supply of arms will be made to Pakistan by them. Now not only has that been accepted, but openly they say that they are going to continue supply of arms to Pakistan. The idea which was first floated by prince Sadruddin is now taken up by the Secretary General of the United Nations and is now openly being pressed for by the United States, namely, that United Nations observers should be sent to India. What is its meaning? Its meaning is very simple, namely, that the Western powers, the United States and China in its own fashion want to continue to arm Pakistan's military junta to enable it to butcher and massacre the people of Bangla Desh and to drive millions and millions of them into India and to go on giving us all sorts of sermons and on the top of that they want to send these observers to India to gag us hand and foot so that we are not able to support and help Bangla Desh. This is happening day after day. If there is any objectivity or any judgement based on facts, I wast to tell the Foreign Minister that the taste of the pudding is in the eating I want to ask him : Is our policy yielding the result which we want? If not, it is no use going on saying that you have good intentions. It is said in the Bible also, and not in an ironical sense, that the path of haeaven is also paved with food intentions. The question is this : What is the actual, concrete, total result of this policy? What is the total result after four months? Our aim is to strengthen India, strengthen the freedom fighters for Bangla Desh to fight Pakistan, to defeat the regime and to establish a free government of Bangla

Desh, which is the only way on the basis of which the refugees will go back. And, if the reply is that we are not in a position to do it, then we would be where we were in the earlier period. That is why a distinctly new thinking is needed; that is why courageous steps must be taken, and that is precisely why we have come to a stage where the recognition of the Bangla Desh Goverenment has become a vital issue, has become something which you cannot bypass.

Sir, this Government has been saying all the time in the past that this issue is between the people of Bangla Desh and the rulers of Pakistan and that this is not an Indo-Pak issue. Sir, I want to ask this Government and I want to ask the Foreign Minister to give me a very clear reply. Who are the people of Bangla Desh ? Are they like the Indian Brahma, which is supposed to be here and there, but which has no shape, no form, "Nirakar Nirguna"? The people of Bangla Desh are a corporate reality, and it can have only one meaning and that is the elected representatives of the people who have formed a Government of Bangla Desh. The Government of Bangla Desh means the people of Bangla Desh and if we do not say so clearly then we will be sinking deeper and deeper into the mire Sir, what is the latest conspiracy of the United States and the Pakistani rulers? The latest conspiracy is, not *de jure*, but *de facto*, not overnight, but step by step, to compel this government to come to a position when it will be said that the issue is between India and Pakistan. We have been protesting against it. This is not an Indo-Pak issue. It is an issue of the people of Bangla Desh and Pakistan. But you have been driven to it and you are being driven to it more and more The only thing is to declare to the whole world that we recognise this Bangla Desh Government. We have got to recognise it. We have to say that no other settlement will be acceptable to this country excepting the one which is arrived at between Mujibur Rahman, the Awami League leaders and the Pakistani rulers Unless you make it absolutely clear, our position is going to worsen from day to day.

Sir, I can tell you other things; I can tell you other facts In this very Parliament we have unanimously passed a resolution to support the struggle That was done unanimously. In a subsequent statement in this very Parliament, the Prime Minister also said that we cannot allow the Pakistani rulers to settle their internal problems at the cost of India and on the Indian soil. Subsequently, she said that India would have to pass through a hellfire if we have to settle this question It was also said later on that if the international community does not take cognizance of the political aspect of this question, which is the basic aspect, India will be compelled to take unilateral action. This was stated in the House, that India will have to take unilateral action But nobody knows what is meant by this unilateral action. I do not say that we want the armed forces of India to be moved to Pakistan. But unilateral action must mean something and it must begin somewhere In this connection, whenever the External Affairs Minister has been asked, "Why don't you a send stronger notes? You were openly told that the Us arms will not be given to Pakistan but that was a lie and it was exposed. Why don't you say U. S. help to Pakistan is an a abetment of Pakistan, and that it is an unfriendly act." then we are told that it has got diplomatic implications. It should have diplomatic implications. Why not? We are not pushing the army there. Nobody pushes the army there. But, if you want the world to understand it, you is must send stronger notes. This is the kind of insult that they heap on us, the Pakistani rulers are driving the people into

India and now they have got the temerity to say that they would send the observers there. So, these notes have to become stronger.

But you do not send stronger notes. Implications ! What conclusion will they have? The one conclusion they are drawing and they have already drawn is that India is not going to act further. That is why the question of recognition of Bangla Desh is a practical, vital question. It is not a doctrinaire question. It would not do any longer to say that we accept it in principle but we will think when the time comes. The time is there. In this conneetion the time is short—certain references will have to be made. My friend, Mr Yajee, said "national interests". I want to understand this thing. How do you equate the postion of the Soviet Union and the U. S. A. from the point of view of our own national interest? My friend is always talking of national interest. On behlf of the Soviet Government it was catigorically stated that for the whole of 1970-71 they had not supplied arms to Pakistan. They have made this thing clear. They have categorically asked no only for the ending of the genocide but also for the recognition of the people of Bangla Desh and to come to a settlement with them. The GDR also has come out with these very words. Bulgaria has come out with this point So many socialist countries have come out with that. May I ask the Government whether in such a situation they expect the Soviet Union to take the next step? We are the people involved; it is our problem; it is our brothers who are fighting. Let us go one step further; they have gone as far as they have gone. Settle with the elected representatives of the people. That is what they have also said. We would not move an inch further, and expect them to take further steps

My friend, Mr. Yajee, will say this and that Today the responsibility of taking the next step lies with us and I have not the remotest doubt that if this country takes the next step, these sympathetic countries would support it. But we cannot expect them to pull our chestnuts out of the fire. It is wrong It is our responsibility, our right. This is what we ought to do. If you recognise Bangla Desh, it has one clear meaning. We declare to the whole world not only politically, not only emotionally but also constitutionally and juridically that India does not consider this as a conflict between our country and Pakistan but India considers this as a conflict between the people of Bangla Desh and the rulers and, what is most important, India will not accept any solution to the problem which is not acceptable to the leaders of the Awami League. This has to be the public declaration to the whole world. As soon as we do it, so many advantages will follow. This question of separating the refugee problem from the freedom of Bangla Desh, the military problem from the diplomatic aspect and all those things will come to an and the moment we say that this is te Government we recognise. They will settle it with Mujibur Rahman and the refugee problem will be solved. You are not going to separate the refugee problem from the problem of recognition because the basic solution is the same. That is why this Government must realise that any further delay is going to be disastorous and this country is definitely not going to accept any U. N. observers. We are waiting for time like Micawber for something to turn up. But nothing is going to turn up. It is our action which will decide these things. On this question there are no other factors. It cannot be "their interests and our interests". May I know what are the interest? What are the interest which are delaying the matter? On the countrary, any further delay would take India into a worse and worse position and we might find ourselves in a position where India will be compelled finally to accept these observers. Please take my words it will not come in a fortnight; in a month; but if you continue like this, a day will come when it will be impossi-

ble for you not to accept the U. N observers. They are graeat manoeuvers they know how to do things. They do not do it overnight; gradually they will bring in the idea and then they will push forward. Already Pakistan is doing it. They say "Why do you not accept the observers; you have something to hide". Of course, we have Nothing to hide. We cannot go on telling indefinitely this and that. That is why let us look at time. I am not raising the question only from the emotional point of view or from the moral point of view on which we are all agreed.

I am raising this question from the extremely pragmatic, practical and immediate point of view of what must be done here and now,. Recognise it. It has been said and very correctly said about aid. Everybody knows that the Government of India is helping them but the fact is, if you want to help them more effectively, you have to recognise that Government otherwise you have to go about it in a stealthy and clandestine fashion. The whole world knows it. Do it more effectively. Once you recognise the Government, then you can come up and say: 'These guerillas are fighting and we are going to help' Then thousands of Indian volunteers can go, What did North Vietnam do? Everybody knows that North Vietnam gave full support and North Vietnam never pushed its army but they openly declared; 'They are our brothers, we are helping them. We will fight for them'. So let us recognise it Tomorrow the Indian youths and the Government can say; 'We are helping them'. Before the Indian Army went to Goa; we were going there as satyagrahis with the full help of the Government Nehru was saying; 'We are not intervening in Goa' Goa saying like that. If you want to effectively intervene, if you want to arm them sufficiently, if you want them to be effective, without recognition it cannot be done. Thinkering with the problem will lead nowhere. I do not agree with Mr. Biju Patnaik when said that the guerillas cannot liberate whole areas. . Actually whole areas have been liberated in South Vietnam by the guerillas. The North Vietnam aeroplanes did not go there, their tanks did not go there. Nobody said that the North Vietnams tanks were there. So all this can be done. In this connection, for goodness sake, do not raise the bogey of war. Nobody wants war. It is one thing to say that we do not a want war, it is another thing not to go fullsteam with. political and diplomatic decisions and such decisions as regards material help which are the immediate need. Let us do this within the next 2 or 3 months. After that we will judge the situation again. Give them recognition. Strengthen the guerillas. Diplomartically tell the whole world; 'Settle with Mujeeb. India refuses to nogotiate whether in the U. S. or anywhere else. We refuse just to negotiate the question of the refugees. You tell them; 'Accept the simple position and settle with Mujeeb, we would not talk about anything else. Then the Government will have the fullest support of all Indians and there is no doubt about it. World opinion is eith us. Do not be worried about it but the moment has come when further hesitation or vacillation will not help. We are not questioning your motives but there are some moments in history when decisions are taken at a ginven moment. If you fail, history is not going to pardon this Government So deal with the concrete situation and do specific things right now, here and now and in that sense, I agree with Mr. Chagla who said; 'Why at the end of the session, we should recognise this Government to-day'. Do it immediately. All this kind of thing-acceptance in principle, rejection in practice-please save us from this situation.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL (West Bengal): Hon. Mr. Deputy Chairman, Sir, the official language of Bangla Desh is Bengali. The official

language of my State is also Bengali. I, therefore, would like to speak in that language when Bangla Desh issue is being discussed in the House.

SOME HONBL'E MEMBERS : He shall not follow you.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY (West Bengal) : Mr. Deputy Chairman, Sir, we also do not follow many things here. This is the function of the Interpreter to interpret the speeches. The way he has been received here, I am shocked to see. But the thing is this that we have right to speak in our own language in this House and that has been accepted by the Government and Parliament.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : No body denies that right.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL : Sir I am very much happy to in that my old friend and sister, Shrimati Purabi Mukhopadhyay, has come to my rescue. So I am not afraid of anybody.

Sir, on the 31st March, 1971, both Houses of Parliament passed a unanimous Resolution on the issue of Bangla Desh. At that time the image of India appeared in all her glory of past traditions to the entire world. The people of the world were astonished to find how a few freedom fighters were prepared to sacrifice their lives as they were carrying on a non-violent struggle in East Bengal in order to bring a democratically elected Government into power there. It seemed to us that those freedom fighters must have received the blessings of Gandhiji; they must have been inspired by Gandhiji's non-violent struggle. So Gand iji's philosop'iy of non violent s rugle found practical application in East Bengal. The people of the West, who do not understand the effectiveness of non-violent struggle, were for some time taken aback by such a non-violent struggle in East Bengal. But, ultimately, they were moved by it.

What is the condition today after four months We were all parties to that unanimous Resolution passed by Parliament. Today the people of I dia have put the Government of India and Parliament to the dock. They say that we were responsible for generating this hope in their minds that in the near future East Bengal would come out from the clutches of dictatorial rule of Pakistan. On account of that hope they dreamed that two Bengals again would establish cultural links, two Bengals again would be bound by the ties of friendship. The refugees, who came to India after the partition of the country, hoped that they would be able to go back to their homeland. The same hope was being harboured by the refugees who are coming at present from Bangla Desh to India. But after four months all their hopes are dashed to the ground. Why has it been so? The freedom fighters of Bangla Desh now feel that we are not sincere to fulfil the commitments, made to them. The Military Government of Pakistan has already accused us of interfering into their internal affairs. The Government of Pakistan is already displeased with us. We now find ourselves in a very awkward situation. What should be our answer to the people of India when they have already put us to the dock over the question of Bangla Desh.

Mr. Deputy Chairman, Sir, during our childhood days we studied appropriate proposition in Rowe and Webb's English Grammar. We have come to know that this recognition will be given at the appropriate time. The appropriate time was when we expressed our solidarity with the freedom struggle

in Bangla Desh. At that time, in our heart of hearts, we recognised the Government of Bangla Desh. Therefore, it is now our duty to give formal recognition to that Government.

When Parliament passed the unanimous Resolution on Bangla Desh on the 31st March, 1971, we felt that Government of India would take another fifteen days to complete certain formalities before giving formal recognition to the Government of Bangla Desh. But many months have passed since the date of passing that unanimous Resolultion by Parliament. We are still in a dilemma over the question of giving formal recognition to the Government of Bangla Desh. We should take into account the merits and demerits of giving formal recognition to the Government of Bangla Desh now. If we had given formal recognition to the Government of Bangla Desh shortly after the unanimous Resolution was passed by Parliament, we would have been able to give all material help to the freedom fighters. We could have induced the refugees from Bangla Desh, including the refugees who came to our country after the partition of the country, to fight in the liberation struggle of Bangla Desh after having equipped them with necessary arms and ammunition. We could have told the people of Bangla Desh not to come as refugees but to fight for their liberation They would have certainly listened to us if we had stood behind them with all help. In this manner we could have prevented heavy influx of refugees to our country.

Sir, in March, 1971, the military junta in East Bengal was totally unprepared for any war. If we had given all material help to the freedom fighters at that time, East Bengal would have achieved her independence within fifteen days. Once an independent country, no world power or the world body could have snatched that independence away; of course, some world powers might have raised hue and cry for that independence. If Bangla Desh becomes an independent country, India can live in friendship with her. We are waiting for that opportunity to come.

Sir, what has actually happened within these four months? Pakistan has increased her military powers as she is receiving arms aid from foreign countries. She is trying to make it appear that the conflict between East Bangal and West Pakistan is actually a conflict between India and Pakistan. In such an effort, she has been successful to some extent.

Pakistan may start a war against us. Perhaps we are delaying recognition to the Government of Bangla Desh in order to avoid a confrontation with Pakistan. But may I know from my friend, Sardar Swaran Singh, that Pakistan will not attack us if we do not recognise the Government of Bangla Desh? Pakistan attacked our country even when she was comparatively a weak country. She has now become powerful; so she must attack us. In a sense, it is attacking us daily on our borders. If these border attacks become someday widespread, we shall have to counter-attack then in self-defence. But Pakistan will accuse us of being offensive and that accusation of Pakistan will be accepted by many big powers of the world. In the world body we shall find ourselves in the dock. Therefore, Sir, my humble submission is that we must recognise the Government of Bangladesh immediately, although there has been considerable delay to that effect. As one has said "delayed is denied" but I will say, "better late than never". So we should give immediate recommition to the Government of Bangladesh. It will enable us to send the demoralised refugees back to their homeland. It may save us from further influx of refugees to our country.

War with Pakistan is inevitable. Pakistan will definitely impose war upon us. In order to save Pakistan from her present difficulties in Bangladesh the United States of America will surely induce her to have a war with India I suspect Shrimati Indira Gandhi may also go on American line. Perhaps. she desires a war with Pakistan. I may be excused for saying so by my Congress friends, Pakistan now requires a war with India in order to thwart the freedom struggle in Bangladesh. Similarly a war with Pakistan will enable Shrimati Indira Gandhi to relegate her pledge of "Garibi Hatao" to the back ground. Again by war with Pakistan, the bureaucratic machinery, capitalists and monopolists of our country will be most benefited. Then, progressives like Sheel Bhadra Yajee, Arjun Arora and Chandra Shekhar will not be able to guide Shrimati Gandhi. She will then be guided by bureaucrats and monopolists.

The world powers, for some time past, have been hatching a Plot to corner India on Bangladesh issue. Their conspiracy against India is also meant for the destruction of freedom struggle in Bangladesh. We should not give them further scope for conspiracy against us and the freedom struggle in Bangladesh.

Sir, we should gird up our loins and give a helping hand to the freedom fighters of Bangladesh. Their victory will be our victory; their defeat will be our defeat

Thank you.

শ্রী সীতারাম কেশরী (বিহার) : উপ-সভাপতি মহোদয়, কিছুদিন পূর্বে আমার বন্ধু শ্রী রাজনারায়ণ বাবু বাংলাদেশের ওপর তাঁর ভাষণে বলেছেন ভারত সরকারের কার্যাবলী দেশদ্রোহী। আমি মনে করি এ ধরণের কথা বলে তিনি পাকিস্তানের হাত শক্ত করেছেন। স্বীকৃতি সম্বন্ধে ১৯৭১ সালের ১লা জুনে মাসানী সাহেব যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে পরিষ্কারভাবে ভারত সরকার কর্তৃক প্রদর্শিত সহানুভূতির স্বাগত জানানো হয়েছে। ভারত সরকার যে এযাবত স্বীকৃতি দেননি এটা একথাই প্রমাণ করে যে ওই দেশ সৃষ্ট সংকটে ভারত সরকারের কোন হাত নেই। আমি বলতে চাই. আমার বন্ধু এ অবসরে যে ধরণের কথাবার্তা বলছেন তা ঠিক নয়। দ্বিতীয় কথা, বন্ধুবর বলেছেন. ৬৫ লক্ষ হিন্দু ও ৫ লক্ষ মুসলমান এসেছে। আমি তাঁকে বলব, তারা ৭০ লক্ষ হিন্দু হোক বা ৭০ লক্ষ মুসলমান হোক আমাদের কাছে তারা পাকিস্তানী এবং পাকিস্তানের নাগরিক। এজন্য আমি মনে করি, হিন্দু ও মুসলমানের নামে এদেশে সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারা কখনই প্রচার করা উচিত হবেনা। এর ফলে বাংলাদেশের কাজে অনেক বড় আঘাত আসছে। আমি আরেকটি কথা বলছি, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সংক্রান্ত নির্ভীকতা ও বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর যে রায় প্রদান করেছেন সেজন্য তিনি প্রশংসার পাত্র। এজন্য রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানকে আমি ধন্যবাদ জানাই। অন্যদিকে আমেরিকা আমাদের শত্রুরাষ্ট্র চীনের সাথে হাত মিলিয়ে নীচতাপূর্ণ কাজ করেছে। সে পাকিস্তানকে তার এজেন্ট বানিয়েছে, তেলেসমাতীরূপে কিসিঞ্জারকে চীনে পাঠিয়ে বাংলাদেশের অসহায় জনগণের ও তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আশা-আকাঙ্খার বিরুদ্ধে বিশ্বের দেশে দেশে এক বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। এটা নিন্দনীয়। আমি আরেকটি কথা বলেছি আমেরিকা কি চায়? চীন কি চায়? এরা উভয়ে চাচ্ছে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ হোক। তারা চায়না বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্খা পূর্ণ হোক। তারা চায় সমাজবাদের ভিত্তিতে প্রগতিশীল ও সমৃদ্ধিশীল ভারতকে পাকিস্তানের সাথে এভাবে জড়িয়ে দেয়া যায় কিনা যার মধ্যে সে হাবুডুবু খায়। এজন্য আমি উভয়কে বলব বাংলাদেশে একটা ক্রান্তি চলছে. আর সে ক্রান্তির পেছনে ওই দেশের মানুষের ভাগ্য নিহিত. এই ক্রান্তির পেছনে ওই দেশের মানুষ অর্থনৈতিক

বৈষম্যের বিরুদ্ধে, পাকিস্তানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, ইয়াহিয়া সরকারের নিপীড়নের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন চালাচ্ছে. এই আন্দোলনে কোনপ্রকার ঘা লাগে আমাদের এমনকোন কথা বলা উচিত হবেনা। এজন্য আমি আমার বন্ধুদের বলব

আমি আরেকটি কথা বলছি। বাংলাদেশে যা ঘটছে সারা বিশ্ব তা জানে। আমাদের দেশের সকল লোক বাংলাদেশের স্বীকৃতি চায়. আমিও চাই কিন্তু স্বীকৃতির সময় হতে হবে। অনেক অবস্থা, অনেক ব্যাপার আছে যা স্বীকৃতি দেবার আগে দেখতে হয়। তাকে সমর্থন করতে প্রস্তুত এমন রাষ্ট্র ক'টি আছে, এমন কতলোক আছে। আমি আরেকটি কথা বলছি, যারা মনে করেন. ভারত বিদেশী শক্তির ওপর নির্ভর করে যুদ্ধ করবে, তাঁরা ভুল বুঝছেন। এটা বিদেশী লোকদের মন জয় করার জন্য. বিদেশীদের ভাববার জন্য, বিদেশীদের মূল্যায়নের বিদেশীদের ধারণার একটা রীতি ও অভ্যাস। এটা কথা বলার একটা পদ্ধতি। মীমাংসা আমরা করব. পদক্ষেপ আমরা নেব- ইস্পাত দৃঢ় পদক্ষেপ. আমরা সিদ্ধান্ত নেব যুদ্ধ কখন বাধাতে হবে আর কখন নয়। একটা কথা আমি শোনাতে চাই। আপনারা জানতে চাচ্ছেন এর পরে কি আছে। প্রধানমন্ত্রী যখন বলছেন, ভারতে আগত শরণার্থীদের ফিরে যেতে হবে। আমি বলব. আপনারা সত্য উপলব্ধি চেষ্টা করুন। এ সত্যের পেছনে কোন দুর্ভাবনা নেই। এই সুচিন্তিত কথার পেছনে কি মহৎ ইস্পাত কঠিন ধারণা আছে নীতির মানদণ্ডে তা ইন্টারপ্রেট করুন বিচারনীতি অনুসারে এই বিবৃতির ব্যাখ্যা করুন। যদি আপনারা নিজেদের জন্য নিজেদের ধারণায় ব্যাখ্যা করেন তাহলে সেটি সম্ভব হবেনা।

আমি জানি দেশে একটা ষড়যন্ত্র চলছে। কি সেটা নির্বাচনে কিছু লোক হেরে গেছে কিছু দলের বিলোপ ঘটেছে. তারা চাচ্ছে এ অবস্থার সুযোগ নিতে। কিন্তু আপনারা সুবিধা করতে পারবেননা কেননা ভারতবাসী আপনাদেরকে ভালভাবে চিনে আপনাদের এসব প্রচার ও এরূপ প্রোপাগাণ্ডার পেছনে কি অভিসন্ধি কাজ করছে। আপনি দেখছেন তারা আন্দোলন চালাচ্ছেনা। আপনি দেখছেন, তারা আপনার পথে চলছেন. আপনাকে জনসাধারণ নির্বাচিত করছেনা তাই আপনি হিন্দু মুসলমান প্রশ্নে কথা বলতে শুরু করেছেন। ·

শ্রী রাজনারায়ন মহোদয় বাংলাদেশকে এখন পর্যন্ত স্বীকৃতি না দেয়া আমাদের ভুল এ ব্যাপারে আমি সুনিশ্চিত আমি আরো সুনিশ্চিত যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে যত বিলম্ব হবে ততই নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হবে এবং ভারত প্রতিনিয়ত তার জটিজালে জড়িয়ে পড়বে।

নিশ্চিতভাবে আমাদের নিরপেক্ষতা বাক্যসর্বস্বই থাকবে। এখন যারা তাৎক্ষণিক স্বীকৃতি দেবার পক্ষপাতী নন যারা নিশ্চয় জানতে চাইছেন স্বীকৃতি দিতে কেন বিলম্ব হচ্ছে। ৩১শে মার্চ সংসদ সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ করেছে— এ মহাদ্বীপের মানুষ বহু শতাব্দী ধরে ভারতের ভৌগলিক অবস্থান ও ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কারণ এই সভা তার আপন সীমান্তের এত কাছাকাছি ঘটমান থাকতে পারেনা। বর্তমান সময়ে সরকার নিরপরাধ মানুষের ওপর যে নজীরবিহীন উপায়ে অত্যাচার চালানো হচ্ছে আমাদের সারা দেশের জনগণ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তারা নিন্দা করছে।

এই সভা গণতান্ত্রিক (লোকতন্ত্রাত্মক) জীবন ব্যবস্থার জন্য পূর্ব বাংলার জনগণের সংগ্রামের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও একাত্মতা ব্যক্ত করছে। এই সভা তাদের এই আশ্বাস প্রদান করছে যে তাদের সংগ্রাম ও ত্যাগ ভারতের জনগণের আন্তরিক সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করেছে।" আমি বলতে চাই যে, এই প্রস্তাবের পরে সাথে সাথে তাৎক্ষণিক স্বীকৃতি প্রদান করা কি আমাদের নৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়নি?

মুজিবর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এ ব্যাপারে সময় দেয়া উচিত। ১৭ই এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশ স্থাপিত হয়েছিল। ১৫ই মার্চ ইয়াহিয়া খাঁ ৩.৩ মিনিটে ঢাকা পৌঁছেন। ১৫ই মার্চেই মুজিবর রহমান শাসন ক্ষমতা নিজের হাতে নেন এবং নিজেকে এদেশের শাসক বলে ঘোষণা করেন। ১৫ই মার্চে তিনি একথা বলেন। ১৫ই মার্চের পর আমি ২৫শে মার্চের কথায় আসছিনা। আমার কথা হচ্ছে ১৫ই মার্চেই ভারত সরকারের মুজিব সরকারকে স্বীকৃতি দেয়া উচিত ছিল।

আমি বন্ধুবর শ্রী শীলভদ্র ইযাজীকে বলতে চাই যাঁরা বলেন স্বীকৃতির প্রশ্নে আমরা একমত কিন্তু এটি সরকারের হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত। তাঁদের আমি বিনয়ের সাথে বলব, তিব্বত সমস্যা কি ভারত সরকারের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়নি? তিব্বতে আমাদের ১২টি ডাক বাংলো ছিল, তিব্বতে আমাদের ৩ টি সামরিক তথ্যকেন্দ্র (ক্যানশার) ছিল, তিব্বতে আমাদের ডাকঘর চিঠিঘর এবং টেলিফোনঘর ছিল এবং এভাবে তিব্বত চীনের খুনী কব্জায় চলে গেছে। আমার ভয় হচ্ছে, দালাইলামার নেতৃত্বে এখানে যে ৬১ হাজার তিব্বতী শরণার্থী পড়ে আছে এ সরকার তাদেরকেও আবার চীন সরকারের হাতে সমর্পণ না করেন। আমি এই ভয়ও পাচ্ছি যে বাংলাদেশের শরণার্থী যারা এখানে এসে পড়েছে সরকার তাদেরকেও অন্যকোন রাষ্ট্রের হাতে সমর্পণ না করেন। অতএব, আমি বলতে চাই এ বিষয়ে আমার কোন ব্যক্তিগত প্রশ্ন নেই, এ প্রশ্ন সারা দেশের, সারা বিশ্বের, সমগ্র মানবের এবং সকল গণতান্ত্রিকের ব্যবহার, এ প্রশ্ন কোন ব্যক্তিবিশেষের ওপর আরোপ করলে চলবেনা।

সুতরাং আমি দেশের জনগণের উদ্দেশ্যে বলব, জনগণ উঠুন এবং উঠে এসে সরকারের ওপর প্রচণ্ডভাবে চাপ প্রয়োগ করুন যে আজই এখনই এই অধিবেশন শেষ হতে হতেই স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের কথা এবং নৈতিক, বৈষয়িক, সামরিক সর্বপ্রকার সাহায্যের কথা ঘোষণা করা হোক।

মহোদয়, আমি চাগলা সাহেবকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। চাগলা সাহেবের পুরো ভাষণ আমি নিজের ভাষণরূপে মেনে নিতে প্রস্তুত। চাগলা সাহেব বলেছেন, ইয়াহিয়া টু নেশন মত সমর্থক। তিনি ঠিকই বলেছেন আমিও তাই বলি। ইয়াহিয়া দুই রাষ্ট্রের তত্ত্বের পক্ষে এজন্য তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ হতে ওই লোকদের বের করে দিতে চান যারা ইয়াহিয়ার মত সমর্থন করেন না। তিনি চান সকল ইয়াহিয়া সমর্থক সেখানে থাক খাঁটি মুসলিম লীগার ও মুসলিম পন্থাবলী সেখানে থাক। চাগলা সাহেব অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তাঁর বিতর্কে একথা প্রতিষ্ঠিত করেছেন

এখন আমি বলব স্বীকৃতি দিলে কি লাভ হয় স্বীকৃতি দিলে শুধু ভারতের অস্ত্রই যাবেনা বিশ্বে এরূপ অনেক দেশ আছে যারা, ভারত স্বীকৃতি দিলে, ভারতের দ্বারা স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে অস্ত্র দেবে। তাদের অস্ত্র পাঠাতে কোন অসুবিধা হবেনা। স্বীকৃতি দিলে সবচে বড় লাভ হয় এইযে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশকে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে মেনে নিচ্ছি এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মর্যাদা পেলে তার শক্তিসামর্থ বেড়ে যাবে। তাই আমি বুঝতে পারিনা আমাদের সরকার স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে কেন স্বীকৃতি দিচ্ছেননা। মুজিবর রহমান মহাশয় বলছেন আমাদেরকে স্বীকৃতি দিন। তাঁর ভার-প্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট বলছেন আমাদেরকে স্বীকৃতি দিন। তাজুদ্দিন সাহেব বলছেন আমাদেরকে স্বীকৃতি দিন। তাঁদের পরিষদ সদস্য যারা এখানে এসেছেন তাঁরা বলছেন আমাদেরকে স্বীকৃতি দিন। তারা বলেছেন, পৃথিবীর অন্যদেশ আমাদেরকে স্বীকৃতি দিক বা না দিক আমরা তো ভারতের কোলের মধ্যে আছি, তিনদিক হতে আমরা ভারতের

দ্বারা বেষ্টিত এজন্য ভারত আমাদের স্বীকৃতি দিক। এও তাদের বক্তব্য যে ২৩ বছর পূর্বে আমরা এক ছিলাম এবং আমাদের রক্ত এক। তাজুদ্দিন সাহেব এতদূর বলেছেন, ভারত সরকার স্বীকৃতি দিতে যত দেরী করছেন তার ফলে এক একদিনে হাজার হাজার লোকের প্রাণহানী ঘটছে। তাজুদ্দিন সাহেবের এ কথা সত্বেও ভারত সরকার বলেছেন আমরা তোমাদের স্বীকৃতি দেবনা।

শ্রী শীলভদ্র ইয়াজী : সরকার কোথায় একথা বলেছেন যে স্বীকৃতি দেবনা?

শ্রী রাজনারায়ণ : হাঁ এটিই তো বলছেন ভারত সরকার। নিজের দেশের স্বার্থে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কি হবে তা দেখে. যখন সময় হবে, তখন স্বীকৃতি দেয়ার কথা বিবেচনা করব। যাজী মহাশয়কে বলছি আপনার সংগে আছি। কিন্তু প্রশ্ন এটিই যে, আজ আপনার ৫০ টাকার দরকার হলো, তিনি বলেন, এখন তোমার দরকার নেই, তোমার কখন দরকার হবে সেটা আমি বুঝব। অনুরূপভাবে স্বাধীন বাংলাদেশ বলেছে আমাদেরকে অবিলম্বে সাহায্য দিন, এখনই স্বীকৃতি দিন, এক একদিনে হাজার হাজার মানুষকে প্রাণপাত করতে হচ্ছে। কিন্তু ভারত সরকারের বক্তব্য হচ্ছে, এখনও উপযুক্ত সময় আসেনি, ধৈর্য ধারণ কর, যখন সময় হবে তখন স্বীকৃতি দেব। এখনও ভারত সরকার ভাবছেন যে কখন স্বীকৃতি দেবেন, কখন দেবেন না। যেখানে গ্রামের পর গ্রাম সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে, যেখানে কোন ফসল অবশিষ্ট নেই, যেখানে মানুষের খাবার নেই, সেখানের জন্য ভারত সরকারের বক্তব্য হচ্ছে স্বীকৃতি দেবার সময় হয়নি। যখন পর্যন্ত সরকারের মাথায় এ ধরনের বুদ্ধি থাকবে তখন পর্যন্ত ওই সময় কখনো আসবেনা। একারণে বুদ্ধি ঠিক করার জন্য আমি ভারতের মানুষের কাছে আহবান জানাব হে ভারতবাসী, ওঠ, ভারত সরকারকে চাপ দাও যাতে অবিলম্বে স্বাধীন বাংলাদেশ স্বীকৃতি লাভ করে এবং স্বীকৃতি পেয়ে সে সর্ব প্রকার সহায়তা পায় এবং অন্যরাও তাকে সহায়তা দান করে।.. আমি আজ আবার একটি পুরাতন বিষয় আপনাদের সামনে রাখতে চাই, হতে পারে সম্মানিত সদস্যগণ বিস্মৃত হয়েছেন। আমি ডঃ লোহিয়ার লেখা একটি উদ্ধৃত করছি। সে সময়ের চিন্তাধারা কি ছিল এবং আমাদের কাছে সময়ের চাহিদা কি আমরা সেটা জানতে পারব। ডঃ লোহিয়া মহোদয় লিখেছেন, একথা ভারতের জন্য প্রযোজ্য হয়না। কেননা ভারতের এমন কোন অংশ নেই যা তার স্বাভাবিক অংগ নয় কিংবা তার থেকে আলাদা নয়। অন্যদিকে পাকিস্তানের সৃষ্টি সম্পূর্ণ কৃত্রিম, তার দুই অংশের মাঝখানে এক হাজার মাইল ভারতের ভূখণ্ড। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বর্তমান সম্পর্ক টিকতে পারেনা। পূর্ব পাকিস্তান হয় পশ্চিম পাকিস্তানের দাস হয়ে পড়বে নয়ত পশ্চিম পাকিস্তানের সংগে তার সম্পর্ক শিথিল হতে থাকবে এবং তাকে ভারতের প্রতিবেশীর ভূখণ্ডের সাথে সম্পর্কস্থাপন করতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে এমন সামরিক শক্তি নেই যে, সে পূর্ব পাকিস্তানকে দাসে পরিণত করবে,

প্রভাব নিঃসন্দেহে আছে কিন্তু কতদিন পর্যন্ত টিকে থাকবে বলা যায়না। এরূপ দাসত্ব অপেক্ষা স্বাধীনতাচিন্তা ভাল। ইতিহাসের পরিণতি হতে অব্যাহতি নেই। শ্রী শীলভদ্র ইয়াজী মহাশয়, একটু শুনে রাখুন, ভারত যদি তাকে কোন সাহায্য নাও করে তথাপি পাকিস্তান সন্দেহ করবে এবং স্বাভাবিকভাবে বিকাশমান স্বাধীন বাংলাদেশের ব্যাপারটি ভারতের ওপর চাপাবে। এখনই, ভাষা ও আমলাতন্ত্র (নওকর শাহী) প্রশ্নে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে কিছুটা বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে, আর সামনেও হবে। এসকল বিবাদ বুদ্ধিমত্তার সাথে মীমাংসার পরিবর্তে পাকিস্তান হিন্দু-মুসলিম ও হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের সীমান্ত নিয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির মারাত্মক পন্থা গ্রহণ করেছে।

শ্রী মহাবীর ত্যাগী : এটাকে লিখেছেন?

শ্রী রাজনারায়ণ : ডঃ লোহিয়া

অনেক মাননীয় সদস্য : কবে লিখেছেন?

শ্রী রাজনারায়ণ : ১৯৪৮ সালে। আপনি একটু মনোযোগ দিন, এটি ১৯৪৮ সালে লেখা হয়েছে। ১৯৪৮ সালেরই একটি ভবিষ্যদ্বাণী আমি আবার করতে চাই।

মহোদয়, সম্মানিত সদস্যদের আমি একথাও বলব, ডঃ লোহিয়া সেকালেই সাবধানী উচ্চারণ করেছিলেন, পূর্ব বাংলা যখন স্বাধীনতা সংগ্রাম করবে তখন ভারত সরকার তটস্থ থাকতে পারে কিন্তু ভারতের জনগণ যেন কখনই এরূপ অন্যায় না করেন। ডঃ লোহিয়া ভারত সরকার ও ভারতের জনগণকে আলাদা করেছিলেন। তিনি সাবধানী দিয়েছিলেন, ভারত সরকার সরে থাকতে পারে কিন্তু হে ভারতবাসী, ভারত সরকার যদি সরে থাকেন তবে আপনারাও অনুরূপ করবেননা। সেটা হবে মহা অন্যায় স্বাধীন বাংলার সংগ্রামে আপনারা ত্যাগ স্বীকার করবেন।

মহোদয় এই নিবন্ধের শেষের দিকে আছে ১৯৪৮ সালে দেশ বিভাগের কয়মাস পরে আমি বলেছিলাম তিনটির মধ্যে কোন একটি কিংবা তিনভাবেই পাকিস্তানের অবসান হবে? আলোচনার মাধ্যমে সংগঠিত ঐক্য, ভারতে সমাজবাদী ক্রান্তি এবং পাকিস্তানের হামলার জবাবে ভারতের আক্রমণ। এই ভাষণে পাকিস্তানের তদানিন্তন গভর্ণর জেনারেল মিঃ জিন্নাহ চটে গিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধীও সেসময় জীবিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর ফলে ঐক্যের সমস্ত ক্রম ভেংগে গেছে, একারণ ছাড়া আমি এই মত পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন বোধ করিনা। যতটুকু বিলম্ব ঘটছে তার দায়দায়িত্ব কট্টরপন্থী হিন্দুদের ওপর। এটি তাঁর মত।

মহোদয় এখন আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বন্ধু শ্রী শীলভদ্র ইয়াজী সরদার শরণ সিংহ এবং দীক্ষিত মহাশয়কে বলব, ইতিহাসকে ভুলে যাবেন না। অতীতকে ভুলে যাবেননা। যে প্রস্তাবে দেশ বিভাগ মেনে নেয়া হয়েছিল তার মধ্যেও কি কোন অঙ্গীকার করা হয়েছিল? ১৪-১৫ জুন, ১৯৪৭ দিল্লী। গান্ধীজী এ আই, সি, সি ছিলেন। প্রস্তাবে আছে : কংগ্রেস—সে কংগ্রেস তো মরে গেছে, ১৯৬৮ সালের ৩০শে জানুয়ারীতেই ওই কংগ্রেসের মৃত্যু হয়েছে যার নেতা ছিলেন গান্ধীজী-কংগ্রেস তার জন্ম লগ্ন হতে একটি অখন্ড স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখেছে তাকে পেতে লক্ষ লক্ষ নরনারী কষ্ট সয়েছে। আমাদের ভারত যাকে পৃথিবী, যাকে ইতিহাস, যাকে ভূগোল, সমুদ্র, পাহাড় এক স্বপ্ন বানিয়েছে পৃথিবীর কোন বড় শক্তি তার ভাগ্য প্রতিহত করতে পারবেনা। যে ভারতের স্বপ্ন আমরা দেখেছি তা সর্বকাল সর্বক্ষণ আমাদের হৃদয়ে ও ধ্যানে জাগরুক থাকবে। আমি শরণ সিং মহাশয়কে জিজ্ঞেস করব এর অর্থ কি? এর অর্থ হল এই যে, আমাদের ভারতের স্বরূপ তাই হবে আমরা যা অংগিকার করেছিলাম ১৯৪৭ সালের ১৪-১৫ জুনে।

আমি আবার আপনার মাধ্যমে একথার পুনরাবৃত্তি করতে চাই আমাদের সংসদের কেন্দ্রীয় ভবনে রাষ্ট্রীয় সমিতির যে তিনজন প্রতিনিধি এসেছিলেন তাঁরা কি একথা বলেননি যে তাঁদের পক্ষে চিরদিনের জন্য পাকিস্তানের সমাধি হয়েছে? বাংলাদেশ প্রধান তাজুদ্দীন কি একথা বলেননা, আর কোন শক্তি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে এক করতে পারবেনা, আগের সম্পর্ক আর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর নয়। ইয়াহিয়া খানই পাকিস্তানের

সমাধি ঘটিয়েছে। ইয়াহিয়া খাঁর সামরিক শক্তি পাকিস্তানকে খতম করেছে। অতএব আপনারা কেন ভয় পান যে পাকিস্তানের বিলোপ ঘটানোর কথা বললে আমরা কোন বড় পাপ করে ফেলব। আপন মনের দুর্বলতা ঢাকার জন্য, নিজের অকর্মণ্যতা লুকানোর জন্য একথা বলা হয় আমরা তো পাকিস্তানকে মেনে চলি। ওদিকে পাকিস্তান হতে পাখতুনিস্থান চলে যাচ্ছে বেলুচিস্তান চলে যাচ্ছে। সবকিছু আপন আপন স্থানে এসে যাবে, এভাবে ইতিহাসের পরিণতি হতে রেহাই পাওয়া যাবেনা।

এ প্রসংগে আজ মুজিবর রহমানকে শাস্তি দেয়ার কথা শোনা যাচ্ছে. আমি চাই এই পরিষদ (সদন) একই কন্ঠে আওয়াজ তুলুন, সাবধান, তোমরা যদি মুজিবকে শাস্তি দাও, ফাঁসি দাও, তবে ভারতের প্রতিটি নাগরিক নিজের ফাঁসি মনে করে সম্মিলিত শক্তিতে সারা বিশ্বে ফাঁসির কথা ছড়িয়ে দেবে যাতে মুজিবর রহমান আমাদের মধ্যে হতে হারিয়ে না যায়। মহোদয়, আমি বলতে চাই স্বাধীন বাংলাদেশকে যদি স্বীকৃতি দিয়ে দেয়া হত তাহলে কি মুজিবরের ফাঁসির কথা উঠতো? কখনো উঠতোনা। বাংলাদেশকে এযাবত স্বীকৃতি না দেয়ার পরিণতি আসছে আজ মুজিবর রহমানের ফাঁসি দেয়ার কথা উঠেছে, মামলা চালানোর কথা হচ্ছে। এর দায় দায়িত্ব ভারত সরকারের। আমি বলতে চাই, স্বাধীন ভারতের শহীদগণের রক্তে কি ভারত সরকারের হাত রঞ্জিত হয়নি? আপনারা বলছেন, শরণার্থী সমস্যা আছে। শরণার্থী সমস্যার উদ্ভব হয়েছে ভারত সরকার স্বীকৃতি না দেয়ার ফলে, কেননা, ২৫শে মার্চের পর ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত- আমি এখানকার লোকদের সংগে আলাপ করেছি—একজন শরণার্থীও আসেনি। ১৭ই এপ্রিল মুজিবর রহমানের সরকার মুজিবনগরে গঠিত হয়, সরকার গঠনের ঘোষণা হয়ে গিয়েছিল। আমি ভারত সরকারকে বললাম এখনও স্বীকৃতি দিন আপনারা বলতেন, সরকার কোথায়, কিন্তু সরকার তো এখন গঠিত হয়েছে। ভারত সরকার কোন জবাব দেননি।

মহোদয়, দুঃখের সাথে আমাকে স্যার চার্লস বেলস-এর মন্তব্য পুনরুল্লেখ করতে হচ্ছে যা ১৯২৪ সালে তিনি বলেছিলেন। আমি আজ এ পরিষদের সম্মানিত সদস্যগণকে তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যাঁর কথা সরকার উপেক্ষা করেছেন। তিনি বলেছিলেন, তিব্বত যদি চীনের কব্জায় চলে যায় তাহলে নেপাল, ভুটান ও সিকিম ভারত হতে মুখ ফিরিয়ে চীনের দিকে তাকাবে। আমি বলতে চাই, বাংলাদেশের মানুষ আজ সংসদে আমাদের সংগে আলোচনা করতে এসেছেন। আজ যদি বাংলাদেশকে ভারত স্বীকৃতি না দেন এবং বাংলাদেশ ভারত হতে বিমুখ হয় তাহলে নেপাল ভুটান ও সিকিম কোথায় যাবে? নেপালের লোকেরা আমাদের সাথে লেখা পড়া করেছে। সেখানে যাঁরা মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তাঁরা সকলে আমাদের সহপাঠি ছিলেন। আন্দোলনে জেলে তাঁরা আমাদের সংগে ছিলেন। তাঁরা সকলে আমাকে বলেন, যখন তোমরা শক্তিশালী হবে, তখনই তো তোমাদের সংগে থাকব। তোমাদের শক্তি নেই, আমরা কোথায় কাদের সংগে থাকব তোমাদের সংগে থাকলে আমাদের স্বার্থরক্ষা কি করে হবে? আজ স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ ও সেখানকার নেতা বলছেন, হে ভারতবাসী, আমাদের স্বার্থ রক্ষা করতে না পেরে তোমরা নিজেদের স্বার্থই ক্ষুন্ন করছ। অতএব আমি বিনা দ্বিধায় বলতে চাই বাংলাদেশের ওপর যে আক্রমণ হয়েছে তা সোজাসুজি ভারতের ওপরই হয়েছে, ভারতের অকপটে বলা উচিত, এ আক্রমণ ভারতের ওপর হয়েছে। এতে সাম্প্রদায়িকতা কিভাবে আসে?

মহোদয়, আমি আপনাকে বলতে চাই, স্বাধীন বাংলাদেশ ভারতের সমস্ত সমস্যার যে সমাধান বের করেছে তাকে আর নষ্ট হতে দেয়া ঠিক নয়। স্বাধীন বাংলাদেশের মুজিবর রহমানের আওয়ামী পার্টিই সবচেয়ে বড় পার্টি এবং আমাদের স্বার্থের বড় রক্ষক। বাংলাদেশ মানুষ চীৎকার করে বলছে ধর্ম রাষ্ট্রের ভিত্তি হতে পারেনা। হিন্দু ও মুসলিম একে অন্যের

গলা কাটার জন্য সৃষ্টি হয়নি। ভ্রষ্ট ও দুষ্ট মস্তিষ্কের মুসলমান মুসলমানের গলা কাটবে এবং হিন্দুর গলা কাটবে। ভ্রষ্ট ও দুষ্ট মস্তিষ্কের হিন্দু হিন্দুর গলা কাটবে এবং মুসলমানের গলা কাটবে এক মায়ের পেট হতে জাত দুই সহোদর ভাই একে অন্যের গলা কাটে। বিভিন্ন মায়ের সন্তান পরস্পরকে বধ করে। এজন্য আমি পরিষদের মাধ্যমে ভারতের মুসলমানগণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, এখানে যে সাড়ে ছয় কোটি মুসলমান আছেন তাঁরা কি ইসলামে বিশ্বাস রাখেননা? ইয়াহিয়া খান সাহেব কি ইসলামে বিশ্বাস রাখেননা? মুজিবর রহমান সাহেব ইসলাম সমর্থন করেননা? একজন মুসলিম মাতার সন্তান ইয়াহিয়া খাঁ আরেক মুসলিম মাতার সন্তান মুজিবের গলা কাটছে, ওখানে তারা বলছে, আমরা ইসলামে বিশ্বাসী, আর এখানে সাড়ে ছয় কোটি মুসলমান আছে আমার বক্তব্য হল, ইয়াহিয়া খাঁর সৈন্যরা আমাদের মা, বোন, স্ত্রী ও কন্যাদের ওপর বলাৎকার করছে, দিনে দুপুরে করছে, পথে-ঘাটে বলাৎকার করছে. আমি জানতে চাই এরা কি ইসলাম শেখাচ্ছে? ইসলাম বিশ্বাসী।

যারা আজ মুজিবের ওপর আওয়ামী লীগের ওপর, বাংলাদেশের মুসলমানদের ওপর ইয়াহিয়া কর্তৃক ছড়ানো এই গজবের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন তারা মুসলমান নয়। তাদের মুসলমান বলে দাবী করার অধিকার নেই। যদি মুসলমান থাকে তাহলে সাড়ে ছয় কোটি মুসলমানের ইজ্জত আজ বিপজ্জনক হয়েছে ও সম্মানহীন, তাদের স্ত্রী কন্যা আমাদেরই স্ত্রী কন্যা, তাদের দেশের মুসলমান আমাদেরই মুসলমান আমি তো মনে করি তারা আমাদেরই। সম্প্রদায়বাদের স্রোতের মধ্যে থেকে তারা স্বীকৃতি দেবার বিরোধিতা করছে, স্বীকৃতি দিতে বিলম্ব করছে। এজন্য আমি বলব আল্লাহর ওয়াস্তে ঈশ্বরের জন্য মানবের জন্য, মানবতার জন্য বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন।

এ ব্যাপারে আমি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে উপস্থিত সকল বিধানসভা সদস্যদের কাছে, সকল রাজনৈতিক দলের কাছে পত্র লিখেছি।

শ্রী অর্জুন অরোড়া : একটু পড়ে শোনান।

শ্রী রাজনারায়ণ : অন্য কোন দিন পড়ে শোনাব। আমি জানতে চাচ্ছি, স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে আপনাদের সরকার এগিয়ে আসছেনা কেন আপনারা কেন অগ্রবর্তী হচ্ছেননা?

মহোদয়, ৯ই আগষ্ট, ১৯৪২ সালে আমরা ইংরেজদের স্বীকার নিয়েছিলাম। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটানোর জন্য আমরা চিরদিনের জন্য কিতাব বন্ধ করে দিয়েছিলাম। ১৯৭১ সালের ৯ই আগষ্ট আমরা ইয়াহিয়া খাঁর স্বীকার করে নিয়ে সক্রিয়ভাবে তার বিরোধী-তায় অনশন করার ঘোষণা দিয়েছি। ১লা এপ্রিল, ২রা এপ্রিল, ৩রা এপ্রিল এমন কোনদিন যায়নি যেদিন আমরা বাংলাদেশের প্রশ্ন তুলিনি। ২রা জুন আমরা সত্যাগ্রহ করেছি। এই সরকারকে প্রভাবিত করার জন্য আমরা যত উপায় ও সাধন ছিল সবই প্রয়োগ করেছি, এখন আপনি বলুন আমরা কি করব। শ্রী শীলভদ্র যাজীর ভাষায় জনগণ এমন নিষ্ক্রীয় হয়ে পড়েন যে ভারত সরকারকে আর প্রভাবিত করতে পারেননা. এরূপ একটি বৃহৎ ও সঠিক কার্য করার জন্য আমাদের পূর্ণ অধিকার আছে. ৯ই আগষ্ট আমরা অনশন শুরু করব। আমি বিনয়ের সাথে বলছি যে আমরা কারো সাথে চ্যালেঞ্জ করছিনা। আমরা কারো ওপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য কোন কাজ করিনা। আমার পক্ষে আমি লিখেছি, প্রধানমন্ত্রীকেও লিখেছি যে আমরা নিজেদের মধ্যে আত্মশক্তি সৃষ্টির জন্য, দেশের নাগরিকদের মধ্যে আত্মশক্তি সৃষ্টির জন্য, সরকারের মধ্যে আত্মশক্তি সৃষ্টির জন্য এই পবিত্র ও পুণ্য কাজ করতে যাচ্ছি। এই পরিষদের সম্মানিত সদস্যগণের মধ্যে যাঁরা সত্যিকারভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের পক্ষপাতী, সর্বতোপায়ে তাকে সহায়তাদানের পক্ষপাতী, এবং

বাংলাদেশের গণহত্যার ঘটনাবলীতে উদ্বিগ্ন ও সহানুভূতিসম্পন্ন তাঁদের উচিত শুধু মৌখিক সহানুভূতি না দেখিয়ে সক্রিয়ভাবে কিছু করা।... ভারত সরকার এযাবত স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেয়ার জন্য আমি তাকে ভৎর্সনা করি, তার নিন্দা করি আমি আরো বলব, এই সরকার দেশহিতের ভাবনামুক্ত। আনন্দ স্ফুর্তির জীবন সে যাপন করছে এ জীবন শেষ হয়ে না যায় এই তার চিন্তা। এদেশের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আমি ভারত সরকারের নিন্দা করছি। আজ এই শেষ সময়ে আমি সর্দার শরণ সিংহ মহাশয়ের মুখ থেকে এ বাণীই আশা করছি যে ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন, সর্বপ্রকার সাহায্য করছেন, এবং বিশ্বের সকল দেশকে স্বীকৃতি দেবার জন্য আহবান জানাচ্ছেন।

হায়াতুল্লা আনসারী : ডেপুটি চেয়ারম্যান সাহেব, এখানে একটি কথা এসে গেছে যা আমি আগে ভাবিনি। সেটি হচ্ছে রাজনারায়ণ বাবুর মন্তব্য যে মুসলমান সহযোগিতা করবেনা।

শ্রী রাজনারায়ণ : আমি বলিনি।

হায়াতুল্লা আনসারী : তিনি বলেছেন, মুসলমান সহযোগিতা করবেনা।

শ্রী রাজনারায়ণ : বৈধতার প্রশ্নে, আমি যখন বলছি যে আমি বলিনি তবুও মাননীয় সদস্য বলে যাচ্ছেন যে আমি বলেছি। আমি এই বলেছি যে, যেসকল মুসলিম আজ তাদের স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নয় এবং আজ স্বাধীন বাংলাদেশের সাড়ে ছয়কোটি মুসলমানের ওপর যে অত্যাচার চলছে সে কারণে যেসকল মুসলিমের মনে আগুন জ্বলেনা তারা মুসলমান নয়।

হায়াতুল্লা আনসারী : আমি রাজনারায়ণ বাবুকে জিজ্ঞেস করতে চাই, এমন কি উপায় বের করা যায় যার দ্বারা মুসলমানগণ দেখাতে পারবে বাংলাদেশের ব্যাপারে তাদের ইম্প্রেশন আর সকলের অনুরূপ। দেখুন, এপ্রশ্নে আমরা খুব সিরিয়াসলি চিন্তা ভাবনা করেছি। আমরা চাই মুসলমানদের একটি মহাসম্মেলন ডাকা হোক কিন্তু আমি সেই সাথে বলছি কনভেনশন আয়োজনের মত অর্থ আমাদের কাছে নাই। বাংলাদেশের ব্যাপারে আমরা কারো চেয়ে পেছনে নেই এখানে এটা দেখানোর জন্য মানুষ মাদ্রাজ হতে, দক্ষিণ ভারত হতে, বাংলা হতে পায়ে হেঁটেও আসতে পারে। এখানে যে কথা ওঠছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আপনারাই বলুন, কোন রাজনৈতিক ইস্যুতে দিল্লী বা অন্য কোথাও সারা ভারতের মুসলমানদের সমাবেশ ঘটানো কি উচিত হবে। এপ্রশ্নে আমি সারা জীবন বিরোধীতা করে এসেছি, রাজনৈতিক ইস্যুতে মুসলমানদের ঐক্য হওয়া উচিত নয়। অতএব আমরা মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হতে বলতে পারিনা।...

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : Sir, his speech will remain unfinished, if we adjourn

SHRI PITAMBER DAS : In case we have to adjourn, let his speech remain unfinshed.

Mr. DEPUTY CHAIRMAN: If that is the desire of the House. I have nothing to say. This is a prirvate Member's Resolution and we can adjourn for the day. As per the desire of the House, the House stands adjourned till 11.00 A. M. on Monday, the 2nd August, 1971.

The House then adjou ned at five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 2nd August, 1971.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইয়াহিয়া খান কর্তৃক শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার এবং প্রাণদণ্ডের হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা এবং প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি।	রাজ্য সভার কার্য বিবরণী।	১২ আগস্ট ১৯৭১।

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Trial of Shaikh Mujibur Rahman by the Military authority of Pakistan

MR. CHAIRMAN: Shri Advani. Not here. Shri Bhandari. Not here.

SHRI PITAMBER DAS (Uttar Pradesh): We will take our chance later on. Let the attention be drawn first.

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa): Mr. Chairman, Sir, I beg to call the attention of the Minister of External Affairs to the trial of Sheikh Mujibur Rahman by the military authorities of Pakistan and the threat given by President Yahya Khan that the Sheikh may be executed.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH): Mr. Chairman. Sir.......

SHRI LOKANATH MISRA: I have my objection. I read in the papers that the External Affairs Minister has left the country today for Indonesia. He must have known that this motion is comming up.......

SHRI JOACHIM ALVA (Nominated): He has not gone on a holiday.

MR. CHAIRMAN: He has informed me, he has written to me.......

SHRI LOKANATH MISRA: He has taken your permission?

MR. CHAIRMAN: Yes

SHRI LOKANATH MISRA: Then you should kindly announce that he has taken your permission and in his absence.....

MR. CHAIRMAN: But Mr. Surendra Pal Singh is also a Minister.

SHRI LOKANATH MISRA: I know. I have seen the list of Ministers and I know that he is also a Minister. But I had to record my protest becausn the Minister of External Affairs is not present here.

MR. CHAIRMAN: I also announce that Saturday's debate will be initiated by Mr. Jagjivan Ram, Yes, Mr, Minister.

SHRI SURENDRA PAL SINGH: Sir, according to reports, the trial court martial of Sheikh Mujibur Rahman has started in West Pakistan on the 11th August for "waging war against Pakistan". This trial is being held ye camera without allowing any foreign legal assistance to him.

Earlier, in the course of several statements, President Yahya Khan had warned that the punishment could include death penalty and that he could not

say whether or not the Sheikh would be alive when the so-called Pakistan National Assembly meets. Government view with grave concern these developments. President Yahya Khan himself had, in one of his earlier statements, referred to Sheikh Mujibur Rehman as "the future Prime Minister of Pakistan". As the leader of the Awami League Party which won 167 of the 169 seats to the National Assembly from Bangladesh and thus had a clear majority of votes in the National Assembly of Pakistan. Sheikh Mujibur Rehman held a unique position as the acknowledged leader not only of Bangldesh but of the whole of Pakistan. What happened after the 25th of March this year is known to the whole world. The denial of the verdict of the people and letting loose of military oppression and trampling on the fundamental human rights of the people of Bangladesh stand self-condemned Instead of respecting the verdict of the people and acknowledging Sheik Mujibur Rehman as the elected and undisputed leader of Bangladesh, the Pakistan Government has launched a reign of terror and carried out a calculated plan of genocide, the like of which has not been seen in recent times. To stage a farcical trial against Sheikh Mujibur Rehman is a gross violation of human rights and deserves to be condemned by the whole world.

We have repeatedly expressed our concern for the safety and welfare of Sheikh Mujibur Rehman and his family who also are under house arrest or in prison. We have conveyed our deep anxiety and concern to the Secretary General of the United Nations and foreign governments and asked them to exercise their influence on the Government of Pakistan in this regard, Should any harm be caused to the person of Sheikh Mujibur Rehman or his family and colleagues, the present situation in Bangladesh will be immeasurably aggravated and the present Pakistani rulers will be solely responsible for the consequences. We share the concern expressed by all members of Parliament in this regard We appeal to the conscience of humanity to raise its voice against the action that the President of Pakistan is taking We express our condemnation of the action and warn the Government of Pakistan of its serious consequences.

SHRI LOKANATH MISRA Sir, while very much appreciating the concern shown by the Government of India and the letters addressed by the Prime Minister of India to different Governments, may I know from the Prime Minister or from the External Affairs Minister how many countries have indicated their displeasure to President Yahya Khan over his designs to try Sheikh Mujibur Rehman and to attempt to execute him? I hope the hon. Prime Minister and the External Affairs Minister would have seen in to-day's newspapers U Thant's statement which is a unique one of its kind. At one place he says that this particular trial would have repercussions outside Pakistan while in the subsequent paragraph he say that it is within the competence of the judicial system of Pakistan Everydody knows and our Government also realises that it is not confined to the judicial system of Pakistan only. It has its international repercussions and U Thant appreciates it, but he seems to be incapable of doing anything in the matter, even being the Secretary-General of the United Nations. Now, the difficulty is, supposing something happens to Sheikh Mujibur Rehman, thereafter it would be difficult even to control the Bangladesh Mukti Fauz. Supposing Yahya Khan does something according to his own whims, would it not be desirable on the part of the Government of India to give President Yahya Khan an ultimatum, even to U Thant, that if something happens to Sheikh Mujibur Rahman according to the designs of President Yahya Khan, then it would be difficult for India to send back the refugees,

because never probably would calm come back to Bangladesh and, therefore, it would be very difficult for the refugees to return to Bangladesh ; so, in such a case it would be difficult for India to remain a silent spectator to the trial and execution of Sheikh Mujibur Rahman. Has it been indicated to President Yahya Khan and U Thant and, if so, what is U Thant going to do in the matter? Has the Government of India received any intimation from U Thant?

SHRI SURENDRA PAL SINGH : Sir, may I take the last question first? It is not fair on the part of the hon. Member to say that India is standing completely silent and is a silent spectator to all this. It is not true ; it is not borne out by facts. Ever since this matter come to our knowledge, we have done our very best to bring it to the notice of all the friendly countries all over the world ; we have brought it to their notice through our Missions abroad ; our special delegations went abroad and they also took up the matter with all the Governments, and, as the hon. Members already know, the Prime Minister herself has addressed two letters to the Heads of Governments. Similarly, our Foreign Minister has written to Secretary-General U Thant.

SHRI LOKANATH MISRA : What is the result ?

SHRI SURENDRA PAL SINGH : I will come to the results, Sir. We have been assured by all the friendly Governments that they would do their best to impress upon the Pakistan Government to desist from this act. Whatever views they may hold from the political point of view on the question of Bangladesh, on the question of Sheikh Mujibur Rahman's release, looking at it purely from a humanitarian point of view they all expressed their concern and they all wanted that his life should be saved. Now, as to how they should do it and what they have done in this regard, it is very difficult for us to say. We have been assured that they would use their influence, and we hope that they have done so. Whether that will have any effect on the President of Pakistan is very difficult for us to say ; it all depends on the sensitivity of the Pakistani regime to the world public opinion. But, if the past experience is any guide, we are not very hopeful that all these efforts will succeed, but we are hoping and praying that they will.

SHRI LOKANATH MISRA : Sir, I want to put a question.

MR. CHAIRMAN : No, no only one question.

SHRI LOKANATH MISRA : Arising out of this, Sir.

MR. CHAIRMAN : No, no I cannot change the practice.

SHRI LOKANATH MISRA : Sir you have allowed two questions on Calling Attention.

MR. CHAIRMAN : No, never ; I cannot change the practice.

SHRI LOKANATH MISRA : Then I might have made a longer question.

MR. CHAIRMAN : You might have done that.

SHRI N. SRI RAMA REDDY (Mysore) . What is the meaning of "all nations"? All the members of the United Nations ? Is it what you mean by all nations"?

MR. CHAIRMAN : No please

SHRI N. SRI RAMA RADDY : Sir, I must ask for hon. Minister's clarification.

MR. CHAIRMAN : He will give the clarification while replying to another question. Mr. Minister, you may do so.

শ্রী রাজনারায়ণ (উত্তর প্রদেশ): আমি জানতে চাই, ভারত সরকার কি শেখ মুজিবর

রহমানের জীবনের হুমকী। ভারতের জনগণের জীবনের হুমকী বলে মনে করেন? শেখ মুজিবর রহমানের জীবনের ওপর যদি কোন বিপদ আসে তবে ভারত সরকার কি বিশ্বকে একথা সুস্পষ্টভাষায় জানিয়ে দেবেন যে আমরা সেটা আমাদের জনগণের জীবনের ওপর বিপদ মনে করব? একে আপন স্বজাব ওপর বিপদ মনে করে এবং অনুরূপভাবে জনসাধারণের গভীর উদ্বেগকে প্রকাশ করে তিনি কি ইয়াহিয়া খাঁর সামরিক জঙ্গীশাহীর (তানাশাহী) মোকাবেলা করবেন? ভারত সরকার কি কোন সুনির্দিষ্ট, সুসংবদ্ধ পদক্ষেপ নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?

শ্রী মহাবীর ত্যাগী (উত্তর প্রদেশ): নিয়েছেন। হাউস-এ বলেননি। মাফ করবেন, নিয়েছেন।

শ্রী রাজনারায়ন: ত্যাগী মহাশয় এমন মানবতার প্রশ্নেও আপনি একপ বলছেন। মহোদয়, যেহেতু এই দুই রাষ্ট্রই কমনওয়েলথ সদস্যভুক্ত তাই ভারত সরকার কি কমনওয়েলথকে জানিয়েছেন যে শেখ মুজিবর রহমানের জীবনের ওপর কোন বিপদ নেমে আসলে ভারত কমনওয়েলথের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে। আমি মনে করি, ভারত সরকার সময়মত পদক্ষেপ নিলে হয়ত এতাবত শেখ মুজিবর রহমানের ওপর একপ মামলা চলতনা। আজ সকালে মিঃ উ-থান্ট-এর ভাষণ আমরা পড়েছি। এ নিয়ে বন্ধুদের সাথে বসে আমরা আলোচনা করছিলাম, উ-থান্টের এই ভাষণের পরে ভারত সরকারের প্রতিক্রিয়া কি? উথান্ট বলেছেন যে তিনি আইনের সীমিত পরিধির মধ্যে কাজ করছেন, ভারত সরকার বলেছেন তিনি পুরোপুরিভাবে পাকিস্তানের নেতা। তিনি সম্পূর্ণতই পাকিস্তানের। আমি 'সম্পূর্ণ পাকিস্তান' শব্দের তাৎপর্য নিয়ে উদ্বিগ্ন। কেননা আজ মি. গ্রোমিকো ও সর্দার শরন সিংহ তথা রুশ সরকার ও ভারত সরকারও এর যে যুক্ত ইশতেহার (কমুনিকে) বেরিয়েছে স্বভাবতঃ, আপনারা তা পড়ে থাকবেন, তাতে এক অভিনব কথা বলা হয়েছে: 'Political Settelment for the entire peoples of Pakistan" সমগ্র পাকিস্তানের জনগণের একটি রাজনৈতিক সমাধান হোক

মিঃ আকবর আলী খান (অন্ধ্র প্রদেশ): পূর্ব পাকিস্তান।

শ্রী রাজনারায়ন: সম্পূর্ণ পাকিস্তান। ওটা একটু ভাল করে পড়ুন। আপনি নবাব সাহেব তাই এ দিকে চোখ দেননি। ওই ইশতেহারে লেখা হয়েছে সম্পূর্ণ পাকিস্তানের জনগণের জন্য রাজনৈতিক সমাধান হোক। এই সমগ্র পাকিস্তানের জন্য রাজনৈতিক সমাধানের ইশতেহার কি মুজিবর রহমানের জীবনের ঝুঁকি বৃদ্ধি করছেনা। আমি সরকারের কাছে 'সম্পূর্ণ পাকিস্তানের জন্য রাজনৈতিক সমাধানের' অর্থ কি তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবী করছি এবং এও বলছি যে এই ইশতেহারও মুজিবুর রহমানের জীবনের ঝুঁকি বাড়িয়েছে।

মহোদয়, সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘ থাক বা না থাক (তাতে কিছু যায় আসেনা) আমি চাই ভারত সরকার তার জনগণের কণ্ঠের সাথে সুর মিলিয়ে সোচ্চার হোন যদি মুজিবর রহমানের জীবনের ওপর বিপদ এসে পড়ে তবে সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘের দুর্গতিও অনুরূপভাবেই হবে। সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘ রাখার আর প্রয়োজন কি, তার মানবাধিকার ঘোষণার মূল্য কি একদিকে মানবাধিকার ঘোষণা বিদ্যমান অন্যদিকে মুজিবর রহমানের ফাঁসির মামলা চলছে।

সভাপতি: আপনার প্রশ্ন কি। প্রশ্ন করুন।

শ্রী রাজনারায়ন: আমি জানতে চাই, ভারত সরকারের মনোভাব কি। একটি প্রশ্নের দ্বারা এর উত্তর মিলবে না, এটি সকল মানুষের জীবনের মূল্যের প্রশ্ন। তিনি জনগণের দ্বারা

নির্বাচিত হয়েছেন, যোদ সরকারী হিসাবে স্বাধীন বাংলাদেশে ১৬৯ সীটের মধ্যে ১৬৭টি সীট লাভ করেছেন, যা শতকরা ৮৯.৮ ভাগ, এবং যিনি প্রায় ৮৪ ভাগ ভোট পেয়েছেন, ওই স্বাধীনতাকামী মানুষ একরূপভাবে ফাঁসির দণ্ড লাভ করবে তথা আমরা বলন আমরা স্বাধীন।

মহোদয় সরকার কি অবহিত আছেন যে গতকাল এখানেই গান্ধী মাঠের কাছেই এক জনসভায় দেড় লক্ষ জনতার সম্মিলিত সিদ্ধান্ত হচ্ছে: ভারত সরকারের কাছে আমাদের দাবী এই যে, মুজিবর রহমানের জীবন নাশের আশংকা দেখা দিলে সরকার নিজের জনগণের জীবনের ওপর হুমকী মনে করে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। সরকার একপ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আমরা তাঁর সহযোগিতা করব। সরকার কি এব্যাপারে ওয়াকিবহাল।

শ্রী সুরেন্দ্র পাল সিংহ: সভাপতি মহোদয়, শেখ মুজিবর রহমানের জীবন বিপদাপন্ন এটা সুনিশ্চিত কিন্তু মাননীয় সদস্যের মন্তব্য—এ ব্যাপারে আমরা নিরুদ্বিগ্ন ও উদাসীন একথা সঠিক নয়। এ ব্যাপারে আমাদেরও চিন্তাভাবনা অনেক। তিনি বেঁচে যান আমরা তাই চাই এবং সে জন্য চেষ্টা করছি। তিনি জিজ্ঞেস করেছেন তাঁর জীবন বিপদাপন্ন এবং একপ কোন দুর্ঘটনা যদি ঘটে যায় তাহলে তা আমাদের জন্য বিপজ্জনক হবে কিনা, এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে ট্রায়ালের পর যদি তাঁর ফাঁসি হয় তাহলে তার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত গুরুতর হবে। সর্বত্রই তার প্রভাব পড়বে, আমাদের দেশেও পড়বে। .... এজন্য আমরা চাই একপ ভুল পদক্ষেপ যেন না নেয়া হয়।

এখন মাননীয় সভাপতি প্রশ্ন এই যে এই কাজ হতে পাকিস্তান সরকারকে কিভাবে বিরত রাখা যা। আমি প্রথমে বলছি, আমরা সম্ভাব্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করেছি আমাদের যাবা যা সম্ভব। অন্যান্য রাষ্ট্রের সংগে আমরা আলোচনা করেছি এ ব্যাপারে আমাদের মত জানিয়েছি এবং সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল করেছি, অতএব আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আমরা কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের কাছেও লিখেছি তারাও একে একে বলেছেন, আমরাও চাই একপ ট্রাজেডী না ঘটুক. আর রাজনৈতিক দিক থেকে এর একটা ভাল সমাধান বের হোক। শেখ মুজিবর রহমানের জীবনের প্রশ্নে সকলেই মনে করে এই ট্রায়াল হওয়া উচিত নয়, তার জীবন রক্ষা করা প্রয়োজন। এখন এ ব্যাপারে তিনি কি করছেন একথা বলা মুশকিল।

সভাপতি মহোদয়, মাননীয় সদস্য বলেছেন, যুক্ত বিবৃতির ফলে তার জীবন নাশের আশংকা আরো বেড়ে গেছে আমি একথা মানতে প্রস্তুত নই। এ ব্যাপারে আমাদের যা করণীয় আমরা করে যাচ্ছি, আমাদের আরো কি করতে হবে এম কোন পরামর্শ থাকলে আমরা তা শোনার জন্য প্রস্তুত আছি।

SHRI AKBAR ALI KHAN: Sir, May I clarify? Mr Rajnarain has accused me that I gave a wrong statement. Here if the newspaper. The words are "East Pakistan" and not "the whole of Pakistan". So, he is correct.

SHRI PITAMBER DAS: Sir, since the word has become the property of the House .. .(*interruption*) whether we agree with the explanation of those words or their interpretation, that is a different matter. But the words are there

SHRI AKBAR ALI KHAN: But it is in a different context.

SHRI PITAMBER DAS: S I say, whether we agree with the interpretation that is placed on the words or do not agree with it, that is a different affair. And in what context they have been used, that is also a different affair. But the words are there. The words are there very clearly

MR. CHAIRMAN: All right.

SHRI AKBAR ALI KHAN: Sir, if you allow me I will read.

MR. CHAIRMEN; That is not necessary.

MR. PITAMBER DAS : Although the explanation is given, that the expression "the entire people of Pakistan does not denote any back liding yet the words are there, Sir.

শ্রী রাজনারায়ন : আমার একটি প্রশ্নের উত্তর পাইনি। মহোদয়, দয়া করে শুনুন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ভারত সরকার কি কমনওয়েলথকে লিখেছেন যে, শেখ মুজিবর রহমানের জীবনে বিপদ আসলে আমরা কমনওয়েলথ ত্যাগ করব? এর সংগে সংগে আমি দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছিলাম, ভারত সরকার কি একথা বলে দিয়েছেন যে, মুজিবর রহমানের জীবন বিপদাপন্ন হলে জাতিসংঘকেও লীগ অব নেশনস্‌-এর পরিণতি বরণ করতে হবে? এর উত্তরও মেলেনি। এর সংগে সংগে আমি বলেছি, যে ইশতেহার প্রকাশিত হয়েছে—ইশতেহার সম্পর্কে আগামী পরশুর বিতর্কে বাকী সব কথা বলব, এখন তার সূচনা করছি মাত্র—ওই ইশতেহারে শেখ মুজিবর রহমানের নাম কেন উল্লেখ হয়নি?

শ্রী সুরেন্দ্রপাল সিংহ : তাঁর কোন প্রশ্নের উত্তর দেব মাননীয় সভাপতি? .... কমনওয়েলথকে জানানো হয়েছে আমি আগেও বলেছি আর (কমনওয়েলথ হতে) আলাদা হয়ে যাবার প্রশ্ন ভিন্ন, মাননীয় সভাপতি। ....

শ্রী রাজনারায়ন : মহোদয় দেখুন, দুটি প্রশ্ন এখনো রয়ে গেছে। (*interruption*) যারা হৈ চৈ করছেন আপনি তাঁদের থামাচ্ছেননা। মহোদয়, এখানে কেউ হৈ চৈ করে করে যদি আমাকে আমার শুদ্ধ ও বৈধ প্রশ্ন করতে না দেন তবে এ অবস্থায় কিভাবে কাজ চলবে?

সভাপতি : আপনার প্রশ্ন হয়ে গেছে এবং তিনি উত্তর দিয়ে দিয়েছেন।

SHRI KRISHAN KANT (Haryana) : Sir, on a point of order. Sir this is a very important issue, a serious matter, and not a one-party issue. Therefore Sir, will you request the hon. Members that while putting questions they should raise the whole level of the question so that it looks like a national issue? It is not a one party issue.

MR CHAIRMAN : That is what I expect. I would request the hon. Members to please remember that it should be treated as a national question a very important question which concerns very big issues, and the level of the question must be raised to a national question.

(*Shri Rajnarain continued to speak*)

MR. CHAIRMAN : Mr Rajnarain, please sit down now. Do not obstruct the proceedings.

শ্রী রাজনারায়ন : আমি বসব না। আমি করজোড়ে মিনতি করছি আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে বলুন। আমি ভারতের জনগণের প্রতি বিশ্বস্ত, আমি ভারতের সরকারের প্রতি বিশ্বস্ত নই। মুজিবর রহমানের জীবনের প্রশ্ন।

MR. CHAIRMAN : I ask you to withdraw from the House. Now, I have asked the Member not to obstruct the proceedings repeatedly and he is obstructing the proceedings. I ask him to withdraw from the House.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra) : This fellow has been expelled from his party.

(*Interruption*)

MR. CHAIRMAN : Mr. Rajnarain, I am asking you again to withdraw from the House because you are obstructing the proceedings repeatedly.

শ্রী রাজনারায়ন : মুজিবর রহমানের প্রাণরক্ষা কর। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দাও।

MR. CHAIRMAN : I named Mr. Rajnarain for continuous obstruction of the proceedings of the House.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI OM MEHTA) : Sir, I beg to move :–

"That Shri Rajnarain be suspended from the service of the House for the remainder of the session."

The question was proposed.

শ্রী পীতাম্বর দাশ : ভোট নেয়ার আগে আমি কিছু নিবেদন করতে চাই। আমি নিবেদন করব, পরিস্থিতির নাজুকতা রাজনারায়ন বাবুর অনুমান করা উচিত। মুজিবর রহমানের ব্যাপারে সকলের ভাবনাচিন্তা তাঁরই অনুরূপ। কিন্তু এখন যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে পরিষদের কোন সদস্যই রাজনারায়ন বাবুকে সমর্থন করা ভাল মনে করবেন না। সুতরাং আমি তাঁকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, অবস্থার নাজুকতা উপলব্ধি করে তিনি এ বিষয়কে ভোটাভুটির মধ্যে আনার সুযোগ দিবেননা এবং সভাপতির আদেশ পালন করবেন।

শ্রী রাজনারায়ন : পীতাম্বর দাস বাবুর বিবেচনা বোধকে আমি মূল্য দেই কিন্তু এই সাথেই আমি বলতে চাই যে, প্রধানমন্ত্রী মহোদয় এখানে আছেন কিন্তু বাংলাদেশের স্বীকৃতির ব্যাপারে তিনি একটি কথাও বলছেননা। মুজিবর রহমানের প্রাণরক্ষার জন্যও কিছু বলছেননা, আমার প্রশ্নমালার উত্তর দিচ্ছেননা।

MR. CHAIRMAN : The question is

"That Shri Rajnarain be suspended from the service of the House for the remainder of the session."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : The Member is suspended for the remainder of the session. Mr. Rajnarain, now you should leave the House please.

(Shri Rajnarain continued to speak)

MR. CHAIRMAN : Otherwise, I will ask the Marshal to take you out of the House.

I hope this House agrees that I call the Marshal to take Shri Rajnarain out from the House.

(On Shri Rajnarain's refusal to leave, the Marshal bodily removed him from the House).

MR. CHAIRMAN : The House will realise that it was painful for me to take this decision, but I had no choice under the circumstances.

SHRI K. CHANDRASEKHARAN (Kerala) : Yesterday, it was decided that he would not bring his stick,. He has still brought his stick today.

MR. CHAIRMAN : Nothing more on this. Rules do not permit me to do anything more.

SHRI N. G. GOREY ((Maharashtra) : Sir, may I explain on behalf of my party that we had nothing to do with this and if you think that we are responsible for this in any way, I just apologise.

SHRI A. G. KULKARNI : Sir, I am very sorry........,

MR. CHAIRMAN : There should be nothing on this.

SHRI A. G. KULKARNI: May I know, Sir, from the Government whether it is a fact that after the approach has been made by the External Affairs Minister to the United Nations, a statement has been made by U Thant? It seems, U Thant is under very great pressure to corroborate the facts and take proper action. Our Prime Minister has also written a letter to the various Prime Ministers of different countries. May I know whether the contents of that letter could be made known to the House? If so, that should de done.

Secondly, Mr. Yahya Khan is absolutely a maniac. He is not in a position to understand human approach and diplomatic and international language in this connection. Will the hon. Minister or the State Minister say whether there is a statement made today in which Mr. Gromyko has stated that Russia will also use its own goodwill to see that the life of Mujibur Rahman is saved; and whether during the course of discussions between the Prime Minister and the External Affairs Minister of our country and Mr. Gromyko there is any indication of the type of action which Mr. Gromyko has suggested in this connection? That is very important, Sir. I request you that if there is any information on this point as to how Russia wants to help us, that should be indicated.

SHRI SURENDRA PAL SINGH : Sir, this matter was also raised during our discussions with Mr. Gromyko during his recent visit to Delhi and we have been assured by Mr. Gromyko that when he goes back to Moscow, he will discuss the matter with his Government and he is of the view that the Russian Government will take necessary steps.

SHRI A. G. KULKARNI : What are those necessary steps?

SHRI SURENDRA PAL SINGH : Well, it is very difficult to explain this. He has assured us that he will do everything within his power to persuade the Pakistan Government to desist from this act and try to save the life of Mujibur Rahman.

As regards the contents of Prime Minister's letter, I am not in a position to disclose the contents. As I have said earlier, the Prime Minister has written to all the heads of Governments all over the world, to all friendly

countries, drawing their attention to the fact that this matter is of very grave importance and its consequences will be really very dire and it is imperative and desirable that they should act in this matter as early as possible and bring about the release of Sheikh Mujibur Rahman as early as possible.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : Sir, when I gave this calling attention notice it was not my intention to enter into a controversy with Government or with anybody. But here is an issue which involves our emotions. Many may not share our views with regard to the stand on Bangla Desh but many at the same time are in favour of sharing our sentiments over this particular issue of saving the life of a great patriot and a great leader, Sheikh Mujibar Rahman. I am sorry for what has happened. Now, as I said, I do not want to seek any clarification so to say. After all, judging by the newspaper reports and also from the information gathered from the various Members on the Government side I have no doubt in my mind personally speaking that the Government and the Prime Minister in particular are doing their best to save Sheikh Mujibur Rahman's life. I can only express my full solidarity and support with their and their efforts. After all is said and done, we can only express our opinion here at the non-official level and the Government can also express its opinion before what is called the world community and speak to the world with anguished heart demanding measures to save his life. Even that I do not know how far we can do and what we can do Now the best person to do so would be the Prime Minister of India, the head of the Government of our country. In fact she has been doing it. Therefore I leave it to her to say what she may feel like saying, if she would like to say anything.

But one or two observations I would like to make with regard to this Again I say it is not that I seek any clarification and Government knows it very well. I share their view and they share our view; there is no disagreement on this matter. But certainly I am not in agreement with the approach the Secretary-General has taken by needlessly emphasizing that he was functioning within the judicial system of his own country. Sir, in international law and otherwise also this thing cannot be supported for a variety of reasons into which I need not go. As the Government has very rightly pointed out the same man who is now plotting to murder Sheikh Mujibur Rahman had to say that he was the Prime Minister-designate of his country, at that time of the United Pakistan, but today he is being charged with treason or with waging war against whom, I do not know, and sought to be slaughtered. It is not even a judicial murder; it is cold-blooded murder amounting to an international offence; nothing short of that. That is what I would like to say. I think the international communtiy would take note of this that it is not even a judicial murder but it is a continuation of the slaughter of the 5,00,000 people and the crowning act of this slaughter by Yahya Khan would be the butchery of this great man. Sir, we launch our strongest protest against it and we do hope the world community, the Secretary-General, United Nations, and other people will summon up enough courage to stay the hands of the would be butcher of this great man. As far as other countries are concerned, I am very happy that the Government has addressed letter, the Prime Mminister personally, to the Governments of the various countries and this will undoubtedly help the mobilisation of world opinion which alone can stay this murder of Sheikh Mujibur Rahman. Therefore I think we should pursue those efforts and I think we should express our sentiments in the last days of Parliament. I do not think it is necessary to speak much

on this subject, it is well known that the Government and the people are together today in this matter in this country and we do hope that the voice of the 550 million people voiced by the head of the Government will be taken note of by friends all over the country as indeed by friends in the whole world.

I do hope that by joining our voice with the voice of the Soviet people, the Soviet Government and other peoples also we will be in a position—whatever else we may or may not gain—to save that precious life which is a possession of all mankind. Today the life of Mujibur Rahman is a precious possession of all humanity. Therefore, we rise here to express our anguish and concern to save not only a human life, but a tradition, a cherished possession of mankind and it is the duty of the world to rally behind our nation in order to save that life and to compel, if by nothing else, by the force of world public opinion Yahya Khan not to proceed. with his plan of a cold-blooded and deliberate murder of one of the finest creation of modern civilisation and human race. This is all that I say. I hope these are the sentiments in the hearts of everybody here and I still expect the Prime Minister on behalf of us, on behalf of the whole country to voice the anguish and concern of the nation and also raise the voice of protest against the calculated plot to murder a great man, a great patriot and a great possession of human society as a whole.

SHRI LOKANATH MISRA : After hearing Mr. Bhupesh Gupta I did not miss the presence of Sardar Swaran Singh.

SHRI CHTITA BASU (West Bengal) : Mr. Chairman, Sir, allow me to say that a great tragedy is imminent. The tragedy is not only for the 75 million people of Bangla Desh but it is also a tragedy for the millions of people of our country. It is not only a tragedy for us, but it is also a tragedy for humanity as a whole. One of the greatest fighters for freedom is steadily going to mount the gallows. No freedom-fighter in the world can take things lying low. Therefore, the sentiment which has been expressed by many, not only in this House but also outside the House, should be given proper respect and we and the Government of India should also try effectively to give expression of the people of this country to the international community as a whole. While expressing these sentiments of mine, I would like to know this from the hon. Minister. In this connection, it has been made clear by many outside and even in this House that there are certain countries in the world which still today think that the trial of Sheikh Mujibur Rahman is a domestic affair of the Pakistan Government. I do not mention the names. West Pakistan has got no law of its own save the law of the jungle. They have got no court, except the Star Chamber. If there is any court today particularly in this matter, it is the captive court and the conclusion is foregone. As I mentioned earlier, the tragedy is imminent. In this context there is a great role to be played by the great powers. In this connection, our Government has also written to many countries. Particularly may I know what has been the reaction of the United States of America? I mention the United States of America because I am convinced....

AN HONOURABLE MEMBER : China also.

SHRI CHITTA BASU : I am coming to that. I am convinced that Yahya Khan could not have gone to this length had he not been consistently and

persistently supported, aided and abetted by the United States of America. Therefore, if President Yahya Khan is a criminal, allow me to say President Nixon is no less a criminal in that case. Therefore, may I know what has been the response from the United States of America to the appeal made by our Prime Minister? In this connection, I would also like to know whether any letter has been communicated to the Chinese Government in this respect. When we have sent letters to all Governments, whether friendly or hostile, on this humanitarian question of saving the life of a great patriot of this age has any such appeal been addressed to the Chinese Government? If so, what has been their reaction to that appeal?

Lastly, in case the world fails, in case the United Nations fails to save the precious life of Sheikh Mujibur Rehman, may I know whether we are in a position to take specific, concrete steps to see that the freedom fighters' cause does not go unheeded, that the voice of the great, valiant freedom fighter does not go unheeded? We as a people who have fought for our freedom who still support freedom fighters the world over, should not fail another grear fighter for freedom, and the people of India, lad by the Government of India should stand by those people who are also fighting for their freedom. And in this connection, we should take specific, concrete steps, not merely by words or by expression of sympathy, but by action in defence of freedom, in defene of those who fight for the freedom of the people.

SHRI SURENDRA PAL SINGH : Sir, there can be no doubt whatever about the Government's sympathies for the cause of Bangla Desh. It has been expressed on a number of occasions on behalf of the Government that we fully support the movement in Bangla Desh, their sentiments and these objectives, and we are doing everything possible within our means to support them in this. Whatever can be done to support their cause, we are doing. Now, the hon. Member has said that if this present trial which is under way in Pakistan goes through and Sheikh Mujibur Rahman is hanged or executed as a result of it, it will be a great tragedy. I agree with the hon. Member that if this dastardly act is gone through and this heinous crime against humanity is perpetrated by the Pakistan Government, there is no doubt whatsoever that this will be a greatest tragedy not only for Pakistan or Bangla Desh. but for India and for the entire world and for the democratic and peace-loving people of the world. Sir, as regards showing respect for the sentiments of the people of our country about Bangla Desh, the Government has already said on a number of occasions that they are one with the people. with everybody here, that we sympathise with them and that we will do everything possible to support their cause.

Then the hon. Member asked about the reaction of the USA and China in this regard. Sir, hon. Members already know the standpoint of the United States of America in this regard, in regard to their supply of arms to Pakistan, etc. That matter has been discussed in this House before.

SHRI N. SRI RAMA REDDY : That is a different matter.

SHRI SURENDRA PAL SINGH : On this particular humanitarian aspect, I think I am right in saying that they have expressed their concern about the life of Sheikh Mujibur Rahman and they have also said that in their own way they will try their best to persuade Pakistan not to go ahead with this action and that his life should be saved.

In regard to China, our standpoint and our policy in regard to Bangla-Desh has been conveyed to the Chinese Government through our CDA in Peking. But as the hon. Members know, the Chinese viewpoint and stand on this issue is rigid and partisan. China is fully supporting Pakistan in regard to the Bangla Desh matter. So, I do not think any useful purpose will be served by addressing a special letter to Peking at this juncture. Before doing such a thing, we have to find out what kind of reception our letter or approach will have, and in the present circumstances, I do not think it will serve any useful purpose. But we have kept them fully informed of our view point and of our stand.

SHRI N. SRI RAMA REDDY : Is it not better that an appeal is made to the Chinese Government to save the life of Bangla Bandhu? Will the Prime Minister consider the question of writing to them?

MR. CHAIRMAN : Mr. Niren Ghosh.

I P. M.

SHRI NIREN GHOSH (West Bengal) : I agree that it is a grave issue And when we gave notice of this Calling-Attention Motion we were also not fully informed of the steps that the Government has taken. Today's newspapers give some indication. And naturally it is beside me, it is superfluous to point out that the entire country is united on this issue. And it is also quite clear that it is not a judicial trial It is a political trial And if a murder takes place, if he is executed, it will be a political murder of the elected leader of the biggest single party of Pakistan of East Pakistan I will not say that now it is a single entity. The Pakistan that was is gone as far as we can see. It is now West Pakistan and Bangla Desh. So the concept of Pakistan called Pakistan is already settled by history and it is a thing of the past. There are two countries now, West Pakistan and Bangla Desh. Now the question that I would like to ask is whether we can take certain more effective steps to stall the hand of Yahya Khan. What counts is not the mere expression of anguish or sentiment or anything like that, but certain things which can stall his hand. which can force him not to proceed with the trial of Sheikh Mujibur Rahman. And in this connection the question arises that certain countries in the world which are powerful countries. they have a voice and that is why I ask : Is it sufficient for the USA to express concern? We know the role it has played and that is condemned by all the parties. by all political elements and the entire people of India. And it is an act of hostility towards us. towards the freedom struggle, that the USA has committed. Nevertheless, the question remains whether the USA should be allowed to get away with the fact that it has expressed concern or whether the Governments of the world should not tell Yahya Khan. "Don't proceed with the trial. It is a mock trial. It is a political trial. It is not a judicial trial. So you cannot proceed with that." That is the question that I want to ask and I would like to know the reaction of the Government thereto...

SHRI AKBAR ALI KHAN : Including China.

SHRI NIREN GHOSH : Of course including China. We are not in agreement with China on this question. We take our own decision. That is quite another thing. So my question is whether Parliament should not address an appeal to all Parliaments of the world, to all Governments of the world....

AN HONOURABLE MEMBER : There is no Parli t China.

SHRI NIREN GHOSH : He does not know, despite his wishes there a Parliament in China.

MR. CHAIRMAN : Please do not get disturbed. You proceed with your question.

SHRI NIREN GHOSH : My question is whether the Parliament of India should not address an appeal to all Parliaments of the world and to all Governments of the world, whether we should not make a particular point— the USA, China, France, Japan, these are the countries which count—and if these countries, if these Governments, take a firm stand and tell Yahya Khan not to proceed with the trial of Sheikh Mujibur Rahman, then, Yahya Khan would not have the cheek to proceed with trial. So, we should put the question point blank. There is no question of evading the issue. That is why on this question I want to know the opinion of the Government. I suppose this is the last day. Lok Sabha is going to adjourn. If an appeal has to be addressed, we have to adopt it today. Tomorrow we cannot.

Secondly, should not this issue be discussed in the United Nations? I do not want to pressurise the Soviet Union. But can they not raise this issue? Is it not possible to get the Security Council to discuss the issue and give some indication of their opinion to Yahya Khan. That will be something authoritative. Somehow or other it is clear, if the Security Council is called into session, it will be very difficult for them to get away from the issue and they will have to express an opinion. Whether it will be suitable or not, whether we can also approach that forum or not, are questions that I would like to put to the Government of India. Sands of time are running out. Eleventh is already over. Today is 12th. Everything will be over in a day or two. It may be that they may pass a death sentence. They may or may not execute him. That is not the point. We do not concede the right of Yahya Khan to try Mujibur Rahman That is the point and that is the history we have come to. Time is very short. If more effective intervention is needed, it will be done swiftly and quickly without any loss of time.

SHRI SURENDRA PAL SINGH : I agree with the hon. Member when he says that the life of Sheikh Mujibur Rahman is very precious. There is no doubt about that and we feel the same way. We do want to do everything possible to save his life. One way of doing it, as suggested by the hon. Member, is that the bigger powers should take more effective steps to influence Pakistan's thinking on this issue. That is exactly what we are striving for. It is for that reason that the Prime Minister addressed two letters to all the heads of governments including big powers, except of course China. We are trying our best to activate them to do something more effective and use their influence with Pakistan to save the life of this valiant freedom fighter. This is being done, but as hon. Members know the big powers and all other countries are moving in their own way. We would like them to take effective steps. They have given us assurances. It is very difficult for me to say about what they are doing in the matter or the manner in which they are doing that. We hope and pray that they will do something to save his life.

As regards the appeal to be made by the Parliament, I am entirely in the hands of the Parliament and if the Parliament so decide to pass a resolution or make an appeal to all the world parliaments, we will welcome it as that will strengthen the Government's hands.

As regards raising the matter in the United Nations, this matter has been given considerable thought by the government and it is still under consideration. We are not opposed to the idea of taking it to the United Nations. But it is a very complex matter. Hon. Members know that a great deal of consultations have to be gone through with the various countries about the matter and it is only when we feel that we have reasonable support of a large number of countries, the time will come for taking it to that forum. This is under consideration.

THE LEADER OF OPPOSITION (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): I look at this trial not as a trial of an individual, not as a trial of a political leader, not even as a trial of a revolutionary. I look at this trial as a trial of freedom itself. Sir, there is no instance in history giving us any information on such trials. I think there is only one instance which happened centuries back. That was the trial of Joan of Arc. Joan of Arc was tried for serving a noble cause; she was tried for waging a war against tyranny.

Sir, the trial of Mujib reminds me of that trial. There is some resemblance, to another trial. That was the trial of Queen Anne Boleyn and she was tried on fictitious charges and she was executed by her husband. Sir, there is nothing comparable to this trial. Mujibur Rahman is being tried on a fictitious charge of waging war against Pakistan. Sir, when the issue of Pakistan itself is in doubt, how can this trial go on? This can be a matter of opinion. Sir, my friend, Shri Niren Ghosh, said that the Government of Pakistan has no right to try this revolutionary, this great man. But the trial is being carried on.

Sir, I welcome the steps taken by the Government of India so far. I have also to say that these steps may not be adequate to save him and to save the situation both in Bangla Desh and in India. I say this about the situation because the fate of this great man is linked up with the subsequent developments both in Bangla Desh and also in India. It will never be an isolated phenomenon and, therefore, Sir, I feel that the steps that they have taken, taken by the Prime Minister, though welcome, very much welcome, I feel, there is something still more to be done in this regard. I suggest, Sir, that we as Parliament—we are about to adjourn now—should make an appeal to all the countries of the world, to all the Parliaments of the countries in the world, that they should react immediately on this issue.

Secondly, Sir, we should tell the world that the execution of this great man will cause greater blood-shed and it will be followed by a greater revolution and it will have its impact on our country also. This we should tell them. You know, Sir, anything that is done against this great man will aggravate the situation. So, Sir, we should spell out as to what will happen. Then, Sir, I suggest we should take up this matter with the United Nations more. I know that the statement of the Secretary-General is not at all satisfactory. I think he seems to be skirting round the issue. He has not understood the implications and I think he has to understand his responsibilities.

Sir, it is the concern of the United Nations to safeguard the liberties of individuals as well as communities. And the United Nations has accepted this doctrine. If liberty or freedom is destroyed i any place, it will be destroyed everywhere. Destruction of freedom anywhere will lead to the destruction of freedom everywhere. That doctrine has been accepted by the United Nations. I think, we as a country—particularly, the Prime Minister—should convince the Secretary-General about his duties and responsibilities in this matter. If there is anything done against the life of this great man, we should also hold the United Nations responsible for its inaction. The United Nations has failed and we cannot give another opportunity to it to fail in this regard. It will be a tragedy if this diabolical, crude, bi al perversion will end in the execution of this great man. Therefore, Sir, I ould like the Prime Minister not to satisfy herself with what she has one already. I want her to take up this matter seriously in her hands—not erely addressing letters; that it good enough and also, if need also, if ed be, confer personally with some of the great leaders o. other untries, d in particular the Secretary-General of the United Nat. . M I expec Sir, in this great hour she would rise above all small th s and resent t country and its great people and the Parliament and s that t ragedy at is impending against this great man is averted?

ড: ভাঃ মহাবীর (দিল্লী) : মহো সরকার েছেন, যা কিছু সম্ভব তা করা হচ্ছে, আর এই পরিষদের সকল দলের প্রতিনিধিগ ালছেন, ার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সরকার অধিক থেকে অধিকতর যা কিছু পাবেন যেন . েন, আমি া করি এখানেই প্রসংগের ইতি টানা উচিত নয়। বিষয়টি আরো এগিয়ে নেয়া আবশ্যক নতুবা এখান থেকে আমরা কাজ সেরে চলে যাব আর ইয়াহিয়া খান ওদিকে তার দুরভিসন্ধি চালিয়ে যাবেন। আমি মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে দেশবাসীর প্রত্যাশা ছিল প্রকাশিত যুক্ত ইশতেহারের ভাষা আরো দৃঢ় হবে, শেখ মুজিবর রহমানের প্রাণ রক্ষা ও মুক্তি প্রসংগ অত্যন্ত কার্যকরীভাবে উল্লেখিত হবে। মনে হয়, এ প্রসংগে আমাদের সরকারের ব্যবও আগে যাছিল তা আরো নরম হয়ে গেছে, হতে পারে, সাংবিধানিক দিক থেকে কোন অপারগতা ছিল, মহোদয়, প্রশ্নটি কোন বিশেষ সাংবিধানিক অপারগতায় আবদ্ধ থাকার মত না, মন্ত্রী .লছেন, মিঃ গ্রোমিকো দেশে ফিরে গিয়ে তাঁর সরকারের সংগে এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করার অংগীকার করেছেন। দুদিন আগে সর্দার শরণ সিংকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম মুজিবর রহমান সম্পর্কে মিঃ গ্রোমিকো কি বলেছেন, আশ্বাসের স্বরে তিনি বললেন, গ্রোমিকো অত্যন্ত জোরালো ভাষায় তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন যে এমনটি হতে পারেনা। যদি সত্যি সত্যিই তিনি একপ বলে থাকেন তবে আজকের যুক্ত ইশতেহারে তার প্রভাব পড়তো। দুর্ভাগ্য বলতে হবে মিঃ গ্রোমিকো দেশে ফিরে যাবেন, তাঁর সরকারের সংগে আলোচনা করবেন, তারপর এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন তা জানা যাবে, এত বেশী সময় আমাদের হাতে নেই। মার্শাল 'ল' পদ্ধতিটা সিভিল লিটিগেশন বা সিভিল কেস এর মত নয়। ইয়াহিয়া খাঁ যখন নিজেই বিচারক সেজে বসেছেন, নিজেই সবকিছু করছেন তবে আর কে কার কাছে অভিযোগ করবে। অতএব মহোদয়, আমি প্রশ্ন করতে চাই, সরকার কি যথাযথভাবে বুঝতে পেরেছেন যে, সোভিয়েত সংঘ এর বেশী কিছু করতে পারবেন যা তার বক্তব্য হতে পরিষ্কারভাবে বোঝা য. : আমি বুঝি করতে পারে, করতে পারা উচিত . . . .

মহোদয় আজ, ইয়াহিয়া খাঁ শেখ মুজিবর রহমানকে রাষ্ট্রদ্রোহীরূপে শাস্তি দেবার চেষ্টা করছে কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হল, শেখ মুজিব একটি দেশের রাষ্ট্র প্রধান হয়ে গেছেন তিনি নব গঠিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, তাঁকে এভাবে হত্যা করার যে প্রয়াস চলছে সেটি আন্তর্জাতিক বিশ্বের জন্য অতি বড় কলঙ্ক কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা আজ কোন কিছু করতে পারছিনা কেননা, আমাদের

সরকার এখনো মনে করেননা যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের সময় হয়েছে। মহোদয়, আমি প্রস্তাব দিতে চাই যে একটি সময়ের জন্য সরকার প্রতীক্ষারত, ন্যূনপক্ষে এই ট্রায়াল এর ফলেই সেটি আজ সমাগত, সরকার এই সময়কে স্বীকৃতির জন্য নির্দ্ধারিত করুন। এরচেয়ে বিলম্ব করার কোন অবকাশ সম্ভবতঃ আর নেই।

আমার শেষ কথা যা ভূপেশ মহাশয় বলেছেন, আমার মিত্ররাও বলেছেন, বিশ্বজনমত এ ব্যাপারে চাপ প্রযোগ করুক অবশ্য পাকিস্তানে যে ধরণের জংগীশাহী প্রতিষ্ঠিত তার ওপর বিশ্বজনমত কতখানি কার্যকরী হবে আমি জানিনা তবু আমি মনে করি. আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী দায়িত্ব রয়েছে, এবং তারই পাকিস্তানকে বাধ্য করা ও তাকে থামানো উচিত। আমাদের সরকার তাকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিন যে, যুক্তরাষ্ট্র এযাবত পাকিস্তানকে ওপরে ওঠানোর জন্য এবং তাকে অস্ত্র দিয়ে যাকিছু করেছে তাতে আমাদের যে ক্ষতি হয়েছে শেখ মুজিবরের বিচার কার্যকরী করতে দিলে অনুরূপ ক্ষতি আমেরিকা আরো সংযোজন করবে, সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রকে কি বলে দেয়া হবে যে তাদের সংগে আমাদের বর্তমান সম্পর্ক যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায় সেজন্য আমেরিকা তার হৃদয়ের বন্ধুকে থামাক। আমেরিকা তাকে থামাতে পারে। তারাই পাকিস্তানকে অস্ত্র দিচ্ছে। তারাই পাকিস্তানের মস্তিষ্ক বিকার ঘটিয়েছে। আমরা যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে এই ভাষায় জানিয়ে দিয়ে তাকে আসন্ন দুর্ঘটনা থামাতে বাধ্য করি।

MR. CHAIRMAN: Mr. Gorey.

SHRI JOACHIM ALVA: Sir, I want only one minute.

MR. CHAIRMAN: No. no.

SHRI N. G. GOREY- I fully associate myself with what has been said here by my friend Shri Bhupesh Gupta, Mr. Basu and so many other hon friends. Sir, here is a case where we find that a Government that was rejected by the people is sending to the gallows a man who was crowned by the people. Sir, if at all Mujbur Rahman is put to death, it will not be his death because he will live in history, but it will be the death of Pakistan. Therefore Sir, I am really feeling very sad in my heart that such a great man, whose sacrifice and whose stature cannot be adequately described by all of us with all the words that we can express, is nearing the tragic end; but it may be one of the most glorious.

I still hope that his life would be saved and here, Sir I would like to subscribe to what Mr. Niren Gosh has said that let this Parliament, both the Houses as we did on the occasion of Bangla Desh—express their solidarity, their sense of sorrow and indigbnation at what is happening in Islamabad I have no doubt, Sir, that there will not be any dissenting voice in this House or that House if the Government comes forward with a Resolution. That its my first suggestion. The Prime Minister will be the fittest person to do it. Let her rest assured that all of us unanimously will support her.

The other thing that I wanted to know from the Govesnment is whether they could not insist on an Emergency Session of the Security Council, because, Sir, the Security Council ought to be informed that this is something that is likely to engulf the whole of this sub-continent in a turmoil which will lead to endless suffering and bloodshed. This is not something that concerns Mujibur Rahman, the individual but it concerns Mujibur Rahman as the representative and the sole representative of 75 million people and, therefore, Sir I would say that let the Prime Minister insist or even other friends like Soviet Russia insists on an Emergency Session of the Securiiy Council.

SHRI AKBAR ALI KHAN: Not only the people of Bangla Desh but majority of the Pakistan people want it.

SHRI N. G. GOREY: Yes. The third suggestion that I would like to make, and I would like to know from the Prime Minister whether she agrees to it, is whether she would not be able to write to U Thant to fly to Islamabad and stop this execution, if at all it is going to take place. This is something for which he should take the trouble to come all the way from the U.N. to Islamabad. If you remember his predecessor, Dag Hammarskjold, lost his life when he was trying to save the situation In Congo. It is something like that it is much worse. Therefore, Sir, I would like to give these suggestions and I' would like to know from the Government whether the Government would accept the same.

THE PRIME MINISTER (SHRIMATI INDIRA GANDHI): Sir, this is one of the occasions when the entire House has one feeling and one voice I share the agony which honurable Members have expresed and I appreciate the attitude of solidarity which some honurable Members of the Opposition have expressed. We are in a very difficult situation. Several suggestions have been made all of which are suggestion to which we have no objection at all. If we have a Resolution or I ask U Thant to go to Islamabad I see no objection in it but the only question that comes to my mind is, will it be effective, what will be the result? As some hon. Members have said there with a military regime which has been acting in the way that we have all seen and heard about, it will only disregard our Reslution or any feelings we may express with impunity. Whether U Thant will be wiilling to go after the sort of statement which he had issued is another question which comes to mind.

SHRI N. G. GOREY. He has failed to understand the gravity of the situation all along.

SHRI A. D. MANI (Madhya Pradesh): It w build public opinion.

SHRIMATI INDIRA GANDHI: As said, I have no objection to asking him to go; the only question in my mind is whether it will have any effect whether in fact he will go as a result of my letter. We have also to contend with the fact that whatever we do further irritates the military regime in West Pakistan so that whether we are the best people to be in the for front of any of his movement is also a question to be consideren. This is why; if sometimes we have not spoken as loudly or as strongly as hon. Members have wished, it is not because we do' not tell about his matter acutely but because of the thought as to what would be the effect. Would it create the opposite effect in the minds or increase certain—I do not want to use the word stubboin—that kind of thing; if these people are saying this that is all the more reason why we shall go ahead with tha. It can create that kind of reaction. These are some of the question which we must all consider before we decide what we do. We have not left a single stone unturned in trying to bring to the notice of the World Governments what is happening, the result. it can have in this entire area, specially our assessment of the future of that region and that we do think that what has happened in Banglaladesh cannot be reversed. Something is happending and we all know from history that the sort of action that the Government of West Pakistan is contemplating will not have the sort of results which they

hope it will have; it will have the opposite result. As hon. Members have meationed here martyrdom does not end something; it begins something. It makes the man immortal and it is always bound to streng then his cause. These are some of the questions which use and which we must keep in mind. If hon. Members of the opposition like we can sit together and furthter talk about this matter. As I said, I personally, or the Govesnment has no objection to any of the suggestions that have been made here and I would like to share with them the anxiety which arises in my mind.

Now, hon. Members have rightly pointed out that Sheikh Mujibur Rahman today is not just an individual. Whatever his good qualities or otherwise—I do not know him personally—he has become a symbol of the aspirations, he urges and the hopes of the people of Bangla Desh. He is the embodiment of the suffering and the spirit of sacrific of a very long suffering pepole, a peoplo who are extraordinary gifeted, sensitive and who have generally been of a more revolutionary mould than many others. So while we must continue all our efforts, if we can think of anything that will have actual effect then we should certainly do it. Nobody can be satisfied with what is happening.

Now, many Members asked about the replies that we got from the various Governments of the world. Most Governments do not want to say exactly what they are doing. They only give an indication that they have taken up this matter or they want to pursue his matter. For them also it is a question not merely of writing to President Yahya Khan or expressing their views, but of trying to find a way which will be effecttive. We believe that a large number of Governments have taken up this matter but how effective it is we just do not know. It does not seem to be very effecttive however much be the pressure. Some Government are in a possition to exert pressure, but whether, in the present circumstances of Pakistan, the military regime will want to yield to that pressure, whether they can expect them to yield to that pressure, these are also questions which perhaps they will take into account and make up their mind again

I would like to make only one point to hon. Members—not strictly concerned with Sheikh Mujibur Rahman or this matter—which is that at all time we should differentiate between the people of Pakistan—Bangla Desh, of course people even who live in the different provinces of West Pakistan—with whom we have no quarrel whatsoever and the military regime which is committing the atrocities in Bangla Desh and which is also responsible for the suppression of all political rights of the people of West Pakistan. I do not think I can say very much now We are aware that the United Nations has not done what it could have. We are aware of its many weaknesses not only on this occasion but on many other occasions and in other situations, and at that time we have always said that it is only a weakness Yet we supported it as a body because it is a forum and perhaps there is no other such forum. These are questions of long term assesment on which views have to be taken. Hon friend Shri Gurupada-swamy, rightly mentioned Joan of Arc, where after a summary trial of this sort, after her being burnt at the stake, finally she was practically declared a Saint and then definitely a national heroine. I do not think ultimatums or threats would serve any pupose. If they would serve any purpose, we certainly would not hesitable to deliver an ultimatum or to threaten anybody; we will do this that and the other, but it is for the House to decide whether an ultimatum will achieve any result whether we could do it to the

U.S.A or we could do it to the United Nations or we could do it to the Commonwealth. However strongly, however acutely, however agonisingly we feel over this question, we have to see that it is not one certaly of using any lanauage and it is not a question of having a constitutional or legal teeling on this question. The only point is what will be effective in frying to save the life of a person whom we feel is today much more than just an individual, even much more, as has been said, than a revolutionary of a fighter for freedom. He has come to symbolise something and the great tragedy of the situation is that it is not merely a stragedy of Bangla Desh, which is indeed very grave—the sufferings of the people—but the real tragedy. I think, is the apathy which we see of the other nations to what is happening there. So, I would like to support those Members who have said that on this grave issue we should remain united and have a feeling of solidarity and certainly we should sit together and see if anything more can be done.

MR. CHAIRMAN: I want to say one word. I share the anxiety and the feelings expressed in this House. I need not say that such a trial is unkown to civilization. If it against international law and if punishment is given in such a trial, it will be a crime against humanity.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব সীমান্তে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী কর্তৃক অবিরাম শত্রুতামূলক কার্যকলাপের ফলে সৃষ্ট মারাত্মক পরিস্থিতির উপর আলোচনা	রাজ্যসভার কার্য বিবরণী	১৮ নভেম্বর ১৯৭১।

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Serious Situation arising out of the continued Hostile and Provocative acts by Pakistan Troops on Eastern Borders

SHRI A. D. MANI (Madhya Pradesh): Sir, I beg to call the attention of the Minister of Defence to the serious situation arising out of the continued hostile, and provocative acts by Pakistani troops in Tripura, Meghalaya, Assam and West Bengal and their reported shelling of Agartala town in the night of November 15, 1971.

THE MINISTER OF STATE (DEFENCE PRODUCTION) IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): Sir, the Pakistani artillery fired 10 rounds into Agartala town around midnight of 15th/16th November. The shells fell near the Secretariat and Hospital. As a result of this shelling one civilian was killed and three civilians were injured. In reply our artillery fired on the Pakistani positions and their guns were silenced.

Government is aware of the hostile and provocative acts by Pakistani troops on our Eastern borders. They have indulged in unprovoked shelling across our borders in the States of Tripura, Meghalaya, Assam and West Bengal and there has been loss of life and property caused to our civil population and the refugees from Bangla Desh. They have also instigated acts of sabotage in the States of West Bengal, Assam, Meghalaya and Tripura by infiltrating saboteurs to disrupt our lines of communications in these sensitive areas, and to attempt to create panic in our civil population. We have taken steps to prevent intrusions of Pakistani Armed personnel across our borders as well as to silence the Pakistani guns which fire at us from across our borders. We have also taken steps to prevent incedent of sabotage and to protect the lives of our population, and our system of communication in these regions.

Honourable Members might recollect the statement I had made in this House on the 15th of November in which I had pointed out the serious situation that we face along our Eastern borders. Our Armed Forces are fully deployed along these borders and are prepared to meet any situation that may arise.

SHRI A. D. MANI: Sir, I think I have two opportunities to put questions. But I don't want to utilize the second opportunity. As mover of the Calling Attention motion I have two.

MR. CHAIRMAN: No, no. Only one question, please.

SHRI A. D. MANI: I want to make three points.

The situation is very grave. The Minister knows that the town of Kamalpur in Tripura was shelled for 11 days in succession, not one day. One civilian was killed and five planes were short down by the Pakistani troops. We do not want to invade any country. May I ask the Minister why can't we take some retaliatory action and destroy the enemy? This is a matter which concerns our security.

My second point is this. The Chief Minister of Assam came to Delhi and requested the Government to provide him with arrangements for rising Home Guards. How many arrests have been made under the Maintenance of Internal Security Act in regard to the saboteurs in Assam from Pakistan who have come into India and are damaging our railway lines? The third point I would like to ask him is The Pakistani troops have come even to the 24-Parganas-Alipore as the starting point of the 24-Parganas. They are very near Calcutta. A Pakistani submarine was sighted very near the Bombay harbour only last month, and it was chased by our naval vessel the 'Cauvery', and my information is that Pakistan's or Pakistan's friend's submarines are hovering round the Calcutta port. May I ask the Minister, in view of all these things. why should the Government hesitate and take up a defensive posture? Why cannot we go forward and destory its positions? An war in the circumstances may be justified.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA . Sir, it is not a fact that we have taken only defensive postures. I have explained in this statement and other statements also that whenever we found that there was any offensive in the shape of shelling or otherwise, we have promptly mounted a counter offensive and silenced them and driven out the intruders, and wherever it was necessary, this counter-offensive was mounted, and it has been successful. So, it is not correct to describe our positions as purely defensive positions. Sir, the second question that the hon. Member asked was regarding the Home Guards and the request of the Chief Minister of Assam. This matter has been disussed with the Chief Minister of Assam and satisfactory arrangements have been made in collaboration with the State Government Sir, the third question was about Pakistan's submarines. It is a fact that the submarins have been moving, but we have taken appropriate action to constrain their activities.

SHRI GODEY MURAHARI (Uttar Pradesh) . Sir, I would like to know from the Minister whether his attention has been drawn to the fact that 76 members of Pakistan's High Commission are leaving today for Karachi by a foreign airline. And it is evident that their Government is preparing for some kind of action. Otherwise, I do not think such a large exodus from their High Commission would take place. Also there is the fact that they have been stepping up their shelling activity and sending their aircraft. and the fact that there has been widespread sabotage by Pakistan's agents all over the country. Therefore I would like to know from the Government how long they would pursue the policy of wait and see, because this is costing us too much both in men and material and also in money. Therefore, I would like to know categorically from the Government whether the Government does not fell that it is high time that the Government took some positive action in this regard

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Sir. it is our resolve not to start the war ourselves and, therefore, short of that we are taking all the steps that are necessary to safeguard our integrity and borders and to contain these highly provocative actions by Pakistan's armed forces on our borders. Therefor, Sir, hon. Members will appreciate that with the constrains that we have put on ourselves we have been effectively meeting the challenge and the difficulties that

have been created on our borders by the condemnable activities of Pakistan's armed forces. Then, sir, about the exodus of Pakistan's High Commission personnel, we are not the Ministry dealing with it but we keep our information up to date in collaboration with the External Affairs Ministry.

SHRI GODEY MURAHARI : Seventy six of them are leaving today in a foreign plane.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : We know. We have studied this situation and we are keeping a very close watch on this.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY (West Bengal) : Will the hon. Minister let us know whether the Government is aware of the fact of Pakistani troops coming in the dead of night and raiding the private houses of individuals and assaulting the women? So many things are happening there. In view of this day-to-day shelling, is the Government considering evacuation of the civilian population from those particular regions which are very sensitive, which are regularly being shelled and where strong sabotage activities are going on?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Sir, the population that is living in the border areas is facing these difficult times with a great deal of valour and courage and, therefore, I do not think it would be a good idea to evacuate our civilian popolation from these areas A population with a high morale, organised discipline and courage is an asset to the defence forces and therefore, I do not think this suggestion of the hon. Member should be implemented But we are taking steps. whatever are necessary and possible in the circumstances, to safeguard the civilian life and property.

SHRI K. C. PANDA (Orissa) . In addition to the report that 12,000 razakers have entered into Indian border areas, it is also reported that in the Western Sector, near about Shersa—near the base camp and in Chandigarh, some Pakistanis have already established themselves as sardars. having beard and hair just like sardars, even reading Granth Saheb.

SARDAR NARINDAR SI GH BRAR (Punjab) : Not only like sardars..

Interruptions

SHRI K. C. PANDA , Please hear the next part of it. It is also being reported that Indian nationals, that is, sardars, are doing sabotage work. But to my knowledge, those Pakistanis posing themselves as sardars are doing the sabotage work. I want to know whether the Government has been apprised of all these things and what steps the Government is taking for protecting vital installations which may be subjected to sabotage.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : We are aware of the efforts that are being made by Pakistan to send in saboteurs and to organise acts of sabotage, and we have been taking effective action to put them down. I do not think the hon. Members expect us to go into the details of this matter, but I can assure the House that we are vigilant about the danger and we are taking steps to meet it.

SHRI CHITTA BASU (West Bengal) : Sir, I think the shelling by Pakistan is not intermittent but has become a regular and daily feature in particular

areas, namely, Nadia and 24-Parganas in West Bengal, Tripura, Meghalaya and Assam. From all these things it appears to me that the Pakistani Army is determined to carry out its attack on the eastern region in order to cut off Assam, Tripura and West Bengal from the country because all these areas are very sensitive like the neck of the body. In view of this, may I know from the hon. Minister what particular steps the Goverument has so far taken with regard to meeting this determined aggressive posture and acts of aggression from the side of Pakistan, particularly in this region? Further, I would also like to know whether it is also a fact that there has been continuous shelling for a few days in Boira, a part of 24-Parganas in West Bengal and, for the last few days people numbering about 10,000, as is reported, have started leaving the particular area? Is the Government aware of the fact and, if so, what particular measures are being taken in those very sensitive areas to build up the morale of the people, to boost up the morale of the people and to create conditions by which ihe people of the area could meet the aggressive offensive of Pakistan?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Sir, it is a fact that Pakistan has been regularly shelling certain sectors of our Eastern border, but it is not a fact that the morale of our population is by any standard low as might be implied by the statement and the question of the hon. Minister that there are further efforts needed to boost up the morale. The morale is good and the defensive action that we have taken and the offensive that we have mounted, whenever there was any shelling, has been very effective. We are completely aware of the situation there and, as I said earlier, we have taken the necessary steps that are called for in the situation. I do not think I should go into the details of that, Sir.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : I think the hon. Minister was quite balanced in what he spoke. There is a tendency on the part of the people in the Defence Ministry on such occasions to become Napoleans and I am glad that they are not trying to be Napoleans here. Our aim is not to start a war or to invite a war ; it is for Pakistan to decide what they are going to do. We have to defend the country ; we have no other aim except to defend the country.

SHRI RAJNARAIN (Uttar Pradesh) : Sabotage.

SHRI BHUPESH GUPTA : You may say sabotage ; do you want to go to war with Pakistan?

DR. BHAI MAHAVIR : Don't you have any concern for the Bangladesh people ?

SHRI BHUPESH GUPTA : Of course we have concern but those who egg on India to go to war with Pakistan are not helping the Bangladesh struggle ; they are only sabotaging the Bangladesh struggle. We should support the Bangladesh struggle in every way ; we should recognise them, we should give them every assistance. That is within our rights and if for that Pakistan attacks us it is also within our right to defend the country ; with all our

strength we should do so. There the matter ends. Now, Sir, I had been to the border areas in Meghalaya and the Assam area and I must say the morale is quite high of the civilians and also of the Armed Forces, but more important, the morale of the civilians was very high. I went almost to the border. I would not say whether I crossed it or not. Mr. Jagjivan Ram would not say many things. I found that our fields are being cultivated. The green fields are being cultivated and the peasants are cultivating. It shows two things. One is the morale of our villagers and the other is the protection the defence forces are giving to them. I think it is a very good thing. Our General Secretary went to the western border and visited it for fifteen days. Similary, he told me that he found in Punjab that the morale was quite high both of the Armed Forces and the people themselves. This is a very good thing. At the same time, is the hon. Minister aware that a large contingent of foreign tourists and hippies are crowding the border area and roaming about freely, especially in the Hussainiwala border area in Ferozepore district? The influx of foreigners from Pakistan to India has increased immensely during the last week. For example, fifty vans are coming daily now, whereas earlier the daily average was only three or four. The number of entrants without vans has also increased. Such visitors are a very potent source and a cover for espionage activities on behalf of the Pakistani military junta. Most of these entrants are US citizens and the big and sudden increase in their number is significant. Now, Sir, I suggest to the Government that this should be stopped. Those who have come should be taken under police escort from the Hussainiwala border and brought to Delhi and properly checked. This should not be allowed. I understand that the Central Government has issued no directive to the local authorities which is why they are not in a position to take action. This should be looked into by the Government. The second point is this. I Can say that some of the peasants in the border areas are facing some economic difficulties and gracefully they have accepted them for national defence. Mr. Jagjivan Ram knows very well what he has done. I entirely agree that the morale of our peasants is high, but they have been put to economic hardship, because they cannot cultivate crop in every area. What about paying compensation to the people of the border areas who have had to leave some of their things there in order that you may make convenient preparations? The people are gladly accepting it in Punjab, but their complaints or their needs are not being looked into by the Government. They should be paid compensation. As far as the Tripura border and others are concerned shelling is going on. When I was there shelling was going on. I was waiting for some shell to fall. Mr. Rajnarain would like a shell to fall on.

SHRI RAJNARAIN: No.

SHRI BHUPESH GUPTA: I will be finished with a simple shell, but Mr. Rajnarain will require not only a shell, but a bomber also to deal with him. So, I think, if he goes there we shall be inviting the Pakistani bombers. I can be done with by a small gun, but Mr. Rajnarain requires heavy artillery to be dealt with. Do not go to the border.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI BHUPESH GUPTA: I think our Government while it should not show any aggressive posture, when we are attacked and when we are shelled should reply effectively and well. When we are hit we should do so to hit the target. This is not our pastime. If Pakistan attacks us, confidence must

be given to the people in the manner of the reply that we give without in any way exposing ourselves to the charge that we have got any aggressive designs whatsoever. Nothing of the kind. We shall defend our borders, as I said, to show our strength. Therefore, the arrangement is very good, whenever you hit, you hit properly and well. That is all that I have to say.

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): I must thank the hon. Member for portraying a true picture of the morale of our people, whether civilians or Armed Forces, on the borders, on the western or the estern border, and any suggestion even by implication that steps should be taken to evaquate our population from the border will not be doing justice to the courage, valour and morale of our people on the border.

SHRI BHUPESH GUPTA: I did not suggest that.

SHRI JAGJIVAN RAM: You did not suggest that. Therefore, I have thanked you for portraying a true picture of the conditions on the border and of the morale of the civilians and the Armed Forces. I have thanked you for that. But at the same time I have said that such a suggestion should not be made by anybody in the House or outside. That will not be doing justice to the morale of our people on the border. You have visited, I have visited the borders, and I have seen agricultural operations been carried on just on the border I must congratulate our people, we must thank our people for the courage and forbearance that they are showing.

You have rightly pointed out that a large number of foreigners have passed during the past few days through the Hussainiwala and the Fazilka posts Normally, even in the previous years, this is the time when a large number of foreigners had passed through these posts. But this year, it has been noticed that the number has been slightly more than normal. And we are looking into as to what is the matter, why a large number of people from Western countries are coming. One thing to explain will be that a large number of people are coming to study the situation in Pakistan and India. Quite a large number of travellers have meet me, people who have visited Islamabad and visited Bangladesh, and then they have come to India to see whether it will be possible for Pakistan to keep Bangladesh or not. Such people are welcome. Let them come and see. They can make an objective study of the situation in Bangla Desh and the borders. But as I have said, we are looking into the matter as to what is the reason; why there has been some rise in the number of foreigners passing through Husainiwala. We have introduced certain restrictions on the visit of the foreigners to our forward areas. And there have been complaints. Some journalists and television people have approached us whether certain facilities could be provided to them under certain restrictions so that they could visit the border areas and see the actual position clearly. The Department concerned and the information and Broadcasting Ministry are working out certain arrangements. As suggested by you, we are examining about having such restrictions on the movement of the foreigners as will not affect our security measures in any way in the Borde. areas.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We have had enough discussion, I think.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): Not this side.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: One from each party. All right. Mr Parthasarathy,

SHRI R. T. PARTHASARATHY (Tamil Nadu): Are we not in a position of and undeclared war by Pakistan, the way things are carried on in the east and the west. It is good for our country to keep the Armed Forces in continuous tension on the borders? How are we going to break this and when are we going to break it ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKIA: This is a strange question. We have a grave situation existing on our borders and our troops are there to defend our territory and our independence, and it is necessary to keep them; as long as the threat is there, they will stay there and look after our security.

শ্রী রাজনারায়ণ : মহোদয়, আমাদের দেশের সীমা সরকার কি স্পষ্ট করে বলার ক্ষমতা রাখেন ?

উপমন্ত্রী (সিদ্ধেশ্বর প্রসাদ) : তা আপনিই জানেন।

শ্রী পীতাম্বর দাস: দক্ষিণে সমুদ্র।

শ্রী রাজনারায়ণ : আমি তা জানি। এ জন্য আমি চাই শ্রী জগজীবন রাম আমার প্রশ্ন ভালভাবে চিন্তা করুন। আমি চাই ভারতবর্ষের সরকার ভারতবর্ষের সীমার বিবরণ দিন। আগে যা পূর্ব বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত ছিল, ১৫ই মার্চের পর যা স্বাধীন বাংলা হয়ে গেছে তার ভেতরে ভারতের উত্তর সীমান্তে পুরা ১২ মাইল এলাকা এখন মুক্তাঞ্চল বলা হচ্ছে। সেটি আমাদের সীমান্তের কোন পয়েন্ট যেখান থেকে পরিমাপ করা যাবে ?

শ্রী বিদ্যাচরণ শুক্লা: ওই ১২ মাইল ভূখণ্ড বাংলাদেশের অংশ, বাংলাদেশ সরকারের আধিপত্য মুক্তি বাহিনীর দখলে আছে। ওই এলাকা তাদেরই। আমরা তাদেরকে যতটা নৈতিক ও অন্যান্য সাহায্য করতে পারি তা করে যাচ্ছি।

SHRI N SRI RAMA REDDY (Mysore): Sir, I had an opportunity to visit the border recently. I saw at that particular place—it was a market day—that people were crossing from either side very freely and purchases were going on and exchange of money was also going on.

And the exchange of money was going on and there were a number of hippies also. I saw them in Boira. Therefore, I would like to know whether the same situation prevails. It was quite possible that any number of saboteurs could easily come from the other side. They could cross into our country. Particularly I am asking this question because sabotage is taking place all over India. For instance, in kashmir a post office was burnt. In bombay a big bomb was discovered and railways are being damaged. Other things are happening in this country. This may work very badly as the tension increases from day to day. I would like to know whether the border is completely sealed for the saboteurs and other people comming over from the other side to this country.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : We have dealt with this question earlier. And I would like to state that we have mounted vigilance on our borders and we are trying to prevent any saboteurs from coming in, and that effort is continuing, and it is continuing with some success.

ড: ভাই মহাবীর : মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী সরকারের এই প্রত্যয় বারবার পুনরুচ্চার করছেন যে আমরা নিজেদের নিরাপত্তা বিধান করব। এ উক্তির ব্যাখ্যায় আমাদের বন্ধু ভূপেশ গুপ্তও বারবার বলেছেন, আমরা যুদ্ধ চাই না, আমরা শুধু নিজেদের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করব..

শ্রী বিদ্যাচরণ শুক্লা: আক্রমণ করতে চাইনা, লড়াই করতে চাই অবশ্যই।

ড: ভাই মহাবীর: তার নিজের ভাষা ছিল "We do not want a war but we will defend ourselves" অতপর এই বলুন আক্রমণও করতে চাই। মহোদয়, একদিকে যখন একথা বলা হচ্ছে তখন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর উক্তি যদি যুদ্ধ বাধে তবে পাকিস্তানের ভূখণ্ডেই হবে এবং যে পর্যন্ত আমরা অগ্রসর হব সেখান থেকে আমরা পশ্চাদপসারণ করবনা, আমি মনে করি সারা দেশের জন্য এরচেয়ে, বেশী প্রেরণাদায়ক কথা আর হতে পারেনা, এবং এজন্য তিনি প্রশংসিত হয়েছেন। কিন্তু আরেকটি কথা যা বলা হচ্ছে, আমরা শুধু নিজেদের প্রতিরক্ষা বিধান করব এবং এর অর্থ করা হচ্ছে, আমরা আমাদের দেশ অতিক্রম করব না, আমাদের সীমান্ত ছাড়িয়ে যাব না, তারা যখন লড়তে আসবে আমরা সেখানেই লড়ব, যখন তারা পলায়ন করবে তখন আমাদের সীমান্তের ওপর দিয়ে তাদের নিরাপদে চলে যেতে দেব—এই যদি আমাদের নীতি হয় তবে কিসের ভিত্তিতে পাকিস্তানের ভূখণ্ডে যুদ্ধ করার কথা আমরা ভাবছি?·····১৯৬৫ সালের যুদ্ধও তো অঘোষিত ছিল। তবে কি চিরদিনের জন্য আমাদের হাত বাঁধা, যতক্ষণ ঘোষণা হবেনা ততক্ষণ তারা আমাদের ভূখণ্ডে নির্বিঘ্নে এসে পড়বে, যখন চাইবে যুদ্ধ করবে, এবং যখন পালিয়ে যাবে স্বীয় ভূখণ্ডে তখন আমরা একপাও অগ্রসর হবনা, এই যদি পরিস্থিতি হয় তবে এটি সামরিক ষ্ট্রাটেজীর দিক থেকে অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ।

সুতরাং আমি চাই, সরকার তাঁর নীতি ব্যাখ্যা করুন, আমরা কি নিজেদের প্রতিরক্ষা বলতে শুধু এই বুঝাই যে, তারা যখন আমাদের ভূখণ্ডে এসে পড়বে কেবল তখনই আমরা হাতিয়ার তুলে নেব, তার আগে অস্ত্র ধরতে পারিনা?·······

জেনারেল হরবিংস সিংহ-এর সেই প্রবন্ধ মন্ত্রী মহোদয়ের জানা থাকতে পারে যার মধ্যে তিনি লিখেছেন, ইনিশিয়েটিভ মিলিটারী ষ্ট্রাটেজীর একটি মহান তত্ত্ব। আমরা এই ইনিশিয়েটিভ তাদের হাতেই তুলে দেই. এতে দেশের কল্যাণ হবেনা।

শেষ কথা আমি জিজ্ঞেস করব, নিজের দেশে ধ্বংসাত্মক কাজ ও স্যাবোটেজ হচ্ছে, সরকার এ সম্পর্কে অবহিত কিনা, এসবের পেছনে থাকে পাকিস্তান হাইকমিশনের কর্মচারীরি, অধিকারীর চিন্তা ও পরিকল্পনা। পাকিস্তান হাই কমিশনের অভ্যন্তরে যে সব ঘটনা ঘটে তা কয়েকবার এদেশের মানুষকে বিস্মিত ও আশ্চার্যন্বিত করেছে। হাইকমিশনের বাংলাদেশী কর্মচারীদেরকে সেখানে পেটানো হয়। এই ধরনের অপকর্ম রোধের জন্য সরকার সেখানে কোন প্রতিবিধান করছেন কিনা?

পাকিস্তান হাইকমিশনের লোকদের Diplomatic immunity দেয়া হয় যার ফলে আমরা তাদের অপকর্মসমূহ বন্ধ করতে পারিনা। আমি জানতে চাই, ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানস্থ আমাদের হাই কমিশনে তল্লাশী চালানো হয়েছিল আজকের সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই খবরের সত্যতা আছে কি না। যদি থাকে তবে সরকার সে তথ্য করে পেয়েছিলেন? এ তথ্য কি তখন পাওয়া গেছে যখন এসম্পর্কে রহস্যোদঘাটন করা হয়েছে? আমি সরকারের কাছ হতে এসব প্রশ্নের ব্যাখ্যা চাচ্ছি।

শ্রী বিদ্যাচরণ শুক্লা: উপসভাপতি মহাশয়, মাননীয় সদস্যের প্রশ্নসমূহের জবাব সরকার কর্তৃক কয়েকবার সুস্পষ্টভাবে দেয়া হয়েছে আমি এ পরিষদে সেগুলি আবার পুনরুক্তি করছি। প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও প্রধান মন্ত্রী মহাশয় এবং অন্যান্য সরকারী মুখপাত্র কয়েকবার পরিস্কার ভাবে একথা বলে দিয়েছেন যে আমরা আক্রমণ করব না কিন্তু আমাদের ওপর যদি

আক্রমণ হয়, তবে আমরা শুধু প্রতিরক্ষা বিধান করব এমনটি অবশ্যম্ভাবী নয় বরং সীমান্তের ওপারে যেখানেই আমাদের জন্য সুযোগোপযোগী হবে সেখানেই ভালভাবে যুদ্ধ করব যাতে গোটা যুদ্ধ তাদের ভূখণ্ডে সংঘটিত হয়, যাতে আমাদের মাটিতে আর কোন প্রকার অনুপ্রবেশ না ঘটে।

ডঃ ভাই মহাবীর: এখন যা হচ্ছে তা কি আক্রমণ নয় ?

শ্রী বিদ্যাচরণ শুক্লা: আমাদের নীতি আপনি ভাল ভাবে উপলব্ধি করুন। আত্মযুদ্ধে কোন ঘোষণা নেই।

দ্বিতীয় কথা, আপনি জিজ্ঞেস করেছেন, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ কি পাকিস্তান হাই কমিশন কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে আমাদের কাছে যে সব বস্তু এবং যেসব তথ্য আছে তার ভিত্তিতে আমরা ওই প্রকার ঘটনা ঘটতে দেইনা, এ ধরনের ঘটনা হতে দেশকে মুক্ত রাখার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছি। এখানে আমি এসম্পর্কে বিশদভাবে কিছু বলতে চাই না।

আপনার তৃতীয় প্রশ্ন, ১৯৬২ সালে করাচীতে আমাদের হাই কমিশন তল্লাশী করা হয়েছিল কিনা। এটি বিদেশ মন্ত্রণালয়ের প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, তাদের জিজ্ঞেস করলেই এর যথার্থ উত্তর মিলবে

SHRI MAHAVIR TYAGI (Uttar Pradesh): Sir, a military regime nobeing truly representative of the people, they generally tend to create an atmosphere of emergency only with a view to win over the sympathy of their people. It is under these circumstances that the situations are being created in Pakistan. The people of both Bangladesh and West Pakistan do not want to have war with India—that is my feeling. Are Government not aware that the people of both India and Pakistan are mostly unhappy with the hostility that is fast developing between the two countries? In case there evolves a general feeling in both countries for reunification, of both India and Pakistan, if the people as a whole both in India and Pakistan want to reunite again will the Government look into this question with favour?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: In the first question that the hon Member has asked, I think there is some substance in it. I think people of no country want war because the people are the greatest sufferers in case war breaks out anywhere. The second question that the hon. Member has asked is hypothetical and I do not think I am called upon to reply to it,

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ প্রশ্নে জাতিসংঘের তৃতীয় কমিটিতে চীন কর্তৃক পাকিস্তানের পক্ষে ভূমিকা গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা।	রাজ্যসভার কার্যবিবরণী।	২৩ নভেম্বর, ১৯৭১

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported Pro-Pakistani stand taken on the Bangla Desh issue by the Chinese representative in the Third Committee of the United Nations.

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa) : Sir, I beg to call the attention of the Minister of External Affairs to the reported pro-Pakistani stand taken on the Bangla Desh issue by the Chinese Representative in the third Committee of the United Nations and the reaction of the Government of India thereto.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SARDAR SWARAN SINGH) : Sir, Government have seen the statement made by the Chinese delegate on the question of Bangla Desh refugees, in the course of the debate in the third Committee of the United Nations. A copy of the statement is laid on the Table of the House. [*See* below] The statement was not unexpected.

The refugee problem has been created as a result of the atrocities committed by the West Pakistan military authorities against the people of Bangla Desh to suppress their democratic rights and fundamental freedoms. The allegation that this problem has been created by outside intervention is baseless. The solution of the problem can be found if the military rulers of West Pakistan abandon their military approach and make a political settlement with the already elected representatives of the people of Bangla Desh. For this reason, we have resisted Pakistan's attempt to divert attention from the main problem by converting it into an Indo-Pak dispute.

India is shouldering an intolerable burden in looking after these millions of refugees and is determined to ensure that they shall return to their homeland in safety and human dignity at the earliest possible date.

The grim tragedy which the millions of refugees represent, and for whom there is deep sympathy and support all over the world, cannot be ignored or evaded. The U. N. itself is directly involved in bringing relief to them Many nations have responded to the U. N. Secretary-Generals appeal. Attempts to introduce extraneous matters should not lead us away from the main problem. If the problem is considered objectively, no country, guided by considerations of humanity and justice, will allow itself to be side-tracked into extraneous and irrelevant arguments. No purpose will be served by accusations which are unrelated to reality. India has a proud record of non-interference in other country's domestic affairs and categorically rejects any insinuations to the contrary. India hopes that no country of the world and, in particular, no great Power, will add to the already existing tension in this region.

STATEMENT

The representatives of quite a few countries have spoken expressing concern on East Pakistan question. The Chinese Delegation would also like to make a few remarks on this question. The Chinese Government and people have always held that the internal affairs of any country should be settled by the people of that country itself. The position that has arisen is purely Pakistan's internal affairs which could be settled only by Pakistan and no other country has a right to interfere under any pretext. The so-called refugee quest on came into being and developed to this present stage due to a certain country's intervention in Pakistans internal affairs which has resulted in the present tension in the sub-continent. Recently, Pakistan Government has repeatedly proposed measures for relaxation of tension in the sub-continent and to settle the quest on of refugees. All these proposals have been rejected by the country concerned. They continued to exploit the question of refugees to interfere in the in ernal aff. irs of Pakistan and to carry out subversive activities against her and to obstruct the return of East Pakistan refugees to their homeland making a reasonable settlement impossible. These tactics of interference in the internal affairs are well known to the Chinese Government and the people. In our experience a certain country stepped up subversive activitiei in Tibet with a rebellion which was smashed by the Chinese people. They encouraged Chinese inhabitants into com'ng into that country and created the question of Tibetan refugees. We hold that interference in Pakistans internal affairs should be stopped. Only in this way refugees can be assisted in returning to there homeland. Chinese Government has always abided by the principle of peaceful co-existence and non-interference in the internal affairs of other countries and is firmly opposed to any country interfering in the internal affairs of a country under the pretext of so-called refugee question. Disputes between States should be settled through consultation between countries concerned. We belived that the broad masses of people in Pakistan are patriotic and are totally opposed to interference and they will certainly be able to solve their own problems.

SHRI LOKANATH MISRA: I wanted to know the reaction of the Government of India. What the hon. Minister of External Affairs has read in the shape of a statement is something which is being read and re-read in the House, and outside probably for the last three months. So there is nothing new in it at all, after this significant change in the attitude of the Chinese. What I wanted specifically to know is : What is the attitude or reaction of the Government of India to the new attitude shown by the representative of the Communist China in the United Nations, partioularly when the Government are go ng out of their way to approach the Chinese with all the tenderness at their command? Now, Sir, I want this specific reaction of the Government of India. And then I will ask some questions,......

SARDAR SWARAN SINGH , I have given very specific reaction that the allegations made in the statement of the Chinese delegation are in some respects baseless as others I have given my comments, this is very clear reaction to that statement.

MR. CHAIRMAN , Mr. Misra. You are entitled to ask the question.

SHRI LOKANATH MISRA : I will ask one question, howsoever long that question may be .....

MR. CHAIRMAN : Ask one question.

SHRI LOKANATH MISRA : Sir this is for clarification. There is now a proposal of upgrading the diplomatic relations between China and India to the ambassadoral level after we have attained in sufficient amount of normalcy. Sir. in view of this hostile attitude shown by the Communist Chinese Government and their attitude to suppress the Bang'a Desh movement in spite of our getting serious trouble out of it because of the refugee problem, because of our economy being shattred on account of the expenditure we are incurring on them and all that, and in view of Communist China's direct attempt at suppressing the Bangladesh issue.

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA (West Bengal) : The Bangladesh freedom movement.

SHRI LOKANATH MISRA : Yes the Bangladesh movement. The Bangladesh movement was the culmination of the free and fair franchise in Bangladesh and it is the majority obtained by Sheikh Mujibur Rahman that is being suppressed and for which the Bangladesh movement started. Therefore, I expected that the reaction of the Government of India should have been more categorical and should have been the attitude of a country fighting for the freedom of a people when some other country is standing in the way.

MR. CHAIRMAN : All right. This is a very good question.

SHRI LOKANATH MISRA : This is not the only question, Sir. In Addition to this, Sir, I am told that the Communist Chinese Government are bringing pressure on the Government of India pobably to top aid or atleast to bring down the amount of aid given to the Tibetan refugees and to their Dalai Lama. I am told........

MR. CHAIRMAN : What is your question ?

SHRI LOKANATH MISRA : This a question arising out of that.

MR. CHAIRMAN : No, no, what is your question?

SHRI LOKANATH MISRA : I would like to know whether this is not correct (*Interruptions*). I would appeal to the Treasury Benches. Let them not be impatient. I am dealing with their leaders, and the tails are at the fag end.

Now, Sir, I would like to know whether this aid is going to be diminished as a result of the pressure from Communist China and whether, in its extra zealousness and extra politeness the Government of India thought it fit to offend another country which is taking Rs. eight crores worth of wagons a year and is supplying foreign exchange to India, that is Taiwan, and asked its diplomatic missions abroad to stop—even giving travel visas to the Taiwanese tourist who are coming here to see probably the Tajmahal, to stop the tourist visas of those Taiwanese citizens. They were not officials. They were not anything else They were coming as tourist. Why the Government in its extra zealousness. asked its own diplomatic missions probably to stop those people from coming in even though the Government of India is dealing with Taiwan and getting Rs. eight crores worth of foreign exchange in the public sector?

SARDAR SWARAN SINGH : Sir, I must confess that even after very carefully listening to his question it was difficult for me to spot out as to what

he is asking me. He has given his own opinion on matters in his characteristic way, but he did not ask any particular or precise question for me to answer. He has made some comments and I would like to make very brief comments on one or two aspects. The first thing is that the attitude of Government on important issues does not change overnight and our desire to normalise relations, even to improve relations, is something which is worth trying all the time, a particular statement may be categoric on problem which is of great importance to us, but we have to take an overall view. A statement which may not be liked by us is hardly a ground for not going ahead with the process of normalisation.

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA ; After the last six years.

MR. CHAIRMAN : Please do not interrupt him.

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA : You have waited for six years.

SARDAR SWARAN SINGH: The other question that he has raised is that we should not stop the issue of tourist visas to certain Taiwanese. If the recent case is in the mind of the hon. Member I want to clarify it. This was a group of Taiwanese who wanted to come here to attend a conference, it was a non-official conference though. They applied for a visa in that Capacity to our Mission in Hong Kong. And according to the standing instruction, that was refused. Then, these people came over to Bangkok and then they recited according to our information erroneously stating that they wanted to go to India as tourists. Then the visa was issued. If they were coming as a delegation to attend a conference here, it was wrong on their part to mislead our Mission and ask for visas as tourists and then come here. They were not just tourist. So, this is our policy and we should adhere to it, and the attitude of the Peoples Republic of China should not create in our minds any doubts about our policy in relation to Taiwan I want to say very categoreeally that we are strongly of the opinion and this has been our view throughout, that there is only one China and the People Republic of China is the legitimate Government of that China. We do not recognise Taiwan and we cannot accept the two-China theory.

SHRI LOKANATH MISRA; What about the aid to the Tibetan refugees?

SARDAR SWARAN SINGH: There is no question of the Tibetan refugees For the information of the hon. Member there is no move to cut down the aid to the Tibetan refugees.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

SHRI N. G. GORAY (Maharashtra) : I do not now how this Taiwan thing figures, and in order to put this Calling Attention matter in its proper perspective, I would like to read a few sentences from what the Chinese delegation leader has said actually.

SARDAR SWARAN SINGH : I have placed a copy on the Table.

SHRI N. G. GORAY: But I want to emphasise some of the things. He said that "the so-called refugee question came into being and developed to this present stage-- Owe to a certain country's intervention in Pakistan's internal affairs and resuited in the present tension in the subcontinent. So he has quarely accused India of being the cause in the present conflict between India and Pakistan. Not only that but also for the tension that prevailed in that particular area. That is number one.

Then he goes on to accu e India further. Mr. Fu Hao said "it continued to exploit the question of refugees to interfere in the internal affairs of Pakistan and to carry out subversive activities against it and to obstruct the return of East Pakistan refugees.' This is accusation number two, that we are deliberately trying to prevent the refugees from going back.

The third accusation is that so far as the Chinese people were concerned, it was nothing new to them because India had tried to interfere similarly in the Tibetan affairs and it was because of India's interference that relations between China and India got worsened.

These are three well-pointed accusations brought against India. Sir, this particular accusation assumes significance in the light of our attempts to normalise our relations with China. We are trying out best and, if the Prime Minister has been correctly reported, she even went to the extent of saying that the Aksai Chin problem also could be discussed. This is what had appeared in the press--I do not know whether she was correctly reported. So it means that the Aksai Chin problem from which the whole China-India coflict started in the days of Pandit Nehru, that also we are ready to sit at a table and discuss and find out a solution. This is our offer to China; and since we are prepared to come to some normal friendly relations with that country. I would like to ask whether the External Affairs Minister has taken note of the implications of all these accusations. Every sentence has a poisoned [illegible] It is very pointed and they want to destroy the image that India has built throughout the last six months. Our effort has been to go and try and convince every country that it is not a question between India and Pakistan but it is really due to the military junta's policy of suppression that this particular affair has come to this pass and that India will be very happy if all the refugees go back and wants that all the refugees should go back but the refugees will not go back until Islamabad's military junta changes its attitude. Now the Chinese delegation has tried to completely subvert this and they have called India responsibie for all that has happened here. In view of all this, I would like to know whether the Prime Minister and the Foreign Minister will take note of the unchanged attitude that China has maintained during the last so many years and even now. It not only accuses India about this affair but also says that it is in keeping with the policy which was manifest so far as the Tibetan affair was concerned--that India has a continuous policy of interfering in the affairs of other countries and trying to get benefit out of that. So I would like to know what the specific reasons are and how far this particular observation—this accusation in the U N. which is, after all, a world forum--going to affect our attempts to normalise our relation with China.

SARDAR SWARAN SINGH : Sir, with regard to the three specific points which the hon. Member has pin-pointed from the statement of the Chinese Delegate before the Third U.N. Committee, there are clear reactions of the Government contained in the Statement that I read out in the beginning and I need not refer to the specific sentences. But because he has made special references to certain accusations, the reply to the first accusation is that the allegation that the refugee problem has been created by an outside intervention is baseless. The second point is that we are preventing the return of these refugees. The reply is in the third paragraph of the Statement that I read, namely:

> "India is shouldering an intolerable burden in looking after these millions of refugees and is determine to ensure that they shall return to thei homeland in safety and human dignity at the earliest possible date."

There is, therefore, no question of our preventing the refugees to return.

The specific reaction to the third point is also contained in the ultimate paragraph in which we have said that we have a proud record of non-interference in other country's domestic affairs and we categorically reject any insinuations to the country. So the other reactions to the points about which the hon. Member has made a reference, are clear and precise and they are contained in the Statement that I have already made. Based on this, the hon. Member has asked me if I have taken note of it, of course, we have taken note of it. That is why reactions of the Government have also been made clear. Whether it is correct or not...

SHRI N. G. GORAY : It is such a sharp reaction that the friendly relations with China would not be normalised.

SARDAR SWARAN SINGH : If we proceed on this basis that by my making the sharp statement any country can destroy the image that we are building up, we are underestimating both the world and ourselves. We will have countries who will be opposed to our views, we will have countries who will support our views and I do not see any reason why we should take such a view if any country takes a view which we do not like. We have to express our view point and this we have done and we will also make a suitable statement, if it has not already been made by our Representative in the U.N. Forum also.

The other point that he has mentioned is about our efforts to normalise relations. I think we should take this point on merits and we should not be too much deflected from the pursuit of that policy merely because on this particular issue the Chinese attitude is against us. That should not be the ground for our not going ahead with our proramme and our proposal to normalise relations. As a matter of fact, for all these reasons there appears to be greater reason to believe that the relations should be normalised.

SHRI N. G. GORAY : Have you made any proposal on Aksai Chin?

SARDAR SWARAN SINGH : No, we have not made any proposal on Aksai Chin.

রাজ্যসভা ২৩শে নভেম্বর, ১৯৭১

শ্রী সীতারাম কেশরী (বিহার) : উপ-সভাপতি মহাশয়, জাতিসংঘে চীনের প্রতিনিধি যে ভাষণ দিয়েছেন যার ভিত্তিতে এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব তথা আপনার বক্তব্য এসেছে, আমি কি জানতে পারি তাদের ওই বক্তব্য সত্ত্বেও আমরা তাদের সংগে সম্পর্ক নর্মালাইজ করব? চীনা প্রতিনিধি তাঁর ভাষণে কি একথাও বলেছেন যে পাকিস্তান ও ভারত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলে তারা পাকিস্তানকে সমর্থন করবে? যদি এমন কোন বক্তব্য না দিয়ে থাকেন তবে শুধুমাত্র জাতিসংঘে প্রদত্ত একটি বক্তব্যের দরুণ, এবং নিজেদের ভুলকে আমাদের ভুল বলে অভিহিত করার অর্থাৎ শরণার্থী সমস্যার ব্যাপারে তারা যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং বলেছে, তিব্বতে যে সব শরণার্থী এসেছিল তাদের নিয়ে ভারত তাই করেছিল যা সে আজ করছে, এর দ্বারা আমি ধরে নেব যে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে চীন পাকিস্তানকে সমর্থন করবে আর যদি এমন আভাস পাওয়া না যায় তাহলে চীনের সংগে সুসম্পর্ক গড়ার নীতি অব্যাহত না রাখা কি সমীচীন?

SARDAR SWARAN SINGH : Sir, I have placed the actual copy of the statement that was made by the Chinese Delegatee on the Table of the House. He has expressed his own view about the situation and he is entitled to Save his own view,

শ্রী সীতারাম কেশরী : তাহলে আমি কি এই সিদ্ধান্ত নেব যে, তাঁর ভাষণে যুদ্ধের কোন প্রকার ইংগিত নেই এবং তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে সহযোগিতা লাভের সম্ভাবনা আছে ?

SARDAR SWARAN SINGH I would not like to comment upon that prospect.

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE (West Bengal) : Sir the Minister in the course of his reply stated that the Government cannot change its attitude towards China merely on their statement in the Third Committee of the United Nations. In view of that may I know from the Minister whether they have found other common points of agreement with China upon which normalisation of relationship with China may be developed ?

Secondly may I know from the Minister whether they have taken any measure to convince the Chinese Government in various diplomatic ways by sending missions or by using the offices of common friends about the actual position and happenings in Bangla Desh and about the real problem of the refugees so that the Chinese may not draw an analogy between Tibetan refugees and these refugees as they seem to have done ? In view of this may I know what specific measures they are going to take to apprise the Chinese about the actual situation and the real problem of the Bangla Desh freedom struggle that is going on there ?

SARDAR SWARAN SINGH : About the last part of his query we have bee in touch with the Government representative of the People's Republic of China of the this Bangla Desh question. We have explained the position in Peking and also to their representative here in Delhi. We will continue these efforts and now will have contact in New York also. We will explain the position.

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE : Did the Prime Minister write any letter to Chou En-Lai as she wrote to various other Heads of States ?

SARDAR SWARAN SINGH : The Prime Minister sent a message to the Minister of the Peoples Republic of China.

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE : That was congratulating on admission to the U.N. I am asking on this issue of Bangla Desh.

SARDAR SWARAN SINGH : There was an earlier letter about Bangla Desh also. So this will be a continuous effort. Even if we do not succeed in convincing any country or any representative still our efforts should to be explain our view-point and this we will continue to do.

SHRI N SRI RAMA REDDY (Mysore) : Sir, we have heard the hon Minister of External Affairs on Government of India's reaction to the speech made by China in the Third Committee of the U.N. This Committee was said to be a Committee where humanitarian matters were to be considered. The Committee was considering the problems of one crore of people who have left their hearths and homes and migrated into India seeking India's protection. We have also declared that is on humanitarian grounds that we are giving succour and help to these refugees. While considering such a vast and massive human

problem China makes up political questions and declares that it is an internal affair of Pakistan in which India ougth not to have interfered. This is a very very serious charge. I cannot take it lying low. Secondly China also says we are doing subversive activites and preventing the refugees from going back to their own territory. At what enormous cost, at what enormous sacrifice we have been doing this job of helping the refugees has not been taken into consideration at all by China and they say it is a subversive act. I think it is time that we took up this matter, not in the form of goody-goody letters. Once we were saying Hindi-Chini Bhai Bhai and what happened ? Aksai Chin was occupied and an attack on India was made. We know the behaviour of China. It has been very treacherous indeed. I cannot hide my feelings, however much the Government of India is anxious to cultivate China. Probably we cannot cultivate China better than what the late respected Jawaharlal Nehru did. He did everything in his power to cultivate the friendship of China and the return was treachery. We asked for bread and we got stones. This is our experience. This is their very first speech soon after the entry of China into the UN. We did our best, but the result has already started. Is our Government going to be sativfied with merely writing goody-goody letters? Are they going to take up the matter seriously? Why should not a protest letter go? When the whole world recognises it as a human problem and the whole world has come forward with aid to the unfortunate refugees numbering not less than one crore. China alone comes forward with such a statement. No. even Tunisia which has introduced another resolution has said so. China cem s forward with such a statement as this on the very first occasion of its entry into the UN. This is especially a warning. We knew the days of Hindi-Chini Bhai Bhai. I thought that soon the days of Hindi-Chini Bhai Bhai' were going to be revived again. I thought normalisation would take place and friendship would soon grow. There has been exchange of good letters between our Minister of External Affairs and his counterpart in China and also between the Prime Minister and Mr. Chou En-lai. All this led us to believe that we are now treading a different path and it is quite posible to establish friendship with China, but soon after such a situation has come to pass. On the very first day China has said this It is better that the Government of India should take serious note of the situation, the attitude of China, and send a strong protest saying that India is not engaged in subversive activites. India is engaged only in a humanitarian work. A crore of people have left their hearths and homes on account of the goondaism and genocide by the military junta. Let us take it up very seriously. Very serious action must be taken by the Government of India. This goody-goody thing will not do.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : What is your question?

SHRI N. SRI RAMA REDDY : Are the Government of India going to be satisfied with merely writing letters or are they going to send a serious protest to China?

SARDAR SWARAN SINGH : There is no need for sending a protest note. I have expressed our view-point quite clearly. In the UN forum each country is entitled to press its view-point We will press our view-point. There is no question of sending protest notes on statements that are made in the UN

SHRI N. SRI RAMA REDDY : It is a forerunner of the events that are going to follow later on. We are in a serious struggle. We have to take note of every word uttered by China.

SARDAR SWARAN SINGH : Yes, Sir, we have taken note of every word uttered by China and also we have taken serious note of every word uttered by my hon friend.

SHRI BHUPESH GUPTA : Let China have good relations with America. We are not opposed to that. But it should not be based on anti-Sovietism. Bangladesh is a major issue. It is very important that one cannot oppose Bangladesh struggle and support Yahya Khan and yet play an important role in world politics. This major issue is the test for one's sincerity. I saw in the border areas Chinese automatic rifles seized from the Razakars in Bangladesh by Mukti Bahini. Mao said that power comes from the barrel of the gun. It now appears that barrel of the gun delivers the power for Yahya Khan to help him retain his power. Even in theory it is not proved in Bangladesh.

If government wants to normalise relations it is good. There is nothing wrong so long as it is based on sound principles. As he suggested. I do not think that we should get provoked. I am in agreement with Sardar Swaran Singh when he said that we should not forget that Yahya Khan is trying to exploit this thing for his design. It is also to be noted that Bhutto's visit to China did not deliver goods as expected and journalists in the world have come out and said that Bhutto did not get anything, not even a proper type of assurance. I would not like to attach much importance to it. But I think that China internally is facing some crisis. We hear about Lin Piao and other internal power conflicts. All these things should be taken into consideration before formulating your policy. My friend was asking government to be provocative without being affected. By and large I support the position the government has taken in regard to this matter and I hope sobriety and wisdom will be maintained and government will not yield to provocation as suggested by my friend. I am a little amazed. My friend wanted friendship with China when Indo-Soviet treaty came. Why Soviet Union and why not China? That was the attitude. Today they are saying something else. I do not know what they mean. I consider Sardar Swran Singh to be a sober man and he has to be given support by the Parliament in a very critical and taxing situation. We should not take political advantage out of it. We are passing through a crisis and we should keep that in mind. Interests of the people of Bangladesh and national interests should be the prime consideration in our mind while giving nuances to the foreign policy and working out the details of operations in the world today.

SHRI THILLAI VILLALAN : Sir, I have got only one question to put for clarification. The sharp speech made by the Chinese Representative in the Third Committee of the UN is a deliberate attempt of demolishing the image of our country which we projected for years. My question for clarification is this : What is the impact of this speech on the world countries ? I want a specific answer as to whether the speech has made any change in the attitude of the countries which were supporting us previously.

SARDAR SWARAN SINGH : Sir, no change in the attitude of any such countries about which the hon. Member has mentioned has come to our notice. None of those countries has said that it has changed its appreciation of the situation or its attitude towards this problem. As a result of this speech no one has communicated to us any change to that effect.

শ্রী পীতাম্বর দাস : মহোদয়, একটি ছোট্ট কথা আমি জিজ্ঞেস করব। চীন আমাদের প্রতিবেশী, পাকিস্তানও আমাদের প্রতিবেশী। প্রতিবেশীর সংগে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখা নিজের

জন্য লাভজনক হয় এবং সকলেই চায় ভাল সম্পর্ক থাকুক এটাই স্বাভাবিক। আমাদের দুর্ভাগ্য, প্রতিষ্ঠাকাল হতে পাকিস্তানের সংগে আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্বেও সম্পর্ক ভাল যাচ্ছেনা। পাকিস্তান আমাদেরকে এক নম্বর শত্রু বলে অভিহিত করেছে এবং যখনই সুযোগ পেয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। চীনের সংগে আমাদের মিত্রতার সম্পর্ক ছিল আর এমন দিনও এলো যখন সে সম্পর্ক ছিন্ন হলো। ১৯৬২ সালে আমাদের ওপর যখন আক্রমণ করা হয় তখন এই পরামর্শ দেয়া হয়েছিল যে চীনা আক্রমণের কালে পাকিস্তানের সংগে যে কোন ভাবে মিত্রতার সম্পর্ক গড়ে রাখা হোক কেননা দুই প্রতিবেশীর সংগে যুগপৎভাবে বিবাদ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, সেটি কারও কাম্য ও নয়। এতদুর পরামর্শ দেয়া হয়েছিল যে, যদি পাকিস্তানকে কাশ্মীর দিয়েও খুশী করা যায় তবু ভাল কেননা চীনের সংগে বিবাদ আছে। অতঃপর যখন পাকিস্তানের সংগে আমাদের বিসম্বাদ শুরু হল তখন এতদূর বলা হল যে 'আকসায়ে চীন' সম্পর্কেও আলোচনা করা হোক। আমি একথা বলছিনা যে কেউ চীনকে 'আকসায়ে চীন' দিয়ে দিতে বলছে (I do not go to that length) হাঁ, 'আকসায়ে চীন' প্রশ্নে দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় যদি কাজ চলে তবে সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের জন্য সেটি অত্যন্ত ভাল কাজ হবে। এই পরামর্শ রাখা যায়।

অতএব আমি বলতে চাই, এই দুই প্রতিবেশীর মধ্যে চীনের সংগে যখন আমাদের বিরোধ বাধে তখন কিছু না কিছু নিয়ে দিয়ে পাকিস্তানের সংগে চলুন, আর যখন পাকিস্তানের সংগে বিরোধ আসন্ন তখন চীনের সংগে আপোষ করে সম্পর্ক রেখে চলুন। আমরা যখন এই আবর্তে পড়ে গেছি তখন তা থেকে বেরুনোর জন্য আমাদের বিদেশ মন্ত্রী কি ভাবছেন এবং কি তাঁর পরামর্শ ?

SARDAR SWARAN SINGH : Sir, it is not our policy that we should surrender any of our vital positions in our effort to improve relations. In fact, relations, can be improved and normalised without giving up any position, any vital position, and it is wrong approach ......

SHRI PITAMBER DAS : That would be a matter of opinion.

SARDAR SWARAN SINGH : A matter of decision -decision by Government and by Parliament. 'Vitality' can always be decided by discussion. This is the process of discussion. And it is wrong to suggest that at any time we had ever contemplated or tried to improve our relations with Pakistan by giving up our position on Kashmir. It is absolutely an unjustified suggestion. We never contemplated that. We always regard Kashmir as an integral part of India. There has been no deviation on that issue at all. Even now, if we want to improve relations with China and with Pakistan, it is because we believe tyat people of Pakistan, people in China, people in India, want to live in peace and good neighbourly relations. Governments have their own attitudes; Governments can change their attitude also. But, basically, our attitude or objective in relation to our neighbours, whatever our present difficulties, is clear : this should be to normalise relations as much as possible and try to hold our position and not get deflected from the pursuit of that policy by immediate difficulties. Those difficulties are very real, and sometimes they are overwhelming, but the fact that a particular situation is of a serious character casts more responsibilities on us to behave in a dignified manner and pursue our policy and to be clear about our goals. And it is possible to do that without sacrificing our interests.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Puri. Last question.

SHRI DEV DATT PURI (Haryana) : First of all, I would request Members not to be so little and very sensitive at a time like this when we

have seen some unfortunate statements made by China, and get completely upset about it and talk about our intention to barter away our areas, and so on and so forth. At the same time, Sir, I would like to seek a clear, unambiguous and unequivocal assurance from the Government that their endeavours to isolate Pakistan, at any rate at a time like this when they are committing atrocities in Bangladesh, will continue undeterred and undounted despite some unfortunate statements made by China or any other country in the United Nations or elsewhere. I want that assurance from the Government. At the same time, I wish to ask them as to whether, having regard to the fact that these Taiwanese obtained their visas on misrepresentation, by dubious methods, and methods which were not straightforward, are the Government feelings so helpless at this time that they cannot undo the wrong that has been done?

SARDAR SWARAN SINGH : Sir, with regard to the first question. I would like to suggest that the unwise action of the military rulers of Pakistan in unleashing oppression against their own people to suppress democratic rights of the people, is the main reason why Pakistan is isolated today. And the world has understood the situation and, therefore, there is very little support to these atrocities that are being committed and continue to be committed by the Pakistani military regime against the people of Bangladesh. This is the main reason why they are isolated.

And I think that the statements which might be made to support their case are not likely to be received by the international community who have got their independent ways of knowing the facts of the situation, and I think the essentials of the situation in Bangladesh are clear to the international community.

About the Taiwanese having obtained by misrepresentation the visas, it is a matter about which we are not helpless. We could, if we like, throw them out but I think the visa period has already expired and they must have already left the country.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সাম্প্রতিক বিদেশ সফরের ওপর আলোচনাকালে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি।	'দি ইয়ার্স অফ এন্ডিভার'	৩০ নভেম্বর, ১৯৭১।

UNITED APPROACH

I am not talking about my statement even though that is the main matter under consideration, because most of the Hon. Members who spoke, rightly spoke about the question which was uppermost in my mind when I went abroad. Whatever I have to say about my tour I have already stated in my statement and I do not think any new questions have arisen on that account. Here in this House I see a basic unity of outlook on this issue and I think there is general support also. I should like to thank the Hon. Members for the manner in which they have spoken. I should specially like to thank my old friend, Shri Babubhai Chinai and Shri Pranab Kumar Mukherjee who spoke just now with such understanding of the situation. Prof. Ruthnaswamy was kind but of course he expressed typical Swatantra point of view.

Dr. Bhai Mahavir not unexpectedly made some rather carping remarks which were typical of him. I seem to irritate President Yahya Khan and who does not even—I am not talking of Dr. Mahavir but the other gentleman—like to take my name when he refers to me. Dr. Bhai Mahavir spoke about my Projecting a Personal image. Now when one goes abroad, especially as Prime Minister one goes as a representative of the people—any honour that is done to an Indian is an honour to the country and usually another country can only honour a country through somebody whether he is a scientist or even if he is an ordinary citizen. So, I do not think that if an honour is done to me or if I have been able to Project an image, it is certainly not to a person isolated from a country, but as I have said on a previous occasion, it is an honour to the country and what they think the country stands for. So from that point of view, any honour I received is as important as paying tribute to the country direct.

Another remark made by Dr. Bhai Mahavir was about our showing restraint at the wrong time. I think some Hon. Members were not listening to him as quietly as they should have and he remarked that they were not being patient when they should be patient and the Government was patient when it should not be patient. I agree with him that Hon. Member could occasionally show greater patience but I think the Government should always show restraint and Patience especially a Government which is sure of itself and sure of its people. I do not think that our friends from across the border have gained much by their lack of patience and by the tone of their statements, their threats and provocations, and I think we have gained a great deal by putting all these threats, all these abusive words, if I can put it that way, in their proper Perspective; that is, they do not ruffle us, they do not divert us from what we are going to do, what we think is right for our country and they do not rouse our anger in that sense. Of course one is angry, not

---

From reply to discussion in Rajya Sabha on Prime Minister's Statement on her tour abroad, November 30, 1971.

because of words used; one is angry at what is happening in Bangladesh; one is angry because it seems to us such an unnecessary tragedy. It has taken the lives of millions of people and has uprooted millions of people froms their homes. It is not only those who have come to our refugee camps who are uprooted but from what one hears from foreign correspondents and those who have been to Dhaka and other parts of Bangladesh, the entire country is like a refugee camp; that is, vast masses of the population are moving from village to village, nobody knows who belongs to which village. When they are harassed in one area and when they see an empty village or part of an empty village they may settle down there or they may find that they cannot live there and they move on. So the conditions there are quite chaotic but I would only like to say that the Jan Sangh has its own manner of functioning They are welcome to it. They have seen, I think, in the past whether it has brought them honour or success. We have a different way of functioning and we are going to stick to our way which I think is certainly more dignified and gets us better results also.

Now there was one point. I think it was Prof. Ruthnaswamy who said something about the Indo-Soviet Treaty being a handicap in the Prime Minister's baggage. I do not know who is handicapped; it certainly did not handicap me. No foreign official or head of State or Government whom I met even mentioned the Treaty. The question was asked at press conferences. Nobody else was at all concerned. I think they understood the situation; people may use these phrases but I do not think anybody really thinks that India has changed her policy or is going to change her policy. In fact my own guess is part of the reason why we irritate other people so much is just this that they find it irritating that here is a Government and people who are not willing to change at their request or at their hint or whatever it is.

Shri Chatterjee spoke of my concentrating on seeking finanacial aid for the refugees. This also I explained everywhere. I have never asked for financial aid. It was again in reply to questions at press conferences that I have said that the help from the international community has been negligible, which it has been, and I can hardly not answer a simple question like that. I have neveraskedfor help of this kind or another. Neither have I given any advice to foreign Governments. I have said, it is for you to decide what is in your national interest; we cannot expect you to do something which is not in your national interests but we think what is happening here on the sub-continent and its likely consequences will affect peace in Asia and therefore peace in the world. I thnk all the countries will be affected by it in the long run and it is better they realised the situation and faced up to it now rather than make changes in their policy later on.

Sommething else Shri Chatterjee said. I do not know whether I misunderstood him. Did he say that I had said either the Mukti Bahini or those who are fighting were seeking a solution within Pakistan?

My point has been that it is only the people of Bangladesh who have the authority to say what they want; I mean they know what they want. I do not think I have the authority to say on their behalf that this is what should be the solution. So far as I am concerned I can give my view, as I did give my view, that they would not now settle for anything less than liberation. I told them very clearly that if any talks are to be held, it should be with the people who have been elected by the public of Bangladesh. By that I did not mean these new people who have come in unopposed by any means. So, we have all along stressed the main and the basic issues involved and tried to draw people's attention

to it. Now, it has been Pakistan's consistent effort to try to internationalise the issues and to try to turn it into an Indo-Pak dispute. This is what I had to face everywhere. Everywhere they said: If only you will agree to talk to General Yahya Khan, if only your Foreign Minister can go or your representative can go, then things will be solved. It is in answer to them that I had to say that they will not be solved because this is not our country and it is only the people of the country who can solve their problems or who can state them. Naturally I had to say that Sheikh Mujibur Rahman is their undisputed leader and he is the person who is the most authorised to speak on their behalf, but I did add that in order to voice the opinion of the people of Bangladesh, he must be free. He must be able to know what is happening in Bangladesh. He cannot express his opinion if he has had no knowledge of what has happened and what is happening, as is to be the case. So, this attempt to bring the whole matter to the Security Council, I think, is part of the same game, that is, to confuse the realities of the situation, and those who are moving in this direction cannot but be suspect in the eyes of the Indian people.

Kashmir, of course, is as much a part of India as Gujarat or Maharashtra or any other part of the country and any attack there, as any attack anywhere else, will be repulsed and fought with all the strength at our command. The Hon. Member, who spoke just before me, has given you, in brief, an account of what happened in the earlier periods, that in both the wars which we have had on the borders of Kashmir in 1947 and 1965 we did not have adequate forces there, for good reasons. The people, the common people, the Gujjars, the nomadic tribes, the peasant or the other people stood so solidly with us. They brought the first news, that the people were coming and doing propaganda against us They gave all this news. They were the first in the line of resistance and we were able to stand up to those invasions which in the beginning were not obvious invasions. They were hidden because they were infiltrators. Today also aggression is committed on India. As I said in my speeches, there was a new kind of aggression. The Pakistani armies may not have massed on our soil, but it was an invasion when we have such a large proportion of the population of another country coming on to our soil. It is a kind of invasion. Now, many of them are genuine refugees in difficulties.

Nevertheless, the problem that their coming has created does threaten the security of our country and the stability of our country. Amongts them are people who are not genuine refugees. So, from all these point of view, they are threatening our security and, therefore, it is a kind of aggression. Now, we have remained restrained. But we have silenced some Pakistani guns, we have dealt with their tanks and we have brought down some of their intruding aircraft. But we have not posed a counter-threat in any sense of the word. But we cannot allow the annihilation of the people next door to us. I mean, this is what has to be very clearly understood by the world and which I did speak to them. It is not like two equal armies fighting there, the Mukti Bahini and the West Pakistan troops. It is a fully equipped army fighting with the people, some of whom have been trained in the East Pakistan Rifles and the East Bengal Regiment, some of whom have been trained very quickly in the various camps run by the leaders of these two para-military forces. But nevertheless, they are not equal in that way to the army, and it is not in our national interest that an entire people, not just the Mukti Bahini, but the entire unarmed Population of Bangladesh should be annihilated. Although the threat is already great, anything like this happening or even happening partially would increase the threat to our security immediately and also for the future.

On the western side, our armed forces were deployed some time after the Pakistani troops moved up to our borders. We have not taken any initiative there. But, as I said, we shall meet any threat to our freedom or our security and, of course, we feel that the present threat just is not merely a threat but a threat to the very foundation on which India is built and on which India is surviving.

Now, there are suggestions you have heard about the withdrawal of troops. I have already explined in the other forum why we cannot withdraw our troops in the west because our lines or communication, the cantonments and so on are so placed that Pakistan has a very great advantage, and having twice been taken unawares by Pakistan in this very area, in Kashmir and so on, we cannot afford that risk. But I would certainly welcome the withdrawal of troops and I think the troops that should be withdrawn straightway are the Pakistani troops in Bangladesh. They are far from their homes, they are also suffering and I think that they should be taken back to rejoin their families and friends in west Pakistan. And this would be a positive response from Pakistan to show that they do want a solution in Bangladesh. It would be a gesture for peace. And I do feel that in today's circumstances, the very presence of Pakistani troops in Bangladesh, as I said earlier is a threat to our own security.

I think that I have answered most of the points. So far as the present situation is concerned, as you know, the Mukti Bahini is facing very courageously; it is a very difficult fight but they are fighting very bravely, and they have our good wishes, and they have our supper also, Nobody can predict what the future will bring but, as I have are on an earlier occasion, nothing is going to ease the situation immediated. No matter what happens, what steps we take, the next month will be of very great difficulty to us and also to the people of Bangladesh. I mean we have to know there is no solution, which is a magicabition, which will end the suffering of the refugees or end the burdens on us. This just cannot happen with the best will in the world. I am glad that this unity has been shown Shri Chatterjee spoke something about our singling out his party and so on. I can assure him that it is not at all our intention. But certain things had happened in West Bengal. I am glad that the situation has improved greatly and once there is peace there will be no cause for anybody to be poised against anybody else, and this is the time when all parties should unite, because, as I said, the burden on the Indian people is very great and the challenge and the difficulties we face are extremely difficult, and they will need all the strength we have, all the resources we have and all the unity and determination which we can bring to bear upon. I have full confidence that all parties will respond to this challenge and together we will be able to come out of what is a dark period for us and for the people of Bangladesh. We will come out of it and they will be able to make a new life for themselves.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান কর্তৃক যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বিবৃতি।	রাজ্যসভার কার্যবিবরণী।	৪ ডিসেম্বর ১৯৭১।

RAJYA SABHA

Saturday, the 4th December, 1971/the 12th Agrahayana, 1893 (Saka)

The House met at eleven of the clock.

[MR. CHAIRMAN in the Chair.]

STATEMENT BY MINISTER REGARDING THE PRESENT SITUATION IN THE COUNTRY

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): This morning according to the news, Government of West Pakistan have declared war upon us.

Last evening the West Pakistan Air Force violated our air space wantonly and attacked a large number of our air-fields. Simultaneously, their ground forces shelled our positions along the Western border. Their propaganda media has made totally baseless allegations that India had launched an assault.

The news reached me and the Prime Minister as she was leaving Calcutta. mmediately on her return we took counsel with our colleagues and with the eaders of the Opposition parties. We were all of one mind—united in our resolve that the nation's freedom should be defended, and unanimous that the aggressor should be beaten back. I am sure that the same sense of solidarity will mark our work in the difficult days ahead. A state of emergency has been proclaimed. We are approaching the House to adopt the Defence of India Bill Our feeling is one of regret that Pakistan did not desist from the ultimate folly and sorrow that at a time when the greatest need of this sub-continent is development, the peoples of India and Pakistan have been pushed into war. We could have lived as good neighbours but the people of West Pakistan have never had a say in their destiny. In this grave hour, our own dominant emotion is one of confidence and faith.

We meet as a fighting Parliament. A war has been forced upon us, a war we did not seek and did our utmost to prevent. The avoidable has happened. West Pakistan has struck with reckless perfidy.

For over nine months, the military regime of West Pakistan has barbarously trampled upon freedom and basic human rights in Bangladesh. The army of occupation has committed heinous crimes, unmatched for their vindictive ferocity. Many millions have been uprooted ; ten millions have been pushed into our country.

We repeatedly drew the attention of the world in this annihilation of a whole people, to this menace to our-security. Everywhere the people showed sympathy and understanding for economic and other burdens and the danger to India. But governments seemed morally and politically paralysed. Belated efforts to persuade the Islamabad regime to take some step which would lead to a lasting solution fell on deaf ears.

The wrath of the West Pakistan army has been aroused because the people of Bangladesh have stood and struggled for values which the army is unable to comprehend, and which it has suppress in every province of Pakistan.

As the Mukti Bahini's effectiveness increased, the West Pakistan army became more desperate. Our tradition is to stand not with tyrants but with the stand not with tyrants but with the oppressed. And so the anger has been turned upon us. West Pakistan has escalated and enlarged the aggression against Bangladesh into full war against India.

War needs as much patience and self-restraint as does peace Military regime of West Pakistan will go all-out to sow suspicion and rumour in the hope of farmenting communal tension and internal trouble. Let us not be taken in by their designs. We must maintain unity and a sense of high purpose.

We should be prepared for a long struggle. High production, agricultural and industrial, is the foundation upon which defence rests. The courage and fighting capability of the jawans have to be backed by the dedication of the farmer, the worker, the technician and the trader. The business community has a social responsibility to resist the temptation to hoard or to charge hgiher profit. Artists and writers, teachers and students, the nation looks to them to defend our ideals and to keep high our morale. To the women of our country, I make a special appeal to save every possible grain and rupee, to avoid waste. The sacrifice of each of us will build the nation's strength and enduring power.

The brave jawans, airmen and sailors and their tough and resourceful officers will do their duty. Let each of us do ours

We have stood for peace, but peace itself has to be defended. Today we are fighting to safeguard our territorial integrity and national honour. Above all, we are fighting for the ideals we cherish and the cause of freedom.

MR. CHAIRMAN : I shall call the leaders of the different groups one by one and the speeches should be very brief. Mr. Gurupadaswamy.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): Mr. Chairman, Sir, this is not the time for us as and the country to waver, to hesitate and to falter. This is not the time for frecrimination or difference and this is not the time when we are to ask the country what the country will give to us. This is indeed the time when we have to ask ourselves what we have to give to our country and from this point of view and in this spirit, I look upon the present grave situation that is confronting us.

This is a grave hour and also, I consider, a most historic hour to our country. Pakistan has attacked us for the third time in the short history of 25 years and this conflict—I hope other Members will also share my view—is going to be a final conflict to put an end to all conflicts in the future.

If this is a war, this will be a war to end all future wars with Pakistan. I think this conflict, this controfrontation, this war is going to shape our destiny, fashion our fate and resolve once and for all the future of this sub-continent. Sir, on this occasion I can only pledge my loyalty, my friendship, my co-operation and the loyalty, friendship and co-operation of my party to whatever actions Government is going to take to meet the new challenge posed by Pakistan. Sir, we in Parliament look at this hour as an hour which will fashion our future relations in this sub-continent. In this situation every man and womean in this country and every labourer, every manager and every proprietor of any concern and every officer has got to dedicate himself or herself to the supreme task of meeting this challenge. I am sure the country is strong and the people are brave ; I am also equally sure that we are united. I am sure that all the parties represented in Parliament today are unanimous in the resolve to help the Government in this supreme task of meeting this grave crisis only I would give a word of caution ; we should not at this juncture waver or try to compromise ; I do not want my country to have another Tashkent. We do not want advice any intrusions, any pressures, any persuasion to be brought to bear on us by any outside power. We as a nation will wage this war and we have to in this ultimately

Sir, finally I would say a word about Parliament. I remember the famous words of Churchill druirg the last Great War.........

SHRI ARJUN ARORA (Uttar Pradesh): He did not ; it was Chamberlain

SHRI M. S. GURUPADASWAMY : He said that Parliament is going to be the supreme instrument of war. Parliament of England met all the time during war period ; it met in the day, it met in the night. Parliament was a powerful bulwark of Government in waging war against the Fascists. Likewise, may I appeal to the Government and request my colleagues that Parliament has got to meet from day to day and Parliament has got to work as an ally of Government ? There is no difference between Parliament and Government there is unanimity and amity between these two wings. May I say through you Mr. Chairman, that Parliament has got to meet, even if it is for a few hours, every day, not to differ from the Government but to seek more and more solidarity with the Government in its tremendous task and objective. May I in the end say again that my party will wholeheartedly pledge our support in all the tasks and the activities of this Government in carrying on this conflcit with Pakistan ? Let us hope and trust that very soon, even before Christmas this year, we will see the emergence of a new independent sovereign Bangladesh. Let us hope and trust also that we will establish permanent peace and stability in this subcontinent.

শ্রী পীতাম্বর দাস (উত্তর প্রদেশ): মাননীয় সভাপতি মহাশয়, ভারত বর্ষের শান্তিপ্রিয়তা ও সহনশীলতা বিশ্ববিখ্যাত, এবার আমাদের সহনশীলতার পরাকাষ্ঠা হয়ে গেছে; আমাদের দুর্ভাগ্য পাকিস্তান সব সময় উল্টো বুঝেছে।

It mistook our courtesy for cowardice আমাদের সম্পর্কে এও বলা হয়েছে যে, They take time to hit back, but when they hit back, they hit back furiously, and I am glad the time has come.

মহোদয়, বিজয়ের প্রশ্নে আমাদের সন্দেহের কোন কারণ নেই কেননা, প্রথমতঃ, যে জন্য আমরা সর্বদা সংগ্রাম-রত ও বিবদমান তার নিজস্ব একটা দৃঢ়তা ও সাত্বিকতা আছে। উপরন্ত পাকিস্তান আজ যে শক্তিসমূহের সেবা করছে তাদের অস্ত্র ১৯৬৫-এর যুদ্ধেও তার পক্ষে কাজ করতো। সে সময় পাকিস্তানের দুই বড়ভাই মিলেমিশে কাজ করতো। আজ পশ্চিম পাকিস্তানের একপা বাংলাদেশে বাঁধা পড়েছে, আর সে যে মিত্রদের সেবা করে তাদের মধ্যে একজন রাশিয়ার সংগে জড়িয়ে পড়েছে, অন্যজন আপন রক্ষার জন্য তার সব সময়ের প্রতিপক্ষ রাশিয়ার সংগে সমঝোতা করতে চলেছে। অতএব বিজয়ের ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই আর এজন্য We must march forward with heart within and God above.

এর সংগে সংগে আমরা অবশ্যই আমাদের ইতিহাস দেখব, প্রাচীন ও পরবর্তীকালের ইতিহাস-আমরা দেখব, সংঘর্ষে ভারত কখনো হার মানেনি। সংঘর্ষে আমরা সবসময় বিজয়ী হয়েছি। আমরা হেরে থাকলে আপোষের মধ্যে হেরেছি। সুতরাং বর্তমান ইস্যুতে বৈঠকে বসে আজ আপোষের কোন অবকাশ নেই, প্রধান মন্ত্রীও একথাই বলেছেন, 'সত্যারূঢ় দলের অন্যান্য লোকেরাও একই কথা বলেছেন We will not allow another Tashkhent and to be repeated. আমি একে স্বাগত জানাই। এরূপ দৃঢ়তা ও সংকল্প নিয়ে আমাদের ওপর আরোপিত যুদ্ধের মোকাবিলা করতে আমরা সামনে চলব।

SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujrat) : Mr. Chairman, Sir I am grateful to you for allowing me to associate myself with the remarks that have fallen from the lips of the leader of the Opposition and my predecessor. The whole House and the whole country is behind the Government in facing the aggression that has come upon us. This war has not been a war of our seeking. Our Prime Minister made herculean efforts to avoid this and at a serious time when her presence was necessary in this country she took the risk of going abroad and persuading the whole world to see what is happening in this country. We may have differences. We have argued and talked about it in this House so often, but this is not the occasion to talk about these differences. Today is the occasion to talk of our unity, of our determination to repel the aggressor and as my predecessors have rightly pointed out, let us take this occasion to see that the victory that we achieve, the peace that we achieve is a permanent peace and we do not have a recurrence of the previous mistakes or mishaps or misfortunes that have befallen us. Let us play our cards wisely. Let us act wisely and I should like to see that we have peace in this sub-continent for many many years.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal), Sir, we are once again faced with a cruel challenge and aggression from the Pakistani rulers. We are a peace-loving nation and we have sought all these years nothing but friendship from Pakistan. Unfortunately the Pakistani rulers, backed by US imperialism have stood in the way of friendship between our two peoples. Even at this critical hour we bear no ill-will to the people of West Pakistan who themselves are victims of tyranny and treachery by their rulers. This is a war imposed on us simply because we wanted to help and we are helping the glorious liberation struggle of Bangla Desh, simply because we have not decided to surrender our principles and our values to the West Pakistani rulers or their imperialist patrons. This war has been let loose upon us because in the battle fields of Bangla Desh the West Pakistani forces are on the retreat. Day by day they are being driven from one position to another and the mighty advance of the Bangla Desh liberation forces has become today irresistible. This action the part of the West Pakistani military rulers is an act of mad gamble, is an act of desperation, but

we know that when they are desperate they know no law, they know on human decency or any such thing. We should be prepared for facing all kinds of attack and treachery by them. The Pakistani military rulers have dared to attack our country because they have got the backing of US imperialism by way of arms and otherwise. But for that backing they would not have perhaps plunged into this dangerous war, which does no good. This will immensely harm the cause which the people of Pakistan and we cherish. Our aim is quite clear. In this war that has been imposed upon us, we have no other aim except to safeguard our territorial integrity and our territorial integrity shall be defended with all our unity, with all our strength and with all our might. If the Pakistani rulers and their imperialist masters think that they can thereby deter us from rendering our help to the Bangla Desh liberation struggle by fulfilling the pledge that this nation has given to the noble cause, they are profoundly mistaken. This act of aggression on the part of the Pakistani rulers will only strengthen our determination to render more help and more assistance for the triumph of the Bangla Desh liberation struggle. We make it absolutely clear. Nothing on earth can stop the triumph of the Bangla Desh liberation struggle. In this connection, I mention, there should be no delay whatsoever in recognising Bangla Desh, taking our responsibility openly and fully. All things are gone. The Americans and others have been bluffing us. They have been manoeuvring Now, they want to internationalise the Bangla Desh issue and turn it into an issue between India and Pakistan and thereby get away with it. That shall not be allowed. Here on the Indian soil, we must defend our soil, there in Bangla Desh we must render every assistance so that Bangla Desh liberation becomes a living, Desh, shining reality of victory. That should be our aim

I need not say very much on this occasion. It is a matter of shame and sorrow that the Chinese Government has lined up behind Pakistan and other imperialists. But then, there are the other Socialist countries. There is the Soviet Union, our friend, who is with us in all difficulties and troubles. There are other Socialist countries who would undoubtedly appreciate and understand the situation we are facing, the just war we are fighting, the cause of human dignity we are upholding, by sheding the blood of our jawans and our people. We expect appreciation by the international community and above all, by all freedom and peace loving people.

Finally, Sir, before I sit down, I assure our party's support to the Government in all its defence efforts because this is not a partisan issue. This is a national issue, and the whole nation must stand united, as never before in meeting the challenge and repulsing the threat. In this hour, more, than ever before, communal peace and harmony are of paramount importance, and we must uphold them, again, with all our moral strength, with all our effort. This is our motto, this is our shield. Peace among the communities is our shield. Unity is our shield. We must not allow anyone to take advantage of the situation, to spread communal suspicion and communal distrust. We are all brothers in the common fight, in the common struggles, members of all religions, members of all communities, members of various political and other associations. Here is solid unity. I think Government can count on this unity. Sir, I do hope that Government at the same time will not allow the reactionary and vested interests to take advantage of the situation. The democratic rights and liberties of the people must be respected and they should be given full initiative to play their rightful role in meeting this challenging situation, so that this great nation of ours can prove its mettle and worth even in this crisis which has been imposed upon us. We again pledge and express our full solidarity with all those who are standing

for the cause of national defence. We send our fervent good wishes to the people of Bangladesh ; to the valiant liberation fighters. Our hearts go out to them. Let them strike at the citadels of the Pakistan Army in Bangladesh and storm them till every single West Pakistani troop has been withdrawn from Bangladesh, There shall not be any rest or let-up on our part. This is all I have to say, Once again, I say, let us go and meet the challenge with courage with unity, with resolve and with the faith that with we shall win, our posture will win ; so will win the people of Bangladesh.

SHRI N. G. GORAY (Maharashtra). Though there was hardly any time for me to consult my party colleagues on this grave crisis, I can say with the fullest confidence that our party stands solidly behind every effort made to defend the sovereignty and territorial integrity of our motherland. I look upon this occasion as the turning point in the history of India, It is my conviction that out of these fires a new India will be born. We have the honour and privilege of defending not only our values and our freedom but also of helping our valiant neighbour, Bangladesh, to defend its freedom and its values against a common aggressor.

May I make an appeal to all sections of our country, especially the students the youth, the kissan and the mazdoor and, last but not the least, the business man and the industrialist to forget their sectarian interests and disputes and stand shoulder to shoulder with our jawans whose sacrifice knows no limit?

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON (Kerala) : Mr. Chairman. Sir, the military clique of Pakistan by its senselous and deliberate attack on our aerodroms and the shelling of our positions along the borders has thrust a war which very few of us wanted on us. But, Sir, this is a sequel to the help, support and participation which our people have been extending to the liberation, struggle of the people of Bangladesh against a callous military junta of Pakistan.

Our party has always said—and I am happy that even in this very House I had yesterday the occasi on to reiterate that decision—that if in pursuance of the unanimous desire of our people to help the Bangladesh people in their liberation struggle, we have to face a war from the military clique in Pakistan, then the entire people of this country will stand as one man to defend its sovereignty and territorial integrity. I want to reiterate that position of our party once more in this House.

At the same time I would take this opportunity to warn against certain dangers inherent in the situation. First of all, let us be clear that we are fighting this war for the Bangladesh people, and it is high time if we are to make our fight any realistic, any sensible, then we should recognise Bangladesh here and now. There should be no delay in that matter. After all, what are we fighting for if we are not fighting for the Bangladesh people? And we have to warn against the danger of any jingoist stand on our part to turn the whole thing down as if it is the Pakistani people whom we are fighting against. In fact the very act that we are fighting for democracy for human rights in Bangladesh shows that we are also fighting for the human rights and the democracy of the entire Pakistani people against the military junta that has been oppressing them. Therefore, we should not fall into these jingoist stances and we should be clear as to who is our enemy and whom we are fighting.

Thirdly, Sir, there is a danger that certain sections, certain reactionary circles may utilise this opportunity in this country to fan up communal struggle, to fan hatred against the minority community on this count or that count. Sir, our fight for the Bangladesh people, our support to them is the very essence of the fight for democracy, for secularism and for the universality of the Indian people. Therefore, Sir, if in giving support to Bangladesh if we lapse into that sort of communal attitude, then we will be defeating the very purpose of our fight and we will be making sacrifices, which our nation will be making in this fight, in vain. Therefore, we should also warn that we should not lapse into the danger of any communalism any antagonism against minority communities in this country, and I am sure this country will stand united in this hour of trial and will make our sacrifices a success.

Thank you.

SHRI KANCHI KALYANASUNDARAM (Tamil Nadu): Mr. Chairman, at this juncture we are in the midst of a serious crisis. It is not the first time that Pakistan has attacked the Indian subcontinent. Pakistan attacked us twice before. In the same manner, the Pakistani warlords have now launched an aggression against us. We have been living peacefully. The Pakistani aggression against us deserves condemnation. This time we should teach Pakistan a lesson so that Pakistan do not dare attack us again. The war which we are fighting now is not only for the purpose of defending our freedom but also for a great cause. We are fighting this war for the purpose of defending the democratic rights of the people of Pakistan. We are not only defending the democratic rights of our country but also defending the democratic rights of the people of Pakistan by fighting this war. We should teach a lesson to the Pakistani warmongers who are now ruling Pakistan, This should be the last war with Pakistan. We should see to it that Pakistan does not dare to attack us again and again by clipping her tail. As long as Pakistan is in the international map we should make them live peacefully with us and we should make Pakistan understand this point at this moment. I feel that this war should be a decisive one, while the war is going on now, we should not allow another 'Tashkent' to take place. We already know what the Tashkent Agreement has done to us. An English proverb means 'Pay the Devil its due'. At this juncture Pakistan will understand only one language and that is force should be met with force.

At this juncture, on behalf of the D. M. K. Party, I join the people of India in offering our wholehearted and unstinted support and also in making sacrifices to maintain the integrity and independence of India.

Thank you.

SHRI B. V. ABDULLA KOYA (Kerala): Mr. Chairman. Sir, perhaps as expected. Pakistan has now started aggression on our Indian territory in a calculated and dastardly manner. It is now the sacred duty of every Indian, whether he is a Muslim or a Hindu or a Sikh or a Christian, to dedicate everything he has and to sacrifice to his last drop of blood for the defence of our dear mother-country, India. The war is to be waged till the enemy is crushed for all time and the Indian borders are safe for ever from such aggression in future. I on behalf of myself and on behalf of my party—the Indian Union Muslim League—pledge our wholehearted support to the Government and we are prepared to sacrifice everything for the sake of the safety of this country at this hour of challenge from the unscrupulous Pakistani aggressor.

শ্রী কুম্ভরাম আর্য (রাজস্থান): সভাপতি মহোদয়....এ পর্যায়ে আমাদের এই প্রতিজ্ঞা ও নিষ্ঠার সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে যে বাংলাদেশেও গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক এবং ভারত তার অখণ্ডতা নিয়ে পাকিস্তানকে এমন এক শিক্ষা দিক যে, জীবনে সে আর মাথা ওঠানোর ধৃষ্ঠতা না দেখায়। এজন্য এদেশের প্রতিটি মানুষ বিশেষ করে যাদের রক্তে তেজ আছে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাক। তারা ক্ষেতেও কাজ করে এবং যুদ্ধের ময়দানে পাকিস্তানকে শিক্ষা দেবার জন্যও কাজ করে কিন্তু এর সাথে তারা এ'ও চায় যে একবার তাদের সম্মুখে বিক্ষেপিত পা কারো কথায়, কারো চাপে, কোন সমঝোতায় আর পেছনে ফিরবেনা। এ ব্যাপারে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমাদের দেশ সবসময় শান্তি বজায় রেখে চলেছে সামনেও শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানকে শিক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত তার অন্য কোন ইচ্ছা নেই।

এ ক্ষেত্রে আমি শুধু এই বলব আমার ভারতীয় ক্রান্তিদল, আমি এবং আমার সংগে সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ সকলে এ দেশের জন্য শুধু সহযোগিতা নয় রক্ত দেবার জন্য প্রস্তুত কিন্তু এই রক্তের বিনিময়ে পরিষদের কাছে শুধু একটি প্রত্যাশা-যে স্থানে আমাদের রক্ত বইবে ওই মাটিতে আমাদের অধিকার যাতে স্থায়ী হয়....

*সর্দার নরেন্দ্রর সিংহ বার (পাঞ্জাব): সভাপতি মহোদয়, আমাকে বলার সুযোগ দেয়ায় আমি আনন্দিত। দেশে সামান্য উদ্বিগ্নতা আছে কিন্তু এর মধ্যে আমি কিছু প্রসন্নতাও বোধ করছি এই মনে করে যে, জাতি এবার তার শৌর্য্য দেখাবার এবং শত্রুর দাঁত ভেংগে দেবার একটি সুযোগ পেয়েছে।

যুদ্ধ করার ব্যাপারে, মৃত্যুকে আলিংগন করার ব্যাপারে আমার জাতি আপনার সংগে রয়েছে এবং সর্বক্ষেত্রে আপনার সহযোগিতা করবে। (মূল ভাষণ উর্দুতে)।

SHRI M. C. CHAGLA (Maharashtra): Mr. Chairman, Pandit Jawaharlal Nehru used a famous expression when we became independent in 1947 that he was keeping a tryst with destiny. To my mind this is a tryst with our destiny. At that time in 1947, we responded to our destiny by trying to built a new India. In my opinion this time also we will respond to our destiny with courage, unity and solidarity.

Sir, this war is going to affect not only the future of our country but the future of South Asia. There is a saying that those whom God wishes to destroy, He makes them mad first. General Yahya Khan is mad, we all know that. He is on his way to destruction. But I want to emphasise this fact. Let this be the last war in Pakistan. I want to see the destruction of Pakistan. When I say destruction of Pakistan, I say I want to see destruction of all that Pakistan has stood for. Pakistan has stood for military dictatorship, military tyranny, hostility towards India, two-nation theory, suppression of democratic rights and every Principle which is enshrined in the United Nations Charter.

As against that, we have stood for democracy, for freedom, for neighbourliness and for all human rights which we value. So, Sir, this is a fight not only between India and Pakistan as two territories, but it is a fight between two ideas and I say that unless we destory the evil for which Pakistan stands, unless we destroy the evil for which Pakistan stands we will not be able to bring peace in this part of the world.

Sir, let us no more talk about a defensive war. We have had enough of it. Now the war with Pakistan is an offensive war. We have always tried to avoid war as far as possible. But, Sir, now the aggression has come and let us go all out and finish this business once and for all.

Sir, if I might put it, Pakistan was conceived in sin and it is dying in violence. A part of Pakistan is already destroyed. Bangla Desh constitutes the majority of Pakistan, which forms part of Pakistan. But what is left will be destroyed by the action of Yahya Khan. But I will agree with my friend, Mr. Gupta, that the first answer we should give to Pakistan today is to recognise Bangla Desh, that should be our first answer and for heaven's sake, let us know this. I know that international pressures will be put on us. The wise men sitting in New York and in other chancelleries will tell you how we should behave and what we should do. But we know our national interests best· God knows that we have waited long enough, we have put up with insults and we have put up with aggression from Pakistan. The time has now come when he should solemnly be determined not only to put an end to this aggression, but also to see that never in future is there any aggression from that part of the world.

Sir, I want to assure one thing to the Government and the Prime Minister. I think this is the time when we should sink all our differences. We should only think of one thing and that is the defence of that our country and defeat of Pakistan. Sir, I want to assure the prime minister that one and all of us will stand behind her as our leader and see to it that she leads us to triumph.

শ্রী গংগা শরন সিংহ (নাম-নির্দেশিত): প্রিয় সভাপতি মহোদয়, পরম্পরাগতভাবে আমাদের নীতি এই ছিল যে, একবার আমরা আর পেছনে ফিরে আসিনা। আমরা আক্রমণ করিনি, অন্যের ভূখণ্ড দখল করিনি কিন্তু স্বদেশের নিরাপত্তার জন্য আমরা সবসময় সংশ্লিষ্ট ছিলাম। আর আমি যখন দেশের কথা বলি তখন শুধুমাত্র একটি ভূভাগের ধারণা আমার অন্তরে থাকে না, কিন্তু ব্যক্তির সমষ্টির মধ্যে সেটি সীমিত থাকেনা। আমি আমার দেশকে মানবের উচ্চতম চিন্তাধারা, উচ্চতম দর্শন এবং উচ্চতম নীতির প্রতীক মনে করি। এ প্রতীক আমাদের আদিকাল থেকে ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এজন্য আমরা আজ দেশের নিরাপত্তার জন্য যখন অস্ত্র তুলে নেই তখন শুধু ভূভাগের জন্য নয়, সেই দর্শন ও নীতিমালার জন্যও আমরা অস্ত্র ধারণ করি যেগুলোর প্রতীক হচ্ছে আমাদের দেশ।

MR. CHAIRMAN · Mr. Chitta Basu.

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): Sir, it is a great moment of history and trial for the nation. And this is because we are in the midst of a war. And this war is not of our choosing: this has been imposed on us. Sir, the nation is called upon, therefore, to meet this challenge of the aggression from the border across. This war is not only for the defence of our sovereignty and freedom and the integration of our country, but this war is for defence of the ideals of our life, in defence for which we have lived and we live today on our soil, that is, the ideals of Democracy, Freedom and Secularism. Therefore, this is a war in defence of our cherished ideals. And for this war there is the necessity of a total mobilisation because it is a total war. This war is not to be fought only by the brave Jawans, by the Defence Forces on the borders, but this war is to be fought by the man behind the plough, also by the man in the mill, and also by people of all walks of life. This is a total war, and it needs total mobilisation. It has to be borne in mind that this war is not directed against the people of Pakistan, because it is known to the world outside and it should be repeated again and again that we have been forced to take part in this war in defence of our ideals. And the success and the victory, about which I have no doubt, would also bring about the liberation

and freedom of the people of Pakistan from the yoke of Yahyas and Bhuttos and will ensure them the freedom of shaping their own destiny in unfettered freedom.

12 noon

In this connection I also want to pledge our wholehearted support to all actions, all efforts of the Government. In that matter, I think all the political parties of the country would sink and shape all their differences and strengthen the defence preparedness of our country.

I also want to address an apeal to all the peace-loving and freedom-loving people of the world to assert themselves and restrain their respective Governments not to feed the warlords of Pakistan and also ensure a climate in which there can be stability and peace in this region.

I once again want to urge upon the Government that the people of Bangla Desh who are fighting valiantly for the freedom of their country should be recognised and the Government of the People s Democratic Republic of Bangladesh also should be recognised without further delay because it is on account of Bangladesh that we have been forced to take up this position. The fitting reply to the greatest warmongers of Pakistan would be to recognise immediately the Government of the People's Democratic Republic of Bangladesh.

Sir I conclude by once again appealing to the Government to recognise the People's Democratic Republic of Bangladesh

SHRI B. D KHOBRAGADE (Maharashtra) : Sir, since I have been elected as Deputy Chairman of this august House, I have refrained myself from expressing my views, during the last two years, on most important subjects that we considered in this House. But in vew of the aggression that has been unleashed by Pakistan, I am constrained to express my views. On behalf of my party—the Republication Party of India—I express our solidarity with the Government and the people of this country.

Sir, many spokesmen of different political parties have expressed their views on this solemn occasion. I would like to associate myself with the views that have been expressed by the political leaders of this great nation.

Some of the Members have expressed the view that we should take advantage of this opportunity and should try to teach a good lesson to Pakistan May I remind this House that in 1965 when Pakistan committed aggression against our country, we had taught Pakistan a good lesson. Perhaps Pakistan has forgotten that lesson. Pakistan has again committed aggression against our country, and I have no doubt in my mind that our jawans who are fighting on the front will definitely teach a good lesson to Pakistan which can never be forgotten by Pakistan.

Sir, our country has tried to help the liberation struggle in Bangladesh and, therefore, the wrath and fury of the Pakistani military junta have been diverted from Bangladesh to India. We will definitely face heroically the aggression that has been committed against our country and I have no doubt in my mind that the jawans who are fighting on the front will crush the Pakistani aggression with all the might and force at their command.

I would not like to take much time of the House. I would like to express only one view and that is, we have to face this aggression because of Bangladesh.

There has already been inordinate delay in recognising Bangladesh. If we have to face this aggression because of Bangladesh, I feel the time has come now when there should be no further delay in recognising Bangladesh.

I would like to express on this occasion unstinted, unqualified and unconditional support of my Party, the Republican Party of India and the weaker sections and the down-trodden people of this country, whom our Party represents. I may mention that the classes which we represent are poor : perhaps they may not be in a position to donate gold or money, but I can assure you, this House and through you the Prime Minister and the Government of India that our poorer people will shed the last drop of their blood and sacrifice their lives for maintaining independence, integrity and unity of this country.

I do not want to recall the experiences of the 1962 and 1965 aggression when the people of down-trodden community had exhibited their bravery and valour and had sacrificed their lives in defending the integrity and independence of this country. Leave apart the experiences of the 1962 and 1965 aggression; if you go through the pages of the history of this country—whether it was during the days of Shivaji or whenever there arose an occasion to defend the independence of this country—our down-trodden people have always sacrificed their lives to maintain and achieve the independence of this country. Therefore, on this solemn occasion, I would like to express on behalf of myself, and my Party our solidarity with the Government and I would like to assure that we are prepared to make any sacrifice that will be called upon us to do to maintain the independence and integrity of this country.

MR. CHAIRMAN : Hon. Members I wish to add a word in this hour of trial. The whole House and indeed the whole nation is solidly united. In this war which has been thrust upon us, there is no doubt that victory will be ours. Every individual, and every group, I am sure, will strive their utmost and will make their contribution to the achievement of this goal, the victory. Our cause is just. We are fighting for certain ideals and certain principles The military forces are the military forces of a great nation. They are assured that the whole nation is behind them and there cannot be any doubt that ultimately we shall succeed in preserving our ideals and principles.

RESOLUTION *RE.* PROCLAMATION OF EMERGENCY UNDER ARTICLE 352 OF THE CONSTITUTION

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : Sir, I beg to move the following Resolution :

> "This House approves the Proclamation of Emergency issued by the President on the 3rd December, 1971, under clause (1) of Article 352 of the Constitution."

The question was proposed

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI M.S. GURUPADASWAMY): Sir, I will be very brief. The time has come to decide whether we should work as a great country or remain small. This is the crucial question before us, whether this country is going to be a country of giants or a country of dwarfs. There are moments in the history of nations when nations have got to achieve their greatness

through blood and iron. Many nation have suffered and faced ordeals and they have emerged successful. This grave moment has come to this country and we have to pass through this and achieve success. Sir. I do not want to repeat what I said earlier. On this occasion I only want to say that the minor conflicts that have been between the various parties and groups have to be transformed and transposed into a conflict between India and Pakistan, This is the point I want to drive home to all our friends. Whatever minor differences we had in the past and we are having to-day, have to be resolved and we have to find a common will of this nation to achieve the goal that we have placed before us. The conflict is not an ordinary conflict and as Mr. Chagla pointed out, it is a conflict between dictatorship and democracy. It is a conflict between militarism and democratic values and in such a con ict everyone of us has got to be involved to the best of his capacity to subs ive the interests of the nation. On this occasion every limb of the Government, every instrument of our economy, evry agency in our society, has got to work hard. The machines have got to move, the fields have got to be ploughed and the offices have got to function and be awake and if this is achieved, I am sure this emergency that has been created by Pakistan will be over soon. There are friends who have expressed some doubt about this Proclamation. They have pointed out that there is no definite time-limit put on this emergency. I am aware that in the past when emergency was declared, that emergency period continued for years. And I hope and trust that this emergency will not last longer because the situation is different, the goal is very clear, and the whole nation is one. In this task I am sure not only India but others who believe in democracy and the values of democracy and justice will be with us and I am sure that very soon this emergency will end, and within a few months we will be having a new Bangladesh emerging and India emerging on the face of Asia as a very powerful country inde d. All these years we have been functioning in a manner which has relegated this country to a secondary position and, on the historic occasion we have got an opportunity when we can really transform this country to one of greatness. We have no alternative but to pass through this baptism of fire, we have no alternative but to pass through blood and iron. Many countries have achieved greatness only through this method. I associate myself with those who have said already that the proper answer and the effective answer to Pakistan now is to recognise Bangladesh. I made this point yesterday and I agree with the Deputy Chairman who said that on account of Bangladesh there has been a conflict, on account of Bangladesh there has been this war and why then should we resist the temptation of according recognition to Bangladesh. What is the rationale behind this restraint, I do not understand. I hope and trust that the Government will take the initiative in this matter. I assure the Government that the whole nation will stand by them and Parliament will be with them if they declare today that they have accorded recognition to Bangladesh. That is the proper and effective reply that we are going to give Pakistan.

One word about defence. I agree with my hon. friend, Mr. Chagla. When he said that there is no scope for a defensive war. There cannot be any restraints in this warthere cannot be any constraints in this conflict. We have got to wage it fully in all its fierceness so that victory may be won quickly. Otherwise I am afraid there mey be dragging, there may be delay, there may be postponement in achieving the objective. Therefore, let us make is short and brief. It is for this I say that the country. the Government and Perliament hav got to move together as one body. And we must have

what I call the will, the national will, to liberate Bangladesh. And in this task Sir, any sacrific any privation, any suffering and any amount of pain and irritation has got to be tolerated by us as a nation. I am sure the nation has got the strength, the strength of will and unity of purpose, and I am also sure that with determination and resolve we will achieve a free Bangladesh before Chritmas, and the defeat of the militarism of Pakistan and also before Christmas.

With these remarks Sir, I end my speech.

ডঃ ভাই মহাবীর (দিল্লী)· · · · · · · · মহোদয়, আমার শুধু এই বলার আছে, যে সংকটই আসুক না কেন আমার মনে পড়ছে, যখন বৃটেনের ওপর একরূপ একটি যুদ্ধ পরিস্থিতি এসেছিল তখন বলা হয়েছিল, বৃটেনের জন্য সেটি ছিল সংকটকাল, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, Britain's darkest hour was also its finest hour, একরূপ কোন পরিস্থিতি এসে থাকলে আজ সেটি আমাদের ইতিহাসে সবচেয়ে বীরত্বপূর্ণ অধ্যায়রূপে গণ্য হবে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট যে ভুল হয়েছিল তা ধুয়ে মুছে সমগ্র দেশে আমরা একটি নতুন যুগের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করব।....... ....মহোদয়, আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের যে প্রয়াস চলছে নিজেদের মধ্যে অনৈক্যের মনোভাব কখনো কখনো তাতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় কিন্তু কোন শত্রু যদি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেয় যে, আমরা নিজেদের ঐক্যের কথা ভাবি, ঐক্যের মন্ত্র উচ্চারণ করি, তাহলে তাদের প্ররোচনা আমাদের শোনা উচিত। ভারত আবার এক হয়ে দাঁড়িয়ে নতুন যুগ নির্মাণ করবে। আমাদেরও মতভেদ রয়েছে সত্তারূঢ় দল, প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের সংগে, তা সত্বেও আমি বলতে চাই ভারত সরকার যখন এই যুদ্ধে জয়লাভ করবে তখন সবার আগে আমি এসে প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাবো এবং তাঁদের বলব যে তাঁরা এই দেশকে, ভারতমাতার শিরকে সাফল্য-মণ্ডিত করেছেন, এজন্য তাঁরা ধন্যবাদার্হ। এর সংগে আমি অবশ্যই চাইব, অন্য ব দল যেভা ব বিনাশর্তে সমর্থনের আশ্বাস দিচ্ছে সেভাবে সরকারও সবকিছুর উর্দ্ধে উঠে একদলীয় সরকারের মত না ভেবে নিজেকে যেন সারা দেশের সরকার মনে করেন।

মহোদয়, আমি আরেকটি মাত্র কথা বলতে চাই, আমি মনে করি এই জরুরী অবস্থা ঘোষণার সংগে সংগে এই ঘোষণাও আসবে যে ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এতে আর বিলম্ব করা উচিত হ ব না। পরিষদের এই ব্যক্ত ইচ্ছার সংগে আমি আমার কন্ঠও মিলাতে চাই। ধন্যবাদ।

SHRI M K MOHTA (Rajasthan) · Mr Chairman, Sir, at the outset let me reiterate what the Chairman of our party has already stated, namely, that our party pledges its full and unreserved support, in this hour of national crisis, to the national defence efforts. Emergency has been proclaimed and the whole world's eyes are on the people of India. We will be judge to what extent we are able to rise to the occasion and work unitedly with courage and fortitude and with purposefulness to meet the crisis fully and successfully. I believe that in an emergency it is necessary that the party differences, based on division among the political parties, should be sunk and at the Centre a National Government should be formed. It should have representation from different parties, from all political parties and all the political parties combined in a National Government should lead the country to victory in this war.

A word about the role of Parliament. Even though a grave emergency is there, it is necessary that Parliament should continue to meet, to be briefed by the Government about the affairs on the borders, the situation prevailing and for the Government to be guided by Parliament about further action that is required to be taken to meet the situation as it arises.

Before I conclude, I would like to say that in a modern war the strength of a nation is not gauged only by the number of guns employed at the frontier or by the number of men under arms, but by the economic power of the nation. The outcome of any armed conflict will depend on how economically strong we are. Therefore, it is of the utmost importance that all ideology should be forgotten, all matters of detail should be forgotten. The only aim before the country should be how to strengthen the country economically, whether in the fields or in the factories. to achieve more and more production. It does not matter who produces the goods and in what manner. What matter is that the goods must be produced, More goods and services must be produced whether in the fields or factories. And therefore I would appeal to the Government through you, Sir, to forget the little considerations that have completely shadowed the thinking of the Government in the past but to direct all the energy of the Government and of the people to increase production of all sorts so that a strong economically we could be strong so that a strong economy could given the necessary and sufficient support to our armed forces and it may lead us to a victorious result.

The last point that I would like to say is that the people of the border areas very rightly and justly expected of the Government to announce emergency risk insurance immediately so that any destruction due to enemy action or sabotage is borne by the entire people of India and the brunt of it is not borne only by the people who reside on the border areas and have properties there. There is an insistent demand from the people of the border areas for quite some time past and now that the emergency has been declared, I hope that the Government would lose no time in announcing emergency risk insurance as was done some time back when a similar emergency arose in the country.

MR. CHAIRMAN ; Sardesai.

SHRI DEV DATT PURI (Haryana) : Sir, this matter has already been voted upon and one or two speeches............

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Some members of parties have already spoken.

SHRI K. CHANDRASEKHARAN (Kerala) : Sir, when you have already allowed some to participate in the discussion, you have got to allow others also to speak. Otherwise you should not have allowed any.

MR. CHAIRMAN : I have not said, I am not "allowing". I was asking you to consider the appeal; I am appealing to other Members also. You have got to consider the wishes of other Members. I never said. "I will not allow."

SHRI DEV. DATT PURI : From this tide I appeal to the Members that it is a very solemn occasion.

SHRI K. CHANDRASEKHARAN : I was not certainly replying to you, Sir, but to him.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI OM MEHTA) I will only say that it should be brief.

MR. CHAIRMAN : Do you want to speak, Mr. Sardesai? I have called you.

SHRI S. G. SARDESAI (Maharashtra) : I did not hear. Mr Chairman this House has already expressed its unanimous support to the Government in fighting the war which has been thrust upon us but which having been thrust upon us, we want to fight out till we gain our objectives. With respect to those objectives, also, we have to be absolutely clear. One of the objectives, the first and foremost, is the liberation of Bangla Desh and the second objective is the full-fledged defence of our territorial integrity and security. These are the objectives I am speaking this because while we must be absolutely firm in regard to our objectives in the coming priod, certain ideas may come forward in an incipient form and today we will have to be on our guard precisely because the battle is going to be very difficult We are sure we are going to fight till the Military Junta in Pakistan is compelled to recognise the liberation and the freedom of Bangladesh But at this moment, I would also like to utter a word of caution We are not fighting for the permanent occupation of any part of West Pakistan

It is very necessary to be clear on this point because, Sir, everyone here has said and I thoroughly agree with that point that we have to maintain communal harmony in our country Let us not put forward certain kind of ideas which create problems for the maintenance of our harmony also That is the point which is very important I do not want to elaborate it just now because we are just at the beginning of this struggle But even at the beginning certain ideas have to be very clear There is not going to be any mercy We are going to fight with all our strength until the military junta is brought to its knees I have not the remotest doubt about it, and that means our strength.

I would like to mention one or two points because nothing has been said about them. We are all supporting this emergency When we say that the entire energy of the people has to be mobilised to a noble cause before us, it includes the question of economy, the question of keeping production going, the question of distribution of essential commodities So it is a question of strengthening the rear which is going to be a vital aspect of national defence.

In this respect also I have no doubt and I have no hesitation in stating that the Indian working class has got a role to play and the working class will play that role. I have not the remotest doubt in the matter. But there has been the past experience that precisely when the nation is in danger, when we are in peril, it is not the working class that betrays. Unfortunately, we all know there are the profiteers, the speculators who are the people who hold the economy to ransom to take advantage of it. Now definitely I appeal to the Governtment to see that they have got to be very firm and very strong in taking all necessary measures against any one who exploits this national danger for the purpose of sectional or narrow interest.

I would also like to go a step forward in this respect, and that is with regard to the question of domestic rights of the people. Sometimes a sort of blanket approach is made against whosoever, collects together or whoever holds a meeting because the nation is in danger. That must not be so. I want to make it perfectly clear that all the forces which seriously and sincerely stand for the defence of the country and who want to go out in the country to mobilise the people for the defence of our country should be allowed to do so because plenty of mass education is needed. It is a question of domestic rights. If there is the remotest fear that some one is causing harm to the unity of our people, to communal harmony and similar thing, these elements should be taken care of. But for the rest, the strengthening of demacratic rights of the people and the people's active participation in support of this war is definitely going to be helpful, and I do hope and I do appeal to this Government and I want to ask them very strongly that the whole question of economy, of keeping it going, the whole question of democratic rights should be approached in such a fashion that our defence is strengthened. Action should be taken against those who weaken our defence. We have to be clear about these two things. I do hope that this thing will be borne in mind.

SHRI THILLAI VILLALAN (Tamil Nadu) : Sir, we have already assured our whole-hearted support to this Government on behalf of our party. This is the time for deed, not for words. This is the time when unity is the necessity.

We never go in for war. But when war is declared against us we would not leave it. If we turn our face in frown unitedly that will definitely burn the whole of Pakistan. If we breathe unitedly, that will make a cyclone and that cyclone will throw Pakistan into un-known seas. If we spit unitedly against Pakistan that will definitely cause a flood against Pakistan an there will be no Pakistan on the map of this world. Therefore, the necessity for our country at this hour is only unity. Therefore, I appeal to all to unite and fight against Pakistan. With these few words I welcome this Proclamation of Emergency.

SHRI K. CHANDRASEKHARAN : Mr. Chairman, Sir, this is not a time for panic, even though we are in a grave emergency This is the fourth occasion after independence—three times from Pakistan and once from China—that the country's interests have been imperilled. And as before, I have no doubt that this country will certainly make its resolution determined and action decisive so that we tide over the emergency in the shortest few months possible.

Sir, Parliament has got a decisive role during the period of the emergency. The Government must see that Parliament is enabled to perform its due functions in the matter of consultations and advice that Parliament may have to give in the discharge of the grave functions by the Government. I heard it said from an hon. Member that a national Government is probably a necessity. I do not agree. I do not think, Sir, that there is any emergency of the nature to constitute a national Government, for we have today probably the strongest Central Government after independence and probably the strongest Prime Minister. Therefore, all the more there is absolutely no reason for a national Government to be constituted.

Sir, the Opposition certainly will have its duties and responsibilities. A few minutes back, we saw all sections of the House, all representatives and leaders of political parties, unite and give their support and unstinted co-operation to the Government in the discharge of its duties and responsibilities in the grave hours that are ahead for us. But certainly, Sir, the Opposition has got to discharge its duties and resposibilities in a constructively critical manner. I would, therefore, take this opportunity to warn the Government that if there are mistakes, the Opposition in this country will be frank enough to point out those mistakes to the Government and the Government would have to own up those mistakes, and the Government would have to correct those mistakes. It is not as if a Government can function without any mistakes or oversight. As a constrctive Opposition in Parliament and outside, the parties of the Opposition will be able to play their critical role hereafter and see that the Government is corrected, if mistakes are committed by the Government I would suggest that Parliament should meet more often than previously. I would also suggest that a prominent role should be given particularly to the Consultative Committee on Defence Affairs. I would also suggest that the Parliamentary Consultative Committee on Defence Affairs should be immediately reconstituted with leaders of all the political parties in both Houses of Parliament being included in that Committee.

As has been rightly pointed out by the hon. Defence Minister in the statement that he made this morning, we have got to see that production and output are increased during the period of the emergency We have got to see that prices stabilise themselves instead of rising, during the period of the emergency. For all this, a sencere co-operation on the part of the industrialists and the commercial people in this country is necessary. And the Government on its part would have to take prompt and necessary action to see that prices are not enhanced and production continuous unabated in this country. For even if we win the war with Pakistan, we cannot lose war against poverty that we have been waging inside the country. The Planning Commission, the Planning Ministry and the Planning Minister will have to concentrate in better and more sincere terms hereafter, on the development of this country, the overall build-up of the Plan and the success of the Plan With this, I extend my co-operation to the work of the Government during the period of the emergency.

MR CHAIRMAN: Mr Shyam Lal Yadav—the last speaker on my list.

শ্রী শ্যামলাল যাদব (উত্তর প্রদেশ): সভাপতি মহোদয়, আজকের সংকটকালে সকল দল সরকারের সংগে রয়েছে। আমাদের দলের সভাপতি, চৌধুরী চরণ সিংহ এর আগে পরিষদের বাইরেও একথা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে আমাদের দল সম্পূর্ণভাবে সরকারের সহযোগিতা করবে। এতে কোন দ্বিমত ও সন্দেহ নেই। আমাদের দেশের সৈন্যদের এরূপ প্রস্তুতি রয়েছে যে আমরা পাকিস্তানী আক্রমণের মোকাবেলা করতে পারব এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করতে পারব। সকল দলের মাননীয় নেতৃবৃন্দ যেমন বলেছেন, আমিও বলতে চাই, সরকারের আর একটি মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া উচিৎ। এর ফলে দেশে যে অবস্থা বিরাজ করবে তাতে আমরা আমাদের সীমান্ত রক্ষা করতে পারব। আজ সকল বিরোধী দল সরকারের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত, আমরা আশা করি, দেশের এই সংকটকালে সরকারও সকল দলের সহযোগিতা গ্রহণ করবেন।

MR. CHAIRMAN : Mr. Jagjivan Ram, do you wish to say anything ?

SHRI JAGJIVAN RAM : I do not have much to say. The House is aware of the circumstnces under which this Emargency has been declared. The House, the various political parties and their leaders. and the nation, have indicated their solidarity with the national security. I can only say this much that the entire nation is behihd the Armed Forces, gives a new cofidence to them, gives a new competence to them, gives a new effectiveness to them, I have no doubt that the Armed Forces will fufil the expectations of the nation and will teach a lesson to Pakistan which they will remember for all times So, we have no intention of annexing Pakistan. I would like to make it quite clear.........

SHRI A. D. MANI (Madhya Pradesh) ; And no quarrel with the people of Pakistan.

SHRI JAGJIVAN RAM ; Certainly our objective is the achievement of independence of Bangla Desh. That is the determination and the will of the people of Bangla Desh which they have unmistakably indicated in the last election. And I will again make it clear that we have no intention to annex the territory of Pakistan ....

DR BHAI MAHAVIR ; Liberation of Kashmir.

SHRI JAGJIVAN RAM : What we want is that Pakistan should live as a friendly neighbour and cherish the values which in modern times are regarded as good human values, the values which are enshrined in the charters of the United Nations and which we ourselves have enshrined in our Constitution, the values of democracy, the values of secularism. That is what we want. The objective of our war will be to defend the cherished values enshrined in our Constitution And the soliderity which the House has indicated as I have said, will embolden our Armed Forces, will increase their efficiency to achieve their objective.

MR. CHAIRMAN ; The question is :

"That this House approves the Proclamation of Emergency issued by the President on the 3rd December, 1971, under clause (1) of Article 352 of the Constitution."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN ; The Resolution is unanimously adopted.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে প্রদত্ত প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতি।	রাজ্যসভার কার্যবিবরণী	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

STATEMENT BY PRIME MINISTER *RE*: RECOGNITION OF BANGLADESH

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GANDHI): Mr. Chairman, Sir, the valiant struggle of the people of Bangla Desh in the face of tremendous odds has opened a new chapter of heroism in the history of freedom movements.

Earlier, they had recorded a great democratic victory in their elections and even the President of Pakistan had conceded the right of Sheikh Mujibur Rahman to become Prime Minister of Pakistan. We shall never know what intervened to transform this benevolent mood and realistic approach, if it really was that to deception and the posture of open hatted.

We are told that Sheikh Mujibur Rahman and his party, the Awami League, had planned a non-violent movement of resistance to the Government of West Pakistan. But they were caught unawares and overtaken by a brutal military assault. They had no alternative but to declare for independence. The East Pakistan Rifles and East Bengal Regiment became the Mukti Fauj and later the Mukti Bahini, which was joined by thousands of young East Bengalis determined to sacrifice their lives for freedom and the right to fashion their future. The unity, determination and courage with which the entire population of Bangla Desh is fighting have been recorded by the world Press.

These envents on our doorstep and the resulting flood of refugees into our territory could not but have far-reaching repercussions on our country. It was natural that our sympathy should be with the people of Bangla Desh in their just struggle. But we did not act precipitiously in the matter of recognition, our decisions were not guided merely by emotion but by an assessment of prevailing and future realities.

With the unanimous revolt of the entire people of Bangla Desh and the success of their struggle it has become increasingly apparent that the so-called mother State of Pakistan is totally incapable of bringing the people of Bangla Desh back under its control. As for the legitimacy of the Government of Bangla Desh the whole world is now aware that it reflects the will of the overwhelming majority of the people, which not many governments can claim to represent. In Jeffersons's famous words to Governor Morris, the Governmet of Bangla Desh is supported by the "will of the nation, substantially expressed". Applying this criterian, the Military regime in Pakistan whom some States are so anxious to buttress, is hardly representative of its people even in West Pakistan.

Now that Pakistan is waging war against India, the normal hesitation on our part not to do anything which could come in the way of a peaceful solution, or which might be construed as intervention, has lost significance. The people of Bangla Desh battling for their very existence and the people of India fighting to defeat aggression now find themselves parties in the same cause.

I am glad to inform the House that in the light of the existing situation and in response to the repeated requests of the Government of Bangla Desh, the Government of India have after the most careful consideration, decided to grant recognition to the GANA PRAJATANTRI BANGLADESH.

It is our hope that with the passage of time more nations will grant recognition and that the GANA PRAJATANTRI BANGLADESH will soon from part of the family of nations.

Our thoughts at this moment are with the father of this new State— Sheikh Mujibur Rahman. I am sure that this House would wish me to convey to their Excellencies the Acting President of Bangla Desh and the Prime Minister and to their colleagues,our greetings and warm felicitations.

I am placing on the Table of the House copise of the communication which we have received from the Government of Bangla Desh. Hon'ble Members will be glad to know that the Government of Bangla Desh have proclaimed their basic principle of State policy to be democracy, socialism, secularism and the establishment of an egalitarian society in which there would be no discrimination on the basis of race, religion, sex or creed. In regard to foreign relations, the Bangla Desh Government have expressed their determination to follow a policy of non-alignment, peaceful co-existence and opposition to colonialism, recialism and imperialism in all its manifestations. These are the ideals to which India also is dedicated.

The Bangla Desh Government have reiterated their anxiety to organise the expeditious return of their citizens who have found temporary refuse in our country, and to restore their lands and belongings to them. We shall naturally help in every way in these arrangements.

I am confident that in future the Government and the peoples of India and Bangla Desh, who share common ideals and sacrifices will forge a relationship based on the principles of mutual respect for each other's sovereignty and territorial integrity, non-interference in internal affairs, equality and mutual benefit. Thus working together for freedom and democracy, we shall set an example of good neighbourliness which slone can ensure peace, stability and progress in this region. Our good wishes to Bangla Desh.

11 a.m.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): Sir, I look at the statement of the Prime Minister as the Magna Carta of free Bangla Desh. It is the most historic and momentous statement of this year and also of the decade, and this statement has got the great potentiality of recreating and refashioningthe future destiny of the entire sub-continent. Sir naturally my heart melts on this occasion, and I have no hesitation in saying that Shrimati Indira Gandhi has emerged in my view for the first time as the

living Joan of Arc of the sub-Eontinent, Joan of Arc suffered death and achieved victory. Shrimati Indira Gandhi lives and achieved victory. And this is a moment which has got to be inscribed not only in our sacred memories but also in the annals of our history...

SHRI M. P. SHUKLA (Uttar Pradesh) : In letters of gold.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY : And this act of hers which is bold is nevertheless cautions, and will win acclaim and resepect not only of the millions of people living in this land but also the millions of people who have been aspiring for freedom in Asian and African countries. This is an occasion which the world also has to recognise.

Shrimati Indira Gandhi has shown in most unmistakable terms what a democracy has got to do, in ought to do a crisis of this nature. She has also shown the resillience of a democratic country to various pressures to the impulses generated in the neighbouring areas.

Without making a long statement may I say, Sir, the statement of the Prime Minister is liked not only by me, by Members of my Party, but all of us here ? And now I would only suggest to her, in keeping with the spirit of the statement she has made, she may issue a written appeal to all the Governments of the world to accord recognition to the free Bangladesh Government. I hope and trust she will take this step also. May I congratulate her and the Government of India and the people of India for having achieved this momentous time, a time when we are ushering in a new country, a new State and new people, people who are wedded to freedom, human values and justice ?

With these words I share the joy and the jubilation of my colleagues who have assembled here in the great decision that the Prime Minister has taken.

SHRI DAHYABHAI V. PATAL (Gujarat) : Mr. Chairman, Sir, I would like to be associated with the remarks of the two previous speakers on this side. We must all congratulate the Prime Minister on this occasion for her wise leadership. I remember on several occasions she was pressed on all sides for early recognition of Bangladesh. She said that this was not the opportune time and she would select an opportune time. She has shown by her action how wisely she can act on occasion. Side by side I must take this opportunity of congratulating our Armed Forces, the leadership of the Armed Forces, the Defence Minister, on the way in which they have faced this situation. A trecherous attack was mounted on us hoping perhaps to catch us unawares. The Defene Minister and his advisers proved to be shrewder and were ready for even a trecherous attack. God has been kind to this country. Let us all stand united, as for his blessings, so that we may overcome such difficulties again and again and stand united in the service of the nation.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) Sir, a historic reality has been recognised by a historic decision at historic moment, and it is a privilege for all of us to be a participant in this decision. It has been my privilege over the last twenty years to listen to many important decisions in this House coming from the Prime Minister and others of the Government But rarely can I recall a decision of so great a significance not only for our country but for all mankind. This decision symbolises the profound human symprthy, great political wisdom, high statesmanship. This decision, if I may say

so, transcends national barriers and projects itself into the wider regions of human society and history. Therefore, the Government of India, and the Prime Minister in particular, deserve the heartiest congratulations not only of all of us in the House, but of all mankind who cherish freedom and would not tolerate defilement of human dignity. I know that this decision marks the beginning of a golden chapter that is being written in letters of gold with so much sacrifice, so much suffering, so much heroism, on the sub-continent of ours. Sir, this decision guarantees the emergence in Bangladesh from where I hail, where I was born.....

SHRI A. D. MANI (Madhya Pradesh) : Mymensingh.

SHRI BHUPESH GUPTA. of a secular, democratic, State which the people of Bangladesh and the people of this subcontinent so ardently desire. I see in this decision the rising sun of history of that soil where men and women, having fought against overwhelming edds, are today marching forward with great confidence and courage to the cherished triumph of their goal. I extent to those people in the name of the Indian people our heartist congratulations and solidarity in this struggle. This decision on the part of the Government is indeed the voice not of the Government alone, is the voice of every Indian. every patriot, and, if I may say so, every man who believes in freedom and democracy in the world. I do hope the decision that we have taken today will soon be shared by all others who cherish freedom peace and progress. Once again I wish well of the people of Bangladesh and congratulate all those who made possible the decision of today. I look forward to the advancing forces of history. Yahya Khan as a force of yesterday. He will be forced, doomed, to extinction, and we look forward to the forces of tomorrow rising but ressed by the decision in Bangladesh for the sake of the people there and for the sake of mankind.

শ্রী রাজনারায়ণ (উত্তর প্রদেশ) : মহোদয়, আমি সবার আগে বাংলাদেশের জনসাধারণ আওয়ামীলীগ. শেখ মুজিবর রহমান, নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন এবং মুক্তিবাহিনীকে আমার মোবারকবাদ জানাব, তাঁরা তাঁদের নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা ও বিরামহীন সংগ্রামের দ্বারা আমাদের নিকট হতে স্বীকৃতি আদায় করেছেন।

মহোদয়, আমি ভারতের জনসাধারণকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ভারতের জনগণ আপন নিষ্ঠা এবং তাদের জীবনের সংগ্রামী ভূমিকার পরিচয় দিয়েছে। তাঁরাও পৃথিবীর বড় বড় শক্তিকে মোকাবেলা করেছে, ১২ই আগষ্টে এই পরিষদে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার জোর দাবী জানানোর জন্য আমাকে ধাক্কিয়ে বের করে দেয়া হয়, অন্ততঃপক্ষে আমার সেই স্বপ্ন পূর্ণ হয়েছে। ভারত সরকার আমার অনুসৃত পথে আসতে বাধ্য হলেন এজন্য আজ আমি সবচেয়ে সুখী ও প্রসন্ন ।.. সামনে আমাদের আরো কাজ রয়ে গেছে। আগে যেমন ইঙ্গিত দিয়েছিলাম আজও দিচ্ছি। আমি চাই ভারত এমন শক্তি অর্জন করুক যাতে আমেরিকা ও বৃটেনের মত সুবিধাবাদী দেশসমূহ বুঝতে পারে যে, ভারত আজ ঐক্যবদ্ধ, ভারত ও পাকিস্তানের একত্রিকরণের জন্য যতদিন ভারত ও পাকিস্তান এক না হবে, যতদিন ভারত ও পাকিস্তান একীভূত না হবে, ততদিন ভারত ও পাকিস্তানের দরিদ্র ও মেহনতী মানুষের উদ্দেশ্য সফল হবে না। এ জন্য সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে আমাদের জানিয়ে দিতে হবে, আমেরিকা হোক, কিংবা বৃটেন— তোমরা যতই শক্তিধর হওনা কেন, যতই সম্পদশালী হওনা কেন, আমরাও ৫৫ কোটি মানুষের দেশ, সুতরাং ৫৫ কোটি মানুষের দেশের সংগে আর খেলা নয় তোমরা অনেক ষড়যন্ত্র করেছ। আমার অনেক বন্ধু যথার্থই বলেছেন যে, আমেরিকা, বৃটেন ও রাশিয়ার চক্রান্তে হিন্দুস্থান ভাগ হয়েছে, ভারত ও পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছে, আমরা এক হিন্দুস্থান গড়তে চাই।

"সারা বিশ্বের সেরা ভারত আমাদের, আমরা বুলবুল, এটি কানন আমাদের"। আমরা সেই ভারত গড়তে চাই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সেই ভারত গড়ার প্রথম সোপান। এজন্য আমাদের লক্ষ্য আমাদেরকে সর্বদা মনে রাখতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনে, ভারত ও পাকিস্তানের একত্রিকরণের লক্ষ্যকে অব্যর্থ রাখতে হবে। ১৯৪৭ সালের ১৪-১৫ জুন তারিখে এ,আই,সি,সি, (অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কনফারেন্স) দিল্লীর বৈঠকে কংগ্রেস যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল সেটি আবার স্মরণ করুন। দ্বিজাতিতত্ব চিরতরে নির্মূল হয়ে যাবে। দ্বিজাতিত্ব নির্মূল হতে চলেছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগে সংগে এই তত্বের বিলুপ্তি ঘটেছে। এর জন্য মুজিবর রহমানকে যতই ধন্যবাদ জানানো হোক তা নগণ্য হবে।......

MR, CHAIRMAN : Yes, now the CPM. Who will speak? Yes, Mr. Sanyal.

SHRI SASANKA SEKHAR SANYAL (West Bengal) : Mr. Chairman from this side I join in the felications and congratulations showered upon the Prime Minister and throuh the Prime Minister I extend all our respect to those who are fighting, those fighting people in our country and in Bangladesh, who have already laid down their lives and who are now prepared to lay down their lives at any moment.

Sir, excuse me for a little digression, Sir, in 1947, when dear Indiraji's father was the interim Prime Minister, I was a humble back-bencher in the Congress benches in the Central Legislature when partition was accepted and conceded Sir. I went to the Bhangi Colony to see Mahatma Gandhi, I laid down my 'khadar' cloth there, came back weeping and he also joined me in weeping and we shed tears. I came back bare-bodied, leaving my 'chadhar' and 'khadar' coat, saying that the Congress had committed a fraud at the top in Delhi and at the bottom in my Bengal.

Sir, thereafter I was not a very happy man. But, today I thank myself, I congratulate myself, that I am living today to see that the Pakistan is now dead. If there is any thing now, it is the ghost of Pakistan and if any thing is going to be haunted by that ghost, it is neither India nor Bangladesh nor any part of the other Pakistan, but it is the *recalitrant* members of the UN Council and Assembly. Let them be haunted and haunted. Sir, our freedom will grow from Precedent to precedent, from precedent, from Bangladesh to Bangladesh and I would expect only this from dear Indiraji—her father was my colleague and her grand father was my colleague and we worked together—that she should go on from stride to stride and let her see that the toiling people on all sides of the subcontinent really become happy under the flag which is now flashing and which is now waving and which is now flying over the house of Mrs. Indira Gandhi.

SHRI THILLAI VILLALAN (Tamil Nadu) : On this day of rejoicing and jubilation, I join with the feelings expressed by the leaders of different parties. I am taking this opportunity to congratulate our Prime Minister, Indira Gandhi (*Interruputions*). She has proved that she is the greatest statesman, and at the same time, the greatest administrator in this world. (*Interruptions*) By recognizing Bangladesh at the opportune time as she has often stated in this House.

Sir, in the religious field we beard that *Shakti* is superior and more powerful than *Sivan*. Here in the political field also, she has proved that *Shakti* is supreme ..(*Interruputıon*). Further, Sir, I want to say in this connection that the handthat rocks the craddle now rocks the craddle of freedom in Bangladesh..(*Interruption*). With this hold decision she has proved that she is the greatest statesman in this world—woman statesman in the world.. (*Interruptions*). Therefore, Sir, I congratulate her on this occasion.

At the same time, I want to assure our whole-hearted support to this Government in all its further actions in the warfare against Pakistan.

Sir, I conclude by saying : Long Live Mujibur Rahman ! Long Live Bangladesh ! Long Live Free om Fighters in Bangladesh !

SHRI A. K. A. ABDUL SAMAD (Tamil Nadu) : On behalf of my party and my own, I whole-heartedly welcome the decision of the Government to recognize Bangladesh. Our entire nation has been demanding the recognition of Bangladesh for the past several years. But the Government has taken the right decision, at the right time...(*Interruptions*). I congratulate the Prime Minister and her Government, and want to reiterate again that the Muslim League is one with the entire nation . . .(*Interruptions*) in supporting this noble decision of the Government in this hour of trial.

Thank you.

শ্রী কুম্ভরাম আর্য (রাজস্থান) : সভাপতি মহাশয় আজকের ঘোষণার পর হতে আমাদের ওপর বিপদ শুরু হল এবং সর্বাধিক বিপদজনক সময় আমাদের সামনে রয়েছে। এযাবত আমরা বাংলাদেশের সহায়তাকারী ও তার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলাম কিন্তু আজ হতে আমরা বাংলাদেশের সংগে হাত মিলালাম, আজ হতে তাদের সাথে আমাদের মিত্রতা, তাদের এবং আমাদের কল্যাণ অভিন্ন হয়ে গেছে। তাদের কোন অনিষ্ট হলে আমাদের দুর্ভোগ হবে, এজন্য বাংলাদেশে যত পাকিস্তানী সৈন্য রয়েছে প্রত্যেককে অতিসত্বর বাংলাদেশ হতে পাঠিয়ে দিতে হবে, এদিকে প্রথমেই দৃষ্টি ফেরানো উচিত। সেখানে পাকিস্তানী সৈন্যের একদিনের অবস্থান আমাদের দেশ এবং বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর। পশ্চিমের ফ্রন্টে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে পূর্ব ফ্রন্ট হতে পাকিস্তানী সৈন্যদের বের করে দেয়াই আমাদের সর্বপ্রথম জরুরী কাজ যাতে একটি সৈন্যও আর অবশিষ্ট না থাকে। এটি হলে বাংলাদেশ ভেতরের দিক থেকে তো সুরক্ষিত আছেই ফলে পাকিস্তান বুঝতে পারবে ভুল পন্থা অবলম্বনের পরিণাম কি হয়। ইংগিত স্বরূপ আমি একথা আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি। আমাদের দেশ এবং এই পরিষদ প্রধান মন্ত্রীর সংগে আছে, সবসময় থাকবে। আমি আরেকবার প্রধান মন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শ্রী গংগা শরন সিংহ (নাম-নির্দেশিত) : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজ একটি ঐতিহাসিক দিন। আমি তো মনে করি ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর আজকের দিনটির মত কোন দিন আর আসেনি।

বাংলাদেশের সরকার একটি সাধারণ সরকার নয়। এটি সাম্প্রদায়িকতার চিতা হতে উদীয়মান একটি সূর্য একে আমরা মেনে নিয়েছি। আমি এও মনে করি যে, বাংলাদেশের সরকার গঠন, বাংলাদেশের স্বীকৃতি শুধু এশিয়ার নয় বরং সারা বিশ্বের জন্য একটি স্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে এটি প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের পর যে দায়িত্ব আমাদের ওপর আসে তা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। বাংলাদেশ আজ আমাদের সহকর্মী সাথী সহযোগী। তারাও সেই আদর্শ, দর্শন ও নীতিমালার ধারক হয়েছে যা আমরা বহন করছি। এই আদর্শ, দর্শন ও নীতিমালার সংগ্রামে আজ আমরা প্রতিবেশীরূপে লাভ করছি একটি নতুন সংগী। আমি সরকার, প্রধান মন্ত্রী ও বাংলাদেশের জনগণকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আর বাংলাদেশের সরকারকেও আমি অভিনন্দন জানাব যাঁরা এ দুর্ভোগ সত্ত্বেও অক্ষুন্ন রেখেছেন আপন জাতির মান এবং উড্ডীন রেখেছেন তাঁদের পতাকা। সেই পতাকায় আমি প্রণতি জানাই।

SHRI A. D. MANI : Mr. Chairman, Sir may I join my colleagues on this side as well as the other side of the House in felicitating the Prime Minister on the great and historic decision that she and the Government has taken in recognising the Government of Bangladesh? I would like to underline the significance of this recognition. For the first time, after the establishment of our Republic, we have taken a most foward step and have shown that our foreigh policy is not an andemic policy, but it is an active and dynamic policy. Another significant aspect of this declaration is that the people of Bangla Desh have accepted as a goal of their policy 'secularism. In other words, the daughter of Shri Jawaharlal Nehru has given a death blow to the two-nation theory and the people of Bangla Desh have accepted the path of belonging to one human race.

Sir, we have also shown that this country of ours with 547 million people, whom the New York Times has contemptously described as miserable in an editorial yesterday, can do much more for peace and justice, than great United Nations or the United States which calls for a free world.

Sir, we have stood for justice and I thank Mrs. Gandhi for ensuring that our children and grandchildren will have peace for at least another 25 years and we will not be harassed by the irritations and hostilities of Pakistan. As a Newspaperman, we are not supposed to indulge in hyporbelic phrases. We are critical of the public affairs but I will never conceal my opinion that when the history of these times come to be written, Mrs. Gandhi will be regarded as one of the greatest leaders of the country.

সর্দার নরেন্দ্র সিংহ ব্রার (পাঞ্জাব): মাননীয় সভাপতি, আমি আমার দলের পক্ষ হতে এবং ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশের স্বীকৃতি দানকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রথম থেকেই আমাদের বক্তব্য ছিল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া হোক। এর সংগে সংগে এক দেশ ও এক নেতার তত্ত্বটি মেনে নিয়ে আমি বলতে চাই যে আমরা প্রধান মন্ত্রীর পেছনে আছি। (উর্দু)

On this occasion I also want to congratulate the people and Government of the Soviet Union for their un-stinted support for the great cause we have taken up. I want to pay my tribute to the countless men and women who have laid down their lives for the cause of the freedom of Bangla Desh. Glory to the people of Bangla Desh, Glory to the people of India, glory to the freedom fighters of the world. Down with imperialism and down with the military junta.

শ্রী শীলভদ্র যাজী (বিহার): মাননীয় সভাপতি, আমি আমার সরকার প্রধান মন্ত্রী এবং বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দকে অল ইন্ডিয়া ইন্দো-বাংলাদেশ ফ্রেণ্ডশীপ এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আরো মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং এর সাথে সাথে এই আশা করছি যে বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ আমাদের প্রধানমন্ত্রীর অনুসরণে খুব সত্বর বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দান করবেন। জয় হিন্দ, জয় বাংলাদেশ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI I. K. GUJRAL): It is rather an unusual thing that I am getting up but I would like to share with this house a nostalgic memory that I have. Perhaps I am one of the very few persons-perhaps there is nobody else in this House-that I was present in that Muslim League Session at Lahore in 1940 when the Pakistan resolution was adopted and I consider myself lucky that I am witnessing here the dissolution of that theory which was propounded in Lahore.

DR. TRIGUNA SEN (West Bengal) ; I am perhaps one of the happiest men in this world to-day. My heart is so full that I do not find any words to express my happiness. I offer my sincere-most congratulations to our leader. I knew that members of all the parties were pressing the Prime Minister to recognise Bangla Desh from the beginning. Also people from outside were putting pressure on her but she knows that from the beginning I was requesting her not to recognise at that moment because I felt that the youngmen and the peasantry of Bangla Desh wanted to fight their own battle to first knew what independence is and if we recognised them and confronted them with various problems then it would be difficult for them to tackle. I urged upon her that I have seen the boys and how they were fighting. I have seen the peasantry how they were training their boys and youngsters to fight for their freedom. I can tell hundreds of stories about their gallantry, their enthusiasm etc. So I requested the Prime Minister not to recognise them but to help them to win their own freedom. I said : The time will come when you will be surprised when you will see that they are capable of maintaining their own freedom and only then you should recognise them. I had my full faith in the leadership of the Prime Minister. The way she has dealt with the problem shows that she is the highest statesmen living to-day. It is very easy to be a politician. The politicians from all the parties were pressing her hard to recognise. It is easy to be a politcian but difficult to be a statesmen. I have read the history and the biographies of many statesmen but I have never seen a statesman like the present Prime Minister. I am really very happy to day. I congratulate her for this decision but I must want to remind the Members of this House that will have to go a long way to see Bangla Desh settled. There are lots of problems inside Bangla Desh now. Thousands of people have been killed, lakhs of women have been raped, houses have been burnt and so many things have been done inside that it will take a long time for them to again rebuild. We have to held them as a friendly brother. We have heard from our Prime Minister that want to that Government has said that they follow the objectives of democratic secularism and so on. It is not only the objectives, it is not only that they want that pattern I can say from examples how they practice. I had been to a village in the mountains where 1400 of their boys were trained. They were just going inside on thas night in groups. They had a small function and they had invited me because I was instrumental in starting that training came. They had boys who recited from Quran. There was another who recited from Bhagwad Gita.

It was in such beautiful Sanskrit that I was surprised. Later on I asked him where did you learn Sanskrit and what is our name. He said, Nurul Islam I said are you a Muslim and he replied I am a Bengali. He protested being called Hindu or Muslim. You will be surprised how the villagers be have, the peasantry behave. A villager came with a boy of 14 years. He said, Sen Sahib, *aapk naam suna* : You take this boy and give him training so that he can go back and kill a Khan. And he himself wanted to go away and I asked him, why are you going He said I am going so that one of their bullets will be spent on me and thus I can save the life of another Young man. The whole people there are enthused. How do they fight? Bare-bodied, without any shoes, with only rice to eat and with rifle on their shoulders. We have seen many boys coming from there with bullet wounds asking for a doctor and asking to be bandaged as soon as possible so that they could get back again to fight. That was the courage, that was the difficulty through which they passed. I again think of those boys with whom I lived, thousands of them, from whom we get inspiration. At the same time I can tell you today ; there is no harm because we have recognised it our jawans, our military officers who had the

opportunity to mix with them said, "we are inspired by them. What our jawans take four years to learn these boy can learn within two days. They just handle all sorts of equipment as if it is mere play". That is the spirit, nobody can kill that spirit. Today we are talking of secularism, democracy and various other things but I must say that the thing uppermost in my mind to day is my sincerest congratulation to our leader, the Prime Minister.

STATEMENT BY MINISTRY REGARDING RELEASE OF AKALI DEMONSTRATORS

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT): Sir, I rise to respond to the sentiments expressed by the leader of the Akali Dal, shri Brar. Government have reviewed the cases of Akalis arrested as a result of their agitation over the management of Delhi Gurudwaras. The agitation was unfortunate. Government had made it clear in unmistakable terms that the Delhi Gurudwaras should be managed by the Delhi Sikhs themselves and the present temporary arrangements would be replaced as soon as possible, The necessary legislation is being drafted with the intention of introducing it in the current session of Paliament. In the meanwhile the situation has changed. Pakistan has committed aggression against India. A state of emergency has been declared. At this juncture the country expects all political parties to devote themselves single mindedly to the defence of the country. Like all other parties the Akalis also have a right to play their due rule in this hour of crisis and it is Government's desire that they should not be denied this honour and privilege. It is in this spirit that Government have decided to release immediately all the Akalis arrested as a result of their agitation

STATEMENT BY PRIME MINISTER *RE* : RECOGNITION OF BANGLADESH

SHRI B. D. KHOBRAGADE (Maharashtra) : On this happiest occasion I would also like to associate myself with the sentiments and feelings expressed by Members of this House and to congratulate the Prime Minister, Shrimati India Gandhi for her momentous and historic decision in according recognition to Bangla Desh. Only the other day I had expressed the desire and appealed to the Prime Minister that in view of the naked aggression perpetrated by Pakistan against our country there should be no further delay in according recognition to Bangla Desh. I am happy to note that just after two days the Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, has taken this bold decision and accorded recognition to Bangla Desh, Sir, this bold and historic decision will always continue to be a source of inspiratisn to the people of different countries for waging a relentless struggle for liberation of their countries. Our country has always fought against imperialism and colonial rule by foreign powers and, therefore, as I have said earlier, this bold decision will be a source of inspiration to the other countries who are still suffering under serfdom and slavery, and will enable them to liberate their respective countries from foreign rule.

On this occasion I would also like to congratulate, and offer my warm felicitations to the people of Bangla Desh for their heroic fight and struggle for liberating their own country. I would like to pay my humble homage to the martyrs of Bangla Desh who have sacrificed their lives for libreating their country. Some hon. Members have mentioned that this is just the

beginning. I agree with them that this is the beginning. I hope it will not be too far. I hope it will be a matter of a few days only when Bangladesh will become completely liberated and it will occupy its place of honour and importance in the comity of nations very soon. We have granted recognition to Bangla Desh. I would appeal to the Prime Minister again to take the initiative in this respect and see that such recognition is granted to Bangle Desh by other countries also. The other day I have clearly extended our wholehearted and unconditional support, to whatever action the Prime Minister might take during this conflict. Today I would like to reiterate our support to and our solidarity with the policies and actions of the hon. Prime Minister and say that we are prepared to sacrifice everything for the sake of our country and will be solidly behind our Prime Minister. Thank you, Sir.

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh): Sir, if you permit me to speak for one minute, I want to say one thing. I do not want to take much time of the House. I know this is not the occasion when I should request you to give me time, but I want to refer just to a fact.

MR. CHAIRMAN : All right. One minute.

SHRI AKBAR ALI KHAN: Sir, just after partition in a talk I had with Maulana Abul Kalam Azad after partition, when I went to him, I said I would say this in Hindustani.*

*আমাকে বলতে শুরু করলেন, ভাই, যেই হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও সম্প্রীতির জন্য আমি আমার সারাটি জীবন নিবেদিত করেছিলাম আজ তার বিলুপ্তি হলো। আপনি আবুল কালাম আজাদকে দেখছেন, তিনি দৈহিকভাবে বেঁচে আছেন কিন্তু অন্তরে মরে গেছেন। এই কথাগুলি তিনি বলেছিলেন স্বাধীনতা লাভের পর হতে যখনই তিনি সুযোগ পেয়েছেন একথা তিনি নিজস্ব ভংগিতে বারবার বলেছেন। সকলের বিশ্বাস, আজ মুজিবর রহমানের সংগী ও বন্ধুদের চেষ্টায় যে নতুন রাষ্ট্র জন্মনিল অবশ্যই সেটি আমাদের নেতৃবৃন্দ ও মাননীয় বিজ্ঞজনদেরকে আন্তরিকভাবে খুশী করবে। আমি চাই আমার পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইগণও এই নীতিসমূহ গ্রহণ করবেন। আমরা তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে চাইনা আমরা তাদের ওপর আক্রমণ চালাতে চাইনা। কিন্তু আমার আকাংখা ও আন্তরিক আবেদন, তাঁরাও একথা চিন্তা করুন যে মানবতা সমুন্নত হোক, গণতন্ত্র সমুন্নত হোক, সেক্যুলারইজম সমুন্নত হোক এবং এই আদর্শিক ভিত্তিসমূহ অনুসরণ করে তারা সুখ সমৃদ্ধি অর্জন করুক। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং প্রধান মন্ত্রীকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। (মূল উর্দু হতে অনুদিত)।

জনাব সৈয়দ হোসাইন (কাশ্মীর): আজ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের ফলে কাশ্মীর বাসীরা অত্যন্ত খুশী হবেন এজন্য আমি প্রধান মন্ত্রীকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। কেননা সেটি একটি থ্রাউন-এর মত, 'Secular Character of India' বানানো হয়েছে। এজনাই জম্মু ও কাশ্মীরের লোকেরা সবচেয়ে বেশী আনন্দিত। জম্মু-কাশ্মীরের লোকেরা ১৯৪৭ সালেই দ্বিজাতিতত্বকে অস্বীকার করেছে এখনও সাম্রাজ্যবাদী চক্রে আঘাত লেগেছিল। আজ সাম্রাজ্যবাদী চক্রকে সবচেয়ে বেশী নাড়িয়ে দিয়েছে এই বাংলাদেশের স্বীকৃতি। আজ আমি এজনাই মোবারকবাদ জানাচ্ছি যে আমাদের প্রাধানমন্ত্রী, সেক্যুলারইজম, গণতন্ত্র ও সমাজবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ। জম্মু ও কাশ্মীরের লোকেরা আজ অনেক শক্তিশালী হয়েছে এবং তাদের এই প্রত্যয় জন্মেছে যে, আমরা সঠিক পথই বেছে নিয়েছিলাম। আজ স্বীকৃতির পরে জম্মু-কাশ্মীরের লোকেরা যদি অনুমতি পায় তবে ভলান্টিয়ার বাহিনী এসে বাংলাদেশে যুদ্ধ করার জন্য তাদের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করবে। তাদের অনুভূতি এরূপ। (মূল ভাষণ উর্দুতে)

MR. CHAIRMAN : Leader of the House, do you wish to say anything?

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI UMASHANKAR DIKSHIT) : Mr. Chairman, Sir, I want to associate myself with the sentiments expressed by every section of the House congratulating the Prime Minister upon the great and historical announcement. It is, I would say, one of the most historical decisions made by the independent, Republic yf India Sir, it is a unique privilege and I regard it is a great day in my life as a Member of Parliament and Leader of the House, and I think every Member of the Aouse will agree with me that it is a great day all of us to be associated and to bs a withness on this occasion to this great decision It will have great historical implecations and repercussions in future and established Indian's reputation as a country which has stood for human rights, fought for them and supported everyone who has come to it for rescue and help in times of distress. At this time it is a matter of great and deep satisfaction that the entire Opposition—except the solitary and unfortunate exception of Mr. Rajnarain who, I believe, represents no body but himself, except for that Member—the entire House has taken one solid, united approach to Wards this and expressed its solidarity and unity on this occasion. And at this time, Sir, my mind goes to the gallant people of Bangla Desh fighting for their freedom, and our officers and jawans fighting them to defeat aggression

Sir, it is also exceedingly remarkable that the leading Members of the Opposition have not only appreciated and welcomed this decision and the announcement but they have also appreciated, admired and recognised the wisdom of the choice of the time at which this decision has been taken Sir, this day will go down as a red letter day in our history Sir, I have no doubt that our officers and our jawans will make glorious history in days to come But I would request you, Sir, and request all the Members of the House to remember that we have to take our triumphs, our fight and our victories in a spirit of restraint and dignity, though it is time for joy and it is time for congratulations. I think Ganga Babu and some other esteemed Members have pointed out this we have to remember that the fight is still to go on the fight has to end in the upholding of the great traditions and the great principles for which we have responded, and in the defence of our country which has been attacked by a neighbour so want only and so suddenly

Sir, on this occasion I completely associate myself on behalf of the Treasury Benches with the unity and solidarity expressed by the Opposition and I think it is a matter for congratulation Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN . Madame Prime Minister, I also wish to congratulate you on this occassion and I want that we should express our best wishes as I am doing on your behalf, for independent Bangla Desh.

The House stands adjourned till 10 o'clock tomorrow.

The House then adjourned at thirteen minutes past twelve of the clock till ten of the clock on Tuesday, the 7th December, 1971.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুদ্ধের সর্বশেষ পরিস্থিতির উপর প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বিবৃতি।	রাজ্যসভার কার্যবিবরণী	৭ ডিসেম্বর ১৯৭১।

STATEMENT BY MINISTER ON LATEST SITUATION OF FIGHTING ON EASTERN AND WESTERN SECTORS

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): Sir, the hon. Members will recall the statement I made in this House in the afternoon on December 4th. I had then said that the Pakistani objective of inflicting substantial damage on us through a pre-medicated pre-emptive attack has been frustrated. The Pakistani forces have been making repeated and determined efforts to inflict damage on us and probe for possible weak spots in our defences. We have been endeavouring to blunt Pakistani's aggressive military machine.

The Pakistani Air Force has been visiting our airfields, but the damage they have been able to inflict has been negligible. We have been able to repair th damage inflicted and our airfields continue to be operational. There has been a gradual decline in the sorties mounted by the Pakistani Air Force. This may be the result of the damage inifleted by our Air Force on their air installations. So far we have destroyed 52 of Pakistani combat aircraft and 4 more probably damaged. Three Pakistani pilots are in our custody.

Our Air Force has been concentrating for the last two days on air defence of our forward positions and providing close support to ground operations. We have also successfully attempt d to dislocate Pakistani lines of communication, supply dumps and oil installations. We have lost 22 aircraft in all.

Pakistan's repeated attacks on Poonch have been beaten back with heavy losses. There has been intense pressure in the Chhamb Sector. We have withdrawn our troops to prepared positions on the river Monavar Tavi. In the fighting that preceded this planned withdrawal, Pakistanis lost 25 tanks and they suffered heavy casualties. We are exercising counter pressure in the area Akhnoor and Shakargarh.

The Pakistan forces have been pushed out of the Dera Baba Nanak Enclave. The bridge across the Ravi is in our position. The attempts on the part of Pakistan forces to infiltrate behind our lines have been frustrated.

In the Amritsar Sector a few Pakistani border posts are now in our occupation. In the Ferozepur area, the Pakistani forces have been ejected from the Sejra Enclave.

In the Rajasthan Sector, a Pakistani armoured column made a bid for the area around Ramgarh. This column was halted at Longanavala and has been practically decimated. Twenty tanks were definitely destroyed and seven more damaged. In all we have destroyed 96 tanks of Pakistan.

We have succeeded in effecting entry into Sind from two directions. Our troops have advanced around various points and our leading elements are about 10 miles short of Naya Chor. We have also captured Islangarh.

In the Eastern Sector, our troops are acting in concert with Mukti Bahini Under our pressure, the Pakistani occupying troops are falling back. The Jessore airfield was captured by us this morning. All areas west of Kaliganj have been cleared of Pak troops. The important highway from Meherpur *via* Ghenala to Goalando Ghat ferry has been cut. In Hilli/Dinajpur area our troops are advancing towards the Rangpur-Bogra highway. Lalmonirhat, with its airfield, has been captured. The area north of Kurigram, Rangpur, Dinajpur is now free of occupying forces.

The hon. Members are aware of the capture of Akhaura two days ago. The strategic centres of Moulvi Bazar and Brahmanbaria are now surrounded. Feni was vacated by Pak troops yesterday : the forward elements of our troops are now racing towards the Chandpur Ferry.

In Bangladesh, the Pak Air Force has been virtually wiped out : our air supremacy in that area is complete. From the sea, installations of military value have been pounded around Chittagong, Chalna, Mangla and Khulna. All maritime connection between the occupying forces and West Pakistan has been severed The hon. Members are aware of the daring operation carried out by the Indian Navy on the night of 4th and 5th December Two Pakistani worships have been sunk and one is believed to have been seriously damaged. Our Naval Force penetrated within 15 miles of the Karachi harbour. Their bombardment has inflicted severe damage on the harbour installations and oil storage tanks In the Bay of Bengal, the Indian Navy was able to sink one Pak submarine. The Eastern Fleet is now operating off the Pak. occupied coast to Bangladesh.

The three services are working on a highly integrated joint plan of operations The efficiency with which these plans have been executed and the mutual support which one arm has provided to the other have been gratifying.

I have another matter to bring to the notice of the House about the transport of some U N personnel by a U N aircraft A safe conduct was given to a U. N. aircraft C-130 from 8 a.m to 10 a m on December 6th. This could not be utilised by the U. N At the request of the U.N Representative in New Delhi, a safe couduct for U N aircraft was given for December 7th effective from 7 a m to 11 a.m. (IST) There have been no operations over the Dhaka area since 10 p m last night

It has been reported from Dhaka that a U N aircraft has been damaged over the Dhaka airfield The Air Headquarters have confirmed that no Indian aircraft have been operating in that area up to time The UNO have been advised to investigate in Dhaka in regard to the damage reported to have been inflicted on their aircraft

I would like on behalf of the Members to communicate to the Armed Forces the appreciation of the House for the valiant way in which they are defending the country and defeating the enemy.

— —

ভারত

সংসদীয় দলিলপত্র:

ভারতীয় লোকসভায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে আলোচনা।	ভারতের লোকসভার কার্য বিবরণী	২৬ মার্চ, ১৯৭১

The Lok Sabha Re-assembled after lunch at four minutes past fourteen of the Clock.

SHRI R. D. BHANDARE in the Chair

Re: DEVELOPMENTS IN EAST BENGAL

SHRI SAMAR GUHA (Contai): Sir, I want to draw your attention to a very urgent matter. It is also a very important matter. Just now we have heard the radio news that civil war has started in Bangladesh. After landing 60,000 troops from West Pakistan the army has taken position in almost all the big cities and in all key positions.

Yahya Khan declared the Martial Law. His Government have promulgated curfew in Dacca and in all other big cities. They have taken possession of the Dacca Betar Kendra. They have issued orders to shoot at sight all Bengali people there. Not only so. The East Pakistan Rifle is in the midst of a grim battle with the Pakistani Army there.

My report is that hundreds of people are being butchered and killed. An order has been issued to shoot at sight anybody in the street. There is another report that at the Karachi airport, hundreds and thousands of Bengali people have assembled to have passage to East Pakistan There also hundreds of people have been killed.

I want to draw the attention of the Government that there is an apprehension that either Mujibur Rahman and other big leaders will be shot or they will be immediately arrested and flown to West Pakistan by using Colombo airport. Therefore, my immediate submission to you and through you to the Prime Minister, is that the Government of India should write to the Government of Ceylon that no passage should be given either to the Pakistan Air Force plane or to Pakistani civilian plane to carry any military personnel from West Pakistan to East Bengal *via* Ceylon.

There is also another thing. The Dacca Betar Kendra has been forcibly closed. The All-India Radio is the only source of information from the people of Bengal. The All-India Radio should broadcast the news........(*Interruption*). Let me finish. This is the first time that the Sangram Parishad of Bangladesh has issued an appeal to India and to Ceylon to immediately mobilise international opinion in favour of the Liberation Movement. I would request the Government to raise this matter in the UNO in combination with other Asian countries.

I would also request the Government to give facilities for the movement of the Bengalis who have assembled at the Karachi airport

Lastly, I have already given a Call Attention Notice on the subject and I have also given notice of a short duration discussion on it The matter is very vital and urgent I have said many times in this House that the Key to the solution of Indo-Pak problems lies in the success of the Liberation Movement of Bangladesh This is a very vital issue this is a very crucial issue We cannot sit quite Our Government should take serious note of it and do something in the matter

SHRI S M BANERJEE (Kanpur) Sir not only the Martial law has been promulgated but orders have been issued to shoot people at sight Even the press correspondents who wanted to know something about it have been asked by the Army Colonels and Generals not to come out of the hotel and that they will be shot at if they come out This reign of terror is going on and this conspiracy has been hatched up by all those who are agents of imperialist forces who never wanted Mujibur Rahman to thrive in East Pakistan The victory of the common people in East Pakistan who defeated the communal forces and other reaction[illegible] to their likin[illegible]

The suggestion is this Democracy is being murdered in East Pakistan by fascists Let us pledge our support and say that we shall defend the right of the people in other countries also We also believe in human rights I would request you and through you the Prime Minister to uphold the banner of democracy and to give more support to Mujibur Rahman If Mujibur Rahman is dead, naturally, again Yahya Khan regime fascist regime, will come into being We are opposed to this Let the people of Pakistan know that India stands solidly behind Mujibur Rahman and that we condemn any action of the Yahya Khan

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour) This is a matter involving the people who are the same flesh and blood It was the conspiracy of the imperialists that the country was devided On that pretext, we cannot shut our eyes and adopt an ostrich like policy What is happening today in East Pakistan? Although we have repeatedly tried to get a statement from this Government about their attitude and policy in regard to that, we have failed in that Neither the Chair has come forward to get this House this information to-day After all that has been said on the radio and by different speakers in the House, will you be so good as to direct the Government immediately to make a statement forth with on the floor of the House giving fuller details through their own sources of information and also what they are going to do with regard to this merciless killing of people of Bangladesh?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR): The Government naturally share the feelings of anxiety expressed by members opposite at the happenings in the Bangladesh. We would collect all possible information from our own sources......

SHRI JYOTIRMOY BASU: You have not so far?

SHRI RAJ BAHADUR: We are collecting and we will collect.

SHRI JYOTIRMOY BASU: Let us have it.

SHRI RAJ BAHADUR: And we shall be watchful and a statement would be made as and when needed.

SHRI JYOTIRMOY BASU: Right now.. ... (*Interruptions*). . . . . . .

SHRI RAJ BAHADUR: At the earliest opportunity.

SHRI SAMAR GUHA: If you do not mak. a statement forthwith, our solidarity with the Liberation Movement there. ....(*Interruptions*).

SHRI RAJ BAHADUR: I am not yielding. You have interrupted me before I conclude. We shall certainly make a fuller statement at the earliest opportunity.

SHRI JYOTIRMOY BASU: Why not to-day?

SHRI RAJ BAHADUR: If it is to day, then to-day, if it is at this movement, then at this moment. ..(*Interruptions*). We should not act in excitement or in haste. We have to weigh the situation carefully and consciously and then make a statement.

শ্রী ইসহাক সম্ভলী (আমরোহা): চেয়ারম্যান সাহেব, মন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন যে যথাসময়ে সরকার বিবৃতি প্রদান করবেন। আমি জানতে চাই সে সময় কবে হবে।

SHRI JYOTIRMOY BASU We want our ruling on this, Sir.

MR. CHAIRMAN: I will convey our wish to the Minister.

শ্রী ইসহাক সম্ভলী: আমার আশংকা-যেকোন সময় পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করতে পারে।

MR. CHAIRMAN: Kindly resume your seat Mr. Sambhali.

শ্রী ইসহাক সম্ভলী: এসময় বাঙালী নিধনের প্রশ্ন। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা বাংলাদেশে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। এখন আর বিলম্ব করার অবকাশ নেই।

SHRI RAJ BAHADUR: Sir, may I add that we have to collect all the facts and unless and until....

শ্রী ইসহাক সম্ভলী: এর আগেও আমি বাঙালী নিধন সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছি। একইভাবে আজ পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা বাংলাদেশে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে অনতিবিলম্বে এই সমস্যা রাষ্ট্রসংঘে তোলা উচিত এবং বাংলাদেশের মানুষের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করা প্রয়োজন।

MR. CHAIRMAN: The hon'ble Member may kindly resume his seat now.

SHRI SAMAR GUHA: I only want to draw your attention to one important matter. The matter is very urgent for the reason that Shiekh Mujibur Rahman may be shot dead any moment. Only international opinion and opinion from the neighbouring countries like India and Ceylon can save his life. The matter is very urgent. He may be shot dead any moment. I would like to make a submission. Does the Government consider the matter urgent and important or not?

SHRI JYOTIRMOY BASU: Sir, you are unfair....

MR. CHAIRMAN: I have always been fair to you. You must be very careful in the use of your words. Don't accuse me that I have not been fair to you.

The Minister of Parliamentary Affairs has already taken notice of it and he will convey the matter to the Minister for Foreign Affairs and the necessary statement will be made in this House either to-day or tomorrow.

SHRI SAMAR GUHA: This is a vital matter for Prime Minister also, not only to the External Affairs Minister.

MR. CHAIRMAN: Kindly resume your seat.

SHRI JYOTIRMOY BASU: Sir, it is in your hands to direct the Government to make a statement to-day. If they are not in possession of the facts, they are not fit to sit on the Treasury Benches.

SHRI RAJ BAHADUR: Even for making a statement, it requires to go before the Cabinet, then the Cabinet meets, considers all the facts and then only a statement can be made.

SHRI JYOTIRMOY BASU: But the House will rise tomorrow.

SHRI SAMAR GUHA: Only remember that the life of Sheikh Mujibur Rahman is in the hands of the people of India and Ceylon.

SHRI RAJ BAHADUR: We are second to none in regard to our anxiety about this situation......*(Interruption)***

MR CHAIRMAN: Nothing will go on record. Nothing that is being said now will go on record......*(Interruptions)***

The Minister has already taken note of what has been stated. He has told you categorically.

SHRI RAJ BAHADUR: This is a sensitive issue in a sensitive region and for the sake of freedom and democracy, we would have to proceed with due care and caution. We will certainly make a statement, after going into all these things.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি এবং বিবৃতির ওপর সদস্যদের আলোচনা।	ভারতের লোকসভার কার্য বিবরণী	২৭ মার্চ ১৯৭১

4·00 hrs.

STATEMENT RE: RECENT DEVELOPMENT IN EAST BENGAL

MR. SPEAKER: Shri Swaran Singh.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): I wish to rise on a point of order.

MR. SPEAKER: Point of order on what?

SHRI S. M. BANERJEE: You are aware that under the rules the Minister has every right to make a statement *suo motu* on any important matter which he thinks fit. My point of order is this, that Calling Attention Notices were tabled by us....

SHRI SAMAR GUHA (Contai): In the morning there was a meeting of the Opposition leaders, and we all agreed that a statement should be made.

SHRI S. M. BANERJEE: It is an important matter, it is a delicate matter, I know it But a discussion should be allowed otherwise it becomes a one-way traffic. Government makes a statement and we simply hear it. So, I would request you either to keep the Calling Attention Notices pending—we have not been informed of their disposal—or the Opposition Member who have tabled the Calling Attention Notices should be allowed to say something on this.

SHRI SAMAR GUHA: I want to make this submission. The Prime Minister, I should say, showed wisdom in inviting the leaders of the opposition parties and we had an hour's discussion in the morning. We all agreed that the statement should be made by the Minister of External Affairs. Even the leader of his party was there. This is a solemn occasion; it is an occasion for expression of our firm determination, support and sympathy to the people who are suffering and it is in that light that we should accept this statement.

MR. SPEAKER: According to the procedures laid down, all of you are aware that when a Minister makes a statement it cannot be followed by questions.

SHRI PILOO MODY (Godhra):....But by a discussion.

MR. SPEAKER: You are going to have a general discussion on the President's Address. Ample opportunities are available.

SHRI S. M. BANERJEE : There is a blood bath going on; massacre is going on.

MR. SPEAKER: I do not know how far it will be advisable.

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF HOME AFFAIRS, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GANDHI): May I say that since this is a matter on which the whole House feels strongly, we might make an exception and allow the Members to express their opinion.

MR. SPEAKER: I quite appreciate the suggestion made by the Prime Minister; I am prepared to make an exception. I hope you will not repeat it. This is an exceptional exception.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SWARAN SINGH): The Government of India cannot but be gravely concerned at the events taking place so close to our borders We can, therefore, understand the deep emotions which have been aroused in this House and in the entire country.

Honourable Members are, I am sure fully aware of political developments in Pakistan since November 28, 1969 when the President of Pakistan announced his plan for evolving a democratic Constitution and for the transfer of power to the elected representatives of the people

The Government and people of India have always entertained the friendliest of feelings for the people of Pakistan We had, therefore, hoped that a democratic evolution in Pakistan would follow is natural course and that the elected representatives would evolve a Constitution reflecting the urges of the vast majority of the people expressed through the elections held in December last year.

However, events have taken a different and tragic turn Instead of peaceful evolutions there is now a bloody conflict

According to reports received, the Pakistan Army started taking action on the midnight of 25th and 26th March against units of the East Pakistan Rifles, the provincial police and the people The reports are that casualties have been heavy. On the morning of March 26th, the Radio Station at Dacca was seized by the Army Thereafter the Radio Station made an announcement of 15 new Marshal Law Ragulations banning, among other things, all political activities, processions, meetings, speeches and slogans Complete censorship of all news, Radio and Television programme was imposed.

More than two regular Divisions of the Pakistan Army are deployed in suppressing the people of East Pakistan. Our hearts go out in sympathy to the people who are undergoing great suffering.

We naturally wish and hope that even at this late stage it would be possible to resume democratic processes leading to the fulfilment of the asperations of

the vast majority of the people there. We cannot but take note of the fact that such a large segment of humanity is involved in a conflict and that many people are suffering in the process.

Recently when natural disaster overtook East Pakistan, the Government and the people of India along with other members of the international community responded to bring relief to the sufferings of the people there.

We are prepared to make our contributing once again, in concert with the member of the International Community or international humanitarian organisations, concerned with bringing relief to innocent victims of conflict.

SHRI A. K. GOPALAN (Palghat): What is happening in Bangladesh, East Pakistan, is not a civil war in the real sense of a civil war. It is a war between military dectatorship on the one side and the democratic wishes and aspirations of the people of Bangladesh on the other. In the election, the people of Bangladesh voted for the Awami League and its leader, Sheikh Mujibur Rahman, and they fought the election on the basis of full autonomy, leaving one or two subjects—foreign affairs and defence—in charge of the Centre. Instead of accepting the result of the election and the wishes of the people, what Mr. Yahya Khan did was to suppress even the civil liberties of the people, and from the statement we understand that even the standing of slogans is banned, and hundreds of people are shot dead.

They have also said that Sheikh Mujibur Rahman has declared the independence of Bangladesh and called the people to fight the occupation forces from West Pakistan.

There is another problem also which may face our country. That is, people may come from Bangladesh—East Pakistan—and whether they are Hindu or Muslims, to give shelter to them is also a problem that will face us and I hope an organisation has to be formed to see that all help is given to them.

We condemn the brutal onslaught and military massacre on the part of West Pakistan's military forces and wholeheartedly support this struggle of the people of Bangladesh and call upon the people of India and the Indian Government to extend all support that should be rendered to the people of Bangladesh.

Sheikh Mujibur Rahman has sought the help of Asio-African countries, in their struggle for independence, and if this continues, in course of time, we will have even to think whether we will have to support the independence of Bangladesh and try to see that whatever help is possible is given.

SHRI H. N. MUKHERJEE (Calcutta-North East): Mr Speaker, Sir, this is, as you said, an exceptional occasion when you will perhaps permit the expression of the emotion of our people in regard to something which has happened which goes against the grain of all human decency.

Bangladesh, to which so many of us here in this House also belong, is bleeding in a thousand wounds because the people of East Bengal have risen in a kind of revolution almost without precedent in history and are now being sought to be punished by those who do not know anything but the law of the jungle.

Sir, in East Bengal, what had happened was of a great deal more significance than what the Government's statement seems to make out. In spite of the natural inhibition which must be in whatever Government is functioning in this country, I cannot understand why the wording of the statement is so lifeless and how even the evaluation of what has happened in East Bengal was so much against the true state of facts. What happened in East Bengal is something almost unprecedented in history. It was a revolution by consent. It was as a result of the ballot that a preponderant, overwhelming section of the population, in a measure which has never taken place in the history of elections, expressed themselves in favour of the autonomous rights of that province There took place spectacles which at least a country which swears by the name of Gandhi should salute in the manner that is called for at the present moment of time.

You know how when the hartal took place in Dacca and the rest of East Bengal from the Chief Justice down to the Governor's cook, everyday stopped work. The person who was appointed Military Administrator or in some such comparable position was not given his oath of office, because the Chief Justice refused. We have never seen in history an example of a united people functioning in this manner, determined to go ahead in a peaceful and truly democratic spirit in order to bring about a change in their condition, the condition which they say is one of servitudé to West Pakistan

I am not entering into the merits of the matter, but we should all listen to the *cri de coeur* the cry from the heart which comes from East Bengal, the cry of agony It is not the sort of agony which is weak and humiliating Sheikh Mujibur Rahman said, Bengalis know how to die like human beings. And, that is why they are fighting back 70,000 troops are now engaged in the task of crushing the resistance of the people of East Bengal. In this posture of things, when in East Bengal a new precedent has taken place in the history of constitutional progress—You and the Deputy Speaker were talking about new parliamentary perspectives—I hope you and I learn a lesson from East Bengal, where a revolution by consent is sought to be brought about and that revolution by consent is thwarted by interests who are now at the beck and call of people whom we know very well. This sort of things is happening. They want to make our country another battling ground for interests which want to fish in troubled waters. Here is East Bengal which wants autonomy. Here is East Bengal which wants an end to the oppression which has been exercised on it by certain interests in West Pakistan. Here is East Bengal which wanted

autonomy for itself. It is being crushed. 70 million people are being sought to be crushed and we are here only talking about the embarrassment which might take place on account of something happening in a neighbouring country. There is not a word in the Government statement of genuine feeling a regard to people who are our own people. I speak the some language as the language which is spoken in East Bengal, not me alone, but so many of us here. And, we are ashamed that the Government of this country makes a statement which makes no reference to the blood relationship which exists between our two countries. At this rate, this Government would go ahead in such a manner that in the north-eastern parts of our country. I include in it the area where Dr. Swell is resident—things might happen which might create a different sort of history than what is being looked forward to by certain people on the other side.

I wish, therefore, Government takes a more understanding view of the situation. I wish Government says, this kind of genocide against 70 million people will not be permitted. I wish Government to announce here that they would go to the United Nations or whatever other forum their Constitution might provide. Let them tell us that they are going to those forums in order to put up the case of the people of East Bengal and we shall do so because they and we are one. We are one people. Mujibur Rahman has said so many grand things about the normalisation of relations and restoration of friendship between India and Pakistan. He did not want the demoralisation of Pakistan; he wanted only the arade and other friendly relations between our two countries should be resumed. The blackgaurds in that part of the country, the perfidious people no conduct negotiations in Dacca and then from the safety of Karachi declare martial law those perfidious people are now going to do something which, as I said earlier goes against the grain of all human decency.

I was not prepared that so soon after the election, which has given them so much of exuberance and exhilaration, they would forget even to express in a kind of human manner, in a kind of reasonable democratic manner, the sympathy of this country for the people of East Bengal. I am very disappointed with the statement. I have no hesitation in saying I am very disappointed with the statement. If what Shri Swaran Singh has said is the last word on this subject this Government is making a terrible mistake. I hope the Prime Minister chooses—I do not know her choosing—I hope she chooses at the end of whatever discussion we have had so far, to say something supplement the statement of Sardar Swaran Singh, and say something more concrete, say something about what India is doing or not doing in the international forum about the genocide and the bloody blackguardery which has been practised by the ruling junta in order to demolish democracy and everything that is human and decent in our country and in our sub-continent.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI (Bhubaneswar); Sir, this is the most serious moment in the history of India and Pakistan and in fact the whole of

South Eastern region. From what has been reported in the newspapers and from the statement of the Foreign Minister we know the immense suffering of the people of Bangladesh and we have to express the deep anguish in our hearts, in the heart of our Prime Minister, our government, all parties here and the whole people of this country. I think the Prime Minister should give a little expression to her anguish when she makes a statement to supplement what the Foreing Minister has stated so that the brave fighters of Bangladesh, who are fighting against colonial domination, who are waging one of the biggest battles in Asi's history for upholding human rights and liberty would find a little soace from the anguished heart of our Prime Minister.

I would like to know from the Minister of External Affairs whether there has been any appeal from Mujibur Rahman and the brave fighters of Bangladesh for any help from Asian countries, whether any such call has count to our government and whether their emissaries have reached our government. Secondly, is it not a fact that the Mujibur Rahman is exercising a moderating influence in Bangladesh and if he is not helped in some way the extremist elements will take over which would not be in the interests of India. I hope the hon. Minister will give a little clarification. Thirdly, will the Government see that no further arms go by Indian Ocean and the Indian Navy will take charge of it as our government have done in the case of over-flights of arms and ammnitions to Bangladesh. Government should make their position clear on this. The people of India would like to know whether in this moment of crisis the brave fighters of Bangladesh have sought any assistance and whether this government is going to help them, at least by expressing our sympathy, so that they could carry on this unequal fight against the dictatorship of West Pakistan.

DR. V. K. R. VARADARAJA RAO (Bellary): Sir, as a member of the ruling party, I rise to express my sense of great grief at the suppression of democracy which is going on in East Bengal to-day. Almost for the first time in Indian history, or the history of this sub-continent, a non-violent movement has succeeded beyond all expectations. I would even go to the length of saying it has succeeded beyond what it has in our own beloved country of India. The leader of that non-violent movement was carrying on peaceful negotiations; he was not demanding independence; he was demanding autonomy and the redress/ of long-standing grievances. That such a demand should have been met by the use of brutal force against an unarmed and wholly non-violent people is unimaginable. I do not think history has ever seen the Chief Justice of a part of a State refusing to administer the oath of allegiance to the martial law administrator. I do not think any radio station, of its own accord, has ever been taken charge of non-violently by the leaders of the people as in East Bengal. Such things did not happen in our own country during the height of the Gandhian movement. That such a wholly non-violent movement for the establishment of democratic rights of the people of East Bengal should have

been suppressed by tanks and armed forces brought in within a period of seven days when negotiations were supposed to be going on is something which cannot be imagined.

12.00 hrs.

Whether it is our neighbour or not is not the point. East Bengal is a part of the world and we have proclaimed, as the President was himself pleased to say, that India's voice shall be raised wherever there is injustice, wherever there is oppression. I think, there can be no more outstanding example of injustice and oppression and the use of violence than what we have seen taking place in East Bengal.

I would like to remind the hon'ble leader of my party that in 1947, when we had not been formed a Government of this country and when her distinguished father was the leader of the so-called interim Government of India, he called an Asian People's Conference. I happened to be at that time. One of the 48 Members of the Indian delegation. That Asian People's Conference was called in order that the voice of India might be raised on behalf of those people of the world fighting against oppression and tyranny There can be no bettrer of such a fight against oppression and tyranny than what is taking place across our frontiers of West Bengal. I know the leader of my party and the Prime Minister of India has got at least as much courage, if not more, as that of her father.

I must say, in this connection, that I am very much disappointed at the statement of my hon'ble ex-colleague, the Minister of External Affairs, in attempting to club India's offer of relief for cyclone victims with the relief for the people who are suffering in East Bengal from the armed attacks of tanks, etc. To give relief to whom? To the dead people in East Pakistan? I do not know, I would like to request the hon'ble leader of my party to take a leaf from her father's book and to convene an Asian People's Conference in order that the last vestiges of colonialism might be removed from the Asian continent and the people be permitted to live free and self-respecting lives and also be free to frame their future according to their own democratic rights.

SHRI KRISHNA MENON (Trivandrum): Mr. Speaker, Sir, what we say in this House has a much vaster audience than I see in the House and the whole of the country. There should be no doubt in the minds of the people that we recognise what has happened in East Pakistan is a national revolution a national movement against colonial regime which has been going on for some years.

I do not want to take the little time that you will allow me in description. I want to submit to the Government that we should make it very clear that we shall exercise our utmost obligation to provide the night of asylum to the oppressed people of East Bengal, whether you call them refugees or whatever it is. We

should not be merely content with the denial of our air space arising from the skyjacking and the normal reprisal that follow. I hope, the Government will take immediate steps to invoke the Geneva Convention. This country will be responsible, in a large measure, in formulating a convention in view of things happening there.

So long as our diplomatic representatives remain in Islamabad, we should obtain correct information on which we will be able to argue the case in the United Nations.

It will be a great mistake at this time to be cynical and say, 'We can do nothing in the United Nations and Parliaments' We have to use every forum of the world. When certainly a large volume of public opinion in this country is exercised about the repression and oppression that goes on in Mozambique and Angola or in other parts of Africa, when most of us are supporting the struggle of the Vietnamese people against imperialism or of the Arab people against another kind of imperialism, how can we remain unconcerned about the people who are next door to us? I am not for a moment suggesting that we should in any way violate international laws so long as they exist and we should not promote this revolution We should not follow the bad example of Pakistan and do what they are doing in Kashmir This is a spontaneous movement on the part of the people sanctined by the result of the elections permitted by the ruling party itself Therefore while it is a revolution by consent in the classical sense, it is a revolution which has been sanctified by the vote of the people and there can be no two ways about this. And I do hope that the Prime Minister will find her way to enable organizations like the Indian Red Cross to move out, and if the authorities concerned refuse, then other steps should be taken

Afro-Asian opinion which is exercised by colonial rule persisted in promoting the movements inside international spheres to draw attention to the situation where it not the opportunity to govern, it is not the desire for reform like separation of executive forms Judiciary bpt it is revolution of the people, a revolution demanding independence. I hope the time will not be far off when this Government will recognise the new Government set up by the people and not make the mistake as in regard to North Vietnam and East Germany (*Interruptions*) because delay in these matters makes it difficult. When a government is established, reasonably established, commands habitual obedience of the people and is able to perform its obligations, even under the American law, it ought to be recognized immediately. So, if an application or a request is made by the new Government of East Bengal—I do now call it Bangladesh because there is another Bengal—whatever it is called, we should not tinker about it and take the risk of recognizing that Government.

Finally, I want to say, Mr Speaker, that we should do everything in our power to prevent imperialist intervention in these troubled waters. The British

Government which quit from this part of the world, first from India and afterwards from Ceylon is providing a base for observation if the news is correct. Other Great power of the world are doing the same. Imperialism has got a habit of fishing in troubled waters and our timely intervention and protest goes a long way because intervention so close to our borders spell nothing but disaster.

I thank you, Mr. Speaker, for giving me an opportunity to say a few words.

SHRI SAMAR GUHA: Sir, to-day I am one of the happiest men in this subcontinent because I had the privilege to work with Mujibur Rahman for five years in East Bengal and I was dubbed a mad man for, as far back as 1952, I wrote a book in which I said that independent East Bengal is bound to come due to the internal contradictions of the two wings of Pakistan. Thereafter, I wrote several articles and books and every time I was dubbed as nothing but a mad man. But, Sir, the dream of a mad man to-day is being fulfilled and that is why I feel very much happy to-day.

The declaration of independence by Bangladesh is the greatest event after Partition of the Indian sub-continent. Perhaps it will give us a momentous occasion, a historic opportunity to undo the misery—I don't mean Partition, but, undo the misery of the Partition. Sir, it is an example of a total revolution by the total people of Bangladesh against the colonial rule of West Pakistan over 75 million of that country.

Mujibur Rahman has shown of the wonderful revolutionary leaderships the world has ever witnessed. We all know when Mr. Bhashani was the leader of the National Awami League he was creating all kinds of troubles with the help of the Chinese. But now all the parties; the National Awami League, the Convention Muslim League, the National League of Pakistan, the Council Muslim League and the Jamiat-ul-Ulema, all the parties and organisations are completely unified under the leadership of Mujibur Rahman

It is a matter of great gratification that now the total civil administration of East Bengal is under the total control of the Awami League and their Sangram Parishad. Only in the cantonment areas and in some other urban areas the 80,000 people of the army of Pakistan have same linuted control. May be, with the help of the tanks, with the help of places and machine guns they may cause butchery, they may cause massacre of thousands of those revolutionaries in East Bengal. But ultimately they will have to bow down and surrender to them. Because these 80,000 people of the army will be squeezed by 7½ crores the people.

Those who have any elementary idea of the geographical situation of Bangladeh know this. There are many rivers there. It is impossible even for logistic reasons to suppress the total revolution of the total population there.

I would remind the Prime Minister that such movements in the life of a nation, in the history of a nation, do not come always. It is a decisive time. It is time for decisive action by the leader of the Indian Government. I said on many occasions that real solution of Indo-Pakistan problems does not lie in Kashmir but in revolutionary movement in East Bengal and in its concept of 'Swadhin Bangla'. If the revolutionary movement in East Bengal succeeds, which it is bound to, then there will be revolutionary change and political correlation in the entire sub-continent, and in the entire relations between India and Pakistan also.

I do say that immediately the Government should give recognition to the independence Republic of Bangladesh. We have to see what are the conditions that a nation and a people must fulfil to exercise their complete sovereignty and to proclaim their sovereignty. It is to be seen that the Awami League secured 162 Membership, more that the total majority of the membership that represents the Pakistan National Assembly

Therefore, if the internationally accepted democratic principles have any meaning, those people of Bangladesh have every right to declare and proclaim themselves as an independent and sovereign State

They are in physical control of the land of Bangladesh completely They are in physical control of civil administration having total loylty of the total population there. They have their own government and own flag All the conditions fulfilling sovereignty are all present there Therefore they have every right in the real democratic sense to declare themselves an independent country and India has also a right, according to the International principles to accept and accord recognition to that Independent State of Bangladesh

This is a delicate matter I don't say India should jump on East Bengal with her military Short of military intervention, short of going against international code and diplomatic relations, India should go all out to give all possible help to the people of East Bengal and the revolutionaries there.

I would suggest a few things India should immediately mobilise world opinion. I would remind the Prime Minister about this This is the first time the leaders of Bangladesh have requested India, Ceylon and other Asiatic and world countries to extend to them all kind of help. They have declared it openly. Therefore this is not something against the will of the people of Bangladesh. The sovereignty of the Independent Govt. of Bangladesh has got to be recognised.

I would also request the hon. Prime Minister to take the matter of the genocide of the civilian people and the massacre of thousands of innocent freedom-lovers of East Bengal to the UN Human Rights Commission immediately and without any further delay.

I would also request the hon. Prime Minister to request the Government of Ceylon as also the Government of Britain not to allow the Colombo port and the Maldive islands to ferry arms and ammunition and the Military personnel of West Pakistan into East Pakistan. I would request Government to invite the attention of the other Government to the fact that the Pakistan Navy may not be allowed to operate in the Bay of Bengal and in the Indian Ocean to carry the murderers, the killers and the butchers from west Pakistan to East Bengal.

I would also make one other request I know that thousands of Bengalies of Bangladesh are terrorised, and those terrorised Bengalies have taken shelter near the Karachi airport. They do not know what will happen to them. They are also being butchered. Therefore, I would request Government to permit them a safe passage through India over-route either by train or otherwise and by giving them all sorts of facilities for going back to their homeland.

In conclusion, I would say that this is a momentous occasion. Let us not fail in this historic moment. Let the Prime Minister act as a courageous daughter of Mother India, raise the banner of defending revolution in Bangladesh and act up to the dawn of a future India.

My salute to Bangladesh! Jai Bangla Jai Hind! Mujibur Rahman Zindabad, Netaji Zindabad! Netaji is the inspiration of Mujibur Rahman. I personally know that.

SHRI A. K. SEN (Calcutta North West) : This is not merely a grave moment but a very proud moment, and we are all happy to see, though very very anguished, that an entire nation has risen in revolution, and merely revolt against the oppressors who have been exploiting them for years and decades. Many of the areas which are now crimson red with human blood are known to us personally. There were scenes in them in our struggle for freedom, where thousands of martyrs had shed their blood under the British bullets. Happily again, those are the scenes again where the bullets of West Pakistan have come to now down millions of innocent people who only want to live like decent citizens and want to cherish the great rights to which they are entitled. What have they done? They have merely voted their leader to power. They have voluntarily given all te authority to that leader. He did not wrest authority by military force like Ayub Khan or Yahya Khan. People gave all authority to him voluntarily, and the consent of the people was writ large every where. When these great leaders of the military were there in East Pakistan, they saw with their own eyes the flag of Bangladesh flying aloft every house and every building except the Government House and the military headquarters, and as a punishment, the military have unleaghed the engines of war on an entirely innocent people whose number about 70 million. Millions of women have come out into the streets, and we are all

proud of them. They are the flesh of our flesh and the blood of our blood. They are people who still speak one of our languages The songs that they have been singing on the radio have inspired our people for ages And there are the people to lay who are going butchered by these brigards brought across the seas and armed with foreign arms for the purpose of killing these innocent individuals, men, women and children.

I recall those days when our Prime Minister's great father called the conscience of the world to unite against the Dutch who forried across the sea their soldiers to suppress the freedom moment in Indonesia. That moment has again arrived. I would appeal to our Prime Minister to take the same leadership.

But this is not the voice of Bangladesh alone This is not the voice of West Bengal alone. It is not our individual voices, but the voice of Asia, the voice of the colonial world which is speaking out to the whole humanity for succour and help in their hour of distress and in their hour of enslavement.

Therefore the Prime Minister will be giving that leadership, which she has given to the country, to the whole of Asia if she takes courage in her hands and calls for a total human endeavour against this oppression and this conspiracy to enslave an entire people.

This is not a moment for India alone it is moment for the entire free world, and if we rise, then we shall always be remembered as a people who merely not shouted our help to the oppressed but have actually shown how that sentiment can be translated into action. Therefore, the time for action has come, not merely extending our sympathy to those related millions across our borders. They are closely related to us, they are friendly to us, they need our help, and if we deny that help to them today, we will not be forgotten by these free people in the future.

Let us organise ourselves and give all the help we can unofficially. Let Government as on institution rise up and stop all flow of arms into East Pakistan, blockade, if necessary, those ports and seize those ships which carry lethal weapons for the purpose of butchering an innocent people. That is a duty we owe by reason of our allegiance to the Charter of the UN, by virtue of our protestation in the past and by our being a signatory to the Genocide Convention. That enjoins on us to put a stop to genocide in any part of the world, particularly when it is practised on a people who are so near and dear to us.

The words of the External Affairs Minister, though very encouraging, though full of sympathy, have frankly disappointed many of us. I share the sentiments

of Prof. Mukerjee when he said that a much stronger language is needed, a much more decesive voice was expected to meet a situation which is unparalleled in the history of the world.

I remember when the French Revolution started and the shouts of the paris mobs reached Varsailles the king asked : 'Are the people in revolt?' His Minister said, 'No, Sir, it is a revolution !' Prof. Mukerjee will remember that.

Therefore, this is not merely a groan and anguish of a people who have been exploited for years, this is the voice of revolution of an entire people which cries out for not merely succour and sympathetic words but positive action so that the conscince of the world awokes and frowns upon and destroys those very people who, armed with foreign arms have descanded themselves upon innocent people to butcher them.

SHRI K. MANOHARAN (Madras North) : The statement of the Minister of External affairs is not only not convincing but, I am sorry to say, terribly disappointing. The concern and feeling of the House have already been manifested by so many speakers who have preceded me. Shi A. K. Sen who spoke just before me has said that strong language is required to be used. So far as I am concerned, what is required is not strong language, but strong action to be taken, whether it is visible or invisible.

The ballot which has given status, recognition, position and independence to the people of East Bengal has been snatched away and killed by the bullets that have been poured ceaselessly by Islamabad. What is going on in East Bengal is not just a fight between some people in East Bengal and the military regime; the entire people of East Bengal in a full, complete, total effort are waging a war against certain military goondas engineered by the President of Pakistan, Yahya Khan.

In this context, what action could the Government of India contemplate? This is the question which must receive the attention of the majority of members here. I want to stress one point very clearly. Already the Government of India has been accused of instigating the people of East Pakistan. By means of an open declaration that we are for the people of East Pakistan, R am sure we are spoling and ruining the cause of the people of East Pakistan. But secretely or otherwise what action the Government could think of taking, we must leave it to the Government of India Let ust not embarrass the Government in that particular position.

So far as political parties in this sub-continent are concerned. I think public opinion can be created against the genocide that is being unleashed in East Pakistan, for which each political party can contribute a lot. All party conventions or all-party meetings can be held and through them we can moblise public opinion. We can focuss the attention of the entire sub-continent people, and

we can show our moral sympathy with the people of East Pakistan. As to whether something more than mere moral sympathy can be given, that has to be left to some secret agencies or international agencies.

That does not mean that the Government can keep quiet. It can diplomatically move the issue. Government can raise the issue in the United Nations in the Human Rights Commission or any other forum which is suitable for focussing attention on what is going on in East Pakistan.

We had a meeting in the morning with the Prime Minister. The Prime Minister is much concerned about it, and the External Affairs Minister is equally worried about it, but in spite of this, the statement has disappointed us terribly. So, I request the Government of India to pay some more consideration, and convey the sentiments expressed by the people and the Members of this entire august body to responsible bodies, specially the Asian-African countries and mobilise world opinion

While I say this I am not asking the Government to Interfere in the internal affairs of any country. Now it has ceased to be an internal affair of Pakistan because lakhs and lakhs of People are being machinegunned children have been massacred and ladies are being butchered and molested. We can take it up from the angle of human rights, and on that basis. I think the Government can do a lot for the people of East Pakistan. Let us create goodwill and thereby let us establish your contacts with East Pakistan and show ours sympthy to the People of East Pakistan.

SHRI SAMAR GUHA . No Toorse East Pakistan. but Bangladesh

SHRI K. MANOHARAN : Mr. Samar Guha has got his association with Rahman, and he has every right to say so. I have no objection to call it Bangladesh or anything, but as it is today let us call it East Pakistan, and let us see that Bangladesh also comes into being to the satisfaction of the entire people of the sub-continent.

SOME HON. MEMBERS *rose*. .

MR. SPEAKER : Only a few Members sought Permission to ask questions or clarifications, but it has developed into a regular debate. That is the difficulty when you make an exception, that it develops into a debate.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi) : It is an important event, and every party should be allowed.

DR. HARI PRASHAD SHARMA (Alwar) : The response or this House has been little more acute, we had been a little more emotionally involved then some cold-seas oned diplomats in distant countries. I do not think we need a lot of

explaining it. Our response has been so acute because of the attack on our fundamental values. Some of the basic things which we hold in esteem are being attacked. It is not only an attack by the Pakistan military junta against the other Part of the country but the value which we hold basic are also under attack. We have all along championed the cause of the freedom of people all over the world. We have also chosen one definite path of indendence which we hold clar and still continue to cheriah. The people of East Pakistan have been waging a non-violen disciplined struggle against the oppression by the other part of the country and I think the response which this country ought to hold to our neighbour should be a little more on the positive side.

There will be other problems coming up very soon. Events will be overtaking the if we do not make decisions at the right movement and if we postpone things. May commend to the attention of the Government the proverb that justice delayed is justice denied; delay will be denying justice to the people of East Bengal and to their aspirations.

There would be another problem which would be coming up very soon the question of the recognition of the *de facto* Government of East Bengal. I think the Government should be prepared. We do not want to go into the theoritical discussions on recognition and the requirement that a nation needs for recognition. It can easily be recognised that the four basic norms which are to be fulfilled for recognition are there. The people of East Pakistan have a territory; there is a definite population there; they have a definite ethnic identity and there is the *de facto* control by the Government, if I may say so of Mujibur Rahman. Because of normal restraints on Governments if they feel that they should not say too much it is understandable but I should point out that if we do not take steps at the proper time, we shall be betraying not only the interests of our neighbour but we shall also be betraying our own basic, cherished precepts. This is not the first instance. When similar developments took place in Indonesia, we did take positive action. We did not have to send, nor did we in fact send, any armed forces. There is always another line of action. There was a conference of the international community which was convened in New Delhi. I think the least we can do is to take some steps in that direction. I should only suggest that whatever the Government does should be done recognising fully the feelings of the entire population of this country and should be such that we might not be ashamed of in years to come.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): Mr. Speaker, Sir, I have no hesitation in saying that the statement made by the Government is pale and anaemic. I would even say that it is lifeless and it is particularly amazing that it should be so from a Government which with all its talk of massive strength behid it.

I would also like to preface my remarks by a few words because here we have been erred lightly on the side of caution. We have never spoken ill of Pakistan. Even today, if we offer any remarks it is only with a view to getting it out of the trouble in which it has deliberately landed itself. But at the same time, we cannot behave like the French noblemen who, when he was informed that a revolution had broken out, said that he had decided to ignore it. We cannot shut our eyes, as it has been very emphatically pointed out by other Hon'ble Members to the genocide going on our borders to the ruthless suppression of human liberties and democratic urges and aspirations of the people who were till the other day our kith and kin, the very members of our families.

We cannot also shut our eyes to the clear attempts do undo the democratic elections which had been held recently in that area and particulary to the serious developments into to which may have many dimensions on our borders. I do hope that the Government would be keeping a watchful eye not only on our eastern borders but also on our western borders, because it is not a moment only to think about certain developments that are taking place in a particular area but they have a tendency to proliferate and to spread in some other areas in other ramification.

I would also like to hope that the Government would take steps that the outside powers like the CENTO or the SEATO do not intervene in this matter in any way and create an excuse for being on the neighbouring soil to the menace of all of us. That is another thing which the Government will have to keep in mind.

Now, ever we might say either on this side of the house or on the other side of the house must be in such a way that they are not construed to be in anyway pronoun cement of a nature which might help the enemies of some of the healthy trends that are under way in Pakistan before the people because we are always painted as a perpetual enemy of Pakistan. And if such things are said here which might be construed both to their advantage, that is, the advantage of the enemies of those healthy trends, then we would not be able to do a distinct service to those democratic urges and aspirations which are unfolding themselves in Pakistan.

Lastly, my party would feels satisfied even though the statement made by the Government is not satisfactory in any manner and we will satisfied if we have an talking of the fact that the Government has a real understanding of the situation in Bangladesh and it is in close touch with the fast developing situation there, because with their real understanding and very real alertness on the part of the Government we hope everything else would follow. We would not ask the Government to say more on this occasion.

Finally, we also cannot relent in our duty to project the fact before the international community that there is now a total ruthless suppression of human

liberties and the appropriate manner in which it can be projected before them must be taken recourse to as soon as possible. The Government, I have no doubt, will not despair of the deplomatic moves that may be set in motion on this account, so that the situation there is brought under control and the democratic rights and aspirations of the people are brought to a consummation, as they were trying to do, through the results of the election, without much loss of human life. Let me convey on behalf of my party—now I find there is total solidarity in this House, not only this House but in the country outside too—that the people are suffering there for having waged a courageous, self-reliant and powerful movement for the expression of the sovereingty of the people. The movement seems to be so powerful and self-reliant that the Government of Pakistan can never have the excuse of saying that it is being backed by outside powers. Rather I am afraid the Government of Pakistan may arm itself with the support of the outside power to suppress them. The movement is bound to be self-propelling and self-relients and ultimately it is my hope that the movement will succeed because of the moral strength that has been built in the people.

SHRI S. A. SHAMIM (Srinagar): Mr. Speaker, my heart bleeds for my brethren in East Pakistan and I share the agony and anxiety of this House with regard to the happenings in East Pakistan. But I must says that I am not carried away by emotion. In this great hour of crisis facing the millions of people in East Pakistan, we must not loose our head; we must not be carried away by emotion. Every word uttered in the House should help to promote the freedom struggle of East Pakistanis, rather than give a handle to men like Zulfiquar Ali Bhutto that destroyer of our Fokker-Friendship that destroyer of Indo-Pak relationship and that destroyer of Pakistan ultimately, to label Mujibur Rahman as an Indian agent, was a witness to the revolution in Pakistan in 1969 when only one charge was levelled against Mujibur Rahman in the Agartala conspiracy case that he is a spy, an agent of India. Our remarks here should not strengthen the hands of Bhutto. (*Interruption*). Let us not lose sight of the harsh realities. Let us not lose sight of the existing conditions in Pakistan. So far we have got only a part of the report; we have not got the fullest report you to what is happening in East Pakistan, whether that great freedom fighter Mujib is alive or not, whether he is in the hands of Pakistanies or not. Let us not rush with suggestions that we should recognise East Pakistan. I am giving expression to my views in this case............ (*Interruptions*).

SHRI SAMAR GUHA: Yours is an isolated voice.

SHRI S. A. SHAMIM: It may be a minority voice. Still, let it be registered. I have my democratic right to convey my voice of dissent. In the same way as you express your views, I have my basic right to express my view.

Suggestions have been made that the case should be referred to the United Nations. I, as a Kashmiri, know what the United Nations does in situations like this. They make a mess of the whole thing. What have they done in Kashmir? You went to the United Nations and you expected a solution in eight days. Now 24 years have passed and still you have not found any solution.

The people of East Pakistan are facing aggression. They are facing the imperialist intrigues. This is not the way to rush with suggestions "let us accept" or "let us not accept". At this stage our agony and anger should find restrained expression. I am in full agreement with the government and I appreciate the stand taken by the government I would like to say to the Foreign Minister that the restrained tone of the statement is the need of the time.

Mujibur Rahman, who has started the movement, needs the sympathy of all of us. He never started the movement on the understanding that Indian Paliament, Indian Government or the Indian people will rush to his aid with arms. He is a brave individual. From whatever little I know of him, he is brave enough to fight against Pakistani imperialism, to fight against Pakistani army. Our expression of sympathy is there and it is placed on record. I am sure he will draw sustenance from this that the Indian Parliament, the representatives of India have expressed their sympathy and their agony on what is happening in East Pakistan.

In this hour of crises let us not forget that we have situation in this country which can be exploited by those whom we are accusing today, in Bengal and in other parts of the country. Are you not aware of the implications of supporting the right of secession to one part of the country or the other? I do not support secession and I do not agree that it should be done. . . . . (*Interruption*).

SRI SAMAR GUHA: Seven and a half crore of people are declaring their independence. You have no right to say what you have said. . (*Interruptions*).

SHRI S A SHAMIM: This Government has recognised the Yahya Government. This Government has not withdrawn its recognition of Yahya Government up to this day. I am speaking consciously and I am speaking with a full sense of responsibility. I for one would not support the right of secession. We have to study the implications, legal and political, of what you are saying. My heart goes to the people of Bengal and I am grieved by what is happening in East Pakistan. But our expression should be a dignified expression, our expression should be a restrained expression. I convey on my behalf that in this battle against Pakistan army, in this battle against Pakistani imperialism, the Indian people, the people of Kashmir in particular are with Mujibur Rahman, that great herc, that great freedom fighter.

SOME HON'BLE MEMBERS. rose—

MR. SPEAKER : This cannot go on indefinitely.

SHRI P. K. DEO: I would like to place before the House the views of my party.

MR. SPEAKER: He forgets that I have allowed all the major parties and also a few important members.

SHRI P. K. DEO: Ours is a national party and we would like our views to be recorded here.

MR. SPEAKER: I will give two minutes to Dr. Melkote and Shri Deo. After that the Prime Minister will be called.

DR. MELKOTE (Hyderabad): We have to understand in the proper perspective what is occuring in East Pakistan. When we consider the developments is East Pakistan we have to remember our own past, when we were under colonial rule and the British dominated us and used such force against us as they deemed fit. At that time we expected governments all over the world to come to our support and whenever we read in the papers that such support was forthcoming from some foreign governments in our travail in 1930 and 1942 we felt most happy. At this juncture we shall be failing in our duty if we do not express our feeling of sympathy and support to their cause. They have democratically shown that they have got a majority and they are fighting a battle in a non-violent manner. It will be a sorry day in India, to whom the whole world looks for guidance, falls to give encouragement and support to the people who are waging a non-violent struggle against a military dictatorship. That is the point that I would like to make before you. It is the duty of the people of India and the Government of India to help the oppressed people of East Bengal where the battle is going on. The Government has failed to express our sentiments adequately. This is an occasion when the support in every possible manner has got to be extended quickly to the people of East Bengal who are raising a battle for indepeudence in a very dignified and non-violent manner.

I support all the Members who have spoken of this. But I must say that the statement made by the External Affairs Minister is both insufficient and inadequate.

MR. SPEAKER: I have just received the news from the P. T. I., I think. it is coming from our own teleprinter. It says that the East Bengal leader Mujibur Rahman has been arrested, Radio Pakistan announced today (*Interruptions*).

SOME HON'BLE MEMBERS: Shame, Shame!

Mr SPEAKER . The arrest was made after mid-night last night. Shri P. K. Deo.

SHRI P. K DEO : Mr. Speaker, Sir, on behalf of the Swatantra Party, I associate myself with the spontaneous and popular upsurge of 75 million people of Bangladesh and support their aspirations for autonomy for which they got a clear mandate in elections of December, 1970

When I speak of Bangladesh, I remember Pakistan which is a geographical absurdity and the partition of the country on the basis of religion which might have been accepted by the Congress to step into the shoes of the Government. But we who surrendered everything Whatever our fore-father built, at the feet of the mother-land for the integration of the country cannot reconsider ourselves to that situation

In this grave moment, I remind the Government of India to take a lesson from the follies they have made on the illegal occupation of Tibet by China or on the rape of Hungry or on the aggression of Czecholovakia, and not to toe the wrongful line that they have taken in the past They should rise to the occasion and they should fully support the aspirations of the people of Bangladesh.

At this moment, I request the Government on behalf of the Swatantra Party to take the earliest opportunity to raise the question in the Commission on Human Rights at the United Nations and in the Afro-Asian Conference and in all other international forums, and at the same time to send all sorts of relief and medical aid to the people there

Lastly, I salute those brave martyrs who are laying their lives for their motherland I have full sympathy with them

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF HOME AFFAIRS, MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GANDHI). Mr. Speaker, Sir, first of all if, I may say so you have the House, some news we have received . . .

MR. SPEAKER I thought the office had sent it to me to announce it. I do not know.

SHRIMATI INDIRA GANDHI: The point is that this news has come through Radio Pakistan and, therefore, I cannot say whether it is true or not. We should not automatically take it as true because it could be just propaganda.

Sir, strength does not lie in words. If my colleauge Sardar Sahib has not spoken with passion, it is not due to lack of feeling either on his part or on the part of the Government but because of the fact that we are deeply conscious of the historic importance of this movement and the seriousness of the situation.

Something new had happened in East Bengal—a democratic action where an entire people had spoken with almost one voice. We had welcomed this, not because we wanted to interfere in another country's affairs, but, because those were the values, as one of my Hon'ble friends pointed out, for which we have always stood and for which we have always spoken out. And we had hoped that this action would lead to a new situation in our neighbouring country which would help us to get closer, which would help us to serve our own people better and create an entirely new situation in this sub-continent. As our statement has said, this did not happen and a wonderful opportunity for even the strengthening of Pakistan has been lost and has been lost in a manner which is tragic, which is agonising and about which we cannot find strong, enough words to speak. This again is a new situation but in a differennt way. It is not merely the suppression of a movement, but it is meeting an unarmed people with tanks. We are in close touch, as close touch with the events as is possible in such a situation.

I am sure Hon'ble Members will understand that it is not possible for the Government to say very much more on this occasion. I would like to assure the Hon'ble Members who asked whether decisions would be taken on time, that obviously that is the most important thing to do. There is no point in taking a decision when the time for it is over. We are fully alive to the situation and we shall keep constantly in touch with what is happening and what we need to do. I agree with him also that we must not take merely a theoretical view. At the same time we have to follow proper international norms. Various other suggestions have been made about genocide and so on, about which we are fully conscious and which we have also discussed with the leaders of the Opposition. At this moment I can only say that we do fully share the agony, the emotions of the House and their deep concern over these developments. We have always believed that freedom is indivisible. We have always raised our voice for those who have suffered, but, in a serious situation like this, the less we, as a Government say, I think the better it is at this moment. I can assure the House that we shall keep in close touch with the situation and also we shall keep in close touch with the leaders of the Opposition so that they can continue to give us their suggestions and we can also give them whatever knowledge we are able to.

———

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ প্রসঙ্গে আলোচনা।	ভারতের লোকসভার কার্যবিবরণী	২৯ মার্চ, ১৯৭১

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী (গোয়ালিয়র)ঃ আমাকে আরেকটি কথা বলতে হচ্ছে। সারা দেশ এবং এই সংসদ বাংলাদেশের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। প্রধান মন্ত্রী সংসদে উপস্থিত আছেন। এই সভা কি বাংলাদেশের জনগণের সংগে নিজের সংহতির কথা ব্যক্ত করে একটি প্রস্তাব পাশ করতে পারেনা। প্রধান মন্ত্রী এবং বিদেশ মন্ত্রী যা কিছু বললেন বিপক্ষ দলের অন্যান্যরাও সেকথাই বলেছেন। ভারতের পার্লামেন্ট একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে বাংলার জনগণের প্রতি তার দৃঢ় সমর্থনী ঘোষণা করেছে এটা আমাদের রেকর্ডে থাকা দরকার। আমি মনে করি, এটা কোন দলীয় ব্যাপার নয়। এখানে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা যায় এবং আমরা ওই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি।

স্পীকারঃ প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতির ওপর এখানে পর্যাপ্ত বক্তৃতা হয়েছে। বক্তৃতার রূপ ছিল বিতর্কের মতই। এসব বক্তৃতায় যা কিছু বলা হয়েছে, আমি মনে করি, তাতে হাউসের সম্মতি ছিল এবং তাকে প্রস্তাবের সমরূপ মনে করা চলে।

শ্রী সমর গুহ (কন্টাই)ঃ এটা বিতর্কের ব্যাপার নয়। ট্যাঙ্ক ও মেশিনগানের গুলিতে ঢাকায়, চট্টগ্রামে এবং অন্যান্য জায়গায় হাজার হাজার মানুষ মরেছে। এই গণহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী কি করছেন?

What have they done? When the people are dying by thousands, it is not a question of debate, it is not a question of expressing certain pious wishes. What action has the Government taken to protest against this butchery, massacre and genocide?

There is another thing. It has been reported in West Bengal papers that a Dakota carrying Indian passengers from Gauhati to Calcutta has been shot down by Pakistan army and has crashed in Pakistan territory....

MR. SPEAKER: Will you please sit down? I am not allowing you.

SHRI SAMAR GUHA: This is very relevant. I have put in a Call Attention Notice. The Civil Aviation Minister should make a statement in this House whether this Dakota is still missing....

MR. SPEAKER: I have not permitted you.

SHRI SAMAR GUHA: Our relations are there. They have been killed and butchered. Even Indans nationals have been butchered by Pakistan army. Are we to sit idle here when thousands of people are being killed, when thousands of peoples are being butchered and massacred? Sir, it is not mere expression of sympathy. What solid step has been taken....

MR. SPEAKER: Mr. Samar Guha, I will have to perform a very unpleasant duty if you go on like this?

SHRI SAMAR GUHA: ..to stop this genocide? That I want to know. I solidly support that this House should express its complete solidarity with the freedom battle of East Bengal. This is a vital kink not only with the....

MR. SPEAKER: Mr. Gopalan.

Mr. Samar Guha, kindly sit down.

SHRI SAMAR GUHA : I am not sitting. My brethern across the borders are being butchered. I come from Dacca my heart is bleeding. I know in the streets of Dacca thousands of people are being killed. Do you want me to sit idle when thousands of my brethern are being butchered and killed?

MR. SPEAKER: Keep your balance please.

SHRI SAMAR GUHA: Mothers, women and children are being killed and we are sitting idle.

MR. SPEAKER: If you go on like this, nothing will go on record, please sit down. The same thing can be said in a better way.

SHRI SAMAR GUHA: If you had only come from Dacca, your reaction would be different.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Every one of us comes from Dacca. You are not the only person. *(Interruptions)*.

MR. SPEAKER: What is this going on? It does not look nice for me to make a reference about you in others' presence. Mr Gopalan.

SHRI A. K. GOPALAN (Palghat): Sir, it is true that a statement has been made two days back by the Prime Minister. But, the situation to-day is entirly different from what it was days before. There is a provisional Government set up there and also, as far as he fighting is concerned, it is very terrible. So, the Government also might have something to say and the Prime Minister also said that day that after two days, every time when a situation arises, the Prime Minister would say something So, it is time now that we have to say something to show our solidarity with the mighty people of Bangladesh—East Pakistan. It is true that the situation today is different from that existed two days back. So, we request that the Prime Minister would make a statement which will show our solidarity with the fighting people of East Pakistan.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipur): Mr. Speaker. Sir, may I make submission?

As Mr. Gopalan has rightly said, the events are moving with gaint stride now. Since you declared in the House which was also approved by the House

that the Lok Sabha will adjourn on the 2nd of April and as there are just four or five days to go, I would make two suggestions for your consideration and the consideration of the House.

First of all, I am in favour of the idea thrown up by my colleague, Shri Vajpayee, that before this House adjourn—at least I think there would be no harm in our adopting unanimously it is not a matter of controversy between this side or that side or any other side—a unanimously approved draft can be prepared in consultation with all sections of this House and only an agreed and unanimous draft resolution can be brought before this House and should, I think be adopted unanimously, giving correct expression to the sentiments which were expressed in this House two days ago.

I think the House will not meet again till the end of May. So, one shudders to think what may happen across the border in this intervening period. Before the curtain falls on these events, let the people of Bangladesh at least know that Parliament of India do unanimously agree on one thing—that we express wholeheartedly our support and solidarity to their struggle. I think there should be no difficulty.

Secondly, I would submit that keeping a very close watch on the development of events during the next 3-4 days, if it is necessary, on the 2nd, before this House adjourns, you would be kind enough to give us another opportunity to have a discussion because in the next 3-4 days something may take place which will be quite different from what it is today. We do not know. I do not want to anticipate events It is very difficult to judge which report that is appearing is correct, authentic or not authentic So in three or four days' time a totally different picture may emerge. So, I would request you to keep a close watch on these things and to enable us, before the House adjourns, to have another discussion sometime so that we may express our views. And, in the meantime, this resolution idea may be thought of. I think there is no difficulty in working out an appropriate text which could be unanimously agreed to and would give proper expression to the feelings of the people of our country through this Parliament.

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF HOME AFFAIRS, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GANDHI): I have to make one submission I was just saying that what I promised to the House was not that I would make another statement but that I would be consulting the leaders of the opposition groups and I think we might meet on this issue which they have raised here. I have no objection to a resolution, but we could sit together and see what can be done.

SHRI SHYAMANANDAN MISHRA: May I make this submission, Mr. Speaker? I want to say this in this very contest, since you are now closing the chapter about the adjournment of the House on the 2nd May I submit that this is a fast-developing situation? If this fast-developing situation requires that the House be called in session soon after, then, for us to meet by the end of May will be too late. Will you kindly consider that? What is the difficulty about having another discussion on this?

MR. SPEAKER: We are calling the meeting of the leaders. These things can be discussed there.

SHRI SHYAMANANDAN MISHRA: We have not been called for the last few days. Two days have passed.

AN HON'BLE MEMBER: It is not necessary to call the meeting every day.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের ঘটনাবলীর ওপর প্রধান মন্ত্রীর উত্থাপিত প্রস্তাব।	ভারতের লোকসভার কার্যবিবরণী	৩১ মার্চ ১৯৭১

Resolution Re: Recent Development in East Bengal

MR. SPEAKER: Before we take up the calling attention motion, the Prime Minister will move a Resolution on Bangladesh There will be no discussion and it will be adopted.

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF HOME AFFAIRS, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GANDHI): Sir, the tragedy which has overtaken our valiant neighbours in East Bengal so soon after their rejoining over their electoral victory has united us all in grief for their suffering, concern for the wanton destruction of their beautiful land and anxiety for their future I wish to move a Resolution which has been discussed with the Leaders of the Opposition and I am glad to say approved unanimously

I beg to move the following Resolution "This House express its deep anguish and grave concern at the recent developments in East Bengal A massive attack by armed forces, despatched from West Pakistan has been unleashed against the entire people of East Bengal with a view to suppressing their urges and aspirations

2. Instead of respecting the will of the people so unmistakably expressed through the election in Pakistan in December 1970, the Government of Pakistan has chosen to flout the mandate of the people

3. The Government of Pakistan has not only refused to transfer power to legally elected representatives but has arbitrarily prevented the National Assembly from assuming its rightfull and sovereign role. The people of East Bengal are being sought to suppressed by the naked use of force, by bayonets, machine guns, tanks, artillery and aircraft

4. The Government and people of India have always desired and worked for peaceful, normal and fraternal relations with Pakistan. However, situated as India is and bound as the peoples of the subcontinent are by centuries old ties of history, culture and tradition, this House cannot remain indifferent to the macabre tragedy being enacted so close to our border. Throughout the length and breadth of our land, our people have condemned, in unmistakable terms, the atrocities now being perpetrated on an unprecedented scale upon an unarmed and innocent people.

5. This House expresses its profound sympathy for and solidarity with the people of East Bengal in their struggle for a democratic way of life.

6. Bearing in mind the permanent interest which India has in peace, and committed as we are to uphold and defend human rights. This house demands immediate cessation of the use of force and of the massacre of defence less people.

This House calls upon all peoples and Governments of the world to take urgent and constructive steps to prevail upon the Government of Pakistan to put an end immediately to the systematic decimation of people which amounts to genocide.

7. This House records its profound conviction that the historic upsurge of the 75 million people of East Bengal will triumph. The House wishes to assure them that their struggle and sacrifices will receive the wholehearted sympathy and support of the people of India

SHRI K MANOHARAN (Madras North): Even though no discussion is allowed, is there no scope for appreciation by the member of opposition as well as the ruling party?

MR SPEAKER No

SHRI C C. DESAI (Sabarkantha): Why is the Minister of External Affairs not present here? Does it mean that he does not agree with the resolution?

MR SPEAKER The question is:

"This Houses expresses it deep anguish and ave concern at the recent development in East Bengal A massive attack by armed forces, despatched from West Pakistan has been unleashed against the entire people of East Bengal with a view to suppression their urges and aspirations

2 Instead of respecting the will of the people so unmistakably expressed through the election in Pakistan in December 1970, the Government of Pakistan has chosen to flout the mandate of the people.

3. The Government of Pakistan has not only refused to transfer power to legally elected representatives ut has arbitrarily prevented National Assembly from assuming its rightful and sovereign role The people of East Bengal are being sought to be suppressed by the naked use of force by bayonets, machine guns tanks, artillary and aircraft

4. The Government and people of India have always desired and worked for peaceful, normal and fraternal relations with Pakistan However, situated as India is and bounds as the peoples of the sub-continent are by

centuries old ties of history, culture and tradition, this House cannot remain indifferent to the mecabrae tragedy being enacted so close to our border. Throughout the lenoth and bredth of our land, our people have condemned, in unmistakable, terms, the atrocities now being peopetrated on an unprecedented scale upon on unarmed and innocent people.

5. This House expresses its profound sympathy for and solidarity with the people of East Bengal in their struggle for a democratic way of life

6. Bearing in mind the permanent interest which India has in peace, and committed as we are to uphold and defend human rights, this House demands immediate cessation of the use of force and of massacre of defenceless people.

This House calls upon all peoples and Governments of the world to take urgent and constructive steps to prevail upto the Government of Pakistan to put an end immediately to the systematic delimation of people which amounts to genocide.

7. This House records its profound conviction that the historic upsurge of the 75 million people of East Bengal with triumph. The House wishes to assure them that their struggle and sacrifices will receive wholehearted sympathy and support of the people of India"

MR. SPEAKER: There is not ever a single 'No' So, the resolution is adopted unanimously.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সীমান্তে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর আক্রমণাত্মক তৎপরতা সম্পর্কে বিতর্ক।	ভারতের লোকসভার কার্যবিবরণী	২৪ মে, ১৯৭১

ORAL ANSWER TO QUESTION

Heavy Movement and Concentration of Pakistani forces on Indo-Pakistan Borders.

1. SHRI R. S. PANDEY:
SHRI S. M. KRISHNA:

Will the RAKSHA MANTRI be pleased to state:

(a) whether there has been heavy movement and concentration of Pakistan forces on different sectors of the Indo-Pakistan border during recent past;

(b) whether Pakistani Forces are indulging in provocative actions and making intrusions into the Indian territory; and

(c) if so, the details thereof and whether necessary steps have been taken by Government to meet the situation created by Pakistan on the border?

RAKSHA MANTRI (SHRI JAGJIWAN RAM): (a) to (c): No abnormal movement or concentration of Pakistani troops has been noticed along the Indo-Pakistan border. Unusual activity by West Pakistani troops has, however, been noticed along some sectors of the border with East Bengal. Pakistani forces have intruded into Indian territory on 7 occasions since 25th March in the Eastern Sectors. There have been 43 incidents of firing across the border and 3 cases of kidnapping. There have also been 15 air violations by Pakistani aircrafts. 19 protests have been lodged with the Government of Pakistan on these incidents. Our Security Forces are maintaining constant vigil on the borders and have instructions to take appropriate action against Pakistani intrusions.

শ্রী রাম সহায় পাণ্ডে: মাননীয় স্পীকার, প্রতিরক্ষামন্ত্রী মহাশয় তাঁর জবাবে পাকিস্তানের দ্বারা সংঘটিত আক্রমণের কথা উল্লেখ করেছেন। আমি জানতে চাই, পাকিস্তানের নিয়মিত সেনাবাহিনী আমাদের পূর্বক্ষেত্রে সাতবার আক্রমণ চালিয়েছে আমরা তার কী জবাব দিয়েছি? এটা কি আন্তর্জাতিক রীতিনীতির বরখেলাফ নয়? এটা কি ভারতীয় সার্বভৌম স্বত্বার অবমাননা নয়? এসব যদি সত্যি হয় তাহলে আমরা সামরিক ব্যবস্থা কী নিয়েছি? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কী অভিযোগ করেছি এবং আমি এও জানতে চাই যদি এরকম আক্রমণ অব্যাহত থাকে তবে আমাদের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স) পরিস্থিতির মুকাবেলা করতে সক্ষম হবে কি? যদি না হয় তাহলে.. পাকিস্তানের নিয়মিত বাহিনীর বিপরীতে আমরা নিজেদের নিয়মিত বাহিনী সমাবেশ করবনা? না করলে তা কি কারণে?

শ্রী জগজীবন রাম: সদস্য মহোদয়ের প্রশ্নের প্রথমাংশের উত্তর মূল জবাবের মধ্যেই সন্নিহিত রয়েছে। একথা আমি অবশ্যই বলব যে, আমাদের পূর্ব সীমান্তে যাকিছু ঘটছে তাকে পূর্ব-বাঙলা কিংবা বাংলাদেশে যা কিছু ঘটছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা চাই, তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে

আমরা ওই প্রশ্নকে দেখতে পারিনা। বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের স্বাধীনতার জন্য পণ করেছে সংসদ তা জ্ঞাত আছে। একথাও সংসদের জানা আছে যে, যখন সেখানকার জনগণ নিজেদের সংকল্প বাস্তবায়িত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হল তখন পাকিস্তানী হামলা চলল এবং সেখানে ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেল, ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক জনগণ পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরোধিতা করল, মোকাবেলা করল, সংঘর্ষ হল, যুদ্ধ হল। একথাও সত্যি যে পাকিস্তানী শক্তি বহু দিন যাবত এদেরকে দাবিয়ে রাখার ফলে এরা সফল হতে পারেনি। তারা কিছুটা পিছিয়ে পড়ে এবং সৈন্যদের দ্বারা যখন তাদের ওপর বর্বরতাপূর্ণ হামলা হল তখন আমাদের দেশে আরও শরণার্থী আশ্রয় নিল। এরূপ অবস্থাতেও তাদের ওপর গুলি চলল। কিছু লোক পালিয়ে এসে পড়ল এখানে। আমি বলেছি, আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী এর প্রতিবাদ পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছে। সংসদকে আমি প্রত্যায়িত করতে চাই সীমান্তে আমাদের যে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী রয়েছে তারা আমাদের সীমান্ত রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত এবং যখনই প্রয়োজন হবে তারা অনুপ্রবেশ রুখবার জন্য পদক্ষেপ নেবে।

শ্রী রাম সহায় পান্ডে: আমি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই, আসামের মুখ্যমন্ত্রী বিধান সভায় যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়েছে কিনা, বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, করিমগঞ্জ সেক্টরে পাকিস্তানী সৈন্যের বিরাট সমাবেশ হচ্ছে। সৈন্য সমাবেশের ফলে সেখানে যে বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সেদিকেও তিনি ইংগিত করেছিলেন। এসব যদি সত্য হয় তবে ওই প্রশ্নই আমি দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করতে চাই যে রক্ষী বাহিনীর স্থলে আপনি কি নিয়মিত বাহিনী পাঠানোর ব্যবস্থা নেবেন?

শ্রী জগজীবন রাম: আমি বলেছি গত পরশু আমি নিজে করিমগঞ্জে ছিলাম সেখানে আগত শরণার্থীদের অবস্থা দেখবার জন্য আমি সেখানে গিয়ে ছিলাম। পাকিস্তান বাহিনী সীমান্ত ফাঁড়িতে কিছু সৈন্য রাখছে। সীমান্ত ফাঁড়িতে সৈন্য রাখতে হলে অল্প সৈন্য রাখা যায়না। কমপক্ষে হলেও তাদেরকে এক কোম্পানী কিংবা তার কাছাকাছি সংখ্যায় রাখতে হবে কেননা, আগাগোড়াই তাদের সামনে এই বিপদ লেগে রয়েছে বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক লোকেরা তাদের প্রতিরোধ করতে থাকবে। এজন্য পাকিস্তান সীমান্ত ফাঁড়িতে সৈন্য রাখতে গেলেই পর্যাপ্ত সংখ্যায় রাখে। তবে সর্বক্ষণিক আশংকা হচ্ছে বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক জনগণ যারা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য অকুতোভয় তারা চুপ মেরে বসে থাকবেনা। আমি বলেছি, আমাদের সীমান্তের অপর দিকের কয়েকটি বিরোধী দেশের সৈন্যদের তৎপরতা চলছে সেদিকে সর্বক্ষণ আমার দৃষ্টি রয়েছে আর আমাদের সীমান্তের এদিকে আমি জরুরী ব্যবস্থা নিচ্ছি।

SHRI S M KRISHNA Sir, the Hon'ble Defence Minister has grudgingly conceded that feverish activities, almost on a war footing, are taking place on our borders, I would like to know from the Hon'ble Minister if it has come to the notice of the Ministry that the regular Pakistani army have replaced the Pakistani Rangers who were on the borders

Secondly, the digging of trenches and construction of bunkers have been going on a war footing on the eastern sector. And added to it, there is the recent pronouncement of the Martial Law Administration, clamping night curfew in a five-mile belt all along the border, compelling the civilians to evacuate, so that army personnel could take over those areas So, in view of all these activities, I would like to have an assurance from the Hon'ble Defence Minister, to the nation, that the borders would be adequately taken care of and all those activities would be met with equally forceful activities from our armed forces

SHRI JAGJIWAN RAM: I have nothing new to add. As I have said, so far as the western sector of Pakistan is concerned, there has been no unusual movement on that side. When the Pakistan armies are posted near the border, in the normal course, there are certain movements; there are certain repairs of there bunkers or roads on that side of the border. That does not cause much anxiety. So far as the eastern border is concerned, there has been concentration of Pakistani army there and on the eastern border, as the House is aware, East Pakistan Rifles were gurding the border between India and East Bengal. And naturally, when the fight for freedom started there, the spearhed of that freedom fight was the East Pakistan Rifles and the East Bengal Regiment. Naturally, Pakistan has replaced the East Pakistan Rifles with regular army of Pakistan. That fact is known to us, and as I have said, further movements of the army of that country taking place across the border are taken note of and necessary capabilities are created on this side of the border.

SOME HON'BLE MEMBERS *rose*—

MR. SPEAKER: Order, order.

SHRI K. BALAKRISHNAN: Sir, I raise a point of order. Is there any Parliament in the world where defence matters are discussed like this? (*Interruption*).

MR. SPEAKER: I have seen so many Parliaments; I have not seen a Member asking a question like this.

DR. RANEN SEN : Sir, may I know from the Hon'ble Defence Minister whether it is a fact that incessant violations of our territory and invasion inside the territory of India are taking place? It should be recalled that Pakistani forces invaded and came inside the Indian territory of Boyra, is situated in my constituency, and killed five persons.

MR. SPEAKER: Order, order.

DR. RANEN SEN: Just one minute. On the 19th of May, they bombarded the chek-post at Bongaon-Petrapile. May I know in spite of all this, what is the Government order to our army men—whether it is an order to retaliate or to repulse these attacks or just to send notes from the city of New Delhi? I want to know the answer from the Hon'ble Defence Minister.

SHRI JAGJIWAN RAM: If the Hon'ble Member has listened to the original answer, he will find that in the last sentence, I have said that our security forces have instructions to deel with the intrusions. (*Interruptions*)

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী.....

শ্রী জগজীবন রাম: আমি আমার জবাবে এটাই পড়েছিলাম।

"Our security forces have instructions to take appropriate action against Pakistani intrusions."

It clearly means that if there is an intrusion, the intruders have to be thrown out of our territory. If there are intrusions by aircraft and if they do not respond and return back, they have to be shot down. That is quite clear.

Recognition of Bangladesh Government

3. SHRI SARJOO PANDEY:
SHRI K. LAKKAPPA:
SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:

Will the VIDESH MANTRI be pleased to state.

(a) whether Government have taken any steps to recognise Bangladesh Government;

and

(b) if not, the steps proposed to be taken in the matter?

VIDESH MANTRI (SHRI SWARAN SINGH) (a) and (b) The question of India recognizing the Government of the Republic of Bangladesh is constantly under review

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED INTRUSIONS OF PAKISTAN ARMY INTO INDIAN TERRITORY ON THE EAST BENGAL BORDER

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): Sir, I call the attention of the Grih Mantri to the following matter of urgent public important and I request that she may make a statement thereon

"The reported intrusions of Pakistan Army into Indian territory on the East Bengal border, killing of a large number Indian citizens including some border Security Force personnel, large-scale destruction of property and violations Indian air space by Pakistani aircraft that sector."

SHRI RAM NIWAS MIRDHA. Mr Speaker Sir, this House had in the last Session passed a unanimous resolution expressing our people's full sympathy and support to the people of East Bengal. The House is aware of the tragic developments that have taken place in East Bengal in the past few weeks. The Pakistani war machine has moved down innocent men, women and children in its insensate campaign to stamp out a popular democratic movement. The ruthless repression of the duly elected representatives who are trying to give shape and form to the aspirations and mandate of people to establish a popular and democratic Government has shocked the world.

The Pakistani Army in its attempt to extend itself up to the Indo-East Bengal Border has intruded into Indian territory seven times and resorted to firing across the border into our territory on 43 occasions. BSF patrols on border duty have been attacked and in all, four members of the Force have been killed, 21 others injured, and 5 kidnapped; 16 civilians have been killed and 105 injured in these incidents. A number of huts and houses on Indian territory have been burnt or damaged Two BSF border posts and one Railway station have been damaged. Some other property and cattle have also been destroyed. Even the evacuees who had been forced out of East Bengal as a result of the repression there, have not been spared 14 of them having been killed and 67 injured in these incidents Strong protests have been lodged with the Pakistan authorities and we have claimed the right to demand compensation.

Since 30-3-1971 there have been *eleven* violations of Indian air space in the Eastern Sector by Pakistani aircraft. In respect of *seven* of these incidents protests have already been lodged while in respect of the others they are being lodged shortly.

Our security forces charged with the policing of India's international border with East Bengal have dealt with all such situations with great firmness and determination and have promptly thrown back the intruders. However, the continuance of such attacks on and intrusions into Indian territory and violations of our air space do certainly pose a serious threat to peace in this region. Even the enormous influx of refugees from East Bengal on to our territory, which we had to deal with on humanitarian grounds, is a direct result of Pakistani atrocities in East Bengal and has created a grave situation for us endangering the peace and security of this area besides imposing a tremendously heavy strain on our whole economy and resources We are exploring all available avenues to secure the safe return of all these refuges to their own homes In the face of such grave facts the claim of normalcy by Pakistan is an absurdity.

Our security forces are fully alive to their responsibility and are keeping constant vigil along the borders I would like to assure the House that we are carefully watching all these developments and will not hesitate to take such steps as may become necessary to preserve the integrity of our territory and safe-guard the interests of our people.

SHRI P.K. DEO: Sir, by a unanimous resolution passed in this House on the 31st of March, we expressed our anguish and concern at the genocide that is taking place in East Bengal and, at the same time, made the suggestion that all governments of the world may be approached to take constructive steps for the restoration of democracy in that part of the world and for the transfer of power to the real representatives of the people, fifty-five days have passed. During these Fifty-five days of complacency except the sabre-rattling statements

of some of the Ministers and of the Prime Minister nothing concrete has been done. This intervening period has exposed the bankruptcy of Indian diplomacy. No step has been taken to raise this question in the Human Rights Commission of the United Nations or in any other international forum. On the other hand we find that Pakistan has stolen a march on this country and has secured the support of China, Turkey, Iran and Saudi Arabia. Even our friend, the United Arab Republic, did not grant an interview to Jaya Prakash Narayan when he visited that country on that mission.

In the mean time more than 3 million refugees have come here That has posed a very big problem to the economy of this country The border has been highly sensitive and combustible. The statement made by the Home Minister has made a very painful reading

Having failed to suppress the mass upsurge in East Bengal, Pakistan may be taking resort to these provocative measures just to provoke this country for a military showdown as the only means to unite these two regions on the basis of hatred towards India as Pakistan had been born out of hatred for India That might be the reason. We should not fall a prey to this kind of a military showdown where not only will we be a party but the big powers are also likely to be sucked in and this country is likely to become a second Vietnam

Taking into consideration all these factors, when *de facto* Bangladesh is emerging out of the pangs of birth as an independent nation, our *de jure* recognition may not have any substance to it, but taking into consideration the security of this country there are only three alternatives which are open to us Firstly, the border skirmishes may be localised and dealt with firmly Secondly, the Government should be prepared for a major military conflict if they cannot stop these intrusions and air space violations. At that time we have to consider our defence preparedness We should not make the same Don *Quixotic* statement that pandit Jawaharlal Nehru made while going to Ceylon that the Chinese would be thrown out The scar of humiliation has not yet been wiped out from our faces. We do not want a repetition of that The third alternative is to arouse the world concience so that it may have some effect and may put pressure on Pakistan. Or, why they continue with this *dilly-dally* method I would like to have a categorical answer from the Government regarding the step that they would like to take in this regard , is a matter of concern to the entire country.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: It is not correct to say that Government has been complacent in this matter. We are in touch with world Governments. The UN Secretary-General has also issued an appeal for sending assistance to deal with the refugee problem that has been created. The representative of the UN Commission for Refugees was also here for making an on-the-spot survey. We are in touch with all the world powers and are putting our point of view across to them. So, there is no question of any complacency on the part of Government in this respect.

As rehgards any provocation that Pakistan might provide, I can categorically say that we will not give in to any provocation coming from any quarter but would deal with the situation with firmness and determination which we have been doing up till now. We have given clear instructions to our security forces on the border to deal very firmly with all intrusions and other similar things that happen there. One can feel assured that everything possible will be done to meet the situation as and when it develops.

SHRI P. K. DEO It is a very unsatisfactory reply.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Sir my question to the Government is whether in dealing with all these intrusions into our territory, violations of air-space, in regard to killing of our citizens or other type of military or diplomatic provocations by Pakistan, the Government of India still adheres to the principle of reciprocity or whether this principle has been given up? That is all I want to know.

For example, there are the ground rules. As far as I know them, the ground rules that have been existing during normal peace time between India and Pakistan are that the regular armed forces of both the sides have to keep away at a distance of 5 Km from the international border—there is a kind of no man's land by mutual agreement which can only be patrolled by the Border Security Force on our side and the corresponding formation on the other side. The regular army is not supposed to go within 5 Km. of the international border on either side.

Now, my first question in this As the Hon'ble Defence Minister in his statement revealed a little while ago, the Pakistan armed forces are violating these ground rules and in very many places, all along our border, they have come absolutely to the international border and have established their posts there My question to the Government is whether in view of this, the principle of reciprocity has been given up by the Government of India or whether they are trying to adhere to it so that unilaterally while the Pakistani army can come right up to the international border, our principle of allowing only the Border Security Force to stay there is being followed with some very dangerous consequences which have already taken place.

My second question is this. In the light of the principle of reciprocity, I want to know what is the reason for continuing to have our Deputy High Commissioner accredited to Dacca. What is the reason? He is not accepted to the Dacca regime. They have turned him out. Of course, you cannot get him back here. That is a different matter. He is interned there. Still you are continuing to accredit him to Dacca. Whereas the Deputy High Commissioner of Pakistan in West Bengal has already declared his allegiance to the Bangladesh. He no longer represents the Pakistan Government. But

Mr. Masud who was sent from Islamabad as a new Deputy High Commissioner to replace Mr. Hussain Ali in Calcutta was treated as a V. I. P. whom no body in Calcutta wanted. He was turned out in the hotel in which he was staying. The waiters refused to serve him. He ran about like an absconder from place to place in Calcutta. But he was given VIP treatment by this Government. Masood is treated here as a VIP. This is the position about the Deputy High Commissioner of Islamabad to West Bengal, whereas our Deputy High Commissioner in Dacca who has been turned out by them saying 'We don't want you here', is located in Dacca We have not said that we are recalling him. Are we going to put a new Deputy High Commissioner in his place? The Deputy High Commissioner of Pakistan in West Bengal has announced his non-allegiance to them and has declared his allegiance to Bangladesh. I do not know what kind of principle is being followed in all these matters. Is there any principle of reciprocity? Why does not Government tell that they are withdrawing our Deputy High Commissioner from Dacca? I do not know why the Border Security Force could not act in time. I do not know what their instructions are This happened in Benapole and Petrapole and this has been published in all the papers They said, the Border Security Forces did not open fire although Pakistani troops were on the Railway line adjacant to customs out-post.

Therefore, I want t know: What principle of reciprocity are you trying to follow? What is it that you are going to do in respect of Pakistani violation of these ground rules? Are you going to unilaterally adhere to these rules

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: As regards ground rules, these are the rules regulating movement of security forces on both sides of the border The ground rules themselves provide the way of resolving disputes or in case conflicts arise and violations take place Actually lot of violations of these ground rules have taken place We have lodged protests We have had meetings for resolving disputes But, I may say, actually, things have gone much beyond the violation of ground rules

These ground rules are actually meant to provide only for normal matters-incidents which take place in patrolling on the border, etc But the situation, as it exists on the border now, is much more serious than can be tackled under the ground rules.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Are we still unilaterally adhering to those ground rules. He may say yes or no If not why?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: I have said about that. . .

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: There is no question of unilaterally violating or adhering to ground rules. Ground rules are a set of principles for dealing with a situation in normal times. Things have gone much beyond

the point where the normal ground rules would apply. As regards their violations, we have given clear instructions to security forces to repel and meet them with as much force as the situation demands.

VIDESH MANTRI (SHRI SWARAN SINGH): About our Mission in Dacca and Pakistani Deputy High Commission Mission in Calcutta, I hope the House is no doubt aware that a decision has been taken to close down both these Missions. We have decided to close down our Mission in Dacca. Pakistan has been asked to close down their Mission in Calcutta. As a matter of fact, these officers and their staff in Dacca and Calcutta are awaiting agreement about their repatriation and about their being taken back to their respective countries.

SHRI N. K. SANGHI (Jalore): We have heard the replies to this question during the Question Hour and also the reply of the Hon'ble Minister to the calling attention notice. The matters is rather serious. When we hear of these border intrusions and air violations of our territory, blood trickles down from our eyes. I am sure the replies of the Hon'ble Minister have not satisfied any Member of the House. There have been as many as 43 cases of intrusion and 16 air violations. As the Hon'ble Minister himself has admitted, there have been 11 air violations on our Bengal border. He has also said that he will not hesitate to take strong steps to keep intact the integrity of this counry. But I would submit that whatever the Hon'ble Minister has said has not brought out the facts. To substantiate my points, I would only draw your attention to the news appearing in *The Pakistan Times* of April 12th.

They have said:

"Two Indian B S F companies wiped out in Jessore District.

Captured Sepoys reveal facts.

Two companies of the Indian border security force operating well within Pakistan territory were wiped out by the Pakistan Army during an action yesterday in the Benapole area of Jessore District. . . ."

SHRI S. M. BANERJEE: This is false.

SHRI N. K. SANGHI: The report further says:

". . . .two men of the Indian border security force were captured alive. .".

And they have also given the names of the two captured sepoys as Mohan Lal and Pancha.

SANSADIYA KARYA TATHA NAUWAHAN AUR PARIWAHAN MANTRI (SHRI RAJ BAHADUR): Nobody believes this abroad; nobody believes this in other countries, and nobody believes in it here. So, why should

this be quoted here? It is all their propaganda. Why should the Hon'ble Member believe this propaganda? (*Interruptions*).

SHRI N. K. SANGHI: They have also given the photographs of these people in their newspapers. I would only like to submit that there is no need to be agitated over this. It is something which has appeared in their press. I do not for a moment accept that what they have said is true. We are used to the Goebbels lies, and so we take them at that But, certainly, when doubts are created about our border security forces, we should have some answer from the Hon'ble Minister, since we are discussing this very question now.

SHRI RAJ BAHADUR: Why should it be quoted here?

SHRI N. K. SANGHI: I want to know whether it is a fact that these people had been captured....

MR. SPEAKER: The Hon'ble Member may kindly sit down. I am going to allow him....

SHRI K. N. TIWARI (Bettiah): The whole thing should be expunged.

SHRI N. K. SANGHI. I would not mind if Hon'ble Members do not want me to quote from it But I would like to draw the attention of the Hon'ble Minister to the fact the questions of the intrusion by the Pakistan forces is a very serious matter. It is not that they have killed only four member of our border security forces......

SHRI K. N. TIWARY: I would submit that things of this kind should be expunged from the record.

SHRI N. K. SANGHI: I am just coming to my question.

MR. SPEAKER: The Hon'ble Member should take my permission to quote from it.

SHRI N. K. SANGHI: If there is objection I would not quote further from it. But the point is that the minds of the Members are very much agitated over this matter that there have been serious intrusions and violations of our territory by the Pakistan forces, and the Hon'ble Minister had admitted the fact that there have been such violasions, but we have not been able to take any action yet; we have not been able to shoot down even one plane; we have not been able to capture any of the Pakistan forces people, although they have entered our territory. This is really a very serious matter. We certainly do not want to go into their territory, but when they come into our territory, I feel that we should except our border security forces to take them to task. This is a matter which is agitating the minds of our people. If we cannot

really take them to task, there is no sense in keeping our border security forces. May I ask the Hon'ble Minister whether he would take a decision to keep our Army on the East Bengal border so that we can take them to task when they intrude, because our border security force has failed in taking them to task? We find that on the 30th April, the whole population of Cooch Behar was evacuated and they fled away because of these attacks. May I know whether Government would pay any compensation to the Indian citizens who are staying in the border and who have suffered colossal losses of their houses and homes and their families, and take care of them? May I also know whether Government would remove the border security force and replace them by the Army as early as possible? I would like a categorical answer.

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী (গোয়ালিয়র): মাননীয় স্পীকার, মন্ত্রী মহোদয় যে জবাব দিয়েছেন তা শুধু নৈরাশ্যজনক নয় লজ্জাজনকও বটে। এই অধিবেশন সর্বসম্মতিক্রমে একটি সংকল্প ব্যক্ত করেছিল সেটি ছিল এই যে, আমরা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধরত পূর্ব-বাংলার বীর জনতার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করব, তাদেরকে সমর্থন দেব, কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের সহায়তা করা তো দূরের কথা আমরা নিজেদের সীমান্ত রক্ষা করতে পারছিনা। আমরা পাকিস্তানের অনুপ্রবেশ রুখতে পারছিনা, আমরা নিজেদের আকাশ সীমা লঙ্ঘনের নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করতে পারছিনা। বহু লোক আমাদের সীমান্তে ঢুকে পড়ে আমাদের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর লোকজনদের ধরে নিয়ে গেছে, তারা আমাদের দুজন পত্রবাহককে বন্দী করে রেখেছে, তারা ৪৭ বার সীমান্ত অতিক্রম করেছে। এ অবস্থায় সরকার বলুন, যখন পাকিস্তানী সৈন্য আমাদের সীমান্ত অতিক্রম করতে এসেছিল আমরা কি তাদের মধ্যে কোন একজনকেও গ্রেফতার করেছি? .. . . সৈন্যকেও গ্রেফতার করতে পারিনি, আমরা একটি পাকিস্তানী বিমানকে ভূপাতিত করতে পারিনি। সীমান্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পর্যাপ্ত একথা যথেষ্ট নয়। ব্যবস্থা পর্যাপ্ত হলে তা দেখানোও চাই।

...আমার প্রশ্ন এই যে, সরকার কি মনে করেন সীমান্ত রক্ষীবাহিনী এসব পাকিস্তানী হামলার জবাব দিতে সমর্থ! সীমান্ত রক্ষীবাহিনী ভাল কাজ করছে, আমি সীমান্তে দেখে এসেছি, কিন্তু যখন পাকিস্তান তার নিজ সৈন্যবাহিনী সীমান্তে নিয়ে এসেছে তখন সৈন্যের সংগে কেবল সৈন্যই তো যুঝতে পারে। সীমান্ত রক্ষী বাহীর পক্ষে সৈন্যের মোকাবিলা করা কঠিন হবে। সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর কাছে আমরা এটা আশা করতে পারিনা যে তারা পাকিস্তানী বিমান ভূপাতিত করবে, তাদের কাছে Anti-Aircraft Gun নেই। যখন পাকিস্তান নিজ সৈন্য আমাদের মাটির ওপর নিয়ে এসেছে তখন সীমান্ত অতিক্রম করার জবাব দেবার জন্য আমাদেরকেও কি সৈন্য সীমান্তে নিয়ে যেতে হবেনা? সেনাবাহিনীকে পাকিস্তানের আক্রমণাত্মক তৎপরতার দাঁতভাংগা জবাব দেবার জন্য কি সুস্পষ্ট আদেশ দেয়া হয়নি? প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন, বাংলাদেশে যে অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে বিশ্ব রাষ্ট্রসমূহকে সে ব্যাপারে কিছু করতে হবে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, আমাদের দেশ নিজে কি করছে যা আমরা অন্য দেশসমূহের নিকট হতে আশা করছি। বাংলাদেশের প্রশ্নে আমরা যদি এগিয়ে না আসি তথা বিশ্বরাষ্ট্রসমূহের প্রতীক্ষায় চেয়ে থাকি তাহলে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আমরা কর্তব্য সম্পাদন করতে পারবনা।

আমার প্রশ্ন ছিল স্বীকৃতিদানের ব্যাপারে, কিন্তু তা দেয়া হয়নি। আমি কর্মবিরতির প্রস্তাবসমূহের তথ্য জানিয়েছি...

শ্রী এস, এম, ব্যানার্জী : আমরাও জানিয়েছি।

স্পীকার : সেটা আমরা পরে দেখব।

শ্রী রাম নিবাস মির্ধা : সীমান্তে সৈন্য পাঠানোর প্রশ্নে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মহাশয় কিছু পূর্বেই সংসদকে অবহিত করেছেন। পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সীমান্তরক্ষী বাহিনী সক্ষম কিনা এ ব্যাপারে আমি আগেও বলেছি যে তারা সর্বতোভাবে সক্ষম আজও সীমান্তের যে অবস্থা, তারা তার মোকাবিলা করতে পারবে, আর যদি দরকার হয় তাহলে সেখানে সৈন্যও পাঠানো যেতে পারে তথা অধিকতর কার্যব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। কিন্তু সীমান্ত রক্ষী-বাহিনীকে বর্তমানে যে কাজ অর্পণ করা হয়েছে তারা তা করতে সক্ষম নয় একথা বলা অনুচিত হবে।

RE : MOTIONS FOR ADJOURNMENT

12·40 hrs.

MR. SPEAKER : Shri Hanumanthaiya.

SEVERAL HON. MEMBERS *rose*—

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): We have given an Adjournment Motion.

MR. SPEAKER : Will you please sit down?

SHRI SAMAR GUHA (Contai): I have also given notice of an Adjournment Motion.

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী : এখন আপনার কাছে আবেদন করবার সুযোগ এসে গেছে। আমি জানতে পেরেছি যে আপনি বাংলাদেশের স্বীকৃতির ব্যাপারে আমাদের মুলতবি প্রস্তাব অনুমোদন করা সংগত মনে করেননি। আমি আবেদন জানাচ্ছি আপনি নিজ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করুন। এটি খুব গুরুতর প্রশ্ন। অধিবেশন একটি সংকল্প ব্যক্ত করেছিল। সরকার তদনুযায়ী আচরণ প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশের ৩৩ লক্ষ অধিবাসী আমাদের দেশে এসে পড়েছে। পাকিস্তান বিনা উস্কানীতে হামলা শুরু করে দিয়েছে। আমি চাই আপনি আমার কর্মবিরতি প্রস্তাব মেনে নিন এবং আমাকে সরকারের নিন্দা করার সুযোগ দিন।

MR. SPEAKER : May I request you to kindly resume your seats? An adjournment Motion is always admitted on the failure of actions or duties which are enjoined by the Constitution and the law. Here in this case, nonrecognition is not part of the duty. It is part of their discretion. Of course, when you met me,.... (*Interruption*)

I explained to you the whole position that I myself wished that there should be some discussion, and I am prepared to allow any discussion today or tomorrow, anytime you like, but not through the Adjournment Motion, because an Adjournment Motion is meant only for discussion on the failure of the Government for which it is charged. (*Interruption*) Failure of the Government to perform its duties. (*Interruption*) Will you please sit down? Failure of

the Government to perform the duties which are enjoined by the Constitution and the law. Here, it is not a failure, because recognising is not part of the duty enjoined by the Constitution. (*Interruption*) **I am prepared to allow a discussion.** (*Interruption*)

AN HON. MEMBER : Adjournment Motion.

MR. SPEAKER : I am not prepared.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : I request you once again to **admit the** Adjournment Motion, if not today, another day.

MR. SPEAKER: No, no. It is not admissible. Under the rules, it is not admissible. (*Interruption*) If you like, we can fix a time for discussion of this subject anytime you like. (*Interruption*)

SANSADIYA KARYA TATHA NAUWAHAN AUR PARIWAHAN MANTRI (SHRI RAJ BAHADUR) : The Prime Minister is going to make a statement on this subject at 3 p.m. today. We are agreeable to a discussion on this subject...(*Interruption*)... on the situation in East Pakistan, Bangla Desh, (*Interruption*) as it affects us.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: It is just hoodwinking.

SHRI RAJ BAHADUR : There is no question of hoodwinking.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : It is not just a matter of debate.

SHRI RAJBAHADUR : On this they also were agreeable, Sir...(*Interruption*)

MR. SPEAKER : No, please. Do not interrupt him.

SHRI RAJ BAHADUR : We are agreeable; we accept the challenge of Shri Jyotirmoy Bosu to have a discussion on this matter here in this House today or tomorrow.

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী: আমার একটি আবেদন আছে। এই প্রশ্নেও আপনি এমন কোন রুলিং দেবেনা যা আমাদের মূলতবী প্রস্তাব আনার অধিকারকে খর্ব করবে। আপনি আমাদের মূলতবী প্রস্তাব শুনুন। তার ভাষা হচ্ছে এই যে "implement "implement the resolution adopted by the lok Sabha on the 31st March." যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে আমরা তার ওপর আলোচনা করতে চাই, স্বীকৃতি না দেবার যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তার ওপর আলোচনা করতে চাই। মূলতবী প্রস্তাব এখানে না আসলে আর কোথায় আসবে?

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore): I draw your attention to the rule...

MR. SPEAKER: I am not going to have any reconsideration of what I have given.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Why do you say, "If you like," because the rules say...

MR. SPEAKER : If you like, I can all time for dicussion today or tomorrow, anything you like, but not through the Adjournment Motion. An Adjournment Motion is a permissible in this matter.

SHRI INDRAJIT GUPTA : Under rule 56...

MR. SPEAKER: I have seen rule 56.

SHRI INDRAJIT GUPTA : It is an urgent metter of public importance. Discussion of this subject may not be an obligation under the Constitution.

"...a motion for an adjournment of the business of the House for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance may be made..."

MR. SPEAKER : There are rulings on the I have examined it thoroughly and I have not additted it.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: We are entitled to get your consent under Rulė 56.

MR. SPEAKER : I am prepared to allow a discussion on it any time, today, tomorrow or any time.

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী : মূলতবী প্রস্তাব অন্য জিনিষ। আমরা সরকারের নিন্দা করতে চাই।

স্পীকার : সেখানেও করতে পারেন।

SHRI INDAJIT GUPTA : Provided the motion has adequate support, I do not see any reason for not admitting it.

MR. SPEAKER : As I have said, I have no objection for a discussion any time. (*Interruptions*).

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী : মূলতবী প্রস্তাব আনা আমাদের অধিকার। আমরা আপনার সংগে একমত নই। নিজেদের বিরোধিতা প্রকাশ করার জন্য আমরা ওয়াক আউট করতে চাই।

SHRI INDRAJIT GUPTA : We are also walking out in pfotest.

Shri Atal Bihari Vajpayee, Shri Indrajit Gupta and some other hon. Members then left the House.

শ্রী জে, বি, ঘোষ (মালপুর) : ....

MR. SPEAKER : The member took oath just two hours back and he is admonishing me! Please sit down. I have not admitted it.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতি।	ভারতের লোকসভার কার্যবিবরণী	২৪ মে, ১৯৭১

STATEMENT RE SITUATION IN BANGLADESH

PRADHAN MANTRI, PARMANU URJA MANTRI, GRIH MANTRI TATHA SOOCHANA AUR PRASARAN MANTRI (SHRIMATI INDIRA GANDHI): Mr. Deputy Speaker, Sir, in the seven weeks since Parliament recessed, the attention of the entire country has been focussed on the continuing tragedy in Bangladesh. Hon'ble Members will recall the atmosphere of hope in which we met in March We all fell that our country was poised for rapid economic advance and a more determined attack on the age-old poverty of our people. Even as we were settling down to these new tasks, we have been engulfed by a new and gigantic problem, not of our making.

On the 15th and 16th May, I visited Assam, Tripura and West Bengal, to share the suffering of the refugees from Bangladesh, to convey to them the sympathy and support of this House and the people of India and to see for myself the arrangements which are being made for their care. I am sorry it was not possible to visit other camps this time. Every available building, including schools and training institution, has been requisitioned. Thousands of tents have been pitched and temporary shelters are being constructed as quickly as possible in the 335 camps which have been established so far, in spite of our best efforts, we have not been able to provide shelter to all those who have come across, and many are still in the open. The district authorities are under severe strain. Before they can cope with those who are already here, 60,000 more are coming across every day.

So massive a migration, in so short a time, is unprecedented in recorded history. About three and a half million people have come into India from Bangladesh during the last eight weeks. They belong to every religious persuasion—Hindu, Muslim, Buddhist and Christian. They come from every social class and age group. They are not refugees in the sense we have understood this word since partition. They are victims of war who have sought refugee from the military terror across our frontier.

Many refugees are wounded and need urgent medical attention. I saw some of them in the hospitals I visited in Tripura and West Bengal. Medical facilities in all our border States have been stretched to breaking point. Equipment for 1,100 new hospital beds has been rushed to these States, including a 400 bed mobile hospital, generously donated by the Government of Rajasthan. Special teams of surgeons, physicians, nurses and public health experts have been deputed to the major camps. Special water supply schemes are being executed on the highest priority, and preventive health measures are being undertaken on a large scale.

In our sensitive border States, which are facing the brunt, the attention of the local administration has been diverted from normal and development work to problems of camp administration, civil supplies and security. But our people have put the hardships of the refugees above their own, and have stood firm against the attempts of Pakistani agent-provocateurs to cause communal strife. I am sure this fine spirit will be maintained.

On present estimates, the cost to the Central Exchequer on relief alone may exceed Rs. 180 crores for a period of six months. All this, as Honourable Members will appreciate, has imposed an unexpected burden on us.

I was heartened by the fortitude with which these people of Bangladesh have borne tribulation, and by the hope which they have for their future. It is mischieveous to suggest that India has had anything to do with what happened in Bangladesh. This is an insult to the aspirations and spontaneous sacrifices of the people of Bangladesh, and a calculated attempt by the rulers of Pakistan to make India a scapegoat for their own misdeeds. It is also a crude attempt to deceive the world community. The world press has seen through Pakistan's deception. The majority of these so-called Indian infiltrators are women, children and the aged.

This House has considered many national and international issues of vital importance to our country. But none of them has touched us so deeply as the events in Bangladesh. When faced a situation of such gravity, it is specially important to weigh every word in acquainting this House, and our entire people with the issues involved and the responsibilities which now devolve on us all.

These twenty-three years and more, we have never tried to interfere with the internal affairs of Pakistan, even though they have not exercised similar restraint. And even now we do not seek to interfere in any way. But what has actually happened? What was claimed to be an internal problem of Pakistan, has also become an internal problem for India. We are, therefore, entitled to ask Pakistan to desist immediately from all actions which it is taking in the name of domestic jurisdiction, and which vitally affect the peace and well-being of millions of our own citizens. Pakistan cannot be allowed to seek a solution of its political or other problems at the expense of India and on Indian soil.

Has Pakistan the right to compel at bayonet-point not hundreds, not hundreds of thousands, but millions of its citizens to flee their home? For us it is an intolerable situation. The fact that we are compelled to give refuge and succour to these unfortunate millions cannot be used as an excuse to push more and more people across our border.

We are proud of our tradition of tolerance. We have always felt contrite and ashamed of our moments of intolerance. Our nation, our people are

dedicated to peace and are not given to talking in terms of war or threat of war. But I should like to caution our people that we may be called upon to bear still heavier burdens.

The problems which confront us are not confined to Assam, Meghalaya, Tripura and West Bengal. They are national problems. Indeed the basic problem is an international one.

We have sought to awaken the conscience of the world through our representatives abroad and the representatives of foreign Governments in India. We have appealed to the United Nations, and, at long last, the true dimensions of the problem seem to be making themselves felt in some of the sensitive chanceries of the world. However, I must share with the House, our disappointment at the unconscionably long time which the world is taking to react to this stark tragedy.

Not only India but every country has to consider its interests. I think I am expressing the sentiments of this august House and of our people when I raise my voice against the wanton destruction of peace, good neighbourliness and elementay principles of humanity by the insentate action of the military rule of Pakistan. They are threatening the peace and stability of the vast segment of humanity represented by India.

We welcome Secretary General, U Than't public appeal. We are glad that a number of States have either responded or are in the process of doing so. But time is the essence of the matter. Also the question of giving relief to these millions of people is only pan of the problem. Relief cannot be perpetual or permanent; and we do not wish it to be so. Condition must be created to stop any further influx of refugees and to ensure their early return under credible guarantees for their future safety and well-being. I say with all sense of responsibility that unless this happens, there can be no lasting stability or peace on this sub-continent. We have pleaded with other Powers to recognise this. If the world does not take head, we shall be constrained to take all measures as may be necessary to ensure our own security and the preservation and development of the structure of our social and economic life.

We are convinced that there can be no military solution to the problem of East Bengal. A political solution must be brought about by those who have the power to do so. World opinion is a great force. It can influence even the most powerful. The Great power have a special responsibility. If they exercise their power rightly and expeditiously then only we can look forward to durable peace on our sub-continent. But if they fail and I sincerely hope that they will not—then this suppression of human rights, the uprooting of people, and the continued homelessness of vast numbers of human beings win threaten peace.

This situation cannot be tackled in a partisan spirit or in terms of party politics. The issues involved concern every citizen. I hope that this Parliament, our country and our people will be ready to accept the necessary hardships so that we can discharge our responsibilities to our own people as well as to the millions who have fled from a reign of terror to take temporary refuge here.

All this imposes on us heavy obligations and the need for stern national discipline. We shall have to make many sacrifices. Our factories and farms must produce more. Our railways and our entire transport and communication system must work uninterruptedly. This is no time for any interplay of regional or sectional interests. Everything must be subordinated to sustain our economic, social and political fabric and to reinforce national solidarity. I appeal to every citizen, every man, woman and child to be imbued with the spirit of service and sacrifice of which, I know, this nation is capable.

SHRI SAMAR GUHA (Contai): All the opposition leaders met the Speaker in the morning when we pressed for the admission of our adjustment motion. The Speaker told us that he would allow some discussion on the issue of Bangladesh. Then we were informed that the Prime Minister would make a statement. I want to know whether there will be a discussion on the basis of the statement.

MR. DEPUTY SPEAKER: You know the rules. If you want a discussion, and the Speaker has agreed, you send a notice.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): He said today or tomorrow.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): The statement may be circulated.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সীমান্তে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণের ওপর আলোচনা।	ভারতের লোকসভার কার্যবিবরণী	২৭শে মে ১৯৭১

12.01 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

PAKISTANI MILITARY SHELLING ON THE EASTERN BORDER

SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK (Rohtak) : I call the attention of the Minister of HOME AFFAIRS (GRIH MANTRI) to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a Statement thereon;

The reported heavy shelling by Pakistani soldiers in Dalu Sector of Meghalaya's Garo Hills District on 25-5-1971 as a result of which 22 persons including 9 Indian Border Security Force personnel were killed.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA MEN RAJYA MANTRI) (SHRI K. C. PANT): Mr. Speaker, Sir.

On 25th May, 1971, at 4·30 A.M. Pakistani troops in strength supported by heavy morter attacked the BSF CHECK POST at Kilapara situated about 500 yards away from Dalu. The Border Security Force detachment fought back the attack gallantly but they were over-whelmed by the superior numbers of the Pakistani troops and the post was over-run.

I regret to inform the House that as a result of this attack, 9 BSF personnel were killed and 2 are missing. According to the information received from the Assam Government, 13 civilians were also killed and 11 injured in this attack.

However, the Border Security Force contingent at Dalu stemmed the advance of the Pakistani troops and beat them back from Indian territory.

শ্রী মুখতিয়ার সিংহ মালিক: স্পীকার মহোদয়, আমাদের ১৩ জন লোক অব্যাহতভাবে ৪ ঘন্টা ধরে যুদ্ধ করতে থাকে। তাদের মধ্যে একজন নিহত হয় এবং ৬/৭ জন আহত হয়। যুদ্ধের সময় তারা অতিরিক্ত সাহায্য চেয়েছিল কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তাদেরকে সাহায্যকারী পাঠানো হয়নি। এই দুর্বলতা পরিণামে বেসামরিক লোকজনও মারা গেছে এবং রক্ষী বাহিনীর ৯ জন সদস্যও নিহত হয়েছে। তাদের মধ্যে দুজন নিখোঁজ রয়েছে।

স্পীকার মহোদয়, এই দুর্বলতা না দেখানো হলে এবং আমাদের সরকার এরূপ নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে না থাকলে এই পরিণতি হতনা। আমাদের সীমান্তে আজ যেসব ঘটনা ঘটছে তার বর্ণনা এই সংসদে নিত্যদিন হচ্ছে, কিন্তু কোন সমুচিত ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত এই সরকার গ্রহণ করেননি।

আমাদের সরকারী মুখপত্র বলেছেন পাকিস্তানীরা গ্রাউন্ড রুলস-এর কোন তোয়াক্কা করেনা যখন আমরা তা কড়াকড়ি ভাবে অনুসরণ করতে চাই। এমতাবস্থায় আমাদের সরকার কি এরূপ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন যে, আগামীতে বি, এস, এফ-এর সাহায্যের জন্য নিজেদের সৈন্যও সমাবেশ করা হবে এবং যখনই দরকার হবে আমাদের সৈন্য তাদের মুকাবেলা করবে, পাকিস্তানের ভূ-খণ্ডে গিয়ে তাদের ধাওয়া করে তাদেরকে সেভাবেই জবাব দেবে যেভাবে আজ তারা আমাদের সংগে আচরণ করছে।

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র পন্ত ঃ স্পীকার মহোদয়, আমি প্রশ্ন করিনি, আমি জবাব দেব। মাননীয় সদস্য একটু আগে বললেন, সৈন্যসাহায্য (reinforcement) সেখানে পৌঁছেনি। আমি বলতে চাই সুত্রখংডীতে সৈন্যসাহায্য পৌঁছিছিল, ব্যাটালিয়ানের অধিনায়ক (Commandant) যিনি ছিলেন তিনি স্বয়ং সৈন্য সাহায্য সমভিব্যাহারে সেখানে পৌঁছে উদ্ভূত পরিস্থিতি আয়ত্বে আনতে সক্ষম হন। তারপর তাদের প্রতি counter offensive আরম্ভ হয়। ফলে রক্ষীবাহিনী ওই সীমান্ত ফাঁড়ি পুনর্দখল করে নেয়। পাকিস্তান আর্মীর একজন কনষ্টেবল কেও তারা গ্রেফতার করে। সুতরাং এতে দুর্বলতা বা Complemency-র কোন কিছু নেই।

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : I do not know when the present timid posture of the Government of the India against persistent Pak aggression will end because I do not know when the mouthing of the virtuous platitudes of peace, patience and toleration against Pak aggression will come to a stop It is really a sickening scene for a nation of 55 crore to witness the ritual of sending bundles of protest notes to Pakistan and of issuing flamboyant warnings by our Defence Minister....

MR SPEAKER . It appears he is setting himself for a long speech I wanted him to be precise and concise in his question

SHRI SAMAR GUHA : Please be a bit tolerant to me. I do not know if you are a bit allergic to me

MR. SPEAKER : Not everyday, sometimes he might do it.

SHRI SAMAR GHUHA· It is really a sicking scene for a nation of 55 crores to see that it has almost become a ritual to send bundles of protest notes to Pakistan and to witness our Defence Minister issuing flamboyant statements giving warnings to Pakistan that serious consequences would follow if Pak aggression or incursion into our borders continued. These warnings are being answered not only by repeated aggression but by fresh aggression the next day.

These border incidents should be viewed not as isolated border skirmishes but as part of a pattern of Pakistan aggression against Bangladesh as well as India. I do not know who was the official who was responsible for briefing the press yesterday when referring to this border incursion he said that the influx of refugees had diminished by 10,000, that is, from 60,000, it had come down 50,000 a day. That gentieman does not know the pattern of Pakistani atrocities; they are creating trouble and killing people with the result that millions are on the

run, both minorities as well as those belonging to the Awami League. They are preventing these people from crossing the border; as soon as they get an opportunity to do so, they will enter India in millions again.

In view of these facts, will Government take a total perspective of the pattern of Pakistani aggression or incursions against our border, and call it aggression by Pakistan against our security? If so, despite continued and calculated violation of the ground rules by the Pak army, why are our defence forces observing these rules unilaterally?

Secondly, instead of entrusting the task of meeting the regular Pak army to the BSF, which is equipped with only limited supplies of live arms for a limited purpose and therefore cannot adequately meet the Pak army equipped with much superior equipment and superior fire-power, will the regular Indian army be asked to meet the aggression of the regular Pak army? If not, why not?

Lastly, will Government issue a timebound ultimatum to the Government of Pakistan, as was done by the late Pandit Nehru in 1950 in a situation of much lesser danger, to stop killing of the Indian citizens in Bangladesh, stop the brutal uprooting of the people of Bangladesh and pushing them to India and also to stop the barbarous genocide of the people of Bangladesh, and failing that, whether the Government of India will undertake direct action against the Pak army to defend Indian national security and save the lives, honour and properties of the Banglalis in Bangladesh; if not, what are the alternative means of the Government to defend Indian national security as also the lives and properties of the people of Bangladesh?

SHRI K. C. PANT: There were two questions raised by the hon. Member, One was why the BSF is only there and why they have only light arms. The BSF is there because of the arrangements that were made and have persisted over a number of years, by which the BSF is on the border and the Army is a little behind. My hon. friend knows this arrangement.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore): That is to be unilaterally observed by us only?

SHRI K. C. PANT: In this case they are armed with ammunition and mortars. So, the remarks that they were left here without adequate arms is not correct, and that is why in spite of the strength of the Pakistani forces, which according to my information as much more than the BSF, the BSF was able to halt them and repulse them effectively and send them back. I would request him not to question me too closely and draw his conclusions from the result.

Secondly he asked whether we would be prepared to use the Army in case our security needs it. Naturally, depending on the nature of the situation we face on the border, by the Pakistan Army

SHRI SAMAR GUHA : I wanted to know about the ground rules, why our border forces are observing unilaterally the ground rules when they are being persistently violated by the Pakistan Army.

MR. SPEAKER : You take him to the Control Room sometime.

SHRI SAMAR GUHA : That is a very important question because a ten mile gap has been maintained between our security forces and their security forces, and they are persistently violating the ground rules. I want to know why no steps have been taken by our Government. That is an important question and it should be replied

MR SPEAKER That was asked yesterday also

SHRI INDRAJIT GUPTA The question was asked yesterday also, but he avoided answering it.

SHRI K C PANT : If my hon friend gives some thought to the matter, he will realise that his question is better upon

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী: সংরক্ষিত লোক সভার কার্যবিবরণীর জিবকাকৃত কপি অস্পষ্ট। সেটি পড়া সম্ভব হয়নি বলে এখানে তার অনুবাদ সন্নিবেশ করা গেলনা।

শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র পন্ত: মাননীয় সদস্য বলেছেন, আমার বিবৃতিতে একথা বলা হয়েছে যে, পাকিস্তান আর্মী এই চেক পোস্ট অতিক্রম (overrun) করেছে। আমি তাদের উল্লেখ করতে চাই, এই ফাঁড়ির চেকপোস্টে মাত্র ১১ জন লোক ছিল এবং যেসব শরণার্থী আসছে তাদের জন্য ওই চেকপোস্ট খোলা রাখা হয়েছিল। সেখান থেকে ৫০০ গজ দূরে ভালুতে আমাদের বড় চেকপোস্ট ছিল। আক্রমণকারীরা ৫০০ গজ দূরত্বের কাছাকাছিও পৌঁছতে পারেনি। ওই চেকপোস্টে যেখানে মাত্র ১১ জন লোক ছিল পাকিস্তানী সৈন্য তাদের ওপর আক্রমণ চালায় এবং তাদের তাড়িয়ে যায়। যেহেতু হামলাকারীদের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল তাই চেকপোস্টের ১১ জন লোকের পক্ষে তাদেরকে ঠেকানো সম্ভব ছিলনা। আমি মনে করি তারা সৈন্য কিংবা সীমান্ত রক্ষীবাহিনী যাই হন না কেন, মাত্র ১১ জন এত বেশী সংখ্যার হামলাকারীদের বাধা দিতে পারতনা। তাসত্ত্বেও যে বীরত্বের সংগে তারা যুদ্ধ করেছে সেজন্য আমি তাদের প্রশংসা করি ও অভিনন্দন জানাই। তাদের পেছনে ভালুতে অবস্থানরত সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর কন্টিনজেন্ট (contingent) হামলাকারীদের ৫০০ গজের মধ্যেও আসতে দেয়নি এবং পাকিস্তানী সৈন্যদের ভারতীয় সীমান্তের বাইরে তাড়িয়ে দিয়েছে।

গ্রাউন্ড রুলস এর প্রশ্নে আজ যে পরিস্থিতি, এমতাবস্থায় যদি আমাদের ওপর আক্রমণ হয় এবং কোথাও আমাদের সৈন্য পাঠানো জরুরী মনে করা হয় তবে সেখানে কোন পদ্ধতিগত বিষয় বাধা হবেনা। পরিস্থিতি যেরূপই নিক না কেন আমাদেরকে তা এভাবেই মুকাবিলা করতে হবে। ভারতের এক এক ইঞ্চি জমির প্রতি আমাদের বাজপেয়ী মহাশয়ের যদি ভালবাসা থাকে তবে আমি একথা পরিস্কারভাবে বলে দিতে চাই যে, আমারও নিজের দেশের প্রত্যেকটি ইঞ্চি জমির প্রতি ভালবাসা তাঁর চেয়ে কম নয়,. হৈ-চৈ...।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal): Do Government feel that these are only border skirmishes and tactics adopted by Pakistan to mislead world opinion that they are in complete possession of Bangla Desh or it is a large-scale war attempted by violating our international border? If so, are Government aware of the fact that the Pakistan Government is massing its troops on troops on the 620 mile border between Bangla Desh and our country? Will Government treat this matter seriously and see that our troops are moved to the borders of Assam, Beghalaya and Tripura?

SHRI K. C. PANT : I cannot say definitely that Pakistani troops are massing on the border. The Defence Ministry may be in a better position to give information on that. But I do not know generally speaking that because of the activities of the Mukti Fauj, inside Bangla Desh, it is not easy for the Pakistani Army to disperse its troops in small numbers. When they move they move in large columns. It is difficult for them to spread themselves all over the border. That is the general position. About the specific question, I cannot give the answer.

— —

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান প্রসঙ্গে বিরোধী সদস্যদের প্রস্তাব ও বিতর্ক।	ভারতের লোকসভার কার্যবিবরণী	১৮ জুন, ১৯৭১

16·59 hrs.

RESOLUTION RE : RECOGNITION TO BANGLADESH

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : I beg to move :

"This House resolves that in view of our national commitment to the sacred principles of freedom, democracy and socialism and for bringing an end to the savage genocide of the people of Bangladesh by the Pakistani Army and efficaciously dealing with the vast problems of millions of the uprooted refugees and for eventual ushering in a new era of peace, progress and prosperity in the sub-continent, the Government of India should give immediate recognition to the Government of the people's Republic of Bangladesh and offer all assistance necessary for early consolidation of their national freedam."

17·00 hrs.

I consider myself fortunate for getting this opportunity to move this momintous resolution in this House today It is a concidence that a similar resolution is now being moved in the British Parliament by the leader of the British Labour Party and is supported by 122 other Members In the United States Senate also another similar resolution is being moved by Senator Kennedy, the youngest brother of late President Kennedy, to give recognition to Bangladesh

It is to be remembered that the revolution that is taking place in Bangladesh is not an accident of history but the logical end process of the internal contradictions that were inherent in the very entity of Pakistan. In 1933 when a young student of Cambridge, Rahmatullah, who was inspired by the conservative elements, first profounded the idea of Pakistan and when that idea was brought to the notice of Mr. Zafarullah Khan who was a British Official at that time, he immediately rejected that idea and said that the whole idea a 'political chimera.' This political chimera came into existence and as such internal contradictions started from the day of the origin of Pakistan on 14th August, 1947 at dead of night.

I was then in Dacca. I left Dacca in 1951 and came to Calcutta.

I hope you will allow me a little digression. I wrote twenty articles in a Calcutta weekly called Juguvani where my whole thesis was that independent East Bengal was bound to emerge and that could be the solution not only to the problem of minorities but also to the Indo-Pakistan problems. I was

ridiculed by many friends for such fantastic idea at that time. But then I continued writing one book, another book and many books on East Bengal issues. In 1964 after the great killings in Dacca many people tried to interpret it as communal events. I met Shastriji then. I was not a Member of Parliament then. He wanted me to put everything in writing and within a few days, I did that in the form of a book. About the solution; how we can solve the problems of minorities, the first point suggested in this book was ; "all possible help should be given to the independent East Bengal movement of the Bengali people."

Then again after the Indo-Pakistan war in 1965, I wrote another book : "Independent East Bengal." This book sold like hot-cake among the students of East Bengal. It was banned by Pakistan Government. It was after the Indo-Pakistan conflict that there was a radical transformation in the whole political outlook of the Bengalis in East Bengal. Again in 1967 after the six point decision was taken by the Awami League, I wrote another book not in my own name. I was told by friends to write in a pseudo name and I used that. I request you to allow me this digression only because I want to say that the evolution in Bangladesh is not a mere historical accident. It was inevitable. This explosion was the inevitable result of the internal contradictions of Pakistan itself. That is why I wanted to draw your attention to the fact that although the problems of Bangladesh refugees are so much connected with the national revolution in Bangladesh, but that is not the major point under consideration. I should say that the freedom of Bangladesh by itself is not the whole crux of the problem. What has happened in Bangladesh is a historic and revolutionary event. It has immense revolutionary potentiality to change the socio-political matrixs of the whole of this sub-continents of India Khyber to Kohima

Sir, if Bangladesh's freedom were to become a settled fact. it will bring about a qualitative change in the character of political correlations among the peoples and among the two powers of the divided sub-continent. If you look into the whole problem of Bangladesh, from this fundamental perspective. then you will realise the importance of it, the momentous charactor of it, the revolutionary character of it as also the historic call that the millions of Bangladesh martyrs with their blood have given to you, first, to the Indian people and then to humanity at large. That is the reasons why I want to ask whether the Government is alive to this immense revolutionary potentiality that is before us today as generated by the national revolution in Bangladesh

A few days before, the Prime Minister said in the Rajya Sabha that "we will be through hell to meet the situation arising out of the revolution in Bangladesh. Well, the people of India will readily. gladly go through hell and will undergo all sufferings, provided this Government has the these courage. has the gut. has the determination to take positive action. to take firm decision firstly in giving recognition to Bangladesh and thus facilitating the process of completed the national revolution of Bangladesh its thereafter consolidating it. If the

Government takes that positive action, I have no doubt that the whole of the Indian people will rise as one man to support the Government, stand behind it and today through all the suffering, even to hell.

Two months and a half have passed but what is the attitude of the Government? The people of India are feeling that the Government at the moment is pursuing a policy of drift and dodgery with the issue that is facing Bangladesh today. Therefore, it is our apprehension : yes ; we are ready to go through hell, but our country is not ready to go into hell, but to get out of it. By their callousness, I should say, the Government has allowed the situation to develop which was the crisis of Pakistan into a disaster for India.

With this preamble about the basic nature of the problems facing us today, I want to draw your attention to the fact that our Government, the Prime Minister and other Ministers on more than one occassion said that the issue of recognition of Bangladesh is under their active consideration and constant review. This means evidently that our Government do not deny the claim of legitimacy of the sovereignty of Bangladesh. With them, it is a question of expediency ; it is question of time ; when and how this recognition will be given

A few days before, the Prime Minister said that recognition will be given, and a right decision about recognition will be taken at the right time. Well, the Government has not made any clarification as to what is the right time, what are the circumstantial factors that will ripen the situation or when the situation will mature for them to take a decision at the right moment. The Government is maintaining strict silence about it. Not only that; they are even refusing to share the reasoning with the Members of Parliament as to what are the factors, the circumstantial factors, that will determine the right time for taking a right decision in regard to Bangladesh.

But what is the will of the people? Most of the State legislatures in India have passed unanimous resolutions and all Congress members subscribing to it and asking the Central Government to give immediate recognition to Bangladesh. Some of the Cabinet ministers and very important leaders of the Ruling Congress have publicly, stated that Government should given immediate recognition to Bangladesh. All the opposition parties in the Parliament except the Muslim League, were unanimous that it is the right time for recognition. Eminent jurists who have the capacity to go into international laws about sovereignty, from Mr. Chagla to Mr. Setalvad, have unanimously said that Government should give immediate recognition to Bangladesh. At innumerable public meetings people have demanded the immediate recognition of Bangladesh. A few days ago, when the Bangladesh parliamentary delegation addressed members of both Houses in the Central Hall, when they appealed to you to give immediate recognition to Bangladesh, there was a thundering cheer from all sides, both from Lok Sabha and Rajya Sabha members. What do these facts indicate?

It indicates very largely that the national consensus is in favour of giving immediate recognition to Bangladesh. But our Government is either isolated from the will of the people, or the will of the people is isolated from our Government. A big hiatus has developed between the Government and the people. The Government claims the monopoly of wisdom to decide right moment for a right decision, whereas all sections of our people have given the verdict that already the right time has passed ; and urged the Government not to miss the bus again and again.

Government wants to wait for the right time. It means, we want time. Naturally as a corollary, it means, you want to give Pakistan time also. Pakistan is more willy, more conspiratorial than you can imagine to be. They will go to the lowest levels, which you cannot think of. They will utilise this time for consolidation of their military force, to crush the revolutionary movement, to create quislings and puppets there, to unleash the war of communalism for perpetuation of political theocracy in Bangladesh, to drive out the Hindus, to create communal trouble in India and to create international complications. On your part you also want time. Do you think the millions of refugees are nothing but a mass of inert matter ? They are also susceptible to anger and anxiety. You cannot expect to control them by your dictates from New Delhi, Already so many social, economic and political problems have been created. There is the problem of law and order. There is tension between the local people and the refugees. These things are bound to happen. It will create colossal problems for you. Therefore, this time factor will react more on you than it will affect Pakistan. It will give an opportunity to Pakistan to create more conspiracy and to put you in more troubles.

What to speak of acting, our Government has not even reacted to the different political moves of Pakistan, from genocides at the beginning, now on the communal war. This communal war is the last attempt, I should say, on the part of Pakistan to sabotage the freedom movement there, and you have not even reacted.

The only one step that the Government have taken is that they have sent Shri Swarn Singh and some other Ministers to the countries abroad for rousing world conscience. Would it not have been the strategy the real politik if you had first given recognition and then went to the different countries of the world, to create opinion in favour of recognition of Bangladesh ? That would have perhaps set a process of re-thinking in the minds of many of the world powers. Our government knows it very well that no power in the world wants that the existence of Pakistan should no longer be. They want to create conflict and keep the balance between India and Pakistan. What about the United States of America? Even today you would have found the news of their pressing India for having restraint. They have asked both India and Pakistan to be restrained. Pakistan, the killer, the murderer, the butcher who committed

genocide, those who have killed thousands of mothers and sisters of Bangladesh, those who have kidnapped many mothers and sisters, the U.S. Government want to equate that criminal Pakistan with India.

Because you have not given them recognition. So when Shri Swarn Singh goes to countries he cannot advocate recognition ; he can only speak about the refugee problem ; no basic issue can be raised and no question of rousing world opinion about genocide could be broached. You cannot even advocate for the democratic right of the people of Bangladesh. You have only one thing, begging, begging of the world, wailing before the world that the whole of our country is going to be swamped by the refugees.

You have adopted a wrong strategy. If on the contrary, your representations had gone with a firm decision,—you know in the world today a right decision, a firm decision has its own logic, its own action and reaction—that would have at least compelled countries like Yugoslavia and others to follow India in giving recognition to Bangladesh.

There has been another wrong choice It is known to everyday that Shri Swaran Singh was opposed not only to recognition but even to taking any positive action on Bangladesh What is the result ? When this gentleman has gone abroad as the spokesman of the Indian Government, naturally his subjective predilections will play a major part and it has already done so Now, what is it that he has talked ? What right has Shri Swaran Singh to talk about political solution, political settlement within the framework of Pakistan, when the Mukti Fouz and the Awami League say that there is no power on earth to resurrect Pakistan in Bangladesh ? I should say that the government spokesman who has come to act this way—it will be a very strong word, if I use it ; I do not want to complete it ; I should say the spokesman acted like an imperialist power in canvassing a political solution within the framework of Pakistan

The Prime Minister that day told the House that our government is not going to accept the death of Bangladesh. These are her words But I should say that in political diplomacy India has got into the trap of international cliques, international intrigues and international pressure tactics and we have got involved in their ways of bringing about a political solution for Bangladesh. The Prime Minister said that she will not accept the death of Bangladesh. But I should say with regret that by the political utterances, the political dialogues, the communique issued from the different State capitals of the world, Shri Swaran Singh has prepared the ground for writing the document of death warrant for Bangladesh

The Mukti Fouz and the Awami League have categorically stated that there is only one political solution and that solution is the immediate withdrawal of the Pakistan army of occupation from Bangladesh and allowing the elected representatives of the people of Bangladesh to have their own Sovereign Constituent Assembly to draw up their own National Constitution for Bangladesh.

That is the only solution. There is no other solution. There cannot be any solution whatsoever within the framework of Pakistan. I warn you about this from my personal experience. I have had many dialogues with the freedom fighters. You must remember, these freedom fighters are not members of the Awami League. They are not members of any political party. They have been recruited from the East Bengal Regiment, former East Pakistan Rifles, Ansars and ordinary police ranks. You should also remember that 50 per cent members of the East Bengal Regiment had been killed on the 25th night ; 50 per cent of the East Pakistan Rifles has been butchered and machinegunned. None of you has gone to border area and met them and felt the depth of their anger, agony and hatred against the Pakistan Army. Some of the Bangladesh Government officers, who have lost their parents and near and dear ones, said, "If any Government had any understanding with Pakistan or any political solution within the framework of Pakistan, we tell you that party will be thrown out. The people or the Mukti Fouj are not going to tolerate any kind of a political settlement within the framework of Pakistan. Pakistan is dead or us. Bangladesh is our land. Freedom for Bangladesh is an absolute reality."

Today we find that in our country a feeling is developing that our Government from exuberant initial enthusiam are now showing a strange attitude of indecision and bewilderment. Our Government's attitude can be described as one of hesitation to vacillation, from vacillation to indecision, from indecision to prevarication, from prevarication to quandary and then, in the ultimate stage, of a stance of complete emasculation. They are only using brave, courageous words, I think, to keep up some sentiment alive in the country and among the people of Bangladesh.

This is a pathetic scene. Why it is so, I do not know. Mabe, our Government is not getting the green signal from somewhere else, although they boast of always pursuing an independent policy.

There are other dangerous things. I was feeling hesitant I should raise this matter in this House Among the people not only rumours but gossip and talks are going on**

I want to remind the Government that in 1950 I was the first man to escape from Dacca I came straight here and met Panditji.**

But I think, in their apprehension it may be a political camouflage—these gossips and rumours have been set to roll.**

MR. CHAIRMAN : Mr. Samar Guha, you are giving certain facts. But you must apply your mind how it will be used.

SHRI SAMAR GUHA : That is why I have not said it categorically, I have said that gossip is going on. The Government should clarify it. It may not be a camouflage for inaction of political elements**

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Sir, may I make a submission ? I fully appreciate the sentiments of Mr. Samar Guha. He has said something out of emotion. In my opinion, it should not go to the press, about the Army Chief, etc.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore) : I go a step further than Mr. Benerjee.

Let this thing not go on record,**

At least, that was unknown to me.

SHRI SAMAR GUHA : It was known to everybody.

SHRI INDRAJIT GUPTA : I do not know whether it is a historical fact also.

SHRI SAMAR GUHA: Without waiting for protocol, immediately Mr. Liaqut Ali was flown from Karachi to Delhi. I know that.

SHRI S. M. BANERJEE : In 1950, Panditji had always believed in good relations with Pakistan. The entire world knows it This should not go on recond.

MR. CHAIRMAN : Mr. Samar Guha, we all agree that we want to serve the cause of Bangladesh and want to do no harm to the nation This is the purpose. But if I allow that on record, we do not know how it will be used. I think, you will not mind if I remove it from the record.

SHRI SAMAR GUHA : I will not claim my individual wisdom to prevail upon others. If the House thinks so, I quite agree Neither our armed forces should be unjustly blamed. But I should say only that our political leaders should clarify the position as to why they are not taking action. What will be the criteria, what will be the circumstantial conditions which they will consider as sufficiently mature for taking a right moment ?

My apprehension is that the Government is hestitating because a feeling has developed in the minds of the Government that if recognition is given to Bangladesh, it will inevitably lead to an armed conflict with Pakistan. I do not know how this will follow. There are many instances where a neighbouring country has given recognition to other national emerging country. But that did not follow an armed conflict with the other country. Even if it follows, even if there is an armed conflict between India and Pakistan, I do not know what can be the more opportune occasion, opportune moment, to couageously handle the situation in Bangladesh. Becauso the Pakistan Government, I should say, have failed to have their military balance. They have shifted 2½ divisions from West Pakistan to Bangladesh. There is the

military imbalance in the disposition of Pak army. You know the economic crisis developing in Pakistan. You know the world pressure is growing against them. Therefore, there is the least chance of having an armed conflict with Pakistan. Even if Pakistan undertakes any misadventure against India, it will prove fatal to Pakistan and not to India.

There is another apprehension. One think I should say. Propaganda is being made in this country as if the economic crisis developing in Pakistan will being about the structural collapse of the political edifice of Pakistan from within. It is absolutely a wrong speculation.

SHRI S. M. BANERJEE : As long as America is helping, that will not happen.

SHRI SAMAR GUHA : Not only America, UK and others are there, who want the Pakistan should exist in its present form. They will not allow Pakistan to collapse from within due to economic reason.

There is another apprehension in the mind of our Government that if there is an armed conflict between India and Pakistan as a result of giving recognition to Bangladesh, China may come in. Sir, I should say one think Our Government is making a costly mistake. They have sent emissaries to almost all the countries of the world—big and small. I do not understand why our Government do not try to open a dialogue with China on the issue of Bangladesh. At least, we have a weapon an ideological weapon, to use against China. China, for the last, I should say 25 years, has been carrying on propaganda day in and day out that they are helping the world by spreading and aiding national liberation movements. Taking advantage of their own commitment to national liberation movement, our Government should have approached China and opend a dialogue with them about the national liberation movement in Bangladesh. We should also take notice of one thing China has not categorically mentioned anything about Bangladesh. They are maintaining scrupulous silence about Bangladesh. They have not uttered a word in support of Pakistan against Bangladesh They have said something in favour of Pakistan, but categorically, they have not said anything yet about Bangladesh.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad) : They said that they would maintain the integrity of Pakistan.

SHRI SAMAR GUHA . At least I have not seen so far the official communique. When the C-in-C and the Defence Minister of Pakistan went to China and met Chou En Lai, certain statement was made. They said that China would help Pakistan and will be with Pakistan on Kashmir issue. They have not mentioned a single word about Bangladesh.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi) : They have supplied them gun-boats.

SHRI SAMAR GUHA : That they will do. All the big powers are doing that from America to Russia. Even Russia is giving them electronic equipment to be sent to Chittagong for setting up a new factory there. And the gun-boats that Pakistan is using in Bangladesh are supplied by USA, by France and other countries, not by China alone.

I should also like to draw the attention of the House to the *volte face* of the politics of China in regard to her post-War world diplomacy.

After 1950, America was the in, veterate imperialist enemy of China But now China is trying to get into the UNO through the window of Washington.

SHRI S M BANERJEE: Ping-pong diplomacy

SHRI SAMAR GUHA : Sir you should remember China is a very seasoned, conservative country, diplomatically very conservative in its outlook. It does not easily change its policy. This we should remember This radical change in the diplomatic posture of China *vis-a-vis* U. S is not a casual political game in the international field It is a calculated move to get a seat in the UNO and to get other economic benefits from U.S A Do you think that China is interested in Vitnam, Laos or Cambodia? Nowhere they are physically involved, directly involved. They have given help to them They may give help to Pakistan too in the eventuality of a conflict between India and Pakistan but there is no possibility that China will sacrifice her own national interest and the new stance of rapprochment between China and USA is just to help Pakistan and jump into East Bengal The apprehension that China will directly get us involved in any operational commitment between India and Pakistan is a wrong apprehension Even for diplomatic reasons we should try to enter into dialogue with China

Immediate recognition should be given to Bangladesh. That is the only way you can help There will be no necessity for arms even, but they want this help from you, of recognition If you go to border areas you find hundreds and thousands of university and college boys willing to die for their liberty and freedom Then Mukti Fouz is fighting the Pakistan army very well What they are fighting with?—Meagre food, meagre clothing, meagre bedding, no amenities for hen Your recognition will bring about a qualitative change in the national revolution in Bangladesh; it will galvanize them and there will be confidence in the hearts and minds of the people of Bangladesh. It will help them to consolidate themselves; to liberate and have consolidation of their freedom and liquidate the army of Pakistan. The Mukti Fouz has made the Pakistan army demoralised. So many reports have come in the Press. These are correct reports. They are penetrating inside, even inside Dhaka. They have attacked Dhaka aerodrome; they have blasted the powerhouse inside Dhaka. These young men have such a fine spirit but we are not helping these fine, dedicated souls, to achieve and consolidate their freedom.

The Prime Minister had the image that she successfully projected before the people of India which shot her into a summit of absolute power. That image was an image of courage, confidence and decision.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior) : What is the image now?

SHRI SAMAR GUHA : I do not want to belittle her because I am very concious of the reality that we, in the Opposition, may creat public pressure, public opinion, we may exert all our might, but nevertheless, ultimately, the decision has to be taken by her. At this critical moment I do not want to denigrate her. But may I remind my friends, those who are with her : You are getting isolated from the will of the people; you are getting isolated from the conscience of the people. The Prime Minister's image is changing. It is now appearing as an image of a prisoner of indecision and timidity

AN HON. MEMBER : Vajpayee ji has provoked him.

SHRI SAMAR GUHA · This revolutionary opportunity is not only involved with the fate of the refugees of Bangladesh. not even with the fate of the freedom of Bangladesh alone, but is an opportunity which will radically change the whole character of our sub-continent. As soon as Bangladesh becomes independent, that will bring about a radical change in West Pakistan, a revolutionary change—a new era, a new millieu will start maturing in this sub-continent of India A new outlook and mentality will develop and envelope the whole of the Indian sub-continent. You should seize this revolutionary opportunity. You talk of revolution; you talk of socialism; this revolutionary opportunity, if seized upon, will bring about a radical transformation, a qualitative reorientation in the lives of the whole people of our sub-continent,—from Khyber to Kohima. Can you rise to the occasion and seize this opportunity to resolve for good the post-Partition tragedies and miseries, that have taken the toll of millions of lives, that have produced tears in the eyes of millions of our mothers, sisters and parents? This is a unique revolutionary opportunity. Either the Government will seize this, or as the Prime Minister inadvertently expressed they will go through hell; I say, no, they will not be able to go through hell, but they will get into the hell; that will be the fate of our country, if our Government continues its policy of drift and dodgery about Bangladesh.

MR. CHAIRMAN : There are some amendments to the resolution. Hon. Members who wish to move them may do so now.

SHRI S. M. BANERJEE : I beg to move :

"That in the resolution, *for* 'give immediate recognition to the Government of the People's Republic of Bangladesh and offer all assistance necessary for early consideration of their national freedom', *substitute* 'recognise the People's Republic of Bangladesh before 30-6-1971 and offer all assistance to them."

The resolution as moved by Shri Samar Guha says 'give immediate recognition' The word 'immediate' may mean today or it may mean after three months. So, my substitute amendment is that it should be recognised before 30th June, 1971. I want that a definite date should be fixed, so that by 1st July, **we shall be able to offer all assistance.** I hope my hon. friend would accept this amendment, **because he wants immediate** recognition of Bangla Desh.

শ্রী বিভূতি মিশ্র (মোতিহারী) ঃ সিদ্ধান্তের শেষে এটি জুড়ে দেবার জন্য আমি প্রস্তাব করছি ঃ

"এবং বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করছে, এই কামনা করছে যে, তারা যেন শীঘ্রই নিজেদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাফল্য লাভ করে। তাদের ত্যাগ ও নিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী জানাচ্ছে এবং আশা করছে যে বিশ্বরাষ্ট্রসমূহ তাদেরকে পূর্ণ মর্যাদা দেবে এবং সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে যে, বর্তমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে সে যেন প্রয়োজনীয় এবং উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে।"

MR. CHAIRMAN : **These amendments** are now before the House.

SHRI KRISHNA HALDER (Ausgram) : Mr. Chairman, Sir, I want to speak today in my mother-tongue Bengali.

*Mr. Chairman, Sir, I want to speak today in my mother tongue, Bengali. Sir, it is a matter of great regret to people of India, a great shame to the Government of India that a non-official resolution had to be brought forward in this House pleading for the recognition of Bangladesh. It is known to the entire world what happened in Bangladesh before the present liberation struggle started there. In the present·Bangladesh—previously known as East Pakistan—60 per cent of the total population of Pakistan live there and it is the biggest unit of Pakistan. It is also known to everybody that the people of Bangladesh had to resort to a serious agitation in order to get official recognition for their mother tongue. They demanded that their language should be given official status and it should be used in official work.

The military rulers of Pakistan were earning foreign exchange worth crores of rupees from the Jute grown in East Bengal. So long the people of East Bengal had been subject to economic exploitation by the military rulers of West Pakistan The people there were deprived of their constitution and democratic rights. The protest against economic exploitation and political domination by West Pakistan found its first expression in the language agitation. But reactionary rulers of West Pakistan tried to suppress that language movement through brute force and the soil of Bangladesh was drenched with the blood of many martyrs.

After the downfall of Ayub Khan, the the military rulers again tried to deprive the people of Bangladesh of their constitutional and democratic rights. Even the minimum basic human rights were denied to them; so they again struggled against military authorities through constitutional means in order to establish their

human rights. When the people of Bangladesh saw hope in getting back their constitutional and democratic rights after their massive victory in the election, the Pakistani rulers again tried to suppress their democratic aspirations with the help of an organised and mechanised army. It was an attempt to suppress the democratic aspirations of the people through brute force, Sir, it is known to everybody that since Bangabandhu Mujibur Rahman stood against the military rulers of Pakistan for democratic rights of his people, he was arrested on false and imaginary charges and now he is passing his days in detention without trial.

Sir, the people of Bangladesh have sacrificed their blood in order to secure their democratic rights from the military rulers of Pakistan. Many of them have already become martyrs. It is known to the entire world that after undergoing so much sacrifice and suffering the people of Bangladesh have been able to secure their rights from the military rulers of Pakistan. They have proved to the world that military might is not the most important factor in human affairs. If a nation, though unarmed, fights unitedly with determination and sacrifice for their democratic rights, there is no power on earth which can Subjugate that nation. When Ayub Khan wanted to suppress the democratic movement in Bangladesh how much blood the people of present Bangladesh shed for achieving their rights, is known to everybody. After so much struggle and sacrifice the people of Bangladesh got their democratic rights in spite of resistance from the West Pakistan rulers. The people of Bangladesh gave their electoral verdict in favour of democracy. The verdict in the election, given by the people of Bagladesh, has no parallel in the history of world. In this election the Awami League Party, under the leadership Bangabandhu Mujibur Rahman, got absolute majority not only in East Bengal but also in entire Pakistan. Mujibur Rahman and the people of Bangladesh fought for their democratic rights in the election on the basis of 6-point programmes. They did not demand separation from Pakistan. They fought for self-government. They wanted to put an end to economic exploitation of which they became a victim for a long time. The wealth that was being produced by the peasants of Bangladesh through their hard labour, a major portion of that was always taken away by the West Pakistani rulers for their own benefit. The people of Bangladesh were denied their legitimate share in the wealth that was produced by their hard labour. So East Bengal was turned into a colony of West Pakistan and was a victim of constant economic exploitation by the West Pakistani rulers. That is why the people of Bangladesh raised their voice against the economic exploitation of West Pakistan. The demand was that except for defence and foreign affairs the people of Bagladesh will have control over the entire administrative matters. But this demand of the people for democratic rights was suppressed through treachery. Taking advantage of the political dialogue which was going on between Yahya Khan and Mujibur Rahman, the West Pakistani rulers brought thousands of soldiers from West Pakistan. After the Army was fully reinforced, the Pakistan soldiers, equipped with all modern weapons, jumped

over the unarmed people of Bangladesh. So democratic aspirations of the people were throttled down by using brute force. Already, more than five lakhs people have become martyrs. The parallel of such a treachery we do not find in the history of any part of the world, except perhaps in Vietnam.

Sir, my party, C.P.M., believes that danger to parliamentary democracy does not come from the general masses; it comes from the ruling party. When the ruling party finds that parliamentary democracy is not going to serve its vested interests, it tries to destroy it. The same thing happened in the case of Bangladesh. When the military rulers found that with the establishment of parliamentary democracy in Pakistan it would not be possible to exploit any more the people of Bangladesh, they were out to destroy the yet-born parliamentary democracy there. Therefore, when the interests of the ruling class is in conflct with the parliamentary democracy, the ruling party does not hesitate to destroy the sacred entity of parliamentary democracy in order to safeguard its vested interests.

The resolution that was passed in Parliament in support of Bangladesh was due to the pressure exerted by the entire opposition parties upon the Government. The Government of India had to bow down before the wishes of the entire opposition parties. When the resolution was adopted in Parliament, the entire opposition parties demanded full support to the cause of Bangladesh. But at that time only partial support was shown to the independence movement in Bangladesh. We hoped that the Government of India would bring forward some proposal for the full support to the Bangladesh Government. But after 25th March two and a half months have passed and yet nothing has been done by our Government. The Government of India have rather made an appeal to other countries of the world for giving recognition to the Bangladesh Government in spite of our full support to the freedom struggle there. Even we have gone to other countries of the world with begging bowls for solving the refugee problem. If the Government of India is really interested to solve the refugee problem, it must give immediate recognition to the Bangladesh Government as it will inspire the refugees to go back to their homes with confidence. As the freedom struggle in Bangladesh will take a new turn, the refugees, if they go back to their homes, will come forward to participate in the liberation struggle. So there is not alternative way to solve the problems of Bangladesh refugees excepting this one. Of course, the Government may try to solve the refugees problem otherwise. It is the opinion of many people that 55 to 65 lakhs refugees have already come to India. In order to solve the refugee problem completely, the only way, I feel, is to recognise the provisional Government of Bangladesh immediately. We have got blood relationship with the people of Bangladesh. I am not saying this on account of my being a Bengali. You know Sir, that the people of both the countries fought together against the British imperialist powers for long to achieve their independence. But it is a matter of great regret that because of the weakness of national movement

India was partitioned. The British imperialist power wanted that both India and Pakistan should fight each other continuously as that would serve their vested interests. The British imperialist power wanted to play this game of treachery with India and Pakistan always out of imperialist interest. Sir, lakhs of people in Bangladesh have already sacrificed their blood as they understood the conspiracy of the British imperialist power and rose against it. They are continuing their freedom struggle. They are fighting against the vested interests of the imperialist forces

18·00 hrs.

Sir, a similar struggle is going on in West Bengal. The people of West Bengal are fighting for their democratic rights. The Central Government is treading a dangerous path there. They want to crush the constitutional rights of the people of West Bengal. In the entire State section 144 of the IPC has been imposed. People are being detained on false charges under the prevention Detention Act. The CRP and military personnel have been deployed there. People are receiving in human treatment in the hands of CRP men. Therefore, if the Government really wants to support the cause of Bangladesh then the people of West Bengal Should be given to enjoy freedom and their constitutional rights, they should save them from the torture of CRP and military personnel. But, alas ! the Government is determined to pass the Maintenance of internal security Ordinance. By passing this lagislation, the Central Government wants to turn the State of West Bengal into a Police State. Sir, before the present resolution was taken up for consideration, another resolution was discussed by the House and the subject matter of that resolution was related to the Centre-States relationship. That resolution was an important one. Our party has already demanded that in order to establish true democracy in the country all the States should be given more autonomy. Not only this. The State Government should be given more financial powers. If this demand is not accepted by the Central Government, what course future history of India will take is not known to any one. Even nobody in this House can predict it.

At the end I would say that immediate recognition may be given to the Bangladesh Government. I would also appeal to the socialist Countries and Afro-Asian countries to come forward in recognising the Government of Bangladesh. I would also appeal to the progressive forces of the world to assist the freedom fighters in Bangladesh by recognising an international brigade as it was done to fight the Fascist forces in Spain.

Sir, lakhs of refugees are living in camps and now they have become victims of cholera epidemic. We are not concerned with what other countries have done for the refugees or for the freedom movement in Bangladesh. But we are surely concerned with the freedom movement in Bangladesh because of our blood relationship with the people there. Not only this, we fought together against the British imperialist power for our independence.

Sir, India claims to be the biggest democracy in the world. In order to justify that and the Government of India should recognise immediately the Government of Bangladesh as that Government is fighting for the establishment of democracy there. By recognising the Government of Bangladesh the Government of India will set an example before other nations of the world. I know that because of the pressure of American imperialists the Government of India is hesitating to give recognition to the Bangladesh Government. I demand that the provisional Government of Bangladesh be recognise immediately. This demand has also been made by crores of people of India. So acceptance of my demand means the acceptance of people's demand. By giving recognition to the Bangladesh the Government of India will definitely do justice to the people of Bangladesh who are struggling hard for their independence. With these words, I conclude my speech. Thank you.

শ্রী বিভূতি মিশ্র : আমাদের সরকার, আমাদের প্রধানমন্ত্রী ভেবে চিন্তে পদক্ষেপ গ্রহণ করুন এইটে আমি চাই। আমাদের Legislatures যে প্রস্তাব পাশ করেছেন তাতে তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন, তাদের প্রশংসা করেছেন কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন কেন্দ্রীয় সরকার। এব্যাপারে দায়দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। কারো প্ররোচনায় পড়ে কারো প্রভাবে এসে কোন পদক্ষেপ নেয়া উচিত নয়।

আমি সরকারের কাছে বিনীতভাবে আবেদন করছি, সরকার ভেবে চিন্তে অগ্রসর হোন, কেননা এ ব্যাপারে জবাবদিহী করতে হবে আমাদেরকে। যাঁরা সামনে বসে আছেন, তাঁরা যদি আজ ক্ষমতায় চলে আসেন তবে তাদের কথাও বদলে যাবে। তাঁরা যদি ক্ষমতায় থাকতেন তবে অন্য কথা বলতেন। যেহেতু বিরোধী দলে আছেন তাই এরূপ ভাষা ব্যবহার করছেন। কংগ্রেস সমর্থকরা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে লড়েছেন এজন্য আমরা স্বাধীনতার মূল্য জানি এবং অন্যের স্বাধীনতার মূল্য বুঝি। সুতরাং ভেবে চিন্তে অগ্রসর হওয়া চাই, রাজা-মহারাজাদের খপ্পরে আসা উচিত নয়।

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী : আমি শ্রী সমর গুহকে ধন্যবাদ জানাই, তিনি বাংলাদেশ প্রসংগে প্রস্তাব এনে এই সংসদকে বাংলাদেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে ভাববার অবকাশ দিয়েছেন। এই প্রস্তাব সরকারকেও নতুন পরিস্থিতির ওপর তার নীতি ব্যক্ত করার সুযোগ দিয়েছে।...

স্পীকার মহাশয়, যখন থেকে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস এান্থনী ম্যাসকোরেনহাস-এর বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবেদন ছাপিয়েছে একটি অভূত অস্থিরতায় সারা দেশ ছেয়ে গেছে। আমি এান্থনী ম্যাসকারেহাসকে ধন্যবাদ জানাই। ম্যাসকারেনহাস-এর মূল বক্তব্য ছিল, বাংলাদেশের ব্যাপারে পাকিস্তানের দুটি বিকল্প রয়েছে: এক, গণহত্যা দুই, উপনিবেশিকীকরণ। আমি তাঁর লিখা হতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করতে চাই।

"The Government's policy for East Bengal was spelled out to me in the Eastern Command Headquarters at Dacca. It has three elements :—

(1) The Bengalees will have proved themselves "unreliable" and must be ruled by West Pakistan is;

(2) The Bengalees will have to be reeducated along proper lines. The "Islamisation of the masses"—this is the official jargon—is intended to eliminate secessionist tendencies and provide a strong religious bond with West Pakistan; and

(3) When the Hindus have been eliminated by death and fight, their property will be used as a golden carrot to win over the underprivileged Muslim middle-class. This will provide the base for erecting administrative and political structures in the future."

"Whre are the Bengalis?I had asked my escorts in the strangely empty streets of Dacca a few days earlier. "The have gone to the village' was the stock reply. Now, in the country side, there were still no Bengalees. Comilla town, like Dacca was heavily shuttered. And in ten miles on the road to Laksham, part silent villages, the peasants I Saw could have been counted the figure of both hand"

"Discussing the problem in his plush air-conditioned office in Karachi recently, the Chairman of the Agricultural Development Bank, Mr. Ourni. said bluntly: "The famine is the result of their acts of sabotage. So, let them die. Perhaps, the Bengalis will come to their senses."

আমরা পূর্ব বাংলার সহায়তা করতে চাই। তার পক্ষে আমরা সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করেছি। রাজ্যসমূহের বিধানসভাগুলোও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার আহ্বান জানিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ আজ দেশকে কোন দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে এটা সুস্পষ্ট নয়। যে রাজনৈতিক সমধানের কথা আমরা আলোচনা করছি সেজন্য কি সময় পাওয়া যাবে? পাকিস্তানী শাসকরা কি তা মেনে নেবে? আমার বন্ধু শ্রী সমর গুহ বলেছেন যে, আওয়ামী লীগ, সেইটে মানবেনা। এত অত্যাচারের পর আবার পাকিস্তানের অংগ রূপে শোভা পাবার জন্য বাংলাদেশের পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন হবে। আমি সে বিষয়ে বলছিনা। পাকিস্তানী শাসকদের কি পথে আনা গেছে? বিশ্বজনমত কি পাকিস্তানের শাসকদের প্রভাবিত করতে পেরেছে? আমি জানতে চাই, নয়াদিল্লী হতে যে মন্ত্রীপ্রতিনিধি দল বাইরে গিয়েছিলেন তাঁরা কি নিয়ে ফিরেছেন? বিশ্ব রাজধানীসমূহের প্রতিক্রিয়া কি? বড্ড জোর তারা শরণার্থীদের সহায়তার জন্য অর্থ দিতে প্রস্তুত আছে কিংবা মৌখিক সহানুভূতি জাহির করতে তৈরি আছে। যে রাজনৈতিক সমাধানের কথা আমরা আলোচনা করছি- যার অর্থ এই যে, বাংলাদেশে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবে, বাংলাদেশ উপনিবেশ থাকবেনা, বাংলাদেশ হতে যত শরণার্থী এসেছে সকলে ফিরে যেতে পারবে, তাদের জান মাল ও সম্মান নিরাপদ থাকবে, এই সমাধানের জন্য কি বিশ্বরাষ্ট্রসমূহ আমাদের সাহায্য করবে আমি তার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছিনা। মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য কি আমি তাই শুনব।

হত্যাযজ্ঞ চলছে কেউ অস্বীকার করতে পারবেনা। গণহত্যার বিষয়টি কি জাতিসংঘে উত্থাপন করা যেতনা? ভারত সরকার তা উত্থাপন করে দেখতে পারে। বিশ্বের সমর্থন পেতেই হবে এমন কোন কথা নেই কিন্তু তা করা হলে আমাদের ভূমিকায় আত্মতৃপ্তি থাকত, দ্বিতীয়তঃ পৃথিবীর কোন দেশ কত গভীর পানিতে অবস্হান করছে তা পরিস্কার হত। তারপর

আমাদের নীতি নির্ধারণ করতে সুবিধা হত। নীতি একটিই হতে পারে এবং সেটি হচ্ছে একটি প্রতিজ্ঞা—আজকের বাস্তব অবস্থার সংগে কোন আপস নেই। বাংলাদেশে সেই পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে হবে যাতে উদ্বাস্তরা ফিরে যেতে পারে। তথা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সেজন্য যুদ্ধ ছাড়া যদি কোন উপায় না থাকে তবে ভারতের যুদ্ধ করার জন্যও তৈরী থাকতে হবে।

প্রথমেই আমরা দেরী করে ফেলেছি। সরকারের যদি কোন পরিস্কার ধারণা থাকত এবং ২৫ মার্চ যখন পাকিস্তানী সৈন্যরা অত্যাচার শুরু করেছিল তখনই যদি আমরা নিজেদের নীতি নির্ধারণ করতাম তাহলে বাংলাদেশের পরিস্থিতি হয়ত অন্যরূপ হত।

আমরা ভুল করেছি। কিন্তু যেটুকু বিলম্ব হয়েছে এখনও আমরা নিজেরা তা শোধরাতে পারি। আমি বিশ্বজনমত জাগ্রত করার বিরোধী নই, সেকাজ চলতে থাকুক কিন্তু নয়াদিল্লীর ধারণা পরিস্কার থাকা দরকার। বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ হতে আগত উদ্ভাতুদের ভাগ্য বিধান ওয়াশিংটন, লণ্ডন, বন বা মস্কোতে হবেনা, নয়াদিল্লীতে হবে এবং নয়াদিল্লী সাহসের সংগে চললে এক নতুন ইতিহাস লিখা যেতে পারে। আজ আমাদের দেখতে হবে সরকার নতুন ইতিহাস রচনার যোগ্যতা রাখে কিনা।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র প্রেরণ সম্পর্কে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বিবৃতির উপর বিতর্ক।	ভারতের লোকসভার কার্য বিবরণী	২৪ জুন, ১৯৭১

16·15 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED CARRYING OF AMERICAN ARMS TO PAKISTAN BY TWO PAKISTANI SHIPS

শ্রী আর, বি, বড়ে (খরগোন) ঃ স্পীকার মহোদয়, আমি নিম্নলিখিত জরুরী জনগুরুত্ব-সম্পন্ন বিষয়ের প্রতি বিদেশ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং প্রার্থনা করছি যে, এই বিষয়ে তিনি একটি বিবৃতি দেবেন**:**

গত মার্চ মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত পাকিস্তানে অস্ত্র বিক্রয়ের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে সুন্দর বন এবং পদ্মা নামের দুটি পাকিস্তানী সমুদ্র জাহাজ যেগুলি যথাক্রমে ৮ মে এবং ২১ জুন, ১৯৭১ তারিখে আমেরিকা হতে অস্ত্র নিয়ে রওয়ানা হয় সে সম্পর্কিত সংবাদ।

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SWARAN SINGH): Government appreciate and share the concern of all sections of this House about the reported shipment of certain items of military equipment from the United States to Pakistan recently. The New York Times report of June 22 about two ships, "Sunderbans" and "Padma" flying the flag of Pakistan, having sailed from New York on the 8th of May and 21st of June respectively, with cargo of the United States military equipment seems to be substantially correct. Some Hon. Members: Shame, Shame! Our Ambassador in Washington took up the matter immediately on receipt of this report with the Under Secretary of State on the evening of 22nd June. The matter was also taken up with the U.S. Embassy in New Delhi on 23rd June. According to the U.S. Government, no foreign military sales to Pakistan have been authorised or approved since March 25; and no export licences have been issued for commercial purchases in U.S. since March 25; nor have export licences been renewed since that date. The U.S. Government has further stated that the New York Times article is incorrect in stating that such shipments included 8 aircraft. According to them, no aircraft are on board these vessels. The U.S. Government have, however, admitted that it is possible that foreign military sales items authorised or approved prior to March 25, have been delivered to the dock-side since that date and may be abroad the two ships referred to in the New York Times. They have further stated that it was also possible that commercially purchased items where export licences were required and were issued before March 25, may be abroad these ships. Further, there are some items for which export

licences are not required. So it is possible that some such items are also on the ships. They have stated that it is thus probable that these ships do carry items of military equipment resulting from actions taken prior to March 25.

The Under Secretary of State has appreciated our concern and expressed regret that this loophole regarding past authorisations had not been brought to our notice. He has further explained that full facts regarding what had been covered by export licences issued in the past, the shipments of which have not been effected, were still not known and he could not, therefore, say that there would be no further shipments yet to be made. He has however added that up to the moment they had not come to any conclusion on this subject and they were examining the matter.

We have pointed out to the U.S. Government that any accretion of military strength to Pakistan, particulary in the present circumstances when military oppression and atrocities are being let loose on the un-armed and defenceless people of Bangla Desh, would not only pose a threat to the peace and security of this sub-continent but the whole region. What is more, it would not only amount to a condonation of these atrocites, but could be construed as an encouragement to their continuation. We have stressed that this is not merely a technical matter, but a matter of grave concern involving social, economic, political and security considerations.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): We expect more from you. We have heard more from the U.S. Embassy yesterday. What about these two ships?

(*Interruptions*)

SHRI SWARAN SINGH : You intervened at a wrong moment. You hear the next sentence.

SHRI S. M. BANERJEE : What about the future ? What is your view ?

SHRI SWARAN SINGH : I am stating the position. Why don't you have patience ?

We have, therefore, urged the U.S. Government that they should try to stop the two ships which have already sailed, from delivering military items to Pakistan and, in any case, to give an assurance that no further shipments of military stores will be allowed even under "past authorisations". The United States Government have promised to give urgent consideration to this matter and we are awaiting their response.

We hope that the U.S. Government which cherishes. . . . . .Some Hon. Members: Shame ! Shame !

SHRI S.M. BANERJEE : It is shame on you. They are butchering the people of Bangladesh. You only hope. We expect something more from you.... *(Interruptions)*.

SHRI SWARAN SINGH : You cannot deny me the right to make my statement. I do not think you can control my statement. You may go on shouting. But you cannot control my statement. It is my statement, not yours. You can put any questions you like.

SHRI SWARAN SINGH : We hope that the U.S. Government which cherishes the principle of democracy and freedom, will not encourage the wanton violation of these principle which is taking place in Bangla Desh today by the shipment of any kind of military weapon, spare parts, etc. as long as the military authorities of Pakistan do not stop their military atrocities and come to a peaceful political settlement with the duly elected representatives of Bangla Desh and thus bring about a stoppage of the f rther influx of refugees and the safe and early return, under credible guarantees, of the large numbers of refugees who have already crossed over into India.

শ্রী আর. বি. বড়ে: স্পীকার মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেছেন—

We have pointed out to the U.S. Government that any accretion of military strength to Pakistan, particularly in the present circumstances when military oppression and atrocities are being let loose on the unarmed and defenceless people of Bangla Desh........

আমি জানতে চাই, আপনি 'জেনোসাইড' শব্দ কেন ব্যবহার করেননি? 'জেনোসাইড' শব্দের পরিবর্তে আপনি এ্যাট্রোসিটিস শব্দ ব্যবহার করেছেন, এতে বাইরের দেশসমূহের উপর কোন ভাল প্রভাব পড়েনি। পার্লামেন্টের বিবৃতিতে 'জেনোসাইড' শব্দ থাকা উচিত ছিল।

দ্বিতীয় কথা পাকিস্তানী জাহাজসমূহ রওয়ানা হয়ে গেল, আমেরিকা তাদেরকে কেন থামালো না? আপনি আপনার বিবৃতিতে পাকিস্তানী জাহাজগুলোকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য আমেরিকার সংগে কথা বলেছেন কিনা একথাও উল্লেখ করেননি?

তৃতীয় কথা- ঐ জাহাজগুলোতে কি ধরণের মালপত্র ছিল এ সম্পর্কে আমেরিকার দূতাবাসের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই ঐ জাহাজসমূহে কি কি মাল ছিল তা আপনার বিবৃতিতে বলা হয়নি?

চতুর্থ কথা -আপনি বলেছেন, তাদেরকে সামরিক সরঞ্জাম দেয়া উচিত নয়, কিন্তু আপনি কি তাদের উপর আর্থিক সাহায্য না দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছেন? নিউইয়র্ক টাইমস খবর ছেপেছে-পাকিস্তানের ওই জাহাজগুলোতে সামরিক সরঞ্জাম পাঠানো হয়েছে। তারা আমেরিকার অর্থ সাহায্যও পাচ্ছে। এরূপ অগণতান্ত্রিক দেশকে এ ধরণের আর্থিক সাহায্য দেয়া উচিত নয় -এ বিষয়ে কি আপনি আমেরিকাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন?

পঞ্চম কথা—যখন আপনি পালাম বিমান বন্দরে নামলেন তখন একেবারে বলেই দিলেন—
I can not accept the correctness of the report.

এর অর্থ কি? ...

শ্রী শরণ সিংহ: আপনি আমার পুরো বিবৃতি পড়েননি, শুধু এই ছত্রটি উদ্ধৃত করছেন।

শ্রী আর. বি. বড়ে: আমার মনে হয় আমাদের দূতাবাস নিজেদের কাজে ক্ষিপ্র নয় অথবা যা কিছু সেখানে প্রকাশিত হয় যেমন নিউইয়র্ক টাইমসের খবর, সে সব তথ্য আমাদের রাষ্ট্রদূত পান না। এ কারণেই যখন আপনি বিমান বন্দরে আসলেন এবং নিউইয়র্ক টাইমস্-এর সংবাদ আপনার সামনে রাখা হল, তখন আপনি বললেন

I can not accept the correctness of the report

আমি এ কথাও বলতে চাই যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানের সংগে Secret dealings করছে, এর সুস্পষ্ট প্রমাণ সিনেটর ফ্রাঙ্ক চার্চ-এর বক্তৃতা। ১৭ জুনে তিনি অভিযোগ করেছেন যে পাকিস্তানে সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করা হচ্ছে, যার উত্তর নিক্সন সরকার এ যাবতও দেন নি। আপনি যখন আমেরিকা গিয়েছিলেন তখন আমাদের দূতাবাস আপনাকে এই তথ্য দিয়েছিল কিনা? .

SHRI SWARAN SINGH: I shall try to be brief in my replies I am prepared to use the word 'genocide'. We have used it in other international forums. If that pleases my hon friend, I am prepared to use it But the expressions that I have used are not in way less stringent or less full of condemnation of what is happening in Bangla Desh.

About the second question that he has asked, namely why the U.S. Government has not stopped the movement of these ships, I would like to submit that this is precisely what we are asking them to do This is our demand that they should stop these ships and should ensure that deliveries are not made to Pakistan.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE What was their reaction?

SHRI SWARAN SINGH : I have replied in my statement already that we have not yet got any. My hon friend has also reinforced us by his demonstration, and we appreciate that.

His third question was about the list of equipment. I am sorry that we are unable........

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী: স্পীকার মহোদয়, বক্তার তালিকায় আমার নাম নেই, আমি জোর করে বলতে চাই না, মন্ত্রী মহাশয়ের হয়ত মনে আছে, ১৯৬৫ সালে আমেরিকার কয়েকটি জাহাজ অস্ত্র নিয়ে আসছিল। সেগুলি ভারতীয় সীমান্তের ১৫ মাইলের প্রান্তে থেমে ছিল সে গুলিকে থামান হয়েছিল। আমেরিকা যদি চায় তাহলে জাহাজ থামিয়ে দিতে পারে।

SHRI SWARAN SINGH: I agree that if the United States wants and they decide, they can stop; there is no doubt about it. We are not asking them to do something which is impossible. We are asking them to do what they should do, and this is precisely what we are doing......

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai) : Can they stop the Pakistani ships ? I do not know how he readily agreed.

SHRI SWARAN SINGH : I do not know how he appears to be so diffident.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Let him take some other effective steps.

SHRI SWARAN SINGH : About the list of equipment. I am sorry that we have not got any list of equipment that might be on those ships which are Pakistani ships.

As regards the fourth question. it is correct that we have been urging very strongly the various Governments who are giving economic aid to Pakistan to stop giving that economic aid until they reverse the present trends in Bangla desh. stop atrocities, facilitate the return of refugees and make a settlement with the elected representatives of Bangla Desh

His fifth point was the criticism of the statement which I made on arrival at Palam. I would like to explain that there was a telegram. that is. a typed copy of a telegram which was shown to me and I was told that this was a news item which had been received from the United States, and I was asked whether that news was correct and what my reaction was I said that I could not say whether that news was correct and that I would have to check up, but if that news was correct then it was against all assurances, and we were totally opposed to it That was the second part of my statement which I wanted the hon. Member to read.

The sixth point that he has made is that it appears that there were secret dealings between Pakistan and the United States We had been assured in the matter of arms supply that after this outbreak of trouble or the outbreak of the atrocities and he starting of military action by the military regime against the people of Bangladesh Desh they had stopped supplies of all military equipment to Pakistan, and it is for this reason that we strongly object that this is against the assurances and against what was mentioned to us.

As regard the last question, I think it was so ridiculous that I need not reply to it. I think all his criticisms can be described perhaps as *mara chuha*.

SHRI R. V BADE · Has he received information that one Senator has written to the American Government that there are secret dealings between the US and Pakistan ?

SHRI SWARAN SINGH : I also had this information. We are grateful to those American Senators and the press people who are trying to elicit all possible information and to expose some of these dealings.

SHRI SWARAN SINGH : I would like to assure the hon. Member, if any assurance is required, that he should not have any complex that we are afraid of any country, whether it is the United States or any other country. We have our own policy and we say clearly what we feel about the attitude of any country. We must refuse to accept the dictation of foreign countries but I do not accept the phraseology coined by my friend opposite in order to express my disapproval of any action that might be taken by them.

Some of the questions that he has asked are just parts of a speech, but still I has carefully tried to find out if he is making many enquiries from me. I would try to confine myself only to the points about which he is asking me to give any information.

He has asked why our Embassy was unable to get this information before it appeared in the U.S. newspapers It should be appreciated that in a vast country like the United States, to keep track of all shipments at all places is, on any consideration, too large a task to expect any Embassy to perform.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: They do it here successfully.

SHRI SWARAN SINGH : You may have better means of intelligence.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : I said "they". The United States have a network of intelligence in our country.

SHRI SWARAN SINGH : You may be right. There may be other countries also, and we also try to get as much information as we can

We also exercise vigilance to the extent that we can.

AN HON. MEMBER: But you get nothing

SHRI SWARAN SINGH : Lots of things which are not known to the hon. Members, which we probably may not like to tell them. (Interruptions) About all that you do also We have that information, we may not be using that information.

The next point that he asked is if the United States does not stop the ships, what do we do. We at the present moment have asked them that they should stop them, and you cannot expect me to answer a hypothetical question. The next question that was asked was. What was the reply of the United States to our demands? I have said in my reply that this was only too days old and we were awaiting the reply.

The last question was about the policy regarding Bangladesh. I think the Prime Minister has from time to time enunciated clearly our sympathy and

support for the people of Bangladesh. That has got nothing to do with this question which we are trying to tackle in this call attention notice.

SHRI N. K. SANGHI (Jalore): The despatch of arms and amunition by SS PADMA and SS SUNDARBANS is like adding salt to the wounds of millions of people in India. Even as we offered our congratulations to our Foreign Minister on his marathon to our visiting so many countries where a lot of spade work had been done to explain the reality of the Bangladesh and the genocide that goes on there and the difficulties that have been created in our country. unfortunately within 18 hours of his return to India we got the news from the *New York Times* of Arms shipment. Just now the hon Minister has said that he has also received a telegram confirming the news published in the New York Times. I am only sorry that till now our diplomatic headquarters in America have not sent us any authentic news on this subject. This is not an isolated instance of American policy towards India. To understand it better we may have to go a little backward. At the time of the late John Foster Dulles he enunciated a new policy that those who were not allies of America were against America. That was the reason why he started shipping lethal weapons, arms and ammunition to countries like Pakistan so that India could be kept at bay.

Coming to the events in Bangladesh after 25th March, when the trouble started America gave a clear assurance that no arms and ammunition would be sent to Pakistan. Robert McLosky of the U. S. States Department said on April 16 that no arms would be sent to Pakistan and there was no supply on the conduit pipe. He said that no arms would be sent to Pakistan even if they were lying in the docks. But what do we see now. Shiploads have been sent. East West Shipping Agency of America has clearly stated that a number of visits have been made by these two ships between America and Pakistan carrying arms and ammunition. Many other ships have also left after March 25 carrying arms and ammunition. You will appreciate that during the Indo-Pakistan conflict logistic experts had given an assessment that in case war had continued for another ten days Pakistan would have been left without ammunition. They did not have enough supplies. Now it is more than three month. More than 90 days have passed since fighting broke out and we find that Pakistan has got four divisions in Bangladesh to continue its war. Naturally it has got all its supplies from China, America and other countries. Pakistan lobby has been much stronger in other countries than our diplomatic missions. This has been very clear by the recent statement of the Ex-Prime Minister Mr Harold Wilson who says that he was misguided by his officials during the Indo-Pakistan conflict. Seen in that background we have to come to some conclusion. What should be our attitude in this matter when we find that promises and assurances that the American Government had given to us are being flouted regularly? After 1965 they said that it was to wean Pakistan away from China, later on they said that it was a one time exception. We find again that in spite of the categorical

assurance given to us that they would not supply arms to Pakistan, they still continue to supply arms How far can we believe them? Any how I would ask two categorical questions on this matter. Will the Government decide here and now to give an ultimatum to the United Nations Organisation giving them a specific period to act, say 15 days, beyond which India would be left free to take any course of action without referring to them and do whatever is necessary to safeguard the interests of the country? Secondly, in view of the present circumstances will the Government consider refusing aid and relief from the United States Agencies which is like adding insult to injury and humiliation of this country?

SHRI SWARAN SINGH Sir, I broadly agree with the analysis and the assessment that he has made in the earlier part of his statement His statement was coupled with questions and I fully agree with his analysis. But I am sorry that about the two suggestions that he has made it will not be wise either to give an ultimatum of the type that he has mentioned or to refuse economic aid.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কয়েকটি দেশে সফর প্রসংগে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি ও তার ওপর আলোচনা।	ভারতের লোকসভার কার্যাবিবরণী	২৫ জুন ১৯৭১

STATEMENT RE: VISIT BY MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS TO CERTAIN COUNTRIES

MR. SPEAKER · Shri Swaran Singh to Make a statement.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Sir, before he makes a statement, I would only request you that he should also make a statement whether the reported news of the third ship going to Pakistan is true. We are all worried about it. We have written it to you also. *(Interrruption)*

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SWARAN SINGH): Between fifth and 22nd June, 1971, I visited Moscow, Bonn, Paris, Ottawa, New York, Washington and London, in that order. In each of these capitals I had detailed discussions, with the head of Government and the Foreign Minister At the U.N Headquarters I had discussions with the U.N. Secretary General U Thant and his colleagues. I also met in every capital a number of other Government leaders, legislators, editors; social workers and leaders of public opinion

SOME HON MEMBERS Bangladesh

In these discussions the focus of attention and emphasis all was along on the grave and serious situation created for India by the influx of 6 million refugees from East Bengal and the continuing crisis caused in our region due to the massive killings by the West Pakistani military machine in East Bengal.

In Moscow, Bonn, Paris, Washington and London statement were issued at the end of my visits, on behalf of the respective Governments in consultation with us and these indicate the general line of the reaction of host Governments. In Ottawa, Foreign Minister Mitchell Sharp made a statement in the Canadian House of Commons which indicates their general line.

Copies of all these Statements are being laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No. LT*-538/71].

As a result of my talks with the Governments of countries visited by me, the following areas of agreement emerged:—

(i) That there could be no military solution and all military action in East Bengal must stop immediately.

(ii) That the flow of refugees into India from East Bengal must immediately stop;

(iii) That conditions must be created enabling the refugees to return to their homes in peace and security, and that this could happen only if the refugees could be assured of a secure future in their respective homes in East Bengal;

(iv) That a political solution acceptable to the people of East Bengal was the only way of ensuring a return to normalcy;

(v) That the present situation was grave and fight with serious dangers for the peace and security of the region.

It was generally agreed that the burden placed upon the resources of the Government of India by this massive influx of 6 million refugees into this country from East Bengal, a process crowded into just a few weeks, was intolerable, and that the international community must give assistance in this effort, both in cash and in kind

I made it clear in each capital that any assistance to the refugees from East Bengal was essentially an assistance given to Pakistan, for they are nationals of that country, uprooted through deliberate and wanton action on the part of their own Government. I also clarified, and it was by and large accepted that any military assistance to the military rulers of Pakistan at this juncture would have the effect of encouraging and sustaining them in their anti-people activity; and any economic assistance to them would be tantamount to condoning their deplorable actions in East Bengal . . . .

SOME HON. MEMBERS: Bengladesh (*Interruptions*).

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : In Rajya Sabha the Chairman has given a ruling East Bengal should be referred to as Bangladesh.

SHRI SWARAN SINGH : So fully and so irrefutably documented by eye-witness accounts which have been appearing in the world press all these weeks. I pointed out also that, in fact, any economic assistance, excepting that given on humanitarian considerations to the victims of oppression in Bangla Desh under international surveillance, would have the effect of maintaining in power the military machine of the Minority now engaged in oppressing the majority of the people of that country, and thus would constitute an unfortunate form of interference in their internal affairs.

I found in all these capital great appreciation for the generosity displayed by the Government and people of India in looking after this large influx of refugees, which was rocegnised as an unprecedented one in human history, a man made calamity for the people of East Bengal, and also for this country. The gravity of the situation, the enormity of the burden-placed on us, for no fault

of ours, and the serious repurcussions for the peace and security of this entire region if the present situation was not brought under control speedily, was recognised everywhere.

SHRI S.M. BANERJEE : I am not asking questions which my leader will ask. But I want to know one thing. Yesterday is made statement. To-day it has come in the papers that a third ship also has left American ports with military hardware for Pakistan. Tomorrow we are not meeting as also the day after....

MR. SPEAKER : No please.

SHRI S. M. BANERJEE : Sir, this is of vital importance...(*Interruptions*)

SHRI PRIYA RANJAN DAS MUNSI (Calcutta South): Sir, it is more important that we have a discussion on this subject. (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : I am not prepared for the repetition of what you do every day. If you don't want it, we can take it up some other time....(*Interruptions*)

SHRI S. M. BANERJEE : Kindly hear me for a minute.

MR. SPEAKER : The statement is before you.

SHRI S. M. BANERJEE : I am not asking for the statement.

MR. SPEAKER : Sorry please. I am not allowing you.

SOME HON. MEMBERS *rose*—(*Interruptions*)*

MR. SPEAKER : Nothing will go on record. I am not allowing anybody. Will all of you please sit down ? so far as the present item is concerned, the Statement has been made by the Minister. As settled yesterday, the party leaders will ask questions. If you want any discussion, that can raised at another time, but not when the Minister has made a Statement, which is now under conderation before the House.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING & TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR) : Mr. Speaker, Sir with your permission, let me first of all assure all sections of the House that there is no desire to inhibit discussion on this question. (*Interruption*). Let me have my say. The Minister has made a statement. You decided yesterday on certain procedure concerning this with the leaders of the Opposition. You have just now told us that you want to go by that. If they want to have a discussion that can be considered separately.

I shall bow down to your rulling, but I would only say that we shall be agreeable to whatever you decide in this matter.

SHRI S. M. BANERJEE : What about the third ship ?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD (Bhagalpur) : We want to know Government's opinion.

SHRI RAJ BAHADUR : As I have said, we are not inhibiting the discussion.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : Since Government agree to the discussion, there is no need for putting any questions now.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi) : In view of the unanimous demand, we should have the discussion immediately. (*Interruptions*).

MR. SPEAKER : I have not allowed anybody. But if hon. Members keep on speaking simultaneously, we shall not reach anywhere. If all Members speak simultaneously, how can I listen to them?

SHRI S. M. BANERJEE . On a point of order.....

MR. SPEAKER : I an speaking nov, there is no point of order now.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore) : A third ship has been sent by America.

MR SPEAKER : Let us re-examine it. Hon. Members had agree the day before yesterday in the House, including all the leaders of the Opposition parties and also the Treasury Benches that the hon. Minister will make a statement on Friday and the leaders of the groups will be allowed to ask questions. (*Interruptions*) I know that hon. Members wan' i debate. So far as the questions to be asked today are concerned....

SHRI SWARAN SINGH : They are not pressing. So, let us drop them. Hon. Members are not interested in putting questions. So, let us drop them, we shall have a separate discussion. I have no objection to that. (*Interruptions*). Let me clarify the position in response to the desire expressed in the House and the desire expressd by you. Mr Speaker this statement has been made about the tour. It appears that hon. Members attach, and I am also at one with them in this, greater importance to the questions of the supply of arms. So, if they do not want to ask questions on this, let us drop it and there may be a separate discussion on the supply of arms.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : We specifically demand a discussion not on the statement but about the shipment of American arms to Pakistan. We want discussion on that aspect, which the statement does not cover.

SHRI SWARAN SINGH : Let us have a discussion on Monday or some other time. By that time, we shall have more material also.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : We would like to have a discussion on Bangladesh also. The discussion should not be confined only to the shipment of arms, but should extend to Bangladesh also. The whole attitude of Government has to be discussed.

SHRI H N MUKHERJEE (Calcutta-North East) : My submission is that when the Minister makes a statement, it becomes the possession of the House. As a Member of the House, my first reaction is that in a very peculiar way, it is backsliding on foreign policy statements in regard to Bangladesh made earlier in this House.

The statement he has made in the garb of a very summarised report of his tour has implications of that sort. That requires a discussion in this house straightway. That being so, the earlier arrangement about questions being asked by individual members does not stand and it is now very incumbent to have a discussion because the statement implies a backsliding from statements in regard to Bangladesh and Government's policy in regard thereto. Therefore a larger discussion is necessitated and that discussion should be held at once because, as I said, an impression has been created outside that there has been a backsliding from the announced Government policy.

SHRI S M BANERJEE : On a point of order. I refer to rule 376(2) :

"A point of order may be raised in relation to the business before the House at the moment".

The business before the House is a statement made by the Minister. On that you are allowing us to ask a few questions. The motion is there. I wish to move under rule 340 which says :

"At any time after a motion has been made a member may move that the debate on the motion be adjourned".

The motion has been moved by Shri Swaran Singh.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior) : There is no motion before the House.

SHRI S. M. BANERJEE : The motion is there and now we have to ask questions.

I move that the debate on this be now adjourned and that a full-fledged discussion be held.

MR. SPEAKER : No motion, no debate.

SHRI S. M. BANERJEE : The US is supplying arms to Pakistan. Now a third ship is coming. Yesterday in his statement unfortunately, the Minister of External Affairs, instead of condemning the brutal and criminal activities of the US imperialists, gave them a certificate . Let him praise the US imperialists but we in this House want to condemn them for their brutality against our breathren in Bangladesh. We want to condemn them here and now.

AN HON. MEMBER : Let Government move a Resolution.

SHRI RAJ BAHADUR : The position has been made clear by my senior colleague the Minister of External Affairs. He made a statement yesterday on the shipment of arms. Now there is report about a third ship on the way. Today's statement contains a report about his visit to some foreign capitals. All these things are there. We agree to any discussion that the House may like to have. You may fix up the time for that. We shall agree too that.

SHRI SAMAR GUHA *rose*—

MR SPEAKER : Every time he is getting up How to deal with this gentlemen (*Interruptions*)

SHRI SAMAR GUHA : On a point of order

MR. SPEAKER : Unless I declare it a point of order, it will not go on record.

SHRI SAMAR GUHA :**

MR. SPEAKER : It is not a point of order; it will not be recorded. (*Interruptions*) We are just discovering many people.

The position comes to this : we do not stand by the previous programme of allowing questions after the statement which has been made. You want a discussion. The Minister has no objection to it.

What should be the scope of the discussion ? (*Interruptions*).

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Please do not restrict the scope of the discussion, because the statement covers everything, shipment of arms, the attitude of the Government towards Bangladesh, everything is covered.

MR. SPEAKER : The scope of the discussion is very wide as the statement covers so many points.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : Under rule 184.....

MR. SPEAKER : Whatever be the rule....

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : I move under rule 184 that we may be allowed to have discussion.

MR. SPEAKER : I am fixing it. Please sit down.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : You are dealing with us very objectionably. You have invited suggestions. I am suggesting that under rule 184 we can discuss the statement.

MR. SPEAKER : What a difference between your being on this side and being on that side !

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : What a difference between your being the Speaker of the last Lok Sabha and this Lok Sabha. You are stifling us every moment. I have been in the Lok Sabha since 1952 when you were not here.

MR. SPEAKER : You know we have been fixing discussion in this House. .

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : You wanted a suggestion. How to give it ?

I am giving a suggestion under rule 184. I am very sorry you are taking it otherwise. I am surprised.

MR SPEAKER : We will have a discussion, but for how much time ?

SHRI RAJ BAHADUR : Two hours should be sufficient, as otherwise we will have to disrupt the whole programme.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour) Six hours.

MR. SPEAKER : Today is a non-official day We do not want to take it up on a non official day We have this discussion on Monday, the whole day

SHRI SAMAR GUHA : Then, the whole impact will be lost. The matter is very serious.

SHRI JYOTIRMOY BOSU Let us begin today starting at 3 30 and continue on Monday, because this matter has got urgency. We cannot sit over it

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য উত্থাপিত প্রস্তাবের ওপর আলোচনা	ভারতের লোকসভার কার্যবিবরণী	জুলাই, ১৯৭১

RESOLUTION RE. RECOGNITION TO BANGLADESH

MR. DEPUTY SPEAKER: Now we take up further discussion of the resolution moved by Shri Samar Guha. Two hours were allotted for this. One hour and thirty minutes have already been taken. So, only 30 minutes remain.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): I have an amendment which is just a formal one I have given the date as 30th June 1971 thinking that the discussion would be concluded that day. Unfortunately, the discussion was not over. So my amendment that 30th June 1971 be substituted by 15th July 1971. It was circulated.

MR DEPUTY SPEAKER. I think that is clerical. You have a fresh amendment?

SHRI S. M. BANERJEE: I have tabled an amendment to my amendment.

15·00 hrs.

MR. DEPUTY SPEAKER: You have another amendment, No. 5. Are you moving it?

SHRI S. M. BANERJEE: Yes, I am moving.

I beg to move:

That in the amendment moved by Shri S. M. Banerjee, printed as No. 2 in List No. 1 of amendments,—

for "30-6-1971"

substitute "15-7-1971"

SHRI H. M. PATEL (Dhandhuka) · First we have to ask ourselves what is it that Government means when Government spokesmen keep on saying that the refugees who have come into India will have to be sent back, that they must go back, etc. How exactly do they propose to achieve this? Do they have in mind that they will have some kind of a political settlement? This can only mean a settlement between the Government of Pakistan with Mujibur Rahman and his followers. Unless there is a settlement between these two, the establishment of some form of Government and administration which will inspire confidence in those who have come into India there can be no question of their going back. Because, it is quite obvious, we can send them back only when we are

satisfied that they can live there in safety. What are the chances of such a political settlement ? Who has implemented this idea of a political settlement ? The world powers talk of it, it has been mentioned in the satement issued by them, that they would prefer a political settlement. Why is it that we ourselves are lending our support to such a proposition ? Is it because we are satisfied that such a settlement is a practical possibility ?

We have two alternatives. Either there is some settlement of this kind which they refer to, which will create confidence in the minds of refugees, or we shall go our own way, we shall take unilateral action. Now, what action is contemplated, we cannot understand. Why is this not made clear? Is is military action? If not what else have the Government in mind ?............

I am afraid that it seems to me that the only action we could take is that we could give concrete shape to what we are saying, namely that we shall act alone. Let the world powers also begin to believe that we mean business, and begin to believe that a point will come, and it will come fairly soon, when we shall act militarily, not because we want it. because nobody would be anxious for a war but because we have no alternative : and it will be a war on both fronts. inevitably. But what other alternative have we ?

If recognition of Bangladesh is suggested or proposed here it can only be as a first step : It can only be as a step whereby we can say that we do recognise the existence of a government which even if it is not actually in charge of the territory is a government which is recognised by the people who raised in that territory and who have been driven out of that territory; that recognition may give us a convenient handle in order to say that we shall act. But this can only be a prelude, a preliminary step to military action. Unless we have in mind some such determined action, there would be very little point in merely giving recognition.

When the Prime Minister moved in the House a resolution which was passed unanimously, what moved both the Government and the Members of this House to accept that resolution unanmously ? It was only this, namely a generous feeling towards people who were being mercilessly treated because they had given expression to their feelings and to their views in a free election, and because we felt that by all democratic standards they were the people who should have formed a government. But they were being forcefully suppressed, and we felt that we should by them; but it has turned out to be a hollow standing by them. How do we propose to follow that up ? At that stage, it may be that we thought that merely an expression of moral support might be enough. But when the refugees began to come in their bordes, it was obvious to everybody that it was no longer an internal problem of Pakistan, even if one wanted to be highly legalistic. It became an international probdem and India was affected and India had to act.

It was suggested by many that we should have closed our Frontiers. How could we close our frontiers except by ourselves acting in the same brutal manner as Pakistan was acting? Since we did not propose to act in that manner, we received them. But having received them, we also accepted the further responsibility for seeing either that we should keep them here permanently or that they should be re-established in their country in conditions which would ensure their safety. The only way in which we could ensure their safety in their country is either by the establishment of a government led by Sheikh Mujibur Rahman and his followers or by military action. Which of this is a practical proposition? This suggestion that we recognise Bangladesh is and should be the first step, but it should be accepted as the first step, recognising that a military action is inevitable and must follow the recognition as quickly as possible.

MR. DEPUTY SPEAKER : There are still quite a good number of Members who would like to participate in this debate, and the hon. Minister has to reply and the hon. Mover of the resolution has to reply to the debate. It would not be possible to contain all this in 20 minutes which is the time that we have still left for this resolution. So, I would like to take the sense of the House in regard to this matter

We have taken a decision to extend upto 5·25. Let us see what happens.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR) : We may ask the Mover how much time he will require to reply as also the Minister. The remaining time can be given to the discussion.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SWARAN SINGH) : I will take about 15 minutes.

SHRI S. M. BANERJEE : We agree to 5·25. He is going to take only 15 minutes, He is going to say nothing about it. Let him at least make some statement on the recent statement of Yahya Khan. He is keeping mum on that.

SHRI SAMAR GUHA : I will require 25 minutes.

MR. DEPUTY SPEAKER : The Minister and the Mover together will take 40 minutes. We have to adjust the debate in the light of this.

SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMY (Gauhati) : The issue of Bangladesh is in the mind of every citizen in the country. Even in this House we found expression of various moods—moods of hope, anger, despair, frustration, indignation and what not There has also been a feeling in this House—if I have been able to sense it correctly—that as the world powers have not come forward

in the anticipated manner it is time that we take some drastic action unilaterally ourselves. I feel that such an approach will really frustrate very purpose for which we are fighting

Since 1953 there has been confrontation between the democratic forces and the totalitarian forces in Bangladesh These fores were evenly balanced It is with the aid and assistance of the western powers that the totalitarian forces always crushed the democratic forces It is because of this fact that in 1954 the political parties of East Pakistan adopted a resolution to do away with the alignment with the West so far as the foreign policy was concerned advocate a policy of non-alignment. The western Powers have realised that if the freedom fighters of Bangladesh are allowed to have their way, western dominance in that part of the country will come to an end Therefore, in their own self-interest they are pursuing a policy which is not to our liking. It is because of this that even the British Government is saying that it is an internal affair of Bangladesh

Because of this reaction of the western Powers it will be a completely wrong approach to say that we should leave our efforts to have negotiations with the western Powers

Because of the various moods and feelings some wrong approaches have also taken place The first such approach on 'the issue of Bangladesh'—some of us feel—is that a solution of the problem in it economic aspect will be a solution of the political problems of Bangladesh. Secondly, there has also been a feeling current in this country that in regard to Bangladesh problem we should take drastic feeling measures without taking into account how those measures are going to be accepted by Mujibur Rahman. There has also been a feeling that recognition is the only solution So far as the first two approaches are concerned, if we feel that the solution of the refugee problem is by itself the solution of the problem of Bangladesh, it is a completely wrong approach. That is why our Foreign Minister is asserting every time that we should try for a political solution of the Bangladesh problem

What is meant by political solution? A solution acceptable to Mujib and his followers The third question is the one with which we are probably concerned in this debate That question is whether we should grant recognition to the provisional Government of Bangladesh? I am aware that recognition is not a matter governed by law, it is more a question of policy. It is also urged that recognition is the result of decision taken, not in the execution of legal duty, but in pursuance of the exigencies of national interest. But though it is a matter of policy, yet it cannot be gainsaid that international law lays down certain conditions upon which the grant of recognition can be based. These conditions are, firstly, an indenpendent government; secondly, the effective authority of that

Government, enjoying positive obedience of the bulk of the population. Thirdly, defined territory. To put it shortly, external independence and an effective internal government with a reasonably wel.-defined territory are essential.

Unless these conditions are present, or in otherwords, if a community claiming recognition fails to fulfil these conditions of permanancy and political cohesion, it is generaly recognised in inter national law that premature recognition is more than an unfriendly act. It is even an act of intervention, sometimes international delinquency.

Therefore, when we take a decision on the recognition, we must see that the primary factors which are necessary for recognition are present. Premature recognition will only give a handle of Pakistan to away the importance of the problem of the freedom-fighters of Pakistan in an unwanted direction. By that. I do not mean that I am completely opposed to recognition, because I feel that if we are to grant recognition three purposes will have to be served. Firstly, it is to our national interests that we should put a stamp of legality on Mujibur Rahman and his party so that the undemocratic forces, internal and external, in Bangladesh may be isolated. Secondly I am aware that the question of recognition will give a moral booster to the freedom-fighters Also, it will to a great extent, directly and indirectly, blockade the deliberate design of Yahya Khan to set up an undemocratic regime in Bangladesh.

So before we grant recognition. we must see that the conditions precedent for granting recognition are present,—and therefore, if they are not present, and as I feel that all the conditions are not present today—I consider that the time is not opportune to grant recognition But we should try to create conditions so that these requirements may be fulfilled and our effort should be directed at those things.

With these words, I oppose this resolution.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore) : Mr. Deputy Speaker. Sir

First of all, I would just like to remind the External Affairs Minister that while we are very much benefited, of course, by this kind of reminders that one Member of his party has just given us—that there are certain technical norms which are generally accepted in the international community as the criterion for determining whether a particular government is worthy of recognition or not—we are not now at this stage nor are we in a mood when we would like this thing to be repeated *ad nauseam* I am sorry to have to say this. But if one seeks to base one's argument on the standards and accepted canons of international behaviour, then the hon. Minister knows very well that actually the world does not move like th... A country which is smaller than Pakistan, Israel, has been asked by a unanimous resolution of the United Nations Security Council long ago

to vacate the territories which they occupied by military action. But Israel has not taken the slightest step to carry out that decision of the United Nations Security Council. Has the world been able to do anything about it ?

The UN has more than once recommended that nobody should sell arms to South Africa. The UK Government goes on blatantly selling arms to South Africa. Can you do anything about it ? So, let us be realistic and see the world we live in. It is no use troting out hypothetical and theoretical canons and conditions to be fulfilled before you dare to give recognition. The world is not a place like that. You have to act according to your own national self-interest. It is not an act of generosity towards the people of Bangladesh. I do not want you to look it from that point of view. I want you to look at it from the point of view of our own national interest. That is the only criterion and that is what our Government spokesmen keep on telling us. When we say that they act under pressures, they say indignantly, "We are never pressurised. We act according to our national self-interest". Now is the testing time for it. We want to see what they will do now.

Conditions have changed since last Monday. Two factors have emerged on the scene which have changed completely the line of thinking which the Government was pursuing so long. One is Yahya Khan's broadcast. I need not go into the details of it. So long, the line of thinking was, we must strive to bring about political settlement, rouse international public opinion and put pressure on other Governments, so that Yahya Khan is forced to come to a political settlement. Now he has given his reply to that in his broadcast. For an indefinite time, the military regime will continue.. Martial Law will continue. East Pakistan will be colonised. No political settlement of any kind is visualised by them. The general elections are practically going to be nullified. All Awami League people who have been elected are going to be disqualified and bye-elections are going to be held. The Awami League will continue to be prescribed and banned In all this business, there is not a single word-- I regret to say in Sardar Swaran Singh's statement also which he made last Friday, there is not a single word— about the release of Mujibur Rahman. All this slogan of political settlement is dead as a dodo now. Please do not go on repeating it. Yahya Khan has told you bluntly in so many words that is not the way he is going to go

Secondly, almost before our Minister had set his foot on his native soil, the United States Government has come out openly in the last few days with repeated statements issued in America that they have not the slightest intention of stopping or restricting economic, military or any other aid to Pakistan. Why should not Yahya Khan take this stand ? China is supporting him. The United States Government is supporting him. Sir, there is not much time and I want to ask just one or two questions. Our borders are being violated every day both by incursions by the Pakistani army and by this new type of violation of our borders.

This is also a form of agression, because the Pakistani army is driving an entire nation before its guns and bayonets by the millions into our territory. This is not going to stop in the foreseeable future. What do they propose to do about it? How do we guard the security of our borders? That is the first question I want to ask. The Minister has gone round telling the world that if the other nations do not do something about this, we will be forced to act on our own Brave words! Please spell out now before your own Parliament whether that time to act has come or not and what you mean by this action. All this time we have been patting ourselves on the back because so many nations congratulated us for our policy of restraint.

I want to say, Sir, that now after Yahya Khan's broadcast continued non-recognition of Bangladesh as a sovereign entity amounts in practice to recognising the authority of Yahya Khan over East Pakistan. You can continue to non-recognise Bangladesh, but it means, in effect, before the eyes of the world that you are declaring that the authority of Islamabad over East Pakistan is recognised by us and will continue to be recognised. Are you willing to take this odium? I say, [illegible] business of their not having any territory where their writ runs and so on and so forth is besides the point.

Here is a Government which represents the elected representatives of the People of Bangladesh. That is the moral strength that we have got on our side. They won 98% of the seats in the elections. That Government even it does not have square foot of territory under its permanent stable control is nevertheless the Government which represents the elected people of the country, but you continue to recognise the military regime which has no sanction behind it and which is now being exposed by the world press everywhere. Two days ago, the Guardian, writing editorially has posed more sharply a question which our Government refuses to answer

I am quoting :

"And nowhere, in all the intellectual wasteland of Yahya's Master Plan, is the central question asked? Does Pakistan exist any longer? Does unity matter any longer? What precisely have the Punjabi legions achieved? Too much blood, too many refugees have flowed since Mujib disappeared for Pakistan to be magically put back together again".

This myth about Pakistan being one State and this being their internal affair, which is a theory peddled in many countries abroad and, therefore, we must continue to give recognition to the military regime and accept its authority in Bangla Desh is something which cannot be stomached now. I hope after Yahya Khan's broadcast there may be some shifts in the thinking of some other countries too, who were probably deluding themselves about the possibilities of political settlement I do not know.

I read yesterday in papers that Dr. Karan Singh had a talk in Sophia with the Prime Minister of Bulgaria. I do not know if he has been reported correctly. He has been reported having said that this can no longer be considered as an internal matter of Pakistan. If he has really said so, I take it to be perhaps a straw in the wind but even a drowing man has to clutch on a straw. I hope our Government which has now landed itself in a situation, cannot even protect our own borders, cannot stop the flow of refugees, cannot stop American arms going to Pakistan and cannot even the any effective steps by which we are able to save our own territory and our own economy and our own borders, will now think again And Sir, as many responsible people have told them, the time for action has come. Therefore, I request him to please declaie in this House today that the Government of Bangla Desh which represents the elected will of the people and has been recognised as such morally by the entire international community should be recognised and you should make clear that the authority of military regime over East Pakistan is not recognised by us any longer and we will not recognise that After the way may be opended to take such type of action as would enable us to go ahead.

MR. DEPUTY SPEAKER : This is a subject on which every Member feels legitimately involved. Unless Members cooperate by taking only five minutes, it would not be possible to keep to the time that we decided just now So I would request Members to be brief.

SHRI NIMBALKAR (Kolhapur) Mr Deputy Speaker, Sir, as if anticipating my arguments in today's debate on the subject, the Times of India has printed a few lines from Goldsmith, which I would like to quote

> "True generosity does not consist in obeying every impulse of humanity in following life passion for our guideline and impairing our circumstances by present benefactors so as to render us incapable of future ones"

The question of the recognition of Bangla Desh is not one which can be solved immediately It is the government alone which has enough accurate information to decide the right time at which this can be done.

SHRI S. M BANERJEE : What right time?

SHRI NIMBALKAR : It is for the government to decide In fact, I would say that the visits that our Ministers made abroad to the different capitals will enable us to reach that time as early as possible.

Here I would like to refer to two Members of Parliament who where once sitting on the Treasury Benches. One of them, the former Minister of Foreign Affairs, Shri Dinesh Singh, and that the government lost a chance which it had, and I think he meant that our government should have acted on the 25th of March. Well, I am afraid, I do not agree with this view. Firstly because if we

had acted the way Shri Dinesh Singh wanted —actually, he did not spell out what we should have done—then it would have become a conflict, not between the West Pakistan army and the people of Bangladesh but between Pakistan and India, and that is exactly what we wanted to avoid. If only we had done that and if Pakistan had gone to the Security Council asking that India be branded as aggressor, it would not have been difficult at all for Pakistan to achieve its object and that would not have been in the interests of India. I do not understand how Ministers, who are so responsible while in office, the minute the Ministry is taken away from them, start behaving in this manner.

The second ex-Minister whom I want to refer is Shri Krishna Menon. Any person who has stayed in London before independence of India or immediately after it will not cease to have respect for Shri Krishna Menon. I want to say, however, that Shri Krishna Menon sometimes comes to conclusions too early and then, being a very able lawyer finds ways and means and arguments to justify those conclusions.

SHRI SAMAR GUHA : We are discussing a very vital matter in which the whole nation in concerned. If the members of the treasury benches start attacking the opposition members and their views, I think they are doing a disservice not only to the government but even to the country, I would say.

MR. DEPUTY SPEAKER . I think the submission is very valid. It is a question in which we are all involved. There should not be any mutual criticism.

SHRI NIMBALKAR : The journeys which our Ministers have undertaken are slowly bringing in a certain amount of success for us.

[SHRI K. N. TIWARI *in the Chair.*]

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, there are moments in the life of a nation when the sovereign Parliament has to rise above the parties and partisan politics and project the conscience of nation. That is what we did during the Chinese aggression and repeated the same during the Pakistan aggression. Today is the occassion when that history must repeat itself and the Bangla Desh issue must not be talked about in terms of party politics but looked of from the national perspective without any mud slinging either on the Treasury or Opposition benches. Let us make it explicitly clear that the issue of Bangladesh recognition has become more sharpened and has been focussed to a very great extent especially after the recent arms aid that has been given by the United States of America to Pakistan at a time when Bangla Desh involved in a grim struggle against Pakistan. Here again it is not an isolated event and I would like the House to realise that it is the outcome of the politics of the world power to see that the balance of power in Asia is maintained.

That is their 'Asian strategy.' It is for this reason that America wants that there should not be an open war between Pakistan and India but continuing tension between them.

It is for this very reason that America does not desire the dynamic and virulent nation like Bangla Desh to come up. Bangla Desh is a potential ally of secular India and if Bangla Desh and secular India become allies, the entire balance of power in Asian politics is likely to be completely destroyed. It is this balance of power that they want to restore.

And it is not merely the strategy of America. There was a time when Soviet Russia gave strong support to India on the Kashmir issue. But when it realised that the sympathies of Pakistan were being monopolised by America only, they gradually adopted a non-aligned attitude on the Kashmir issue and at a certain stage extended economic aid to Pakistan. In 1969 USSR also extended arms aid to Pakistan. That is how the policy of USSR was reframed.

That being the general pattern of the politics of world powers, we cannot expect that the world powers will take up an attitude of sympathy as far as this problem of Bangla Desh recognition is concerned. From the point of view their Asian strategy the entire policy regarding Bangla Desh has been projected by the world powers. As far as the United States of America and Pakistan are concerned, their policies and relations have been clear right from the beginning.

Unfortunately, it is a fact that our country has miserably failed to mobilise international public opinion in favour of Bangla Desh. Our embassies have failed. Of course, there is one man who has put in a Herculean task and that is Jaya Prakash Narayan. He has remained not the ambassador of the Government of Indian but an ambassador of our people who are in favour of recognition of Bangla Desh. Tremendous effort has been put in by Jaya Prakash Narayan. We must try to appreciate the work done by him.

So far as the world powers are concerned, let us not take an attitude that unless some world power recognises Bangla Desh, we will not take that step. I can very well understand the position of our Government. Probably the Government must be frightened that if no world power comes forward to recognise Bangla Desh and only India does it unilaterally and further if China throws her lot on the side of Pakistan, in the event of a confrontation with Pakistan, with all the world powers, including America, remaining aloof in the face of the combination of Pakistan and China there will be a great disaster. Perhaps that feeling of fear might be lurking in the mind of the Government.

I will conclude merely by saying that at a time when Yahya Khan has threatened that he is going to impose his puppet regime, at this particular juncture we must recognise Bangladesh. We must take a risk. No doubt,

there are risks but the Prime Minister of our country has our sharp image. In internal politics the image of our Prime Minister is the image of a 'successful political gambler'. I would like her to retain that image in international politics also. Gamble with international politics; take calculated risks; recognise Bangladesh; generate new forces on the issue of Bangladesh and create a new atmosphere of secularism in India. This combination of Bangladesh and India will tilt the balance of power in Asian countries and the imperialists will not be able to use Asian land as a pawn for their international conflicts and power politics. That is the approach that has to be adopted and this risk has to be taken. I hope, that attiude will be adopted and Bangladesh will be recognised.

SHRI B. K. DAS CHOWDHURY (Coochbehar): Mr. Chairman, Sir the spontaneous, massive and nation-wide demand for recognition of Bangladesh has its own logic considering India's past tradition.

The matter has been placed before the House and the arguments have been advanced that there are certain basic criteria to consider recognition of any particular State. The logistic view and the theoretical interpretation does not make a State. One Hon'ble Member from this side of the House clearly said that there are certain pre-conditions to recognise a country.

I would like to reply to those points first. He said that there must be a Government, there must be a territory and there must be viability. I would request the Hon'ble Member to consider these three aspects in their true and proper perspective. The emergence of Bangladesh as a soverign independent republic is a fact and that has definitely and undoubtedly brought about a qualitative change in the annals of history of international politics. And it simply implies that it has given a serious bow to Pakistan in its known form based on its two-nation theory. It also shows that Pakistan in its know form of its two-nation theory has met its own death in East Pakistan which is now Bangladesh.

Out of these three conditions nothing is lacking in Bangladesh, that there is a Government, and this Government receives habitual obedience from the majority of 90 per cent of the people of Bangladesh, in that case how one can say it does not satisfy the conditions necessary for recognition. Then, there is a question of territory. It is known to the world that at least a smaller portion of the territory is still under the control and guidance of Bangladesh freedom movement and the 'Mukti Fauj'.

What about other consideration? The other consideration is whether it is viable. It is true, if Bangladesh comes into being today, as the other Hon'ble Member just now said, if Bangladesh is recognised the relationship between India and the Government of Bangladesh will create such a power which will denitely one day balance the world power politics.

Considering all this, I cannot understand why these sort of arrangements are being advanced.

Another Hon'ble Member advanced an argument that it is for the Government to decide. I would like to ask the Hon'ble Member to consider this fact. We are living in a democratic institution. I would ask him to consider whether it is the monopoly of the Government consider in their opinion or whether it is the duty of the Government, its democratic institution, to consider the consensus the Members of Parliament, the views of the Members of Parliament and also the views of the Indian people at large.

In regard to the international laws, that argument was also advanced. I would ask the Hon'ble Member to consider and study those international laws. Is there any basic framework of international laws? Is there any basic law which is always static? In the field of international laws, what we find is that in the exigencies of the circumstances, considering certain views and certain developments, the international laws and conventions are going to be accepted by certain political powers. On the contrary, there are certain laws and conven-tions which have been accepted as dogmatic norms. If that be so, if that is the case, I would appeal to the Government at least to consider, even in the eyes of international law, even in the eyes of the logistic views or theoretical views, there is no bar to the immediate recognition of Bangladesh

Not only that In the past history, in 1903, Panama was recognised by U.S.A. even before an inch of the territory was under the control of the liberation forces of Panama. It was recognised by U S A. Even after the first World War, several other countries in similar situations were recognised. After the Second World War, some of the Governments in exile were recognised. What was the view expressed by the Government under the leadership of Norodom in the case of Indonesia? It is quite clear.

So, considering all these aspects, that West Pakistani military wants to place Bangladesh is a colony for several years to come, it should be the duty of this Government to recognise Bangladesh immediately.—And remember that, while you are committed to give all solidarity, all support, to the cause of Bangladesh movement, your immediate recognition to Bangladesh will not only give certain relief but it will be an achievement of the freedom movement. I would appeal to this Government that it is high time that this Government recognise Bangladesh. At least for the moment, of the Government do not like to go, in for any drastic action which the Government will have to do in future, immediate recognition should be accorded as a step towards that end........

MR. CHAIRMAN: Mr. Krishna Menon, SHRI B. K. DAS CHOWDHURY: If this Government fail to do that in time, assurances will turn to hypocrisy and failures will follow....

MR. CHAIRMAN: Now, please take your seat.

SHRI KRISHNA MENON (Trivandrum): It is my intention to confine my observations within the short time there is, to the restricted question of the imperative necessity of this country recognising Bangladesh. And this, as so many have said, is not a Party question.

If I may say so, even if it was so some days ago it can not be the point of view of the Treasury Benches to day that recognisation has become substantial matter in the problem. It is now 80 or 90 days since the war began and if Government think that time stands still, it will be a great mistake.

There have been observations on various other aspects foreign policy both this afternoon and in the previous debate. I do not propose to touch upon them. There may will be an opportunity. I am telling the Foreign Minister now, that I propose to intervene in the Foreign Affairs debate on estimates if the Speaker allows me That, perhaps is the appropriate occasion for me to say what I have to say in regard to the foreign policy. The moment, my position with regard to other matters does not come in.

It is imperative that we should recognize Bangladesh, especially after the last shot has been fired by the President of Pakistan when he said, 'I will call together whom I like to be his Constituent Assembly or whether'. A command performance. Well, when even 280 Members of the Labour Party in the British Parliament can call for recognition, does it not look and sound odd incongruous that those opposite, which speak loud about Socialism and want to be thought they are Socialist Party, comprises at least some who join in the demand to recognise Bangladesh? And now recognition does not necessarily mean sending out an ambassador. In this particular matter anyhow it does not necessarily mean sending out an Ambassador. That may well not arise in this matter. It is not a question of sending an envoy It is a question of recognising the personality of a Nation that has proclaimed itself so and is one. One-tenth of the people of East Bengal are in our country at the present time.

What are we doing in order to enable them. what do we do to assist them, that they may perform their duties and tasks when they go back? I don't say that we should smuggle arms in to Bangladesh but we must help the Bangladesh refugees to use the opportunities to enable them to meet the onslaughts of Pakistan aggression. I would not and do not say anything in the way of suggesting that we should wage war against Pakistan or in Bangladesh.

I have heard a great deal in this House from the Treasury Benches about the question being one of an internal affairs of Pakistan. I have heard the Foreign Minister say that or similar things on many occassions. Now, even if we say that Pakistani actions may be or may not be an "internal affairs," can

the question of our recognising a nation whom we deem to be such be an external affairs? Is it some external authority that should tell us? Should we reconcile ourselves to the position that other countries must tell us? I submit, Mr. Chairman, that it is our own decision, our own decision alone and no country can, therefore, have the right to threaten reprisals, or war. No time can be lost in this matter because, as situations develop new positions arise. There would be set up other "governments" in the area. I want to say deliberately, and whatever some people may say about my thinking, after I speak, I will and want to say, that our Government is laying the foundations for imperial interests seeking to convert East Bengal into another Vietnam. When I stated this on the first occasion when the matter of Bangladesh was raised in the Chamber, many eyebrows were raised. I say frankly, that the United States pumping in arms into Pakistan not only when our Foreign Minister was there in the United States but even after he quits and continuously is blatant evidence of American intervention.

An HON'BLE MEMBER : Can you restrain China?

MR. CHAIRMAN: No interference please.

SHRI KRISHNA MENON: When arms which are not available to Pakistan's militarists otherwise, personnel which are not available to them otherwise, when they are made available for suppressing a government then there develops a situation same as in Indo-China. We are gradually drifting towards that This country at present and fore few year now,—I say this with all sense of responsibility has had no foreign policy worth mentioning. We drift from day to day into greater armlessness and peril. We seek to find out as to what is our position in this affair. We are neither for recognition of Bangladesh nor non-intervention like Britain in the Spanish Civil War, holding the ring for the aggressor. But our policy or the back of helps and abets the aggressor Therefore, I appeal to this Government not to be imprisoned by its own folly. That is to say because they have said repeatedly by that they will not give recognisation. It is not that they say that they will not recognise, but that "the time has not come or is not appropriate." To the Government time is not by the clock; time is not by the event: then what is time by? It is only to be measured by the pace of the drift, which appears to be the policy

16·00 hrs.

One-tenth of the population of Pakistan—as Shri Indrajit Gupta has said,—has been pushed out of Pakistan. This is an indirect form of aggression. When a State does not allow people to live in its own home territory but pushes them out into another in this way Pakistan does, what is it? If the people of East Bengal came when there were no difficulties there, we could have pushed them back or put them in jail here or whatever we do in those circumstances. But, we don't and cannot do that, because the internal circumstances on their homeland are such, the happenings in Pakistan are such that she created a situation where people flee from terror with a momentum that is ever growing.

Before I sit down, Mr. Chairman, I want to say this; that the large numbers of people who have come into this country should not be treated a members of a concentration camp of a nursing home or anything of that kind. They should be enabled to attain political, physical and other qualities which would enable them to return and resist the invaders. Resistance armies can be and have been built inside refugee (and even concentration) camps and can be done without our interfering with them. There is no reason why these able-bodied people, people who have abilities, intellectuals and ex-soldiers who have come over should not themselves me largely responsible for the organisation of these forces. So that when they are able to move out, to go out they will do so as a force of liberation.

We constantly here words and expressions used such as 'conditions must be created for them to return.' Who is going to create those conditions? Will it be the Government of Pakistan or the Imperialist powers of the world or the United Nations, which had made a mess of a similar matter in the Congo? What I say does not mean that the machinery of international cooperation shou'd .. t be used. The personnel that has come over from East Bengal should be treated in such a way that both politically, mentally and in physical strength, they will be able to go back in order to add to the forces of resistance. That is what the position is which I would like to take at the present time. I do not wish to elaborate this further.

And, if this is done, he would have contributed somewhat to the victory of the forces for liberation

I also want to say that we are debating a Private Member's Motion. Nobody would have thought we are going to say anyth..,r wonderful or new today. The fact is this that even once we discussed this issue 3 or 4 days ago, new circumstances have arisen! We have also had visitors from other countries who have returned here from East Bengal. I believe the Prime Minister herself has also said, directly, or indirectly, there is no question of anybody thinking that Pakistan can go back to East Bengal. If they can say that Pakistan cannot go back, that is to say, they think that Pakistan Government will not be there, again, that is the objection and what is the impedinent to recognition of the revolutionary authority that is there? A vacuum has been created by our diplomats being displaced by Pakistan. It is not right that whatever is there, by way of factual existence should b- recognised. Rec gnition is only of what in fact exists.

It is pathetic that far more information of a factual character has been published in the British, American or French papers than ours. The Government relies on these newspaper items themselves and when they don't want to pursue the implications of the Reports they put a mystery around the whole issue and say this may not say anything about it for Government are doing......etc.

Finaly, I repeat that this debate is on a Private Members, Motion. I hope the Minister for Parliamentary Affairs who is the chief whip of the ruling party would think it right not to put the whips on. The present issue is a matter wherein members should exercise their conscience and allow their votes be cast accordingly. This is far too important a matter to be ruled by party decisions alone There is nothing lost, because Government is not going to fall even if this motion is carried. So, I appeal to Government not to put the whips on Let there be a free vote so that the world might know what people in India think

Let our friends opposite belong to the class of people about whom a seventeenth century philosopher said:

"Ignorance leadeth a man into a party;

Shame preventeth him from leaving it."

Let that not be the position

SHRI INDRAJIT GUPTA: Not only ignorance

SHRI KRISHNA MENON. Therefore, I hope, in this Parliament, with its traditions, it is possible on an occasion of this kind, where the vote is only a recommendation, it may express its will unhampered by a whip. I do hope that whips will not be put on and a free vote will be allowed That would itself be a proclamation of the support of our democracy

SHRI PRIYA RANJAN DAS MUNSI (Calcutta South): The discussion on the resolution on Bangladesh has already reached a mature stage after the expression of views by many Members of the House. Many peculiar ideas also have been expressed by Members of our party and also by Members from the other side but I do not like to go into the details of those ideas

I would like to express my views on two main aspects. The Government of India have already denounced the military junta and the military government headed by Yahya Khan. Thereby we have shown enough courage and to the world that we are not relying on any atomic power or military power but on the power of humanity If we have had the courage and capacity to denounce and condemn the action of Yahya Khan junta on the patriotic people of Bang'a Desh and we have also had the capacity to denounce the Nixon Government for the arms shipments that they heave made to Pakistan, have surely we must have the courage based on humanity and we must have the capacity immediately to recognise or accept Sheikh Mujibur Rehman as the unquestioned leader of Bangla Desh and the head of government of the people of Bangla Desh.

Many Members have somewhat tried to confuse the issue. I have been seeing this for along time. Many members have urged the sitting of the criteria of international law first so that we may decide whether it is fit and whether

the time has matured to recognise Bangla Desh or not. I do not know why we should go in for those criteria. So far as I am concerned, I submit that democracy stands only on the people's verdict or the verdict of the e'ectorate and on the choice of the representatives of the people by the popl. 98 pr cent of the respresentatives of the people of Bangla Desh have been returned in the elections not because of any favour of Yahya Khan or any other source of international power but through the expressed will of the people of Bangla Desh at the time of elections. Therefore, what is the harm in our recognising Bangla Desh immediately? We shou'd recognise them immediately.

If India has the courage still to stand on the power of humanity, let alone the question of international support coming in or not coming in, India should recognise Bangla Desh in spite of all the difficulties, and for this decision, the people of India would al' be responsible. If Government are not able to recognise Bangla Desh, they should categorically come farward and say to the international powers that they are not able to do so. What is the point in going on prolonging the consideration for a long time? What is the point merely expressing sympathy and support to the struggle, sympahty to the evacuees and having discussions with international powers? After al', what have we got from the international powers? After the visit of our great Foreign Minister to the USA, how has the USA acted? Without realising the gravity and the reality of the problem of Bangla Desh, the US Government has gone on sending shipments of military hardware to Pakistan. Again, what is the attitude that the UK Government which is the head of the communal power has taken? Have they made any single political statement on the reality of the problem? Apart from sending a delegation of British Members of Par'iament, have they expressed anything on the political aspect of the matter? A ain take the USSR? Of course they are sending some aid and other things, but are they taking any serious step on the political objectives? I am sorry to say that even a progressive State like the Soviet Union has not yet taken any politica' step in regard to the reality the problem of Bangla Desh. In the statement to the 24th Congress of the Soviet Union, I was trying to find a single line which would be in sympathetic tune with the aspiration of the people of Bangla Desh, but I could not see any. All the international powers are only wanting to see how India is dancing in which direction it is moving its steps. If India dances towards Kashmir, they will say that the danger of America is there. If India dances towards NEFA, they will say that the danger of China is there. But I find that both America and that this should be India's own pro' 'em and India shou'd die in it. If we have the capacity in this crises of history, let the Government of India and the Members of this House commit themselves to this point. Either we stand by the China have already made a trap in the Bangla Desh problem and they want power of humanity and recognise the electorate and the people of Bangla Desh or we categorica'ly say that we are not doing it because still, inspite of the non-aligned forces, we are bankering for something from America or the USSR.

So, I support the resolution because the time is ripe for recognition. If we fail to grant it, the younger generation of Bangla Desh, those who are spending their time in the evacuee camps will curse the history of India, the black pages that are being written to carve their fate. They are not ready to tolerate it, they are not ready to carry the black pages of Indian history with the glorious fate and commitment of their people.

শ্রী জাম্বুবেন্ত ঘোটে (নাগাপুর) : স্পীকার মহোদয়, বাংলাদেশের সমস্যা আজ শুধু বাংলাদেশের নয়, বিশ্বের নয়, আমাদের দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানবিকতার কারণে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া উচিত। মানবিকতার কারণে পাকিস্তানী আক্রমণ প্রতিহত করা উচিত, এটাই আমাদের দেশের ভূমিকা ছিল। এই ভূমিকায় বাংলাদেশের প্রশ্নে সমগ্র দেশ ঐক্যবদ্ধ আছে। এমতাবস্থায় আমাদের এটাই পর্যবেক্ষণ করা খুবই জরুরী যে, আমাদের বিদেশ নীতি কি এবং আজ আমাদের বিদেশ নীতি কোন্ দিকে যাচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের বিদেশ নীতি দেউলিয়াত্বে পৌঁছে গেছে। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদেরকে বলতে হচ্ছে, বিশ্বে আজ আমাদের কোন বন্ধু নেই। দূরের কথা থাক, নেপালও আজ আমাদের বন্ধু নয়। বার্মাও আমাদের কাছের মিত্র নয়। শুধু এই নয় বরং আমাদের দেশেও এমন কতক গুলো শক্তি আছে যারা আমাদের পক্ষে নেই। এ অবস্থায় আমাদের বিদেশনীতি কোন দিকে যাচ্ছে, কোন পথে আমরা নিপতিত হচ্ছি, এটাও আমাদের দেখা উচিত। পাকিস্তানের সংগে আমরা আজ অবধি কথা বলে আসছি, চীনের সংগে আমাদের যুদ্ধ হয়েছে এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শতাব্দীকাল ধরে চীন ও ভারত দুটি বন্ধু ও ভ্রাতৃ-প্রতিম দেশ ছিল, কিন্তু আজ এমন অবস্থা এসেছে যে আবার আমাদেরকে বাংলাদেশ প্রশ্নে চীনের সংগে আলোচনা করতে হবে। বিশ্বের বহু দেশেই তো আমাদের প্রতিনিধি গেছেন, আজ চীনের সংগে আলোচনার জন্যও আমাদেরকে অবশ্যই তৈরী থাকতে হবে, যাতে বাংলাদেশ প্রশ্নে চীন আমাদের সংগে একমত হতে পারে। আজ বাংলাদেশে যে বর্বরতাপূর্ণ হামলা হচ্ছে, যেখানে মানবতাকে পদদলিত করা হয়েছে শিশুদের পিষে মেরে ফেলা হচ্ছে, এমতাবস্থায় আমরা বাংলাদেশের পিছনে দাঁড়িয়েছি, আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর পিছনে সারা দেশ এক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তিনি মশাল হাতে সামনে এগুচ্ছেন এরূপ দৃশ্যকল্প আমরা সামনে রেখেছি, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে এখন কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়, সামান্য সময় অপচয় করাও সমীচীন নয়, কেননা এখন আমাদের ওপর এমন সময় এসে পড়েছে যে, পরে আমাদের আর কিছু করার থাকবে না, বাকী থাকবে শুধু পরিতাপ।

শ্রী শশীভূষণ (দক্ষিণ দিল্লী) : স্পীকার মহোদয়, যে পরিস্থিতি আমাদের দেশ অতিবাহিত করছে তাতে আমাদের সদস্যগণের খুব সংযত ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপিত করা উচিত। কিছু লোক আছেন, দিনের আলোতেও তারা অন্ধকার দেখেন, চারিদিকে শুধু নিরাশাই চোখে পড়ে, বিশ্বে তাঁদের কেউ নেই, তাঁরা একেবারে ঘাবড়িয়ে যান কিন্তু আমি মনে করি যে, যখন আমরা কোন ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তৎপর হই তখন এরকম হতাশার কথা বলা দেশকে ঠেলে দেবার নামান্তর। বিশ্বে আমাদের সহযোগী নেই একথা আমার কাছে দুর্বোধ্য। পৃথিবীর যেখানেই প্রগতিশীল শক্তি আছে যারা সমাজবাদের জন্য যুদ্ধ করছে, তারা আমাদের সংগে আছে, বাংলাদেশের সংসদ সদস্যের সংগে কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক দেশে আমার যাবার সুযোগ হয়েছে। সেখানকার জনগণ সহযোগিতা করেছে এবং সেখানকার সরকারও সমর্থন দিয়েছে। দু'তিন মাসের মধ্যে কোন পরিবর্তনকে সারা বিশ্ব স্বীকৃতি দিয়ে দেবে এটা কখনও হয় না। আমরাও স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছিলাম কিন্তু বিশ্ব কতদিন পরে স্বীকৃতি দিয়েছে? ভিয়েতনামের স্বীকৃতি মিলেছে তিন বছর পর। সুতরাং বিশ্ব আমাদের স্বপক্ষে নেই আমি এ কথা মানি না।... আমি আরেকটি কথা বলতে চাই, যদি আমরা বাংলাদেশ সরকারকে

সহায়তা না করতাম, তারা দশটি দিনও টিকতে পারতনা। কারো ওপর যদি তাদের বিশ্বাস থাকে তবে সেটি হচ্ছে এই মহান দেশ কেননা এদেশের ৫০ কোটি জনসাধারণ আন্তরিকভাবে তাদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশ্বের কোন দেশ এতবড় আন্তরিক স্বীকৃতি কখনও পায়নি, এখন সরকারেরও স্বীকৃতি দেয়া উচিত। আমি একথার পক্ষপাতি যে, বাংলাদেশের জনগণ যারা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছেন, তাঁদেরও নিজ শক্তিতে সামনে চলা উচিত এবং আমাদের উচিত তাদেরকে সাহায্য করা আমি সরকারের কাছে আবেদন করছি, ৯ই আগষ্ট সামনে আসছে, তখন পর্যন্ত যদি আমরা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারি তবে সংসদকে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে, আমাকে আমরণ অনশন করতে হবে, সেদিন সমগ্র দেশের যুবকরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ব্রত গ্রহণ করবে। ব্যাস, আমি এটুকুই বলতে চাই।

শ্রী ফুলচন্দ্র বর্মা (উজ্জয়ন): বাংলাদেশে আজ যে ধ্বংসযজ্ঞ চলছে সেটি শতাব্দীর সর্ববৃহৎ গণহত্যা। সত্তর-আশি লাখের মত লোক আমাদের এখানে এসে পড়েছে। তাদের আগমনের ফলে আমাদের অর্থনীতি ধ্বংস হচ্ছে, আমাদের সমাজে ভাংগন ধরছে, একই সংগে তারা আমাদের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে কেননা বাংলাদেশ হতে আগত লোকদের সংগে অনেক চরও ঢুকে পড়েছে। কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, বৃটিশ পার্লামেন্টের ২১৬ জন সম্মানিত সদস্য বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। আমার দুঃখ হয়, আমাদের সরকার কেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে অগ্রসর হচ্ছে না। আমি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই আবেদন করছি যে, সময় এসে গেছে, মোটেই বিলম্ব না কর এখন আমাদের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার জন্য অগ্রসর হওয়া উচিত।

SHRI MURASOLI MARAN (Madras South) : Mr. Chairman, Sir, I consider that we have lost in war which we did not fight. It is an unfought war India has lost to Pakistan. Otherwise, how can we explain the terrific burden of eight million refugees on us ? As Mr. Krishna Menon has pointed out, one-tenth of the population of East Pakistan is living with us. Now, we are holding the baby without our knowing how it came about. We never expected such a situation when this rising passed a resolution in support of the up-House in East Bengal. We were in a jubilant mood then. We thought Bangla Desh would be a reality sooner than later. But we failed to know than was happening in Bangladesh. We failed to give advice in time to our friends in Bangladesh. We failed to guide even the Indian newspapers and Indian public opinion because in their over enthusiasm they published encouraging news.

Six days after the start of the genocide, our Parliament passed a unanimous resolution in support of the historic upsurge of the 75 million people of Bangladesh, but still we are to recognise it. Whatever it may be, we could have changed the history of this subscontinent. We could have saved millions of lives and homes. We did not do what was wanted. "Masterly inactivity" would be the correct expression to describe our attitude.

Finally, we felt the pinch of it with the onward march of the refugees. When we felt that, we could not carry on without sufficient strain on our economy, we are sending one after another to all world capitals. There was a time when the entire world was looking to New Delhi for leadership. Then we were the leader

of non-aligued group. Now we have lost that initiative, derive and leadership. As Mr. Menon pointed out, what is wanted now is a foreign policy. Our virile foreign policy is as dead as the students of the Dacca University. The touch stone of a foreign policy is to find out whether it would help our national interest.

How are we going to solve the refugees problem? What happened to the refugees of Palestine? Still that problem could not be solved. The question asked by the common man in street is how are you going to solve the refugee problem? The common man in the street tells us, "If you do not have a Bangladesh, if Bangladesh does not have a geographic territory, then it is duty of India to create one". Israel marched upto the desert of Senai. China is still occupying thousan dof square miles of our territory. The super powers will understand only if we speak in language which is understood by them. President Nixon and Mr. Rogers are not prepared to call murder by its proper name. When Tajuddin Ahmed declared the independence of Bangladesh, he said:

"Every day this recognition and assistance is delayed a thousand lives are lost and more of Bangladesh's vital assets are destroyed."

Not only the interests of Bangladesh but the interests of India will be affected. We do not want war, but events may derive us to that. That is what Shri Jayaprakash Narain said in America The option of choosing the time and place will be left to our enemy. That is a pitiable situation. Today's Indian Express carries news item saying that Mujibur Rahman is critically ill at a hospital in Rawalpindi. Tomorrow a news may come from the army headquarters of Pakistan that Mujibur Rehman is improving. Day after tomorrow, another news will come that suddenly he developed heart attack and lost his life. That was what happened to Lumumba in Congo. The same thing may be repeated and Mujibur Rahman may be killed. The Government should do what all it can to save his life. Mr. Rogers is coming. Before that, Government should act. Recognition alone will not solve the problem. What is important is the follow-up action after recognition. I hope the Government will spell out its programme today.

—

শ্রী রাম নারায়ণ শর্মা (ধনবাদ)ঃ স্পীকার মহাশয়, বাংলাদেশের সমস্যা আজ আমাদের সামনে একটা জীবন-মরণ প্রশ্ন। জীবন-মরণ প্রশ্ন এজন্য বলছি যে এই সমস্যার প্রথম পর্যায়ে আমরা ওই দেশের শতকরা দশভাগ লোককে আমন্ত্রণ জানিয়েছি, জানিনা আরও কত পারসেন্ট লোক আসবে। এমতাবস্থায় আমরা যা ব্যয় করছি, অন্য দেশের প্রতিও এই আশা রাখছি যে তারাও আমাদের সাহায্য করবে। তবে যেভাবে সাহায্য আসছে তা একেবারে না আসারই মত। কিন্তু আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। আমি দেখছি যে আমাদের দেশে আগত এই সত্তর লক্ষ লোকের জন্য মাথাপিছু চার-পাঁচ টাকা করে ব্যয় করলেও দৈনিক তিন কোটি টাকা খরচ হয়। যদি বছরের হিসাব ধরা হয় তাহলে তা সহস্র কোটি টাকায় পৌঁছে। এভাবে আরও আসতে থাকলে আমাদের ব্যয় আরও বাড়বে। আমাদের দেশের সমগ্র প্রচেষ্টা সে দিকেই নিবদ্ধ। সকল নেতার মনযোগ সেদিকেই বাঁধা, সারা দেশের দৃষ্টি সেদিকেই আকৃষ্ট। এই সমস্যা আরো কত প্রকট হতে পারে তার কোন পরিমাপ নেই।

আমার তুচ্ছ অভিমতে এর সমাধান একটিই রয়েছে। এখন আপনার অন্য দেশের দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই। এখন আপনাকে একাই চলার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, তারা যদি এগিয়ে আসে তবে ভাল কথা। যদি না আসে তবে আপনার সিদ্ধান্ত আপনাকে নিজেই নিতে হবে। ওই সিদ্ধান্ত শুধু স্বীকৃতি দেয়ারই নয় বরং বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা যেন বাংলাদেশবাসীরই হাতে আসে, বাইরের আধিপত্য যেন শেষ হয়ে যায়। এ জন্য আপনাকে সেখান থেকে আগত লোকদের শুধু ট্রেনিং দিলাই নয়, যদি দরকার হয়, নিজ দেশের সৈন্য পাঠিয়েও বাংলাদেশের লোকদের মুক্ত করতে হবে। স্পীকার মহাশয়, আমার পরামর্শ, সরকার বর্ডার সীল করে দিন। আজও যেভাবে হাজার হাজার লোক আসছে তাদেরকে আসতে না দিয়ে আমরা অস্ত্র দিয়ে তাদেরকে ফিরিয়ে দেব। শুধু অস্ত্রই নয় যদি দরকার হয়, তবে রসদপত্র দিয়েও তাদেরকে সাহায্য করব।

সুতরাং মাননীয় স্পীকার, আমি বলব, আমার মতে এই সমস্যার সমাধান একটিই। যদি এরূপ ঢিমে-তেতলা নীতি নিয়ে আমরা চলি তাহলে আমাদের ব্যয় আরো বেড়ে যাবে, আমরা আমাদের ওপর বিপদ ডেকে আনব, এবং সমগ্র বিশ্বের কাছে আমাদের যে অবস্থান, তা হারাব। এ জন্য আমি সরকারকে এ বিষয়ে শুধু সত্বর সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

PROF. S L SAKSENA (Maharajganj) : Sir, I have very great respect for our Prime Minister. She is known for her bravery and quick decision. But on this occasion her indecision and inaction has pained me very greatly. She missed the bus in the 1st week of April. At that time about a million people had been killed from 25th March to 1st April and the entire international press community which had been repelled from Dacca just then, had condemned the killings. If only we had then extended recognition to Bangladesh and sent our troops on a mission of mercy into that country, all this subsequent tragedy could have been avoided. Pakistani troops were then small in number and could have been easily defeated at that time. In that case today there would have been a Sovereign Independent Republic of Bangladesh with full authority and there would have been no problem. But we missed the bus at that time

Now we are trying our best move the world conscience. But we have not succeeded. Everybody is selfish. After the broadcast by Yahya Khan, I hope our Prime Minister will not allow the name of country to be besmirched like that, be it China, Pakistan or any other power. We have showed our strength during the Pakistan conflict. I hope our government will immediately send our troops on a mission of mercy to stop the genocide and the daily massacre in Bangladesh. We should not be afraid of China and Pakistan whom we defeated in 1965. Then there are millions of brave Patriotic youngmen among refugees from Bangladesh. We should train these youngmen and send them to fight their country by giving them arms. I am sure victory shall be ours and then everybody will support us, because nobody supports a coward nation. I, therefore, hope that we shall not be put in the list of cowards. The time has come to act and there is no other way The Members on the Congress side are also

of this opinion. I hope, the whole nation is of this very opinion. Therefore, I wish the Prime Minister to take courage and to announce the decision that we are going to recognise Bangladesh.

SHRI M. SATYANARAYAN RAO (Karimnagar) : I am very sorry that this Government has miserably failed to do its duty. On 31st March this House had passed a unanimous Resolution asking this Government to act quickly. But it has failed. It has no right to rule this country. One Member was saying because there was no territory or population so we cannot recognise If that is the position then why then this Government mention Bangladesh instead of East Pakistan. This Government has no business to call it Bangladesh. When it calls Bangladesh then it is its duty to recognise. Sir, only then we act when we are strong Had we acted quickly, given military aid or sent our military to Bangladesh then the whole world would have recognised that country. There is a saying : nothing succeeds like success. It is most unfortunate. The Foreign Minister happens to be a Sardar He must be bold enough. Being a Sardar he could have taken the decision We must take the decision here and now that we are going to recognise Bangladesh otherwise all the opposition parties are going to give a call to the Indian people not to recognise this Government I request to Sardar Swaran Singh to recognise Bangladesh immediately otherwise you will be creating so many proplems for us We are going to spend crores of rupees on these people when we are not in a position to feed our own people please atleast consider this matter and recognise Bangladesh Not only recognise Bangladesh but send our Army there to rehabilitate the victims of this genocide

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SWARAN SINGH) : Mr Chairman, Sir, on an issue like this this type of statement to say the least does not become the opposition On an issue like this I do not want to enter into a debate of the type by giving reasons as to why as the present stage it is not possible for us to recognise Bangladesh We have stated this position quite clearly and I would request the hon Members that they should also exercise some restrain in a matter like this

So far as international affairs are concerned that is a different matter altogether But this is an internal matter and we should not cause greater complications in this matter of international importace If you do not want to excercise restraint, I can only say that this is not in our overall national interest. I am fully convinced of that

SHRI INDRAJIT GUPTA You do not admit any change in the circumstances after President Yahya Khan's broadcast ?

SHRI SWARAN SINGH . I will give my comments upon President Yahya Khan's statement and will also touch upon other aspects.

SHRI S. M. BANERJEE : Why should he sermonise?

SHRI SWARAN SINGH : I am not sermonising but, if I may ask in all humility and earestness, why is he asking me to do or not to doa particular thing? I do not want to sermonise; this is not my way. But I would like hon. Members to think seriously that the type of consensus that we have been trying to build on an issue like this for realising our national objective should not be spoiled by indulging in this type of an attitude which does not at all help the cause for the realisation of which all of us should be united. If you use this type of an argument and try to start with calling upon me to do or not to do a think of that nature, I am sure that you are loging the concentrated attention which all of us devote for realising that objective and we are unnecessarily wasting our energy on something which to my mind is peripheral.

The main objective which we have set before us is contained in our Resolution which we all unanimously adopted, in which we said that we support and have every sympathy for the cause of freedom in which the people of Bangladesh are engaged. We are also unanimously pledged to support that cause. As to what should be done in pursuance of that Resolution, is a matter about which there can be a difference of opinion. But we should try to resolve that and should try to concentrate our attention for realising that objective. rather than on insisting that a particular step at a particular stage is the only way to resolve that problem. This is the crux of the entire matter.

Coming to the statement that President Yahya Khan has made, to a certain extented had already touched upon certain features which I suspected might be contained in the statement that was expected to be mud by Presdent Yahya Khan But I must say clearly that the statement that President Yahya Khan has made has created a situation where this action of President Yahya Khan alone will be mainly responsible for strengthening the resolve of the people of Bangladesh to carry on their determined struggle for their freedom and for getting rid of the military strangle-hold which the military regime of Pakistan had been trying to perpetuate.

PROF. S. L. SAKSENA: Without your help?

SHRI SWARAN SINGH : If yo examine that statement, the conclusion is irresistible that for all times to come he has negatived any chance of reversion to the democratic way of life. Instead of the elected members of the Pakistan National Assembly being entrusted with the task of framing the Constitution, some experts will frame the Constitution. There are also several other highly obnoxious features in that statement which clearly show that a determined bid has been made by the military regime to perpetuate their own hold and the process of democratic emergence upon which the country, it appeared, had

embarked after the last elections, which gave such outstanding victory to the Awami League led by Sheikh Mujibur Rahman, has been completely negatived by the statement that President Yahya Khan has made.

The entire philosophy behind the election to the Constituent Assembly was that the elected representatives will have the right to frame their Constitution. Now, that is taken away from them. Then, again, what is most surprising is that the military regime will decide as to who loses the elective post. It is most surprising that the administration has arrogated to themselves the right to declare that a particular party or a particular individual has indulged in such activity which in their judgment has created a situation where the party would lose its recognition or the elected member will lose his seat. There cannot be any more cruel joke to their profession of still reverting to a democratic way of life if this power is sought to be assumed, as President Yahya Khan has tried to assume, by making the statement that the administration will decide as to who will remain a member or who will lose his membership because, they say, if any party is guilty of what they describe as indulging secessionist activity, then they will decide as to whether they still retain the right to be the members of the National Assembly.

This is, to say the least, the complete negation of the democratic idea. There is another highly unsatisfactory feature of the statement according to which it is said that regional parties as such may be called upon not to participate in the process of Constitution making or even in the matter of political functioning unless they are parties which have got branches all over the country. This is something which, I think, cuts at the root of any democratic process. There are far-reaching implications of this not only for Bangladesh but even for different constituents in West Pakistan itself. This might mean that a party, for instance, consisting of Baluchis to respond to the aspirations of Balushi people or a party which might try to project the aspirations of the people of North West Frontier Province can also, on this basis, be said to be not national parties but regional parties which can be supressed and their political activities curbed by depriving them of the right to contest National Assembly seats.

These are some of the features which are so patently objectionable judged by the standards of democratic ideals that any hope still left that there could be a possibility of the restoration of democratic rights of the people which, according to us, means entrusting the responsibility of administration to the elected representatives led by Sheikh Mujibur Rahman, has been dashed to the ground.

SHRI S. M. BANERJEE: What are you going to do now?

SHRI INDRAJIT GUPTA : Have all your hopes gone now? Have you still any hope of a political solution?

SHRI SWARAN SINGH: I never entertain the type of hopes which he wants me to say that I have got them.

SHRI INDRAJIT GUPTA: You tell us what are your hopes.

SHRI SWARAN SINGH: We have to realise the implications of it. This means that this will be a long fierce struggle in which the people of Bangladesh will have to carry on their fight and, in this struggle, according to the revolution unanimously adopted by Parliament. we are pledged to extend all possible sympathy and support to them

So far the question of recognition is concerned, I would like to say that this is a proposition about which we do not take a negatoive view. We have always said that we are not opposed to recognition. This is a matter which is constantly under review.

DR. RANEN SEN (Barasat): How long?

SHRI SWARAN SINGH: And I would like to say that at the appropriate time if we find it is necessary to recognise, we will certainly recognise Bangladesh. So at the present stage, I would appeal to the Hon'ble Members that some new factors have also been introduced and we have to review our attitude in view of the completely negative statement that has been made by President Yahya Khan....(*Interruptions*). It will not be proper to hustle us to take a view. When we say that we are not opposed to recognition, it will not be quite proper for those who may feel strongly about our going ahead now and here with recognition to hustle us. They should realise that this is something upon which we do not take a negative attitude. We can certainly examine it, re-examine it and keep the position under review. So far as our efforts to help or support those who are engaged in the struggle, that is already contained in the resolution which has been unanimously adopted by this House.

SHRI INDRAJIT GUPTA: So, the only positive thing that remains is your continued recognition of Yahya Khan's authority in Bangladesh. Bangladesh means you are recognising them. You are recognising every thing that they are doing there.

SHRI SWRAN SING: Don't ask me to make a categorical statement which may not turn out to be....

SHRI INDRAJIT GUPTA: Why not?

SHRI S. M. BANERJEE: Let the people of this country know what you are.

MR. CHAIRMAN: No personal aspersions please......(*Interruption*).

SHRI S. M. BANERJEE: I have nothing against him personally, sir...... (*Interruptions*).

SHRI SWARAN SINGH: I would only say that this type of thing does not at all appeal to me and it does not move me either. I dons't agree with that type of shouting.

SHRI S. M. BANERJEE: We don't care for you. You are Mr. Bhutto's friend. You are Yahya Khan's friend...

MR. CHAIRMAN: Nothing of what Mr. Banerjee says will go on record. I appeal to you not to interfere....You are a very old parliamentarian.. You should not interfere like this so often.

SHRI SWRAN SINGH: Sir, I won't like to prolong the debate. I want to say very clearly that at the present stage the stand of the Government—it is not my personal stand—is that the conditions are not at the moment either proper or—wise for granting recognition. We will keep this matter under review and we will take a decision at the appropriate time. This is our stand and I hope it will be appreciated and I request Mr. Samar Guha not to divide the House and the country on this issue because there is no disagreement on the substance and it should not be lost is these slogans and counter slogans in which I have a fear that the real problem will miss to and we will be involved in this type of slinging match which I do not want to participate in because I know more than the Hon'ble Members the vital issues involved, the delicacy and also the risk......(*Interruption*). It is, therefore, our responsibility....

SHRI S. M. BANERJEE: Say something about America. Why don't you say against your masters?

SHRI SWARAN SINGH : Let us not confuse one issue with the other.

So far as the question of arms supply is concerned, (*Interruptions*). I have already registered my strongest protest. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: I will not allow anybody to get up as he likes. I am permitting Hon'ble Mr. Indrajit Gupta to put a question. Mr. Bade, I am not allowing you. This is not the way of conducting the House.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Before the Hon'ble Minister sits down, I would like to ask him to tell us, to give us, an assurance that this kind of reply which he is giving whether we consider it rightly or wrongly is thoroughly evasive, is not being influenced by the fact that President Nixon's envoy, special envoy, Mr. Kissinger, is about to descend upon us. We should not be influenced by his visits. We should speak out boldly, in the interest of our country.

---

* Not recorded

SHRI KRISHNA MENON: Before the Minister concludes his reply, would he say about this? He said, we should not be divided by slogans. Is the matter of recognition merely a slogan and not a matter of substance? Demands for international recognition is not a matter of slogan.

SHRI MURASOLI MARAN: We have read in the papers that Shri Mujibur Rahman is critically ill....

MR. CHAIRMAN: No more questions.

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): Shri Mujibur Rahman is reported to be critically ill. This is their usual practice. Whenever they want to do away with the life of a certain leader they may do this. Today it is said, Mujibur Rahman is ill. Tomorrow they may say, he is in critical condition. Day after tomorrow it may be reported that he is dead. I want to know what Government is doing in this regard.

SHRI SWARAN SINGH: I would like to say that this is the policy which we have been following which I have just outlined and we have all along kept the House informed both here and also in the course of the informal discussions with the leaders of the Opposition. I think it is not proper to suggest that this has got anything to do with the visit to India of the Advisor to President Nixon. That has nothing to do with this. There is no relation whatsoever. I would request the Hon'ble Member not to see things which may not be there at all. I do not know what Mr. Krishna Menon wanted when he said he wanted to distinguish the slogan from the substance.

SHRI KRISHNA MENON: I said, you say the demand is one of slogan. I wanted to know whether you consider the demand for recognition as slogan or a vital matter which you have to consider. That is all I asked.

SHRI SWARAN SINGH: On that I think I made the position quite clear and that is the Government position, that we are not opposed to recognition; therefore, on this substantive question there is no difference. The difference is to the timing of it, when it should be done. So far as the question of recognition is concerned, it is not a question of slogan. What I said was with respect to the slinging match that was going on. The difference is only of timing when the circumstances are ripe for it. It is a substantive question. Therefore, I said, when there is hardly any difference between the two points, the House should not be divided on an issue like this when there is so little difference of opinion on the substantive question. That is what I wanted to convey.

About the last question, I fully share the concern expressed about the health of Sheikh Mujibur Rahman. In fact, on this issue Prime Minister herself and all of us have been impressing upon the Governments that they should take it up very strongly with Pakistan. Sheikh Mujibur Rahman is an outstanding

leader who has won such outstanding victory and who commands the obedience and respect and confidence of such vast numbers of people in Pakistan. In fact he commands the majority if we take Pakistan as a whole. He is such an outstanding leader. We have said that every effort should be made by the international community, by the Governments and by others, to ensure about the safety of Sheikh Mujibur Rahman. Only this morning it is said that he is critically ill. Some days back it was reported that he was keeping indifferent health. This is one of the important points we have been highlighting with all Governments that they should specially urge and impress upon the military rulers of Pakistan that the safety of a leader of this stature and of the popularity and type of condence that he commands, as Sheikh Mujibur Rahman, should be ensured. In fact, we have also suggested that every effort should be made to see that he is released. Some Hon'ble Member had said that we had not said that he should be released. I would like to submit that in fact I had gone much further and said that a Government which was headed or controlled by or which had the support of Sheikh Mujibur Rahman was the one condition which would create the type of atmosphere in which the refugees could go back, because he had the majority support behind him. So, we have always been in favour of Sheikh Mujibur Rahman being released, and we have urged all Governments.

17·00 hrs.

SHRI INDRAJIT GUPTA : Does, he know where actually he is being kept ?

SHRI SWARAN SINGH : Our information is that he is still in West Pakistan.

SHRI INDRAJIT GUPTA : In jail ?

SHRI S. M. BANERJEE : In which jail in West Pakistan is a big place. I know West Pakistan. In which jail is he being kept ?

SHRI SAMAR GUHA : It is not proper to point it out at this stage.

SHRI SWARAN SINGH : Therefore, the question of Sheikh Mujibur Rahman's safety and the steps being taken to ensure that the military regime treats him well and releases him as soon as possible and starts further processes which should lead to the emergence of a democratic set up—these are the very points that we have been urging, and in the light of what I have said, I would request the hon. Mover not to press this resolution for a vote, because we should not divide on an issue like this.

DR. RANEN SEN : Absolutely hopeless statement.

SHRI SWARAN SINGH : I know I cannot please him.

SHRI S. M. BANERJEE : He cannot please anyone in India.

SHRI SAMAR GUHA : Our Minister of External Affairs has said that Government have not taken a negative attitude in regard to the immediate recognition of Bangladesh, but unfortunately, they have not still indicated the positive attitude towards the question. Perhaps, Government did not expect that so soon and so crudely their pet hope of a political solution on which a lot of speculation was going on would be exploded by Yahya Khan. I do not know whether our Government still would like to continue to hibernate in a cosy bed of super-inaction. I do not know whether they will take any positive action. But I am really surprised to find that our Government have become a more knowledgeable expert on not only the question of Bangladesh but on the interests of Bangladesh when they claim that it will be unhelpful or harmful or it would not be pooper to give the Bangladesh Government recognition at the moment. When all the people of Bangladesh, their leader, their provisional government, and their Mukti Fauj and all their political leaders, not once or twice but repeatedly have been pleading not only with India but with the whole world that their government should be immediately recognised, I do not know how Government say that it will not be to their benefit or it will be unhelpful to them or that it will be harmful to them. I do not know whether our Government knows more about their interests than they themselves know.

I do not know whether I should use any adjective for our Minister of External Affairs. If he does not mind it, I may say he is really a misleading Foreign Minister, because he has misled us to believe on several occasions that if India gives recognition to Bangladesh, no other country is going to follow us. But Shri Jaya Prakash Narayan who was not bridled by any diplomatic inhibitions and who has had a free and frank talk with almost all the important leaders of 20 countries of the world during his 48-day tour of the world has made it clear in a public statement that if India took courage to give recognition, it will be followed by several other countries; at least four or five countries will immediately give recognition, if India gives recognition. Only a few days before we have seen 216 British Members of Parliament issuing a statement in which they have said that their Government should also give recognition to the Bangladesh Government.

I do not know what more the Government expects about mobilisation of world opinion Pehhaps at no time, on no particular issue, has the whole world opinion, the press and public opinion been so unanimous as in the expressions of their condemnation of Yahya Khan's regime and in support of people of Bangladesh and their aspiration for freedom. I do not know how long the Government will go on sending missions abroad to mobilise world opinion.

One very important factor is the attiude of our friend, Soviet Russia, in regard to the issue of recognition. If we have a barometer to see the mind of Moscow in our country, that baro meter is the opinion of our CPI friend in India. We find them so vigorously vocal in urging the Government to give

immediate recognition to Bangladesh. It would have been possible if Russia was not willing to support the recognition of Bangladesh, want to know from the Government whether it is a fact that our Moscow Mission informed Delhi that Russia had come to the conclusion that Bangladesh had come to stay. If that is so, what is the political implication of this ? The political implication of this is that if our Government takes a bold step to give immediate recognition to Bangladesh, Russia will not oppose it. They will with in a month or two also support. India and give recognition to Bangladesh.

I want to warn the Government that time is the most deciding factor in ultimately determining the fate of the people of Bangladesh as also the fate of the seven million refugees as also the fate of India. I want to warn the Government that time is our enemy now and it is the best friend of Pakistan. We have already wasted very valuable initial time. For two weeks after the fateful day of 25th March, Pakistan did not dare to ship even one battalion of his army from West Pakistan to East Pakistan to crush the revolution of Bangladesh because they were terribly afraid that if they shipped their army from West Pakistan, it would create a serious defence imbalance in the Western sector. After waiting for two weeks, when they found that India was not going to do anything, they shifted 2½ divisions of their army and that enabled Pakistan to crush the Bangladesh revolution and killed ten lakhs of patriots there

I also want to draw the attention of the Government to the fact that China did not uttar a single word till 12th April. They were watching the reaction of India. Russia also initially took a very strict attitude because President Podgorny wrote a strong letter to Yahya Khan. Why was it not followed up ? The reason lies not in Moscow, but in Delhi Delhi did not react in time, properly, adequately and effectively.

I also want to draw your attention to the fact that the USA, UK, France and all other world powers kept completely silent after 25th March for about two weeks. What is the reason? They are carefully watching the reaction and action of India, whether India was going to take any positive action As India India failed to take any positive action, according to diplomatic practice, they did not want to annoy Pakistan unnecessarily.

Time is in favour of Pakistan and it is against us. We have made many assumptions. Our first assumption was that Pakistan would not dare to shift their army from the western to the eastern sector. It was on this assumption that we thought that the Bangladesh revolution would be able to achieve its objective That was proved wrong. Our second assumption was that not more than two million refugees would cross over to India. In one of the meetings in which the Foreign Minister was present the Prime Minister told us that about 15 lakhs of refugees came. Mr. Chavan was also present. The Defence Minister was sitting by my side and when I said that India should

lost in a mood of temporary torpor. It was Lord Krishna who lifted him up out of it. I do not know, there is no Krishna here to tell the Minister to act. You must act.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR) : Before he concludes, I would like to say one thing Enough time has been allowed and the subject has been sufficiently debated. My estremed colleague, the Minister of External Affairs, has said that the matter will be kept under study. Therefore, under rule 340 of the Rules of Procedure, I move that the debate on the question may now be adjourned *sine die*.

SHRI S. M. BANERJEE : Read rule 3rd (1) if you want to abuse the rule.

SHRI RAJ BAHADUR : I am not abusing the rule. I have made my request on two grounds namely, that the Minister of external Affairs has already stated position. It is a developing situation. We cannot take a decision all of a sudden; that is any sort of a snap decision. Since the situation is a developing one it will be kept under review. We also have to study the implication and the reprecussion of the statement or the declaration made by President Yahya Khan. I would therefore, request that the debate may be adjourned *sine die*.

MR. CHAIRMAN : There is no abuse of the rules. (*Interruption*) The debate is adjourned *sine die*. Shri A. K. Gopalor.

SHRI SAMAR GUHA : Sir, since the debate is adjourned *sine die*, the resolution will remain alive. I do not want to divide the House. If there was no bar from the side of the Government, I have no doubt that this resolution would have been adopted by an overwhelmig majority, but I do not want to divide the House; I want to create a national consensus, and not divide the House. I therefore agree for the adjournment of this debate on my resolution.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the debate be adjourned *sine die*".

The motion was adopted.

SHRI S. M. BANERJEE : On a point of order, Sir, Before getting the vote of the House, you declared that the debate is adjourned *sine die*.

MR. CHAIRMAN : After that, I have taken the vote of the House also.

Lastly, Pakistan is utilising the time to get money from oil-rich Middle East countries and also other countries.

That is why I say that time is now the best friend of Pakistan and the greatest enemy of India. I am sorry that the Government do not know how to deal with a dynamic situation of revolutionary national upsurge. I ask the Defence Minister to go through the history of Russian Revolution. Trotsky, who was the architect of that revolution says that the success of a revolution depends on determining the mood and spontaniety of the people. You must not forget that the Bangladesh people had started the fighting one month earlier. For one month, there was the non-co-operation movement. And then after one month, for three months they have been fighting. It is four months now. Is it possible that the national upsurge, the energy and the mood of the people will remain as before? That is why I say that recognition of this movement is absolutely necessary; it will act also as a shot in their arm; it will change their whole outlook and it wll renew their faith in themselves, and create a new confidence in themselves and and it would energise them to fresh action, a brilliant action.

If you really want to see that, you will find that during the monsoon the Bangladesh fighters are fighting like lions. Wherever I have gone, I have seen their base of operations. The first question they used to ask us was, "When will you give us recognition?" Recognition means they will have their political freedom for developing their own struggle Recognition means that it will give us the freedom for helping them; no diplomatic bar will stand in our way

I want to warn the Government I am not in favour of those who advocate war with Pakistan. I feel that recognition is the only remaining alternative, at the moment, to war with Pakistan. Otherwise already war-cries have started, and many Members in this House have started talking about the struggle in Bangladesh, about freeing Bangladesh. What does it mean? It means war. There is no necessity for the Indian army to fight, Bangladesh will have their liberation army; their guerilla fighters; they will be able to achieve their whole objective. If you give them arms and weapons, that will strengthen them and give them the diplomatic liberty to go along with the world. That will strengthen them. There is the only alternative to avoid a war with Pakistan; that is, to give immediate recognition to them. Then, on the basis of independent nations, on the basis of mutual relations, you can give arms to them; give them training, and give them everything they want; also give them the freedom to go round the world That is what I would say. That is the only means to help Bangladesh.

Before I conclude, I just say one word. What happened at the critical moment at Kurukshetra, as giving to us in the *Mahabharatha*? Arujun was

prepare to receive 80 lakhs, the Defence .Minister ridiculed me that I was childish and I was saying something alarmist. He said not more than 20 lakhs would come. Now what is the position? Your second assumption has proved wholly incorrect.

Their third assumption is still going on. They assume that Pakistan will collapse from within due to economic crisis. Now a days no country collapse from within due to economic difficulties. There are the Middle Eastern countries, oil-rich countries. Even the consortium may refuse to give aid to Pakistan not for political reasons but because they are afraid that their loan may not be repaid and if they made additional payments of loans that will be lost. So only on economic grounds they are withholding aid to Pakistan. Perhaps Pakistan will get time to have unilateral discussions with foreign powers to get more aid.

If you give time to Pakistan what does it mean? I shall enumerate the consequences. Firstly, it will get an oppertunity to raise and equip two new divisions of army with Chinese military hardwares. For finishing the task in the shortest possible time, Pakistan is making these divisions mixed ones, with 1/3rd of trained soldiers, 1/3rd with reserves and 1/3rd with new recruits. Secondly, Pakistan is getting two squadrons of fighter bomgers from France in the shortest possible time. Thirdly, Pakistan is soon getting her fourth submarine. Fourthly, Pakistan is getting an opportunity to complete its shopping for arms and spareparts from the NATO market, USA, China, Iran an Turkey within the next two months. Fifthly, Pakistan is getting time quickly to replace Bengali personnel in her Air Force and Navy. These people constitute about 20 per cent of these forces and most of them are technical personnel, navigators, etc. In the navy they were holding very key positions. Now they have given an advertisement in West Pakistan for recreuitment of West Pakistanis in place of the East Bengalis. You are allowing them time to do so. It means that now their Air Force and Navy is short of trained personnel by 20 to 25 per cent and by allowing them time you are enabling them to make up this deficiency.

Sixthly, Pakistan is utilising time for raising armed militia, para militia, police force and counter guerilla forces from among the non-Bengali elements in Bangladesh. Seventhly, at present the water ways are the main supply and communications lines for Pakistan Army in Bangladesh. They are making frantic efforts for restoring railway and land communications and if you give them time they will od it. Eighthly, Pakistan is getting time to bring Chinese gun-boats and coal from China. Ninthly, Pakistan is using the time politically also in mobilising the Muslim League, Jamaite-Islami and other puppets and quisilings to support them Bangladesh. Tenthly, the increasing food shortage and near famine condition in Bangladesh is giving opportunity to Pindi rulers to squeeze out more people from Bangladesh into India.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা।	ভারতের লোকসভার কার্যবিবরণী	১২ জুলাই, ১৯৭১

17·02 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported US decision to supply Arms to Pakistan

শ্রী জ্ঞানেশ্বর প্রসাদ যাদব (কাটিহার)ঃ স্পীকার মহোদয়, আমি নিম্নলিখিত জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং বিদেশ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এ সম্পর্কে তাঁর বিবৃতি প্রদানের জন্যঃ

'প্রেসিডেন্ট নিক্সনের ব্যক্তিগত আদেশে পাকিস্তানকে সাড়ে তিন কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র প্রদানে যুক্ত রাষ্ট্রের কথিত সিদ্ধান্ত।"

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SWARAN SINGH) : Government have seen the text of the statement made by Senator Church on July 7, 1971, that an estimated $35 million worth of military equipment is still in the arms pipeline for delivery to Pakistan. On 8th July, 1971, a State Department Spokesman stated that "the average approximate figure over the last five fiscal years has been in the order of $10 to 15 million a year"

Senator Church is a well informed Senator and has been taking great interest in the question of arms supply by USA to different countries. It is possible that his figure may not be far from correct. In any case, amounts in dollars do not give aclear indication of the nature and quantum of military equipment involved. Equipment purchased from certain Governmental sources is valued much below the normal market price. All spare parts which may cost very little can reactivate deadly weapons.

Government shares the concern of all sections of the House about the continued supply of military equipment by USA to Pakistan. I would like to assure the House that our views on the subject have been conveyed in unequivocal terms to the US Government.

Government feel that supply of arms to Pakistan by any country in the present context amounts to condonation of genocide in Bangladesh and encouragement to the continuation of the atrocities by the military rulers of Pakistan. It also amounts to an intervention on the side of the military rulers of West Pakistan against the people of Bangladesh. We have left US Government in no doubt about the dangerous implications of such a policy on the situation in Bangladesh and on the peace and stability of the sub-continent and the region as a whole.

শ্রী জানেশ্বর প্রসাদ যাদব : স্পীকার মহোদয়, সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা ভিয়েতনাম ও কোরিয়ায় সৈন্য পাঠিয়ে হস্তক্ষেপ করার পশ্চাতে সব সময় এই অজুহাত দেখিয়েছে যে, গণতন্ত্র রক্ষার জন্য, মানবিক মূল্যবোধ সংরক্ষণের জন্য এবং সম্প্রসারণবাদী চীনের দুরভিসন্ধি নস্যাং করার জন্যই তারা তা করছে কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই তিনটি ফ্যাক্টরই বিদ্যমান থাকা সত্বেও আমেরিকা সেখানে কিছু করছেনা। সেখানে গণহত্যা চলছে, পাকিস্তানের আধিপত্যবাদী মনোভাবের দরুণ, তাদের অত্যধিক শোষণে অর্থনৈতিক বৈষম্যের পাহাড় রচিত হয়েছে এবং সেখানকার সাত কোটি জনতা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এরূপ অবস্থায় আমেরিকা আমাদেরকে প্রতিরক্ষাভার লাঘব করার উপদেশ দিচ্ছে, অন্যদিকে সে পাকিস্তানকে সর্বাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত করার প্রয়াস পাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি আমাদের বিদেশ মন্ত্রী আমেরিকা গিয়ে ভারতের মনোভাব, ভারত সরকারের নীতি তাদেরকে অবহিত করানোর চেষ্টা করেছে। এতে কোন লাভ হয়েছে কিনা, তবে মার্কিন সিনেটর ফ্রান্ক চার্চ একথার রহস্যউদ্ঘাটন করেছেন যে, প্রেসিডেন্ট নিক্সনের আদেশে ৩ কোটি ৫৫ লক্ষ ডলার মূল্যের সমরাস্ত্র পাকিস্তানে পাঠানো হচ্ছে। এখানেই শেষ নয়, ১৯৭২ অর্থ বছরে আমেরিকা অন্যান্য দেশে অস্ত্র সহায়তা কিংবা এ জাতীয় সহায়তাদানের যে পরিকল্পনা তৈরী করেছে তার মধ্যে বেশীর ভাগ,-প্রায় ৫২ কোটি ডলারের সমরোপকরণ পাকিস্তানকে দেয়া হবে। এমতাবস্থায় আমি জানতে চাই মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত হেনরী কিসিঞ্জার ভারতে এসে প্রধানমন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং সেনাবাহিনী প্রধানের সঙ্গে কি আলোচনা করেছেন? মার্কিন দূতের আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংসদ এবং সমগ্র দেশকে অন্ধকারে রাখা হয়েছে—তিনি কি ভারত সরকারকে কোন প্রকার আশ্বাস দিয়েছেন যে ভবিষ্যতে এরূপ কিছু করা হবেনা কিংবা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুকূলে পাকিস্তানের ওপর প্রভাব বিস্তার করা হবে? এরূপ কোন কথা কি তিনি বলেছেন?..

SHRI SWARAN SINGH : I agree with the first, part of his speech in which he has analysed the situation and voiced the concern of the country and of the House about the continued supply of arms by the US Government to Pakistan. At the end, he has asked two or three specific questions to which I will confine my replies.

First of all, he asked whether any assurance that the US would not supply arms to Pakistan was given by Dr. Kissinger when he was here in Delhi. I would like to say that Dr. Kissinger was on a fact-finding mission and he did not give any assurance of that type.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore): Did he ask for any such assurance?

SHRI SWARAN SINGH : We have asked at a level much higher than Dr Kissinger's for such an assurance, but it is not forthcoming.

SHRI IDRAJIT GUPTA : What kind of facts did he find out here?

SHRI SWARAN SINGH : It is for him to answer, not for me.

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : Did the Minister acquaint the House with the dialogue?

SHRI SWARAN SINGH : The second question was whether Dr. Kissinger had said that he would exercise any pressure on Pakistan to discontinue the military action in Bangladesh.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi) : Is the Minister satisfied?

SHRI SWARAN SINGH : I am not satisfied at all.

This matter had been taken up very strongly by us with the US Government in Washington, and they have been saying that they would take the matter up with Pakistan, but we will not accept it unless there is any result. On the other hand, the atrocities in Bangladesh continue and as I told Shri P. K. Deo, I am not at all satisfied with whatever action might have been taken in this respect by the US Government.

SHRI SAMAR GUHA : Are you satisfied with your own action, the action you are taking about Bangladesh?

MR. SPEAKER : I do not like such interruptions.

SHRI SWARAN SINGH : We can defer that. What we are discussing today is something different.

MR SPEAKER : The hon. Minister need not pay attention to him.

SHRI SWARAN SINGH : I agree that the US policy to arm Pakistan dating back to the year 1954 is the main source of building up the military potential of Pakistan. From 1954 to 1965, military equipment worth 1,700 to 2,000 million dollars has reached Pakistan from US sources. That has enabled her to build up her military potential, and the constituation of the current supply, particularly after ;the military action in Bangladesh, is something which is of great concern to us, in view of the fact that several countries have stopped the supply of all arms to Pakistan after events in Bangladesh took the turn they have.

We have, therefore, been constantly pressing the United States Government to give up their plan of continued supply of arms to Pakistan even though the licences for these might have been issued earlier to 25th March when the military action in Pakistan started, but we have not succeeded.

About the statement by Senator Tunney to which the hon. Member referred, we have been informed by U.S Embassy today that no U.S. flag ship was carrying Pakistani troops. This is what they have told us today.

AN HON. MEMBER : They may deny to tomorrow.

SHRI SWARAN SINGH : If they deny it tomorrow, I will make that known tomorrow. This is the statement they make now.

শ্রী জগন্নাথ রাও জোশী (শাজাপুর) : স্পীকার মহোদয়, মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য শুনে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য-বাক্য আমার মনে পড়ে গেল :

"We read the world wrong and say that it deceives us".

বস্তুতঃ আমেরিকা হোক, রাশিয়া হোক, কিংবা অন্য বৃহৎ শক্তি হোক, নিজ দেশের ব্যাপারে তাদের কৌশল কারো অজানা নয়। আমেরিকায় গণতন্ত্র আছে বলে সিনেটররা বলতে পারেন। রাশিয়ার মত সমাজতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্র না থাকার কারণে লুকিয়ে ছাপিয়ে কি হয় তা জানা যায় না। ১৯৫৪ সনে যখন আমেরিকা SEATO ও SENTO-র সদস্য হিসেবে পাকিস্তানকে অস্ত্র দেবার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন অন্ততঃ একটা অজুহাত ছিল।

It is a sort of a fig-leaf to oppose communism.

১৯৫৪ সনে অন্ততঃ এই কথা বলা যেতে পারত কিন্তু ১৯৬৫ সনের পর থেকে যখন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র চীন রাশিয়া, কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র চীন পাকিস্তানকে সাহায্য দিচ্ছে এবং আমেরিকার অস্ত্র প্রয়োগ ভারতের বিরুদ্ধে হয়েছে তখন সেই অজুহাত আর থাকেনা। সকল দেশ পাকিস্তানকে অস্ত্র দিচ্ছে এবং স্বয়ং মন্ত্রী মহোদয় ও জয়প্রকাশ নারায়ণ যাঁরা বিদেশ ঘুরে এসেছেন--উভয়েরই সারকথা হল : ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন ইত্যাদি, কোন দেশই বাংলাদেশের ব্যাপারে পাকিস্তানকে প্রভাবিত করে ভারতে আগত শরণার্থীদের ফিরে যাবার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করায় সহায়তা দান তো দূরের কথা :

"They are exacerbating the situation."

এইটে স্বয়ং মার্কিন সিনেটরের কথা। এই পুরো বিবৃতিটির সার কথা এই-ই হল যে:

"We have left the United States Government in no doubt about the dangerous implications of such a policy on the situation in Bangladesh"

But the Minister has left us also in doubt about the explosive situation.

অর্থাৎ শরণার্থীদের ফিরে যাবার ব্যাপারে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান ও সাহায্যদানের জন্য আমাদের পরামর্শ আপনার কাছে গ্রহণ যোগ্য নয়, একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু বিশ্ব রাষ্ট্রসমূহের চাপ সৃষ্টি করে শরণার্থীদের ফিরে যাবার মত পরিস্থিত সৃষ্টি করার ইচ্ছাও তাদের নেই। শুধু তাই নয়, দশ দিন পূর্বে আমার কাছে একটি চিঠি এসেছে। ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, ৮/৯ বছরের কিশোর-কিশোরীরা ভুখা মিছিলে অংশ নিচ্ছে এবং স্থানে স্থানে গিয়ে চাঁদা সংগ্রহ করছে। সেই চাঁদার সমস্ত অর্থ এই ধারণায় লাহোরে পাঠানো হয়েছে যে, বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছে তাতে পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরাই শরণার্থী হয়েছে। তাদের জন্য আমেরিকায় অর্থ সংগ্রহ হচ্ছে এবং সেই অর্থ সেখানে যাচ্ছে। আমি জানতে চাই, এ তথ্য কি সরকারের জানা আছে?

আমেরিকা কৌশল পর্যবেক্ষ করার পর আমি বলতে চাই I will not do simply to express our concern

এসব কিছু ঘটার পর আমরা কি করব? পাকিস্তানের পরিস্থিতি কিভাবে স্বাভাবিক হবে যাতে শরণার্থীরা ফিরে যেতে পারবে এ ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ যদি গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে এ আলোকে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ কি হবে?

SHRI SWARAN SINGH : Sir, in the first part of his opening statement, he tried to equate the United States and the USSR in the matter of supply of arms. I would like to say categorically that he cannot do that, because, whereas the United States Government have clearly said that they are not stopping the supply of arms to Pakistan even after the happenings in Bangladesh, the USSR Government and their spokesmen have made clear statements that they have not supplied any arms or even spares to Pakistan particularly after April, 1970. That is the latest statement that they have made.

SHRI JAGANNATH RAO JOSHI: They are treating India and Pakistan on the same footing. It has appeared even in today's papers.

SHRI SWARAN SINGH : How is that on the same footing in the matter on supply of arms? (*Interruption*).

His second question also suffers from a somewhat similar complex because he has tried to say that perhaps in 1954, the United States had some excuse to supply arms to Pakistan on the ground that it was ment to check communism. He might have been taken in by that, but we had never been taken in by that argument, because we knew fully well that the tanks and several other types of equipment that the United States was supplying to Pakistan could never be used against communism. We knew that the only place where they could be used was perhaps the Indo-Gangetic plain against India. So we had never any doubt, and I do not see as to why the hon. Member has laboured this point and said that this was perhaps an excuse in 1954 which apparently he appears to gulp. I would warn him that he should not adopt that attitude. We knew that in 1954, these arms were supplied to Pakistan against us, and the same policy continues. So, there was no question of any valid excuse in 1954, as there is none today, except their own desire, as they say, to continue to give support to Pakistan in the matter of military equipment.

He has ultimately asked as to what are our plans in relation to Bangladesh. This question relates to the supply of arms. We had a whole days's debate on Bangladesh, and I do not intend to repeat my speech.

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী (গোয়ালিয়র) : স্পীকার মহোদয়, আমাদের বিদেশ মন্ত্রী ওয়াশিংটন থেকে ফিরে আসার পর থেকে প্রতিদিন মার্কিন সরকারের নীতি সম্পর্কে এমন সব তথ্য উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে যা ভারতের জন্য হুমকী স্বরূপ। আমি একথা বলবনা যে, এটি বিদেশ মন্ত্রীর সফরের ফল কিন্তু একথা অবশ্যই বলব যে, তিনি ওয়াশিংটনকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ওয়াশিংটন থেকে ফিরে এসে পালাম বিমান বন্দরে তাঁকে খুশী দেখাচ্ছিল। তিনি আশ্বাস দিলেন যে, মার্কিন নীতির পরিবর্তন হয়েছে, তারপরে জানা গেল যে,

জাহাজ যাচ্ছে। প্রথমে দুটি জাহাজ আবার তিন জাহাজ, আবার পাঁচটি জাহাজ। এখন বলা হচ্ছে, পাইপ লাইনের সকল সাহায্য পৌঁছানো হবে। পাইপ লাইন কত দীর্ঘ কে জানে। এও জানা সম্ভব হচ্ছে না যে, তার ভেতরে কত অস্ত্র রয়েছে, কত যন্ত্রাংশ রয়েছে। মার্কিন সিনেটরদের কথাবার্তায় এসব জানা যাচ্ছে এবং একজন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানানো উচিত তবে এর সঙ্গে সঙ্গে নিজ দূতাবাসকেও আমাদের অধিক সক্রিয় করে তোলা আবশ্যক। সিনেটর চার্চ যা বলেছেন, নিউইয়র্ক টাইমস' সেটি সমর্থন করেছে। আমি বিদেশ মন্ত্রীকে প্রশ্ন করছি, একথা কি সত্য যে, আমেরিকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় প্রেসিডেন্টকে সুপারিশ করেছিলেন এ সময়ে পাকিস্তানকে কোন অস্ত্র না দিতে, কিন্তু প্রেসিডেন্ট নিক্সন নিজ ক্ষমতাবলেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, আমেরিকা থেকে অস্ত্র যাবে। আমি জানতে চাই, এ ব্যাপারে ভারত সরকারের বক্তব্য কি। আমি জানতে চাই, মার্কিন সরকারের কৌশল ও মনোভাব সম্পর্কে তাঁদের অভিমত কি? বিদেশ মন্ত্রী মহোদয় বলছেন, এই অস্ত্র বাংলাদেশে গণহত্যা আরো বৃদ্ধি করবে। এতে আমি একমত। তবে আমি আরেক পা এগিয়ে গিয়ে বলতে চাই, বাংলাদেশে গণহত্যা চালানোর মত পর্যাপ্ত অস্ত্র পাকিস্তানের আগে থেকেই রয়েছে। এ সব অস্ত্র আসছে যে কোন সময় ভারতের ওপর পাকিস্তানের আক্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে। এ আক্রমণ যে কোন স্থানে হতে পারে। জম্মু, কাশ্মীরে রাজস্থানে, গুজরাটেও হতে পারে নচেৎ এ সময় অস্ত্র প্রেরণের কি উদ্দেশ্য? আমেরিকার মনোভাব কি? বিদেশ মন্ত্রী মহোদয় বলছিলেন, রাশিয়া ও আমেরিকাকে আমাদের এক সারিতে দেখার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আজকের সংবাদপত্রে ইজভেস্তিয়ার খবর ছাপা হয়েছে রাশিয়ার নেতা আমাদেরকেও বলছেন, ধৈর্য ধর, পাকিস্তানকেও বলছেন ধৈর্য ধর। এইটে কি ভারত ও পাকিস্তানকে একই সারিতে রাখা হচ্ছেনা? এখন আমি দু তিনটি প্রশ্ন করতে চাই।

প্রথম প্রশ্ন এই যে, সরকার কি আমেরিকাকে এ যাবত কোন প্রতিবাদলিপি পাঠিয়েছেন। কূটনৈতিক পর্যায়ে লিখিত প্রতিবাদের গুরুত্ব ভিন্নতরই হয়।

ডঃ কিসিঞ্জার এখানে এসেছিলেন। তাঁর কাজ পরামর্শ দেয়া। ভুল পরামর্শও তিনি দিতে পারেন। তিনি পরামর্শ দেবেন সেখানে আর এখানে তিনি তথ্য উদ্ধার করবেন। আমি জানতে চাই আমরা কি তাঁকে শরণার্থী শিবিরে গিয়ে একটু পরিদর্শন করে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি? এটা করা হলেইত তিনি তথ্য পেয়ে যেতেন। আগত লোকদের চেহারায় ভয় ও আতংকের যে সব কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে তিনি তা পড়ে নিতে পারতেন। এর মন্ত্রী মহোদয়ের প্রয়োজন হত না তাঁকে বুঝাবার। আমরা তাঁকে কোন শরণার্থী শিবিরে না পাঠালে কি কারণে পাঠাইনি?

আমেরিকা শরণার্থীদের জন্য আমাদেরকে সাহায্য দিচ্ছে আর পাকিস্তানকে দিচ্ছে অস্ত্র। এক আমেরিকার দুটি রূপ। আমি জানতে চাই, আমেরিকার কৌশলের বিরুদ্ধে নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশের জন্য বিদেশ মন্ত্রী কি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? বিদেশ মন্ত্রী কি এই ঘোষণা দিতে প্রস্তুত আছেন যে আমেরিকা পাকিস্তানকে অস্ত্র দেয়া বন্ধ না করলে উদ্বাস্তুদের জন্য সে যত সাহায্য দিতে তৈরী থাক না কেন আমরা তা গ্রহণ করব না, আমরা তা ফেরত দেব? হামাগুড়ি দিয়ে টেনে হিচড়ে চলার চেয়ে নিজ পায়ের ওপর ভর করে লড়তে লড়তে মরে যাওয়াই বেশী ভাল।

SHRI SWARAN SINGH . The repuly to the first question is "yes" To the second question also the answer is "yes". Dr. Kissinger said that he was too buy and that he cannot g to see the refugee camps. Regarding his third question, rather suggestion, that in view of the continued policy of the United States

Government regarding supply of arms to Pakistan whether I can now declare that I will not accept any aid for refugees, I am sorry, I cannot make such a declaration at the present moment.

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী: আমেরিকা লিখিত প্রতিবাদপত্র দেয়া হলে তার প্রকৃতি কি এবং কবে দেয়া হয়েছে?

SHRI SWARAN SINGH : Yes, this was given on the 27th June 1971.

শ্রী মুকুল চন্দ্র বর্মা: এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর ওপর কমপক্ষে দুই ঘন্টা আলোচনা হওয়া দরকার। এটি আমাদের দেশের একটি জীবন-মরণ সমস্যা। সংসদের সকলে চায় এর ওপর দুই ঘন্টা ধরে আলোচনা হোক।

MR. SPEAKER : If the rules permit it. I have no objection to allowing it.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের সামরিক জান্তা কর্তৃক শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার হুমকি প্রসংগে আলোচনা।	ভারতের লোকসভায় কার্যবিবরণী	৪, ৯ ও ১২ আগস্ট, ১৯৭১

12·10 hrs.

RE. PAK MILITARY REGIME'S THREAT TO EXECUTE SHEIKH MUJIBUR RAHMAN

MR. SPEAKER : Mr. F. A Ahmed.

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : I want to draw your attention to a very vital and urgent matter.

MR. SPEAKER : I am not allowing you. You have come determined. I am sorry I cannot accept it.

SHRI SAMAR GUHA : Unless and until you throw me out of this House, I will go on continuing to raise a matter about Bangladesh and bring it to the attention of this House and through this House to the country at large, especially when the military regime there is threatening the Banga Bandhu, Sheikh Mujibur Rahman, that he would be executed before October next. Uuless and until you throw me out of this House, I am not going out. Let me see. (*Interruption*).

MR. Speaker : He says that unless I throw him out the House he will not stop. (*Interruption*).

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী (গোয়ালিয়র) : স্পীকার মহোদয়, আমার নিবেদন এই যে, শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে পুরো সংসদের মনোভাব এটিই আর আমাদের বঙ্গবন্ধু শ্রী সমরগুহ তো বাংলাদেশ সমস্যা না তুলে থাকতেই পারেন না। আপনি তাঁকে বলতে পারেন যে, আপনি এ সমস্যা নিয়ে ভাবছেন এবং এভাবে এই সমস্যা এড়াতে পারেন।

স্পীকার মহোদয় : এরূপ দু'তিন দিন তো আমি চিন্তা-ভাবনার কথা বলে কাটিয়েছি। আর কতদূর এভাবে চলবে।

SHRI S. A. SHAMIM (Srinagar) : He is not standing alone. I am sure the entire House is in sympathy with him. The question is not of Shri Samar Guha. The entire House. I do not know why the entire ruling party is silent on this issue.

SHRI H. N. MUKHERJEE (Calcutta North-East): The hon. Member has raised a certain question which is agitating the House. The Government is represented by some Ministers, footling or not I do not know, but they do not respond. It is always incumbent on the House to bring such matters to the notice of everybody and for Government to give some kind of response. I have found the Chair always asking the Government to make note of the observations and respond in whichever manner they think fit. I cannot expect the Chair to

take sides or make a pronouncement, but the Government does not say anything. The Leader of the House, the Prime Minister, is not here. I do not know what those Ministers are doing. They ought to respond.

MR. SPEAKER: When there was nothing on the agenda, why should they be here? The Rajya Sabha is also there. The Ministers are divided. Some of them go to the other House, some of them come to this House.

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী : স্পীকার মহাশয়, আমি যা বলেছি তার অর্থ এই নয় যে, মাননীয় সদর গৃহ যে প্রশ্ন তুলছেন তা হেসে উড়িয়ে দিতে হবে, আমি তো আপনার ও তাঁর মধ্যকার দ্বন্দ্ব এড়াতে চেয়েছি মাত্র। আপনি এটা গ্রহণ করতে পারেন।

স্পীকার মহোদয় : কিভাবে নিতে পারি

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী : স্পীকার মহাশয়, দৃষ্টি আকর্ষণ (Call attention)-এর মধ্যে আপনি এটি নিতে পারেন।

MR. SPEAKER: I only tell you I cannot be forced like this, I cannot be cowed down like this. There is a way of putting a question, not in this manner. A Member goes on defying the Chair, and then you say that I should agree No, I am not going to agree.

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী : স্পীকার মহাশয়, আমি এর উপর দৃষ্টি আকর্ষণ (Call attention) দিয়েছি।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur: I remember that when this question was raised, you were kind on enough to ask Shri Swaran Singh to say something about it. It has come in the newspapers. Let him make a statement.

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : the Government is as much worried and exercised as the House is over what has been stated by the military junta of Pakistan about Sheikh Mujibur Rahman, the unorowned leader of Bangladesh. As the House is awar, we have approached the Governments of various States to exercise pressure on the Government of Pakistan to see that no harm is done to Sheikh Mujibur Rahman.

SHRI S. M. BANERJEE: Let us pass a Resolution demanding the release of Sheikh Mujibur Rahman. The House can pass it.

SHRI JAGJIVAN RAM: I think the Minister of external Affairs informed the House that the matter das been taken up at the diplomatic level with various States to see that justice is done to Sheikh Mujibur Rahman and a political settlement is arrived at which will be to the satisfaction fo the elected representatives of Bangla Desh. That is what the Government wants.

12·00 hrs. ৯ আগষ্ট, ১৯৭১

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED STATEMENT BY PRESIDENT YAHYA KHAN OF PAKISTAN TO EXECUTE SHEIKH MUJIBUR RAHMAN

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent Public Importance and request that he may make a statement hereon:

The reported statement by President Yahya Khan of Pakistan that Sheikh Mujibur Rahman may be executed.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SWARAN SINGH): Government view with grave concern press reports of President Yahya Khan's statement that Sheikh Mujibur Rahman would be "court martialled" and that he could not say whether or not the Sheikh would be alive when the so-called Pakistan National Assembly meets. President Yahya Khan himself had, in one of his earlier statements referred to Sheikh Mujibur Rahman as "the future Prime Minister of Pakistan". As the leader of the Awami League Party which won 167 of the 169 seats to the National Assembly from Bangla Desh and thus had a clear majority of votes in the National Assembly of Pakistan, Sheikh Mujibur Rahman held a unique position as the acknowledge leader not only of East Pakistan, but of the whole of Pakistan. What happened after the 25th of March this year is known to the whole world. The denial of the verdict of the people and letting loose of military oppression and trampling on the fundamental human rights of the people of Bangla Desh stand self-condemned. Instead of respecting the verdict of the people and acknowledging Sheikh Mujibur Rahman as the elected and undisputed leader of Bangla Desh, the Pakistan Government has launched a reign of terror and carried out a calculated plan of genocide, the like of which has not been seen in recent times. To stage a farcical trial against Sheikh Mujibur Rahman is a gross violation of human rights and deserves to be condemned by the whole world.

We have repeatedly expressed our concern for the safety and welfare of Sheikh Mujibur Rahman and his family who also are under house arrest or in prison. We have conveyed our concern to foreign governments and asked them to exercise their influence on the Government of Pakistan in this regard. Should any harm be caused to the person of Sheikh Mujibuh Rahman or his family and colleagues, the present situation in Bangla Desh will be immeasurably aggravated and the present Pakistani rulers will be solely responsible for the consequences. We share the concern expressed by about 500 Members of Parliament in this regard. We appeal to the conscience of humanity to raise their voice against the action that the President of Pakistan proposes to take. We express our condemnation of the proposed action and warn the Government of Pakistan of its serious consequences.

SHRI SAMAR GUHA : The Members of the Lok Sabha and the Rajya Sabha have in their deepest anxiety sent a memorandum to U. Thant for rousing the world conscience and also to take immediate steps for stopping the trial against Sheikh Mujibur Rehman and also for his unconditional and immediate release. Now it is the turn of the Government. What effective measures have they taken for early release of Sheikh Mujibur Rahman and also for ensuring his personal safety and security. It is not a mere question of just appealing to international community to rouse world conscience; that alone cannot save the life of Banga Bandhu. To me the most effective measure is to recognise Sheikh Mujibur Rehman as the President of the People's Republic of Bangla Desh by giving immediate recognition to Bangla Desh. This diplomatic role has a meaning which even the bedlamite chieftain of Pindi Junta—may be he represents the mad house of the political lunatics of Pindi—should realise; even the bedlamite chieftain of Pindi will realise the international implication and also the legal implications of making an attempt to try in a military court the President of an independent sovereign State. If there is any question for ensuring the security of the life of Sheikh Mujibur Rahman and for effecting his immediate release, recognition is the first and formost issue that our Government should decide and decide immediately

Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rahman is not merely leader of 75 million people of Bangla Desh; he is not only the President of the People's Repub'ic of Bangla Desh; he is much more than that. He is the emblem of the highest value of democracy in the world today. I again use the word Banga Bandhu; he is really the Bandhu of values—praja tantric. ideal. I want to remind the House that nowhere and at no time in the annals of the world history no 'eader commanded the total loyalty of the total population of a country as Sheikh Mujibur Rehman does today. In no democratic multi-party system of elections ever held in any part of the world has emerged a leader like him who could secure with his partty 98·9 per cent of the representation the people. No. military, fascist or any type of totalitarian regime has ever succeeded in resurrecting the sovereign will of the people, lost in the abyss of ruthless totalitarian authority as he has done And it must be remenbered that the elections were held under the military regime of Pakistan. In those conditions, he made a tremendous success in resurrecting the sovereign will of the people. It is to be recorded in the august House of biggest democracy in the world that no democratic 'eader of any country in the world had ever succeeded in raising the banner of democracy to the highest summit as has been done by Sheikh Mujibur Rehman.

We are proud of our Gandhian legacy. Mahatma Gandhi is the father of the technique of non-violent non-cooperation movement. I should humbly say that Sheikh Mujibur Rehman excelled in applying the technique of national liberation much more than Gandhiji himself. The total people of Bang'a Desh had complete faith in him and before the 25th of March no writ of Yahya Khan

had any sway either in the public life or in public administration. It is on record that it had never happened in any part of the world that the Chief Justice of the High Court refused to administer the oath of office to the Governor-designate Mr Tikka Khan.

Mr Yahya Khan has claimed that he is a descendent of Nadir Shah. He has made that claim. In the right style of Nadir Shah, he has taken the decision to try Sheikh Mujibur Rehman—who, as I said, is the greatest emblem of democracy today—in camera. He has also threatened in advance to prejudice the proceedings of the court by saying that he might be executed before the sitting of the so-called, fake National Assembly of Pakistan in coming October.

I want to warn Pakistan that if they try . (*Interruptions*) This is a warning—there will be unprecedented repercussions, terrible repercussions in Bangladesh Mr Yahya Khan should know that the lives of forty lakhs of West Pakistan people who are living in Bangla Desh and the 51 2 divisions of the Pakistan army will be endangered, if he dare touch Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rehman If Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rahman is executed not a single soldier of the Pakistan Army nor any other elements of West Pakistan will have the chance of crossing the shores of the Bay of Bengal. So, ever for the security and safety of the life of his own people, who are more or less potential hostages in the hands of the people of Bangla Desh, Yahya Khan should not do this. That spirit should not be there but I am telling the terrible truth. If they touch Sheikh Mujibur Rehman an unprecedented thing will happen Terrible reaction will sweep the whole of Bangla Desh and those helpless and in some way innocent people of West Pakistan who are not in Bangla Desh will have to suffer for it Yahya Khan should also have to bear that in mind

The Prime Minister is not here. I was have reminded her of the role played by the late Pandit Jawaharlal Nehru, his frantic efforts to save the life of the Congo leader Lumumba I appeal to the Prime Minister, the daughter of Pandit Nehru that he should not leave any unturned for ensuring the personal safety and security of Sheikh Mujibur Rahman and to effect his early release.

I want to know from the Government whether the Government of India is going to recognise Sheikh Mujibur Rehman as the President of the People's Republic of Bangla Desh by giving immediate recognition to Bangla Desh. In my opinion, I have already said that it is the best step, best measure for ensuring the security of the life of Rehman and also for effecting the release of Sheikh Mujibur Rehman.

Secondly, I want to know whether this Parliament, the biggest bastion of democracy will pass a unanimous resolution demanding the safety and security of the life of Sheikh Mujibur Rehman and also his early release and making an

appeal to the conscience of the world community to exercise all their influence and pressure on the Government of Pakistan so that they dare not touch Sheikh Mujibur Rehman.

Thirdly, I would make an appeal to the Speaker who is the Chairman of the Indian Parliamentary Union, to send delegation of Members of Parliament—I do not want a delegation from the government—to the different countries of the World so as to take up the cause of Mujibur Rehman and arouse world conscience. Fourthly the government is going to make an announcement in this House of having their defence alliance with Russia. I want to know from the government whether our friend, Mr. Gromyko. . . (*interruptions*) Yes, I call him a friend, because a friend in need is friend indeed. I want to know from the government whether they have taken up the cause of the personal safety and security of Sheikh Mujibur Rehman and his early release with Mr. Gromyko. Lastly, I want to know from the Government whether they are going to take up the matter, if necessary, in the forum of the United Nations.

SHRI SWARAN SINGH : Sir, I am in agreement when he pays high tribute to the outstanding democratic leader, Sheikh Mujibur Rehman who won not only such outstanding victory in the elections but who now commands total respect from the people of Bangla Desh and, if I may add, of all freedom-loving people the world over. It is for this reason that we expressed our anguish at this report and we have condemned in no uncertain terms the attitude that President Yahya Khan is adopting in the matter of the farce of a trial which may lead to very disquieting results. But some of the remedies that the hon. Member has suggested are not related to this question. For example, he has referred to the question of recognition.

SHRI SAMAR GUHA : Then we can establish diplomatic relations and he will be the President of a sovereign independent republic. That will give him the greatest legal security.

SHRI SWARAN SINGH : That it is a separate issue. Let us not, by this attitude, give the impression of softening of our attitude to this immediate question of the release of Sheikh Mujibur Rehman. Whatever may be the circumstances, the entire international community should concentrate on securing his release and saving him from the farcical trial, the intention of starting which has been indicated by President Yahya Khan.

Then he referred to the question of a resolution by this august House. Well I would welcome it if there is any such resolution. I would be in favour of that. In fact, I think the way this entire House is responding to this suggestion is the clearest form of our expression of sympathy for Sheikh Mujibur Rehman in this situation, and all of us are united in suggesting that the military rulers, in their own interest, will be doing a good turn if they were to release him and start talks with him for finding out whatever may be the solution to this problem.

About the appeal to the Speaker, the hon. Speaker is the best person to decide it.

MR. SPEAKER : What do you advise me? What should I do?

SHRI SWARAN SINGH : About the other question, I would like to say that the Government of India has already taken it up with all friendly countries, including the USSR Government, that they should exercise their influence with the military rulers of Pakistan to bring about a situation where these military atrocities stop there and the military rulers start negotiation with the elected represenatives for finding a satisfactory solution.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior): What is their reaction?

SHRI SWARAN SINGH : Most of the governments have promised that they will take this matter up with President Yahya Khan.

Then Sir, about the last question the hon. Member has already said that they have sent a memorandum to the Secretary General and I am sure that this will have effect not only in the United Nations circles but also in other countries of the world. As to whether it can be taken in any formal from at the U.N. is a matter which requires careful consideration. I agree with the hon. Member but as to whether it can be taken up as an item is a matter which requires careful consideration.

MR. SPEAKER : This is first time that a Calling attention question is also addressed to the Speaker. I have taken a due note of it. If Dr Karan Singh is prepared to lend me two Jumbo Jets, the whole Parliament will be sent abroad.

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) I am entirely in your hands.

MR. SPEAKER : All right. He is entirely in my hands. So, I will try if you can have some excursions but also do something there and not confine yourself to one thing For your information our Parliamentary Group has already sent a very well drafted resolution agreed to by all the Groups in the Executive Committee to the next Conference of Inter-Parliamentary Unit to be held at Paris.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal) : Mr. Speaker. Sir, I want to make a submission in this regard. This was not an occasion when light-hearted remarks should have been made.

MR. SPEAKER . We have sent a very well drafted resolution to the IPU. I think in future no Question should be addressed to the Speaker.

SHRI S.M. BANERJEE (Kanpur): Sir, I am somewhat encourage to read the last sentence of the statement that the hon. Minister of External Affairs has said:

"We express our condemnation of the proposed action and warn the Government of Pakistan of its serious consequences".

This is the first time that we have not only expressed our surprise and regret or condemned this particular action of Yahya Khan but also warned them of the serious consequences. We know the character of this military dictator and their master, the United States Imperialist and we know that Yahya Khan today is a great puppet in the hands of U.S. Imperialist So, the question is when we appealed to the constience of other nations we should have the sad experience of the past. Some of the organisations of the entire world demanded execution of Rosenberg should be stopped But what happened? They were executed. I know what happened to Patrice Lumumba. How he was murdered. We are also aware as to what happened to Martin luther King when he was murdered. I am not surprised when the people fight against the military tyranny sometimes they are murdered, sometimes they are butchered and that is why we say paths of glory lead to the grave But my only anxiety is that it is not only question of execution of Mujibur Rehman by the military court after the farcical trial but this will be the crucifixion of humanity, parliamentary democracy and, last but not the least, secularism in Bangla Desh.

I know, as long as even a child is alive in Bangla Desh Mujibur Rahman cannot be executed by this military power. I still have faith in the people who have fought. Six lakhs of them became victims of military bullets They are still fighting The Mukti Fouj is gaining ground and they are growing stronger.

What I expect from my own Government is that apart from condemning it and appealing to the conscience of the entire world, apart from warning the Pakistan Government of serious consequences, the question of recognition should also be settled.

How are the people of India reacting to this? Yesterday it was really a lesson to me when I was attending a particular function and the famous exponent of Tagore music M N Kumar Mukherjee, was singing the national anthem of Bangla Desh.

Everyone knows, including the Cabinet Ministers: we know in our heart of hearts that Bangla Desh is a settled fact. So, I would request the hon. Minister to consider today on this historic day of 9th August, when the people of this country fought against the British imperialists—that was the greatest battle of the national liberation movement—whether a time has come now when to save life of Mujibur Rahman, to save democracy and secularism in Bangla Desh, that Government should be recognised.

The hon. Minister will immediately say that this is not connected with this question. But how can you possibly save by merely appealing? The American imperialists will never allow anything to be done. Yahya Khan, that mini-dictator of Pakistan is under their heel. I am sure, by any means they will try to liquidate Mujibur Rahman because that is what dictators always feel that by liquidating a particular person, they will be able to liquidate a particular principle or ideology I know that he will never succeed but still he will try to do it.

So, my question to the hon. Minister is whether, in view of the present situation in Bangla Desh, Government would reconsider or make up its mind finally and firmly about the recognition of Bangla Desh.

I am so happy, I am encouraged, to know—I am yet to know the full facts about it—that there is an agreement reached yesterday and today between the Foreign Minister of USSR, Mr. Gromyko, and our Government on India's defence against the grand alliance between the USA, Pakistan and China. I hail it and I want to give a standing ovation to this historic day. But I would like to know whether after this agrrement, after these assurances India will get courage and conviction to recognise Bangla Desh without fearing attacks either from Pakistan or from China. I am sure, no attack will come. Once it is recognised, we can save the life of Mujibur Rahman and save democracy and secularism in Bangla Desh.

With these words, I appeal to you, and through you, to the hon. Minister to throw some more light than he has done in the statement. I am happy that they have warned Pakistan of serious consequences. But what can be the consequences? They have to be spelt out. It should not be left in the hands of Pakistan and World opinion. We have got friends. A socialist power, the USSR, is with us It has been proved that our friends in the imperialist countries supply arms to Pakistan and wheat to us but our real friendship lies in USSR. And that has been strengthened. They should have courage and conviction to recognise Bangla Desh. I appeal to the Government and the world at large to see Sheikh Mujibur Rahman is released soon.

SHRI SWARAN SINGH : On the question of recognition, the Government's stand has been explained from time to time and this is not the occasion to reiterate that. So, I do not want to make any elaborate statement on the question of recognition. On the second question, that the consequences should be spelt out, I think, wisdom requires that we should not spelt out consequences.

SHRI S. M. BANERJEE : My question has not been replied to fully. What about the agreement? (*Interruptions*) They have come to an agreement (*Interruptions*).

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : We know nothing about the agreement.

SHRI S. M. BANERJEE : I want to know whether there is an Agreement and if so, what is the Agreement.

MR. SPEAKER : The Minister is yet to make a statement on this Agreement.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : We do not know anything about it.

MR. SPEAKER : He will make a statement later on. (*Interruptions*)

SHRI S. M. BANERJEE . There is so much demonstration outside about Bangla Desh. He cannot answer about recognition of Bangla Desh. This is something surprising. (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : Order, order Shri H M. Patel.

SHRI H. M. PATEL (Dhandhuka): After the hon. Minister's statement and the subsequent clarification which he gave in reply to Mr. Samar Guha's speech, I do not see much need for further clarification. It is clear that the Government is not at this stage prepared to make any statement about recognition which many of us feel should be done. But I would like to ask him whether he cannot move a formal Resolution expressing the unanimously view of this House that it is deeply concerned about it. It seems to me that if such a Resolution is passed, it would have some weight. What worth it will have is doubtful because it is quite evident that Pakistan and President Yahya Khan are almost insulated against any reasonable suggestion. Nevertheless, perhaps a formal Resolution adopted in this House may have some effect.

SHRI SWARAN SINGH : I presume from the way the various parties represented in this honourable House are reacting to the statement that I have made, that there is general support for the attitude we have adopted. There appears to be unanimous support for this. As I have already said, I would welcome it if the House adopted a Resolution supporting the stand.

SHRI S. M. BANERJEE : Do it. You can move a Resolution? (*Interruptions*)

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : We have already passed a unanimous Resolution. What has the Government done about it so far? What is the idea in passing another Resolution? (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : Mr. Banerjee, don't get up every time. This is very bad. Shri P. R. Das Munsi

SHRI PRIYA RANJAN DAS MUNSI (Calcutta South): So far as the statement of the hon. Minister is concerned, I am really happy that the Government have at the right time conveyed their concern to foreign Governments.

In this context, I remember the past glorious history of our country, when, in 1924, a great leader Nataji Subhash Chandra Bose who was in the Calcutta Corporation then, was arrested, at that time, Shri C. R. Das, another great leader, quoted very beautiful words that, if the law of freedom for the country was a crime, then he was a criminal.

This is absolutely the right time for the people of India and also millions of people outside who believe in democracy and freedom to feel about it and, in the context or Sheikh Mujibur Rahman, utter the same tune and spirit like that of Shri C. R. Das. There is no doubt that we are acting according to facts and feelings.

In view of the fact in the statement that we have conveyed our concern to foreign Governments and asked them to exercise their influence on the Government of Pakistan in this regard, I would like to ask one question from the hon. Minister.

We have seen that two political conspiracies, the drama of Political conspiracy has been staged, one in Peking by Kissinger and Chou En Lai and another by Yahya Khan who is Kissinger in Islamabad. In that aspect after the drama was end. Is the Government aware of this fact that the conspiracy has the significance of Yahya Khan's threat to execute Sheikh Mujibur Rahman immediately after Kissinger-Chou meeting and the ominous chance of the Nixon administration on this extremely grave issue. I do not understand. What Yahya Khan is speaking is absolutely on the strength of the people of West Pakistan but Yahya Khan absolutely has been the adopted son of Nixon. As Yahya advises, Nixon acts, I believe that.

I would like to have an answer, not a circuitous answer, from the Minister in charge of External Affairs as to what the reaction of the Government of India is in regard to the ominous silence of the Nixon administration.

Next, I would like to submit my point which is very specific. We have already said and we place our condemnation and probably warned the Government of Pakistan of the serious consequences. I believe that the act, particularly, the statement of Yahya Khan to execute Mujibur Rehman is an of belligerency against Bangla Desh and I believe it will be an act of belligerency not only against the people of Bangla Desh but also it will be an act of belligerency against the people of India as we share our sentiments with

the people of Bangla Desh. Whether the Foreign Minister is aware that if Yahya Khan tries to hit Mujibur Rahman in any case, will the Government call the people of India, particularly, the young people to immediately join the Liberation movement and the Mukti Fauj to stand up to Yahya Khan's naked oppression against the people of Bangla Desh.

These two categorical answers I want to know from the Minister of External Affairs.

SHRI SWARAN SINGH : About the attitude of the United States Government in the matter of continued supply of arms to Pakistan and their general support to the Pakistani posture in the context of the refugees and UN circles we have expressed our total opposition to the stand taken by the United States Government. This I have stated also on the floor of the House on earlier occasions.

About the second question, that he had asked, that is a suggestion calling upon the people of India to join the Mukti Fauj, that is the operative part of his suggestion. This is more for a political rather than governmental action.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : The memorandum srbmitted by the members of Parliament is the symbol of the nations' aguish and concern at the manner in which Yahya Khan, the modern Nadir Shah, is behaving and his hand is dripped with the blood of innocent people of the Bangla Desh. May I know from the hon. Foreign Minister that he has in his statement stated that he has sounded many foreign countries to help in bringing pressure on Yahya Khan not to resort to inhuman acts. Whether the hon. Foreign Minister is aware that the Prime Minister of UK has said that he will not interfere in the internal affairs in intervening with the regard to barbarity that is going to be perpetrated by Yahya Khan. Quite recently Tunku Abdur Rahman who was our guest made a statement in Kualalampur as if he was averse in bringing pressure on Yahya Khan and he is in a way conniving at the act of Yahya Khan in his genocide and carnage. Whether the Foreign Minister is aware that Yahya Khan at this juncture when he has acted as a broker between Peking and USA is demanding his first instalment of the brokerage and he has been emboldened to come out with this statement and a country like the USA which proclaims and boasts itself of equality and fraternity has been an active accomplice in this heinous crime by not stopping aid to Pakistan in spite of the resistance made in the House of Representatives by an eminent Senator like Edward Kennedy. In this regard I want to know whether the Foreign Minister is still sure that he will be able to bring round the super-powers that they will be able to bring pressure. The facts have amply proved that these super-powers are acting only in their own enlightened self-interest oblivious of the fact that there is human carnage going on in this part of the world. In that case, I want to know whether the

Foreign Minister, having friendly countries like USSR who stood by us in all critical junctures of our relation with other countries, will be able to bring this matter before the United Nations and before the Human Rights Commission, to see that Yahya Khan is prevented from committing this barbarous act.

SHRI SWARAN SINGH : The hon. Member has rightly mentioned the attitude that has been adopted by the Governmental representatives of several countries. I would be quite frank in saying that even those countries whose Governmental representatives say that they would try to use their good offices in persuading the military rulers not go to ahead with their atrocities, are reluctant to say so openly, except in the case of the USSR President Mr. Podgorney, and some others hon'ble exceptions.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE . What are the other exceptions?

SHRI PILOO MODY (Godhra) : And how honourable are they?

SHRI SWARAN SINGH : There are other socialist countries also. But, we have to continue our efforts to persuade these countries to use whatever influence they may have with President Yahya Khan not to goahead with this mad policy upon which he has already embarked.

In the operative part of the question the hon. Member asked as to whether the question will be raised in the Human Rights Commission and the United Nations. Surely, it can be raised and it is our intension to raise it in some appropriate form in the UN or in the Human Rights Commission.

19·13 hrs. ১২ আগষ্ট, ১৯৭১

STATEMENT RE. REPORTED TRIAL OF SHEIKH MUJIBUR RAHMAN BY THE MILITARY REGIME OF PAKISTAN

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Sir, in the morning, I requested, through you, the Prime Minister to say something about Shri Mujibur Rahman and his safety. I know that a resolution cannot be moved at the fag end of the day. But since the Prime Minister is here, and she has also issued a statement appealing to all the countries to come to the rescue and see that the execution of Shri Mujibur Rahman is halted. I would request her, through you. Sir, to say some good word so that the world may know that this Parliament is equally concerned with it and that the execution with the help of the American imperialists by Yahya regime is stopped. With the death of Shri Mujibur Rahman, it might be the death of the Parliamentary democracy and secularism in Bangla Desh. I would request the Prime Minister to say something about that.

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : Mr. Speaker, Sir, I can

fully appreciate the deep concern, anxiety and, indeed, agony of the mind of the hon. Members with regard to the news which has been coming across from West Pakistan.

I can only say that the Government shares this agony and anxiety. I do not agree with the last sentence of the hon. Member that the freedom Movement in Bangla Desh will die. Because we all know that martyrdom gives immortality. We all know, that far from weakening a movement, it strengthens it. Everywhere in the world, freedom struggles have gone from strength to strength, the more the authority has tried to suppress them.

Sir, we have tried to get some news. This is from the United Press International--the hon. Members can take it or leave it.

"But the Pakistani officials to-day refused to say whether the trial of the Awami League leader Sheikh Mujibur Rahman started on schedule yesterday."

There has been no other news. No mention on any of the Pakistan Radio Broadcasts.

Just now we have been discussing the natural calamities of drought and floods which cause hardship and suffering to our people year after year. But here there is a calamity of great magnitude, not caused by nature but by man and one which is quite unnecessary. As I have said an previous occasions, we are concerned not only because of the ideals of freedom and human dignity and human suffering but also because this tragedy has a direct effect and impact on our own country.

I can understand the desire of the Members for greater effort on our part. Many Members have sent telegrams to various organizations and Parliaments abroad. The Government of India also has approached the Secretary-General of the U. N, U Thant. I myself have written on more than one occasion the Heads of States and Prime Ministers to try their best to save the life of Sheikh Mujibur Rahman. I know that there is a feeling in Parliament that Parliament itself should move a resolution. I have no objection to such a resolution, but I feel that it would not serve much purpose except to reiterate our own strong feelings. We know that the sort of military regime which exists in Pakistan is not going to pay any heed to our resolution or even to the opinion of other peoples of the world. Perhaps it could be pressurised by certain Governments and we are doing our best that such pressure should be exercised.

We have also to take into account the fact that anything we do could harm the cause. We know that there is an effort on the part of the military regime to propagate the view that Sheikh Mujibur Rahman's actions are activated by India and that India is encouraging him. All kinds of other allegations which have no foundation whatsoever are being made. In fact...

SHRI S. M. BANERJEE : It is all lies.

SHRIMATI INDIRA GANDHI : They are lies, but we should not do anything which could encourage this propaganda and might go against him.

One more point I should like to make to the hon. Members. Sometimes in our speeches, we tend to talk about West Pakistan. At all times we should make a distinction between the people of West Pakistan with whom we have no quarrel whatsoever... (*Interruption*) and the military regime which is responsible for the atrocities in Bangla Desh and which is suppressing the legitimae political rights of the people even in the different provinces of West Pakistan. Now we come to the end of the session. As we do so, we reiterate our strong feelings about Sheikh Mujibur Rahman and all that is happening to the long-suffering people of the Bangladesh. They are a gifted people who have perhaps given more revolutionaries in this sub-continent than any other part of the region. To-day they are undergoing great hardship.

As I said earlier, Sheikh Mujib is not just on individual. We should be concerned about the liberty and the rights even of an individual and a revolutionary. But, to-day, he has became the embodiment.. (*Interruptions*) of the aspirations and urges of the people of Bangla Desh and of the suffering and spirit of sacrifice which they are enduring with such courage and fortitude.

This is a good note on which to end the session. It is a very sad note but such are the circumstances of the situation...

SHRI SHYAMNANDAN MISRA (Begusarai). What are the reactions of other countries to your approach to the trial of Sheikh Mujibur Rahman?

SHRIMATI INDIRA GANDHI : Several have written to us that they are taken up the matter or that they have taken up the matter.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : U Thant has no initiative in this matter so far?

SHRIMATI INDIRA GANDHI : The hon. Member must have seen the statement issued by U Thant. It appeared in the morning papers. I don't know whether it is the full statement or not. But, that it will, give the Hon'ble Members some idea of the difficulties of the situation. We are aware of the weaknesses of the U. N. which have been obvious in other situation also.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal) : In-built weaknesses.

SHRIMATI INDIRA GANDHI : Another question is what will help Sheikh Mujibur Rahman at this Particular moment. I am glad that the House has shown such unity and solidarity in this matter, because, this is a source of strength to us in this situation. We are interested not merely because of our opinion about Sheikh Mujibur Rahman, but because we think that the action proposed by the military regime of West Pakistan will have an impact, not only on Bangla Desh and on our country, but we feel, that will have a much wider impact all over the world. Nor will it help even those countries who think they are helping the military Government of West Pakistan. Even that end will not be served.

MR. SPEAKER . Now, the House stands adjourned *sine die.* Wish we you very comfortable and happy vacation; we will meet again sometime in November.

19·21 hrs.

The Lok Sabha then adjourned sine die.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারতের সীমান্তে পাকিস্তানের সৈন্য সমাবেশ সম্পর্কে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বিবৃতি এবং আলোচনা।	ভারতের লোকসভার কার্যবিবরণী	১৫ নভেম্বর, ১৯৭১

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported Concentration of Pakistani forces on Indian borders.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : I call the attention of the Minister of Defence to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :

"Reported concentration of Pakistani forces on Indian borders, loss of Indian life and property owing to Pakistani shelling and repeated violations of Indian air space by Pakistani aircraft."

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : Mr. Speaktr, Sir, the genesis of the tense situation on our borders we with Pakistan lies in the controntation between the military rulers and the people of Bangla Desh.

The House is aware of the terrible crack down by the Pak Army on Bangla Desh on the fateful night of 25th/26th March 1971. In an election held earlier for the first time after a decade, the people of Bangla Desh, gave their confidence to the Awami League and voted for its six point programme of autonomy. The military rulers of Pakistan instead of honouring the result of the election hurled defiance at the people of Bangla Desh and unleashed a terror, like of which has not been seen or heard before, on the fateful night of March 25th/26th.

In the process, unprecedented atrocities have been perpetrated; hundreds of thousands of people have been done to death in cold blood; villages have been burnt; women have been dishonoured, and children maimed. The University of Dacca was a particular target for attack; the armed forces concerntrated on the intelligentia, the youth and the minorities. Modern weapons of warfare, including tanks, armoured cars, even artillery and aircrafts have been used. This House has already extended its sympathies to the victims of this terror.

The people of Bangla Desh rose to a man in revolt. The East Bengal Regiments and the East Pakistan Rifles offered resistance, with many members of the armed police joining them Whilst seemingly engaged in negotiations with the Awami League, the military rulers had already brought nearly two Divisions of Pakistani troops into East Bengal. When they met with determined resistance

large scale reinforcements were quickly brought in by air and sea. Later, large para-military forces, called the East Pakistan Civil Armed Force and Razakars have also been organised and are wreaking havoc in the country-side.

Men, women and children, Muslims, Hindus, Christians and Budhists, fled from this unparallelled terror in an unending stream to seek shelter in India. The terror continues unabated; so does the stream of refugees. It has reached the staggering figure of nearly 10 million people.

The genocide practised by Pakistan, the cruel attempt to destroy the culture and identity of the people of Bangla Desh, has evoked the sympathy of the entire world. The forcible expulsion of millions of men and women, of all creeds and ages, in a state of utter helplessness and exhausion, constitutes, so far as we are concerned, a new kind of aggression. We could not but give them shelter and succour. Their continued stay in our country imposes intolerable strains on us; threatens the stability of our economy, jeopardizes many of the fundamental values enshrined in our Constitution and has engendered social, economic, and political tensions. It is our wish that these refugees from terror return to their homes in honour, in dignity and in full safety.

The military rulers have so far done nothing to put an end to the terror or to create conditions in which the refugees could return to their homes. The efforts made by the people, the press, the governments of many nations have so far proved unavailing.

The people of Bangladesh have been making their own efforts to make it impossible for the Pak Army to continue its reign of terror. A powerful resistance movement has grown around the East Bengal Regiment and the East Pakistan Rifles Angry young men have joined in large numbers. The resistance offered by them has unnerved the Pak Army. Their successes have made them hopeful of early deliverance.

The military rulers have for the past many months been trying to divert the attention of the world from their misdemeanours and mistakes by fastening and foisting the blame on India. We are guilty only of sympathising and supporting people in dire distress. The President of Pakistan, however, threatens to wreak vengeance upon us, if the Mukti Bahini succeeds in liberating their land from the clutches of Pakistani hords who are perpetrating rape and rapine in Bangla Desh on a scale unprecedented in the recorded annals of history. On 30th July, 1971, President Yahya Khan threatened us with total war. On October 12th, in his address to the nation, the threat was renewed. In between, the armed might of Pakistan has been significantly reinforced and strengthened. War hysteria has been whipped up. A poster campaign to "Crush India" and "Conquer India" has been launched. The cry of Jehad has been raised.

To back up his threat of total war against India President Yahya Khan ordered large-scale movement of troops all along the Western Indo-Pak border. Opposite Rajasthan, Gujarat and East Punjab, Pakistan has moved its troops cloose to our border. Special attention has been paid to the Cease Fire Line in violation of the terms of the Karachi Agreement. Additional POK batta'ions have been raised, Frontier Corps troops have been brought in; a large number of Mujahids has been activated, and an additional wing of Karakoram Scouts has been organised. All along the western border and the Cease Fire Line, enormous quantities of defence stores and ammunition have been piled up, close to the troops' locations. By the middle of October, almost the entire military might of Pakistan had been deployed, away from their cantonments, along our frontiers, in operational readiness. Since then the Pakistani forces have indulged in a series of provocative acts. There has been a large number of border violations, on land and also in the air. There has been extensive shelling of Indian territory by Pakistanis on our eastern borders resulting in considerable damage to property and also in loss of life and injury to a number of our own citizens and also to many refugees seeking shelter on our soil. Fire has been exchanged along the Cease Fire Line. Many acts of sabotage have been committed along our eastern frontiers in an attempt to disrupt our lines of communication.

I do not, Sir, wish to exaggerate but the situation on our borders is very serious indeed. The Pak forces have the advantage of nearer interior lines. Their Armoured Divisions which have been put into a full state of readiness, are posed to act in full concert. The reports received by us indicate preemptive strikes on our airfiels as part of their plans.

In such a situation, we have no alternative but to move our forces to our Western border. Today our Defence Forces are deployed along the eastern and western borders in a full state of readiness to meet all eventualities. The morale of our Jawan is very high. The morale of the people in the border districts is high: they have lent their whole-hearted support to the Defence Forces in organising our defence all along the border. Steps have also been taken to guard vital points and installations against sabotage and against air attacks. We are determined to defeat any attack on our territory and to carry the war, if need be, to the soil of the aggressor.

I trust our vigilance and preparedness will deter the military rulers of Pakistan from carrying out their threats to make war upon us for a third time. We do not propose to relax our vigilance or withdraw our troops from the borders, until a satisfactory solution is found to the situation in Bangla Desh which shall induce and enable the Refugees to return to their homeland. I wish the futility of military suppressing the people of Bangla Desh dawns on Islama-

bad and men in position of authority and influence heed the lessons of history and listen attentively to saner counsels. I fervently hope that Pakistani rulers persuade themselves to abandon the course on which they have embarked, to retract their threats to us and to fiind a political solution to Bangla Desh which will be acceptable to the already elected representatives of the people under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman. This is the only course which will ensure democratic freedoms to all people on this sub-continent providing them an opportunity to devote themselves to the peaceful tasks of economic and social progress.

SHRI S. M. BANERJEE : I fully agree with the Minister when he says that the genesis of the tense situation on our borders with Pakistan is the confrontation between the military rulers and the people of Bangla Desh. I am aware that with the intensification of the liberation movement in Bangla Desh by the brave and undaunted Mukti Bahini, the dictator of the military regime in Pakistan has completely lost his mental balance. Now they want to provoke our country for a war because they know that a solution lies only in internationalising the situation and taking it into the doors or lap of the UNO and having observers sent here so that the liberation movement in Bangla Desh is stopped. Here I must take the opportunity to congatulate our brothers and sisters of the Mukti Bahini who are fighting relentlessly, and am so happy to know that certain areas have been out of the hands of Yahya Khan's regime and are controlled by the Mukti Bahini. I expected that during the begining of the session we will definitely here from the Prime Minister about the recognition of Bangladesh especially after her visit abroad. I am sorry that even today the Hon. Prime Minister has not made any such statement.

To refresh our memory, may I say there that even today Pakistan violates our air space. I read in the newspaper *Patriot* that Pakistan Air Force Planes committed three violations of Indian space in Chamb within 15 minutes of November 14th, and a *Mirage* intruded into Indian space at 1·25 p.m.

I vividly remember the valiant role played by our jawans and officers during the 1962 and 1965 conflict and I am sure they will reply any aggressions in the future also. But the fact remains that we did not shoot down their aeroplanes when they intruded into our territory. Their planes came to Punjab, to Chamb and certain other places. Even Dum Dum can be bombarded from Jessore within three minutes by a jet. So, we want to know whether instructions have been issued to our jawans to shoot down their planes and, if so, how they have missed the mark. Why did we allow those planes, which came for a purpose which is known to the Defence Minister and to the entire country, to go back so merrily. I would like to have an answer to this question. Here I should like to make it very clear that I and my party are not advocating a war. We are not war mongers and we do not want to create a war psychosis. It is good that we have issued intructions to our jawans not to cross the border. But at the

same time, what steps have been taken to protect our border and creat conditions in which their jawans are not able to cross our border. and, incase they cross, they are shoot down. I do not want the Minister to divulge any secrets and I am sure our jawans must be doing their duty. But the fact remains that on our borders in Tripura, in West Bengal, in Assam, in Kashmir and other places there is constant shelling by Pakistani troops with the result that the people living on our borders are in constant fear of death. People who have migrated from Comilla and have settled down in Agartala want the victory of the Mukti Bahini and they are prepared to make any sacrifices for that. The hon. Minister says that we are fully prepared to meet any exentuality which may develop from this explosive situation, and the situation according to him is quite serious. What steps have been taken to meet this challenge? On this particular issue the entire House would support this government. We want to know whether the life and property of those who are living in the border areas will be made safe by creating conditions in which the Pakistani forces are not able to cross the border and shoot down the innocent people of our country. I want the Defence Minister to answer these two pertinent questions.

I have read the entire statement of the Defence Minister and I must thank him for that. While the Mukti Bahini is fighting there, we on our part should see that our borders are properly protected. Last but not the least I would like to know one thing from the Defence Minister. If he is unable to answer that question, let the Prime Minister answer it. When we wish the success of the Mukti Bahini, when we wish the success of the Bangladesh against Yahya regime, when we are trying to mobilise world public opinion in favour of Bangladesh and the people who are dying and prepared to die for a sovereign Bangladesh, what are we going to do towards this end? Are we still silent spectators of their sorrow or are we going to recognise Bangladesh?

SHRI JAGJIVAN RAM : The two previous supplementary questions are already covered by the reply that I have given. There is no doubt that there had been air violations, as I have stated in the statement. and hon. friends might have read in the newspapers that our aircraft had chased the Pakistani aircraft.

SHRI S. M. BANERJEE : But they missed their mark. That was also there.

SHRI JAGJIVAN RAM : You can draw your inference. But he wanted to know the instructions. It is obvious that the instruction is that if there is any intrusion, they should be chased away.... (*Interruption*).

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior) : Or shot down?

SHRI JAGJIVAN RAM : So far as shelling on the eastern border in Tripura, Assam, Meghalaya and West Bengal is concerned, I have stated that there had been shelling. But I may assure the House that no Pakistan armed forces personnel has had the courage to come to or to cross the border. If they cross the border, they will be thrown out into Pakistan.... (*Interruption*). That is what the instruction is. The instruction is to silence the guns, I am sure, our jawans will do that. They have done that. But there is still, I repeat, instruction not to cross the border. As I have stated in the statement just now, if hostility breaks out and if aggression is committed, the instruction is to carry the war into Pakistan's soil.

So far as the question of recognition is concerned, it will be done at the appropriate time.

SHRI DASARATHA DEB (Tripura East) : It has been stated by the Defence Minister that if they enter our territory. our army will cross the border to push them out But I want to state certain facts and also seek clarification from the Defence Minister.

The shelling of mortars and other fire has become a constant feature in the entire Tripura border. Practically not a single night passed without any shelling, Particularly in Belonia, Sonamura, Agartala and Kamalpur towns. Three of these towns have been completely deserted by our people. Only the officials, who have been instructed not to leave the station, are staying there. Others are bound to shift because every day there is shelling. Very recently one very powerful morter was fired at Agartala town itself where we lost six lives and 20 people were seriously wounded. They are are stying in the hospital even now.

Not only in these four headquarter towns but in the entire border area every day we are receiving these bullets and people are inqured and killed. At Kamalpur town itself more than 50 people have already been killed during this month. At KamalSagar, which is not a aown but a border area, in Simna-Sidhai area, we lost 50 lives and many were injured. Due to the Pakistani shelling in the border area, huge damage has ben done to crops, houses, cattle, etc., and the people have to shift from there.

So, when the Defence Minister says that our Jawans are ready to keep the border secure, I want to know from him what steps the Government is taking to provide relief to Indian nationals on the border area who have become almost refugees and have to shift to other places. What is the Government doing to provide relief to all these people who have been uprooted from there? If the matter is not settled, it is not possible for them to go back to their own places.

Secondly, the Defence Miniser says that recognition of Bangladesh will be done at an appropriate time. I do not know when this appropriate time will come. The Pakistani army who art concentrated on the border area are constantly shelling and causing casualties of Indian nationals. If you recognise Bangladesh Government and if you help them materially, them the fighting potentiality of the Mukti Bahini will be strengthened and they will be able to push them out not only from the Indian border but also crush them within Bangladesh itself.

I want to know from the Defence Minister how long this Government will be a prisoner of indecision regarding the Bangladesh issue. When will be Government recognise the Bangladesh Government?

SHRI JAGJIVAN RAM: About the question of shelling on Tripura border, and the Hon'ble Member has specially mentioned Kamalpur and Belonia, I would draw his attention, because he comes from that area, to what the brave fighters of Mukti Bahini have done across Kamalpur and Belonia. He should not forget that. In that area, the Mukti Bahini has done wonderfully well and has pushed aside Pakistani forces and occupied the area. Iknow in the border towns and border villages, a risk is involved. The local administration concerned will take all the requisite steps to relieve the hardships of the people in the border towns and villages.

So far as recognition is concerned, it is not on account of any indecision but it is a decision and the decision is that recognition will be given at the appropriate time. What will be the appropriate time will have to be judged in the context of many things.

As far as the Mukti Bahini's functioning is concerned, the House is aware of the activities of the Mukti Bahini in the land of Bangladesh, in the sea and to some extent in the air, and the Mukti Bahini is getting all their requirements from a large number of citizens of Bangladesh who are abroad, in Europe and in America, who have raised large funds and are helping the Mukti Bahini and the Bangladesh Government with military hardware.

SHRIMATI MUKUL BANERJI (New Delhi): First of all, I would to take this opportunity to congratulate our Defence Minister for making such a good defence preparedness and making all necessary arrangements in the border areas. I would also like to congratulate the Prime Minister for explaining to the other countries of the world about the real conditions of Bangladesh. But, as we have seen in many cases some countries which have never sided with us whenever in the past we had differences or bad relations with our neighbour, Pakistan even those countries are siding with us because of the good diplomacy and the ableness of our leaders and also for the first time, our foreign policy has proved so successful throughout the world. But, in spite of that, if this

continuous shelling and continuous intrusion goes on our borders, I would like to know—though we are exercising restraint and in spite of so many provocations, the people are also maintaining great restraint—how long will the people be able to tolerate this?

I would also like to know from the Hon'ble Defence Minister whether the Hon'ble Minister is aware that there is a small station, Radhikapur, which is the last station in West Dinajpur, which is being continuously shelled and the people are a little bit disturbed and many innocent civilians have been killed. What action is being taken in that place. I would also like to know this from the Hon'ble Minister in Cachar and other districts of Assam a lot of sabotage is going on and in some places some political leaders are also giving protection to the saboteurs. So, what action is being taken to stop this sort of sabotage in the border areas?

SHRI JAGJIVAN RAM: I have said that on the villages and areas on the borders this shelling is occasionally going on and our forces are behaving with the utmost restraint in the face of these uncalled for provocations and we will continue to be so. We will behave with restraint We do not want to be provoked into a war If war comes: no doubt our jawans will face it and will face it manfully.

We have also taken steps as far as spies and saboteurs are concerned In a situation like this, it usually happens that the hostile country sends a large number of spies and saboteurs. It is for our intelligence agencies to be wide awake and see that such nefarious elements are not in a position to commit undesirable activities. Our intelligence agencies are quite aware of this situation and they are active and a large number of spies and saboteurs have been detected and arrested.

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী : প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তাঁর ভাষণে যা বলেছেন তার পরেও অনেক প্রশ্ন [illegible] রয়ে গেছে। তাঁর বক্তৃতা পড়ার পর কখনো কখনো মনে হয় সরকার পরস্পর বিরোধী কথা বলছেন। তিনি একথা স্বীকার করেছেন যে, পাকিস্তান প্রায় এক কোটি লোককে আমাদের দেশে ঠেলে দিয়ে এক নতুন ধরণের আক্রমণের পন্থা গ্রহণ করেছে। তিনি একথাও মেনে নিয়েছেন যে, আমি তাঁরই বক্তৃতা উদ্ধৃত করছি:

"The reports received by us indicate preemptive strikes on our air-fields as part of their plans."

পাকিস্তান হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে আমাদের এয়ার ফোর্সকে বে-কায়দায় ফেলার চেষ্টা করতে পারে। একই সঙ্গে তিনি একথাও স্বীকার করেন যে, পাকিস্তান অব্যাহতভাবে সীমান্তে গোলাবর্ষণ করছে আমাদের জওয়ান নিহত হচ্ছে। বেসামরিক লোকেরা মৃত্যুর শিকার হচ্ছে। আমাদের আকাশ সীমা লঙ্ঘন করা হচ্ছে। এরপরও তিনি বলেন, পাকিস্তান হামলা করলে আমাদের জওয়ান তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবে এবং যুদ্ধকে আমরা শত্রুর ভূ-খণ্ড নিয়ে যাব। এর অর্থ কি এই যে আমরা কোন নূতন আক্রমণের জন্য প্রতীক্ষারত? এক কোটি লোককে ভারতে ঠেলে দেয়া—যার ফলে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক সংকট, সামাজিক বিদ্বেষ সৃষ্টি হচ্ছে—এটা কি আক্রমণ নয়? একদিকে বলা হচ্ছে

আমরা যুদ্ধ শত্রুর ভূখণ্ডে নিয়ে যাব, অন্যদিকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীমহোদয় একথাও সমর্থন করেন যে, আমি জওয়ানদের বলে দিয়েছি, তারা যেন নিজ সীমান্ত অতিক্রম না করেন। আমি জানতে চাই, আপনি কোনটা হামলা মনে করেন? শরণার্থী ঠেলে দেয়া হামলা নয়? প্রতিদিন আকাশ সীমা লঙ্ঘন করা হামলা নয়? প্রতিদিন গুলিবর্ষণ করা হামলা নয়? যে ভূ-খণ্ড হতে গোলা বা গুলিবর্ষণ করে তারা আমাদের নাগরিকদের হতাহত করছে, আমাদের সম্পদ বিনষ্ট করছে যে শরণার্থী মৃত্যুর হাত হতে বাঁচবার জন্য আমাদের আশ্রয়ে এসেছে তাদেরকেও মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিচ্ছে—তাদের দেশে ঢুকে পড়ে তাদের আড্ডা ভেঙ্গে দেয়ার অধিকার আমাদের সৈন্যরা পাবেনা কেন? সেরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে কবে? প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মহোদয় কোন সময়ের প্রতীক্ষায় আছেন? এ যাবত যা হয়েছে, তা যদি হামলা হয়, তবে কোন নতুন হামলার প্রতীক্ষা করবার প্রয়োজন নেই।

আগে বলা হয়েছিল, পাকিস্তানের বিমান ফেলে দেয়া হবে। এখন বলা হচ্ছে, পাকিস্তানের বিমান তাড়িয়ে দেয়া হবে। আমরা এযাবত তাদের একটি বিমানও ফেলতে পারিনি। তারা ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স-এর বিমান ধাওয়া করেছে। গুজরাটের ভূতপূর্ব মুখ্য মন্ত্রী শ্রী বলবন্ত রায় মেহতা কোন পরিস্থিতিতে নিহত হয়েছিলেন তা এই সংসদ এবং এই দেশ ভুলতে পারে না। আমরা কতদিন পর্যন্ত আমাদের আকাশ সীমার অবিরাম লঙ্ঘন বরদাশ্‌ত করব? পাকিস্তানের একটি বিমানও ফেলে দেবার মত অবস্থা আমাদের পক্ষে নেই, আমি একথা মানতে রাজী নই। সম্ভবতঃ বিমান বাহিনীকে বিমান নামানোর আদেশ দেয়া হয়নি। তিনি আমাদের স্থল বাহিনীর সৈন্যদের শত্রুর সীমাতে চলে যাওয়ার যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন, তাও ফিরিয়ে নেবার আবশ্যকতা রয়েছে। শত্রু নিজ ভূখণ্ড হতে অবিরাম গুলি বর্ষণ করতে থাকলে আমাদের সেনাবাহিনীর তাদের সীমায় ঢুকে, যেখান থেকে গুলি বর্ষণ করা হয়, সেখানে আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে স্তব্ধ করবার অধিকার থাকতে হবে। আমি যখন আক্রমণের কথা বলি আত্মরক্ষার জন্যই বলি। আত্মরক্ষার জন্য আমাদেরকে আক্রমণ চালাতে হতে পারে।

আরেকটি প্রশ্ন আছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মহোদয় বলেন যে, আমাদের সেনা বাহিনী সীমান্ত হতে তখনই চলে যাবে যখন কোন সমাধান বের হবে, বাংলাদেশ সমস্যার এরূপ সমাধান হতে হবে যা পূর্বের নির্বাচিত লোকেরা মেনে নেবেন। যারা প্রথমে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কিছু কারারুদ্ধ আছেন, কিছু গোপনে আছেন। তাদের স্থলে জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ নতুন লোক নির্বাচন করছেন। আওয়ামী লীগের সংগে নির্বাচনে যারা হেরে গিয়েছিলেন তারা পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতিনিধি হয়ে আসছেন। সেখানে একটি পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় যারা আগে নির্বাচিত হয়েছিলেন তারা নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে, নিঃসঙ্কোচে নিজেদের কথা বলতে পারবেন কি? বিশ্ব মতের ভরসায়, বিশ্বের সহানুভূতির আশায় আমরা কি নিজ রাষ্ট্রের স্বার্থ বলি দিতে যাচ্ছি? আমি জানিনা শেখ মুজিবুর রহমান বেঁচে আছেন কিনা। আগামীতে ইয়াহিয়া খাঁ তাঁকে ছেড়ে দেবার নাটক রচনা করতে পারেন। দীর্ঘ আলোচনা চলতে পারে। যে এক কোটি লোক এখানে এসেছে, এখন তাদের কি দশা হবে?

. ভারত সরকারের কোন মুখপাত্র কি একথা বলতে রাজী আছেন—আমি প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে প্রশ্ন করছি—যখন পর্যন্ত বাংলাদেশ স্বাধীন না হবে, এবং স্বাধীন বাংলাদেশে একটি অসাম্প্রদায়িক সেক্যুলার সরকার প্রতিষ্ঠা না হবে, তখন পর্যন্ত শরণার্থীদের ফিরে যাবার কোন আশা করা যায় না?

রাজনৈতিক সমাধানের ডাক উঠেছে। বিশ্বরাষ্ট্রসমূহ চাইবেনা পাকিস্তান ভেঙ্গে যাক। কিন্তু পাকিস্তানের সৈন্য যদি বাংলাদেশে থাকে তাহলে শরণার্থী কি ফিরে যাবে? বিগত ২৪ বছরে যারা এসেছে তাদের মধ্যে কেউ কি ফিরে গেছে? শরণার্থীদের মাঝে আমারও যাবার

সুযোগ হয়েছে। বাংলাদেশ যদি পাকিস্তানের অংশ থাকে, শরণার্থীদের ওপর অশেষ নির্যাতনকারী পাক সেনা যদি সেখানে থাকে, তবে শরণার্থী ফিরে যাবেনা। সে সময় আমরা এমন রাজনৈতিক সমাধান কিভাবে আনব যার ফলে শরণার্থী ফিরে যেতে পারে?

মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, সরকার সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেনা। আমি জানতে চাই, ভারত সরকার কি পাকিস্তানী সামরিক জান্তাকে এই Ultimatum দিতে রাজী আছে যে, সাত দিনের মধ্যে আক্রমণাত্মক তৎপরতা বন্ধ করতে হবে, নচেৎ ভারতের জন্য এখন রাস্তা খোলা আছে। এটি পাকিস্তানের ওপর আক্রমণ চালানোর প্রশ্ন নয়, বরং যে হামলা ইতিমধ্যে হয়েছে তার জবাব দেবার প্রশ্ন। এবং এই সরকার জবাব দিতে প্রস্তুত আছে কিনা আমি এটাই জানতে চাই।...

শ্রী জগজীবন রাম : শ্রী বাজপেয়ী বিমান দ্বারা আমাদের আকাশসীমা অতিক্রমের প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি সংবাদপত্রে দেখে থাকবেন যে, পাকিস্তানী বিমান প্রবেশ করার পর আমাদের antiaiircraft guns চালানো হয়েছে। আমি সংসদের অন্য হাউস-এ বলেছিলাম আর এখানেও তা পুনরায় বলতে চাই যে, কোন পাকিস্তানী বিমান প্রবেশ করলেই তাকে ভূপাতিত করা হবে এই মর্মে আমাদের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে।

আমাদের সীমান্তে বিক্ষিপ্ত গোলাবর্ষণ হচ্ছে একথা আমি স্বয়ং বলেছি। আমি এও বলেছি যে এক কোটি শরণার্থী এদেশে পাঠিয়ে দেয়া একটা জঘন্য আক্রমণ। আমি এও বলেছি যে, আমাদেরকে উস্কানী দেবার জন্য যত গোলাবর্ষণ করা হচ্ছে আমরা তা নীরবে সহ্য করছি, কেননা আমরা সত্বরই এরূপ পরিস্থিতির মধ্যে আসতে চাইনা যা একটি যুদ্ধের রূপ নেবে। আমি আগে বলেছি এবং দৃঢ়তার সঙ্গে তা আবার বলতে চাই যে, পাকিস্তানের একটি সৈন্যও যদি আমাদের সীমান্তের কাছে আসে তবে আমাদের সৈন্য তাকে তাড়িয়ে সীমান্তের ওপারে পৌঁছে দেবে। কিন্তু পাকিস্তানের এ আচরণ আমি এভাবে নিতে চাইনা। আমাদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার, লক্ষ্যও সুস্পষ্ট এবং এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তও পরিচ্ছন্ন। এমনিতেই পাকিস্তানের একটি বিমানও যদি চলে আসে তবে আমরা তাকে হস্তক্ষেপ (interfarence) বা অনুপ্রবেশ (intrusion) বলে উল্লেখ করে আক্রমণ বলতে পারি। আমাদের সীমান্তের কাছে একটি গুলিও ছোড়া হলে আমরা তাকে আক্রমণ বলতে পারি, এবং আমরা তা বলেছিও। কিন্তু আমরা যে অর্থে আক্রমণের কথা বলেছি সেটি হল এই যে, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সৈন্য যদি আমাদের সীমান্তের নিকটবর্তী হয় তাহলে আমাদের জওয়ান তাদেরকে সীমান্তের ওপারে ছুঁড়ে দেবে।

আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই যে এ ব্যাপারে কোন অনিশ্চয়তা নেই। আমরা সিদ্ধান্ত-হীনভাবে কাজ করছিনা, বরং আমরা একটি সিদ্ধান্ত নিয়েই কাজ করছি।

আমাদের আরও দৃঢ় বিশ্বাস, যে সব লোককে বাধ্যতামূলকভাবে বাংলাদেশে পাঠানো হবে তাদেরকে নিজ দেশে ফিরে যেতেই হবে। তারা সেরূপ পরিস্থিতিতেই যেতে পারবে যখন তাদের এই আস্থা হবে যে তারা সম্মানের সঙ্গে নিরাপত্তার সঙ্গে যেতে পারবে। সেই অবস্থা কখন সৃষ্টি হবে তা আমি স্পষ্ট বলে দিয়েছি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধান শুধু তাই হতে পারে যা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে গ্রহণীয়। তাদের কাছে কোনটা গ্রহণীয় তা তারা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছে এবং আমি আশা করি শ্রী বাজপেয়ী সেটি পড়েছেন। তারা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থেকে কম কোন রাজনৈতিক সমাধান তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবেনা। তারা এ কথারও পুনরাবৃত্তি করেছেন যে, তারা বাংলাদেশে একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা

প্রতিষ্ঠা করেই লোকদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নিজেদের এই প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করেছেন।

শ্রী বাজপেয়ী উল্লেখ করেছেন যে, পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা সেখানে পুনরায় নির্বাচন করিয়েছে। এটি বিশ্ব ইতিহাসের কোন নতুন ব্যাপার নয়। যখনই কোন সামরিক শাসনের শক্তি কমে আসে, যখন তাদের চেতনা হয় যে তাদের পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, তখন তারা এই প্রকার শিখন্ডীদের আশ্রয় নিতে দ্বিধা করেনা। এরূপ পরিস্থিতিতে বশংবদ মন্ত্রী সভা গঠন করা হয়, বিশ্ব ইতিহাসে এরূপ নজীর মেলে। ইতিহাসে এরূপ বশংবদ মন্ত্রীসভার যে পরিণতি হয়ে থাকে, বাংলাদেশে পাকিস্তানের সামরিক গোষ্ঠীর দ্বারা যে প্রয়াস নেয়া হয়েছে তার পরিণতিও একই হবে এতে আমার কোন সন্দেহ নেই।

এ ব্যাপারেও আমার কোন সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশের তরুণরা যারা নিজেদের মাতা-ভগ্নিদের অপমানিত হতে দেখেছেন, যারা নিকট আত্মীয়দেরকে নির্মম ভাবে নিহত হতে দেখেছেন, বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার কোন বিকল্প যে নেই, একথা তারা কখনো বিস্মৃত হতে পারবেনা। সংসদকে আমার বলার এই-ই আছে। এর বেশী বলার দরকার আছে বলে আমি মনে করিনা।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশ সফর শেষে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি।	ভারতের লোকসভার কার্যবিবরণী	১৫ নভেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT *RE*. PRIME MINISTER'S VISIT ABROAD

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF ELECTRONICS, MINISTER OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GANDHI): I have just returned from a tour of Balgium, Austria, the United Kingdom, the United States of America, France and the Federal Republic of Germany.

The decision to pay official visits to these countries was taken much earlier in response to repeated invitations and in consonance with the practice of raciprocity. The House will remember that President Nixon and Prime Minister, Health had visited our country in 1970, Chancellor Kiesinger in 1969 and President Pompido when he was Prime Minister. But owing to our general elections, my visit had to be postponed.

In spite of the grave situation in Bangladesh and along our borders in the West Pakistan, I undertook this visit as an earnest of our desire to leave nothing unexplored which might lead to an easing of the burdens imposed upon us and to discourage those who are bent upon finding excuses to threaten our security. It is the complete self-assurance of our people and the unity of all our parties which gave me the confidence to undertake the visit at a time of national danger.

My visit enabled me to exchange ideas with the Heads of governments and leaders of public opinion at a point of time when important changes were taking place in the world and to put across to them our point of view on matters of world interest, bilateral relations, and more especially on the situation in Bangladesh and the threat it is posing to our social, political and economic structure and to peace in this region.

Our discussions help to remove certain misgivings and to focus attention on the root cause of the problem, that is the refusal of the Pakistan military regime to respect the verdict of their own people, the reign of terror let loose by them in Bangladesh and the consequent influx of refugees into India. I think that these countries as well as others realise that it will not help to deal with peripheral problems wihout finding a political solution in Bangladesh through negotiations with the already elected leaders of the people of East Bengal and in accordance with their legitimate wishes. Most countries also realise that the release of Sheikh Mujibur Rahman is essential and intend to impress this upon the military regime of Pakistan.

After a long period of tragic indifference and sheltering behind the thinly disguised legalistic formulation that it was merely an internal affair of Pakistan, there is now a growing sense of urgency seeking a solution.

Pakistan's efforts to side-track and cloud the basic issue by seeking to involve the United Nations and to transform the struggle of the people of Bangladesh into Pakistan confrontation and conflict have been exposed. It is now well understood that India will not be misled by Pakistan's moves and that the military junta in Pakistan must come to terms with the people whom they have treated with such injustice and cruelty It is also widely appreciated that no country has any right to impose a solution on the people of East Bengal and that force could not suppress the spirit of freedom and nationlism with which they are inspired.

During my visit to the United States I was informed that a decision had been taken to stop further shipments of arms to Pakistan. A formal announcement has since been made. I was given to understand that no arms are being supplied from the U.K., France and the F.R.G.

It is my earnest hope that joint or several efforts of the statesmen whom I met will make the military regime in Pakistan realise that no good can come of sabre-rattling or by forcing a military conflict on India I hope it is not too late for sane counsel to prevail for one cannot go on ignoring hard facts The just and legitimate aspirations of the people of Bangladesh, indeed of West Pakistan also cannot be ignored and trampled upon

There was general sympathy for the manner in which we are bearing the heavy burden of looking after over nine million refugees. There have been indications of additions to the funds for giving relief to the refugees. All these countries agree that conditions must be created inside East Bengal to stop the further influx of refugees and to facilitate the return to their homeland in safety and human dignity of those in India

Having said this I must make it clear that we cannot depend on the international community, or even the countries which I visited, to solve our problems for us. We appreciate their sympathy and moral and political support, but the brunt of the burden has to be borne by us and by the people of Bangladesh who have our fullest sympathy and support.

So far as the threat to our security is concerned, we must be prepared—and we are prepared— to the last man and women, to safeguard our freedom and territorial integrity. Obviously we cannot take risks such as the withdrawal of our forces from the border unless the situation in Bangladesh is resolved satisfactorily as it poses a serious threat to our security.

Solutions have been found or initiated even to seemingly insoluble problems—as for instance in Europe and between the United States and China—by a wise impulse in men of wisdom and vision. But these developments should not lull us into complacency or wishful thinking.

In Europe there is a welcome spirit of detente, which we hope will soon lead to stable security in that continent. This should have a stabilising influence in Asia and other parts of the world There was a realisation that political detente should be combined with outward-looking economic policies, especially in regard to the needs of the developing world.

Bilateral economic relations were also discussed with these countries. There was a sympathetic response. Belgium, France and the FRG have shown understaning that there should be a broad outlook in approaching the relations between India and European Economic Commun ty. There are new possibilites of our collaboration in the industrial, technological and scientific fields.

In brief, these are the impressions which I should like to share with honourable Members I am deliberately not mentioning the leaders of individual countries by name because they were all full of sympathy and friendship for India.

I thing my visit also helped to res ore our relations with Britain which had suffered a serious setback in 1965.

I should also like to express, on behalf of the Governments and the people of India, my sincere thanks to the Governments and peoples of the countries I visited for the warm and friendly reception I re eived everywhere I should further record my appreciation of the world Press which, by and large, has given a fair and objective account of the events in Bangladesh of the inexpressible horror let loose upon the people, of the heroicstruggles which they are waging in defence of the mostt elementary democratic right and liberties.

May I take this opportunity of thanking my people and all the political parties who have shown wisdom and restraint and kept the nation united against any external threat?

Mr Deputy Speaker, I conclude this statement with a reminder that in the community of nations our country symbolises the urge for peace, freedom and justice. There was a time when ours was a lone voice in a world which was in the grip of the cold war. Even in the midst of the grave crisis which the military rulers of Pakistan have created for us, our people our country, and this great Parliament of the largest democracy in the world have maintained the spirit of peace and of self-restraint. We have refused to be excited by threat or provocation from across our borders. Let us then contine to conduct ourselves

with quiet confidence in ourselves so that the world should see and know that India cannot be browbeaten or lulled into a false sense of security. Calmness of spirit and strength go together. India is calm and we are capable of taking decisions in defence of our security and stability.

SHRI SAMAR MUKHERJEE (Howrah) : Sir, we want a discussion on this.

MR. DEPUTY SPEAKER : He can give notice of a motion for that.

SHRI S. M. BANERJEE : It should also be circulated.

SHRIMATI INDIRA GANDHI : I had a meeting with the leaders of groups this morning. It has been agreed that we will have a discussion. It is for you and the Business Advisory Committee to fix the date.

MR. DEPUTY SPEAKER : Then it is only a question of time.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাক-ভারত সীমান্ত পরিস্থিতি এবং তিনটি অনুপ্রবেশকারী পাকিস্তানী স্যাবর জেট বিমান সম্পর্কে আলোচনা।	ভারতের লোকসভার কার্যবিবরণী	২৩ নভেম্বর, ১৯৭১

RE. DEVELOPMENT ON INDO-PAK BORDER AND STATEMENT RE. SHOOTING DOWN OF THREE INTRUDING PAKISTANI SABRES NEAR BOYRA, NORTH-EAST OF CALCUTTA.

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী (গোয়ালিয়র) : স্পীকার মহোদয়, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার ও সংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। পার্লামেন্ট অধিবেশন ১৫ তারিখে আরম্ভ হয়েছে। সেদিন একটি Call Attention Motion ছিল। জবাবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সীমান্ত পরিস্থিতির ওপর একটি বিবৃতি প্রদান করেছিলেন। আজ ২৩ তারিখ এসে গেছে। সীমান্তে অবিরাম পাকিস্তানের আক্রমণাত্মক গতিবিধি চলছে। আমাদের আকাশ সীমা অতিক্রম করা হচ্ছে। কাল তো পাকিস্তান বিমান বাহিনীর জাহাজ ভারতীয় সীমান্তের ৬৫ মাইল ভেতরে ঢুকে পড়েছে এবং আমাদের জেট বিমানগুলো তাকে ধাওয়া করেছে। আমাদের জওয়ান মারা যাচ্ছে, নিরপরাধ নাগরিক মৃত্যুর দুয়ারে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। দেশে একটা অঘোষিত যুদ্ধ পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে। খুব আশ্চর্যের কথা, এই পরিস্থিতি সম্পর্কে সংসদকে বিশ্বাস করা হয়নি। আমরা যা কিছু জানি তা কেবল সংবাদপত্র মাধ্যমে। যে কথা সংবাদ পত্রগুলোকে জানানো যায় সে ব্যাপারে এই সংসদকে কি বিশ্বাস করা যায় না? সংসদকে অন্ধকারে রেখে কি যুদ্ধ করা যাবে? আপনার কাছে আমার আবেদন, আপনি মন্ত্রী মহাশয়কে প্রধানমন্ত্রীকে বা প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে সীমান্তের নতুন পরিস্থিতি সম্পর্কে সংসদকে অবহিত করবার জন্য নির্দেশ দিন। যদি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য প্রস্তুত না থাকেন, আমাদের প্রশ্নমালা হতে সরে থাকতে চান, তাহলে স্বয়ং এসে তিনি বিবৃতি দিতে পারেন, এবং আমরা আপনার অনুমতি নিয়ে তাঁর ব্যাখ্যা চাইতে পারি, কিন্তু সংসদের সঙ্গে এরূপ আচরণ করা না সংসদের মর্যাদার অনুকূল, না এই সংকটের সময়ে দেশের মনোবল অটুট রাখার সহায়ক। সংসদকে আমাদের সামনে রাখতে হবে। যে সব ঘটনা ঘটছে সেগুলি সম্পর্কে আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে যোগাযোগ থাকা চাই, সংবাদ পত্রসমূহের সঙ্গে নয়।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : We tabled a calling-attention motion on this.

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : Sir I have written to you on the same subject and I think, you will permit me also to say something about it. I want to add only one point.

It has been admitted by All India Radio that yesterday there was a tank battle somewhere in Nadia and five medium-sized Pakistani tanks were knocked down. Almost every day we are getting from Radio Pakistan that there was a tank battle in Jessore sector and a number of Indians were Captured. The Pakistan Radio is broadcasting not only the names of the officer-arrested but the live voice of some of the officers arrested has also been recorded. I have also given seryeral calling-attention motions. Over a hundred refugees have been killed.

MR. SPEAKER : Not each and everything; only one thing you mention. I am allowing only that and not all the subjects that you want to bring in.

SHRI SAMAR GUHA : Shelling is going on daily as a result of which 100 refugees just near the border area have been killed and a few of thousand wounded. Within the range of five miles of Bangladesh 90 lakhs refugees are there. I request that this House should be taken into confidence as to what is happening and what is our position. Either the Government should make a statement or you should permit us to raise some sort of a discussion in this House.

THE MINISTER OF STATE (DEFENCE PRODUCTION) IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : It is not correct to say that we are in a state of undeclared war with Pakistan or that there is a state of hostilities between India and Pakistan....(*Interruption*). This is exactly what Pakistan is trying to say in various world capitals and in the UN that there is some kind of a war between India and Pakistan, some kind of hostilities between India and Pakistan, which is absolutely incorrect. There is no state of undeclared war or anything like that. Whatever war is going on is between the rulers of West Pakistan and the people of Bangladesh.

That is the only thing. Pakistan is trying to internationalise the conflict in impressing upon the world capitals and others that there is an undeclared war between India and Pakistan and, therefore, U.N. and other bodies should come and intervene in this matter. I would on request the hon. Members not to fall prey to such kind of Pakistani propaganda. There is a propaganda and canard which is being carried on by Pakistan....(*Interruption*).

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : I take objection to this. We are not fall prey to any Pakistani propaganda. He has no business to impute motives.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I am not imputing any motive. I am on warning that nobody should be taken in prey of such propaganda. I emphatically deny that there is any undeclared war between India and Pakistan. This is absolutely incorrected tosay. Nabody should ever say tsuch things because it is Pakistan's attempt to internationalise the whole situation.

As regards giving information, we do brief the press from time to time about whatever happens on the borders. Our forces are there. Whenever incursions are made by Pakistani armed forces, we throw them back. If they fire artillery, we reply and silence their guns. These kind of things are happening. From time to time we brief the press so that the people and the nation get informed about these matters.

SHRI INDRAJIT GUATA : (Alipur) Why don't you brief the Parliament?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I am coming to that. There are thing happenings inside Bangladesh. We get information from communiques issued from time to time in Bangladesh about such things. We have also own sources of information. We will not hesitate for a moment to come before Parliament and give information whenever anything of importance or anything which deserves the attention of Parliament happens on our borders. There is an official brief about these things which are happening, shelling here or an incursion there which is effectively replied to. If we come daily and give statements about these things, I do not think we shall be setting up a good precedent. If there is anything of importance or anything which is really worth the attention of Parliament, as soon as it comes to our notice, we shall surely inform the House about it. Now, with your permission, Sir, I would like to make a statement.

The hon. Members are aware of the air intrusions that took place yesterday in the afternoon near Boyra about 30 miles North-East of Calcutta.

Here, the hon. Member mentioned that the planes intruded 30 miles inside. It is not 30 miles. They did not intrude 30 miles inside our territory. They came about a few kilometres. This incident took place 30 miles away from Calcutta.

The details of the interception action taken by our Air Force are now available. Four Pakistani Sabres were seen approaching our border at about 14·49 hours. A mission of four Gnats was ordered to intercept them. The Pakistani aircraft intruded about 5 kilometres into Indian air space. They were successfully intercepted at 14 59 hour and chased away. In the engagement that took place, three of the four Sabres have been shot down. The Pakistani pilots baled out. Two of them, Flight-Lieut. Parvez Mehdi and Flg Officer Khalil Ahmed are in our custody. Our Gnats sustained no damage and returned safely to their bases.

The I.A.F. pilots who shot down these Sabres Fl.-Lt. Massey, Fl.-Lt M A Ganapathi and Flying Officer Lazarus.

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী : এর পরেও পাকিস্তানের সঙ্গে hostilities নেই একথা বলা হাস্যাস্পদ। আমি বিমান বাহিনীকে ধন্যবাদ দিতে চাই এজন্য যে তারা একটা কিছু করেছে। *(interruption)*

MR. SPEAKER : I want to make a remark off the record......*

SHRI S. M. BANERJEE : We are not after war, Sir. That was made very clear.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Sir, I want to appeal to the House that we should not say anything here which, even by implication, would support Pakistan's propaganda. We should be very careful about it. This is an appeal I want to make to the House.

MR. SPEAKER : Now, after lunch we will take up the discussion on cyclone havoc in Orissa. I have received a number of names and I assure them that the will all get their chance to speak for a few minutes and we should not finish the debate until the list is exhausted. I hope all of you will co-operate in giving them enough time.

SHRI S. M. BANERJEE : Supposing in any Party there is no Member from Orissa, others should be given time.

MR SPEAKER : We adjourn now and re-assemble at 2·30.

SHRI S. M. BANERJEE : Sir, today the hon. Minister has really made a statement which we all applaud. But he should have made it *suo motu.*

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি।	ভারতের লোকসভার কার্য বিবরণী	২৪ নভেম্বর ১৯৭১

STATEMENT RE. DECLARATION OF EMERGENCY IN PAKISTAN AND SITUATION ON INDIA-PAKISTAN BORDER

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF ELECTRONICS, MINISTER OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GANDHI): The House is aware of the announcement made by president Yahya Khan yesterday declaring a State of Emergency throughout Pakistan. This declaration is the climax of his efforts to divert the attention of the world from Bangladesh and to put the blame on us for a situation which he himself has created. Such a declaration by a military regime, which has been waging war on the people of Bangladesh for the last 8 months and has been threatening us with total war for the last 3 to 4 months, has no meaning except to deceive his own people and the world at large.

President Yahya Khan's Id message had created the impression that he was at least heeding the advice of a number of world leaders to abandon the military approach and to seek a political solution. We hope that the declaration of Emergency is not a device to get out of the compulsions of seeking a political solution.

Since the recession of the monsoon the successes of the Mukti Bahini have apparently upset the plan of the military regime The Liberation forces of Bangladesh, with the full support of their entire people, have taken a heavy toll of Pakistan's armed forces and have freed large parts of their home-land.

At great cost to ourselves, we have been shouldering an intolerable burden of looking after nearly 10 million terror-stricken men, women and children, who have fled from Pakistani oppression. The refugees want to return to their homes under credible guarantees of safety and human dignity. We are determined to ensure that they are enabled to do so as soon as possible.

Pakistan's armed forces have been shelling our border areas inflicting damage on life and property. Teir air force has want only violated our air space several times and once came right up to Srinagar. Spies and saboteurs have been blowing up trains and bridges. Since March 1971, we have lodged 66 protects for border violations covering 890 incidents. For air violations we have lodged 17 protest covering 50 incidents. However, these protests have had no effect and to cover up their incessant violations, Pakistani Propaganda.

media have been putting out the story that we are engaged in an undeclared war and have mounted massive attacks with tanks and troops. This is wholly untrue. In fact, it was Pakistan which threatened total war and moved its entire armed strength into operational positions on our borders and lauched amassive hate-India campaign with the slogans "Crush India" "Conquer India" We had, therefore, to take appropriate measures and move our forces to defensive positions in order to protect the integrity of our country and the lives and properties of our citizens. It has never been our intention to escalate the situation or to start a conflict. To this end, we have instructed our troops not to cross the borders except in self-defence. We cannot ignore our experiences of 1947-48, January 1965 and of August-September 1965.

On November 21, Pakistani infantry, supported by tanks and artillery launched as offensive on the Mukti Bahini who were holding the liberated area around Boyra, five miles from our eastern border. Pakistani armour, under heavy artillery cover, advanced to our border threatening our defensive positions. Their shells fell in our territory wounding a number of our men The local Indian military Commander took appropriate action to repulse the Pakistani attack. Is this action 13 Pakistani Chafee tanks were destroyed.

On November 22, the Pakistani force called up an air strike of four Sabre jets on our positions. These were intercepted within Indian territory by our Gnats who destroyed three Sabre jets. Two of the Pakistani Pilot who baled out, were captured on our territory. We regard this as a purely local action.

Even though Pakistan has declared an Emergency, we shall refrain from taking a similar step, unless further aggressive action by Pakistan compels us to do so in the interest of national security. In the meantime, the country should remain unruffled. Our brave armed forces and our people will ensure that any adventurism on the part of the Military regime of Pakistan meets with adequate rebuff. The rulers of Pakistan must realise that the path of peace of peaceful negotiation and reconciliation—is more rewarding than that of war and the suppression of liberty and democracy.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান কর্তৃক ভারতের ওপর আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি এবং তার ওপর আলোচনা।	ভারতের লোকসভার কার্যবিবরণী	৪ ডিসেম্বর ১৯৭১

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

STATEMENT RE. ATTACK BY PAKISTAN

THE PRIME MINISTTR, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF ELECTRONICS, MINISTER OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GANDHI): Mr. Speaker, Sir, this morning, according to the news, the Government of West Pakistan have declared war upon us. Last evening the West Pakistan Air Force violated our air space wantonly and attacked a large number of our air fields. Simultaneously their ground forces shelled our positions along the western border. Their propaganda media has made a totally baseless allegations that India had launched an attack and assault.

The news reached me just as I was leaving Calcutta. Immediately on my return I took counsel with my colleagues and with the Leaders of the Opposition Parties. We were all of one mind, united in our resolve that the nation's freedom should be defended and unanimous that the aggressor should be beaten back. I am sure the same sense of solidarity will mark our work in the difficult days ahead. A state of Emergency has been Proclaimed.

I lay on the Table a copy of Notification No. G.S.R. 1789 Published in Gazette of India dated the 3rd December, 1971 under sub-clause (b) of clause (2) of article 352 of the Constitution, publishing the Proclamation of Emergency issued by the President on the 3rd December, 1971 under clause (1) of the said article. [Placed in Library. *See* No.LT-1219/71.]

We are approaching the House to adopt the Defence of India Bill.

Our feeling is one of regret that Pakistan did not desist from the ultimate folly and sorrow that at a time when the greatest need of this sub-continent is development, the peoples of India and Pakistan have been pushed into war. We could have lived as good neighbours by the people of West Pakistan have never had a say in their destiny. In this grave hour our own dominant emotion is one of confidence and faith.

For over nine months the military regime of West Pakistan has barbarously trampled upon freedom and basic human rights in Bangladesh. The Army of occupation has committed hemous crimes unmatched for their vindictive ferocity. Many millions have been uprooted, ten millions have been pushed into our country.

We repeatedly drew the attention of the world to this annihilation of a whole people, to this menace to our security. Everywhere the people showed sympathy and understanding for the economic and other burdens and the danger to India. But Government secured morally and politically paralysed. Belated efforts to persuade the Islamabad regime to take some step which would lead to a lasting solution fell on deaf ears.

The wrath of the West Pakistan Army has been aroused because the people of Bangla Desh have stood and struggled for values which the Army is unable to comprehend and which it has suppressed in every province of Pakistan

As the Mukti Bahini's effectiveness increased the West Pakistan Army became more desperate. Our tradition is to stand not with tyrants, but with the oppreassed and so the anger has been turned upon us.

West Pakistan has escalated and enlarged the aggression against Bangla Desh into full war against India. War needs as much patience and self-restraint as does peace. Military regime of West Pakistan will go all out to sow suspicion and rumour in the hope of fomenting communal tension and internal trouble. Let us not be taken in by their designs We must maintain unity and a sense of high purpose.

We should be prepared for a long struggle. High production, agricultural and industrial, is the foundation upon which defence rests. The courage and fighting capability of the jawans have to be backed by the dedication of the farmer, the worker, the technician and the trader. The business community has a special responsibility to resist the temptation to heard or to charge higher profit. Artists and writers, teachers and students—the nation looks to them to defend our ideals and to keep high our morale. To the women of our country I make special apeal to save every possible grain and rupee and to avoid waste. The sacrifice of each of us will build the nation's strength and enduring power.

We have stood for peace, but peace itself has to be defended. Today we are fighting to safeguard our territorial integration and national honour. Above all, we are fighting for the ideals we cherish and the cause of peace.

11·06 hrs.

RESOLUTION RE. PROCLAMATION OF EMERGENCY

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF ELECTRONICS, MINISTER OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GANDHI): I beg to move :

"That the House approves the Proclamation of Emergency issued under article 352 of the Constitution by the President on the 3rd December, 1971."

MR. SPEAKER : Resolution moved :

"That the House approves the Proclamation of Emergency issued under article 352 of the Constitution by the President on the 3rd December, 1971".

SHRI A. K. GOPALAN (Palaghat) : By its large-scale air-raids and shelling on various sectors yesterday, the military junta of Pakistan has confronted this country with a full-fledged war. This has come because of the support India has given to the liberation struggle of the people of Bangla Desh, and our Party has always stated that in case of such a development, the nation will rally to a men to defeat the military junta's aggression, because it is essential for the victory of the Bangla Desh struggle, to defeat the game of imperialism in the sub-continent and to strength democracy not only in Bangla Desh but also in West Pakistan. We reiterate this stand of our party. We would appeal to the Government of India to end all hesitation, resist all pressures and accord immediate recognition to Bangla Desh because we are fighting for Bangla Desh, and today formally we have to recognise Bangla Desh.

We would also like to warn, however, that there are reactionary elements in the country which will strive to work up chauvinism and whip up communal tension. We should firmly fight these reactionary attempts and tell our people that this is a war to help the victory of Bangla Desh people. We should tell them not to become victims of any anti-Pakistan hysteria that is worked up.

As far as the Proclamation of Enmergency is concerned, we are of the opinion that because the whole country is behind the Government, formal Proclamation of Emergency was not necessary now, but it has been done. We have nothing to say about it. We confirm that we will be supporting wholeheartedlly the struggle for Bangla Desh and against Pakistan.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore) : On behalf of our party we pledge our total and utmost support to the supreme national task which devolves upon us at this hour of defending our territorial integrity against this trecherous and unscrupulous aggression that has been launched against our country.

Since last night a great and historic mission has fallen to the lot of our armed forces. It is not only to defend our territorial integrity. The enslaved people, the tortured people of Bangla Desh are looking to us since last night to wield the sword of retributive justice on their behalf. Let that sword be wielded with courage and determination. At the same time, I would request the Government to make it clear beyond any shadow of doubt that we harbour no ambitions of territorial aggrendizement against Pakistan. We have no quarrel with the common people of Pakistan, with whom we have always wanted, and hope one day we shall be able to live as peaceful and friendly neighbours.

Our struggle is against the military junta of Islamabad, which has brought such indescribable suffering and sorrow to the peoples of Bangla Desh. So, I would request the Government to lose no opportunity in declaring before the world in clear terms what our war aims are, so that communal and chauvinstic forces are not allowed to get the upper hand. Also, now the time has come when we must boldly declare our recognition of Bangla Desh and the Government which represents the people of Bangla Desh.

We are going shortly to pass the Defence of India Bill and rules will be framed thereunder. This will arm the Government with practically omnipotent powers. In the interests of the country and its defence, the Prime Minister has spoken about maximising production. We are one with her. The working class will play its part in this. But you must see, with the powers you will now get at your command, that the owners of industry, the employers, are not permitted to close down production units and to retrench the workers at their own sweet will. You must see to it that over 3000 industrial units which are lying closed in the country today are made to open and resume production, so that the full capacity of our resources can be brought into play.

Just as we are all resolved to defend our country against aggression, so the Government must see to it that the people are defended also in the rear against any unscrupulous profiteers, hoarders or speculators, who might try to take advantage of the abnormal situation, with which we are now confronted.

I do not wish to take more time now. Our thoughts today are primarily with the gallant men of our armed forces and also with the heroes of Mukti Bahini, but for whose epic resistance during the last eight months, I think, there would have been nothing left of Bangla Desh. Had they succumbed, had they surrendered and given away, we would have been faced with a very different situation. But hope is the light today and by the sacrifices that the people

of Bangla Desh and Mukti Bahini have undergone, they have kept the flame of liberty and revolt aloft. And today, when the desperate junta at Islamabad is trying to make its final bid to suppress the people in blood, we should be proud of the fact that history has hintertwined inextricably our struggle for national defence and the struggle of the people of Bangla Desh for their liberation. We are living through a period of history today and let it not be said that we failed at this time. With courage, determination and resoluteness, we must go ahead, but keeping true to the traditions of our great country, we should make a declaration: We were always a peace-living country. We have only gone to war when it has been thrust upon us. We do not wish to annex anybody else's territory. We wish to defend our soil and to help the people of Bangla-Desh to achieve their liberation, so that they may live freely as they wish to live under a Government of their own choice.

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): Mr. Speaker, on behalf of the DMK, I rise to support the Proclamation and also to express our solidarity with the Government. We did not want war, but war has been thrust on us and we take up the challenge to see that our democracy is defended and our territorial rights are preserved. If the military regime in Pakistan feels that they can paralyse our Government by show of arms, we on this side and also the people of Bangla Desh who have based their conviction and their entire living on democratic rights, shall take up the challenge. United we stand; united we shall win!

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী : স্পীকার মহাশয়, একটি জাতীয় সংকটের মধ্যে আমরা একত্রিত হয়েছি। পাকিস্তান আমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশে মুক্তি বাহিনীর অব্যাহত সাফল্যে বিশ্বের দৃষ্টি অন্যত্র সরানোর জন্য এবং এই ভূখণ্ডে আন্তর্জাতিক চাপ ডেকে আনার জন্য পাকিস্তান আমাদের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা এবং আমাদের স্বাধীনতার প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছে।...

আজ আমি দলীয় প্লাটফরম থেকে বলতে আসিনি। এখন সমগ্র দেশই একটি দল। রাজনৈতিক মতানৈক্য বিস্মৃত হয়ে, ছোটখাট ব্যাপারসমূহ শিকেয় তুলে রেখে, সমগ্র দেশকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, পায়ে পা মিলিয়ে বিজয়ের জন্য সামনে অগ্রসর হতে হবে। এই যুদ্ধ যত ত্যাগ চাইবে, তা প্রদাম করা হবে। এরূপ পরিস্থিতিতে যে জাতীয় সংকল্প অপরিহার্য হয়ে ওঠে, এই সংকটকালে আমরা সেই সংকল্পের পরাকাষ্ঠা দেখাবনা এমন ভাববার কোন কারণ নেই।

স্পীকার মহোদয়, মায়েরা যে দিনের জন্য সন্তান ভূমিষ্ঠ করে আজ সেদিন সমাগত। বোনেরা যেদিনের জন্য ভাইদের হাতে রাখী বেঁধে দেয় আজ সেদিন এসে গেছে। পাকিস্তান যদি এই ভেবে থাকে যে সে প্রতারণা করে আক্রমণ চালিয়ে অসতর্কভাবে আমাদের কাবু করে ফেলবে তবে সেটি তার ভুল হবে। বিশ্ব দেখেছে আক্রমণকারী কে, এবং আক্রমণকারীকে আমাদের সেনাবাহিনী দাঁত ভাংগা জবাব দিচ্ছে।

আমরা আশা করব, ইতিহাস পরিবর্তনের এই মুহূর্তের দায়িত্ব যাঁদের হাতে ন্যস্ত, এবং প্রধানমন্ত্রী, যিনি এই সংকটকালে দেশের নেতৃত্ব দেবার জন্য এগিয়ে আসছেন, আমাদের

কামনা, এই দেশ জয়যুক্ত হোক এবং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা একটি নতুন ইতিহাসের জন্ম দেই।

স্পীকার মহাশয়, আমি চাই এই আক্রমণের সময়ে এই সংসদকে ইয়াহিয়া খাঁর বিরুদ্ধে একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। পাকিস্তানে পার্লামেন্ট নেই। পাকিস্তান সরকারের জন সমর্থন নেই। এখানে যেন প্রতিনিধিরা উপবিষ্ট আছেন। বিশ্বরাষ্ট্রসমূহ দেখছে, এবং ভবিষ্যতেও দেখবে, সংকটের সময় এক হয়ে প্রত্যুত্তর দেবার সামর্থ এই দেশের আছে।

আমি এও প্রত্যাশা করব যে, যুদ্ধ তৎপরতায় সকলকে সহগামী করে তোলার জন্য পরিকল্পনা তৈরী করা হোক, পৃথকভাবে কাজ ভাগ করে দেয়া হোক, এবং দেশে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা হোক যাতে এই যুদ্ধে আমরা বিজয়ী হতে পারব।

আজ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে, আমি এটা সমর্থন করি একথা বলাই বাহুল্য। এ ব্যাপারে আমি বন্ধু গোপালনের সঙ্গে একমত নই যে, এর কোন প্রয়োজন ছিল না। পাকিস্তান যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, পাকিস্তান হঠাৎ আক্রমণ করেছে। এ সময়ে আমরা কোনরূপ শিথিল নীতি দেখাব সে প্রশ্নই ওঠতে পারেনা। জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে, সংসদ তাকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে, এবং ভবিষ্যতেও দেশের নিরাপত্তার ব্যাপারে যে সব পদক্ষেপ নেয়া হবে, এই সংসদ তা সমর্থন করবে। সমগ্র দেশ এক ব্যক্তি রূপে এই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে সক্ষম হবে।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai). Mr. Speaker, Sir, on behalf of my party I am here to say today that we are one, unbreakably one, as a nation against the aggressor. Today we recognise no differences amongst ourselves, except the differences against the aggressor and his allies. We might have had some differences in the past but they not only pale into insignificance now but disappear completely for the moment.

Today to my mind there is only one task before the nation and that is to meet effectively the challenge of the aggressor. And there is only one way of doing it, namely, complete and unshakable unity under one leader. There is only one way of sustaining and maintaining it, namely, to steer clear of all narrownesses and petinesses at the moment.

Sir, this is going to be a cold and calculated war so far as the aggressor is concerned. The aggressor had given us a ten-day notice. I think, President Yahya Khan has been as true as his word.

He had told his country that in ten days time he would be off to a front. Now let me say on behalf of this country that today the whole nation is in the battle-dress against the aggressor.

If President Yahya Khan thinks that he had been a general and our Prime Minister has not been a general, I must say that the Prime Minister does not only represent the velvet in the nation but also steel and the granite in it and she would be acting like Durga on our behalf if there is a general from that side.

We have been brought up in the peaceful traditions bequeathed to us by Mahatma Gandhi. We had never thought that we would be aggressors at any time. We had never conceived our role as an aggressor at any time But we have been victim of aggression perhaps for the fourth time by Pakistan. All the aggressions in the past had been repulsed by India but let me hope that this aggression would be more decisively repulsed so that the aggressor does not have the courage to do it again in future.

Let us also be aware that the international community also must be fully ready with a battery of steps that it might take Some other important countries to might be ready with many good offices that they might like to offer. With full awareness of all this I have no doubt that our country will face up to this task with determination undiminished by any circumstances, and the Government will face up to this task with faith, confidence and fortitude of which the Prime Minister spoke in her broadcast last night.

I have no doubt that the whole country, in whatever sections of the community we might be divided for other purposes, is going to rise as one man today and whatever tasks are assigned to us would be accomplished with perfection. We would not be satisfied with anything less than perfection in every field of life.

With these words, Mr Speaker, I assure the Government of full support and cooperation on behalf of my party. In fact, it would sound trite but it is indeed important to emphasize that we are going to do all the best we can in the effort that would be required to mobilise the country against the aggressor.

SHRI FRANK ANTHONY (Nominated—Anglo-Indians) : Mr. Speaker, Sir, I have the previlege to associate the Members of the United Independent Group with the sentiments that have fallen from the spokesmen of the other Groups.

Only the other day, at the lunch you gave I told Senator Frank Church of America that I expected the Pakistani military junta to attack us in a few days. He asked me my reasons and I told him that the unspeakable atrocities of the Islamabad butcher were coming home to roost and that he must have realised that he and his mercenaries could not hold on in Bangla Desh but that like every military dictator he had to save face and he could only save face by attacking us. And it has come.

The spokesmen and representatives of every Party and Group in this House have pledged their unwavering, unstinted support to the Prime Minister and the Government in this hour of national crisis. But I think we are also at one on this that this time there cannot be and there must not be another Tashkent.

The Security Council, the Governments of leading nations have looked on mutely with almost cynical inhumanity while the Islamabad butcher and his mercenaries were massacring more than a million innocent men, women and children, and commiting mounting aggression against India by driving out over 10 million people on to our territory.

Indeed, some Governments seem to have the temerity to tell us not even to defend our borders but to withdraw our troops while they were, in fact, abetting in word and deed this greatest genocide in history. I believe but for the abetment of genocide that even the Islamabad butcher would not have dared to declare a full scale war on India as he has done The world knows the restraint that India has exercised It knows that the Prime Minister had the capacity and strength to keep India on the leash for a considerable time in spite of all this mounting aggression.

For the nation and indeed, for every Indian, this war will be a test of character It may be a long war; the sacrifice and suffering, as in every war, will be great. But we are fortified in the knowledge that we are fighting an evil military directorship whose hands are dripping with innocent blood and above all, we are fortified in the knowledge that we are fighting not only for our country but for a supremely worth while way of life for democracy and secularing while will be demonstrated by every Indian, irrespective of caste, creed and community, standing shoulder to shoulder in order to defeat the blood-drenched militarist madmen of Islamabad.

SHRI P K. DEO (Kalahandi) : Mr Speaker, Sir, I deem it a pround privilege to speak on this momentous occasion in India's history I support the Proclamation of Emergency and condemn the unprovoked, shameless, blatant naked, Pakistani aggression on India in bombing and trafing on our civilian population

This will go down in the history of the world as the aggression of the worst kind on a peace loving people The action taken by Pakistan brings into insignificance even the unprovoked Japanese attack on the Pearl Harbour.

We mean all well to the people of Pakistan. It is the desperate military clique led by Yahya Khan which does not understand the democratic values and committed genocide on its own people that has waged war on India.

If India has done anything, it is that India has saved the life and has given shelter on humanitarian and compassionate grounds to ten million destitutes of Bangla Desh

On this occasion, the country will rise to the occasion and will stand as one man behind the Prime Minister The Swatantra Party pledges its full support and solidarity to the Government and appeals to the people to temper

their spirit as steel and to be prepared to give sweat and blood and be prepared for the supreme sacrifice for the preservation of freedom and national honour of the country.

I appeal to the Government not to repeat the folly of 1949 or 1965 of a cease-fire but to be properly insulated against all sorts of pressure and bring this conflict to its logical conclusion. The logical conclusion will be nothing but victory.

Sir, truth and righteousness is on our side. God is on the side of truth and righteousness. We have got the best of the fighting men and material which any country could be proud of. So, victory will be on our side.

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : The badlamite military dictator of Pakistan has thrown challenge before our nation It is a challenge to defend our national honour, to defend our nation ' security, to defend all the cherished values for which our freedom is today.

Sir, I have no doubt that the whole nation today will not only accept this challenge but will accept it as a crusade in the defence of the highest values, the values of freedom and democracy which we cherish so high but which are denied to the people of Pakistan.

Sir, in this hour of discharging our supreme task, I, on behalf of the Socialist Party of India, place myself and my Party totally to this supreme task of defending our national honour and national security.

It will go down in history that the treacherous aggression committed by Yahya Khan has in a sense raised the soul of India to a new height. It is that India, India of Mahatma Gandhi, India of Pandit Jawaharlal Nehru, India of Netaji Subhash Chander Bose, that India which can even take the risk of the whole nation, the risk of immense sacrifices, of immense suffering and risk of undergoing immense loss in defence of freedom and democracy, wherever it may be endangered, and it has been endangered in a part which by the historic bond and heritage of three thousand years of Indian civilisation was a part and parcel of our nation, was a part and parcel of our old-self. Therefore, if we have to take the risk and risk our all in defence of freedom and democracy of Bangla Desh when today the imperialist power the colonialist powers of the world are completely submerged in their old power politics and in their old parochial and narrow 'isms', the future history of the world, the future history of humanity will say that here was nation which stood for defence of freedom and democracy of a part of a people where a military dectator wanted to butcher and wanted to commit one of the heinous crimes that world history had ever seen.

Today, the freedom struggle of Bangladesh has become the freedom struggle of India also. Today, let our friends in Bangla Desh know that now it is not the freedom struggle of 7·5 crores of Bengalis only but of the 55 crores of Indians also. The Yahya regime should know that it is a joint struggle in defence of the highest values of freedom and democracy of these 63 crores of people.

Already my hon. friends have paid a glowing tribute to the freedom-fighters of Bangla Desh. I need not add more because I know that this whole House, the whole Parliament and the whole Indian nation today is one in paying glowing tribute to the freedom-fighters of Bangla Desh, is one in committing ourselves to their highest cause and to their destiny

I would like to add only one more words for the Prime Minister Today, she is not an individual; she is not the leader of a party only; she is not even the Prime Minister of India only; she is the flaming sword of the national, personality of our country today The whole nation will do every thing possible to see that this flaming sword of the Mahashakti- -the people of India believe in the cult of Mahashakti--will not remain content merely with repelling Pak aggression. will not remain content merely with defending our national border only, but for good and for ever crush that machinery. that war machinery. that barbarous savage machinery of the Pak dictatorship which is geared to crush the freedom and democracy of the people of Bangla Desh

A snake half-beaten is dangerous A snake is to be beaten and is to be beaten completely and for good, and we want that the snake of Yahya Khan should be beaten and beaten completely.

I want to conclude with this observation In this supreme hour, let us take the pledge that was taken by Netaji Subhas Chandra Bose during the freedom struggle of India, he raised three basic mantrams for the freedom fighters in those days. He used the words. Unity, Faith and sacrifice, unity of the people. faith in our highest values and supreme sacrifice to fulfil those two objectives

My other friends who spoke have put the argument : let Bangla Desh be recognised By recognising Bangladesh, let the world know it definitely that we, the Indian people, are ready to risk everything in defence of freedom and democracy

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT (Kozhikode) : Mr. Speaker, Sir, at this momentous hour, I rise in this House to very unequorocally condemn the unprovoke naked, Pakistani aggression against our sacred country. I also support the Proclamation of Emergency by the President of my motherland.

Sir, today the country is passing through a very critical period in its history. At this critical juncture, let me declare in very clear terms to be understood by everybody inside my country and outside that the Mussalmans of this country,

8 crores of them, are prepared to fight and even sacrifice their lives, standing shoulder to shoulder with their brethren for the security, honour and integrity of the mother country.

Sir, in the past our country has passed through oceans of blood and fire. Today also such a situation has come, and God willing, we will come out with flying colours, in the present struggle also.

I say all this not because of fear from any quarter, not because I want favour from anybody, but because love of our country, defence of our country, is an article of faith as far as the Mussalmans are concerned. Therefore, let me agree with my respected colleague in Parliament, the leader of the Jan Sangh, Shri Vajpayee, that today we have no party differences. Today we have one party, the Indian Nation, and one leader, Shrimati Indira Gandhi, the Prime Minister of India.

On behalf of my Party, the Indian Union Muslim League, I pledge full support to my country, my Government and my people. I also wish all success to the fighting forces of my country.

শ্রী এস. এ শামীম (শ্রীনগর): স্পীকার মহোদয়, এই সংসদ এবং এই দেশ গত ২৫ বছরে খুব নাজুক ও ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কিন্তু আজকের মুহূর্তে সম্ভবতঃ এ দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী নাজুক এবং সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এর আগে আমরা যুদ্ধ করেছি নিজ দেশ রক্ষার জন্য, নিজেদের নিরাপত্তার জন্য, কিন্তু আজকের যুদ্ধের তাৎপর্য ভিন্নতর। আজ আমরা শুধু নিজ দেশ রক্ষার জন্যই লড়ছিনা, আমরা বাংলাদেশের জন্যও লড়ছি। আমরা শুধু নিজ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার লড়াই করছিনা, বরং পশ্চিম পাকিস্তানের পরাধীন জাগণের স্বাধীনতার লড়াইও লড়ছি। বিশ্বাস করুন এ যুদ্ধে শুধু ভারতের ৫৫ কোটি লোকই নয়, বরং সমগ্র বিশ্বমানব এবং বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানের উৎপীড়িত জনতাও আপনাদের সঙ্গে রয়েছে যারা বিগত ২৫ বছর ধরে ইয়াহিয়া খান ও আইয়ুব খানের মিলিটারী শাসন যন্ত্রে নিষ্পেষিত হচ্ছে।

সুতরাং আমি মনে করি, আজকের যুদ্ধ শুধু সীমান্ত রক্ষার যুদ্ধ নয়। আজকের যুদ্ধ মহাত্মা গান্ধী, জওয়াহেরলাল নেহেরু এবং মার্টিন লুথার কিং প্রমুখেরা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেসব স্বপ্ন প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। এই যুদ্ধের সীমারেখা ফাজেলকায় শেষ হয়না, কাশ্মীরে শেষ হয় না, এর সীমারেখা আপনি ভিয়েতনামের সঙ্গে মিলিত দেখতে পাবেন। রোডেশিয়ার জনগণের যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধের মধ্যে গভীর পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং আমি আশা করি, দেশের জনগণ এ যুদ্ধের গুরুত্ব বুঝবে।

সংসদের সামনে আমি এই বিশেষ দিক থেকে বলতে চাই যে, দেশের সেই রাজ্যের সঙ্গে আমার সম্পর্ক যার ওপর পাকিস্তানের লোলুপ দৃষ্টি বিগত ২৫ বছর ধরে লেগে আছে।... আমি এই সংসদকে, এই দেশকে এবং সমগ্র বিশ্বের মানুষকে—যারা, যেকোন স্থান থেকেই হোক না কেন ; অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে—প্রত্যায়িত করতে চাই যে, যেভাবে কাশ্মীরের জনগণ অতীতে পাকিস্তানী আক্রমণের এবং পাকিস্তানী হীন ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করেছে, এই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসক যুদ্ধে কাশ্মীরের বাহাদুর ও দুর্ধর্ষ জনগণ শুধু পাকিস্তানের সামরিক জান্তাকেই নয় বরং পাকিস্তানের আদর্শকেও টলিয়ে দেবে।...

*মূল উর্দু হইতে অনূদিত

MR. SPEAKER: Many other Hon'ble Members are very keen to speak and they are sending me so many chits. I would request them to take one or two minutes. Enough has been said already on it.

SHRI TRIDIB CHAUDHURI (Berhampore): Mr. Speaker, I join my voice to the unanimous declaration of support that has been expressed in this House today on this historic-occasion for the proclamation of national emergency and the declaration of national determination to fight a war that has been forced on us, upto the last.

This is a moment, not of words but of action. So, I do not want to inflict a long speech in this House. But I would be failing in my duty if I do not utter a word of caution to the Government and the Leader of the country today, Shrimati Indira Gandhi that this is a war, not only to safeguard the security and territorial integrity of India, this war has inescapably become merged with the war of Independence of Bangladesh. We stand on the threshold of historic decisions. The world has refused to recognise Bangladesh. The world has refused to see the basic problems of Bangladesh. Let us also realise that the world has failed to see or understand the problems that India is faced with because of the explosion in Bangladesh. That is why the time has come when Bangladesh must not only be recognised by India, given diplomatic recognition, but at the same time, the world must be told that this is not a war between India and Pakistan. They must also be told in the clearest possible terms that there is another war, the war of the people of Bangladesh, the war of the People's Republic of Bangladesh against the military occupation regime of West Pakistan, and that war also must be fought to the finish, and that India is within her rights to help that war, to help the people of Bangladesh to win that war.

With these words, I again support the Proclamation of Emergency.

DR. KARNI SINGH (Bikaner): Pakistan has posed a great challence before our nation, and it is now up to every Indian citizen to tighten his belt and project a united image before not only Pakistan and the enemy, but the world also. Pakistan, precipitating this war, has precipitated the recognition of Bangladesh, and I have no doubt that in a very short while Bengladesh will be recognised and Pakistan will financially destroy itself, as a result of its own act of aggression and I can only hope that out of the wreck and ruin of Pakistan will emerge as loose-knit confederation of democratic secular States in this region in which India can take the lead.

I would like to say this much that many of us young Members of Parliament are desirous of serving to the best of our ability the defence of our country. It was one of my dreams almost 30 years ago in the World War to join the Air Force, and I would like to offer my services to the Prime Minister to join the Fighter Command of I. A. F.

I find that al Hon'ble Members of the House from different parts have offered their unstinted support to the Hon'ble Prime Minister, and all of us Independents also do likewise, and I sincerely hope that the Prime Minister would also in her wisdom consider the formation of a National Government for the duration of the emergency.

I thank you for giving me time to speak. I would only like to say this much that the speeches of my Hon'ble friend Mr. Shamim and other Muslim friends have convinced the world of what the great Gandhiji and the great Jawaharlal Nehru used to say that Indra was a secular nation. They have proved that India indeed is a secular nation.

SHRI V. K. KRISHNA MENON (Trivendrum): The unanimity of the sentiments expressed in this House is not only a proclamation to Pakistan, but to the world, and particularly to that part of the world whose weapons have always been used against us. These expressions have been inspired by sentiments which may appear in the surface to be emotional, but this emotion is a reflection of the firm and resolute will of this nation. If the Prime Minister at any time wanted proof of this, she has had it from the lips of people who, not as professionals but as part of their duty, criticise her in this House.

12·00 hrs.

There are one or two matters to which I would like to refer at this moment. I do not say my word is the last on this subject. The cease-fire line in Kashmir no longer exists. The cease-fire agreement is dead by the act of aggression. I hope it is for the Government to decide—it is not for us individuals to lay it down—to hand over the exit permits to the members of the UN Observation Commission, because their capacity will now be not to superwise the cease-fire line objectively, but to be the allies or the forces that resist us. In the least, these observers are very much in the way and they might get killed. So, we have a great responsibility. So, we shall ask them to go away or send them away to our guest houses. because there is a tremendous international responsibility. The life of one of these international observers will emotionally surcharge the UN in a way that it forgets all other matters.

Secondly, I heard the Prime Minister say—my hearing is still very good—that Pakistan has declared war against us. I beg of her of verify the statement with great accuracy, because if Pakistan has declared war against us, it is one matter. But if Pakistan has simply said, it has declared a state of war, it is a different matter. Declaration of a state of war is a statement made by the State of Pakistan to its own people and is still undeclared war. But so far as we are concerned, war exists. This is the occasion to hand over the exist permit to the High Commissioner of Pakistan here, which takes away whatever inhibitions there may have been in the way of the recognition of Bangladesh. That is to say, Pakistan State is no longer a recognised State so far as we are concerned. Of course, if they have declared war against us, there is the end

of it. That is to say, there is nothing standing in the way. But this matter must be cleared, beacuse in the eminent position the Prime Minister occupies, if she says in the House that Pakistan has declared war against us, international opinion will turn round and say, this is an exaggeration. Now, it is no exaggeration in fact, but we should not put ourselves in the wrong in this matter. If it is not declared war, it is underclared war and what is known as pre-emptive war. Pre-emptive war is the most sinful of all things. The decision who to hit and where to hit must remain with the Government and not with the Generals. War is too serious a mater to be entrusted to Generals. Therefore, I have no doubt that the Defence Minister who is otherwise pre-occupied will see to it that where and in which terms to hit is left to be decided by Government and nobody else.

I do hope that today, tomorrow or whenever, it is, Bangladesh should be recognised because that would be a fitting answer to Pakistan, almost as powerful as the lethal blows that we may deliver.

I want to conclude by saying, this is a sorry business. War is a gruesome affair, especially in a population of our size without the necessary equipment for shelters and things of that character, with a nation that has not seen a war on its own soil since he battle of Wandiwash. That is to say, our people, our professional soldiers, have fought in other fields of battle with glory, but on this soil, we have not seen a war. War is a gruesome business with the black-outs, the fear of bombing etc. It is a gruesome business. So, there may be no competition amongst us as to who makes the most extreme speeches because that this nobody. I want to assure the Prime Minister that I belong to no party. Apart from that, there are no differences here; we are one nation.

Philip of Spain thought in the 16th century because Mary Queen of Scotland, was executed the Catholics would support him when he invaded Britain. But it is the same as what you have heard from the representative of the Muslim League. This is one country and one nation and I have no hesitation in saying that today we are under one leader irrespective of her ideologies. I do not believe she would bring socialism to this country. I want to say this quite, frankly because you cannot jump into a ditch and then leap. But that is another matter which we will deal with afterwards. There will be neither socialism nor any ism unless this nation survives. The survival of this nation is the most important thing.

Coming to war, this country never wanted to wage a war. But when our frontiers beyond the cease-fire line are unfortunately compromised by the action of another country, when another country decides to indulge in border violation and things of that kind I think a new situation arises. Therefore, while we believe in peace at any price we are in the position of an old American President who is reported to have said "I am a man of peace at any price but the present price is war". But, in the present case, we do not have to make a choice; the enemy has made the choice War action has taken place by the bombing of our

air-field for the crippling of our jawans, not of our striking power. And I have no doubt that in the operations which we are forced to undertake, as Shri Indrajit Gupta has rightly pointed out, we have no quarrel with the people of Pakistan and we do not propose to indulge in, we will make sure that we do not propose to indulge in, the Nazi form of war, the war of exterminating peaceful population. It is only in the extreme circumstances where military targets are bombed—and our firing will never fail—that people will be put to hardship, and that we will not use those deadly weapons called napalm bombs and things like that which cripple young people. If you see people who have been affected by that you would never allow them to be used. These are thing which at this time and on this occasions we should not forget in the enthusiasm of crushing the enemy. I know that the enemy can never be crushed; if he is crushed he will rise again but we have to pull out those fangs that try to kill us.

I want to say one word about the proclamation of emergency. There is no doubt that a proclamation of emergency is necessary for many legal reasons. Otherwise government would be faced with very much delay and inconvenience, even though they can indemnity the officials later. But I am sure the Prime Minister will bear in mind a great saying which is said about a great empire and which I say about a great cause: great empires and little minds go together and generosity is seldom the least virtue. Therefore, we should not forget all that. We should go forward, not only the opposition but Members of Parliament belonging to all parties, the entire nation has to go forward together I do not talk of a national government because, after all, the government is a national government. What else is it, except for some of us outside? Therefore, we should not have to spend our time fighting or the policemen guarding our houses or beating young people. These are things which can wait and especially when the war is long-drawn out the government has to consider these things.

Finally, I hope the Prime Minister will at no time heed the counsel of unwisdom which says the Parliament must go. That proceeds on the assumption that Parliament is a luxury which we tolerate. That is not so. Parliament is a necessary establishment, in order that in case there would be reverses—and there is no doubt about it that there would be reverses; there can be no war without reverses except in the thinking of people sometimes—the Parliament can act as the safety valve on such occasions. So, this Parliament has to sit. When bombs were raining over London the British Parliament had midnight sessions and two bombs actually struck the House when they were sitting. This is the thing which shook Hitler that people do not go away even when bombs are showered. Our people are also the same. We have passion for defending this country. When we could shake a mightly empire to its foundations, so we can shake the mightly empires that support the aggressor when aggression takes place and we should warn the world that any assistance given to the aggression in India is an act of aggression against India itself.

SHRI M. SATYANARAYAN RAO (Karimnagar): Mr. Speaker, Sir, the need of the hour is not making speech but only action. We will have to make sacrifices. On behalf of the Telanagana Praja Samithi I would like to assure the Prime Minister that the whole nat on is behind her. Let us forget our petty problems. There are no problems except the one problem as to how to drive out this aggressor who is coming to our country.

I will request the Prime Minister to assign some work at least to some of our young Members here. We know that our soldiers are not only fighting but are laying down their lives there. We must also go there and do something. At least let us create some confidence among our soldiers that not only the whole nation is with them but, that we are also doing something. I hope, the Prime Minister will do something about this problem.

SHRI BIRENDER SINGH RAO (Mahendragarh): Sir, I am associating myself with the sentiments expressed in the House, on behalf of the Vishal Haryana Party on this occasion. After the Proclamation of Emergency and after this dastardly Pakistani aggression last evening I feel proud and important as an ex-soldier. And I am not a very old soldier either; today I feel even younger. I want to assure the Prime Minister that millions of our ex-soldiers and ex-officers in this nation of soldiers are today behind her. They would like to be assigned the most difficult role to defend our country. I have no doubt that India would come out victorious because ours is a noble and a just cause. I am sure that in this late twentieth century when those countries, which were so far professing to be champions of human rights, have failed humanity. India would emerge as the new champion of human rights and individual freedom in the world.

Sir, I must speak a few words on your behalf since you are sitting in the Speaker's Chair.

MR. SPEAKER: You have already spoken as an ex-soldier on my behalf.

SHRI BIRENDER SINGH RAO: Last night your district was bombarded. The people along our borders in Punjab and Rajasthan have proved to be as brave as the people of West Bengal and Assam phoned a few friends this morning at Amritsar and suggested that they might send their children over to Delhi so that we might be prepared at our borders to teach a very lasting and unforgetable lesson to Pakistan; they all refused. They said, Amritsar was not going to be vacated; they were going to stay there to the last minute. I congratulate you, Sir, that you represent that district, and the people on our borders in Punjab and Rajasthan who are so brave.

DR. G. S. MELKOTE (Hyderabad): Sir, I rise to support the Proclamation of Emergency. May I say that the country has heard the clarion call of our leader? On this occasion the national defence workers have asked me to tell this House on their behalf that during the past two aggressions they had been

working 24 hours round the clock but the management of the different industrial factories gave them one holiday in a fortnight. They complained and asked why this holiday was given. The management replied that it was not because of human failure; the machine had broken down but the man had not broken down; therefore, a holiday was necessary. At this juncture we would like to assure the leader that in every possible manner we will out do what we did last time and help our jawans at the front.

With these word I give support to the Proclamation of Emergency.

SHRI SURENDRA MOHANTY (Kendrapara): Mr. Speaker, Sir, on behalf of the Utkal Congress and the United Independent Group which I have the honour to represent in this House. I would like to associate myself with the support given to the Proclamation of Emergency which has been moved by the Prime Minister and pledge our support to it in this hour of trial. There is no question of waging war or not waging it. When the battle is called we must join it and make ourselves oblations to that holy flame. But I would only urge upon the Prime Minister to see that the quality of free society is not impaired in the name of Emergency.

Before, I conclude, I would like to support what my esteemed friend, Shri Krishan Menon, has said that Parliament must not be off. The Parliament should continue to function in this hour of trial so that it keeps up the image of confidence and cool courage of our country.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Mr. Speaker, Sir, as the President of the All-India Defence Employees Federation, I assure my full support to the Prime Minister and to the Defence Minister and I also assure that, as in 1962 and 1965, the Defence employees will rise like one man today and will sacrifice even more to see that the naked aggression of Pakistan is repelled with all force. They will help the army both in the front and also preparing everything in the rear and help this Government in this hour of trial.

MR. SPEAKER: The question is:

"That the House approves the Proclamation of Emergency issued under article 352 of the Constitution by the President on the 3rd December, 1971."

The motion was adopted.

MR SPEAKER: This Resolution is carried unanimously. I am very proud to be the Speaker of this House which has shown so much unity and demonstrated so much determination at this grave hour. We all pray that the nation stands all united as one man with one determination and with one leader. May God be with us.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের আক্রমণের পর যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বিবৃতি।	ভারতের লোকসভার কার্যবিবরণী	৪ ডিসেম্বর ১৯৭১

17·40 hrs.

STATEMENT ON THE SITUATION *RE* : ATTACK BY PAKISTAN ON INDIA

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : You are aware that Pakistan has thrust a war upon us.

The Pakistani Air Force launched pre-emptive air strikes on our airfields from 5·45 p.m. yesterday. Pakistani aircraft have attacked 12 of our airfields, namely Amritsar, Pathankot, Srinagar, Faridkot, Halwara, Ambala, Agra, Uttarlai, Jodhpur, Jamnagar, Sarsa and Sarsawa. The railway Junction of Godra Road, Jammu and Barmer were also attacked. Four of the attacking aircraft have been shot down. Some of our runways were slightly damaged; no aircraft on the ground was affected; in one area the installation was slightly damaged. All our airfields are fully operational. The Pakistani objective of inflicting substantial damage through a pre-medicated pre-emptive attack has been frustated.

The Indian Air Force responded with retaliatory attacks on Pakistani airfields, the first strike materialising last night at 11·50 p.m. Chanderi, Sherkot, Sargodha, Murid, Mianwali, Musroor (near Karachi), Risalwala (near Rawalpindi) and Changa Manga (near Lahore) have been attacked. The crew have reported to have achieved good results. They hit a number of Pak aircraft on the ground and petrol tanks were set on fire. Sargodha airfields has been damaged. The radar station in Badin (Kutch) has also been damaged. All our aircraft except one Hunter one HF-24 and one Sukoi have returned to the base.

Since 6 p.m yestarday, the Pak Army has been shelling our positions in Poonch, Chhamb Jaurian, Amritsar, Fazilka and Pathankot. The ground attacks by Pakistani forces have been repelled in all sectors. Some of our B.S. forces in Ajnala who were across the river Ravi have however been withdrawn. Pakistan has effected similar withdrawal of their forces on our side of the river. In Poonch, we have taken 5 prisoners belonging to No. 26 PDK Battalion. At Chhamb Jaurian the Pak troops while retreating have left one dead and one wounded soldier, both belonging to No. 43 Battalion of the Punjab Regiment.

In the early hours of December 4th, our troops captured a Pak picquet 5 miles south-east ot Tithwal. A hill feature between Uri and Hajipur has been captured. Our troops also captured 13 prisoners including one JCO.

Pak troops in great strength supported by armour and artillery are engaged in severe fighting 30 miles west of Akhnur. We have already inflicted heavy casualties including 6 enemy tanks which were seen burning.

In Ferozepore sector, approximately one brigade of Pak troops supported by air, armour and artillery are attacking our troops in area of Hussainiwala and Ferozepore. Our troops have repulsed all attacks inflicting heavy casualties on the enemy. We have also had casualties and lost some ground. The Hussainiwala bridge has been damaged.

The Indian Forces have moved into Bangla Desh at several points and are acting in concert with Mukti Bahini. Our troops in concert with the liberation forces have taken Shameshernagar including the airfield in the Tripura and Cachar sector. Fierce fighting is still going on in the area around Akhaura. Our troops captured Saigon and Majlispur in the Comilla sector. Thakurgaon, Darsana and Gazipur are now under our control 42 prisoners including one JCO and one Havildar-Major belonging to 26 Frontier Force Rifles Battalion have been captured in Phulbari.

The Indian Air Force has carried out air strikes on the airfields controlled by the Pakistani Air Force in Bangla Desh. So far, 8 Pakistani Sabre jets have been shot down, four near Dacca and 3 near Jessore. We lost 2 hunters.

The Western and Eastern Fleets of the Indian Navy are now out on their mission to seek and destroy enemy warships and to cut the maritime lines of communication between West Pakistan and Bangla Desh and to deny to West Pakistani Forces of occupation support from the sea. A Pakistani merchant ship was captured by one of our destroyers this morning. A party of Naval personnel has boarded the ship which has been ordered to proceed to the nearest harbour.

Units of the Eastern Fleet have also struck at Cox's Bazar. The attack resulted in the destruction of the installations at the airfield.

The Indian Navy has instituted contraband control in respect of supplies intended for Pakistani ports. The ports in occupation of Pakistan in Bangla-Desh have been blocked.

17·47 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Ten of the Clock on Monday, December 6. 1971 Agrahayana 15, 1893 (Saha).

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি এবং তার ওপর আলোচনা।	ভারতের লোকসভার কার্যবিবরণী	৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

STATEMENT RE : RECOGNITION TO BANGLADESH

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF ELECTRONICS, MINISTER OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GANDHI): The valiant struggle of the people of Bangla Desh in the face of tremendous odds, has opened a new chapter of heroism in the history of freedom movements.

Earlier, they had recorded a great democratic victory in their elections and even the President of Pakistan had conceded the right of Sheikh Mujibur Rahman to become Prime Minister of Pakistan. We shall never know what intervened to transform the benevolent mood and realistic approach, if it really was that, to deception and the posture of open hatred.

We are told that Sheikh Mujibur Rahman and his party, the Awami League, had planned a non-violent movement of resistance to the Government of West Pakistan. But they were caught unawares and overtaken by a brutal military assault. They had no alternative but to declare for independence. The East Pakistan Rifles and East Bengal Regiment became the Mukti Fauj and later the Mukti Bahini, which was joined by thousands of young East Bengalies, determined to sacrifice their lives for freedom and the right to fashion their future. The unity, determination and courage with which the entire population of Bangladesh is fighting have been recorded by the world Press.

These events on our doorstep and the resulting flood of refugees into our territory could not but have far-reaching repercussions on our country. It was natural that our sympathy should be with the people of Bangladesh in their just struggle But we did not act precipitately in the matter of recognition. Our decisions were not guided merely by emotion but by an assessment of prevailing and future realities.

With the unanimous revolt of the entire people of Bangladesh and the success of their struggle it has become increasingly apparent that the so-called mother State of Pakistan is totally incapable of bringing the people of Bangladesh back under its control. As for the legitimacy of the Government of Bangladesh, the whole world is now aware that it reflects the will of the overwhelming majority of the people, which not many governments can claim to represent. In Jefferson's famous words to Governor Morris, the Government of Bangladesh is supported

by the "will of the nation, substantially expressed". Applying this criterion, the Military regime in Pakistan, whom some States are so anxious to buttress, is hardly representative of its people even in West Pakistan.

Now that Pakistan is waging war against India, the normal hesitation on our part not to do anything which could come in the way of a peaceful solution, or which might be construed as intervention, has lost significance. The people of Bangladesh battling for their very existence and the people of India fighting to defeat aggression now find themselves partisans in the same cause.

I am glad to inform the House that in light of the existing situation and in response to the repeated requests of the Government of Bangladesh, the Government of India have after the most careful consideration decided to grant recognition to the GANA PRAJATANTRI BANGLADESH.

It is our hope that with the passage of time more nations will grant recognition and that the GANA PRAJATANTRI BANGLADESH will soon form part of the family of nations.

Our thoughts at this moment are with the father of this new State Sheikh Mujibur Rahman. I am sure that this House would wish me to convey to their Excellencies the Acting President of Bangladesh and the Prime Minister and to their colleagues, our greetings and warm felicitations.

I am placing on the Table of the House copies of the communications* which we have received from the Government of Bangladesh. Hon'ble Members will be glad to know that the Government of Bangladesh have proclaimed their basic principles of State policy to be democacy, socialism, secularism and the establishment of an egalitarian society in which there would be no discrimination on the basis of race, religion, sex or creed. In regard to foreign relations, the Bangladesh Government have expressed their determination to follow a policy of non-alignment peaceful co-existence and opposition to colonialism, racialism and imperialism in all its manifestations. These are the ideals to which India also is dedicated.

The Bangladesh Government have reiterated their anxiety to organise the expenditions return of their citizens who have found temporary refugee in our country, and to restore their lands and belongings to them. We shall naturally help in every way in these arrangements.

I am confident that in future the Governments and the peoples of India and Bangladesh, who share common ideals and sacrifices, will forge a relationship based on the principles of mutual respect for each other's sovereignty andterritorial integrity, non-interference in internal affairs, equality and mutual benefit. Thus

*See at the and of the statement

working together for freedom and democracy, we shall set an example of good neighbourliness which alone can ensure, pleace, stability and progress in this region. Our good wishes to Bangladesh.

Letter dated 24.4.71 from Syed Nazrul Islam, Acting President of the People's Republic of Bangladesh to the President of the Republic of India

Syed Nazrul Islam, Acting President of the People's Republic of Bangla Desh

Mujibnagar
April 24, 1971.

The President of the Republic of India.

New Delhi.

Excellency,

Upon the proclamation of the sovereign independent People's Republic of Bangladesh on March 26, 1971 a Government with Sheikh Mujibur Rahman at its head has been established

A copy of the proclamation of independence, Laws Continuance Enforcement Order and a list of Cabinet members are enclosed and marked with letters 'A', 'B' & 'C' respectively for favour of your perusal.

The Government of Bangladesh is exercising full sovereignty and lawful authority within the territories known as East Pakistan prior to March 26, 1971 and has taken all appropriate measures to conduct the business of State in accordance with custom, usage and recognised principles of international Law.

In view of the friendly relations that traditionally exist between the fraternal people of Bangladesh and that of India, I reuest your Excellency's Government to accord immediate recognition to the People's Republic of Bangladesh. The Government of Bangladesh will be pleased to establish normal diplomatic relations and exchange envoys with a view to further strengthening the ties of friendship between our two countries.

Please accept, Excellency, the assurance of our highest consideration.

Sd/- (Syed Nazrul Islam)
Acting President.

(Seal of the Bangladesh Government)

Sd/- (Khandakar Moshtaque Ahmed) Foreign Minister.

The Proclamation of Independence

Mujibnagar, Bangladesh
Dated 10th day of April, 1971.

WHEREAS free elections were held in Bangladesh from 7th December, 1970 to 17th January, 1971, to elect representatives for the purpose of framing a Constitution.

AND

WHEREAS at these elections the people of Bangladesh elected 167 out of 169 representatives belonging to the Awami League.

AND

WHEREAS General Yahya Khan summoned the elected representatives of the people to meet on the 3rd March, 1971, for the purpose of framing a Constitution,

AND

WHEREAS the Assembly so summoned was arbitrarily and illegally postponed for indefinite period.

AND

WHEREAS instead of fulfilling their promise and while still conferring with the representatives of the people of Bangladesh Pakistan authorities declared an unjust and treacherous war.

AND

WHEREAS in the facts and circumstances of such treacherous conduct Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rahman, the undisputed leader of 75 millions of people of Bangladesh, in due fulfilment of the legitimate right of self-determination of the people of Bangladesh, duly made a declaration of independence at Dacca on March 26, 1971, and urged the people of Bangladesh to defend the honour and integrity of Bangladesh,

AND

WHEREAS in the conduct of a ruthless and savage war the Pakistani authorities committed and are still continuously committing numerous acts of genocide and unprecedented tortures, amongst others on the civilian and unarmed people of Bangladesh,

AND

WHEREAS the Pakistan Government by levying an unjust war and committing genocide and by other repressive measures made it impossible for the elected representatives of the people of Bangladesh to meet and frame a Constitution, and give to themselves a Government,

AND

WHEREAS the people of Bangladesh by their heroism, bravery and revolutionary fervour have established effective control over the territories of Bangladesh,

We the elected representatives of the people of Bangladesh, as honour bound by the mandate given to us by the people of Bangladesh whose will is supreme duly constituted ourselves into a Constituent Assembly, and

Having held mutual consultations, and in order to ensure for the people of Bangladesh equality, human dignity and social justice,

declare and constitute Bangladesh to be sovereign People's Republic and thereby confirm the declaration of independences already made by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and

do hereby affirm and resolve that till such time as a Constitution is framed, Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rahman shall be the President of the Republic and that Syed Nazrul Islam shall be the Vice President of the Republic and

that the President shall be the Supreme Commander of all the Armed Forces of the Republic,

shall exercise all the Executive and Legislative powers of the Republic including the power to grant pardon,

shall have the power to appoint a Prime Minister and such other Ministers as he considers necessary,

shall have the power to levy taxes and expend monies,

shall have the power to summon and adjourn the Constituent Assembly, and

do all other things that may be necessary to give to the People of Bangladesh an orderly and just Government.

We the elected representatives of the People of Bangladesh do further resolve that in the event of there being no President or the President being unable to enter upon his office or being unable to exercise his powers and duties due to any reason whatsoever, the Vice-President shall have and exercise all the powers, duties and responsibilities herein conferred on the President.

WE further resolve that we undertake to observe and give effect to all duties and obligations devolved upon us as a member of the family of nations and by the Charter of United Nations

WE further resolve that this proclamation of independence shall be deemed to have come into effect from 26th day of March 1971.

WE further resolve that in order to give effect to this instrument we appoint Prof M. Yusuf Ali our duly Constituted potentiary and to give to the President and the Vice-President oaths of office.

Signed :

M Yusuf Ali
Duly Constituted Potentiary
By and under the authority
of the Constituent
Assembly of Bangladesh.

Laws Continuance Enforcement Order

Mujibnagar,

Dated 10th day of April. 1971.

I Syed Nazrul Islam, the Vice President and Acting President of Bangladesh. in exercise of the powers conferred on me by the Proclamation of Independence dated tenth day of April, 1971 do hereby order that all laws that were in force in Bangladesh on 25th March, 1971, shall subject to the Proclamation aforesaid continue to be so in force with such consequential changes as may be necessary on account of the creation of the sovereign independent Bangladesh formed by the will of the people of Bangladesh and that all government officials--civil military, judicial and diplomatic who take the oath of allegiance to Bangladesh shall continue in their offices on terms and conditions of service so long enjoyed by them and that all District Judges and District Magistrates, in the territory of Bangladesh and all diplomatic representatives elsewhere shall arrange to administer the oath of allegiance to all government officials within their jurisdiction

This order shall be deemed to have come into effect from 26th day of March, 1971.

Signed :—Syed Nazrul Islam.
Acting President.

'C'

List of Members of the Cabinet of the Government of People's Republic of Bangladesh

President :	..	Sheikh Mujibur Rahman
Vice-President :	..	Syed Nazrul Islam
Prime Minister :	..	Mr. Tajuddin Ahmad
Minister, In-Charge of Foreign Affairs, Law & Parliamentary Affairs :	..	Khandaker Moshtaque Ahmed
Minister, In-Charge of Finance, Commerce & Industries :	..	Mr. M. Mansoor Ali
Minister, In-Charge of Interior, Supply, Relief & Rehabilitation :	..	Mr. A. H. M. Kamruzzaman.

Letter dated 15-10-1971 from Govt. of the People's Republic of Bangladesh to Prime Minister of India

Seal of the Bangladesh Government.

Mujibnagar,
15th October, 1971

Excellency,

We write in continuation of the letter dated April 24, 1971, addressed to His Excellency the President of India, and the subsequent communications and personal discussions Exellency, you are aware of the proclamation of Independence on the 10th of April by the Constituent Assembly of the duly elected members of the National and Provincial Legislatures representing the will of the 75 million people of Bangladesh This declaration followed the unilateral, arbitrary and brutal denial of the verdict of the people and the suppression of their democratic liberties and fundamental human rights by the military regime of Pakistan since the 25th of March, 1971

2. It is well known that the people of Bangladesh were subjected to a long period of ruthless colonial domination, systematic economic exploitation and gross political and cultural discrimination by the successive regimes dominated by the ruling circles of West Pakistan The letter of April the 24th, 1971, informed you of the formation of the Government of the People's Republic of Bangladesh under the Presidency of Sheikh Mujibur Rahman and the Action Presidency of Syed Nazrul Islam.

3. Over the last several years our people had waged a peaceful and non-violent struggle for the attainment of our basic rights. Even after the successive postponements of the convening of the National Assembly by the military regime of Pakistan we did not resort to violence but continued our non-violent struggle. The military rulers of Pakistan took advantage of this to gain time by employing the ruse of so called negotiations till the night of 24th of March, 1971, while they were augmenting their military strength.

4. Their plans became visible to the whole world on the black night of March the 25th when they let loose their Army under a pre-meditated plan on the innocent and defenceless men, women and children of our country. They made a special target of the intellectuals, the elite of the youth and the leaders of the workers, peasants and students. This left us with no alternative but to resort to arms.

5. Since the formal proclamation of our Independence on April 10, our struggle for liberation has gained increased momentum and strength, Nearly 60,000 members of the former East Bengal Regt., East Pakistan Rifles and other para-military formations identified themselves with the struggle of the 75 million people of Bangladesh and took up arms in defence of our motherland. They were joined by hundreds of thousands of youngmen whom they trained to defend the sovereignty and independence of their homeland, and to release it from the bonds of colonial oppression.

6. The policy of repression has continued with increasing brutality in the vain hope of liquidating the leadership and reducing the majority of the Bengali speaking people to a minority. Members of the minority communities became special victims of the reign of terror. As a result of this policy of genocide, rape, arson and loot, nearly nine million of our men, women and children have been driven out in terror and have taken shelter in your country, and the exodus still continues.

7. Sheikh Mujibur Rahman, our undisputed leader and President, has been subjected to a secret military trial and has been reportedly condemned to death. The Awami League has been banned which had won an unparalleled victory in the national elections held last December. The military regime of Pakistan has disqualified 79 duly elected representatives of the people and has imposed a so-called civilian regime consisting of defeated candidates and quislings which is now supported by the might of the military machine of Pakistan. These gestures have not deceived the 75 million people of Bangladesh. They have only exposed the deception and insincerity of the military oppressors. All this has only made us more determined than ever to liberate Bangladesh.

8. We are glad to inform you, Excellency, that this struggle has borne fruit. The liberation army of the People's Republic of Bangladesh, the Mukti Bahini, are in full control of half the territory of Bangladesh. We also confirm

that the Bangladesh Government has established effective civil administration over this area which is functioning smoothly. This development has not merely been welcomed by the broad masses of the people but the efforts of our Government have found spontaneous and overwhelming support in the areas under its control

9. May we, therefore, in the light of these developments request your Excellency for a positive response to the message of 24th of April, 1971, requesting for recognition to the free and duly constituted Government of Bangladesh Such a response on your part would give a tremendous impetus to the struggle being waged by the people and Government of People's Republic of Bangladesh for their liberation It would also generate an international response which would promote the cause of freedom, peace and stability in this part of the world May we, therefore, request Your Excellency for an early response to this communication.

Please accept, Excellency, the assurances of our highest esteem

Sd|-

(Syed Nazrul Islam)

Seal of the Govt. of the People's
Republic of Bangladesh

Sd|- (Tajuddin Ahmad)

October 15, 1971
Her Excellency Mrs. Indira Gandhi,
Prime Minister of India,
New Delhi.

Letter dated 23-11-71 from Govt of the People's Republic of Bangladesh to Prime Minister of India

(Seal of Bangla Desh Government) Mujibnagar
November 23, 1971

Excellency,

May we invite your kind attention to our letter of the 15th of October written to you on the eve of your departure for Europe and in the United States of America? Our hope was that, apart from giving consideration to our basic request for the recognition of the People's Republic of Bangladesh and its government, our letter would also assist you in conveying the depth of our feelings and the increasing momentum of our struggle for freedom to the world

leaders whom you were to meet. The reports that we received about your discussions had created the hope that the statesmen whom you met, would be able to persuade President Yahya Khan to envolve a political solution to the problem of Bangladesh, in consultation with our undisputed leader, Sheikh Mujibur Rahman and our already elected representatives.

2. Even while you were abroad describing the realities of the situation and emphasising the imperative necessity of a political solution according to the declared wishes of the people of Bangladesh, we received definite indications that the military rulers of West Pakistan remain determined to continue their policy of repression and brutality against our people. President Yahya Khan's statement of the 12th of October, the increased activities of the West Pakistani army against the civilian population in Bangladesh and his rebuffs to various overtures made by the statesmen of the world urging a rational political solution on him, confirmed our assessment.

3. Developments specially over the last two weeks clearly show that the military rulers of Pakistan are not open to persuasion to return to the path of reason and face the realities of the situation. Meanwhile, the exodus of our countrymen into India continues unabated, which is a direct consequence of the continuing repression of our people by the West Pakistani Army. The oppression of our people is accompanied by a deceitful policy of so-called normalisation undertaken by the military junta of West Pakistan. The defeated candidates and quislings who constitute the so-called civilian government of East Pakistan, are sustained by a repressive martial law regime universally hated by the people of Bangladesh. Their atrocities have reached new and unimaginable dimensions in terrorising and decimating our people in recent days. You must have seen reports about curfews and arrests, exercises in scorched earth and mass extermination undertaken by the West Pakistan Army in Bangladesh over the last fortnight Entire villages have been razed to the ground and their populations liquidated. The West Pakistani Army has acted such systematic brutality that millions of our countrymen wander without shelter and food within Bangladesh. According to our assessment, nearly five million citizens of Bangladesh are in this tragic and heartrending predicament with no succour or relief. This is apart from the ten million citezens of Bangladesh who have already gone to India and whose number is increasing every day. The aforesaid facts lead us to the unmistakable conclusion that the military regime of Pakistan has embarked on a pre-meditated and planned extermination of our race.

4. The military regime of West Pakistan still refuses negotiations with Sheikh Mujibur Rahman and the Government of Bangladesh. This has resulted in the alienation not only of the people of Bangladesh from the military regime of President Yahya Khan but also of the peoples in other parts of Pakistan. The people of the North West Frontier Province and Baluchistan have expressed

their dissatisfaction in a manner which has now compelled the Government of West Pakistan to ban the National Awamy Party which had won a majority in the provincial elections in there provinces of West Pakistan.

5. All this only confirms our original assessment that the people of West Pakistan were never a party to the conspiracy of military oppression undertaken by President Yahya Khan in conjunction with a small coterie of Generals. President Yahya Khan's pronouncements and activities over the last month gave a clear indication of his determination to suppress the democratic aspirations not only of the people of Bangladesh, but also of the people all over Pakistan.

6. As we had informed you in our letter of the 15th of October, the operations of the Mukti Bahini, have been gathering momentum. The Mukti Bahini, with the universal support of the people of Bangladesh, has achieved signal successes in regaining effective Administrative control over large areas of our motherland against the military oppressor. We had informed you of our being in control of half the territory of Bangladesh in our letter of the 15th of October. We have great pleasure in informing you now that our effective jurisdiction extends to two thirds of the total area of the country. We have not only liberated this area, but also consolidated our authority anl established increasingly effective civil administration in areas under our control Even in the remaining areas, the freedom struggle with popular support has reached a stage that it has compelled the West Pakistani troops to confine themselves to a limitd number of fortified positions. Our successes as well as the events in West Pakistan, with the passage of time have convinced even the people of West Pakistan, of the legitimacy of our cause. The intransigence of the military regime of West Pakistan and the programs being carried out by them against our people are indicative of the vain hope which President Yahya Khan entertains of retaining control over Bangladesh by coercive authority This has only strengthened our determination to liberate our motherland completely and we are confident of achieving our objectives We have become better organised and our Armed forces are acting with discipline and determination. The ranks of the Mukti Bahini have swelled with thousands of patriotic young men, dedicated to remove the colonial bondage of the people of Bangladesh once and for all. It is our unalterable intention to remove the root cause of the tragedy which we have undergone—the oppression that we have suffered our nearly two decades, and culminating in the holocause on March 25 and the events following it. This is a just struggle on an enslaved people against their exploiters.

7. It was our hope that our struggle would find immediate and tangible support from the international community, particularly from our great neighbour, India. Our expectations had some basis in the eloquent resolution passed by the Parliament of India on the 31st of March, 1971, which expressed sympathy for and solidarity with the people of Bangladesh in their struggle for a

democratic way of life. Already, eight months have gone by Neither international pressure nor counsels of reason from the statesmen of the world have succeeded in persuading the military regime of West Pakistan to negotiate a political settlement with the people of Bangladesh through their already elected and acknowledged leaders led by the President of Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman. Nor has your tolerance and restraint made any constructive impact on the rulers of West Pakistan. To the contrary, apart from carrying out a systematic policy of genocide, violation of human rights and repression, the military regime of West Pakistan has sought to divert the attention of the world from the root cause of the problem by attempting to internationalise the issue by projecting it as an Indo-Pakistan dispute. We are aware of the consistent efforts that your Government has made to explain the problem in its correct perspective and to direct the attention of the international community to the realities of the situation. These attempts at a peaceful statesment of the dispute between the people of Bangladesh and the military rulers of West Pakistan have failed, and the recent pronouncements and activities of President Yahya Khan provide little hope for a political solution. In this context it has surprised and even perturbed us that India should continue a policy of caution and restraint against the oppressive military regime of West Pakistan.

8 The people of Bangladesh are conscious of the leading role that India played in ereadicating the evil of colonialism from the Afro-Asian region. It was India's eloquent advocacy and consistent stand in favour of the oppressed peoples of the world which made it the leading political force accelerating the process of decolonisation Your Government and your people have always raised their voice where human dignity was in danger and liberties and freedoms of peoples threatened Your consistent support to the just struggles for liberation and freedom movements of the oppressed people of the world is well-known. India has been a leading exponent of the cause of freedom and upholder of liberty for those who are oppressed and deprived of their fundamental rights. You have shown unflinching support to the principles of democracy, secularism, socialism and a non-aligned foreign policy. The proclamation of Independence of the People's Republic of Bangladesh and subsequent pronouncements by the Government of our country have given clear indication that we share these ideals and aspirations. We should like to reiterate here what we have already proclaimed as the basic principles of our state policy, *i.e.*, democracy, socialism, secularism and he establishment of an egalitarian society, where there would be no discrimination on the basis of race, religion, sex or creed. In our foreign relations, we are determined to follow a policy of non-alignment, peaceful co-existence and opposition to colonism, racialism and inperialism in all its forms and manifestations. Against this background of this community of ideals and principles, we are unable to understand why the Government of India have not yet responded to our plea for recognition.

9. On a more practical plane, we are conscious of the burdens imposed on your country by the massive influx of the citizens of Bangladesh in the face of the terror which they face in their own country. We share your anxiety regarding the tensions which the presence of millions of our countrymen on your territory can generate. The economic burden and the socio-political tensions which the large number of Bangla Desh refugees in India, can create, are and should be the common concern of both the Governments of India and Bangla Desh. With our effective control over our territory and with the establishment of organised civil administration, we are anxious that all our fellow citizens who were forced to leave their hearths and homes after the 25th of March, 1971, and who are now living in your country in adverse conditions despite your generosity, return to their homeland at the earliest possible date. We are also now in a position to resettle and rehabilitate them in their own homes in conditions of safety, dignity and honour. In view of the onset of winter, time is of essence in this matter. The health and welfare, especially of the women, children and the aged, can be safeguarded only if the arrangements for their return to Bangla Desh are expedited. We would like to assure you of our Government's full cooperation in organising the expeditious return of the refugees back to their home. Let it not be said that we failed them in their hour of need.

10 Your extending recognition to the Government of Bangladesh seems an imperative requisite to us to relieve the tensions and strains which the people of Bangla Desh and India had to bear over the last eight months. The early achievement of our common objectives would also depend on your giving not only political and moral support to us, but also all essential material aid to the freedom struggle We are convinced that your according recognitions to us and giving sub-

11. We are grateful for the continuing support that you have given to our cause and the efforts you have made on this behalf with the international community. We feel it is now necessary to give formal political content to your support, in order that our struggle is rewarded with speedy success and our existence as a free society is recognised by the world at large. Recognition by you would give an impetus to and would be an acknowledgement of our aspirations and free existence. It is also our considered assessment that the granting of recognition by the Government of India to the People's Republic of Bangladesh is a most necessary and important step not only to stabilise the situation on the sub-continent but also to ensure peace, progress and stability to South-East Asia. May we, therefore, reiterate the request which we made in our letter of 15th October that you accord immediate recognition to the sovereign People's Republic of Bangladesh.

Please accept, Excellency, the assurances of our highest esteem.

Sd. Sd.

(Syed Nazrul Islam) (Tajuddin Ahmad)

Her Excellency Mrs. Indira Gandhi,
Prime Minister of India,
New Delhi.

(Seal of the Govt. of the People's Republic of Bangladesh)

Letter dated 4.12.71 from Govt. of the People's Republic of Bangla Desh to Prime Minister of India

From

Syed Nazrul Islam,

[illegible] President of the People's Republic of Bangladesh, and

Tajuddin Ahmad,

Prime Minister of the People's Republic of Bangla Desh.

To

Your Excellency Madame Indira Gandhi,

Prime Minister of India. New Delhi.

Her Excellency,

We have just learnt with deep shock of the deadly attack launched against your country by the military junta of Pakistan on the afternoon of the 3rd of December. This latest manifestation of Yahya Khan's reckless violation of convenants is the final proof of his determination to subject the countries of this sub continent to tensions, destructions and socio-economic ferment, the people of Bangla Desh were conscious of the above inclinations of the Government of West Pakistan and they launched their struggle for freedom nearly nine months ago. We had sent communications to your Excellency on the 15th of October and 23rd of November explaining the realities of the situation and our determination to fight the military junta of Pakistan till the complete defeat of the occupation forces is accomplished. The aggression committed by Yahya and his Generals on your country make it all the more necessary that the people of India and the people of Bangladesh stand shoulder to repel the aggressors and fight for democracy and freedom and the values we cherish in common

Madame Prime Minister, we have the honour to inform you that in view of the direct aggression committed by Pakistan against your country on the 3rd of December, the freedom forces of Bangla Desh are ready to fight the aggressive forces of Pakistan in Bangla Desh in any sector or in any front. Our joint stand against military machinations of Pakistan would be further facilitated, if we enter into formal diplomatic relations with each other. May we, therefore, repeat our request to Your Excellency that the Government of India accord immediate recognition to our country and our Government. We should like to take this opportunity to assure Your Excellency that the Government and the people of Bangla Desh stand solidly with you in this hour of peril and danger to both countries. It is our earnest hope that our Joint resistance to the nefarious plans and intentions of President Yahya Khan will be brought to a successful conclusion.

We assure Your Excellency of our Government's full support in your just struggle against the aggressor.

Renewing Your Excellency the assurances of our highest esteem

December 4, 1971.

SHRI MALLIKARJUN (Medak): I congratulate the Prime Minister of this holly country. I see her as an absolute incarnation of incorporeal and divine India. God will bless this country with all efficiency and we shall always remain victorious. Jai Bangla Desh

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond-Harbour): On behalf of my party may we say how very glad we are to welcome this day. This is really a day of days, since 1947.

SHRI H N MUKHERJEE (Calcutta North-East): Words fail us on this occasion We have been waiting for months for the time when this country would associate itself entirely with the tremendous movement for liberation which has begun in Bangla Desh.

I do not know if any speech is necessary on this occasion; our hearts are full We say it to the Prime Minister that she has done her duty at historic moment. There is no doubt about it We shall go ahead in this part of the world and entirely on a global basis The struggle which is going on against that ghastly junta of military autocrats, the crazy power hungry people in Islamabad, that struggle would succeed and freedom would flourish in our part of the world, in the rest of humanity.

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী (গোয়ালিয়র) : স্পীকার মহাশয়, দেরীতেই হোক না কেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে একটি সঠিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ইতিহাসের গতি পরিবর্তনের প্রক্রিয়া আমরা প্রত্যক্ষ করছি। নিয়তি এই সংসদ, এই দেশকে এমন গুরুত্বপূর্ণ কাল-

পর্যায়ে এনে উপস্থিত করেছে যখন আমরা মুক্তি সংগ্রামে আত্মাহুতি দানকারী লোকদের সমভিব্যাহারে যুদ্ধ করছি, আমরা কিন্তু ইতিহাসের গতির নতুন দিক নির্দেশের জন্যও সচেষ্ট রয়েছি। আজ বাংলাদেশে নিজেদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধরত লোকদের এবং ভারতীয় সৈন্যদের রক্ত পাশাপাশি বইছে। এই রক্ত যে সম্পর্ক রচনা করবে তা কোনও চাপের মুখে ছিন্ন হবেনা, কোনও কুটনীতির শিকারে পরিণত হবেনা। বাংলাদেশের মুক্তি এখন ঘনিয়ে আসছে। আমার মনে হচ্ছে, আমাদের সেনাবাহিনী এখন ঢাকার উপকণ্ঠে পৌঁছে যাচ্ছে। ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে শুধু মুক্তি সংগ্রামেরই সহায়তা করেনি, বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় ভূষিত করেছে। এখন সে নিরাপত্তা পরিষদে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে যাবে, এজন্য এসময় তাকে আমাদের স্বীকৃতি দান আরো অর্থপূর্ণ হল।

আমি মনে করি আমাদের প্রধানমন্ত্রী সত্যিই ধন্যবাদের পাত্রী। নিত্যদিন আমি এরূপ আরো খবরের প্রত্যাশা করতে থাকব।

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): This is a historic day when free Bangladesh is recognised by India. Our greetings to the Bangladesh and its heroic people. May I request you, on behalf of my party and on behalf of this House to convey our greetings and best wishes to the Bangla Desh people and the Bangla Desh Government. We are one with them in winning freedom and preserving democracy. The fight that is now going on is not between Islamabad and Delhi or between Islamabad and Bangla Desh; it is a fight between military might and democratic rights. Democratic rights will ever succeed, as history has shown. A new history is being written in Bangla Desh.

শ্রী শ্যামনন্দন মিশ্র (বেগুসরায়) : স্পীকার মহোদয়, এই অবসরে আমরা প্রধানমন্ত্রী মহাশয়া এবং আমাদের সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী মহাশয়া এবং সেনাবাহিনী যেভাবে দেশের বিশ্বাস অটুট রেখেছেন সে বিশ্বাস তাঁরা ভবিষ্যতেও রাখবেন এবং বহু জটিলতা নিয়ে যে সব দিন আসছে সেগুলিতেও পূর্ণ আস্থা প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার সঙ্গে কাজ করবেন। আমি উপলব্ধি করছি, এ যাবত আমরা যতদূর সফল হয়েছি তাতে আমাদের সাহস বেড়েছে, আমাদের দেশের মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিশ্বের অনেক স্থানে এ সম্পর্কে যেসব কথা হচ্ছে তাতেও অনেক কিছুর মূল্যায়নে অন্যদেশের লোকদের ধারণা পরিস্কার হয়ে যাবে। ভারতের অবস্থান সম্পর্কে তারা অনেক বিভ্রান্তির মধ্যে ছিল। ভারতের অবস্থান আজ সুস্পষ্ট হয়ে গেছে এবং যুদ্ধের তৃতীয় বা চতুর্থ দিনেই, আজ আমরা যখন একত্রিত হচ্ছি, আমি মনে করি, বিশ্বে যে নানারকম কথাবার্তা ওঠছে, সে সব কথা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সুফল প্রদ মোড় নেবে।

আমি বেশী সময় না নিয়ে শুধু এই বলব, এখনই আমাদের দেশবাসী যেন একথা মনে না করেন যে, আমাদের সফলতা শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, আমাদেরকে অনেক কোরবাণী দিতে হবে, অনেক চিন্তা ভাবনা, আস্থা ও দূরদর্শিতার সঙ্গে চলতে হবে।

SHRI P. K. DEO (Kalahandi) : I congratulate the Prime Minister from the core of my heart for her bold decision. She has taken a very bold step, though belated.

AN HON. MEMBER : At the right time.

SHRI P. K. DEO : My party is fully with her. That Pakistan is a geographical absurdity has been proved today. We hope that the demage done by partition would be repaired, and we fully hope that it will open a golden chapter in the history of the sub-continent. This bold decision is really very courageous and has injected new spirit into the Indian nation and at the same time into the freedom fighters, and I salute the freedom fighters, our soldiers and the martyrs who have laid down their lives for Bangla Desh.

SHRI TRIDIB CHAUDHURI (Berhampore): This is, as every body has said, really a historic occasion, a great occasion, and long speeches are not needed. Even then, we are reminded of the day when the Indian nation really came into its own, when on the banks of the Ravi, under the leardership of Pandit Jawaharlal Nehru. We took the solemn vow of independence. Similary on the 24th March this year, on the banks of the Buri Ganga, Free Bangla desh was born, and Sheikh Mujibur Rahman Father of the Nation of Bangladesh, took the vow of an independent Bangladesh and declared the independence of Bangladesh. The Government and the Prime Minister have never been in more intimate communion with the heart of the nation, with the national spirit, than today. In thank her and the Government sincerely from the core of my heart.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : Sir, the late Pandit Jawaharlal Nehru once said that freedom, like peace, is indivisible and a threat to freedom in one part of the world constitutes a threat to freedom elsewhere. I am glad the Prime Minister has listened to the voice of her father and in resounding terms, has accepted the freedom of Bangla Desh, which is in consonance with the freedom of our country. Today the freedom fighters and martyrs of Bangla Desh must have felt that their martyrdom has not gone in vain. They must have realised that the recognition of Bangladesh will not come at the diploratic table, but it will emerge through the fire of revolution and struggle. And that way, the recognition of Bangla Desh by India has come. For that reason, I congratulate the Prime Minister and also the country.

I do not wish to take much time. Today the martyrs and the freedom fighters of Bangla Desh must be remembering the words of the great Poet who said:

"Oh ! Liberty - Can man resign thee

Once having felt thy generous flame?

Can dungeon, bolts or bars Confine thee or whip thy noble spirit tame ?"

These were the words which illumined the path of many freedom fighters the world over. These are the words which will enliven and illumine the life and dedication of the freedom fighters of Bangla Desh. I am glad the forces of freedom in India and in Bangla Desh have tuned themselves in unison. That will be the picture of the world we will like to dream of and India will always stand for all these who are struggling for freedom. Our armies will never march on any country to conquer the land; our armies will always march to defend and uphold the freedom of and land. That is the tradition of our great country.

SHRI S. A. SHAMIM (Srinagar): So, recognition delayed is not recognition denied. I congratulate the Prime Minister for taking the right decision at the right moment in the right forum. But in this excitement, may I remined the House, that the real significance of this battle should not be forgetten ? The real significance is that the armies of Bangla Desh and India—Muslims and Hindus—are fighting shoulder to shoulder, defeating the military junta of Pakistan. This is not an assult on territory This is an assault on the ideological basis of Pakistan. That is the essence of the struggle. Pakistan was created in 1947 on the basis of religious being different and religions demarcating the boundaries. In Bangla Desh today a Muslim Commander, Gen. Osmani, is commanding the forces, forgetting what religion is, remembering only one thing that human and democratic values are supreme. That is the essence of the freedom fight in Bangladesh. I am sure all those who are upholding the cause of Bangla Desh, whether Mr. Vajpayee or anybody else, will try to implement the significance of this in our daily life and in the political pattern in this country as a whole.

SHRIMATI M. GODFREY (Nominated - Anglo-Indians) : Sir, words cannot express our admiration for our beloved Prime Minister. It is only God who has steered her through the difficult days that we have been passing through, God has given her also understanding and proper judgement to judge that today is the right day to declare the freedom of Bangla Desh. I know the times are very difficult for us to interfere in other's internal affairs. But our Prime Minister has steered us through these difficult days. I think today was the right time for the liberation of Bangla Desh. So, we all join in one voice to thank her for having taken this historic decision on this historic day. This will go down in the annals of history. Once more, I congratulate her and pray that God may always guide her to do the right things, which she has always been doing through all these days of struggled in this country of ours.

SHRI S. B. GIRI (Warangal): Sir, ultimately the democratic will of the people of Bangladesh and also the will of the people of this country has triumphed and recognition has been granted to Bangladesh. On behalf of the Telangana Praja Samiti. I congratulate the Prime Minister for recognising Bangladesh. I hope

other countries will follow suit. I hope those who talk of people's democratic rights and the biggest democracy—America—will follow suit and recognise Bangladesh.

***শ্রী ইসহাক সম্ভলী (আমরোহা) :** স্পীকার মহোদয়, আমাদের সব চাইতে বেশী অভিনন্দন জানাতে হবে বাংলাদেশের যোদ্ধাদের, যাঁরা স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র ও সেক্যুলারইজম-এর জন্য লড়াই করছে। তারা নিজেদের সরকার গঠন করে নিয়েছে। আমি আনন্দিত এবং আমি ধন্যবাদ জানাই ভারতের জনগণ ও প্রধান মন্ত্রীকে যাঁরা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এটি একটি ঐতিহাসিক বিষয়। সেটি এক ধর্মমতাবলম্বী অর্থাৎ মুসলমানদের নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠ লোকের দেশ। কিন্তু তা সত্বেও তারা সেক্যুলারইজম-এর আদর্শ গ্রহণ করেছে। আমার বিশ্বাস, বিশ্বের কোটি কোটি লোকের স্বাধীনতার যুগ এই কাল থেকে আরম্ভ হয়েছে এবং তারা প্রতিটি পরাধীন অঞ্চল স্বাধীন করতে সক্ষম হবে।

এসব কথায় দ্বারা আমি বাংলাদেশকে এবং এই সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

MR. SPEAKER: I think there should be more speeches now. I also join in congratulating the Prime Minister. All the parties have spoken. On behalf of these persons who do not belong to any party, who are non-controversial and who belong to both the Treasury Benches and the Opposition, on behalf of all the free people and on behalf of the whole House, I congratulate the Prime Minister. For the first time in my life as Speaker, today I joined in thumping the table. thumped my own table. I think this declaration made by the Prime Minister will go dow in history as a demonstration of the great cooperation and alignment we have with the freedom loving people of Bangla Desh. On behalf of all those people and on behalf of all of you, I wish to congratulate the Government of Bangla Desh for the momentous and great declaration laying the foundation of their State on democracy, secularism, socialism, world peace and human rights.

---

*মূল উর্দু হতে অনূদিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের আক্রমণের পর সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বিবৃতি।	ভারতের লোকসভার কার্যবিবরণী	৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT RE : LATEST POSITION ABOUT PAKISTANI AGGRESSION ON INDIA

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : The Hon'ble Members will recall the statement I made in this House in the afternoon on December 4th. I had then said that the Pakistani objective of inflicting substantial damage on us through a pre-meditated pre-emptive attack has been frustrated. The Pak forces have been making repeated and determined efforts to inflict damage on us and probe for possible weak spots in our defences. We have been endeavouring to blunt Pakistan's aggressive military machine.

The Pakistani Air Force has been visiting our airfields, but the demage they have been able to inflict has been negligible. We have been able to repair the damage inflicted and our airfields continue to be operational. There has been a gradual decline in the sorties mounted by the Pakistani Air Force. This may be the result of the damage inflicted by our Air Force on their air installations and airfields. So far, we have destrobed 52 of Pakistani combat aircraft and 4 more probably damaged. 3 Pakistani pilots are in our custody.

Our Air Force has been concentrating for the last two days on air defence of our forward positions and providing close support to ground operations. We have also successfully attempted to dislocate Pakistani lines of communication, supply dumps and oil installations. We have lost 22 aircraft in all.

Pakistan's repeated attacks on Poonch have been beaten back with heavy losses. There has been intense pressure in the Chhamb Sector. We have withdrawn our troops to prepared positions on the river Monavar Tavi. In the fighting that preceded this planned withdrawal, Pakistanis lost 25 tanks and they suffered heavy casualties We are exercising counter pressure in the area Akhnoor and Shakargarh.

The Pakistani forces have been pushed out of the Dera Baba Nanak Enclave. The bridge across the Ravi is in our possession. The attempts on the part of Pak forces to infiltrate behind our lines have been frustrated.

In the Amritsar Sector, a few Pakistani border posts are now in our occupation. In the Ferozepore area, the Pakistani forces have ejected from the Sejra Enclave.

In the Rajasthan Sector, a Pakistani armoured column made a bid for the area around Ramgarh. This column was held at Longanavala and has been practically decimated. Twenty tanks were definitely destroyed and seven more damaged. We have succeeded in effecting entry into Sind from two directions. Our troops have advanced around various points and our leading clements are about 10 miles short of Naya Chor. We have also captured Islamgarh. Our forces have been able to destroy 96 of Pakistani tanks so far.

In the Eastern Sector, our troops are acting in concert with Mukti Bahini. Under our pressure, the Pakistani occupying troops are falling back. The Jessore airfield was captured by us this morning. All areas west of Kaliganj have been completely cleared of Pak troops. The important highway from Meherpur *via* Jhenida to Goalandoghat ferry has been cut. In Hilli/Dinajpur area our troops are advancing towards the Rangpur-Bogra highway. Lalmonirghat, with its airfield has been captured. The area north of Kurigram, Rangpur, Dinajpur is now free of occupying forces.

The hon'ble Members are aware of the capture of Akhaura two days ago. The strategic centres of Maulvi Bazar and Brahmanbaria are now surrounded. Feni was vacated by Pak troops yesterday; the forward elements of our troops are now racing towards the Chandpur Ferry.

In Bangladesh, the Pak Air Force has been virtually wiped out; our air supremacy in that area is complete. From the sea, installations of military value have been pounded around Chittagong, Chalna, Mangla and Khulna. All maritime connection between the occupying forces and West Pakistan has been completely severed.

The hon'ble Members are aware of the daring operation carried out by the Indian Navy on the night of 4/5th December. Two Pakistani warships have been sunk and one is believed to have been seriously damaged. Our Naval Force penetrated to within 15 miles of the Karachi harbour. Their bombardment has inflicted severe damage on the harbour installation and oil storage tanks. In the Bay of Bengal, the Indian Navy was able to sink one Pakistani submarine. The Eastern fleet is now operating off the Pak occupied coast in Bangladesh

The three services are working on a highly integrated joint plan of operations. The efficiency with which these plans have been executed and the mutual support which one arm has provided to the other have been gratifying.

About the U. N., I have to inform the House that a safe conduct was given to a U. N. Aircraft C-130 from 8 a. m. to 10 a. m. on December 6th. This could not be utilized by the U. N. At the request of the U. N. Representative in New Delhi, a safe conduct for U. N. aircraft was given for December 7th effective from 7 a. m. to 11 a. m. (IST). There have been no operations over the Dacca area since 10 p. m. last night.

It has been reported from Dacca that a U. N. aircraft has been damaged over the Dacca airfield. The Air Headquarters have confirmed that no Indian aircraft have been operating in that area up to this time. The U. N. have been advised to investigate in Dacca with regard to the damage reported to have been inflicted on that aircraft.

I would like, on behalf of the Members, to communicate to the Armed Forces the appreciation of the House for the valiant way in which they are defending the country and defeating the enemy.

13·20 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Ten of the Clock on Wednesday, December 8, 1971/Agrahayana 17, 1893 (Saka).

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারত মহাসাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহরের তৎপরতা সম্পর্কে আলোচনা।	ভারতের লোকসভার কার্যবিবরণী	১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১

The Lok Sabha met at Ten of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

SHRI JYOTIRMOY BOSU. (Diamond Harbour) . Sir, I have given notice of an adiournment motion on the threat posed to India by the reported arrival of the US Seventh fleet.

RE · MOVEMENT OF THE US SEVENTH FLEET INTO THE INDIAN OCEAN

MR. SPEAKER: He is a parliamentarian. An adjournment motion is on a subject which is within the cognisance and control of the Government. Are the Government cognisant of this ?

SHRI JYOTIRMOY BOSU : It is not a motion for censure.

MR. SPEAKER : Please sit down

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Government could make a statement. I have given notice of a Calling Attention also.

MR. SPEAKER: I will look into tha..

SHRI JYOTIRMOY BOSU ; Now that you have given a little time, let me make my submission.. This is not with the object of censuring the Government. But we want the House to adjourn to take up the discussion on this issue which is very important.

MR. SPEAKER: Please do not give a new definition to adjournment motion.

SHRI S. A. SHAMIM (Srinagar): Adjournment motion is not necessarily a censure motion I am only clarifying.

MR. SPEAKER : Do not give a new definition to adjournment motion.

SHRI H. N. MUKHERJEE (Calcutta, North-East): Sir, I want with your permission to refer to this report about the movement of the Seventh Fleet of the United States into the Indian Ocean and also the report that a United States spokesman has not contradicted the report but, on the contrary, has said that contingent arrangements are being made by the United States' fleet in order to secure the evacuation of US personnel in Dacca. Now, this is a new war-like variety of the gunboat diplomacy of the old days, this application of blackmail and pressure on India, and this is something which goes against the grain and India cannot possibly support it. So, what I wish to request the Government through you, Sir, is that government comes forward without delay to tell the country about the situation and to secure from Parliament, which is assembled here as the representative of the nation, a fortification of its position that no threats will cow it down. The United States which has been whipped like a cur in

Vietnam and is now crawling before China, is trying to intimidate us, and if we take it lying down it would be terrible.. I do not say that government is going to take it lying down ; I do have better expectations of my country. That is why I wish the government to come and tell this Parliament, take the country into its confidence about what measures it is going to take in order to answer this challenge which has been thrown up by the United States in the most insolent and arrogant manner.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Sir, this is a mischievous and designing move adopted by President Nixon of U.S A. in that he has ordered the nuclear powered aircraft carrier Enterprise to sail to the Strait of Malacca off Singapuro to await final instructions to proceed to Bay of Bengal under the pretext of rescuing of U. S. citizens in Dacca. It is not only the nuclear powered aircraft carrier Enerprise but it also includes a task force of several amphibious ships and destroyers which actually left Saigon waters on Friday and which are heading full steam towards its destination. Enterprise is a 99000 tonnes vessel excluding its escorts and is the largest aircraft carrier in the USA and the only nuclear powered one. She carries 100 fighter bombers, reconnaisance aircrafts, fighters and helicopters. It is a part of the US 7th fleet. It is a very serious matter and positive threat to India's security. Therefore, the matter needs to discussed on the floor of the House.

SHRI S.M. BANERJEE (Kanpur): Sir, I do not want to add much to what Prof. H.N. Mukerjee has said. I would like to mention here that this is a new move by the American imperialists to help Pakistani forces who are surrendering every day. An announcement was made by the Pakistan Radio, specially by the Lahore Radio, yesterday morning, giving a message to their soldiers, to their officers, in Bangladesh that the American Government has promised to move their 7th fleet in support of their fight against the Indian soldiers. So, this is a new move, a very sinister plan, by the American imperialists and this is a war-threatening move against India.

I know our Prime Minister and the Government of India will not be cowed down by this. Even if they dare to touch our land with the 7thfleet, they are going to meet the same fate as they met in North Korea and Viet Nam. I know this is going to be the Waterloo of the American imperialists in India if they want to attack us. We know barking dogs seldom bite. But let us see that the dog does not bark any more. We are prepared to fight for our sacred soil.

MR. SPEAKER : Now, papers to be laid.

STATEMENT RE : LATEST POSITION WITH REGARD TO PAKISTANI AGGRESSION ON INDIA

THE MINISTER DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : Mr. Deputy Speaker, Sir this is the eleventh day of the war forced on us by Pakistan. The enemy has failed almost completely to achieve the aim of his pre-emptive attack. In the process, Pakistani forces have suffered grtievous losses which can be made good only by large scale inductions from foreign sources.

I shall attempt to give you a broad picture of the fighting on various. fronts.

In the Kargil and Tithwal sector, a number of posts have been captured As a result, it has been possible to ensure that the enemy does not dominate our road communications in this area.

In the Uri, Poonch, Rajauri and Naushera sectors, attemps on the part of the enemy to infiltrate behind our lines or to break through our defences have been frustrated and the pressure from the Pakistani forces across the cease-fire line has dwindled. A number of raids were carried out on enemy posts, some of which were captured. Our tactical position is now much better and superior.

The House is aware of the development in the Chhamb sector. The enemy at one stage pushed forward to the eastern bank of Munnawar Tawi. The enemy was forced out of the eastern bank. The enemy is, however, still present on the west of Munnawar Tawi. His repeated attempts to penetrate our defences on the east bank have been foiled. Our forces are now well entrenched on the east bank of the river and are able to mount patrols on its west bank. In the Samba-Pathankot sector, our probing movements have substantially improved our tactical position and our vital road communications in the rear are now more secure.

In the Punjab sector, the enemy made repeated attempts to secure lodgements on our territory. In the result, each side has occupied the other side's enclaves on either side of the Ravi. Our defensive position is consequently much stronger. For the last few days, there has, however, been a lull in this sector.

The hon. members are aware of the determined attack that had been made by the enemy to penetrate the Ramgarh area of the Jaisalmer sector in strength. This attempt has been finally frustrated with heavy losses to the enemy. The enemy has been forced out of our territory and we have now advanced a few miles into his territory. Further south in the Barmer sector, the battle for Naya Chor is now raging. The enemy has reinforced his positions and is giving a stiff fight. I can inform the house that the immediate threat to the Rajasthan border has been eliminated.

In the Kutch sector, our forces have captured the important town of Virawah and are in occupation of the Nagarparkar area. Our forces now command nearly a thousand square kilometres of the province of Sind. Arrangements have been made to take care of civil affairs in the occupied area.

Now, I come to the eastern front. The hon. members are aware that our forces in Concert with the Mukti Bahini have succeeded in liberating large areas of Bangladesh. The major towns of Noaknali, Laksham, Chandpur, Feni, Comilla, Gaibandha, Sylhet, Mymensingh, Jamalpur, Kushtia, Jessore and Hilli have fallen before the combined attack of the two forces. Some of the Pakistani garrisons are now preferring to surrender.

In its hasty retreat, the enemy is trying to delay our advance by destroying bridges and damaging riverside installations. The Mukti Bahini and the freedom fighters have been helping our forces to ford rivers and to ferry our troops across. We have used helicopters to land our troops behind enemy lines. Airborne paratroopers have already been dropped in the area north of Dacca and they have linked up with the Mutki Bahini and our ground forces.

Our forces are now closing in around Dacca from different directions. Parts of Dacca are within the range of our artillery. Since the two messages previously sent by our Chief of the Army Staff to Pakistani forces elicited no response, he addressed a third message yesterday to

General Rao Farman Ali or any other officer who may be commanding the Dacca Garrison. He has referred in it to "the duty of all concerned to prevent the useless shedding of innocent blood". He has appealed to the Commander of the occupying forces to co-operate with him in ensuring that his humane responsibility is fully discharged by all concerned. He has urged that in case the Dacca Garrison, decides to continue to offer resistanee, all civilians and foreign nationals should be removed to a safe distance from the area of conflict. I do trust that at least at this late stage General Manekshaw's advice will be heeded and wiser counsels will prevail in Dacca.

We have been deeply aware of our responsibility to the civilian population in the area of conflict. It has been agreed with the Government of Bangladesh that protection should be provided against mob violence or any kind of maltreatment to the entire civilian population, including those who hail from ontside Bangladesh.

We have gone out of our way to make it possible for stranded foreign nationals to be evacuated from Karachi, Islamabad and Dacca. Our Air Force has refrained, during periods notified in advance, from striking at the air-fields near these towns to facilitate such evacuation. Similarly, the Indian Nayy was able to re-arrange its operations so as to allow time for neutral ships to leave the Pakistani and Pakoccupied harbours The United Nations and a number of foreign governments have expressed their appreciation for the exceptional efforts made by our Defence Services in this direction. The enemy is however, known to have abused the temporary suspension of our air and naval operations to land on his airfields war materials from abroad and to mine the waters around his harbours.

The Pakistan Air Force mounted preemptive attacks on our airfield in an attempt to destroy aircraft on the ground and render our installations and and runways unserviceable. The House will be gratified to hear that they succeeded in destroying only one aircraft on the ground and all our airfields have, with the exception of short periods, remained operational throughout. On the other hand. oue retaliatory attacks have inflicted substantial damage of Pakistani signal units, runways and other installations. In consequence, daylight attacks by the enemy are now few and far between. At night. however, enmey activity continues, though at a diminished level. The Pak Air Force has been providing valuable support to Pakistani ground operations in some areas. The Indian Air Force has been concentrating on dislocating the logistics of the Pakistani forces and breaking up their armoured formations and troop concentrations.

The operations of our Air Force have been of very material help to our land forces in effecting a rapid advance in Bangladesh and in frustrating Pakistani design on our Western borders.

Recently Pakistani bombing has become more haphazard and less accurate. It is possible that they are now deliberately attacking some civilian targets. Three days ago some villages near Jullundur were bombed with the result that civilian populotion suffered as many 100 casualties. A civil hospital in Jaurian was also attacked. Some civilian areas in Srinagar received Pakistan Air Force attention. Our Air Force has, however, continued to hit only on military targets and avorid civil areas. The House is by now aware of the truth in regard to the attack by a Pakistani aircraft on the orphanage at Dacca and blaming us for the destruction of that orphanage.

The House is aware of the daring operations mounted by the Indian Navy which succeeded in penetrating the defences of Karachi harbour and bombarding the Pakistani Naval installations from Gwadar to Karachi. In consequence, a part of the Pakistani fleet has been destroyed, the maritime connection between West Pakistan and Bangla Desh has been severed, and supplies by sea to Karachi and to Pak-occupied ports in Bangladesh have been prevented. In addition, the Navy has been able to enforce the contraband control with discretion and flexibility. A number of Pakistani ships and a fair amount of Pakistani cargo have been impounded. The difficulties initially experienced by some neutral shipping lines with our contraband control have been resolved to their satisfaction. Neutral ships have been provided with adequate opportunity to move away from the area of conflict.

The Pakistani Navy has failed to interfere with our merchant ships Our ports are in full working order. In all these naval operations, we have lost only one small frigate.

The House is naturally anxious to have full details of the casualties suffered by us in the severe fighting which has taken place over the last ten days. I have had all the information available till 6 P. M. yesterday tabulated. The Indian Army suffered the following casualties :—

Killed ..	..	1,978
Wounded ..	...	5,025
Missing ..	..	1,662

The Pakistani casualties are much higher. I do not, obviously, have accurate figures. I known, however, that so far 4,102 officers and men from Pakistani regular forces and 4,066 officers and men from their para-military forces are under our custody.

We have accounted for as many as 175 Pakistani tanks of far : this includes 18 numbers captured by us in running order. Our total losses in tanks amount to only 61.

Nine Pilots and 3 Navigators of the Indian Air Force are known to have lost their lives, 36 Pilots and 3 Navigators are missing. We have lost 41 planes, including one naval aircrafts.

We do not have figures of the losses of Pakistani pilots and navigators. The Pakistan Air Force is, however, known to have lost as many as 83 aircraft.

The Pak Navy has suffered grievous losses which include 2 Destroyers, 2 Minesweepers, 2 Submarines, 16 Gun, Boats and 12 miscellaneous craft. The number of officers and men lost by the Pak Navy is not known to us.

The House knows that we lost only one frigate in our extensive Naval operations. 18 officers and 173 sailors are still missing from INS KHUKRI. 6 officers and 91 sailors have been rescued.

The House will, I am sure, wish me to convey its deepest sympathies to the next of kin of the gallant officers and men who have lost their lives in defending our motherland.

The House will also wish to join me in expressing our gratitude to the Defence Services for their magnificent performance in ensuring that the major part of fighting takes place on the enemy soil, that he is kept at a safe distance from our western borders and that a very substantial damage is inflicted in the process on his forces and sophisticated equipment.

A special word of praise is due to the Mukti Bahini of the Government of Bangla Desh. Their regular forces are fighting shoulder to shoulder with our Army. The dedication, keenness, energy and initiative of freedom fighters have been largely responsible for creating conditions which have compelled the occupying forces to vacate the areas occupied by them. It is our hope that through the joint operation of Bangla Desh and the Indian Forces the process of liberating Bangla Desh will soon be completed.

MR. DEPUTY SPEAKER : The House stands adjourned to meet again tomorrow at 10 A.M.

STATEMENT RE : UNCONDITIONAL SURRENDER OF WEST PAKISTAN FORCES IN BANGLA DESH

THE PRIME MINISTER,MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF ELETRONICS, MINISTER OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTIONG (SHRIMATI INDIRA. GANDHI) : Mr. Speaker, if I have an announcement to make, which I think the House has been waiting for sometime. The West Pakistan forces have unconditionally surrendered in Bangla Desh. The instrument of surrender was signed in Dacca at 16 31 hours I. S. T. today by Lt. Gen. A. A. K. Niazi on behalf of the Pakistan Eastern Command, Lt. Gen. Jagjit Singh Aurora GOC-in-C of the Indian and Bangla Desh forces in the Eastern Theatre accepted the surrender, Dacca is now the free capital of a free country.

This House and the entire nation rejoice to this historic event, We hail the people of Bangla Desh in their hour of triumph. We hail the brave young men and boys of the Mukti Bahini for their valour and dedication. We are proud of our own Army, Navy, Air Force and the Border Security Force, who have so magnificently demonstrated their quality and capacity. Their discipline and devotion to duty are well known. India will remember with gratitude the sacrifices of those who have laid down their lives and our thoughts are with their families.

Our Armed Forces are under strict orders to treat Pakistani prisoners of war in accordance with the Geneva Convention and to deal with all sections of the propulation of Bangla Desh in a humane manner. The Commanders of the Mukti Bahini have issued similar ordors to their forces. Although the Government of Bangla Desh have not yet been given an opportunity to sign the Geneva Convention, they also have declared that they will fully abide by it. It will be the responsibilty of the Covernment of Bangla Desh, the Mukti Bahini and the India Armed forces to prevent any reprisals.

Our objectives were limited—to assist the gallant people of Bangla Desh and their Mukti Bahini to liberate their country from a reign of terror and to resist aggression on our own land. Indian Armed Forces will not remain in Bangla Desh any longer then is necessary.

Tne millons who were driven our of their homes across our borders have already begun trekking back. The rehabilitation of this war-torn land calls for dedicated team work by its Government and people.

We hope and trust that the Father of this new nation. Sheikh Mujibur Rahman, will take his righful place among his own people and lead Bangla Desh to peace, progress and prosperity. The time has come when they can together look forward to a meaningful future in their Shonar Bangla. They have our good wishes.

The triumph is not theirs. alone. All nations who value the human spirit, will recognise it as a significant milestone in man's quest for liberty.

SEVERAL HON. MEMBERS: Indira Gandhi zindabad,

SHRI SAMAR GUHA (Contai): The name of the Prime Minister will go down in history as the golden sword of liberation of Bangla Desh.

বাঃ সঃ মুঃ-৮১/৮২-৪০৬৬বি-৪০০০-৪-৭-১৯৮৩।

নির্ঘণ্ট

ধ

ন

প

ফ

ব

ম

INDEX

B

C

I

J

S

পঃমঃমুঃ-৮১/৮২-৪০৬৬এবি-৪০০০-১৯৮৩।